দশম বর্ষের

(বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।)

১৩২৪

"অমৃতস্য পুত্র" তুমি জগত ব্যাপিয়া
রাখ কীর্ত্তি, কর পূর্ণ তব মনস্কাম।৪

হে বরষ! কাল-অঙ্গে মিশিছ সতত
বিধির বিধান পালি ভাসিয়া ভাসিয়া,
তোমার পরশে যেন বিশ্ববাসী যত,
কর্ত্তব্যের পথে চলে অধর্ম্ম ত্যজিয়া।৫

গতবর্ষে কত আত্মা তোমার কৃপায়
রোগ শোকে শান্তিধামে করিল গমন,
ততোধিক কত আত্মা কৃপাণ ধারায়
নির্দ্দয় মনুষ্য করে হইল নিধন।৬

শিখাও মানবে যেন ছাড়ি হিংসা দ্বেষ
প্রেমের বাঁধনে বাঁধে বিশ্ববাসীজনে,
নির্দ্দিষ্ট সময়ে তব হইলেও শেষ,
প্রাচীন গ্রথিত রবে নূতনের সনে।৭

শ্রীবসন্তকুমার দাস, বি-এ, বি

নববর্ষ।

একোঽপি নিখিলং বিশ্বং প্রকাশয়তি যঃ সদা।
বিবস্বতে নমস্তস্মৈ পরজ্যোতিঃস্বরূপিণে॥
সর্ব্ব বিঘ্নবিনাশায় সর্ব্বমঙ্গলহেতবে।
দেবকী প্রিয়পুত্রায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ॥

অনন্তকাল সাগর হইতে সমুত্থিত একটী তরঙ্গের ন্যায়, বিগত বর্ষ (১৩২৩ সাল?) ইহলোকে লীলা সম্বরণ হইয়া সেই সুগভীর সমুদ্রের কালপ্রবাহে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বঙ্গের তমসাবৃত যুগের (Dark age) একটি বর্ষ

নববর্ষ

[illegible] কে বলিতে [illegible] ? আমাদের প্রত্যেকের আয়ুর্দ্দা একবর্ষ বিগানে। [illegible] যাঁহার যে [illegible] আছে, সুকীর্ত্তি সম্পদ আছে তিনিই এই ক্ষতিপূরণ [illegible] এই ক্ষতিপূরণ সহজ ব্যাপার নহে, ইহাতে শিক্ষা [illegible] অপেক্ষা করে। যে সকল মহাত্মা সময়ের সদ্ব্য[illegible] [illegible] বান হইয়া পৃথিবীতে বহু কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে [illegible] সত্য সমষ্টিভাবে জাতিগত ভাবে তাহাও প্রকৃত। [illegible] সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া [illegible] আলোকিত করেন। ভারতবর্ষে এইরূপ জাতি [illegible]

[illegible] নূতনকেই ভালবাসি এবং পুরাতনকে ঘৃণা করিয়া [illegible] সেই দিন যে গত বর্ষ আমাদের নিকট আর প্রিয় বোধ হইতেছে না [illegible] নূতন হৃদয় নূতন উৎসাহ এবং নব নব সুখাশে এই নূতন বর্ষকে পুলকিত চিত্তে অভিনন্দন করিতেছি। আমরা পুরাতন বর্ষকে বিদায় [illegible] নবীন বর্ষের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত। নব বর্ষের শুভাগমন উপলক্ষে সকল[illegible]ই একটা মহোৎসব হইয়া থাকে। খ্রীষ্টিয় সমাজে জানুয়ারী মাসের প্রথম [illegible] মুসলমান সমাজে মহরমের প্রথম দিবসে কি প্রকার আনন্দোৎসব হয় অনেকেই জানেন। এই নব বর্ষে সকলই যেন নবীন বলিয়া বোধ হই[illegible]। প্রকৃতি সুন্দরী পুরাতন বেশ পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বর্ণ কৌষেয় বসনে [illegible] সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া প্রফুল্ল [illegible] পুষ্পদামে পরিশোভিত হইয়া [illegible]রাগে নব বর্ষকে আলিঙ্গন করিতেছেন। আমরাও আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভাকে [illegible] বর্ষে পদার্পণ করিতে দেখিয়া নবীন [illegible] কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছি।

৩। গত বর্ষে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখে বঙ্গদেশের নরনারীগণ [illegible] কালযাপন করিয়াছেন। অর্থাভাবে অন্নাভাবে ও শস্যাভাবে পূর্ব্ব [illegible] পূর্ব্ব বর্ষেও আমরা [illegible] রোগে জর্জ্জরিত হইয়াছি। যে মহাসম[illegible] [illegible] ধ্বংস করিয়া দিল তাহার ভয়ঙ্কর পুচ্ছদেশ আরক্ত [illegible] হইতে অদ্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাদিগের সুখ সমৃদ্ধি [illegible] [illegible] কোথায়। ইতিহাসে পাঠ করি ঔরঙ্গজেবের সময় বঙ্গদেশের সুবেদার সায়েস্তা খাঁর আমলে পাকী ৮/মন চাউল এক টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। [illegible] আমরাও একমন চাউল ৬০ আনা মূল্যে খরিদ করিয়াছি। আজ

সেই চাউল প্রতি মন ৫৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। ইহা ব্যতীত আহার্য্য বস্ত্র মাত্রেই অগ্নি মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মুদ্রিত খণ্ডের শক্তি ক্রমেই হ্রাস হইতেছে পাঁচবৎসর পূর্ব্বে ১৲ টাকা মূল্যে যাহা খরিদ করিয়াছি বর্ত্তমানে তাহার মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র পরিচালিত করিতে কাগজ প্রধান উপাদান। এই কাগজের মূল্য প্রায় চারি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা বিগত নয় বৎসর কাল 'রয়েল' আকারে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঐ আকারের কাগজ বাজারে পাওয়া যাইতেছে না, তজ্জন্য প্রতিভার কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া 'ডিমাই' আকারে প্রতিভার মুদ্রণ স্থির করিয়াছেন। প্রতিভার হিতাকাঙ্ক্ষী কোন কোন বন্ধু প্রতিভার মূল্য বার্ষিক ১৷৷০ স্থলে ২৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু কায়স্থ সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারিলাম না। এই অভাবের সময় বার্ষিক ১৷৷০ মূল্যও কাহার কাহার নিকট কষ্টকর বোধ হইতেছে।

৪। গত বর্ষে রাজনৈতিক অথবা সামাজিক কোন প্রকার উন্নতি আমরা লাভ করি নাই। আমাদিগের সদাশয় শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেলের অনুগ্রহে এবং কতিপয় কায়স্থের বিশেষ চেষ্টায় বঙ্গদেশীয়গণ সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। সর্ব্ব প্রথমে ফরাসী জাতি চন্দ্রনগর বাসীকে এই অধিকার দেন। তাহার পর সহৃদয় ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণও প্রথমতঃ কলিকাতা তাহার পর অন্যান্য স্থানের অধিবাসীবৃন্দকে সেই অধিকার প্রদান করিয়াছেন। অধুনা বঙ্গদেশবাসী যে ভীরু নহে বরং প্রকৃত পক্ষে বীর জাতি তাহা দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের ন্যায় অনেক বীর কায়স্থগণ সম্রাটের বিজয় বৈজয়ন্তীতলে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অলৌকিক সাহস ও বীর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন।

৫। হিন্দু সমাজ স্মরণ রাখিবেন যে পাপকার্য্য দ্বারা কোন প্রকার মঙ্গল আশা করা যাইতে পারে না। ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। যে সকল ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের স্বধর্ম্ম পালনে বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছেন তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য্য, যে পরিমাণে কায়স্থগণ সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পরিমাণে কায়স্থ সমাজ উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণগণের অত্যাচারে বঙ্গের অবনমিত জাতিগুলি (Depressed classes) যে প্রকার কষ্টে কাল যাপন করিতেছে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

যাহারা হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত তাহাদিগের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে ব্রাহ্মণের সুখদুঃখ যে সমান ভাবে বিজড়িত তাহা সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মণজাতি বুঝিতে পারিতেছে না। এই ব্রাহ্মণ অত্যাচারের ফলে নমঃশূদ্র জাতি গুলি হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের মধ্যে যে বিবাদাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহাতে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে এই সকল বিষয় ব্রাহ্মণগণ কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেছেন না। বলিতে পারি না কবে তাঁহাদের চৈতন্য হইবে।

৬। গত বর্ষে উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। প্রবেশিকা এবং বি এ পরীক্ষার প্রশ্নগুলি চুরি হওয়ায় পরীক্ষার্থীগণ বিষম বিপদে পড়িয়াছেন। সমগ্র বঙ্গে ৬০ টী কেন্দ্র সংস্থাপিত করা হইয়াছিল। ইহাতে ১৬৪০০ পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল পরীক্ষার্থী দূরদেশে পাথেয়াদি ব্যয়ভার বহন করিয়া প্রায় লক্ষাধিক টাকা অপব্যয় করিয়াছে। অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই দরিদ্র। এই দুইবার ব্যর্থ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীগণের কত কষ্ট এবং অর্থ অপব্যয় হইয়াছে তাহা চিন্তা করিতেও আমাদের দেহ ও মন অবসন্ন হয়। আজ শতাধিক বর্ষ প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে এই দীর্ঘকাল মধ্যে এই প্রকার দুর্ঘটনা আর কখনও হয় নাই। আগামী ২৩শে জুলাই মোতাবেক ৭ই শ্রাবণ সোমবার পুনর্ব্বার প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন স্থির হইয়াছে। আমরা আশা করি প্রশ্নগুলি এবার বিদেশে মুদ্রিত হইবে। যে উপায়ে প্রবেশিকা এবং বি-এ পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় তৎপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ দৃষ্টি রাখিবেন।

৭। গত বর্ষের প্রারম্ভে অর্থাৎ ৯ই। ১০ই বৈশাখ বঙ্গীয় কায়স্থ সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিকে পঞ্চদশ অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে কয়েকটী অসার আপত্তি উত্থাপন করেন। যজ্ঞোপবীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কায়স্থগণ সময় সময় এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। প্রধান আপত্তি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে সদ্ভাব থাকিবে না। অপরের সহিত বিবাদ হইবে বলিয়া আমি কি আমার পিতৃদত্ত সম্পত্তি অথবা আমার জন্মগত স্বত্ব ত্যাগ করিব? সকলেই জানেন যে কায়স্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় দ্বিজাতি ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত। ব্রাহ্মণদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিবার জন্য আমরা কি আমাদের

আমরা এখন জাতীয় জীবনের মহাসন্ধিস্থলে উপনীত। আমাদের শব্দ লইয়া বিবাদ করিবার আর সময় নাই। হাসি তামাসারও সময় না রাগ দ্বেষ অভিমানেরও সময় নাই। আমি বড় কি তুমি বড় তাহা দেখিব সময় নাই। আমার কথা থাকে কি তোমার কথা থাকে, এ সকল তুচ্ছ ভাবিবার সময় নাই। বিভিন্ন ভাবের প্রবল স্রোত আসিয়া এখন সমাজ তোলপাড় করিতেছে। এই সকল স্রোতের সামঞ্জস্য দ্বারা যদি সমাজের পুনর্গ সম্ভবপর হয়, তবেই ত সমাজের পুনর্জীবন হইতে পারে, নতুবা হিন্দুসমা বঙ্গের সমাজ, দিন দিন বিধ্বস্ত, উৎসন্ন হইবার অভিমুখে যাইবে সে বিষয়ে সং নাই। যে দিন হইতে হিন্দু সমাজে বেদ সামঞ্জস্যের সামর্থ্যাভাব হইয়াছে, সে দিন হইতে হিন্দুসমাজ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, হিন্দুসমাজের প্র জীবনীশক্তি একদিন বৌদ্ধ সমাজকে আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছি বিভিন্ন মত, বিভিন্ন দর্শন ও বিভিন্ন ধর্ম্মস্রোতকে নিজের বিপুল গর্ভে স্থান দি শক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল, সত্যপীরকে সিন্নি দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়া এবং 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং' একমাত্র আশ্রয়স্থান হইয়া সনা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের সেই উদারতা ও বিশালতার পরিচয় দিতে স হইয়াছিল।(খ) সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ দ্বারা দেশ, কাল, পাত্র অনুস ধর্ম্ম-বিচিত্রতার তত্ত্বানুশীলন দ্বারা আচার সম্বন্ধে আবশ্যক ও অনাবশ্যক সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা, ব্রাহ্মণগণ এইরূপ উদারতা দেখাইবার অধিকারী হইয়াছি এবং সেই অধিকারের মধ্যে থাকিয়া সমাজও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সনা হিন্দু সমাজের সেই বিশ্বরূপ কি অতীতের গর্ভে বিলীন হইবে?

মনুষ্যের উন্নতির জন্য সমাজের অস্তিত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নূতন স সংগঠন বড় সহজ ব্যাপার নহে, এবং সকল সময়ে প্রার্থনীয়ও নহে, কিন্তু য সঙ্কীর্ণতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করিয়া সমাজ আপনার বিস্তার ও বিকাশের সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করে, তখন মহাপুরুষগণকে আবির্ভূত হইয়া সময়ে স

(খ) সভাপতি মহাশয়ের এই কথাটি বড়ই সত্য, বৈদিক হিন্দুসমাজ, অ যবনদিগকেও তদীয় বিশালগর্ভে নিমজ্জিত করিতে পারিয়াছিল। আজ স হিন্দু-সমাজ এতই দুর্ব্বল ও নিস্তেজ যে বিলাত-প্রত্যাগত মহাজ্ঞানী ব্যক্তি অথবা চণ্ডালদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সম্পা

বর্জ্জন পরিহার করিব? যে বৌদ্ধ বিপ্লবে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে উপনয়ন প্রথা রহিত হইয়াছিল, তাহার স্থানে বর্ত্তমানে ইংরাজদিগের সাম্য বিচারপূর্ণ রাজত্ব। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন:—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। মনুতে উহার প্রতিধ্বনি আছে, তিনি বলিয়াছেন—স্বধর্ম্ম বিগুণঃ হইলেও পরধর্ম্ম কখনই গ্রহণ করিবে না। কারণ তাহাতে সদ্য পতিত হইতে হয়। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন, ফলতঃ কায়স্থ সমাজে যজ্ঞোপবীত একটি প্রধান সংস্কার। উহার অভাবে যজন যাজন অধ্যয়ন ইত্যাদি জাতীয় কার্য্য সমূলে নষ্ট হয়। অধ্যয়ন বিনা মূর্খতারূপ ঘোর অন্ধকারে কায়স্থ সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সংস্কৃত চর্চ্চা কায়স্থ সমাজ মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় উদ্দীপনা করিতে হইলে যজ্ঞোপবীতের একান্ত প্রয়োজন। গত ১৪ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী দিনে রায় রাধিকাচরণ [illegible] বাহাদুর প্রমুখ [illegible] সমাজের প্রায় বিংশতি নেতাগণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উক্ত [illegible] মহাশয়ের নাম আমরা দেখিলাম না। যতদিন সেন মহাশয় উপনীত না হইবেন ততদিন তাঁহাকে কায়স্থ সমাজের বহির্ভাগেই থাকিতে হইবে। উক্ত জেলায় হাবড়া হইতে প্রকাশিত বিশ্বদূতের সুযোগ্য সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয় পণপ্রথার বিরুদ্ধে যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহা প্রতিভার বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত অভিভাষণ সম্বন্ধে আমরা টীকা করিয়াছিলাম যে—যতদিন কন্যার অভিভাবকগণ 'পণ দিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হন ততদিন পণপ্রথা সমাজ হইতে বিদূরিত হইবে না। এই প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভিন্ন পণ প্রথার মূলোচ্ছেদনের অন্য উপায় নাই। যাহাতে কন্যার বিবাহ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইলেও অন্য কোন আশঙ্কা নাই। দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত কায়স্থকে উদ্ধারের জন্য অবিলম্বে একটি ভাণ্ডার সংস্থাপন করা আবশ্যক।

৮। বিগত বর্ষের আলোচনায় কায়স্থের শূদ্রত্ব একটী প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ১৯১৬ সনের ৮ই মে তারিখে কলিকাতার হাইকোর্টের মাননীয় চৌধুরী ও নিউবোল্ড বিচারপতিদ্বয়ের সম্মুখে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচথুপী গ্রামবাসী উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত অসিতমোহন ঘোষ মৌলিকদিগের দত্তক গ্রহণ মোকদ্দমায় মীমাংসিত হইয়াছে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রথানুসারে কায়স্থদিগের দত্তক স্থলে শূদ্র প্রণালী অবলম্বিত হইবে। ফলতঃ এই বিচারে প্রতীয়মান হইতেছে

যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছেন।' এত চেষ্টা এত সভা সমিতি করিয়াও আমরা শূদ্রত্ব অপবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম না। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রতিভার শ্রাবণ সংখ্যায় দেখিতে পাইবেন। শূদ্র যোনি হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক কায়স্থনেতাগণ অদ্যাপিও শূদ্রধর্ম্মা রহিয়াছেন। যশোহরের কা সভার সভাপতি নড়াইলের প্রসিদ্ধ জমিদার রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর মহাশ অদ্যাপি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করায় উক্ত দেশস্থ অনেক কায়স্থ নিরুপবীত রহিয়াছেন। বরিশালে গাভা বানরীপাড়া সমাজে এবং টাকী বহরমপুর সমাজে ঐ রূপ দুর্দ্দশা; আশাকরি ঐ ঐ সমাজের নেতাগণ সত্বর উপবীতী হইবেন।

৯। বিহার প্রদেশস্থ চাকর সাহেবদিগের সহিত কুলীদিগের সম্পর্ক যাহাতে আত্মীয়তা সূত্রে নিবদ্ধ হয় তৎপক্ষে মহাত্মা গান্ধি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন আমরা আশা করি তাঁহার পরিশ্রম সাফল্য লাভ করিবে।

১০। গতবর্ষে ৯।১০ পৌষ তারিখে পবিত্র প্রয়াগধামে মেও মন্দিরে ভারতী কায়স্থ মহাসম্মিলনের ষষ্ঠবিংশতি অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্যা রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সভাপতি ছিলেন। ভারতীয় সমস্ত বিভিন্ন কায়স্থজাতি মধ্যে একতা সংস্থাপন এই সভার উদ্দেশ্য নহে। কায়স্থপাঠশালার জন্য অ সংগ্রহ করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ঘোষজ মহাশয় নাকি একলক্ষ টাকা দা স্বীকার করিয়াছেন। এই টাকা দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা আমরা কিছু জানি না। বিগত ১লা মাঘ কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দে বাহাদুরের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে বর্ণাশ্র ধর্ম্মের একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। যে দেশের "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতি ব্রাহ্মণ শূদ্র এব" তথায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কি প্রকারে হইতে পারে। যাহার আমাদিগকে এই বিষয়ে আশান্বিত করিয়াছিলেন তাহারা ভ্রমজালে নিপতিত ডাক্তার স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ যে সকল কায়স্থ মহাত্মাগণ রাজদ্বার সম্মানিত হইয়াছেন তাঁহারা নিজ নিজ ব্রত পালন করিয়া দীর্ঘজীবন লা করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কবিবর বরদাচরণ মিত্র প্রমুখ যে সক কায়স্থ মহাত্মা পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই নববর্ষের প্রারম্ভে কায়স্থ সমাজ উন্নতির শিখরে আরোহ করিতে পারিবে ইহাও আমাদের প্রার্থনা। ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং। সং

নববর্ষে আত্ম-নিবেদন ! (ক)

দিন যায়—দিন যায়—দিন যায় ! আমাদের প্রত্যেকের শ্বাস প্রশ্বাসে—প্রত্যেক পদক্ষেপে দিন শনৈঃ শনৈঃ অতিবাহিত হইতেছে। মানবের সাধ্য নাই যে তাহার গতিরোধ করে ; তাহার অপ্রতিহত গতির প্রতিকূলাচরণ করা তোমার আমার শক্তির বহির্ভূত। এই যে অবিরত দিন যাইতেছে—সেই সঙ্গে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় মানবের আয়ুঃ ধীরে ধীরে—তোমার আমার জ্ঞান গোচরের অন্তরালে অনন্তের দিকে প্রধাবিত হইতেছে, আমরা তাহা বুঝি না। বুঝিবার শক্তিও নাই। কিন্তু দিন তাহার কার্য্য করিয়া আমাদিগকে ক্রমশঃই মরণের দিকে লইয়া যাইতেছে। এই যে নিশিদিন মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য কতটুকু চিন্তা করিতেছি ? সে চিন্তা আমাদের এই পাষাণ হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্য উদিত হয় না। নিয়ত ভোগবিলাসের মত্ততা——দিবানিশি বিষয় আশয়ের আহ্বান সর্ব্বদাই পুত্র কলত্রাদির জন্য ব্যাকুলতা আমাদিগকে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে—জ্ঞান থাকিতেও অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছে—বুদ্ধি থাকিতেও উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রাম্যমান করিয়াছে। জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলে যখন অন্তিমের সূত্রপাত হইবে তখন আমাদের উপায় কি হইবে তখন ভবপারের উপায় কি হইবে—তখন পরিণাম রক্ষার নিদান কোথায় তাহাত মুগ্ধচিত্তে একবারের জন্য আসে না, সে ভাবনা ভাবিতে পারি না ; সুতরাং আমাদের পরিণাম যে ভীষণভীতি সংক্ষুব্ধ তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের এই সংকীর্ণ জীবন আজ আছে কাল হয়ত না থাকিতে পারে—আজ যে সুখের আশায় বিমুগ্ধ কল্য তাহার চিহ্ন মাত্রও বিলুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কাজেই জীবনের অস্তিত্ব আদৌ বিশ্বাস করিতে নাই। সেই জন্যই বলিতে হয়, আমরা যে কয়দিন এই নশ্বর জগতে বিচরণ করিব যেন ভগবানকে

(ক) রাজসাহী বৈষ্ণব সভায় পঠিত।

বিস্মৃত না হই—শত কর্ত্তব্যের মধ্যেও যেন ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করি।

ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলং ॥ (খ)

এই অনিত্য সংসারের সহিত আমাদের দুইদিনের জন্য সম্বন্ধ। সংসারের মায়ামোহে আবদ্ধ না হইয়া যাহাতে জীবনকে ইহা হইতে নির্লিপ্ত রাখিয়া ভগবানের নামকেই জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য করিতে পারি তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে, আর শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে বলিতে হইবে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ (গ)

এই নাম বলিতে বলিতে—মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমশই মরমে প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মা সুশীতল করিবে, হৃদয়ের জ্বালামালাকে প্রেম মন্দাকিনীর অতল জলে ভাসাইয়া দিবে। তখন আর আমার আমার বোধ থাকিবে না—ক্ষুদ্রত্ব থাকিবে না, আত্মপর বোধ তিরোহিত হইবে—তখন হরির প্রেমানলে পুড়িয়া মনের ময়লা বিদূরিত হইবে—মন তখন বিশুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য আপনা হইতেই বুঝিতে চেষ্টা করিবে—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

গীতা ২ অঃ। ৭১

(খ) নামব্রতের সদৃশ আর কিছুই নাই, স্বয়ং মহাপ্রভুর বলিতেন তৃণের ন্যায় সুনীচ তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং মানহীন ব্যক্তিকে মান দেওয়া এই প্রকার লোক নামব্রতের উপযুক্ত হয়। সম্পাদক

(গ) এই শ্লোকটী বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে। এই বচন প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া কলিতে হরিনাম সংকীর্ত্তন ভিন্ন জীবের গতি নাই এইরূপ মত মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, মাধব, হরিদাস, রূপসনাতন প্রভৃতি বহু স্বগণ লইয়া মৃদঙ্গের সহিত তান-লয়-বিশুদ্ধ-স্বর সংযোগে হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রথার প্রবর্ত্তিত করেন। সম্পাদক।

কামের দাসত্ব—কামনার দাসত্ব—অহঙ্কারের দাসত্ব—মানুষের দাসত্ব করিবার জন্ত তখন প্রেমোন্মুখী অন্তর আর বিধাবিত হইতে চাহিবে না। তখন মনে হইবে ক্ষণ ভঙ্গুর জীবনকে যখন বিশ্বাস নাই তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া পরিণামের জন্ত প্রস্তুত হই। এই চিন্তা উদিত হইলেই বুঝিতে হইবে পরিণামের ভাবনার সূত্রপাত হইল, পরিণামের পথ ধরিতে পারিলেই পরিণামের পাথের কিছু সংগ্রহের জন্য চিত্ত ব্যাকুলিত হইবে, এই ব্যাকুলতাকেই বলে প্রেম। প্রেম জন্মিলে আমার আমিত্ব থাকে না—সংসারের দাসত্ব বিদূরিত হয় পাপ প্রলোভের আধিপত্য উপেক্ষিত হয়, তখন—সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতেই মানব ধীরে ধীরে দেবত্ব লাভ করিতে আরম্ভ করে। মানুষ এই সময় নাম লইয়াই ব্যস্ত হয়, তাহার বিষয়ের চিন্তা, পুত্র কলত্র চিন্তা প্রভৃতি যাবতীয় চিন্তা বিদূরিত হইয়া কেবল ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া অনন্য-চিন্ত্য হয়। তখন মনে হয় :—

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃস্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ [ঘ]

সমস্ত চিন্তাকে বিদূরিত করতঃ বহির্ম্মুখীন্ অন্তরকে অন্তর্জগতে বিচরণশীল এবং ভগবন্নামকীর্ত্তনরূপ মহাব্রতকে একাগ্র ভাবে ধারণার বিষয়ীভূত করিতে পারিলে আর পরিণামের জন্য ভাবিতে হয় না—শমনের ভয়ে ভীত হইতে হয় না—নাম যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলে অভীষ্ট লাভ করিবার জন্য—সেই জনম, মরণ, সুখ-মোক্ষদাতার চরণে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য আর চিন্তা করিতে হয় না।

ভগবান্ বলিতেছেন :—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
গীতা। ৬অঃ। ৩০

অর্থাৎ যে যোগী ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আমাকে দেখেন এবং আমাতেই সর্ব্বভূত দর্শন করেন, তিনি আমার অদৃশ্য হন না। অতএব ভক্তগণ! সাধকগণ! যোগিগণ! আপনারা যিনি যে ভাবেই ভগবান্‌কে ডাকুন মনকে প্রশস্ত করিতে

(ঘ) এই প্রকার ব্যাকুলতা আসিলে গৃহস্থ সন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে। গীতার ১৮শ অধ্যায়ে সন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবদুক্তি পাঠ কর। সম্পাদক

না পারিলে মনের ময়লা ছুটাইতে নাপারিলে সেই প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমের কণিকামাত্রও শত চেষ্টাতেও লাভ করিতে পারিবেন না। স্বার্থপরতার ক্রীত-দাস, কূপমণ্ডূক আমরা যতদিন না সেই প্রেম কল্পতরুর সুশীতল পাদমূল বক্ষে ধারণ করিতে শিক্ষা করিব ততদিন আমাদের নিস্তারের উপায় নাই—ভবপারের উপায় নাই—পার্থিব জঞ্জাল জালথে নির্মুক্ত করিবার উপায় নাই সেই জন্যই বলি ভ্রাতৃবৃন্দ! ভক্তগণ! আসুন আমরা কলিকলুষনাশকারী শ্রীভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করি আর অবিরাম বলি :—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ক্ষুদ্র আমাদের শক্তি অতীব ক্ষুদ্র; এমন কি আমরা শক্তিহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা ভজন জানিনা, পূজন জানিনা, কেমন ক'রিয়া হৃদয়ের আরাধ্য দেবকে একাগ্রচিত্তে ডাকিতে হয় তাহাও জানিনা। কিরূপে প্রেমের পথের পথিক হইতে হয় তাহাও শিক্ষা করি নাই। কেমন করিয়া ভব-যন্ত্রণার মহৌষধি সংগ্রহ করিতে হয় তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। তবে কি দীন আমাদের—পাপী তাপী আমাদের নিস্তারের উপায় নাই—উদ্ধারের পন্থা নাই? আছে—আছে—আছে! সেই দয়ার সাগর, পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, দীনের পালক প্রেমের গুরু আমাদের জন্ত অযাচিতভাবে সেই পথ করিয়া রাখিয়াছেন, ভাইরে! সে পথ বড়ই সোজা, বড়ই সরল, বড়ই আনন্দদায়ক, সে পথ :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

আর ভয় নাই ভাই! ভব পারের জন্য আর ভয় নাই। ভব ভগবান ভাগবত মুখে বলিয়াছেন :—

কলেৰ্দোষ নিধেরাজন্ অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচার্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিণঃ।
যত্রসংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥

প্রথার উচ্ছেদন, আন্তর্গণিক বিবাহ বন্ধন ইহার কোন কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

২। প্রথমদিনের অধিবেশনে পণ্ডিত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ এবং মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়দ্বয়ের আশীর্ব্বাদ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয় সমাগত কায়স্থগণকে মধুর বাক্যে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন একতায় আমাদিগের উন্নতি এবং বিভিন্নতায় আমাদের অবনতি। রাজা মহোদয় নিজে কিন্তু শূদ্রাচারী! তিনি কি মনে করেন যে জঘন্য শূদ্রত্বের ধ্বজা উড়াইয়া তিনি সমগ্র ভারতীয় প্রায় এককোটী কায়স্থের মধ্যে একতা সংস্থাপিত করিবেন? কলিপাবন শ্রীশ্রীপ্রভু গৌরাঙ্গদেব বলিয়াছিলেন—"আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে বুঝায়' রাজা বাহাদুরের রাজধানী সন্তোষে বহু চেষ্টা করিয়াও কায়স্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচার করিতে পারিলাম না। কায়স্থ-সভার কর্ণধার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা মহোদয়কে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি যে তিনি সন্তোষের রাজা বাহাদুরকে টানিয়া লইয়াছেন। এইক্ষণে আমরা আশা করিতে পারি যে সন্তোষের রাজা বাহাদুর এবং তাঁহার মুখাপেক্ষীগণ সকলেই সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। তিনি সত্যই বলিয়াছিলেন যে বেদের শাখা আপস্তম্ব সূত্রানুসারে আমাদিগকে প্রায়শ্চিত্তাত্মক উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইতেছে। ভাগলপুরের উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ এখনও নিরুপবীত, বড়ই দুঃখের বিষয়। টাকীসমাজের নেতা রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, মহোদয় এখনও শূদ্রাচারী বড়ই দুঃখের বিষয়। টাকী সমাজে এবং বহরমপুরে পাত্তা, বানরীপাড়া ইত্যাদি সমাজের অনেকেই শূদ্রাচারী হইয়া রহিয়াছেন ইহাদিগের চৈতন্ত সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

৩। পাশ্চাত্য সমরে সম্রাটের জয় শ্রীভগবান সমীপে প্রার্থনা করা হয়। এই প্রথম প্রস্তাবটী সকলেই মহোল্লাসে গ্রহণ করিলেন। বাবু নিবারণচন্দ্র দত্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কায়স্থ যুবকগণ সমরে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া সম্রাটের বিজয় বৈজয়ন্তী তলে দণ্ডায়মান হইয়া অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিবেন। এই প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত অমৃত-

লাল বসু যথাক্রমে অনুমোদিত ও সমর্থিত করিলেন। তৃতীয় প্রস্তাব নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। ৪র্থ প্রস্তাব উপনয়ন গ্রহণ। শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী এই প্রস্তাবটী সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। রায় বিনোদ বিহারী বসু এবং শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা মহোদয় কর্ত্তৃক এই প্রস্তাবটী যথাক্রমে অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়। পঞ্চম প্রস্তাব :—সমগ্র ভারতীয় কায়স্থগণ পবিত্র যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া একীভূত হউন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক এই প্রস্তাবটী উপস্থিত এবং শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং রায় রসময় মিত্র বাহাদুর কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়। ষষ্ঠ প্রস্তাব :—আন্তর্গণিক বিবাহ দ্বারা চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মিলন। এই প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা উপস্থাপিত করিলে শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নন্দী বর্ম্মা দ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়। সপ্তম প্রস্তাব:—পণপ্রথার উচ্ছেদন। এই রাক্ষসী প্রথা কায়স্থ সমাজের রক্ত শোষণ করিতেছে। যে কায়স্থ সন্তান পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ করে সে সমাজের কুলাঙ্গার এবং ঘৃণার পাত্র। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলে কায়স্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী এবং শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সিংহ বর্ম্মা উহা অনুমোদিত ও সমর্থিত করেন।

৪। দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন। অষ্টম প্রস্তাব :—শুভ পরিণয় উপলক্ষে ও অন্যান্য আনন্দজনক পারিবারিক মিলনে বংশাবলীর বিবরণ ও কায়স্থ সমাজের পূর্ব্বাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করা আবশ্যক। ইহাই ক্ষত্রিয়ের বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। এই প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়াছিল। এই প্রস্তাবটী নূতন এবং ইহার জন্য প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয়ের নিকট কায়স্থ সমাজ ঋণী। ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভাবে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কিভাবে স্বধর্ম্মপালন, বেদ অধ্যয়ন এবং শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন তাহা সভাস্থ প্রত্যেক কায়স্থই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নবম প্রস্তাব :—দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহে কোন বাধা নাই। এবং তাহার যথাসম্ভব প্রচলন কায়স্থসভা নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার বসু বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত বসন্ত [illegible] বসু বর্ম্মা [illegible]

গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়গণ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত, অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়াছিল। এই প্রস্তাবে "যথা সম্ভব" শব্দদ্বয় না দিলেই ভাল হইত। কেন না এইরূপ ইতস্ততঃ (Halting) প্রস্তাবে কোন কার্য্যই হয় না সাপও মরে না লাঠীও ভাঙ্গে না। দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে প্রথম পুত্রের সহিত কুলীন বংশের বিবাহরূপ কুসংস্কার সমাজের অনিষ্ট করিতেছে। দশম প্রস্তাবঃ—কায়স্থ সভার মঙ্গলার্থে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের একটী মন্দির নির্ম্মাণ দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বালিকার শিক্ষা প্রদান এবং সহায়-হীনা কায়স্থ বিধবার সাহায্য প্রদান, পুস্তকালয় সংস্থাপন ইত্যাদি কার্য্যের জন্ত চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত ভাণ্ডারে সাহায্য করিতে কায়স্থ মাত্র-কেই অনুরোধ করা হইতেছে। এই প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, আশুতোষ কাব্যতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয়গণ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত অনুমোদিত এবং সমর্থিত হইয়াছিল। ফরিদপুর নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রাপীড় গুহ তাঁহার পরলোকগত পত্নীর স্মৃতি রক্ষার্থে নিরাশ্রয়া কায়স্থ বিধবাদিগের জন্ত 'সুরবালা বৃত্তি' নামক একটী বৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রায় বর্ষদ্বয় হইল এই বৃত্তটী আমাদের বঙ্গেশ্বরদী গ্রামস্থ শ্রীযুক্তা নীরদাসুন্দরী বসু মহাশয়াকে দেওয়া হইতেছে। উক্ত বসু মহাশয়া একজন নিঃস্ব বিধবা পুত্র কন্যা লইয়া কষ্টে পড়িয়াছেন, তিনি মাসিক ২৲ টাকা করিয়া সাহায্য পাইতেছেন। এক সময়ে কুমার মন্মথনাথ মিত্রমহোদয় কায়স্থ বিধবাগণের সহায্যার্থে একটী ভাণ্ডার সংস্থাপন করিয়াছিলেন বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সহিত কুমার বাহাদুরের মনোমালিন্য বশতঃ উক্ত ভাণ্ডার উঠিয়া গিয়াছে। দশম প্রস্তাবের সময় স্বাক্ষরিত এবং নগদ চাঁদা ১১৯৲ টাকা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে পাওয়া গিয়াছে। এই টাকার মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় একশত টাকা দান করেন। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের টাকা এতদিন রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত ছিল এবারও তিনি কোষাধ্যক্ষ রহিলেন। পূর্ণেন্দু বাবু এবং হিরেন্দ্র বাবু উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের সহিত ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইলেন।

১১। একাদশ প্রস্তাবটী স্বদেশীয় উচ্চ শিক্ষার সম্বন্ধে, যাহাতে কায়স্থ সমা-জের মধ্যে সংস্কৃত ও আয়ুর্ব্বেদ এবং স্ত্রী শিক্ষার বিস্তৃতি হয় তজ্জন্ত কায়স্থগণ

সকলকে অনুরোধ করিতেছেন। এই প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়গণ কর্তৃক যথাক্রমে উপস্থাপিত অনুমোদিত এবং সমর্থিত হইয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি বিভাগের দ্বার অদ্যাপি কায়স্থের প্রতিকূলে অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয় প্রমুখ কতিপয় প্রধান প্রধান কায়স্থগণ বঙ্গের নূতন শাসন কর্ত্তার নিকট কায়স্থ সমাজের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইলে এই গ্লানি তিরোহিত হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে কায়স্থ সভা কি করিয়াছেন আমরা অবগত নহি। দ্বাদশ প্রস্তাব:—উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে সমুদ্র যাত্রার আবশ্যকতা এই সভা অনুমোদন করিতেছেন। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেববর্ম্মা এই প্রস্তাবটী উপস্থিত ও সমর্থিত করিলেন। এইরূপ কেবল প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কি লাভ আমরা বুঝিনা, কেবল দুর্মূল্য কাগজ ও কালীর অপব্যয় মাত্র। কায়স্থ সভা বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য কি কোন কায়স্থকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন? ইহাতে যে অর্থব্যয় হইবে তাহা কে দিবে? কায়স্থসভা সব্যয় করিতে ভয় পান টাকাও কেহ দেয় না। ত্রয়োদশ প্রস্তাব:— দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য কায়স্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচার। এই গুরুতর প্রস্তাবটী প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব মহাশয় উপস্থিত করিলে শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী এবং কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়াছিল। বোধ হয় এতদিনে কায়স্থ সমাজ তথা কায়স্থ সভা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন যে প্রচার ভিন্ন কায়স্থ সমাজে উদ্ধারের অন্য পন্থা নাই, এই প্রস্তাবের সময় ২৪০৲ টাকা দান স্বাক্ষর হইয়াছিল। এবং প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে একবৎসরের জন্য প্রচারক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আমরা আশা করিয়াছিলাম আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে প্রচারক নিযুক্ত করা হইবে। ফলতঃ একজন প্রচারক দ্বারা সমগ্র বঙ্গের চৈতন্য সম্পাদন করা অসম্ভব। সমবেত কায়স্থ সভা যদি এই সহজ কথা বুঝিতে না পারেন তবে বড়ই পরিতাপের বিষয়। তদনন্তর আগামী বর্ষের সভাপতি হইলেন মাননীয় রায় শ্রীনাথ রায় বাহাদুর; সম্পাদক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ

পূর্ব্বের ন্যায় প্রায় সমান সমান রহিলেন। পরিশেষে ধন্যবাদ এবং রাজার মঙ্গলার্থ সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া সভা ভঙ্গ হইল। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধ সঙ্কলন বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। আমরা নিজে সভায় উপস্থিত ছিলাম না। উক্ত প্রচারক মহাশয় সভার সমস্ত বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সভার কার্য্য সম্বন্ধে যে সকল সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহা আমাদের। সভাভঙ্গের পর অগ্নিহোত্রী মহাশয়দ্বয় সভাগৃহের স্থানে স্থানে উপনয়ন সম্বন্ধে যে প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা মনে করেন যে কলিকাতায় অনেকেই সত্বর উপনয়ন গ্রহণ করিবেন। ইতি

সম্পাদক।

বঙ্গীয় কায়স্থ সভার পঞ্চদশ বার্ষিকাধিবেশনে
শ্রীযুক্ত রায়পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ দেববর্ম্মা বাহাদুর
সভাপতির অভিভাষণ।

এই কলিকাতা মহা নগরীতে কায়স্থ সভার বার্ষিক-অধিবেশন হইলেই সেই মহানুভব রমানাথ ঘোষের কথা স্মরণ হয়, যাঁহার অদম্য অধ্যবসায়ে, অসাধারণ যত্নে এবং হৃদয়ের প্রবল অনুরাগে, এই সভার মূল ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে কায়স্থ সভার কত বিখ্যাত নায়ক অতীতের তিমিরময় (ক) গর্ভে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের স্মৃতি ও আদর্শ যেন আমাদের লক্ষ্যপথে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া যেন আমরা কৃতকৃত্য হই। আবার গত বৎসর আমাদের কতকগুলি সত্য ইহ জগতের কার্য্য হইতে সম্প্রতি

(ক) এখন আর তিমিরময় নহে বিজ্ঞানের দীপ্তময় আলোকে আলোকিত। সঃ

অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। রাজপুতনার অন্তর্গত কোটার সরকারী উকিল গোপাল সহায় খাস্ত মহাশয় বঙ্গবাসী না হইলেও তাহার বঙ্গ সাহিত্যে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সকলে দুঃখিত। পাবনার কেদারনাথ সরকার, কলিকাতার চারুচন্দ্র বসু মল্লিক, রাজীবপুরের চারুচন্দ্র ঘোষ, রংপুরের বিজয়শঙ্কর মজুমদার, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ বেণীমাধব মিত্র, কুমিল্লার মদনমোহন গুহ, হাবড়ার রামকমল রায়, দিনাজপুরের হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষবর্ম্মা, পাচথুপীর শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মল্লিক, হুগলির পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতার রসিকলাল রায়, পাবনার ব্রজেন্দ্রলাল রায়, জলপাইগুড়ীর চন্দ্রমাধব চাকী, মুঙ্গেরের উমেশচন্দ্র দত্ত, গোরক্ষপুরের রায় সাহেব যজ্ঞেশ্বর রায়, কুষ্টীয়ার হৃদয়নাথ বর্ম্মামজুমদার মোক্তার কলিকাতার ললিতমোহন চন্দ্র, উৎকলদীপিকার সম্পাদক রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর বর্ম্মা রায়, কায়স্থসভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গোবিন্দলাল দত্ত, চুঁচড়ার কুমার ক্ষীরোদবক্স রায় প্রভৃতি স্বজাতি হিতৈষী, স্বনামধন্য মহাত্মাগণ, আমাদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া ইহলোকের লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আজীবন সভ্য ও ১৩১৯ সালের সহকারী সভাপতি পাচথুপীর জমিদার শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছেন। কায়স্থ সভা তাঁহার নিকট অনেক আশা করিত ভরসা করি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মৌলিক আমাদের সে আশা হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

এই ষোড়শ অধিবেশনে, যৌবনের এই প্রথম আবির্ভাবে সভার জন্মভূমি কলিকাতা মহানগরীতে পুনরায় একত্র হইয়া আমাদের প্রথম চিন্তা এই হয়, যে কায়স্থ সভা সত্য সত্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে কি না। আমরা কি এতদিন সভার মূলে যথোচিত জল সিঞ্চন করিয়াছি, আমরা কি রীতিমত সারদ্রব্য দিয়া সভার পুষ্টিসাধন করিয়াছি? সভার বৃক্ষ কি সহস্র সহস্র নব কিশলয় ও হরিদ্বর্ণ নবীন পত্রে শোভিত হইয়া শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া সগর্ব্বে, সদর্পে নিজের মস্তক উত্তোলন করিতেছে? লক্ষ লক্ষ বঙ্গীয় কায়স্থের সমবেত জীবন কি এই সভার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে? এই সভার প্রবল জীবনীশক্তি কি মৃতপ্রায় বঙ্গবাসীর দেহে নূতন জীবনের সঞ্চার করিতে পারিয়াছে?

[illegible] বিপুল উৎসাহের সহিত যৌবনের অরম্ভে উপনীত হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীর হইতে পারিবে এবং বঙ্গীয় কায়স্থের নাম জগৎ মধ্যে গৌরবান্বিত করিতে পারিবে ? (খ)

মনে হয় যে এখনও আমাদের সমবেত জীবনের অভাব আছে। মনে হয় যে সামাজিক জীবনের [illegible] সহকারিতা, পরস্পর নির্ভরতা আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি না। [illegible] কায়স্থই যে এক সামাজিক জীবনে দৃঢ় আবদ্ধ এবং সেই সমবেত জীব[illegible] আমাদের সকল কল্যাণের আকর, সেরূপ দৃঢ় ধারণা আমাদের এখনও [illegible] আমাদের সমাজ সংগঠন লইয়াই ভারতের সমাজ সংগঠন ভারতের জাতীয় জীবন।

ভারতের সমাজ-সংগঠনে কায়স্থজাতির যে এক প্রবল [illegible] আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর [illegible] কায়স্থ ক্ষত্রিয়। সে উপবীত ধারণ করুক আর না করুক, সে যে ক্ষত্রিয় [illegible] সন্দেহ নাই। (গ)

[illegible] ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হইতে পারে, কিন্তু সে শূদ্র হইতে পারে না। (ঘ) আমাদের [illegible] এই যে কায়স্থ আবহমান কাল ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ই থাকিবে, [illegible] দ্বারা অথবা বিনা সংস্কারে আপনার বিশুদ্ধত্ব রক্ষা করিবে। যদি [illegible] চিরদিনের জন্য ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শেষ অধ্যায় লিখিবার সময় হইয়াছে। বঙ্গদেশে কায়স্থের ব্রাত্যত্ব খণ্ডন না হইলে ভারতের এই আশাময় ভবিষ্যত ভূমিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনর্জীবন নিতান্ত অসম্ভব। এক পক্ষ ছেদন করিলে যেমন পক্ষীর উত্থান

(খ) আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতার বঙ্গীয় কায়স্থসভা এই সমস্ত আশার কোনটীতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। আমরা নিরাশার গভীর অন্ধকারে [illegible] হইতেছি। সং

(গ) এই বিষয়ে সভাপতি মহাশয় ভুল করিতেছেন। উপনয়ন সংস্কার না হইলে দ্বিজত্ব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব হয় না ইহা অনেকেই বুঝেন না। সং

(ঘ) অস্মদ্দেশীয় অনুপনীত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কায়স্থ-বর্গ [illegible] প্রায়শ্চিত্ত করণে অসক্ত তদনুকল্প প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বর্ত্তমান সময়ে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন। সম্পাদক।

শক্তি থাকে না এবং তাহাকে তখন পক্ষী বলাও চলে না, সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-মূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ক্ষত্রিয় বিরহিত করিলে আর তাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের জীবনীশক্তি থাকে না, এবং তাহাকে তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলাও চলে না। ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মের শিক্ষা দিবেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের রক্ষা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে দেশ কাল পাত্র অনুসারে ধর্ম্মের সংস্কার করিবেন। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার হইলে এবং প্রচলিত ধর্ম্মের সংকীর্ণতা দ্বারা ধর্ম্মসংস্কারের অত্যন্ত আবশ্যকতা হইলে, ভগবান্ বিষ্ণুকে ক্ষত্রিয়-দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ, সে সমাজ যে অচিরাৎ উৎসন্ন হইবে সন্দেহ নাই। (ঙ)

বঙ্গের হিন্দু সমাজ মধ্যে এমন অনেক আছেন, যাহারা হিন্দু সমাজের কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না এবং সামাজিক আন্দোলন মাত্রকেই খেলার কথা মনে করেন। তাঁহারা অধিকাংশ পাশ্চাত্যভাবে দীক্ষিত। তাঁহারা বাল্য বিবাহ, সমুদ্র-যাত্রা, স্ত্রী-শিক্ষা, প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারের কথা বর্ণগত সংস্কার হইতে বিভিন্ন বলিয়াই মনে করেন এবং বর্ণগত সামাজিক সংস্কার তাহাদের [illegible] পায় না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বন্ধন তাঁহারা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে [illegible] এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোনরূপ গুরুত্ব অনুভব না করিয়াও তাঁহারা [illegible] আপনাদিগকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত মনে করেন। তাঁহারা [illegible] র কারণেই হউন আমরা তাঁহাদের কথা বলিতেছি না।

[illegible] অপেক্ষাকারী বঙ্গের অনেক সংখ্যক ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা বলেন বঙ্গের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় চিরদিনই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ই থাকিবে। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইতে তাহার অধিকার নাই। অধিকাংশ কায়স্থ এ ব্যবস্থার অনুমোদন করেন না। তাহাদের সহিত কায়স্থসমাজের বিরোধ। অনেক মহাত্মা উদার প্রকৃতি ব্রাহ্মণ এই বিষয়ে কায়স্থদিগের সহিত সহানুভূতি করেন।

পূর্ব্বে এই রূপ সামাজিক বিরোধ উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ-পরিষদ তাহার

(ঙ) বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে যে বিরোধ চলিতেছে ইহাতে ব্রাহ্মণের অবনতি এবং কায়স্থের উন্নতি অপরিহার্য্য।

সম্পাদক

বিচার করিতেন এবং সমগ্র সমাজ অবনত মস্তকে সেই বিচার শিরোধার্য্য করিতেন। শিষ্ট ব্রাহ্মণ লইয়াই ব্রাহ্মণ পরিষদের সংগঠন।

অনাম্নাতেষু ধর্ম্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।

যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ ॥ অঃ ১২। ১০৮ মনু.

অর্থাৎ বেদে যখন ধর্ম্মের বিশেষ বিধান না পাওয়া যায়, কিম্বা যদি দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তখন শিষ্ট ব্রাহ্মণেরা যাহা বলেন তাহাই অশঙ্কিতচিত্তে ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

এখন শিষ্ট ব্রাহ্মণ কাহারা?

"ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।

তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ॥" অঃ ১২।১০৯। মনু

অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সমগ্র শাস্ত্র সমন্বিত বেদ সম্পূর্ণরূপে অবগত হন, যাঁহারা বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য নিজে গ্রহণ করিয়া, অন্যকে সেই তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন, তাঁহারাই শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন।

একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।

স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥ অঃ১২। ১১৩ মনু

অর্থাৎ একজনও বেদজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া যাহা ব্যবস্থা করিবেন, তাহাকে পরম ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু সহস্র সহস্র অজ্ঞ ব্যক্তি যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করেন, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায় না।

এই যে সমগ্র শাস্ত্রসমন্বিত বেদ-জ্ঞানের নির্দ্দেশ, ইহার তাৎপর্য্য কি? যাঁহারা কোন বিশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহারা সেই শাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু যাঁহারা সমগ্র বেদের বেত্তা, তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বরের অভিপ্রায় বেদমুখে অবগত হইয়া, দেশ, কাল, পাত্র অনুযায়ী ধর্ম্মের বিভিন্ন গতি ও বিভিন্ন স্রোত অনুভব দ্বারা জানিতে পারেন এবং কাল প্রণোদিত লোকের সংশয় নিরাকরণ করিয়া ধর্ম্মের আবিলবর্জ্জিত স্রোত প্রবাহিত করিতে সমর্থ হন। এই জন্য কালানুসারে বিভিন্ন স্মৃতির প্রবর্ত্তন হয়।

এখন নিরপেক্ষভাবে সমাহিত চিত্তে, রাগ-দ্বেষশূন্য হইয়া বেদের মর্ম্মগ্রহণ করিবার চেষ্টা অল্প বলিয়াই, সামাজিক বিপ্লব। এখন বেদের কিম্বা স্মৃতির যথার্থ

লইয়াই বিবাদ। আমি করপুটে সকলের নিকট অনুনয় করি, এ বিবাদের কি মীমাংসা হইবে না ?" (চ)

"ব্রাত্য" একটা এমন কি ভয়ানক শব্দ, যাহা লইয়া আমাদের সমাজে এত গণ্ডগোল। কেন কেবলমাত্র মনুসংহিতায় বিচার করিলেই ত আমরা ইহার মীমাংসা করিতে পারি।

মনু বলেন :—

"অতঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥" অঃ ২।৩৯ মনু

অর্থাৎ উপনয়নের নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত না হন, তাহা হইলে তাহারা সাবিত্রী হইতে পতিত হন এবং ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হন। আর্য্যেরা তাহাদিগকে নিন্দা করেন।

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥" ১০।২০ মনু

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ সবর্ণা পত্নীতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করেন, তাহারা যদি উপনয়ন-ব্রতবিহীন হইয়া সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

"ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এবচ॥" ১০।২১

অর্থাৎ ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টক ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। দেশভেদে তাহাদিগকে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ বলে।

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥" ১০।২২ মনু

অর্থাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণাগর্ভসম্ভূত তনয়েরা ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস এবং দ্রবিড় বলিয়া দেশ-বিদেশে অভিহিত হয়।

(চ) সভাপতি মহাশয় বৃথারণ্যে রোদন করিতেছেন ব্রাহ্মণ সমাজ রাগদ্বেষে পূর্ণ। ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন বঙ্গের ত্রিসীমায় নাই। কায়স্থের তথাকথিত ব্রাত্যত্বকে মীমাংসা করিবে ? —সম্পাদক

এখন ভূর্জ্জকণ্টক ব্রাহ্মণ হীনাচার ব্রাহ্মণ হইলেও শূদ্র নহে। সেইরূপ ঝল্ল মল্ল, করণ প্রভৃতি হীনাচার ক্ষত্রিয় হইলেও শূদ্র হইতে পারে না। (ছ)

"সজাতিজানান্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।

শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥" ১০।৪১

অর্থাৎ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যার গর্ভসম্ভূত ব্রাহ্মণতনয়, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভসম্ভূত ক্ষত্রিয়তনয় এবং বৈশ্যার গর্ভসম্ভূত বৈশ্যতনয় এই ছয় প্রকার দ্বিজ-তনয়ই দ্বিজ সংস্কার যোগ্য এবং ইহাদের সকলেরই দ্বিজাতি সংস্কার হইতে পারে কিন্তু এই দ্বিজত্রয়ের প্রতিলোমজ তনয়েরা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকে। তাহা-দের উপনয়নাদি কোন সংস্কারই নাই।

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।

উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ ॥" ১০।৪২

অর্থাৎ উক্ত ষড়্‌বিধজাতি যুগে যুগে তপস্যা প্রভাবে ও বীজোৎকর্ষ দ্বারা মনুষ্য মধ্যে জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে এবং তদ্বৈপরীত্যে তাহাদের জাত্যপ-কর্ষও হইয়া থাকে।

এখানে টীকাকারেরা তপস্যা দ্বারা উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশ্বামিত্রের উদাহরণ দেন এবং বীজদ্বারা উৎকর্ষ সম্বন্ধে ঋষ্যশৃঙ্গের উদাহরণ দেন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, একজাতি হইতে অন্য জাতিতে উন্নতি কি অবনতি একটা নিতান্ত অসা-ধারণ ব্যাপার। সাধারণভাবে দ্বিজাতির প্রতিলোমজ সন্তানেরাই শূদ্রভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

এখন যদি বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে প্রতিলোমজ চণ্ডালাদি শূদ্র ভাবাপন্ন জাতি হইতে আমরা কতদূর বিভিন্ন তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারি। কেবল মাত্র আমরা উপনয়ন বর্জ্জিত হইয়াছি। কিন্তু গুণ ও কার্য্য

(ছ) অধুনা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ মনুর বিধানানুসারে চালিত হয় না। স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন উক্ত ২২ শ্লোকের উপর নিম্নলিখিত টীকা করিয়াছেন :—

"ইদানীন্তনঃ ক্ষত্রিয়ানাং শূদ্রতুল্যত্ব মম্বষ্ঠাদিনামপি তথা।

অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে ক্ষত্রিয় এবং বৈদ্যাদি জাতি শূদ্র তুল্য হইয়াছে। এই প্রকার মীমাংসা কতদূর অসার ও অশাস্ত্রীয় তাহা বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা অবগত আছেন। সম্পাদক।

দ্বারা আমরা চিরকাল অসিজীবী কিম্বা মসীজীবী কায়স্থই আছি। মহারাজপ্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম রায়, মহারাজা রামনাথ রায় প্রভৃতি বীরশ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ অসিধারণ করিয়া রাজ্যপালন করিয়াছেন। সাধারণতঃ কায়স্থগণ মসীজীবী হইয়া রাজ্যশাসন প্রণালীর সহকারী হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু যখন ক্ষত্রিয় তেজ ও ক্ষত্রিয়রূপ প্রকটিত করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তখন কায়স্থ ব্যাসসিংহের মত গর্জ্জন করিয়া নির্ভীক চিত্তে মস্তক পর্য্যন্ত বলি দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ক্রমশঃ

নববর্ষের অঞ্জলি।

(সূচনা)

কে আমি ? কি আছে মোর বিনা ভগবান্ ?
তাঁহারি শকতি পেয়ে
তাঁরি পূত নাম ল'য়ে
তাঁরি রচা ফুল-ফল
বিল্বপত্র গঙ্গাজল
তাঁহারি রাতুল পদে করিতে প্রদান।
তাঁহারি আদেশ স্মরি
রেখেছি অঞ্জলি ভরি
অধমের পাপ-করে
যদি বা কালিমা ধরে
পূজার পবিত্র অর্ঘ্য হয়ে থাকে ম্লান।
যদি বা কুসুম দল
নাহি তাহে পরিমল
নাহিগন্ধ তুচ্ছহীন
তাহাতে না ক্ষুণ্ণ দীন

ভাল মন্দ তাঁরি সব সকলি সমান,
এ "অঞ্জলি" আমিত্বের শুধু অভিমান।

(আরম্ভ)

প্রকৃতির চারুঅঙ্গে
যাঁর রূপ ভেসে যায়
রবি-শশি যাঁর তেজে
হইয়াছে জ্যোতিমান্
তাঁহার রাতুল পদে
করিনু অঞ্জলি দান।
গগণ সাগর গিরি
বিশালত্ব ঘোষে যাঁর
অনাদি চিন্ময় জ্ঞানে
বিশ্ব-যাঁর করে ধ্যান
সে বিরাট পুরুষ পদে
আমার "অঞ্জলি" দান।
অনন্ত সুষমাময়
চিরপুণ্য পারাবার
শুভ্রশান্তিময় যিনি,
নিত্য অচ্যুত মহান্
তাঁহার রাতুল পদে
করি এ "অঞ্জলি" দান।
আনন্দ-ভাণ্ডার যিনি
চির মধুরতাময়
যাঁহারে স্মরিলে হয়
পুলকিত মন প্রাণ
তাঁহার রাতুল পদে
আমার "অঞ্জলি" দান।

অনন্ত মহান্ ভাব
যাঁর ধ্যানে জাগে প্রাণে
সদা সঞ্জীবিত ধরা
পুণ্যের পরশে যাঁর
সেই শান্তিময় করে
নতশিরে হর্ষভরে
এ ক্ষুদ্র "অঞ্জলি" মোর
দিনু ভক্তি-উপহার

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা ।

স্বাগতম্ ।

কি জানি কি ঘুমঘোরে অচেতন—কি জানি কি মোহ মদিরায় মত্ত বিরাট কায়স্থ সমাজের বিশাল বক্ষের উপর দিয়া ধীরে ধীরে স্বকার্য্য শেষ করিয়া—আপন কর্ত্তব্য সম্পাদিত করিয়া গত বৎসর হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ তমসাচ্ছন্ন অতীতের অজ্ঞাত ক্রোড়ে চির লুকাইত হইল। অতীত বৎসর তাহার কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গেল বটে কিন্তু আমরা কি করিলাম তাহা ত বুঝিলাম না; আমাদের জীবনের উপর দিয়া যে আয়ুষ্কালের একটী বৎসর অতিবাহিত হইল, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সারাটী বৎসর অনন্তকালের কুক্ষিগত হইল তাহার হিসাব নিকাশের খতিয়ান খুলিলাম কৈ ? আশা নিরাশার মধ্য দিয়া—পর মুখাপেক্ষীতার মধ্য দিয়া—সে যে প্রস্থান-পরায়ণ হইল তাহার সন্ধান রাখিতে হইলে যতটুকু কর্ত্তব্য প্রাণতা সংগ্রহ করিতে হয় তাহা করিতে পারিয়াছিলাম কি ? পারি নাই বলিয়াই কর্ত্তব্যের খতিয়ান খোলা হয় নাই; সেই জন্যই মনে হয় সারাটা বৎসর—বারটা মাস—সুদীর্ঘ ৩৬৫ দিন বৃথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং পশ্চাৎশোচনায় আর কাল ক্ষয় না করিয়া—যাহা গিয়াছে তাহার জন্য আর

অনুতাপ না করিয়া বর্ত্তমানের জন্য প্রস্তুত হই। ভগবন্! শক্তি দাও, সামর্থ্য সম্পন্ন কর, আমরা যেন বর্ত্তমানকে সুফল প্রসূ করাইয়া জাতীয় যজ্ঞের বিরাট আয়োজনে আত্মনিয়োগ করতঃ স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদিত ও দুর্গত সমাজের মোহ মলিনতা অপনোদন করিবার জন্য সকলেই যথাশক্তি তৎপরতা লাভ করিতে পারি। আমরা অতীত ও বর্ত্তমানের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে নববর্ষ, তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।

মহাজনগণ বলিতেছেন—ফলং কর্ম্মায়ত্তং। মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন - সংসারাসক্ত—কর্ম্মফল লাভেচ্ছু মানব আমরা—আমাদের কর্ম্মফলের দিকে দৃষ্টি রাখা চাই বই কি? কোন্ কার্য্যের কি ফল বা কতটুকু লাভ তাহা চিন্তা করিয়াই আমরা সাধারণতঃ যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার সাফল্য লাভ করিতে হইলে যে পরিমাণ চেষ্টা ও যত্ন করার প্রয়োজন তাহা না করিলে বা করিতে না পারিলে বিফল মনোরথ হইয়া ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি। মানব জগতের কর্ম্মজীবনের এইরূপই চিরন্তন নিয়ম। বিরাট কায়স্থ সমাজের সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতি কামনায় আমরা ষোড়শ বর্ষ হাঁকহাঁকি, ডাকাডাকি, মুখ তাকাতাকি করিতেছি, বলিতে লজ্জা হয়—সভ্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত কায়স্থ সমাজ নাকি চেষ্টা করিয়াও এতদিনে আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই; হায়রে সমাজ হায়রে চেষ্টা! আন্তর চেষ্টা হীন মুখের চেষ্টায় কি কার্য্য হয়? হয় না বলিয়াই এবার বর্দ্ধমানের বাবুদের একাগ্রতাহীন চেষ্টা দ্বারা তথায় কায়স্থ সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। এইরূপ কর্ত্তব্যহীন, হৃদয়হীন, জীবন লইয়া অগ্রসর হইলে কি অভিলষিতকে পাওয়া যায়! তাই আজ করযোড়ে কাতরকণ্ঠে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি নববর্ষ! আমাদের দগ্ধ হৃদয়ের সাগ্রহ উপহারে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া তোমার প্রীতি উৎপাদন করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইব। নববর্ষ! তুমি আমাদের, এই হতভাগ্য কায়স্থ সামাজিকগণের হৃদয়ে বল, বুদ্ধি, বিবেক দেও, তাহারা তোমারই অনুগ্রহে বর্ত্তমান জাতীয় কলঙ্ক অপনোদিত করিয়া জাতীয় জীবনে উপনীত হইবার সুযোগ লাভ করতঃ তোমার পবিত্র নামকে চিরদিনের জন্য মধুরোৎফুল্ল করুক।

নববর্ষ! আমরা তোমার নিকট চাই কি? সর্ব্বপ্রথম চাই ভারতের ভাগ্যবিধাতা পরম দয়াল রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের, বর্ত্তমান শোণিতপ্লাবী লোকক্ষয়কর মহাহবের অচির অবসান দ্বারা বিজয় বৈজয়ন্তির উড্ডয়ন—সসম্মান বিজয়লাভ এবং সাম্রাজ্যে পুনঃ শান্তির সুবর্ণ সিংহাসনের সংস্থাপন, চাই—কর্ত্তব্যের প্রেরণা! যেন বহুদিনের কলঙ্কলিপ্ত সমাজকে স্ববর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণের দ্বারা নিষ্কলঙ্ক করিবার কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারি। চাই—ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা করিতে, যেন বিভীষণ পণ প্রথার অত্যাচারে নিপীড়িত বিবাহযোগ্যা পাত্রীর পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতঃ পণপ্রথার উচ্ছেদনে তৎপরতা লাভ করিতে, চাই তোমার নিকট আমরা নববর্ষ, ভ্রাতৃপ্রেম শিক্ষা করিতে, একই মূল হইতে উৎপন্ন চতুর্ধা বিভক্ত কায়স্থ সমাজে ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমাজে প্রেমের বন্যা বহাইতে পারি। আরও চাই তোমার নিকট, দুঃখ দারিদ্র নিপীড়িত ও নিপীড়িতার দুঃখাপনোদনের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া সমাজে মনুষ্যত্বের বিকাশ প্রদর্শন করাইতে, আরও চাই—ভারতীয় বিরাট কায়স্থ সমাজকে এক অখণ্ড মণ্ডলে পরিণত করাইয়া একত্বের উপাসনা শিক্ষা করিতে পারি। দাও নববর্ষ! তুমি আমাদের জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও শক্তি দাও! আমরা যেন স্বকীয় পদভরে দণ্ডায়মান হইয়া—অন্যের উপেক্ষা অনাদর ফুৎকারে উড়াইয়া——জগৎপূজ্য ধর্ম্মাধিকরণিক চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার লাভও কায়স্থ মাত্রেই ভ্রাতৃপ্রেমে সমাবদ্ধ হইতে পারি।

নববর্ষ আমরা তোমার নিকট আরও কিছু চাহি, দিবে নাকি? উহা আমাদের অন্যায় আব্দার নহে—উহা আমাদের অধিকারের বহির্ভূত নহে; —আমরা চাহি তোমার নিকট শিক্ষা ভিক্ষা! শিক্ষা আমাদের ছিল ও আছে বটে কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নাই বিশেষতঃ যাহা আছে তাহা অর্থকরী, এখন আমরা তোমার নিকট কিছু জ্ঞানকরী শিক্ষার অধিকার ভিক্ষা করিতেছি। আমরা একদিন যাহার অধিকারী ছিলাম—আমাদের বুদ্ধির দোষে—কর্ম্মের দোষে আর গ্রহবৈগুণ্যে আমরা সেই শিক্ষাকে হারাইয়াছিলাম এখন আবার সেই হারাধন জ্ঞানকরী শিক্ষায় রতমতি হইয়াছি সুতরাং আমাদের সেই শিক্ষামন্দিরের কণ্টকদামকে দূরে সরাইয়া প্রবেশ পথকে সুগম করিয়া দেও। আমরা

অন্যের শত বাধা বিপত্তি পদদলিত করতঃ যেন সংস্কৃত শিক্ষাকে পুনর্লাভ করতঃ সমাজের একটী মহদ্ভাবকে বিদূরিত করিতে সক্ষম হই। সত্য বটে বহু চেষ্টায় আমরা গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত শিক্ষামন্দিরে প্রবেশলাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু এখনও উহার পূর্ণ অধিকার পাই নাই, নববর্ষ, তোমার আশীর্ব্বাদে যেন আমরা বর্ত্তমানে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঋষিকল্প মহামহোপাধ্যায় মহোদয়গণের সাহায্যে সকল বিভাগেই শিক্ষালাভ করিতে পারি। আজ আমরা শুভ নববর্ষের পবিত্র দিনে কায়স্থহিতৈষী দেশপূজ্য পণ্ডিতপ্রধানগণকে সভক্তিতে প্রণাম করিতেছি।

নববর্ষ, তোমার নিকট বলিবার চাহিবার লইবার অনেক আছে—আমাদের আশাও অফুরন্ত। কিন্তু হৃদয় আমাদের শূন্য—ভাণ্ডার অপূর্ণ; নিজেদের শূন্য ভাণ্ডারকে পূর্ণ করিতেই হইবে এবং যাহা অভাব তাহা সংগ্রহের জন্য যতটুকু শক্তি নিয়োগ করার প্রয়োজন তাহা করিবার সদিচ্ছা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি দীন কায়স্থ সমাজের শ্মশানবক্ষে আবার কর্ত্তব্যের বীজ অঙ্কুরিত করাইবার জন্য সকলকেই কর্ত্তব্য প্রণোদিত করিয়া দেও। তোমার প্রসাদে—তোমার অনুগ্রহে তাহারা জাতীয় কর্ত্তব্যে আস্থা স্থাপিত করিয়া উত্তরোত্তর সমাজকে উন্নত করাইতে সচেষ্ট হউক। কর্ম্মবীর—কর্ত্তব্যকুশল ধনকুবের কায়স্থকুল ধুরন্ধরগণের হৃদয়ে জাতীয় উন্নতি বীজ উপ্ত করিয়া দেও, তাহারা তোমারই মহিমায় সমাজ সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিতে যত্নবান ও অগ্রসর হউন। বিগত কয়েক বৎসরের আন্দোলন আলোচনার ফলেও যাঁহারা এখনও কর্ত্তব্য বিমুখ রহিয়াছেন নববর্ষ, দেও তাঁহাদের অবসন্ন দৃষ্টির কুহেলি আঁধারকে অপসারিত করিয়া দেও, তোমার কল্যাণে তাঁহারা কর্ত্তব্য পথ চিনিয়া লইতে সক্ষম হউন। সমাজের সেবা ব্যপদেশে যদি ঘুণাক্ষরেও কোন দিন কাহারও মনে কোন রূপ ব্যথা দিয়া থাকি নববর্ষের সূত্রপাতের সময় আমরা তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আসুন কায়স্থ মহোদয়গণ, এস কর্ম্মবীরগণ, আমরা সকলে একই সমাজ সেবারূপ মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া নূতন বলে বলীয়ান্, নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নবীন তেজে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নববর্ষের শুভ আগমন

বিঘোষিত করি। এস নববর্ষ, এস, আমরা আবার তোমার স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা।

নববর্ষে শূদ্রত্ব বরণ।

আমি শূদ্র নহি ক্ষুদ্র ত্রিবর্ণের দাস,
উচ্ছিষ্ট ভোজনে নাশি নিত্য উপবাস।
গণ্ডারের চেয়ে মোর চর্ম্ম গুরুতর,
শত কষাঘাতে কভু না হয় কাতর।
দ্বিজ পদরজ মোর অঙ্গের ভূষণ,
কেবা হেন ভাগ্যবান আমার মতন।
দেখেছেন হাইকোর্ট খুঁজি জন্মমূল,
ক্ষত্রকুলে জন্ম মোর নাহি তাহে ভুল।
সাবিত্রীসংস্কার আর ক্ষত্র আচরণ,
তেয়াগিয়া করিয়াছি শূদ্রত্ব বরণ।
ব্রাহ্মণাদি ভ্রষ্টাচারী হইলে কিন্তু হায়,
হেন প্রিয় শূদ্র আখ্যা কভু নাহি পায়।
দিয়াছেন পাতি তর্করত্ন মহাশয়,
জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব কভু নাহি ক্ষয়।
ব্যভিচার মদ্যপান মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণত্ব কভু ঘুচিবে না।
গুণকর্ম্মে বর্ণভাগ বিধি বিড়ম্বনা,
ভগবান উক্তি বটে গীতার ঘোষণা।

এ সব কথায় ভক্তি নাহি উপজয়,
অপূর্ব্ব ধারণা তর্করত্ন মহাশয়।
দত্তক গ্রহণ আর কিবা পরিণয়,
অমন্ত্রক ক্রিয়া মোর সিদ্ধ সুনিশ্চয়।
বলিহারী কিবা ভাগ্য হায়রে আমার,
আমি নাহি ধারী কোন সংস্কারের ধার।
যজ্ঞসূত্র সবে পুনঃ করিলে ধারণ,
স্বজাতি করিলে সবে ক্ষত্র-আচরণ।
হবেনাকি ক্ষত্র বলে প্রতিষ্ঠা আমার,
হাইকোর্ট করেছেন ইঙ্গিত এবার।
দূর হও সংস্কারক সমাজ-জঞ্জাল,
শাঁখা সূত্রহীন হয়ে আছি মোরা ভাল।
দ্বিজ পদ অবলেহি যত শান্তি পাই,
ক্ষত্রিয়ত্বে হেন সুখ কভু নাহি ভাই।
আছে তাহে রণবাদ্য রাজার আহ্বান,
অজ সম ভয়ে কাঁপে পৈত্রিক এ প্রাণ।
রাজভক্তি সেত ভাল শুনিতে মধুর,
দিব তাহা আমি ঢেলে থাকি দূর দূর।
শূদ্রত্ব পঙ্কেতে ঢাকি শির অনিবার,
বক্তৃতায় রাজভক্তি করিব প্রচার।
পদে দলি শাঁখাসূত্র বিজ্ঞের মতন,
থাকহে কায়স্থ, করি শূদ্রত্ব বরণ।

কবিরাজ—

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

নববর্ষে পুরাতনের আলোচনা।

বিগত বর্ষে যে মাসে একটী দত্তক গ্রহণের মোকর্দ্দমার বিচার কালে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের দুইজন সুবিজ্ঞ জজ রায় দিয়াছেন যে, কোন-রূপ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান অথবা মন্ত্রাদি ব্যতীত ও কায়স্থের দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে; যেহেতু তাহারা শূদ্র। (ক) এ দেশীয় সাওতালাদি অতি নীচজাতিগণ শূদ্র; আর নাপিত, কুম্ভকার ও মালাকার প্রভৃতি নব-শায়কগণ সৎশূদ্র,। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় আমাদিগকে সৎশূদ্র বলেন নাই শূদ্রই বলিয়াছেন। সুতরাং আমরা নবশায়ক জাতিরও অধম; আমরা হাড়ী, মুচি, বাগ্দী ও চণ্ডালজাতির সহিত এক শ্রেণীভুক্ত শূদ্র,—আমরা আর্য্য-সমাজ হইতে বিচ্যুত, আমরা বঙ্গের ঘৃণিত, অধম, নিকৃষ্ট পতিত জাতির সমপর্য্যায়

অবশ্য সুবিজ্ঞ বিচারপতিগণের বিচারের প্রতিবাদ করিবার মত শক্তি ও স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। কিন্তু হাইকোর্টের এই নজিরে কায়স্থজাতির যে মহানর্থ—বিষম ক্ষতি সংগঠিত হইতে পারে, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নয় কি? আমরা শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইতেছি, সে দোষ কাহার সে আমাদেরই দোষ নয় কি? আমরা দ্বিজ হইয়াও বহুদিন উপবীতহীন, তাই এক্ষণ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছি; ইহাতে বিচারপতিদের দোষ কি? "আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা" দোষ আমাদেরই। যদি কায়স্থজাতি উপবীত গ্রহণ করিলে আর আজ আমাদিগকে এ ঘৃণিত শূদ্র পর্য্যায়ে অভিহিত হইতে হইত না। পৈতা-সূত্রই দ্বিজত্বের নিদর্শন; স্বজাতীয় অতি বুদ্ধিমানের দল, অতি বিদ্বানের দল কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

কায়স্থগণ শূদ্র, সুতরাং বেদানুমোদিত কোন অনুষ্ঠানেই—এমন কি কলি-

(ক) ন মন্ত্রে চাধিকারোঽস্তি।

শূদ্রাণামিতি নিশ্চয়ঃ।

বিশ্বেশ্বর কৃত শূদ্র ধর্ম্ম নিরূপণ।

সম্পাদক

কাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি বিভাগে প্রবেশের পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার নাই। একদিন মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "যখন বৈদ্য কলেজে পড়িতে পারে, তখন কায়স্থ পারিবে না কেন? বৈদ্য শূদ্রজাতি। আর যখন শোভাবাজারের রাজা ৺রাধাকান্ত দেবের জামাতা হিন্দুকলেজের ছাত্র অমৃতলাল মিত্র, সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইয়াছিল; তখন অন্যান্য কায়স্থ পড়িতে পারিবে না কেন? কায়স্থ ক্ষত্রিয়, আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কায়স্থেরা অধুনা বাঙ্গলায় সম্ভ্রান্ত জাতি। আপাততঃ কায়স্থদিগকে সংস্কৃত কলেজে লওয়া উচিত।"

(বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত)

কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ, ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃঢ় ধারণা ছিল, তাঁহার ... শুভ্র চরিত্র মহাপণ্ডিত কাহারও স্বার্থের বা অর্থের অনুরোধে স্বীয় জ্ঞান ... বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতে পারেন, তাঁহার অতি বড় শত্রুও বোধ ... কথা বলিতে পারিবে না। অবশ্য এখন উক্ত কলেজের সুবিজ্ঞ ... মহাশয়ের কৃপা ও সুবিচারে কায়স্থ ও বৈদ্য সংস্কৃত কলেজে প্রবেশা-... লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেহই স্মৃতিবিভাগের প্রবেশাধিকার লাভ ... পারেন নাই। বিজ্ঞ অধ্যক্ষের এত সঙ্কীর্ণতা কেন? কায়স্থ ... অধ্যক্ষতা করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন তথাপি স্মৃতি বিভাগে ... অধিকার পাইবেন না, এ কেমন কথা? সমগ্র কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির ... সংস্কার সম্পন্ন না হইলে বুঝি এ উভয় জাতির দ্বিজত্বের পূর্ণ অধিকার—...হীনতার কলঙ্ককালিমা ও অলীক শূদ্রত্ব অপবাদ দূর হইবে না। ... কায়স্থ ও বৈদ্য অতি সম্ভ্রান্তজাতি; ইহারা উভয়ে একসূত্রে ... হইয়া অধিকার লাভে যত্ন করুন, পরে সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ... স্বার্থের দাবীর বিষয় নিবেদন করুন, সাধনার সিদ্ধিলাভ অবশ্য-...(ধ)

... কুলতিলক মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামীর অসীম জ্ঞান ও অতুল ... মুগ্ধ হইয়া বিশ্ববাসী যখন তাঁহার যশোগান গাইতে আরম্ভ করিয়াছিল

(ধ) বৈদ্যজাতি কলেজের স্মৃতি বিভাগে অধ্যয়ন করিতেছেন কেবল ...গণ এই অধিকার এখনও সম্পূর্ণ পান নাই। সম্পাদক।

তখন এ দেশের কতিপয় বিদ্বেষী সংবাদপত্র বিবেকানন্দ শূদ্র, সন্ন্যাসে তাহার অধিকার নাই বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"আমি সমাজ সংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে তাঁহারা বলিতেছেন আমি শূদ্র ; আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে ? ইহাতে আমার উত্তর এই, যদি তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর তবে জানিও, আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর, যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ—"যমায় ধর্ম্মরাজায় 'চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ'—মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণেরই বেদে সমান অধিকার।"

(ভারতে বিবেকানন্দ।)

উক্ত মহাত্মা তাঁহার জনৈক কায়স্থ শিষ্যাকে লিখিয়াছিলেন :—

"নিত্য যথাশক্তি গীতাপাঠ করিও। তুমি দাসী কেন লিখিয়াছ ? বৈশ্য ও শূদ্রেরা দাস ও দাসী লিখিবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেব ও দেবী লিখিবে। আপন আপন গোত্র নাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা অমুক মিত্র ইত্যাদি।

(স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী)

নিখিলশাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি বিবেকানন্দ গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়, বেদপাঠ ও সন্ন্যাসে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার, দাস দাসী উপনাম ব্যবহার তাহাদের অকর্ত্তব্য, কায়স্থের দেব ও কায়স্থের মহিলাগণ দেবী শব্দ ব্যবহার কর্ত্তব্য। (গ)

বহুসংখ্যক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া পাঁতি দিয়াছেন, মহাত্মা বিদ্যাসাগর ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বিশ্ববিজয়ী মহাপণ্ডিতগণ এক বাক্যে কায়স্থের ক্ষত্রত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, মহামান্য এলাহাবাদ হাই কোর্ট (ফুলবেঞ্চে) ও বাকীপুর সবজজ আদালত এক বাক্যে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টও কায়স্থ

(গ) শ্রীযুদেবীতি বিপ্রাণাংক্ষত্রিয়ানাঞ্চ কথ্যতে

পুনরায় স্বাধিকার লাভ করিতে স্বপদে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি উপায় অবশ্যই আছে। উপবীত গ্রহণই আমাদের এ সমস্ত অপবাদ ক্ষালনের একমাত্র উপায়। আমরা উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রাচার অবলম্বন করিলেই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত (ঘ) এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিবিভাগে আমাদের আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা ক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয়ের জাতীয় চিহ্ন ধারণ—উপবীত গ্রহণ এবং সর্ব্বতোভাবে ক্ষত্রাচারে স্বধর্ম্মপ্রতিপালন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপবীতহীনতা শূদ্রাচার—শূদ্রধর্ম্ম। ইহা কখনও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম—কায়স্থধর্ম্ম নহে। শূদ্র ধর্ম্মকে লোকে শূদ্র না বলিবে কেন? সুতরাং উপবীতহীন শূদ্রাচারী কায়স্থদিগের বিচারকালে উচ্চ আদালত আমাদিগকে শূদ্র বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিবেন কেন? আর স্মৃতি বিভাগেই বা আমরা স্থান পাইব কিরূপে? যদি জাতীয় সম্মান ও স্বাধিকার লাভে আকিঞ্চন থাকে—যদি ঘৃণিত শূদ্রত্ব গ্লানি দূর করিতে চাহ—তবে প্রাণপণ যত্নে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রতিপালন করিতে যত্ন কর। অগ্রসর হও। এস ভাই কায়স্থ সন্তান!—নববর্ষে নবোদ্যমে অবিলম্বে পবিত্র যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া পবিত্র হও—ধন্য হও—স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব—জাতীয় গৌরবলাভে প্রাণপণে যত্ন কর। আর বৃথা তর্ক—দ্বন্দ্ব আলস্য ঔদাস্য ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা রূপ ভূতের ভয়ে অযথা কালবিলম্ব করিও না; আর আপনার মুখে আপনি চূণকালী লেপন করিয়া শূদ্রত্বের সং সাজিয়া লোক হাসাইও না। এস, সকলে সত্বর অগ্রসর হও—আচারে উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রাচারে স্বজাতীয় মুখোজ্জ্বল—স্বীয় ন্যায়সঙ্গত দাবী, জন্মগত ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকার লাভ কর। সিংহের শাবক হইয়া শৃগালের

(ঘ) কলিকাতার হাইকোর্টের শূদ্রত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, কোনও একটী কায়স্থের মোকদ্দমা এমনভাবে রুজু করিতে হইবে যে তাহাতে বাদী ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করিবেন, ও প্রতিবাদী কায়স্থকে শূদ্র বলিবেন। তাহা হইলে কায়স্থ ক্ষত্রিয় কি শূদ্র ইস্যু হইবে। উভয় পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থিত করিবেন ও শেষে আপীল হাইকোর্টে উপস্থিত হইয়া বঙ্গীয় কায়স্থ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়জাতি এইপ্রকার মীমাংসা হইলে এই অপবাদটী তিরোহিত হইবে ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, কলিকাতার কায়স্থ সভার ইহা কর্ত্তব্য। সম্পাদক।

আখ্যা লয়ে, কেন বৃথা কাল কাটাইতেছ ? মনে রাখিও তোমার আত্মোন্নতি—তোমার জাতীয় সম্মান তোমার আপনার হস্তে, মনে রাখিও ন্যায়সঙ্গত দাবী ভিক্ষার জিনিষ নহে, এ সম্পদ স্বীয় শক্তিবলে—যোগ্যতা প্রদর্শনে অর্জ্জন করিয়া লইতে হয়। ক্ষত্রাচার উপবীত সংস্কার গ্রহণই স্বধর্ম্মরক্ষার স্বপদে ক্ষত্রিয়ের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার একমাত্র উপায়, সাবিত্রী সংস্কারই এ ঘৃণিত শূদ্রত্ব-অপবাদ দূরীকরণের একমাত্র নিদান। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে,—

উপবীতী না হইলে কায়স্থ-নন্দন।
শূদ্রত্ব কলঙ্ক নাহি হইবে মোচন।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা

বাঙ্গালী সৈন্যদলের প্রতি।

বিগত ১৪ই বৈশাখ কলিকাতা মহানগরে করাচী হইতে সমাগত বাঙ্গালী পল্টন একদল পূর্ব্বাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কলেজষ্ট্রীট হইতে কুচ আরম্ভ করিয়া হ্যারিসন রোড ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া কলিকাতা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে। এই সকল সুসজ্জিত উন্নত দেহ বাঙ্গালী সৈন্যগণকে দেখিবার জন্য রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে লোকারণ্য হইয়াছিল। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী এবং ডাক্তার মল্লিক মহোদয়দ্বয়ের ভবনে উক্ত সৈন্যগণ আহারাদি করিয়াছিল। বিগত ৩০শে বৈশাখ ইহাদের মধ্যে ৩৩ জন ফরিদপুরে আসিয়াছিল। ফরিদপুরবাসীগণ মহোল্লাসে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ফরিদপুরের কবি নিম্নলিখিত কবিতায় তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।

এস এস বাঙ্গালীর সুকৃতি সন্তান,
ফরিদপুর করিতেছে সাদরে আহ্বান।
রাজার সেবারতরে
নিজপ্রাণ তুচ্ছকরে,
দেখা'লে জগতজনে দৃষ্টান্ত মহান্,
এস এস বাঙ্গালার গৌরব নিদান।

কে বলে বাঙ্গালী দীন,
কাপুরুষ বলহীন,
বাঙ্গালী শূরের জাতি, তোমরা প্রমাণ।
হেরি তোমাদের মুখ,
কার না উপজে সুখ,
আনন্দে নাচিয়ে উঠে সকলের প্রাণ।
ফরিদপুর বাসী সবে,
মাতি আজি মহোৎসবে,
শুভাগত তোমাদের করিবে সম্মান।
করিতে আর্ত্তের ত্রাণ,
রাখিতে দেশের মান,
লভিয়াছ রাজ-আজ্ঞা, ধরেছ কৃপাণ।
ধর্ম্মযুদ্ধে রত জনে,
রক্ষা ক'রে নারায়ণে,
পার্থের সারথি হৈলা নিজে ভগবান্।
তোমরাও তার রণে,
ধাইছ প্রফুল্লমনে,
কি সাধ্য নিকটে অরি হবে আগুয়ান।
বিজ্ঞানেতে জগদীশ,
উজলিছে দশদিশ,
রবীন্দ্র কবিতা রসে জগত মাতান।
আশুতোষ প্রতিভায়,
গুরুদাস মহিমায়,
বাড়ায়েছে বাঙ্গালীর জাতীয় সম্মান।
তোমরাও পুণ্যবান,
রাখিবে দেশের মান,
ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুনের সুযোগ্য সন্তান।
এস এস বাঙ্গালার সুকৃত সন্তান,
ফরিদপুর করিতেছে সাদরে আহ্বান।

মাদারীপুরে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী।

বিগত ২৫শে ও ২৬শে চৈত্র শনি ও রবিবারে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত [মা]দারীপুরে কালীবাড়ীর নাট্য-মন্দিরে উক্ত ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর একটী অধিবেশন [হ]য়। কলিকাতার ব্রাহ্মণ সমাজ দেখিতে পাইলেন যে বঙ্গদেশের মধ্যে যে সকল [প্র]ধান প্রধান নগরীতে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে কায়স্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত [দ]লাদলি চলিতেছে তন্মধ্যে ফরিদপুর প্রধান। কতিপয় বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-[গ]ণ ফরিদপুরের প্রধান উকিল তাঁহারাই অত্রস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ গণের মধ্যে [ম]নোমালিন্যের নেতা!

২। বিগত মাঘ ও ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় ৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বঙ্গীয় [ব্র]াহ্মণ সভা হইতে ২জন প্রতিনিধি ফরিদপুরে উপস্থিত হইয়া উক্ত নেতাগণের [স]হিত একটী অধিবেশনের চেষ্টা পান কিন্তু প্রধানতঃ সহানুভূতির অভাবে উক্ত অধিবেশন হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রাহ্মনসম্মিলনীর অধিবেশনে যে সকল অন্যায় [মী]মাংসায় ব্রাহ্মণগণ উপনীত হন তজ্জন্য অনেকেই ব্রাহ্মণ সভার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। ফরিদপুর টাউনে সভা করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণগণ মাদারীপুরে উক্ত সভার অধিবেশন করেন। সভায় প্রায় ৪০০শত লোক উপস্থিত ছিলেন। ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই দিবসদ্বয় ব্যাপী সম্মিলনীর সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণটী মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে বিতরিত হইতেছে।

৩। মাদারীপুরে সভার সূত্রপাত হইলে তত্রস্থ ইংরেজ সিভিলিয়ান ম্যাজি-ষ্ট্রেট আদেশ করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণ সভায় কোন জাতি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত করিলে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য বোধ হয় ব্রাহ্মণসভায় উপনীত কায়স্থদিগের সম্বন্ধে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কটুভাষা ব্যবহৃত হয় নাই। সকলেই অবগত আছেন উক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কায়স্থদিগের উপনয়ন সংস্কারের বিরোধী। দ্বিতীয় দিবসে সভার কার্য্য শেষ হইলে উক্ত তর্করত্ন মহাশয় সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন।

যাহারা চিরন্তন প্রথা উলঙ্ঘন করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন তাহাদিগের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সমাজ কোন প্রকার সহানুভূতি করিবেন না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সময় হইতে যুক্তিহীন, শাস্ত্রবর্জিত এবং ন্যায়ধর্ম্ম বিরহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছে। বেদশূন্য বঙ্গদেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ উক্ত রঘুনন্দন শিরোমণির ক্রীতদাস। পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ও উক্ত স্মার্ত্তের পদানুসরণ করিয়া তাঁহার মুদ্রিত অভিভাষণের ৩১ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন :—

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে সমাজে জন্মগত জাতিভেদ যাহা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাই সত্য সনাতন তবে কেহ আপত্তি করিতে পারেন এই অনাদি সংসারে কে বলিবে এই জাতি ধারাবাহিক ব্রাহ্মণ-দম্পতি হইতে প্রসূত। ইহার উত্তর এই যে যাহারা অসন্দিগ্ধভাবে তিন পুরুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ ধারা বলিয়া স্থির করিতে হয়। শূদ্রাদির পক্ষেও এই নিয়ম। ইত্যাদি—

এই স্থলে ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের উল্লেখ নাই কেন? পঞ্চানন মহাশয় মনে করেন যে বঙ্গদেশে দুইটী মাত্র জাতি আছে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ নাই তাহা ম্লেচ্ছদেশ বিষ্ণুপুরাণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ এতদূর স্বার্থপরায়ণ যে নিজের প্রভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আপনার জন্মভূমিকে ম্লেচ্ছদেশে পরিণত করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাদি চারিটীবর্ণ ব্যবস্থিত আছে। তর্করত্ন মহাশয়ের অসার এবং যুক্তিশূন্য মীমাংসা কেহই গ্রহণ করিবেন না। শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ। অঃ ৪ ১৩

মনুও বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ গুণকর্ম্মে শূদ্র হয় এবং শূদ্রও গুণ কর্ম্মে ব্রাহ্মণ হয়। তর্করত্নের সিদ্ধান্ত "তিন পুরুষের জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব" বেদবিরুদ্ধ ও তজ্জন্য হিন্দু সমাজের গ্রহণের অযোগ্য। এই অভিভাষণে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্করত্ন মহাশয়ের যে সকল মীমাংসা আছে তাহার সমালোচনা করিবার সময় এইক্ষণ আমাদের নাই। অতএব আপাততঃ তাহা হইতে আমরা বিরত হইলাম।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

নববর্ষারম্ভে আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার লেখক, লেখিকা, গ্রাহক ও অনুগ্রাহক মহোদয়গণ আমাদিগের নমস্কার ও অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। শ্রীভগবান সমীপে আমরা সমস্ত জগতের কল্যাণ কামনা করিতেছি।

১। বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ফরিদপুরের একটী স্মরণীয় দিবস। অত্রস্থ প্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের কন্যার বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও কোন কায়স্থ (উপবীতী কি নিরুপবীতী) তাঁহার বাটীতে জল গ্রহণ করেন নাই। কায়স্থদিগের বাটীতে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না ইহাই এই দলাদলির মুল কারণ। বঙ্গদেশে এই প্রকার ব্যবস্থা আমরা আর কুত্রাপি দেখি নাই। কায়স্থগণের সহিত ব্রাহ্মণগণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণগণের যাজন এবং প্রতিগ্রহ প্রধানতঃ কায়স্থের গৃহেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত কায়স্থ সমাজের দলাদলি মথুর বাবুর কন্যার বিবাহোপলক্ষেই সৃষ্টি হইল ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ইহাতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ মধ্যে কি প্রকার মনোমালিন্য উপস্থিত হইবে তাহা আমরা চিন্তা করিতেও অবসন্ন হই। এই নশ্বর জগতে কীর্ত্তিই মানুষকে অমর করে। এই কীর্ত্তির জন্য মথুরানাথ বাবুর কন্যার পরিণয় ব্যাপার চিরদিন আমাদের অন্তঃকরণে জাগরূক রহিবে।

২। কায়স্থোপনয়ন। বিগত ১৫ই বৈশাখ শনিবার কলিকাতা মানিকতলা খালধারে একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রাহা বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—

উক্ত সভায় গণ্য মান্য প্রায় দুই শতাধিক দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯॥ টা পর্য্যন্ত ওজস্বিনী ভাষায় কায়স্থ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিয়া সভাস্থ সকলকেই উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সমাগত কায়স্থদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করতঃ উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা

বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তৎপর দিবস নিম্নলিখিত কায়স্থগণ মস্তক মুণ্ডন গঙ্গা-স্নান, ও চূড়াকরণ পূর্ব্বক ব্রত্য প্রায়শ্চিত্যান্তে বৈদিক উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করতঃ কায়স্থ জাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রাহা ২। নগেন্দ্রনাথ রাহা ৩। কামাখ্যাপ্রসাদ রাহা সাং বারাসিয়া ৪। তারকনাথ ঘোষ সাং শত্রুজিতপুর ৫। রমেন্দ্রনাথ রাহা ৬। মহেন্দ্রনাথ রাহা ৭। নরেন্দ্রনাথ রাহা সাং সালিখা ৮। কালীপদ বসু সাং মথুরাপুর জেলা যশোহর।

৩। নওয়াখালী জিলান্তর্গত ফেণী মহকুমার মধ্যে বিগত ১৪ই বৈশাখ শুক্রবার একটী প্রবল বাত্যা সমুত্থিত হইয়া দীর্ঘ প্রস্থে প্রায় ৪০ মাইল স্থান সমভূমি করিয়া দিয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ জনপদ মধ্যে একটী বৃক্ষ অথবা একখানি গৃহের অস্তিত্ব ছিল না। ঘূর্ণায়মান ঝঞ্ঝা (Tornado) প্রভাবে এই স্থান তৃণ শূন্য হইয়াছিল, দিবসে ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া কেবল ৩ জন লোকের মৃত্যু হয় কিন্তু গৃহপালিত এবং বন্য অনেক গাভী, বৎস, পশু পক্ষী জল মধ্যস্থ মৎস্যাদি বহুসংখ্যক বিনষ্ট হইয়াছিল। এই স্থানের সমস্ত পুষ্করিণীর জল জীব জন্তুর মৃত দেহে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হওয়ায় ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়াছিল।

৪। ভারতরক্ষার্থে কর্ত্তৃপক্ষগণের সাহায্যে যে সৈন্য গঠিত হইতেছে, জাতি শ্রেণী নির্ব্বিশেষে যে কোন যুবক এই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন, ৮৯।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ভবনে ডাক্তার এস, পি, সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আমরা আশা করি বলিষ্ঠকায় যুবক মাত্রেই এই সৈন্য দলে প্রবেশ করিবেন।

৫। বঙ্গে মৎস্যাভাব। মিঃ সাউদোয়েল মৎস্য বিভাগে যাহাকে ডিপুটী ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, বিগত ১৯১৫ ৫ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার নিয়োগ সময় অতীত হওয়ায় মৎস্য বিদ্যায় পারদর্শী অনৈক মৎস্য বিদকে স্থায়ীরূপে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই কার্য্যে একজন দেশীয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটী বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে (১) সুবৃহৎ পুষ্করিণীতে রোহিত এবং কাতলা মৎস্যের ডিম্ব সকল পরিস্ফুট হইতে পা।

পূর্ব্বে আমাদের বিশ্বাস ছিল উক্ত মৎস্যের পোনা স্রোতস্বতী জল ভিন্ন জন্মে না কিন্তু সেই বিশ্বাস ভ্রমপূর্ণ।

(২) ইলিস মৎস্যের পোনা সমুদ্র ভিন্ন নদীতে হয় না ইহাই সাধারণ বিশ্বা ছিল। কিন্তু চেষ্টা করিলে ইলিস মৎস্যের পোনাও আমরা সৃষ্টি করিতে পারি কিন্তু ইলিস মৎস্যের কোথায় জন্ম তাহা স্থির হয় নাই। মৎস্য বিভাগে কর্ত্তৃপক্ষগণ এই প্রকার মৎস্যাণ্ড আবিষ্কারে জন সাধারণের বিশেষ কে উপকার হয় নাই। কিন্তু রুই মৎস্যের পোনা স্বল্পমূল্যে সাধারণের মধ্যে বিক্র করায় বিশেষ উপকার হইয়াছে।

৬। আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে লর্ড লাট বাঃ দুরের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মাননীয় ফ্রেডারিক থেসিজার মেসোপটেমিয় যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। লর্ড এবং লেডী চেম্‌স্‌ফোর্ড মহোদয়ার এই দুর্বি পুত্রশোকে সমগ্র দেশ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছে। মানাবর ফ্রেডারিক থেসিং সত্য এবং ধর্ম্মার্থে যে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ইহাই আমাদিঃ একমাত্র সান্ত্বনা। তাঁহার আত্মার মঙ্গলার্থে এবং তদীয় পিতা মাতার গং শোকেসান্ত্বনার জন্ম শ্রীভগবান সমীপে আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

৭। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের প্রিয়তম সম্রাট মহোদয়ের যুদ্ধার্থে দৈ ব্যয় ৭৪৫০০০০০ পাউণ্ড। এই সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য সঙ্কুলন করা কত কষ্টসাধ্য পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

৮। কায়স্থোপনয়ন। কাইচাল কেন্দ্র। বিগত ৩১শে চৈত্র শুক্র ফরিদপুরের কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতির প্রযত্নে কাইচাল গ্রামের কালী বাং একটী উপনয়ন কেন্দ্র হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে সমিতির সম্পাদক শ্রদ্ধ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—

উক্ত কেন্দ্রে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত উমাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয় আচার্য্য ছি উপবিতী কায়স্থগণের নাম, ধাম, গ্রাম কাইচাল ১। শ্রীযুক্ত কালী গুহ ২। নিবারণচন্দ্র গুহ ৩। মনোরঞ্জন গুহ ৪। শরচ্চন্দ্র গুহ মতিলাল বসু ৬। নলিনীরঞ্জন বসু ৭। আশুতোষ বসু অনুকূলচন্দ্র বসু ৯। রতিকান্ত হোড় ১০। প্রতাপচন্দ্র কর ১১। ষষ্ঠী কর ১২। সূর্য্যকুমার বিশ্বাস, ১৩। প্যারীমোহন বিশ্বাস, ১৪। রাজে

বিশ্বাস ১৫। দুর্গাচরণ বিশ্বাস, ১৬। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১৭। অবিনাশচন্দ্র দেব।

৯। কায়স্থো নিয়ন। সেখেরকান্দী কেন্দ্র।

ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—

উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু রায় বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। আচার্য্য ছিলেন শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং তন্ত্রধার শ্রীযুক্ত উমাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয় ছিলেন উপবিতীগণের নাম ধাম গ্রাম সখেরকান্দী, ১। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু রায় ২। অবিনাশচন্দ্র বসু রায়, ৩। মনীন্দ্রচন্দ্র বসু রায়, ৪। ব্রজেন্দ্রকুমার বসু রায় ৬। রাজেন্দ্রচন্দ্র বসু রায়, ৭। অনুকুলচন্দ্র বসু রায়, ৮। পূর্ণচন্দ্র বসু ৯। অশ্বিনীকুমার বসু ১০। ভোলানাথ বসু, ১১। অন্নদাচরণ বসু, ১২। ইন্দুভূষণ সরকার ১৩। নরেন্দ্রভূষণ সরকার ১৪। সতীশচন্দ্র ভৌমিক ১৫। জ্যোতীশচন্দ্র ভৌমিক ১৬। শরচ্চন্দ্র দাস ১৭। যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস ১৮। অনাথচন্দ্র দাস ১৯। নিবারণচন্দ্র সরকার ২০। নরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ-সাং আর্যাদত্তপাড়া ২১। অক্ষয়কুমার মিত্র সাং নক্রদিয়া ২২। যতীন্দ্রনাথ পাল সাং ঈশ্বরদী।

১০। কায়স্থোপনয়ন। পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর বর্ম্মা মহাশয় ঢাকা হইতে লিখিতেছেন :—

বিগত ২৮শে বৈশাখ পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভার উদ্যোগে পাবজোয়ার শাঙ্কো নিবাসী প্রসিদ্ধ মিত্র নিয়োগী পরিবারে ও অন্যান্য কতিপয় কায়স্থ মোট উনত্রিংশত জন যথাশাস্ত্র উপবিতী হইয়াছেন। বলিহার ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র নিয়োগী মহাশয়ের ঢাকা গ্যাণ্ডারিয়াস্থিত বাটীতে কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। উক্ত মিত্র পরিবারের পুরোহিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এবং কোটালিপারের পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গামোহন বিদ্যারত্ন কুলিচক্র আচার্য্য ও তন্ত্রধার ছিলেন। কান্যকুব্জ নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ছত্রধারী পাঁড়ে তার্কিক সিংহ মহাশয় বেদ পাঠকের কার্য্য করিয়াছিলেন, উপনয়ন কেন্দ্রে ঢাকা নগরীর বহু সম্ভ্রান্ত কুলীন মৌলিক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভা আশা করিতেছেন শাঙ্কোর মিত্র পরিবারে উপনয়ন ফলে সত্বর সমস্ত

পারেঙ্গাগারের কায়স্থ মহোদয়গণ উপনীত হইবেন। এই কেন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে নিম্নলিখিত ১—৭ সংখ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত কায়স্থগণই প্রাচীন, তাহাদের বয়ঃক্রম ৫০—৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত, ১ শ্রীযুক্ত হরকুমার মিত্র নিয়োগী ২ শ্রীনাথ মিত্র নিয়োগী, ৩ কৃষ্ণনাথ 8 কালীনাথ ৫ গোবিন্দচন্দ্র ৬ গুরুনাথ ৭। শ্রীধনাথ ৮ সতীশচন্দ্র ৯ সতীন্দ্রনাথ ১০ ভূপতিনাথ ১১ ফণীভূষণ ১২ নগেন্দ্রমোহন ১৩ সুবোধচন্দ্র ১৪ বিমলানন্দ ১৫ সুবোধচন্দ্র ১৬ প্রবোধচন্দ্র ১৭ ভূপতিনাথ ১৮ সচ্চিদানন্দ ১৯ বীরেন্দ্রমোহন ২০ জগদানন্দ ২১ সুধীরচন্দ্র ২২ ক্ষিরোদচন্দ্র ২৩ প্রমথচন্দ্র ২৪ চারুচন্দ্র ২৫ ভূপেন্দ্রমোহন ২৬ বিভূতিনাথ ২৭ ক্ষিতিপতি ইহারা সকলেই প্রসিদ্ধ মিত্র নিয়োগী বংশ সম্ভূত ২৮ জিতেন্দ্রমোহন গুহ রায় (বজ্রযোগিনী) ২৯ প্রফুল্লকুমার পাল (বোয়ালী)

১১। সামরিক ঋণ; সমগ্র বঙ্গদেশে ১লা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আদায় হইয়াছে বিশ কোটী সত্তর লক্ষ বাওয়ান্ন হাজার টাকা। তন্মধ্যে বম্বে প্রদেশে সকলের অধিক টাকা তন্নিম্নে বঙ্গদেশ।

১২। দক্ষিণ ভারতের সাধারণ সমিতি। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির উন্নতি কল্পে বিগত পৌষ মাসে মান্দ্রাজ নগরে রাও বাহাদুর চেটী মহোদয়ের সভাপতিত্বে মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের সাহায্যে উক্ত সভার একটী অধিবেশন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জাতিব্যূহ দ্বারা এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। অনেকে এই সমিতির মঙ্গলার্থে সাধ্যমত সাহায্য করিতেছেন। ইংরেজী, তামিল এবং তেলিগু ভাষায় ঐ সকল জাতিব্যূহের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল জন্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারিত হইবে। বঙ্গদেশস্থ অবনমিত জাতি গুলির (Depressed classes) উন্নতির জন্য এই প্রকার একটী সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের নির্য্যাতনে এই সকল জাতির কোন প্রকার উন্নতি হইতেছে না। ইহার কোন প্রকার প্রতিবিধান করা আবশ্যক।

১৩। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুর জিলান্তর্গত শিরখাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্ত দেব বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—

ফরিদপুর প্রচার সমিতির কায়স্থ বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল দেববর্ম্মা মহাশয়ের যত্নে এবং উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুহবর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্ত বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের উদ্যোগে বিগত ৩রা বৈশাখ রবিবার উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্তবর্ম্ম মহাশয়ের বাটীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ৫জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। আর্য্যদত্তপাড়ার শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্য ছিলেন। শিরখাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য তন্ত্রধার ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য সদস্য ছিলেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় নিষ্টাবান বৈদিক ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপনয়ন কার্য্যে এই প্রথম ব্রতী হইলেন। সমগ্র কায়স্থ সমাজের দৃষ্টি ইহাদের প্রতি প্রার্থনীয়। উপবীতী কায়স্থগণের নাম, ধাম গ্রাম শিরখাড়া। ১। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, ২। যাদবচন্দ্র দত্ত ৩। চারুচন্দ্র ঘোষ সাং আর্য্যদত্তপাড়া ৪। লালমোহন বসু সাং হবিগঞ্জ ৫। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুহ সাং গোপালগঞ্জ। উপনয়নের দিবস হবিগঞ্জ, সমাজ ইসিবপুর, ও শিরখাড়ার বহু ব্রাহ্মণ ও উপবীতী ও অনুপবীতী বহু গণ্য মান্য কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দত্ত মহাশয় সকলকেই আহারাদি এবং ব্রাহ্মণ মহোদয়গণকে ভোজন দক্ষিণাদ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম খণ্ড। ⎨ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ সাল। ⎬ ২য় সংখ্যা।

নববর্ষে মিষ্টালাপ।

(১৩২৪ সাল)

মানুষের বাহিরের শত্রু জয় করা তাদৃশ কঠিন নহে; বিনয় শিষ্টাচার ও সহানুভূতি দ্বারা স্বল্পায়াসে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারা যায়। কিন্তু যে সকল প্রবল রিপু দেহমধ্যে বাস করিয়া নিরন্তর হৃদয় দগ্ধ করে, তাহাদিগকে জয় করা সহজ-সাধ্য নহে। যিনি ষড়রিপু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকেই বীর বলা যায়। মানব রূপে তিনি দেবতা। ১ (ক)

ষড়রিপুর অধীন হইলে, হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, মনুষ্যত্ব থাকে না। মনুষ্যত্ব বিহীন ব্যক্তি এ সংসারে সকলেরই ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র হয়। মনুষ্যত্ব বিহীন হইলে লোকে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ২ (খ)

(ক) গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৬ অঃ ৮।

এইপ্রকার বহু শ্লোক আছে। সম্পাদক।

(খ) কাম ক্রোধের বশীভূত হইলে মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয় তদ্যথা :—]

নষ্ট এবং অসৎ চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির সহবাসে জ্ঞান ও সাধুতার বিলোপ ঘটে। বুদ্ধি মলিন এবং জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে বিদ্বান ও জ্ঞানবানের সহবাসে বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ৩ (গ)

কোন ব্যক্তিকেই সামান্য বা তুচ্ছবোধ করা সঙ্গত নহে। আমরা সময় বিশেষে যাহাকে অতি হীন ও অসার মনে করি তাহাদ্বারাও অনেক সময়ে ইহ সংসারের অদ্ভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ৪ (ঘ)

আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কেহ কখনও সামান্য জ্ঞান করে না। যে করে সেই-ই মহৎ জ্ঞানবান্, এবং তাঁহারই কল্যাণ হইয়া থাকে। ৫ (ঙ)

যদি বাসনা করেন যে, তিনি কখনই কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, অভদ্র ব্যবহার প্রাপ্ত না হন, এবং লোকে তাঁহাকে সমাদর করে, তাহা হইলে তাঁহারও উচিত যে তিনি কোন ব্যক্তির উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা অভদ্র ব্যবহার না করেন, যাহাতে অপরে ক্লিষ্ট বা সন্তাপিত হয়। ৬ (চ)

সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোঽভিজায়তে। ৬২

ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩ ২য় অঃ

অর্থাৎ—কাম ও ক্রোধের প্রভাবে মানুষের বুদ্ধিলোপ হয় অর্থাৎ মানুষ পশু হয়।

(গ) একমাত্র সাধু সহবাসে মানুষ দেবতা হয় তদ্যথা :—

সাধুসঙ্গরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।

(ঘ) তৃণৈর্গুণসম্পন্নৈ বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মার্জ্জারগণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রকাণ্ড সেতু বন্ধনের সাহায্য করিয়াছিল।

সম্পাদক।

(ঙ) শ্রীভগবান্ গীতার ১২শ অধ্যায়ে ধর্ম্মামৃত শ্লোকদ্বয়ে বলিয়াছেন সেই ব্যক্তি আমার অতীব প্রিয় যিনি—নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃক্ষমী ॥১৩ সঃ

(চ) তদীয় পর্ব্বতোপরি উপদেশাবলীতে শ্রীখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন :—

Do unto others what you

Would thet they should do unto you.

দুঃখভোগ ব্যতিরেকে কখনও পাপ ক্ষয় হয় না। পাপ করিলে কোননাকোন সময়ে অবশ্যই তাহার কুফল ভোগ করিতে হয়। পাপের ফল দুঃখ ; দুঃখ ভোগ ব্যতিরেকে কখনও পাপ ক্ষয় সম্ভবপর নহে। কোন একটী কটুফল ভক্ষণ করিলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পরিপাক যন্ত্রের প্রদাহ ও রসনার নিষ্পীড়ন হইয়া থাকে। ৭

যতদিন ইহ সংসারে বাস করা যায় ততদিন ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে সাধুতা অবলম্বন করিয়া থাকাই কর্ত্তব্য। চিরজীবন সাধুতার আশ্রয়ে থাকিলে, মৃত্যুকালেও জীবন অবসন্ন হয় না, তখনও পরম শান্তি পাওয়া যায়। শান্তিলাভের লালসাতেই লোক নিরন্তর পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত থাকে। ৮

সন্তানের বাল্যকালে, তাহার মাতা পিতা তাহাকে কিরূপ শিক্ষাদান পূর্ব্বক লালন পালন করিয়াছে, তাহা সন্তানের কার্য্য দেখিলেই সহজে অনুমিত হইয়া থাকে। সন্তানের কার্য্য পরিদৃষ্টে অনেক সময়েই তাহার পিতার জ্ঞান বুদ্ধি ও শিক্ষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৯

পরমায়ু মনুষ্যকে অমর করিতে পারে না। কীর্ত্তিই মনুষ্যকে অমর করিয়া রাখে। ১০

ধনৈশ্বর্য্য ও দীর্ঘজীবন সুখের কারণ নহে। সুখের একমাত্র কারণ সদাচার, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত শান্তিলাভের আশা নাই। সদনুষ্ঠান করিতে করিতে বহু দিনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। ১১

যে ব্যক্তি হিতৈষী বন্ধু, মিত্র, সখা ও সুহৃদ্জনের হিতোপদেশ গ্রাহ্য না করে সেই অপরিণামদর্শী ব্যক্তি পদে পদে বিপদে পতিত হইয়া তাহার শত্রুবর্গের আনন্দ বৃদ্ধি করে। ১২

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিহ্বাকে জয় করতঃ তাহাকে নিজ বশে রাখা হইয়াছে বুঝা যায়। দুই চারিটী সারগর্ভ কথা কহিলে বুঝা যায় রসনাকে বশে রাখিয়া, তাহাকে নিজ ইচ্ছামত সুপথে চালিত করা হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বদা অত্যধিক কথা কহিলে বুঝিতে পারা যায় যে, জিহ্বা মানবকে বশীভূত করিয়া, সে তাহার উপর বিষম আধিপত্য ও অত্যাচার করিতেছে। মূর্খেরাই সর্ব্বদা অধিক কথা কহিয়া অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ১৩

পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে দুই চক্ষু ও দুই কর্ণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু জিহ্বা একটীর অধিক দেন নাই। তাহাও বদনের অভ্যন্তরে, —বাহিরে নহে। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা অধিক দেখিব ও অধিক শুনিব,—কিন্তু অল্প কহিব,—জিহ্বার অস্থি না থাকায় বুঝিতে হইবে যে, জিহ্বা দ্বারা কোমল ও মিষ্ট কথাই বলা উচিত। কর্কশ ও কঠিন বাক্য কহ নিষিদ্ধ। ১৪

সাধু ব্যক্তির বদন হইতে সত্যের মহিমা এবং যোগীর নিকট হইতে আত্মসংযমের উপকারিতার বিষয় শ্রবণ করিলে মানসক্ষেত্রে তাহা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। অসাধু ব্যক্তির উপদেশ ফলদায়ক হয় না। ১৫

যে ব্যক্তি আহুত না হইয়া ও অন্যের সমীপে গমন করে, জিজ্ঞাসিত না হইয়া বহু কথা কহে, আপনার বুদ্ধিকে বড় জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি নরাকারে বানর। ১৬

যাহার বিবেকোদয় হইলে সন্তোষকর করুণার সঞ্চার না হয় তাহার বিবেক বৃথা। যে পন্থা অবলম্বন করিলে পরানুগ্রহ রস আস্বাদিত না হয়, তাহা পন্থাই নহে। যে ধর্ম্মে পরহিংসার শান্তি না হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে না। যে বেদ পাঠে বিষয়-বৈরাগ্য না জন্মে সে বেদ পাঠ বৃথা। ১৭

দানশীল ব্যক্তিকেই ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত ও সাধু বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে দান অন্তরের প্রেমের সহিত না করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। ১৮

হতাদরপূর্ব্বক দান করা অপেক্ষা ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। ১৯

মূর্খের ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইলে তাহা তাহার সুখের কারণ না হইয়া বরং দুর্ভাগ্যেরই কারণ হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে ধার্ম্মিকের হস্তে ধন পড়িলে সে ধনের সদ্ব্যবহারে বিশ্ববাসি জনগণের কল্যাণ সংসাধিত হয়। ২০ (ছ)

কৃপণ ধনবানেরা ঠিক গাধার মত। গাধারা মূল্যবান্ বস্তু বহন করে, কিন্তু তাহা তাহাদের নিজ ব্যবহারে লাগে না। তাহারা ঘাস পাতা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। ২১

(ছ) When wealth to virtuous hand is given,
It blesses like the dews of heaven.

একটী অতি সামান্য মাত্র বহ্নিস্ফুলিঙ্গে একটা প্রকাণ্ড নগর দগ্ধ হইতে পারে রিপুর প্রশ্রয় দান কর্ত্তব্য নহে তাহাতে বিষম অনর্থের উৎপাদন করিতে পারে। ২২

পরম শুভ্র ও পরিষ্কৃত বসনে সামান্য একটু দাগ লাগিলেই যেমন তাহা সহজেই বিরূপ দেখায়, ধার্ম্মিক সাধুচরিত্রে সেইরূপ অতি সামান্য মাত্র দোষের দাগ লাগিলে তাহা গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। ২৩

পণ্ডিতেরা আপনাদিগের ভ্রম স্বীকার করিয়া আনন্দ অনুভব করেন, কিন্তু মূর্খেরা কোন ক্রমেই তাহাদিগের ভ্রম স্বীকার করিয়া বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতে জানে না। ২৪ (জ)

তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাত অপেক্ষাও একটী রূঢ় বাক্যের তীব্রতা অধিক। ২৫

মানুষে যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন তাহার মুখের অর্গল খুলিয়া যায় এবং তাহার চক্ষের দ্বার রুদ্ধ হইয়া থাকে। ২৬

অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির মূর্খ ও অসৎ পুত্র, নানাবিধ মণিমুক্তাহার বিভূষিত বরাহ সদৃশ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ২৭

মানুষ সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে "স্বল্প বিদ্যা প্রলয়ঙ্করী" ২৫ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে, ইহা আশ্রমধর্ম্ম, কিন্তু মানুষের শিক্ষা সারা-জীবনের। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত নূতন নূতন উপদেশ আহরণ করিবে, এবং নব নব কার্য্যকরী শক্তি কার্য্যক্ষেত্রে বিকাশ করিবে। ২৮ (ঝ)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

(জ) To err is human to forgive divine.

(ঝ) Little learning is a dangerous thing.

Drink deep or taste not the Pyrean spring.

Pope.

উৎক্রান্তি ও ঊর্দ্ধদৈহিক।

(পারলৌকিক তত্ত্ব)

ভগবৎ প্রবর্ত্তিত চির প্রবাহমান প্রথা :—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। গীতা ২য়। ২৭।

অর্থাৎ জন্ম হইলেই মৃত্যু এবং মৃত্যু হইলেই পুনর্জ্জন্ম। জন্ম মৃত্যু জীবের সহচর এবং স্বাভাবিক। এই জন্ম মৃত্যু লইয়াই জীবের জীবত্ব এবং এই যাতায়াত লইয়াই সংসার। জীব আসে যায় কিন্তু কোথা হইতে আসে এবং কোথায় যায় তাহা সামান্য বুদ্ধির অগম্য। মৃত্যুর পরপারে জীবাত্মার অস্তিত্ব ও অবিনশ্বরত্ব দুর্জ্ঞেয় দুর্ব্বোধ্য হইলেও মানব মন সে তত্ত্ব আবিষ্কারে নিয়ত নিযুক্ত, সতত সচেষ্ট। আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র ও অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় এই মীমাংসায় নীরব বা নিশ্চেষ্ট নহে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্যে জীবাত্মার উৎক্রান্তি ও ঊর্দ্ধদৈহিক ব্যবস্থার বিষয় আলোচনাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

জীব দেহান্তে সূক্ষ্ম দেহাবলম্বন (Astral body) পূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করে ইহাকে উৎক্রান্তি বলে। বেদান্ত দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে এই উৎক্রান্তির প্রকার ও প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণ জীব কর্ম্মানুসারে দক্ষিণ মার্গে ধূমযানে লোকান্তরে গমন করে এবং তথায় পাপ পুণ্য ভোগের পর পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মোপাসক উচ্চ সাধকগণ উত্তর মার্গে দেবযানে সূর্য্য মণ্ডলে উপনীত হন এবং তথা হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হইয়া থাকেন। তাহাদের আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণ জীবন মুক্ত, প্রাণাত্যয়ে তাহাদের উৎক্রান্তি হয় না। যথা-নতস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম প্রপাঠকের উক্তি।

যাহারা গ্রামে গৃহস্থভাবে থাকিয়া ইষ্ট (যাগাদি) পূর্ত্ত (পন্থা জলাশয়াদি) ও দানাদি কর্ম্ম করে তাহারা দেহান্তে প্রথমে ধূমযান প্রাপ্ত হয়, পরে ক্রমে

রাত্রি.কৃষ্ণ পক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক,আকাশ এবং পরিশেষে চন্দ্র লোক প্রাপ্ত হয়।

(ক) ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্যত্র লিখিত আছে :—

যাহারা অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাবান ও তপস্বী হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন তাহারা মরণান্তে অর্চ্চিরধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অনন্তর উত্তরোত্তর অহঃ, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর সূর্য্য চন্দ্রমা এবং বিদ্যুৎক প্রাপ্ত হয়েন। তথায় কোন এক অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে উপাগত হইয়া আত্মাকে ব্রহ্মলোকে প্রাপণ করেন ইহাকেই দেবযান বলে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য তদীয় ছান্দোগ্য ভাষ্যে উল্লিখিত বিষয়টী বিষদরূপে প্রকটিত করিয়াছেন। ভাষ্যের সারাংশের বঙ্গানুবাদ আমরা প্রদান করিতেছি। "কর্ম্ম পরায়ণ গৃহস্থ চন্দ্র লোকে যাইয়া পুণ্য ক্ষয়ে পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পাপ পরায়ণ কুকর্ম্মী চন্দ্রমণ্ডলে না গিয়া এখানেই একদেহ হইতে অন্য দেহে যায়। কেবল উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসক গৃহস্থ ও তপঃ শ্রদ্ধা পরায়ণ পরিব্রাজক ইহারাই পরলোকে কামচার হন। ইহারা কখনই ইহলোকে ফিরিয়া আসেন না।" এইস্থানে যে ২। ৩ টী সংস্কৃত টীকা লেখক মহাশয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহার বঙ্গার্থ না থাকায় পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ইহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। যথা :—

ধূমোরাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ, ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ অঃ ৮ম। ২৫

অর্থাৎ কর্ম্মযোগীগণ ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও ছয়মাস দক্ষিণায়ন পথে দেহ ত্যাগ করিয়া চন্দ্রমার জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়নম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি, ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ। অঃ ৮ম। ২৪।

অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসক যোগিগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ উত্তরায়নষণ্মাসে বিগত হইয়া ব্রহ্মানুগমন করেন।

এতক্ষণ আমরা জীবাত্মার উৎক্রান্তির প্রকার ও পথের আলোচনা করিতেছি

(ক) এই সকল স্থানের সংস্কৃতভাগ অতি কঠিন ও জটিল বিধায় পরিত্যক্ত হইল। সম্পাদক।

কিন্তু এই উৎক্রান্তি কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহার অনুসন্ধান করা হয় নাই। (খ) যোগবশিষ্ঠে লিখিত আছে :—

কেবলং বাতসংরোধাৎ যদাস্পন্দ প্রশাম্যতি।
মৃত ইত্যুচ্যতে দেহস্তদাসৌ জড়নামকঃ॥ ৫৫ সর্গ

ইত্যাদি। এইস্থানে মূল সংস্কৃত হইতে আর শ্লোকউদ্ধৃত না করিয়া বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে যথা :—

প্রাণ বায়ুর সঞ্চার রহিত হইলে যখন শরীরে স্পন্দন নিবৃত্ত হয়, তখন দেহকে মৃত বা জড় বলে। তাহার পর মৃত জীব প্রেত শব্দে উক্ত হয়। তখন মৃত্যু জনিত মূর্চ্ছার অবসান হইলে আত্মা অন্য শরীর ধারণ করে। সামান্য পাতকী মরিয়াই স্বীয় চিন্তানুরূপ অকৃত শরীর অনুভব করে, তাহা স্বপ্নবৎ বা সঙ্কল্পময় তখন তাহার পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হয়। আমাদের শাস্ত্র মতে যতদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রোক্ত বিধানে ঐ প্রেত আত্মাকে পিণ্ড প্রদত্ত না হয় ততদিন সে বায়ুভূত নিরাশ্রয় ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। পিণ্ডদানে এই বায়বীয় অবস্থা সূক্ষ্ম দেহে পরিণত হয়। গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডে ৪৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে (মূল শ্লোক না দিয়া বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল) যমমার্গগামি দিগের ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ সঞ্চয় সম্ভূত দ্বিতীয় দেহ সঙ্গঠিত হয়। মৃতব্যক্তি সেই নব নির্ম্মিত অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দেহে প্রবেশ করিলে যমদূত কর্তৃক ধৃত ও পাশবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে থাকে। এই অবস্থায় তাহাকে বৈতরণী নদী পার হইতে হয়। এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দেহের বিষয় মহাভারতে সাবিত্রী পাখ্যানেও উক্ত হইয়াছে। যমদূতগণ সাবিত্রীর সতীত্ব তেজে তদীয় উৎসঙ্গ শায়িত সত্যবানের নিকটবর্ত্তী হইতে অক্ষম হইলে স্বয়ং ধর্মরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া সত্যবানের মৃত দেহ হইতে এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দেহ বাহির করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক গমনো-

---

(খ) শরীরং যদ বাপ্নোতি, যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ অঃ ১৫শ ৮।

অর্থাৎ বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া গমন করে, সেই প্রকার জীবাত্মা যৎকালে শরীর হইতে বহির্গত হন এবং যৎকালে অন্য শরীর প্রাপ্ত হন সেই সময়ে মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিয়া গমন করেন।

সম্পাদক।

যুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু শাস্ত্র বলেন এই সূক্ষ্ম দেহ (বা লিঙ্গ দেহ) মৃত্যুর পরে ১২দিন মাত্র থাকে, তাহার পর উহা নষ্ট হইয়া যায়। এই ১২দিনের মধ্যে প্রেতের উচ্চগতির উপায় উদ্ভাবিত না হইলে সে বায়ুভূত অবস্থায় ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া দিবারাত্র ভ্রমণ করিতে থাকে। যথা :—

জীবিতোঽপি মৃত স্যেহ ন ভূতং চৌর্দ্ধদৈহিকম্।
বায়ুভূতঃ ক্ষুধাবিষ্টো ভ্রমতেচ দিবানিশম্॥

গরুড় পুরাণ উত্তরখণ্ড ১৪শ অঃ

অর্থাৎ জীবিত বা মৃত অবস্থায় যাহার উর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন হয় না সে দেহান্তে বায়ুভূত অবস্থায় ক্ষুধাবিষ্ট অর্থাৎ জলপিণ্ডের অপ্রাপ্তি জন্য অহর্নিশ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মৃতের উচ্চগতি জন্য তাহার নিজকৃত সুকীর্ত্তি সাধনাই যথেষ্ট নহে, তাহার আত্মীয় স্বজনের সাময়িক সাহায্য আবশ্যক। সে সাহায্য আর কিছুই নহে, সুসময়ে স্বজন-কৃত শ্রাদ্ধ।

এখন দেখিতে হইবে শ্রাদ্ধ কি?

সুপ্রসিদ্ধ কোষকার অমরসিংহ বলেন :—

"শাস্ত্রোক্ত বিধানেন পিতৃ কর্ম্ম।" পুলস্ত্য বলেন :- "শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে।" এখন জিজ্ঞাস্য কোন্ সময়ে কিরূপে এই শ্রাদ্ধ কার্য্য মনুষ্য সমাজে প্রবর্ত্তিত ও অনুষ্ঠিত হইল? বরাহ পুরাণে শ্রাদ্ধোৎপত্তি নামাধ্যায়ে লিখিত আছে :— মনুর বংশ-সম্ভূত প্রসিদ্ধ আত্রেয় পুত্র ত্রিলোক বিশ্রুত তপোধন নিমির ত্রিভুবন বিখ্যাত এক পুত্র ছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা সহস্র বর্ষকাল কঠোর তপস্যা করিয়া কালবসে গতায়ু হন। পুত্রশোকে কাতর হইয়া মুনিবর নিমি অহর্নিশ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে পুত্রশোক পরিহারের এক সঙ্কল্প স্থির করিলেন। শুচি এবং সমাহিত চিত্তে পুত্রের গুণগ্রাম চিন্তা করিয়া স্বীয় মন ও বুদ্ধিকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাহার পুত্রের প্রিয় ফল মূল প্রভৃতি ভোজ্য সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি পুত্রের নাম গোত্র উল্লেখে তদোদ্দেশে পিণ্ড দান করিলেন। সেই সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলে নিমি তাহাকে সম্বর্দ্ধনান্তর বলিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ কাব্যরত্ন। গুণাইগাছা, পাবনা

কায়স্থসভায় সভাপতির অভিভাষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

[illegible]দের সহিত ব্রাহ্মণের চির সম্বন্ধ স্থাপিত আছে। সে সম্বন্ধ কখনও [illegible] নাই। ব্রাহ্মণেরা চিরকাল আমাদের যাজন ও অধ্যাপন করিয়া আসি-[illegible] আমাদের আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার হইতে নিকৃষ্ট [illegible] আমাদের অপকর্ষ কেবল উপনয়নের অভাব মাত্র। কিন্তু অনেক [illegible] অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়াও গায়ত্রী জপ করেন না। সে জন্য [illegible] তাঁহাদিগকে দ্বিজত্ব হীন বলিবে না। তন্ত্র ও পুরাণের প্রভাবে উপ-[illegible] মর্য্যাদা [illegible] অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তান্ত্রিক বলেন :—

[illegible] চক্রে সর্ব্ববর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।

[illegible] বলেন :—

[illegible] ভক্তোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
[illegible] হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

[illegible] উপনয়নের গুরুত্ব চলিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব শাক্ত প্রভাবের পূর্ব্বে [illegible] বৌদ্ধমতের প্রাদুর্ভাব ছিল। যদি কালধর্ম্মানুসারে কায়স্থগণ উপনয়নের [illegible] করিয়া থাকেন, তাই বলিয়া কি তাঁহারা আচারভ্রষ্ট কিম্বা তাঁহা-[illegible] অপকর্ষ হইয়াছে? (ক) কিরূপ অবস্থায় ব্রাত্য ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব [illegible] যখন সে ব্রাহ্মণের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ [illegible] বিরহিত হইয়া শূদ্রদেশে বাস করিয়া ক্রমশঃ ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হয় তখন [illegible] প্রাপ্ত হয়।

[illegible] বলেন—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ১০।৪৩

(ক) যদু ও বৃষ্ণিবংশ বহু যুগান্তর উপনয়ন-হীন ব্রাত্য ছিলেন; তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন নাই। সম্পাদক।

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।

পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥" ঐ ৪৪।

শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপ দ্বারা এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন দ্বারা ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধ-বিরহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ—পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড় কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ। আর্য্যাবর্ত্তের বহির্দেশে আর্য্যাচারশূন্য উল্লিখিত স্থানসমূহে অধিবাস করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে অত্যন্ত বিচ্যুত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশ্য এ একটা অসাধারণ ব্যাপার এবং এই অসাধারণ ব্যাপার দ্বারা ক্ষত্রিয়ের জাত্যপকর্ষ। ব্রাত্যত্ব স্বতন্ত্র ব্যাপার, জাত্যপকর্ষ স্বতন্ত্র ব্যাপার।

ব্রাহ্মণের চিরকাল সেবা করিয়া, ব্রাহ্মণ-সহায়, ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধ কায়স্থগণ যদি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে শাস্ত্র মিথ্যা, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব মিথ্যা, এবং ব্রাহ্মণের যাজন অধ্যাপনও মিথ্যা। মনু বলেন—

"যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।

তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥ ১১।৯৮

তাই বলিয়া কি আমরা মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলিব? অথচ এইরূপ বচন অবলম্বন করিয়াই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়কে শূদ্র বলা যায়।

যদি কায়স্থ ক্ষত্রিয়ত্ব বর্জ্জিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে ইচ্ছা করিলেই উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারে।

অবশ্য সকল অন্যায় কার্য্যের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। সাবিত্রীকেরও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। স্মৃতিতে এমন কোন নিষেধ নাই, যে তিন পুরুষের অধিক কাল পতিত থাকলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত পারে না। আপস্তম্ব ভিন্ন অন্য স্মৃতিতে কাল সম্বন্ধে কোন বিশেষ নাই। আপস্তম্ব বচনে সুস্পষ্টরূপে তিন পুরুষের অধিক কাল ব্রাত্য পতিতের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। যে সময়ে ভারতবর্ষ প্রাচীন পণ্ডিত সমাজের গৌরব তিরোহিত হয় নাই, যে সময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি দিগ্গজ পণ্ডিতগণের যশঃ সৌরভে সমস্ত ভারত আমোদিত ছিল, যে সময়ে সেই সরল, মধুর, বেদগ্রাহী পণ্ডিতগণের উদারতা ও মনস্বিতায় দেশ ও বিদেশবাসিগণ মুগ্ধ ছিল, সেই সময়ে এই আপস্তম্ব বচনের দোহাই দিয়া বৈদ্যগণের

উপনয়ন-ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু স্মৃতির শব্দার্থ লইয়া বাদ প্রতিবাদ করিবার কাল বিগত হইয়াছে। যদি শ্রুতি ও স্মৃতির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া আমরা সমাজ চালাইতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে শব্দ লইয়া বাদানুবাদ একদিকে রুদ্ধ স্রোতের মত থাকিয়া যাইবে, এবং সমাজের জীবনস্রোত অন্য দিকে ধাবমান হইতে চেষ্টা করিবে।

যদি উপনয়ন ত্যাগ বাস্তবিক আমাদের অন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, এ কথা বলা চলে না। প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ তত্ত্ব মনু নিম্নলিখিত শ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথাদানেন চাপদি॥ ১১।২২৮

অর্থাৎ সমাজ মধ্যে নিজের পাপজ্ঞাপন, অনুতাপ, তপস্যা, অধ্যয়ন এবং আপৎকালে দান দ্বারা পাপকারী পাপ হইতে মুক্ত হয়।

ক্ষত্রিয়ের তপস্যা সবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, উৎপীড়ন হইতে পীড়িতকে রক্ষা করা, অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মকে রক্ষা করা, আপৎ ও অন্যায় হইতে সকলকে রক্ষা করা! রক্ষা লইয়াই শাসন প্রণালী। চিরকাল শাসন প্রণালীর অঙ্গীভূত হইয়া কায়স্থগণ রক্ষাবৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন। মনু বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপোবার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥ ১১।২৩৬

এই সমস্ত জাতিগত তপস্যা। এই তপস্যা দ্বারা মহাপাতক হইতে মুক্তি হয়।

মহাপাতকিনশ্চৈব শেষাশ্চাকার্য্যকারিণঃ।
তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাৎ ততঃ॥ ১১।২৪০ মনু

যাহারা ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকদ্বারা কলুষিত এবং যাহারা অন্যান্য যে কোন রূপ অকার্য্যকারী; তাহারা সকল প্রকার পাপ হইতে সুতপ্ত তপস্যা দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে। এই ত যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। কর্ত্তব্যকর্ম্মে তীব্র নিষ্ঠার ন্যায় আর তপস্যা নাই, আমরা প্রাণপণে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলেই আমাদের সুতপ্ত তপস্যা হইল। আমরা স্মৃতির তাৎপর্য্য ভুলিয়া কেবলমাত্র শব্দার্থ লইয়া কেন বিবাদ করিব।

দই প্রাচীর ভেদ করিতে হয় ভারত-গৌরব সিংহ-পরাক্রম মহাপুরুষ গুরুগোবিন্দ শ্রমমূলক সমাজ মধ্যে ক্ষত্রিয় তেজ, ক্ষত্রিয়-দর্প, ক্ষত্রিয়-প্রভাব পুনর্জীবিত রা অসম্ভব মনে করিয়াই, কেবলমাত্র গুণ ও কর্ম্মের বিচার দ্বারা নূতন ক্ষত্রিয় জের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একজন নাপিত তাঁহার প্রথম ক্ষত্রিয়। বর্ণাশ্রম র্মের হর্ত্তা কর্ত্তা ব্রাহ্মণ দলের পক্ষে কিন্তু এ কথা গৌরবের কথা নহে। গুরু-গোবিন্দ-গঠিত খালসা শিখসিংহগণ আজ পর্য্যন্ত হিন্দুর বীরত্ব গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ক্ষত্রিয় জাতি মৃতবৎ এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিল, র বর্ণাশ্রম বহির্ভূত শিখ সৈন্য হিন্দু পরাক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইল। আজ আমরা অবনত মস্তকে সেই চির মৃত্যু ব্যবস্থা গ্রহণ করিব?

আজ বীরদর্পে কায়স্থ-যুবক রণমুখে অগ্রসর হইতেছে, বিপুল উৎসাহের হিত তাহারা সাংগ্রামিক শিক্ষার জন্য অগ্রপদ হইয়া রহিয়াছে, আজ তাহারা লেখনী ত্যাগে তরবারি ধারণ করিবার জন্য হস্ত প্রসার করিতেছে।

এদিকে স্বার্থের দোহাই দিয়া, দীর্ঘ সংস্কারের দোহাই দিয়া, অভিমানের দোহাই দিয়া, আনুষ্ঠানিক, নাস্ত্যদস্তিবাদীগণ (গ) নাস্ত্যদস্তি-মতের ধ্বজা উড়াইয়া দিতেছেন, যে তোমরা ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়, তোমরা শূদ্রভাবাপন্ন, তোমাদিগকে চির-ন চিরজীবনের জন্য বংশপরম্পরাক্রমে দ্বিজের দাসত্ব করিতে হইবে।

নাস্ত্যদস্তি মত ভারতের নূতন কথা নহে। নাস্ত্যদস্তি-মত আছে বলিয়াই রতে হিন্দু সমাজ নানা বিপ্লব,—নানা উপদ্রব অতিক্রম করিয়া আজও জীবিত হয়াছে। নানারূপে রূপান্তরিত হইলেও হিন্দু সমাজের ধারাবাহিক প্রবাহ বহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু উদারতাই নান্যদস্তি-মতের জীবন। ই উদারতার অভাব হইলেই, নান্যদস্তিমত মহাপুরুষগণের তীব্র আক্রমণের ভূত হয়। এই নান্যদস্তিমতকে আক্রমণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বৈদিকযজ্ঞের ল কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নান্যদস্তিবাদ ও ক্রমবিকাশ দ, সমুচ্চয়বাদ ও অসমুচ্চয়বাদের মধ্য দিয়া হিন্দু সমাজ আপনাকে চিরদিন বিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। সামাজিক জীবন ও মনুষ্য জীবনের বিকাশকে প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ভারতের আচার্য্যগণ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া

(গ) অর্থাৎ:—ঈশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং ন অস্তি ইতি বদনশীলাঃ। সঃ

কখনও সাম্যদর্শিমতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন এবং কখনও ঐ মতের অনুকূল আচরণ করিয়াছেন।

এখন কালের গতি বিচার করিয়া আমাদিগকে সাম্যদর্শিমতের পুষ্পিত বাকে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে দেশের ও কালের উপযোগী হইতে হইবে। পবিত্র ব্রাহ্মণকুলের অনুগ্রহে কায়স্থগণ বিষ্ণু ও শক্তিমন্ত্রের অধিকারী। তাহারা সেই মন্ত্র জপ করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিতেছে, সাবিত্রী মন্ত্র জপ না করিয়া তাহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের কোনরূপ হানি বা অপচয় হয় নাই। উপনয়ন কেবল ব্রাহ্মণ-সমাজের গৌরব বৃদ্ধি ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর রক্ষার জন্য।

আমরা উপবীত ধারণ করি বা না করি তাহাতে কিছু যায় আসে না। (খ) কিন্তু আমাদের সকলের কর্ত্তব্য এই যে আমরা ক্ষত্রিয়ভাবে আপনাদিগকে দীক্ষিত করিব, ক্ষত্রিয়-তেজে হৃদয় উদ্দীপিত করিব, ক্ষত্রিয়-গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া সকল প্রকার দুর্ব্বলতা, হীনতা ও ক্ষুদ্রতার অন্ধকার নাশ করিব। আমাদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে ক্ষত্রিয়ভাব প্রবাহিত হইবে। আমরা ক্ষত্রিয়ভাবে অনুপ্রাণিত ও আকণ্ঠমগ্ন থাকিব। অসঙ্কুচিত চিত্তে, নির্ভীক হৃদয়ে আমরা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিব। ক্ষত্রিয় জীবনের অনুভব দ্বারা আমরা আমাদিগকে পবিত্র করিব, আমাদের ব্রাত্যত্ব দোষ যদি থাকে, তাহা অতি দূরে নিক্ষেপ করিব এবং পবিত্র ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকারী হইয়া ভারতমাতার ক্ষত্রিয়

(খ) অধুনা বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে উপবীত ধারণের আবশ্যকতা নাই, এরূপভাব আমরা হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না। কারণ বহু শতাব্দী অতীত হইল আমরা শূদ্রত্বের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত আছি। সভাপতির আসন হইতে এই প্রকার মত প্রকাশ করা বিজয় সিংহ মহোদয়ের ন্যায় ব্যক্তির উপযুক্ত হয় নাই। উপনয়ন অভাবে আমরা কি প্রকারে ক্ষত্রিয়ভাবে দীক্ষিত হইবে তিনি কি বলিয়া দিবেন। ক্ষত্রিয় তেজে ক্ষত্রিয় গৌরবে কায়স্থ সমাজকে উদ্ভাসিত করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমেই বর্ত্তমান অবস্থায় সাবিত্রীমন্ত্রের সহিত উপবীত ধারণ করিতে হইবে। বেদাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের অধিকার যজ্ঞকার্য্যে পারদর্শিতা, সৎসাহস এবং উদারতা সমাজ মধ্যে আনিতে হইলে উপনয়নের আবশ্যক।

সম্পাদক।

ন বলিয়া গৌরব লাভ করিব। প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত ক্ষত্রিয়ের গৌরব কাহিনী আমাদের নজর করিব, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ করিয়া লইব। সেই উদ্দীপনায় প্রাচীন দেহে নবজীবনের সঞ্চার করিব।

কিন্তু ক্ষত্রিয় জীবনের দায়িত্ব সমধিক। মূর্খ কখনও ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারে না; অন্ধ কখনও অন্যের পথ প্রদর্শক হইতে সমর্থ হয় না। আমাদের জ্ঞানবল চাই, বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা চাই (ঙ) কুসংস্কার কুপ্রথা ও সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করা চাই। আমাদের উদারতা চাই, বিচারশীলতা চাই। সকল গুণে বিভূষিত হইয়া, ঋষিতুল্য ক্ষত্রিয়গণ দৃঢ়মূল সংস্কারের বিশাল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংকীর্ণতার অবরোধ ভেদ করিয়া, নানাদর্শনবাদী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে থাকিয়াও উপনিষদ্ বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং নিজে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণকুমারগণকেও সেই বিদ্যার শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমাদিগকে সেই সকল গুণের অধিকারী হওয়া চাই। সেই প্রাচীন ক্ষত্রিয় ঋষিগণ যে সাম্যবিদ্যা, যে আত্মবিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যার বলে যে দিন আমরা বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ভাব ও শিক্ষা আর স্মার্ত্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কঠোরতা নাশ করিতে সমর্থ হইব, যে দিন আমরা সমাজে অমর্য্যাদাবদ্ধ মনুষ্যকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখার পদ্ধতি উঠাইয়া দিতে পারিব, যে দিন আমরা চিরঘৃণিত, চিরপদদলিত প্রতিলোমজ চণ্ডালাদিকে পঙ্কিল পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া ভাই বলিয়া আলিঙ্গন দিতে সমর্থ হইব, সেই দিন আমাদের নবীন ক্ষত্রিয়ব্রত সার্থক হইবে। এখন শিক্ষা—উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম শিক্ষাই আমাদের প্রধান সাধন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল বিদ্যাতেই আমরা পারদর্শী হইব। তবেই ত আমরা নিজকার্য্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইব। সমস্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়-জীবনের অধিকারী হইলে বঙ্গদেশের দুঃখ থাকিবে না, ভারতবর্ষের দুঃখ থাকিবে না। যাহা অন্যায় বলিয়া জানিব, তাহারই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অস্ত্রধারণ করিব। কুসংস্কার ও কুপ্রথা চিরপ্রচলিত হইলেও তাহার কবল হইতে নিজ সমাজ ও অন্য সমাজকে উদ্ধার করিয়া ভারতমাতার সেবা করিব। যেখানে কপটতা, ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার দেখি, সেইখানে তিরস্কারের

(ঙ) বেদাধ্যয়ন করিতে হইলে উপনয়নের দরকার, কারণ উপনয়ন ভিন্ন কাহাকে কেহই টোলে লইবে না। সম্পাদক

জন্য ধাবমান হইব। যেখানে তোষামোদ, চাটুকারিতা, স্বার্থপরতা দেখিব সেখান হইতে অতিদূরে অবস্থান করিব; সাধুভাব, সাধু আচরণের সৎকার করিব; অসদ্ভাব অসদাচরণের প্রত্যাখ্যান করিব।

হায়! যদি এই ক্ষত্রিয় আদর্শ আমরা সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিতাম তাহা হইলে কি বৎসর বৎসর বিবাহে পণগ্রহণ প্রভৃতি কুপ্রথার জন্য আমাদিগকে চীৎকার করিতে হইত? আশা করি আজ হইতে যেন আমরা সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয়জ্ঞানে ক্ষত্রিয়ভাবে করি। দেখি, আমাদিগকে কে অবজ্ঞার চক্ষুতে দেখিতে পারে।

বঙ্গের কায়স্থগণ! এই ক্ষত্রিয়-ভাব মজ্জাগত করিয়া দেশের জন্য, জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থানের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবে, আত্মবলি দিবে। তবেই ত কায়স্থসভার উদ্দেশ্য সফল হইবে। তবেই চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়-ব্রতে সমগ্র ভারতের কায়স্থগণের সহিত একীভূত হইয়া তাহাদের সমবেত বলে বঙ্গের গৌরব, ভারতের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

যুদ্ধবিদ্যায় কায়স্থজাতি।

অনেকে মনে করেন, কায়স্থজাতি আবহমান কাল হইতে মসীজীবী— অসিধারণ তাঁহাদের বৃত্তি নহে; কায়স্থগণ বিঘ্নসঙ্কুল সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ অপেক্ষা নিরাপদ লেখকের পদে ব্রতী থাকিতেই চিরকাল অভ্যস্ত ও অভিলাষী। আমরা জানি ইতিহাস ইহার প্রতিকূলে সাক্ষ্যদান করে। সত্য বটে, লেখকের গৌরবান্বিত অধিকার সর্ব্বতোভাবে কায়স্থের আয়ত্ত ছিল, অন্য কোন জাতির উহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু কায়স্থজাতি সর্ব্বদা লেখক বৃত্তিতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন এমন নহে। সুযোগ ঘটিলে প্রয়োজন হইলে, লেখনী ছাড়িয়া অসি ধারণে দেশের সম্মান রক্ষায় কায়স্থজাতি কখনও উদাসীনতা প্রদর্শন করে নাই;

বরং রণকৌশলে অনন্যসাধারণ সাহসিকতায়, অনুপম দেশপ্রেমে, জাতির বদন মণ্ডল মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছে। সমর-নৈপুণ্যে কায়স্থজাতি যে এক সময়ে এই বঙ্গদেশে অসাধারণ কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়া মুসলমান বাদসাহ ও নবাবগণের সিংহাসনকেও উপেক্ষা করিয়াছে—রণবিদ্যা-বিশারদগণেরও ভীতির কারণ হইয়াছে, তাহা আজও ইতিহাস সযত্নে বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছে। আজও সেই সকল অতুল-বিক্রম-বীর কায়স্থের কাহারও কাহারও অধস্তন পুরুষেরা পূর্ব্বপুরুষের গৌরবময় স্মৃতি বক্ষে লইয়া মুষিকের ন্যায় জীবন ধারণ করিতেছে। ক্ষোভের কথা হইলেও ইহা যাথার্থ্যে পরিপূর্ণ। প্রতাপাদিত্য,মুকুন্দরাম,চাঁদরায়, কেদার রায়, লক্ষ্মণমাণিক্য, রামচন্দ্র বসু,রাজা গণেশ; সীতারাম প্রভৃতি ইতিহাস বিশ্রুত স্বাধীন ভূপতি ও সমরপণ্ডিতগণের নাম কে জানে না? ইহারা বাহুবলে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বাহুবলে তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন কোন প্রবলশক্তি ইহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহারা বীরের ন্যায় উন্নত মস্তকে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—আদর্শ বীরের ন্যায় মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন—কেহই প্রতিপক্ষের চরণে কাপুরুষের মত মস্তক নত করেন নাই; বীরোচিত পৌরুষ বর্জ্জিত হন নাই। সকলেই জানেন ইহারা কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। উপযুক্ত স্বাধীন নৃপতিগণের সমর-কুশল কায়স্থ জাতীয় সেনাপতিগণের নাম যদও আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তথাপি কতিপয় সেনাপতির নাম বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে আজও কীর্ত্তিত হইতেছে। আজও সীতারাম রায়ের বিখ্যাত সেনাপতি ঘোষবংশীয় মেনাহাতীর বংশধর যশোর জেলার কোন অজ্ঞাত পল্লীতে অজ্ঞাতভাবে জীবনযাপন করিতেছেন। প্রতাপের সেনাপতি কালীদাস রায়ের বংশধর আজও বংশচিহ্ন বজায় রাখিয়া কোনরূপে কালক্ষেপন করিতেছেন। সূর্য্যকুমার গুহ রায়, প্রতাপসিংহ দত্ত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সেনাপতিগণের বংশধরেরা কে জানে, কোথায় কি ভাবে আছেন? অথবা তাঁহাদের বীররক্তেরধারা বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে! কায়স্থ জাতিতে অতীত সমর বিদ্যাকুশলগণের বহু বংশধর অধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শক্তি হারাইয়া অধুনা লেখনীব্যবসায়কেই একমাত্র জীবিকার সম্বল করিয়া তুলিয়াছে। কায়স্থের ধমনীতে এখনও বীরের রক্ত ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইতেছে—

কায়স্থের হৃদয়ে এখনও স্বদেশ প্রেম ধিকিধিকি জ্বলিতেছে। কায়স্থ মসীজীবী অসিজীবী নহে,—কায়স্থ লেখকের জাতি, বীরের জাতি নহে, ইহা যদি কেহ কহে তাহা অসত্য ও অশ্রাব্য।

আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি কায়স্থ বীরের জাতি, কায়স্থ শৌর্য্যের খনি। সুযোগ পাইলে কায়স্থ যে কি প্রকার শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া বীর-জগৎকে চমকিত করিতে পারে, তাহা ইংরাজ রাজত্বের অব্যবহিত প্রাক্কালে বীরচূড়ামণি মোহনলাল, ইংরাজ রাজত্বে ভরতপুরের যুদ্ধে জাদরাল (জেনারেল) কালীচরণ ঘোষ ও সুদূর ব্রেজিলে বীরকুলভাস্কর কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, বিশ্ববাসীর বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন। কায়স্থজাতি বীরত্ব মহিমায় ভারতীয় অসিজীবী ক্ষত্রিয়শ্রেণী হইতেও কোন অংশে অনুজ্জ্বল নহে সর্ব্বদা সম আসন পাইবার যোগ্য। অতীত কালে বঙ্গদেশে অসি ও মসী উভয় বিভাগই কায়স্থজাতির করায়ত্ত ছিল, কায়স্থ সর্ব্ব প্রকারে বাঙ্গালার অধিপতি ও প্রভু ছিলেন। ইংরাজ রাজত্বে সমর বিভাগে প্রবেশাধিকার বঞ্চিত হওয়ায় কায়স্থজাতি অনিচ্ছা সত্বেও শুধু মসীবৃত্তি লইয়াই জীবনযাপন করিতেছিল—সৈনিকবৃত্তি লাভের আশা যে তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ক্ষীণ স্রোতা নদীর ন্যায় প্রবহমান ছিল না, তাহা নহে।

কায়স্থের হৃদয়ে অদম্য বীরত্ব, বাহুতে প্রভূত বল থাকিলেও গবর্ণমেন্ট তাহাকে তাহা প্রদর্শনের সুযোগ না দেওয়ায় সে মরমে মরিয়া রহিয়াছিল। বড়ই আনন্দ ও আশার কথা, ইংরাজরাজ এতদিনে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সমর বিভাগে বাঙ্গালী জাতিকে আহ্বান করিতেছেন, সমর বিভাগের অভেদ্য লৌহ কপাট অর্গলমুক্ত করত সাদরে আহ্বান-ভেরী নিনাদিত করিতেছেন। এ সময়ে বাঙ্গালীজাতির অন্য সম্প্রদায় সে আহ্বান শুনিয়া নীরবে বসিয়া থাকে থাকুক কিন্তু কায়স্থের পক্ষে ঐ মধুর ও গম্ভীর আহ্বান শ্রুত হইয়া, বসিয়া থাকিলে শুধু শরমের কথা নহে, জাতীয় মৃত্যুর কথা। কায়স্থজাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এক লেখনীবৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকিলে চলিবে না—সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ না করিলে তাহার উপায় নাই। সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ না করিলে তাহার ক্ষত্রিয়োচিত প্রকৃতিতে দোষ স্পর্শিবে—ভবিষ্যতে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া

পাড়বে। আজ সুযোগ পাইয়া কায়স্থ যদি অবহেলায় এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তবে তাহাকে চিরদিন শূদ্রের জাতি হইয়া থাকিতে হইবে। রাজাকে সাহায্য করা কায়স্থজাতির জাতীয় কর্ত্তব্য। সেই জাতীয় কর্ত্তব্য প্রণোদিত হইয়া,জাতির পরিণাম ভাবিয়া,দেশের দারিদ্র ও শুভাশুভ চিন্তা করিয়া সমর্থ কায়স্থ মাত্রেরই ভারতরক্ষী সৈনাদলে যোগদান করা সমীচীন। বঙ্গের ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতি যদি ক্ষাত্রধর্ম্মে অসাধারণ দক্ষতা দেখাইতে না পারে, তবে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া বৃথা ক্ষত্রিয় নাম কিনিতে চাহিলে কি শুধু অসারত্ব প্রকাশ করা হইবে না? আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রতিভা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, বর্ত্তমানে সৈনিক কর্ম্মে শতকরা ৬৬ জন কায়স্থ সন্তান প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইহা নিতান্ত আহ্লাদের বার্ত্তা না হইলেও আনন্দ সংবাদ বটে। আমরা চাহি শতকরা একশত জনই কায়স্থ হয়। হিন্দুজাতির জাতি বিভাগের রীত্যনুসারে কায়স্থজাতি লিপিকর্ম্ম ও অস্ত্র সঞ্চালনী বিদ্যায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে বাধ্য। অন্য কোন জাতি বাধ্য নহে, উহা তাহাদের স্বেচ্ছাগৃহিত বৃত্তি মাত্র। দেশের ও রাজার বিপদের সময় সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশের সকল স্তরের লোককে শান্তিতে রক্ষা করাই কায়স্থ-ক্ষত্রিয়ের স্ববৃত্তি—নিজের শিরোদেশের বিপদ বহন করিতে অনভিলাষী হইলে তাহার স্বধর্ম্ম পালন করা হয় না। বঙ্গীয় ক্ষাত্রয়জাতির ইহা স্মরণ রাখিয়া রাজা ও রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে অগ্রবর্ত্তী হওয়া বিধেয়। রাজবল্লভ কায়স্থজাতি, রাজার প্রিয়তম হইবার উপযুক্ত অবসর পরিহার না করিয়া, আমরা আশা করি, জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে পুণ্য যশ অর্জ্জন করিয়া ধন্য হইবেন। জাতির ভাবী অপচয় পন্থা প্রতিরোধ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশধরগণের পূজার্হ হইবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

ব্রাহ্মণ।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।

অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্ম বিভাগে আমি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। অঃ ১৩ ৪

দেখা যাইতেছে মহাভারতের সময়েও গুণ ও কর্ম্ম অনুসারেই বর্ণ বিভাগ হইত। (ক) অর্থাৎ এখনকার মত আর ব্রাহ্মণের আখাধারীর ঔরসে জন্মিয়াই কেহ ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেন না। তাঁহারা তখন নিজবলে বলিয়ান ও নিজ তেজে দীপ্তিমান ছিলেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের উদারতার দৃষ্টান্ত আমরা উপনিষদে অনেক দেখিতে পাই। কিন্তু কালবশে যখন তাঁহাদের সে তেজ

(ক) গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগানুসারে সমগ্র বিশ্বে চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। এই কর্ম্ম এবং জ্ঞানানুসারে জাতি বিভাগ অনেকেই বুঝিতে পারেন না। অনেকেই জন্মগত জাতি বিভাগ মনে করিয়া বর্ণ বিভাগ তত্ত্ব বুঝিতেছেন না। নিষ্কাম ও সকাম ধর্ম্মভেদে চতুর্ব্বিধ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, এই চতুর্ব্বিধ জাতি ইহলোক, পরলোক, মনুষ্য, দেবতা, বৃক্ষ, গুল্ম, পর্ব্বত, নদী, গ্রহ-নক্ষত্রাদির মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে। প্রথম সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণ; শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও তপস্যাদির প্রাধান্য এই ব্রাহ্মণ জাতি মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে কোন ব্যক্তি মধ্যে এই সকল গুণ লক্ষিত হইবে, তিনিই ব্রাহ্মণ। একজন অতি নিকৃষ্ট জাতি চণ্ডালের মধ্যেও ঐ সকল গুণ থাকিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয় এইরূপ যিনি বলিবেন তিনি প্রকৃত পক্ষে মূর্খ। বিগত চৈত্র মাসে মাদারিপুরের ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীতে ভট্টপল্লী-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাহার মুদ্রিত অভিভাষণে যে জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মূর্খতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র আর কিছুই নহে। তিনি ব্রাহ্মণকে বড়ই হীন করিয়া ফেলিলেন।

সম্পাদক।

নিন্দাপতি হইয়া আসিল তখন তাঁহারা শাস্ত্রাদি বাহ্যাড়ম্বর অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি কঠোর শাসনের পক্ষপাতী হইলেন। যে সমস্ত স্থলে শূদ্রের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য "তুষানল" "অঙ্গচ্ছেদন" প্রভৃতি ব্যবস্থেয়, ব্রাহ্মণ পক্ষে তথায় মাত্র গায়ত্রী জপ বা প্রাণায়ামের দ্বারাই সমস্ত পাপ মোচন হইত।

দুর্ব্বাসা প্রমুখ যে সকল মন্ত্রজ্ঞ (Hypnotist) ব্রাহ্মণের শাপ ভয়ে অন্যান্য বর্ণিগণ আকুল হইতেন তাঁহাদের সংখ্যা যে ১০।১২ জনের অধিক ছিল না তাহা আমরা প্রাচীন গ্রন্থগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই বুঝিতে পারি। অনেক ঋষির নাম আমরা তিন যুগেই সমান শুনিয়া আসিয়াছি। ব্রাহ্মণ অল্পতা হেতু মহারাজা দশরথকে যজ্ঞার্থে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনয়ন ও দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণকে কাশীতে ব্রাহ্মণ অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হইত তাহা নহে। রঘুবংশের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি—

ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধো শাল প্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ॥

অর্থাৎ দিলীপের প্রশস্ত বক্ষ, স্কন্ধ বৃষ প্রায়, শাল তরুবৎ বিশাল বাহু ও কর্ম্মক্ষম দেহ ছিল। এই হেতু তিনি ক্ষাত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিলীপ কিন্তু বৈবস্বত মনুর পুত্র, ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার পুত্র গুণকর্ম্মে ক্ষত্রিয় হইলেন। মহাভারতেও এরূপ অনেক বর্ণবিপর্য্যয়ের কথা উল্লেখ আছে। ধীবর দুহিতা মৎস্যগন্ধা-গর্ভজাত বেদব্যাস ব্রাহ্মণ ও বিচিত্রবীর্য্য ক্ষত্রিয়। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণ কিন্তু তাঁহার মাতুল বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়। বিশ্বামিত্র পরে স্বীয় প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, এইরূপ গুণ কর্ম্মে জাতীয়তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে।

এ সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, আধুনিক যুগেও রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত মজুমদারের পুত্র 'নরোত্তম দাস' স্বীয় অতুলনীয় হরিভক্তি বলে ব্রাহ্মণ যোগ্য সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এবং বহু মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব লাভ করিয়া জীবন ধারণ সফল জ্ঞান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্শ্বচর কয়েক জন কায়স্থের ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল।

এখানে আমরা প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ "প্রেমবিলাস" হইতে কিছু আলোচনা করিতেছি।

ভক্তিসন্দর্ভ হইতে ধৃতবচন—

"শ্বপচোহি মহীপাল
বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীন যে
যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥
বিপ্র কৃষ্ণভক্ত তিঁহো শূদ্র নাহি হয়।
কৃষ্ণভক্তিহীন দ্বিজ শূদ্রাধম কয়।

তথাহি—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা
স্তেহপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা,
যেন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
যৈছে কাংশ্য রসযোগে সুবর্ণতা পায়।
তৈছে মানব কৃষ্ণদীক্ষায় দ্বিজত্ব লভয়॥

তথাহি হরিভক্তি বিলাসে দীক্ষামাহাত্ম্যে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি, কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

নরোত্তম দাস কায়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন। যদিও বহু শিক্ষিত ও বিজ্ঞ বিপ্র তাহার শিষ্য হন তথাপি অনেকে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞাও করিত। কৃষ্ণভক্ত যে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত বচন হইতেই প্রমানিত হইতেছে।

"কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে সদা স্থিত।
সেই সে ব্রাহ্মণ ইহা কহিনু নিশ্চিত॥
ব্রাহ্মণের গলে পৈতা সর্ব্বলোকে দেখে।
সাধকের হৃদে পৈতা সদা থাকে গোপে॥

হৃদয় চিরি যজ্ঞোপবীত যে করায় দর্শন।
তাঁরেই ব্রাহ্মণ মধ্যে করয়ে গণন॥
নরোত্তম মহাপ্রভুর প্রেম অবতার।
নিত্যানন্দ প্রভুর হয় আবেশ অবতার॥
নিত্যানন্দের কথা তাঁরে ঈশ্বর বলি মান।
হৃদয় চিরি যজ্ঞোপবীত করাবে দর্শন॥"

(১৯শ বিলাস)

সভার মধ্যে নরোত্তম দাস বসিয়া ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র উপরোক্ত বাক্য বলিয়া নীরব হইলে সভাস্থ সকলে তখন তাঁহাকে যজ্ঞোপবীত দেখাইতে আদেশ করিলেন।

"পূর্ব্বকালে সভামধ্যে যৈছে হনুমান।
হৃদয় চিরি সীতারাম দর্শন করান॥
তৈছে নরোত্তম গোসাই সভার আজ্ঞামতে।
হৃদয় চিরি দেখাইলা ইি যজ্ঞোপবীতে॥
দীপ্তিশালী পৈতা যেন সূর্য্যের কিরণ।
পাষণ্ডী না পারে তাহা করিতে দর্শন॥
যিঁহো ভক্ত তিঁহো দেখে মনের উল্লাসে।
দেখি পাষণ্ডীর অঙ্গ কাঁপে, পায় মহাত্রাসে॥
ভক্তগণ আর যত পাষণ্ডীর গণে।
প্রণমিয়া সবে বহু করয়ে স্তবনে॥
তবে নরোত্তম পৈতা সঙ্গোপন করি।
পাষণ্ডীরে অনুগ্রহ কৈলা বহুভরি॥
ধন্য ধন্য ধন্য শব্দ উঠিল তখন।
পরস্পর সবে মিলি কৈলা আলিঙ্গন॥"

ব্রাহ্মণ হওয়া মুখের কথা নহে।

"সত্যং শোহি ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিঃ।
ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিঃ॥"

মানবগণ তপোবলে রজস্তমোগুণ জয় করিয়া যখন বিশুদ্ধ সত্বের আবির্ভাব

করিতে পারিবে, তখনই ব্রহ্ম পদার্থ অবগত হইতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্ম পদার্থ জানিতে পারিলেই মানবগণ ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণু তুল্য হয়।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মারা যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া ইহজন্মেই ব্রাহ্মণ হইয়া দেবতার ন্যায় সম্পূজিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই শ্রীঠাকুর মহাশয়দ্বয়ের বহুতর ব্রাহ্মণ শিষ্য হয়। এবং তিনি হৃদয় হইতে যজ্ঞোপবীত দেখাইতে পারিয়াছিলেন।

অল্প কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও যে কায়স্থগণ সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া আপামর সাধারণের নিকট পরিচিত ও সম্পূজিত ছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থে আমরা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাই। তপস্যানিরত শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণ দেশের কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের ক্ষত্রিয়-কায়স্থ ভ্রাতাদের নিকট যথোচিত পূজিত হইতেন।

মহারাজ আদিশূর অনপত্যতা নিবন্ধন দুঃখ পাইতেছেন। রাজ্ঞী চন্দ্রমুখীর পরামর্শে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সভায় যে পঞ্চজন পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারাই এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন, কিন্তু—

"তাহাতে কিছুমাত্র ফল না জন্মিল ॥
দেশী ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞ না ছিল।
তা সভার প্রতি রাজার বিরক্তি জন্মিল।" (ঐ ১৪ বিলাস)

এখন পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিতে হইবে। কান্যকুব্জ তৎকালে সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের জন্য বিখ্যাত ছিল। সুতরাং সেই স্থানেই লোক পাঠান স্থির হইল। তখনকার কান্যকুব্জের অধিপতির নাম চন্দ্রকেতু এবং অপর নাম বীরসিংহ ছিল। আদিশূর মহারাজের প্রেরিত লোক গিয়া তাঁহার আবেদন জানাইল।

"পত্র পাঞা চন্দ্রকেতু কনোজের ঈশ্বর।
সাগ্নিক বেদজ্ঞ পঞ্চ দিলেন সত্বর ॥
কান্যকুব্জবাসী মহর্ষি পঞ্চজন।
রাজার আদেশে গৌড়ে করিল গমন ॥
কোন গ্রাম হৈতে কি নাম কোন গোত্র ব্রাহ্মণ
কোন বেদী তাঁহারা শুন শ্রোতাগণ ॥

শাণ্ডিল্য গোত্র ক্ষতীশ চতুর্ব্বেদী হয়।
জম্বুটট্ট গ্রামী কেহ ডিল্লীচট্টর গ্রামী কয়॥
কাশ্যপগোত্র বীতরাগ চতুর্ব্বেদী হয়।
কৌলাঞ্চ গ্রামবাসী তেঁহ সকলে জানয়॥
বাৎস গোত্র সুধানিধি ত্রিবেদীতে গণ্য।
তাড়িত গ্রামবাসী তিহোঁ পণ্ডিতাগ্রগণ্য॥
ভরদ্বাজ গোত্র মেধাতিথি ত্রিবেদী হন।
ঔড়ম্বর গ্রামবাসী জানে সর্ব্বজন॥
সাবর্ণগোত্র ত্রিবেদী সৌভরি মহর্ষি।
পণ্ডিত প্রধান তিহোঁ মত্তগ্রামবাসী॥"

(ঐ)

ঋষিতুল্য এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজা পঞ্চ জন কায়স্থ-ক্ষত্রিয় সমভিব্যাহারে প্রদান করিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, পুরুষোত্তম দত্ত, বিরাট গুহ ও কালীদাস মিত্র।

"যে দ্ভৃবেশধারী এই পঞ্চভৃত্য হন ক্ষাত্র॥
ক্ষাত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চ জন।
পঞ্চ ঋষির সঙ্গে গৌড়ে করিল গমন॥

(ঐ)

সুতরাং কায়স্থগণ কোন দিনই 'শূদ্র' নামে অভিহিত হইতেন না, তাহা সহজেই দেখা যাইতেছে। স্বার্থপর ব্রাহ্মণদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া এত বড় একটা জাতি যে নিজেদের ক্ষত্রত্ব ও জাতীয় আখ্যা—পূর্ব্ব পুরুষের পরিচয়, ভুলিয়া যাইতে বসিল ইহা কি অতীব পরিতাপের বিষয় নহে?

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা

ব্রাহ্মণ, শূদ্রজাতি ও ধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ৪র্থ প্রস্তাব)

(৩২৩ সনের মাঘ সংখ্যা প্রতিভার ৪৬১ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

অধ্যায়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম ব্রাহ্মণগণের প্রধানতঃ কর্ত্তব্য বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে গুণ কর্ম্মের আদর না থাকাতেই সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

"ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব ন
ন শূদ্রো ন চ বৈ ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ॥'

(শুক্রনীতি)।

অর্থাৎ অত্র সংসারে জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অথবা ম্লেচ্ছ ইত্যাদির বিভিন্নতা নির্দ্দেশ হইতে পারে না, গুণ ও কর্ম্মদ্বারা কেবল জাতিভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণ,—ইহারা নিষ্কামভাবে অধ্যয়ন, অধ্যাপন যজন, যাজন ইত্যাদি দ্বারা সমাজে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, ও তপস্যাদির প্রধান্য থাকিবে।

'সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপোঘৃণা
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতিস্মৃতঃ॥"

(মহাভারত বনপর্ব্ব)।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হয়—যাঁহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, পরোপকার, জীবে দয়া, ন্যায়পরায়ণতা (পক্ষাপাতশূন্য), ঈশ্বরে অনুরাগ, সত্যপ্রিয়তা, মৈত্রতা, আত্মসংযম, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদাচার ভক্তি, প্রেম, শান্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী লক্ষিত হয় এবং যাঁহাতে পরনিন্দা, পরপীড়া, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ভ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কুবাসনা, বিদ্বেষবুদ্ধি, খলতা, কপটতা, অকৃতজ্ঞতা আদি নীচভাব ও কুপ্রবৃত্তি স্থান না পায়, তিনি যে জাতি বর্ণই হউন না কেন প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণপদবাচ্য। মনু বলিতেছেন,—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ ॥"৬৫

(মনুসংহিতা ১০ অধ্যায়)

অর্থাৎ শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, আবার ব্রাহ্মণও শূদ্র হয় এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতেও এরূপ উৎপত্তি হইতে পারে। ফল কথা "আচারঃ কুলমাখ্যাতি" অর্থাৎ আচারেই কুলের পরিচয়। (ক)

অতএব ব্রহ্মতেজ না থাকিলে 'ব্রাহ্মণ' নাম ধারণ বিষহীন বিষধরের ন্যায় বৃথাই হইয়া পড়ে।

"উপাধির্ব্যাধিরেবস্যাৎ বিদ্যা যদি ন বিদ্যতে।"

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের পক্ষে 'বিদ্যারত্ন' উপাধিটী ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ স্থলেই প্রায় এরূপ দেখা যায়। এ বিষয় বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতেও উল্লিখিত আছে:—

"প্রভু বলে সর্ব্বকার্য্যে জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার ॥"

"আত্মাভিমান মানুষের বিবেককে অন্ধ করে কিন্তু তাহার দীনতার জ্ঞানেই জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলেই তাহার এ জগতে আসিবার উদ্দেশ্য সফল হয় এবং তন্মধ্যে ঈশ্বরত্বের পরিস্ফুটন হয়

(ক) ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বিগত ২৫শে চৈত্র তারিখে ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারীপুরে ব্রাহ্মণ সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে এক অদ্ভুত অশাস্ত্রীয় কথা প্রকাশ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"অতএব সিদ্ধান্ত এই যে সমাজে জন্মগত জাতিভেদ যাহা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাই সত্য ও সনাতন;"— গীতাশাস্ত্রে স্বয়ং শ্রীভগবান বলিতেছেন——

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

তর্করত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ ও তজ্জন্য হিন্দু মাত্রের গ্রহণের অযোগ্য। মনুও বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ গুণকর্ম্মবশাৎ শূদ্র হয় ও শূদ্রও ঐ কারণে ব্রাহ্মণ হয়।

সম্পাদক

দম্ভ এবং অহঙ্কারই পতনের মূল। প্রার্থনা ও ধর্মের প্রতি একাগ্রতা স্বর্গের সোপান।

শ্রুতি বলিয়াছেন:—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

সমাজরূপ বিরাট পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ বাহু ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য, এবং শূদ্র ইহার চরণ যুগল।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে বর্ণসৃষ্টি সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়টি স্পষ্ট আছে—"যখন পুরুষকে ভাগ করা হইল, তখন কয়ভাগে ভাগ করা হইল? কাহাকে মুখ, কাহাকে বাহু, কাহাকে উরু এবং কাহাকে পাদ বলা হইল?" এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে বলিলেন,—"ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ হইয়াছিল, বাহুকে রাজন্য করা হইল, যাহা তাঁহার উরু তাহাই বৈশ্য, পদদ্বয় হইতে শূদ্র হইল।" ইহার প্রকৃত ভাবার্থ এই যে—আর্য্য সমাজরূপ পুরুষকে যখন বিভাগ করা হইল তখন ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ স্বরূপ হইল। মুখই বেদ ও ধর্ম্মের বক্তা বা প্রকাশস্থল, সুতরাং আচার্য্য বা অধ্যাপক রূপে অথবা ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে বেদ ও ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবেন, সেই জন্যই ব্রাহ্মণ সমাজ-মুখ-স্বরূপ; বাহুই শক্তির আধার, সুতরাং শাসন সংরক্ষণাদি জন্য সমাজের রক্ষক শক্তিমান ক্ষত্রিয়গণই সমাজের বাহু-স্বরূপ; স্থূল মাংসল উরু স্তম্ভরূপে দেহকে ধারণ করে, সুতরাং কৃষি বাণিজ্য দ্বারা যাহারা সমাজকে ধারণ করে, সেই হেতু বৈশ্যই সমাজের উরু-স্বরূপ; জ্ঞান ও বলের আধার উত্তম অঙ্গগুলিকে বহন করাই চরণদ্বয়ের কার্য্য, সুতরাং জ্ঞানী ও শক্তিমানদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ এবং সর্ব্বপ্রকারে সেবা, পরিচর্য্যা যাহার দ্বারা সম্পাদিত হয় সেই শূদ্রই সমাজের চরণ স্বরূপ। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মবল, ক্ষত্রিয়-বাহুবল, বৈশ্য-ধনবল এবং শূদ্র জনবল।

ধর্ম্ম কি?

"অধঃপতনাৎ রক্ষতীতি ধর্ম্মঃ।"

ধৃ ধাতু মন্, ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা; ধারণ করার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, রক্ষা। সুতরাং নিয়ম সাধন কার্য্য হইতে বিরত হওয়ার জন্য যিনি কিংবা যে কোন কার্য্য, সৎপথ প্রদর্শক হইয়া অধঃপতন হইতে মানবকে নিয়ত রক্ষা করেন

তাঁহার নামই ধর্ম্ম। গুরু, গায়ত্রী, উপাসনা, সাধন, ভজন, পূজা, পার্ব্বন, যোগ তপ, দান, যজ্ঞ, সমাজের শান্তিস্থাপন, খ্যাতি ও সম্মান বর্দ্ধন প্রভৃতি অশেষ সৎকার্য্য এবং বিবেকবাণী ধর্ম্ম নামে কথিত হইয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন হইতে "ধর্ম্ম" উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দক্ষের নিম্নলিখিত ত্রয়োদশ কন্যা ধর্ম্ম কর্তৃক পরিণীতা; যথা,— শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, মূর্ত্তি, তিতিক্ষা, এবং হ্রী—এই ত্রয়োদশ পত্নীর গর্ভে ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ অপত্য। তাঁহাদের নাম, শ্রদ্ধার-ঋত, মৈত্রীর-প্রসাদ, দয়ার-অভয়, শান্তির-সুখ, পুষ্টির-গর্ব্ব, তুষ্টির-হর্ষ, ক্রিয়ার-যোগ, উন্নতির দর্প, বুদ্ধির-অর্থ, মেধার-স্মৃতি, মূর্ত্তির-নর ও নারায়ণ, তিতিক্ষার-বিবেক, হ্রী-সংজ্ঞার-প্রশ্রয়। এই পরিজন বেষ্টিত ধর্ম্মকে যিনি লাভ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্র পূজনীয় হইয়া থাকেন। ধর্ম্মের গতি অতি সুক্ষ্ম, এত সুক্ষ্ম যে, তাহা জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত না হইলে দেখা যায় না। পদে পদে আমরা মৃত্যুর করাল গ্রাসের সমীপবর্ত্তী হইতেছি এ জীবন নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছে, কাল নাই। যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব তাহাই চিরস্থায়ী এ সংসারে ধর্ম্মই সত্য, আমরা সংসারী ব্যক্তি, ধর্ম্মের পবিত্র মধুর স্নিগ্ধ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করা আমাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য; ধর্ম্মই জ্ঞান, ধর্ম্মই প্রাণ, ধর্ম্মই জীবের জীবন, অন্তঃসারশূন্য, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে আমাদিগের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র ধর্ম্মই আমাদের উন্নতি লাভের প্রধান অবলম্বন। অগ্রে ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে, পরে সেই রক্ষিত ধর্ম্মই সকলকে রক্ষা করিবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য মনস্বীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—ধর্ম্ম নষ্ট হইলে সমস্তই নাশ পায় এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিলে সমস্তই রক্ষা পায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ১৩২৩ সনের আয় ব্যয় হিসাবে আমাদের মন্তব্য।

উক্ত বিবরণীর প্রারম্ভে সভার সম্পাদক মহাশয় বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চান যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়া কায়স্থ সমাজের সহিত 'মৈত্রী' লাভ করিয়াছেন। পুত্রের সহিত কায়স্থ সভার তুলনা সমীচীন হইতেছে না। পুন্নাম নরক হইতে যে ত্রাণ করে তাহার নাম পুত্র। ষোড়শ বর্ষে উপনীত পুত্রের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিবে ইহাই আর্য বাক্য। অধুনা সভার প্রধান ৫২ জন মধ্যে ৪৬ জন শূদ্রধর্ম্মী। সভাটী কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব বিনাশ করাই সভার মূল উদ্দেশ্য, এমত স্থলে সভাকে মিত্রবৎ জ্ঞান করিতে পারিলাম না। আজ যদি উক্ত ৪৬ জন নেতা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে কায়স্থ পদবাচ্য হন, তবে মিত্র বলিয়া সভাকে আলিঙ্গন করিতে পারি। অন্যান্য বিভাগে যাহাই হউক জাতীয় ধর্ম্ম পালনে সভা বড়ই পশ্চাদ্‌পদ; সেই দিকে সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় নাই একথা ঠিক।

২। আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বসমেত আয় ৩৮৩০৲ সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ৩৩৩৭৲ অবশিষ্ট ৪৯৯৲ মজুত তহবিল ছিল। (আনা পাই আমরা ধরিলাম না) ১৩২২ সালে আয় হইতে ব্যয় বাদ দিয়া ৬০৩৲ মজুত তহবিল ছিল। আলোচ্য বর্ষে ১০০৲ তহবিল কম দেখা যায়। ১৩২২ সনের তহবিল হইতে সভার কার্য্যাধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহোদয়কে কন্যার বিবাহোপলক্ষে ৩০০৲ টাকা হাওলাত দেওয়া হয়। এই হাওলাতী টাকা কি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে আদায় করা হইয়াছে? ধর্ম্মশাস্ত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় সুবিদ্বান পণ্ডিত কায়স্থ সমাজে বিরল। আমরা মনে করি তাহার মাসিক ৫০৲ টাকা বেতন অনুপযুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে তাহাকে মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতন দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার কন্যাদায় মোচনার্থে যে ৩০০৲ টাকা তাঁহাকে হাওলাত দিয়াছিলেন তাহা সভার হিসাবে এককালীন দান বলিয়া খরচ লিখিলে কায়স্থ সমাজের ও কায়স্থ-সভার মর্য্যাদা রক্ষা পায়।

৩। আলোচ্য বর্ষের আয় ব্যয় হিসাবটী বড়ই অসম্পূর্ণ। বর্ত্তমান সময়ে কাহার নিকট কত টাকা কি বাবদে সভার নগদ তহবিল গচ্ছিত আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে বুঝা যায় না। প্রাসঙ্গিক ভাবে দুই চারিটী কথা লিখিয়া সম্পাদক মহাশয় তাঁহার কার্য্য বিবরণী শেষ করিয়াছেন। কায়স্থ সমাজের পক্ষে আমরা যে যে সংবাদ বিগত বর্ষের মন্তব্যে চাহিয়াছিলাম তাহার সকল কথার উত্তর পাইলাম না। ১৩৩৩ বৈশাখ মাসের প্রতিভার ৪৬ পৃষ্ঠায় আমাদের মন্তব্য মুদ্রিত হয়। আমাদিগের জিজ্ঞাসা, এই প্রকারে উপেক্ষা করা কি ন্যায় সঙ্গত? আমরা চাঁদাদাতৃগণের ইচ্ছানুসারে এই বিষয় লিখিয়াছিলাম।

৪। সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন :—

"এবার প্রচারার্থ ৫০৲ টাকা এবং উপনয়নার্থ ২৫৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু প্রচারার্থ ৫০৯৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহাতে শুধু উপনয়ন বিস্তারই হইয়াছে, সভ্য আদৌ বৃদ্ধি হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসরে ৩৯৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে ৭৮ জন নূতন সভ্য হইয়াছিল। ফলতঃ সভ্য বৃদ্ধি করা প্রচারকের বিশেষ কর্ত্তব্য।" কায়স্থ সভার প্রচার ও উপনয়ন ফণ্ডে কত টাকা গচ্ছিত আছে তাহা জানা আবশ্যক। বর্ত্তমান বর্ষের অধিবেশনে ২৪০৲ প্রচারার্থ আদায় হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে ৩০৲ বেতনে প্রচারক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রচারক মহাশয় ৮।৯ মাস প্রচার করিতে পারিবেন। প্রচারকের সঙ্গে কায়স্থ সভার আর একজন কর্ম্মচারী থাকিলে নূতন সভ্য নির্ব্বাচনে সুবিধা হয়। ১৩২২ সনে উপনয়ন বিস্তার কল্পে ১০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে কত ব্যয় হইয়াছে তাহা লিখিত হয় নাই। ইহাতে বোধ হয় কপর্দ্দকও ব্যয় হয় নাই। "ফরিদপুর প্রচার সমিতি"র সুদক্ষ সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ফরিদপুর জিলার মধ্যে প্রায় ৭০০ শত লোক উপনীত হইয়াছে।

৫। আলোচ্য বর্ষে একজন কায়স্থ ছাত্রকে সংস্কৃত কলেজে টোল-বিভাগে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। আমরা বারংবার লিখিয়াছি এবং এখনও লিখিতেছি যে যৎকালে বৈদ্য মহোদয়গণ বৈশ্যত্ব প্রভাবে টোল-বিভাগে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছেন তখন কি জন্য কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে কেন পারিবে না তাহা বুঝিতে পারি না। স্যার রাসবিহারী ঘোষ

প্রমুখ কায়স্থ নেতৃগণ একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং উক্ত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়দিগের সমবেত চেষ্টায় কায়স্থ সমাজ উক্ত অধিকার লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আর, যখন একজন কায়স্থ ছাত্র প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, তখন টোল-বিভাগে অন্যান্য কায়স্থ ছাত্রও প্রবেশ করিতে নিশ্চয়ই বিশেষ কোন বাধা নাই।

৬। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন—"কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে কায়স্থ ছাত্র গৃহীত হওয়ায় কায়স্থ সভা তৎসম্বন্ধে পৃথক বিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই।" এই সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে কায়স্থ ছাত্র কি বিনা ব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে পারিবেন? যখন অর্থব্যয় অনিবার্য্য তখন কায়স্থ কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে কায়স্থ ছাত্রের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করাই যুক্তি সঙ্গত।

৭। ভারতীয় কায়স্থ সমাজকে এক সমাজ ভুক্ত করণ, আন্তর্গণিক বিবাহ আদি সম্বন্ধে কায়স্থ সভার চেষ্টা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় না। বিগত বর্ষে হিন্দুস্থানী কায়স্থদিগের সহিত বঙ্গদেশবাসী কায়স্থের কোন প্রকার আদান প্রদানের বিষয় আমরা অবগত নহি। বঙ্গদেশবাসীগণের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ ২।১টী হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল হইতেছে না। পণ প্রথার উচ্ছেদন সম্বন্ধে কায়স্থ সমাজ বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তবে এই বিষয়ের আলোচনায় একটী সুফল উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে যে প্রকার প্রকাশ্য ভাবে পণ গৃহীত হইত এক্ষণে তাহা আর প্রায়ই হয় না। সমাজ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শুভ বিবাহক্ষেত্রে একটা শুল্কের দাবী করা বড়ই অন্যায় কার্য্য। বালিকাদিগের যৌবন-বিবাহ এবং পাত্রদিগের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা বিস্তারের সহিত এই রাক্ষসী প্রথার অন্তর্দ্ধান অবশ্যম্ভাবী। কলিকাতা নগরে কায়স্থদিগের জন্য একটী সভাগৃহের অভাবে যে প্রকার কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। স্যার রাসবিহারী ঘোষ এ বিষয়ে মনযোগ করিলে আমরা একটী উত্তম সভাগৃহ পাইতে পারি। উহাতে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ

মিত্র এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়দ্বয় একটু চেষ্টা করিলে অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রদিগকে সভা যে প্রকার উদারভাবে সাহায্য করিতেছেন, তাহাতে সভা কায়স্থ-সমাজের নিকট বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ, সন্দেহ নাই। কিন্তু দরিদ্রতা কায়স্থ সমাজে এতাধিক প্রবিষ্ট হইয়াছে যে ২১৪ জন ছাত্রকে বেতন ও পুস্তক দিয়া সাহায্য করিলে সভার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না। দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রদিগের সাহায্যার্থে এবং দরিদ্র বিধবাদিগের ভরণ:পোষণের জন্য দুইটি তহবিল থাকা আবশ্যক। রংপুরে যে সকল কায়স্থ জমিদার বঙ্গদেশের অলঙ্কার-স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন, আমরা আশা করি, অগৌণে উক্ত দুইটি তহবিল সংস্থাপন করিয়া সমাজের নিকট ধন্যবাদার্হ হইবেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাবাবুর আর্য্য-বিদ্যালয়ে দরিদ্র কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণ ছাত্রদিগের বিশেষ উপকার হইতেছে তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে সারদাবাবুর জীবন যে একটী অমূল্য রত্ন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। শ্রীভগবানের নিকট আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি।

৮। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।—বিগত ১৩২৩ সনের শেষে এই ভাণ্ডারের তহবিলে মোট মজুত ২১০৯৲ টাকা মাত্র দেখিতে পাইল দরিদ্র ছাত্র এবং বিধবাদিগকে এই তহবিল হইতে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারিলে আমাদের বোধ হয় এই ফণ্ডের টাকা দ্রুতগতি বর্দ্ধিত হইবে। কায়স্থ সভা স্মরণ রাখিবেন সঞ্চিত টাকার সদ্ব্যয় না করিলে অর্থাগমের অন্য উপায় নাই। সম্পাদক মহাশয় সোদপুর কায়স্থ সম্মিলনীর সুদক্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের গুণানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য সকল তিনি নদীয়া, যশোহর এবং ফরিদপুরের নানাস্থানে প্রচার করিয়াছেন। আমাদিগের জন্মভূমি ফরিদপুর সম্বন্ধে আশুবাবু কোন কার্য্য করেন নাই, ইহা আমরা বেশ জানি, তবে নদীয়া ও যশোহর জেলার মধ্যে তিনি কি কার্য্য করিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি।

ফরিদপুর প্রচার কার্য্যে যে কয়েকজন মহাত্মা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা এবং কায়স্থকুল ঠাকুর শ্রীকেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা

এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা অন্যতম। তাঁহারা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সমাজের উপকার করুন ইহাই শ্রীভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা। ইঁহাদের মধ্যে আশু বাবুর নাম আমরা উল্লেখ করিতে পারিলাম না। ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে? সম্পাদক।

সমাজ-নেতা।

আর্য্য সমাজ, গুণকর্ম্ম বিভাগে চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্ণ ও জাতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বাক্য। জাতিসংজ্ঞা জন্মের সহিত আইসে কিন্তু বর্ণ, সংস্কারদ্বারা প্রাপ্ত ও সংস্কার নাশে নষ্ট হয় মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জাতি। বর্ণের শাব্দিক অর্থ, রং। সর্ব্ববর্ণের আধার শূদ্রবর্ণই অন্যান্য বর্ণের মাতৃস্থানীয়। শ্বেত বর্ণের কোন বস্তুর উপর যেমন লোহিতাদি বর্ণ সমুদয়ের চিহ্নগুলি সহজেই স্বতন্ত্ররূপে চিনিতে পারা যায়, তদ্রূপ শ্বেত-সদৃশ শূদ্রবর্ণ আর্য্য নরনারীগণের গুণকর্ম্মের আধার স্থল।

শাস্ত্রে কথিত আছে:—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ॥

অতএব জন্মকালীন কেহই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ঔরস ও ক্ষেত্রজাত বলিয়া তত্তৎবর্ণে অভিহিত হয় না। ব্যবহারতঃ উপনয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নীচবংশীয়া ধাত্রীগণের দ্বারা লালিত পালিত হইতে প্রায়ই দেখা যায়।

মহাত্মা কবিরও বলিয়াছেন যে, যদি কেহ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম জন্য ব্রাহ্মণ, তবে অধীত বেদ হইয়া আসেন না কেন? নাড়ীর বন্ধনে, কৃমির দংশনে, হেট মুণ্ডে, ঊর্দ্ধপদে, পবিত্র ব্রাহ্মণ কি জন্য অবস্থান করিবেন? যদি মুসলমান কুলে জন্ম জন্য কেহ মুসলমান হন, তবে কৃতসুন্নত হইয়া আসেন না কেন? সে অবস্থায় ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যবনাদির জন্য ব্যবস্থা কি স্বতন্ত্র? তাহা নহে।

এখন বুঝা গেল, জন্মকালীন সকলেই শূদ্র পরে সংস্কার দ্বারা দ্বিজ হইয়া যিনি যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিবেন ও যিনি যেরূপ গুণবান্ হইবেন, তিনি

সেইরূপ বর্ণ প্রাপ্ত হইবেন ; ইহাই শাস্ত্রাদেশ। কিন্তু অনেকের সুবিধামত, শাস্ত্রানুমোদিত গুণগত বর্ণবিভাগ প্রথা রহিত হইয়া বংশগত বর্ণাধিকার অবধারণ করা হইয়াছে (ক) বেদবিভাগকর্ত্তা মহামুনি ব্যাসদেব, দেবতা, অসুর, পক্ষী, সরীসৃপাদি বিভিন্ন জাতির জীব সমুদয়ই যে ব্রহ্মণ কশ্যপ মুনির সন্তান তাহা ব্যক্ত করিয়া অবোধ বৈষম্য-বাদীগণকে সাম্যবাদ শিক্ষা দিয়াছেন ; এ কথা কে না স্বীকার করিবেন ? ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের পুরুষসূক্তে যে, "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যকৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহাও বর্ণ বিভাগের প্রমাণ স্বরূপ নহে, কারণ ঋষিগণ মানসচক্ষে বিরাট পুরুষকে কল্পনাদ্বারা বর্ণ চিত্রিত করিয়াছিলেন মাত্র। এখন পুনরায় শাস্ত্র কথিত গুণগত বর্ণবিভাগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সে কালে পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি এক পরিবার ভুক্ত ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণপ্রাপ্ত হইতেন, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এস্থলে সে সকল উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য নহে।

নেতা কাহাকে বলে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি এবং তাঁহাদের স্বাভাবিক অবস্থা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাঁহারা অশেষ গুণ সম্পন্ন। অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত যুদ্ধার্থী দ্রোণ গুরুকে বধ করায় অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ বধ জনিত পাপে কলুষিত হন নাই ; পক্ষান্তরে পাঠরত সূত গোস্বামী, বলরাম কর্ত্তৃক নিহত হইলে, ব্রহ্মবধ জনিত পাপ বিমোচনের জন্য, বলরামকে ভারতীয় তীর্থ সমুদয় ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।

বেদের উপনিষদে ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্রাহ্মণভাগে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। উপনিষদ্ ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগই বৈদিক শাস্ত্ররূপে গণ্য। এ স্থলে নেতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ সমাজনেতা কি ক্ষত্রিয় সমাজনেতা। কিন্তু সংহিতাকারেরা আমাদের সংশয় ছিন্ন করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের একের সাহায্য ভিন্ন অপর উন্নতি লাভ করিতে পারে না ইত্যাদি উক্তিতে উভয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। নব্য স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দের আধিপত্যে পূর্ব্ব ঋষিগণের শান্তিপ্রদ ও যুক্তিপূর্ণ বাক্য সমূহের অসারতা প্রতিপন্ন হইয়া ক্ষত্রিয়হীন সমাজে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে

(ক) যথা নাদারীপুর ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সভাপতির বেদশাস্ত্র বিরুদ্ধ উক্তি। সং

অক্ষুণ্ণ রহিল, ইহাই পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। নিঃস্পৃহবাদী অত্রিমুনিও তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন:—"শঠঞ্চ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ শূদ্রহন্তা ব্রজং চরেৎ।" এইরূপ উদার ন্যায়পূর্ণ দণ্ডাজ্ঞার নব্য স্মৃতিকারদের মত কি? স্বার্থত্যাগী পর্ণ-কুটীরবাসী ও জগতের হিতকামী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণের গুণের প্রভাব ও দৈবী সম্পদাদি দর্শনে রাজন্যবর্গ ভক্তিগদগদচিত্তে তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইতেন সত্য, কিন্তু যে স্থলে তাঁহাদিগকে অন্যায় স্বার্থপরতা ও লোভাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইতে দেখিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা শাস্তি দানে স্বীয় ঈশ্বরভাব প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভার্গবগণের দর্পোন্মত্ত বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য প্রকাশে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাদি ক্ষত্রিয়গণ যত্নবান হইয়াছিলেন। তখন আর কৃতাঞ্জলিপুট হইলেন না।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন:

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

এই সকল গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল গুণ স্বভাবতঃ দৃষ্ট হইত।

পাঠক এইস্থানে গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪ শ্লোক পাঠ করুন এবং দেখুন এরূপ ব্যক্তিকে দেবতা বোধ হইবে না কেন? তাঁহারা মনুষ্য-পদবাচ্য নহেন, তাঁহারা পরমাত্মা ব্রহ্মতুল্য। প্রমাণং যথা:—"ব্রহ্ম হি ব্রাহ্মণঃ।" (শতপথ ব্রাহ্মণ)। সেই জন্যই ব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম হইতে নরমধ্যে স্থান না দিয়া "আদর্শ ব্রহ্ম" অর্থাৎ "নররূপী ব্রহ্ম" বলিয়া পূজা করা হয়। নর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে "তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি" এবং গীতায় "নরাণাঞ্চ নরাধিপং" ইত্যাদি বহু প্রমাণ আছে। বর্ত্তমান যুগে, ক্ষত্রিয়ের নাস্তিত্ব প্রচার ও পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মকল্পীর অস্তিত্ব স্বীকার যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগকে কোন্ বিশেষণে বিভূষিত করা উচিৎ, তাহা জ্ঞানী পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গৃহস্থাশ্রমেই "সমাজ—সমাজ" শব্দ। অন্যান্য উচ্চতর উচ্চতম আশ্রমে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরমাত্মার তত্ত্ব আলোচনা ভিন্ন বৃথাচিন্তায় কেহ কালাতিপাত করেন না। নরশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণই প্রকৃতপক্ষে সমাজনেতা, তাঁহারাই সম্পূর্ণ

গৃহস্থ-লক্ষ্মী। ব্রাহ্মণগণ কদাপি বহির্জগতের বিষয় ভোগ বাসনা করিতেন না; তাঁহারা অন্তর্জগতের অন্তঃস্থলে-সংযত চিত্তে অবস্থান করিতেন; নশ্বর দেহের ভোগবিলাস সাধনে যত্নবান হইয়া অধোন্নতির পথ সুপ্রশস্ত করিতেন না; হিংসা দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভাদি নরকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া পূতিগন্ধময় মলমূত্র সংযুক্ত দ্রব্যের স্পর্শসুখ ভোগ করিতে অভিলাষী হইতেন না; এক কথায় তাঁহারা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ কেন বৃথা কলহে নিযুক্ত হইয়া বহির্জগতে অবস্থিত সমাজের ভার গ্রহণ করিবেন? কিন্তু অধুনা তাঁহারা সমাজের সর্ব্বে-সর্ব্বা হওয়ায় (খ) স্বীয় গন্তব্য স্থান ভুলিয়া ঘোর বিপদ সঙ্কুল বিষময় বিষয় ভোগ করিতে চাহিতেছেন। অবশ্য স্বীকার করি,তাঁহারা জগতের আদর্শপুরুষ। সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া বৃথা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে কোন ব্রাহ্মণ অভিলাষী হইতেন না; তাঁহারা বিষয়ে নির্লিপ্ত। নেতৃত্বভার ক্ষত্রিয়ের ছিল। যখন ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণগণ, সেই বিড়ম্বনাময় নেতৃত্বভার গ্রহণাভিলাষী হইলেন, তখন আর্য্যসমাজ অকাতরে আদর্শ দেবতা গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। সর্ব্বনাশ! এখন আর সে উচ্চ আদর্শ কোথায়? কোথা গেল জটাশ্মশ্রু, বৃষচর্ম্ম, কুশকেশে কোশাকুশি? কোথায় গেল স্বার্থত্যাগ, অনস্য়া গুণ সমুদয়? হায়! কর্ণধারের উচ্ছৃঙ্খলতায় সমাজতরী নিমজ্জিত হইয়া হিন্দুসমাজ ডুবু ডুবু হইল!

তাই বলি হিন্দু! বর্ত্তমান আদর্শ পুরুষের সকল কর্ম্মের অনুকরণ করিও না; আর্য্যঋষিগণের শাস্ত্রানুসরণ কর; সদসৎ বিচার না করিয়া, হঠাৎ কোন কার্য্যের অনুকরণ করিলে, বিষ উদ্গারিত হইয়া নলবনের সৃষ্টি হইবে; যদুবংশের মত হিন্দু-কুল উৎসন্নে যাইবে। প্রতিনিধির হস্তে ধর্ম্মকর্ম্মের ভার অর্পণ না করিয়া, স্বয়ং কষ্ট স্বীকার করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন না করিলে কোন কার্য্যই হইবে না। (গ) সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারিবেন, পাপের জন্য অনুতাপ না

(খ) হউন ক্ষতি নাই। কিন্তু সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিতে যে গুণাবলীর আবশ্যক, তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইলে সুখের বিষয়। তদভাবেই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। সঃ

(গ) গীতায় 'নিষ্কাম' ও 'সকাম' দুই প্রকার কর্ম্মের উল্লেখ আছে। পূজাদিতে প্রতিনিধিরূপ পুরোহিতগণ, কোন্ ভাবে অন্যের পূজাদি নির্ব্বাহ করেন, তাহা প্রত্যেক হিন্দুই অবগত আছেন। সঃ

হইলে, পাপ বিমোচনের জন্য করুণাময় পরমেশ্বরকে আন্তরিক ভক্তিসহকারে ডাকিতে না পারিলে, সংযম ও উপবাসাদিদ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিলে, ইন্দ্রিয় সকলকে শান্তভাব ধারণ করাইতে না পারিলে, দম্ভাহঙ্কার সংযুক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদিতে পাপ নাশ হয় না। গীতা-কথিত সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাযুক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি প্রয়োজন। সত্ত্বগুণের প্রভাবে, বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ খড়্গে অজ্ঞানজনিত পাপ সমুদয় দূরীভূত করিতে হইবে। শাস্ত্রালোচনা ও সাধু-সংসর্গে বাস ভিন্ন দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহারাজ পরীক্ষিত, ব্রহ্ম বধপাপবিমোচনের জন্য তাঁহার রাজকীয় রাজসিক বৃত্তিনিচয় একেবারে দূর করিয়া, মঞ্চোপরি অবস্থানকালে সাত্বিকী শ্রদ্ধায় বিনম্রবচনে সকলকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন এবং ভক্তিশাস্ত্র শ্রবণে নিষ্পাপ হইতে পারিয়াছিলেন। শুধু ৫৸৶০ আনা খরচ করিলেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

সদ্‌গুরু অন্বেষণ করুন, প্রকৃত সাধুব্যক্তির অনুসরণ করুন, যদি ত্রিতাপ-জ্বালা দূর করিতে চাহেন তবে নিজে কর্ম্মী হউন। কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান কোথায় পাইবেন? প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া আত্মকর্ম্ম সম্পাদিত হয় না—ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এখন প্রকৃত নেতার অভাব হইয়াছে। যিনি সমাজেশ্বর কর্ণধাররজ্জু ধারণ করিবেন, তাঁহাকে কিরূপে শক্তিমান ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর যুক্ত হইতে হইবে, বুঝুন দেখি। সুযোগ্য ব্যক্তির করেই রাজপুরুষগণ শাসনভার অর্পণ করেন। শাসনকর্ত্তা নিরপেক্ষ, স্বার্থত্যাগী, আইনজ্ঞ ও সুবিচারক না হইলে কখনই ভার গ্রহণ করিতে পারেন না। রাজদরবারে যেমন ঐরূপ রাজনৈতিকের প্রয়োজন; সমাজ তন্ত্রেও তদ্রূপ দোষশূন্য ব্যক্তির প্রয়োজন। হিন্দুসমাজের দুর্ভাগ্যে এখন সমাজ-নেতার সম্পূর্ণ অভাব। অবশ্য কেহ কেহ সুযোগ্য ব্যক্তি আছেন বটে কিন্তু অনেক সময় তাঁহাদের কর্তৃত্ব লোকে মানে না এবং তাঁহারাও হয়ত গুরুভার গ্রহণ করিতে অসম্মত।

আর এক কথা, এই বিরাট হিন্দুসমাজে বহুসংখ্যক নেতার প্রয়োজন; দুই'র জনের দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। নেতৃত্বভার চাহিয়া লইতে হয় না। উপযুক্ত গুণসম্পন্ন হইলে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমাজই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইবে, তাঁহার অনুকরণ করিবে ও তাঁহাকেই আদর্শ নেতা বলিয়া মানিবে।

তাই বলি, আর্য্যবংশসম্ভূত নরনারীগণ! আপনারা সদ্‌গুণে বিভূষিত হউন,

পূর্ব্বপুরুষগণের কার্য্যকলাপ স্মরণ করুন। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজগত, তাঁহাদের গুণের প্রশংসা করেন; আপনারা তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন। হিংসা, দ্বেষ, বৃথাভিমান প্রভৃতি দুর্বৃত্তিসমূহকে হৃদয়ে পোষণ করিবেন না।*

শ্রীহরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা।

সমালোচনা।

কায়স্থ-পত্রিকা, বৈশাখমাস, ১৩২০ :—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ব্যয়ে এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে। ইহা দ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইতেছে। ভগীরথের ন্যায় এই পত্রিকা কায়স্থ সমাজে ক্ষত্রিয়ের মঙ্গল বারতার শঙ্খধ্বনি করিতে ২ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন, এবং আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা ইহার পশ্চাদ্ভাগে সুরধুনী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছেন! এই দৃশ্য মনোরম হইলেও শূদ্রত্বের কতকগুলি ঐরাবত যে প্রকারে এই বিশাল স্রোতস্বতীর প্রবাহ রুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে ক্ষত্রিয়ত্বের বীজ সমগ্র বঙ্গভূমে অঙ্কুরিত হইতে পারিতেছে না। আমরা আশা করি প্রতিভার তরঙ্গমালা শীঘ্রই বিপুলবেগে প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করত বঙ্গের উর্ব্বরাভূমি প্লাবিত করিয়া দিবে।

২। বৈশাখ সংখ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "সমাজ-চিন্তা" শীর্ষক প্রবন্ধটী আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। নববর্ষারম্ভে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা কীর্ত্তন করাই এইরূপ প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু বন্ধুবর কায়স্থ সমাজের অবস্থা ব্যতীত অন্যজাতি ব্যূহের বিষয় কিছুমাত্র বর্ণনা করেন নাই। নিজি নিজেই লিখিয়াছেন যে, সমস্ত সমাজের কাহিনী আমরা বলিতে শক্তিমান নহি। লেখক মহোদয় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মা। ক্ষত্রিয়জাতির মুখপত্রে তাহার শক্তি হীনতার স্বীকারোক্তি (confession) পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। সমাজে ঈশ্ব ভাব ক্ষত্রিয়ের প্রধান লক্ষণ। ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থা প্রণয়ন

করিবেন এবং ক্ষত্রিয় তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবে। ইহাই বর্ণধর্ম্মের সনাতন নিয়ম। বিশেষতঃ বিরাট-সমাজ দেহের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু রাজন্য, উরু বৈশ্য এবং পাদদ্বয় শূদ্র। সমস্ত বিরাট দেহের আলোচনা না করিলে এইরূপ প্রবন্ধ অঙ্গহীন হয়। লেখক মহাশয় লিখিতেছেন—"বিধবা-বিবাহ, অনাচরণীয় জাতির জলচল, বিলাত প্রত্যাগতদিগের সমাজে গ্রহণ সমস্যা, সমস্ত হিন্দুসমাজের সন্নিধানে বিচারার্থে উপস্থিত হইয়া গতবর্ষে সমাজ-বক্ষঃ বিক্ষোভিত করিয়াছে। + + কায়স্থ সমাজের দুই একজন অত্যুদার (?) (ক) মনীষী, বিধবা-বিবাহ ও অনাচরণীয় জাতির জলচলের জন্য যে বিনা পয়সায় সমাজের কাছে ওকালতি করিয়াছেন, তাহাও আমরা স্বীকার করিতেছি; তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ভবিষ্যতের অপেক্ষা করিবার পরামর্শ প্রদান করি। তাঁহাদের হৃদয় ভাল হইতে পারে পরন্তু সমাজ-তত্ত্বজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা দর্শনে দুঃখ হয়, হাসিও পায়। সমাজের উপযোগিতা না বুঝিয়া যাহারা যাহা তাহা সমাজে ছড়াইয়া দেয় তাহারা দায়িত্ব জ্ঞানহীন অসামাজিক" ইত্যাদি।—আমরা হাসিয়া এইরূপ গ্রাম্য প্রাকৃত ভাষায় সমাজ-সংস্কারকগণকে গালি দেওয়া উপেক্ষা করিতে পারিতাম। কিন্তু শরৎ বাবুত যে সে ব্যক্তি নহেন, তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়াছি। এ যাবৎ মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-সমস্যা সমাজের সমক্ষে উপস্থিত রহিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দীর উর্দ্ধকাল এই বিষয় আলোচিত হইতেছে। যে সকল প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারকগণ এই সকল বিষয়ে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কটুভাষা প্রয়োগ করা শরৎবাবুর ন্যায় সমাজ-হিতৈষী মহাত্মার কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণই চিন্তা করিবেন।

৩। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে "বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কিনা" নাম্নী একখানি পুস্তিকা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণয়ন করেন। এই সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন মহোদয়ের প্রণীত "বাঙ্গলা ভাষা" নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত আলোচনা উদ্ধৃত করিলাম:—

(ক) লেখক মহাশয়ের "অত্যুদার" শব্দের পর জিজ্ঞাসা-বাচক চিহ্নের তাৎপর্য্য কি বুঝাইয়া দিতে হইবে?—অনাবশ্যক। ইহা দ্বারা তাঁহারই উদারতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সম্পাদক।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিয়া হিন্দুসমাজে একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। প্রাচীন হিন্দুরা বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক, খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন, অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধনবান্ লোকদিগের সাহায্যে বিদ্যাসাগর লিখিত পুস্তকের উত্তর-স্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত করিতে লাগিলেন, কোন কোন পুস্তকে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ গালি বর্ষণেরও ক্রটী ছিল না কিন্তু মহামনা বিদ্যাসাগর অবিকৃতচিত্তে সে সমুদয় সহ্য করেন; ঐ বৎসর বিধবা বিবাহের আইন প্রচলিত হয়। পর বৎসরে বিধবা-বিবাহে উৎপাদিত সন্তানগণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ধনাধিকারী হইবেন, এই মর্ম্মে ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন বিধিবদ্ধ হয়।" এই সকল ঘটনা আজ প্রায় ৬০ বৎসর হইল সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে কত শত বাল-বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইয়াছে এবং আজিও হইতেছে তাহা সকলেই জানেন। যে সমাজে অষ্টম বর্ষে গৌরী দান এবং নবম বর্ষে পতি-বিয়োগ হইবা মাত্র চির ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন এবং যে সমাজে পুত্র পৌত্রাদি বেষ্টিত ষষ্টিতম বর্ষের পুরুষকে পুনর্বিবাহ করিবার অনুমতি দিতেছে,সেই সমাজ নরকের অধঃস্থলে কীটবৎ কেন নিপতিত হইবে না, ইহা কি কেহ বলিতে পারেন? বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কত আর্য্য মহিলাগণের সর্ব্বনাশ,ভ্রূণ হত্যা,কত গর্ভপাত হইতেছে তাহা কি শরৎ বাবু প্রমুখ বিরোধিগণ দেখিতেছেন না? এইরূপ মহাপাপ, বালবিধবাদের প্রতি ঘোর অত্যাচার,আমরা সর্ব্বদাই উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিব। প্রাচীন কালে বিধবা বিবাহ আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল। স্মৃতি শাস্ত্রেও ইহার স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে। "কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ" স্পষ্টাক্ষরে লিখিতেছেন :—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

বাল বিধবাদিগের বিবাহ যে অন্যায় তাহা বিচার করিয়া লেখক মহাশয়ের অপরকে গালি দেওয়া উচিত ছিল। সমস্ত বিষয়েরই একটা শৃঙ্খলা চাই। গালি দিবারও একটা শৃঙ্খলা (system) আছে।

৪। তাহার পর নমঃশূদ্রাদি অনাচরণীয় জাতির জল-চলের জন্য আমরা যে বিনা পয়সায় ওকালতি করিতেছি, তদ্বিষয় দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক।

এই প্রস্তাবে পয়সার কথা কি প্রকারে উত্থিত হইল বুঝিতে পারি না। লেখক কি মনে করেন সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে আমাদিগের জঘন্য অর্থ-লিপ্সা আছে। এইরূপ অসংযম রচনা কায়স্থ পত্রিকায় কেন স্থান পাইল বুঝিতে পারি না? আর্য্য সমাজে শূদ্র জাতির স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণের পক্ষে পান করা কর্ত্তব্য নহে বিধান আছে। সাহাদি জাতিগুলি কি শূদ্র? এমন কি, বঙ্গ দেশীয় নমঃশূদ্র জাতিও শূদ্র নহে। শূদ্র জাতির মধ্যে দশবিধ সংস্কার ও মন্ত্রে অধিকার নাই কিন্তু নমঃশূদ্র জাতি মধ্যে ঐরূপ সংস্কার ও মন্ত্র আমরা দেখিতে পাই, এমতাবস্থায় বঙ্গদেশের পার্ব্বতীয় কোল, ভীল, সাঁওতাল ইত্যাদি জাতিগুলি ব্যতীত, প্রকৃত অনার্য্য শূদ্র-লক্ষণাক্রান্ত, মন্ত্র-বর্জ্জিত জাতি আর নাই। সাহা, মালাকার, কুম্ভকার, মালো, রাজবংশী এবং সূত্রধর জাতিগুলি সমস্তই জলাচরণীয় জাতি তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। তবে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ সমাজ সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করিতেছেন। এবার মাদারিপুরের ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনে সভাপতি তর্করত্ন মহাশয় তিন পুরুষ জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব মীমাংসা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গুণ-কর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টি হয় নাই। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকটী সর্ব্বৈব মিথ্যা! ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ জন্মগত জাতি গত ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে! অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ সে চিরদিনই ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণের কোন প্রকার গুণ না থাকিলেও সে ব্রাহ্মণ !!!

আমরা ক্ষত্রিয়, সাহাদি জাতি যাহারা শূদ্র নহে, তাহাদিগকে জল চল করিয়া লইতে হইবে; ইহা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সকল বিষয়ে আমরা এক মত হইতে পারি না, কারণ আমরা কেবল বাল বিধবার বিবাহ সমর্থন করি। যে বিধবার সন্তান আছে, তাহার পক্ষে পুনর্ব্বিবাহ সঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে যে সকল বিপত্নিক পুরুষের পুত্র সন্তান আছে তাহাদেরও বিধবা স্ত্রীলোকদের ন্যায় আজীবন অবিবাহিত থাকা আবশ্যক।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

(বর্ত্তমান বৈশাখ হইতে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ডিমাই আকারে পরিবর্ত্তিত হইল। ইহার প্রধান কারণ রয়েল আকারের কাগজ বাজারে অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আকার পরিবর্ত্তিত করিয়াও বেশী কিছু লাভ হয় নাই। প্রতিরিম কাগজ ৫৲ হিসাবে ক্রয় করিতেছি। এইরূপ যদি কাহারও ভিঃপিঃতে আপত্তি থাকে, তাহা আমাদিগকে জানাইলে, বৃথা ভিঃপিঃ খরচাদি হইতে আমরা রক্ষা পাই। গত বৎসরের অনেক চাঁদা বাকী পড়িয়াছে, আমরা ক্রমে ক্রমে ভিঃ পিঃ করিতেছি। আমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা কেহই যেন ভিঃ পিঃ ফেরৎ না দেন। আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া হিসাব দেখিয়া ভিঃ পিঃ করিয়া থাকি।)

১। অদ্ভুত খর্জ্জুর বৃক্ষ।—আজ কয়েক দিবস হইল আমরা একটী খেজুর গাছের গতিবিধি সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিতে পাই। ২।৪টি সংবাদ পত্রেও ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ফরিদপুর জিলান্তর্গত গোয়ালন্দ থানার মধ্যে বাঘিয়া নামক গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলাকীর্ণ ছাড়া-ভিটার উপর এই বৃক্ষটি উত্তরাস্যে হেলান অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। ইহার উত্তর দিকে ১০।১২ হাত দূরে একটী বেলের গাছ আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে ১০০ হাতের মধ্যে একটি সুবৃহৎ তেঁতুল গাছ আছে। প্রভাতে সূর্য্য উদয় হইলে বৃক্ষটির অগ্রভাগ নিম্নদিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করে। সূর্য্য অস্তমিত হইলে বৃক্ষটীর অগ্রভাগ মৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়া যায়। রাত্রিকালে পুনর্ব্বার উঠিতে আরম্ভ করিয়া প্রাতঃকালে সমান হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের জনৈক বন্ধু বৃক্ষটী দেখিয়া উপরোক্ত বিবরণ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। উদ্ভিদ জাতির এই প্রকার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত। কোন্ আকর্ষণ বলে বৃক্ষটী এইরূপে আন্দোলিত হইতেছে তাহার বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আবিষ্কার জন্য উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে সুবিদ্বান শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অনুসন্ধান করিতেছেন।

২। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর জিলান্তর্গত কাইচাল গ্রাম হইতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত উমাচরণ রায়বর্ম্ম মহাশয় লিখিতেছেন :—

বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার মধ্য জগদিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ পাল মহাশয়ের ভবনে একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া নিম্ন লিখিত ৩০ জন বঙ্গজ কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। উক্ত গ্রামস্থ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী কুল পুরোহিত মহাশয় আচার্য্যের পদে এবং আমি তত্ত্বধারকের কার্য্যে ব্রতী ছিলাম। এই কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ও অম্বিকাচরণ পাল দেববর্ম্মা মহাশয়দ্বয় বহন করিয়াছেন। কাইচাল, ঈশ্বরদী ও জগদিয়া নিবাসী ব্রাহ্মণগণ উক্ত কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিয়া উপনয়ন কার্য্য শেষ হইলে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উপনীত কায়স্থগণের নাম ধাম—জগদীয়া ১। দ্বারকানাথ পাল ২। অম্বিকাচরণ পাল ৩, বিপিন বিহারী দেব ৪, রসিকলাল দেব ৫, মতিলাল দেব ৬, প্রভাসচন্দ্র দেব ৭, পঞ্চানন দেব ৮, হরেন্দ্রকুমার পাল ৯, নরেন্দ্রকুমার পাল ১০, উপেন্দ্রনাথ পাল ১১, ভূপেন্দ্রনাথ পাল ১২, অতুলচন্দ্র পাল ১৩, প্রিয়নাথ দত্ত ১৪, গিরিজানাথ দত্ত ১৫, লালমোহন দত্ত ১৬, বরদাকান্ত দেব ১৭, রজনীকান্ত দেব ১৮, মনোমোহন দেব ১৯ হীরালাল দেব ২০, প্রফুল্ল-কুমার মিত্র ২১, বিষ্ণুচরণ কর ২২, নরেন্দ্রকুমার কর ২৩, বিলাসচন্দ্র সিংহ ২৪ লক্ষ্মীকান্ত দাম মজুমদার ২৫, সতীশচন্দ্র দাম মজুমদার ২৬, লালমোহন দাম।—গ্রাম সাকরাইল ২৭, অন্নদাচরণ দত্ত।—গ্রাম কালিয়া ২৮, প্রফুল্লকুমার দত্ত ২৯ যজ্ঞেশ্বর মজুমদার।—গ্রাম হাইতাড়া ৩০ শরচ্চন্দ্র গুহ।

৩। স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।—সকলেই অবগত আছেন যে ইংলণ্ডের সামরিক সমিতিতে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি উক্ত সিংহ মহোদয় লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি কলিকাতা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে অভিনন্দন করার আয়োজন করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহার সম্মানার্থে বেলগাছিয়া উদ্যান বাটীতে একটি সান্ধ্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। কায়স্থোপনয়ন।— যশোহর জিলান্তর্গত পোঃ চৌগাছা মধ্যস্থিত মাধবপুর কায়স্থ সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—উক্ত সম্মিলনীর বয়স এখনও একবৎসর হয় নাই; নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয়াচার প্রচার

করিতেছে। যিনি আমাদের পথ প্রদর্শক সেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় সম্মিলনীর প্রাণ-স্বরূপ; তিনি উপনয়ন বিস্তারে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার সমক্ষে এবং তাঁহার অর্থানুকুল্যে একটী উপনয়ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। সম্মিলনীর পুরোহিত গুয়াতলি নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। গ্রাম মাধবপুর—১। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মিত্র ২। জিতেন্দ্রনাথ দেব ৩। নরেন্দ্রনাথ সিংহ। গ্রাম তেঁতুলবাড়িয়া—৪। উপেন্দ্রনাথ সরকার ৫। শশীভূষণ বসু, সাং ডোঙ্গাঘাটা ৬। ডাক্তার হেমন্তকুমার বসু। সাং চৌগাছা।

৫। কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর প্রচার-সমিতির প্রযত্নে, ফরিদপুর জিলান্তর্গত ভাবড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত দেব বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটি উপনয়ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ১২ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। শিরুয়াইল নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রমনীমোহন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত কালীকুমার চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে আচার্য্য ও তন্ত্রধারের পদে ব্রতী ছিলেন। কেন্দ্রকর্ত্তা অতুল বাবু ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপনয়ন কার্য্যে অর্থব্যয় ও প্রভূত যত্ন করিয়াছেন। প্রচারক শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা ও সারদী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার নাগ বর্ম্মা মহাশয়দিগের যত্ন ও পরিশ্রম ধন্যবাদার্হ। উপবীতীগণের নাম ও ধাম। গ্রাম ভাবড়া।—১ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দত্ত ২। শ্রীনাথ দত্ত ৩। অতুলচন্দ্র দত্ত ৪। প্রবলকুমার দত্ত ৫। ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত ৬। অবিনাশচন্দ্র দত্ত ৭। হেমচন্দ্র চন্দ্র ৮। প্রকাশচন্দ্র ঘোষ ৯। হীরালাল দেব ১০। ১১। রমণীমোহন দেব সাং এরোজ। ১২। কৈলাসচন্দ্র দাষ সাং ঈশ্বরদী।

৬। ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতির দ্বিতীয় বর্ষের ত্রৈমাসিক হিসাব। ১৩২৩ ফাল্গুন ও চৈত্র যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত ৫৪৪ পৃষ্ঠায় ১১১।০ আনা। তৎপর, চাঁদা আদায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাষ জাফরাকান্দি ॥০ বীরেন্দ্রনাথ দেব সাং মৌসা ১৲ জীবনচন্দ্র দত্ত সাং কানাই ॥০ মতিলাল গুহরায় সাং কুমরল ।০ নবকৃষ্ণ ভৌমিক সাং আশাপুর ।০ অক্ষয়কুমার ভৌমিক সাং মহিষাপুর ।০ কালীপদ দাষ সাং মথুরাপুর ।০ সতীশচন্দ্র বসু সাং বাহিরভাগ ।০ মথুরানাথ মিত্র সাং দত্তপাড়া ১৲ রসিকলাল দাষ বর্ম্মা সাং নিলখী ১৲ জনৈক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বদান্য

কায়স্থ মহাত্মা ১০৲ রাসবিহারী দত্ত এণ্ড কোং ১৬ নং মানিক বসুর ঘাট ২৲ বরদাকান্ত দেব সাং শিরুয়াইল ২৲ দেবেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা সাং শিরুয়াইল ২৲ গোপালচন্দ্র বিশ্বাস সাং শিরুয়াইল ১৲ রেবতীমোহন দেববর্ম্মা সাং দোলকুণ্ডী ১৲ প্রভাতচন্দ্র বিশ্বাস সাং ভাবড়া ।০ প্রমথনাথ ঘোষ সাং ঘোষপুর ২৲ ।

মোট চাঁদা আদায়	২৪৷৷০
পূর্ব্বের প্রকাশিত	১১১।০
	১৩৫৸০

১৩২২ সনের ফাল্গুন হইতে ১৩২৩ মাঘ পর্য্যন্ত এক বৎসরের ব্যয় ১৩২৷৷৵০ মধ্যে প্রতিভার আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত ৭০৷৵১০ বাদে অবশিষ্ট ৬২৶১০ বাদে ৭৩৷১০ তহবিল থাকে। তাহা হইতে প্রচারকের মাহিয়ানা হিসাবে ১৩২৪ সনের ফাল্গুন হইতে বৈশাখ ৩ মাসের বেতন ১৫৲ টাকা হিসাবে ৪৫৲ কমিশন ।৵০, ৫০০ শত পত্র মুদ্রন ব্যয় ৩৲, রসিদ বহি ১০ খানা মুদ্রন ব্যয় ৩৷৷০; চাঁদা আদায়ের পাথের ২৷৵০ পোষ্টেজ ১৵১০ মোট ৫৫৷৵১০ আনা ব্যয় বাদে তহবিল ১৭৸৵০ আনা থাকে। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচার সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আনামত জমা ১৸৵০ আনা মোট ১৯৸০ আনা তহবিল থাকে তন্মধ্যে হাওলাত প্রতিভার সম্পাদক ৩৲ অন্যান্য আদায়কারীগণের নিকট গচ্ছিত ৩৶০ এবং প্রচার সমিতীর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নগদ তহবিল ১৩৷৴০ আনা।

৭। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর জিলান্তর্গত শিরখাড়া গ্রাম হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয় লিখিতেছেন:—বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের নিজবাটীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ৫ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। নিজগ্রামস্থ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য তন্ত্রধারক এবং দত্তপাড়া নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধরবিদ্যারত্ন আচার্য্য ছিলেন। শিরখাড়া গ্রাম।—১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র গুহ। ২। রমেশচন্দ্র ঘোষ, ৩। ক্ষিতিশচন্দ্র গুহ। ৪। শচীন্দ্রমোহন গুহ এবং ৫। বিনোদবিহারী নন্দী।

৮। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির প্রযত্নে শিরুয়াইল গ্রামে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ৩০ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।—শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন

চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ তন্ত্রধার, উদ্গাতা, সদস্য এবং অধ্বর্যু পদে ব্রতী ছিলেন। এই কেন্দ্রের সমস্ত ব্যয় দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা কুলভাস্কর মহাশয় বহন করিয়াছেন। নিলখী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুহ প্রমুখ কয়েকজন কায়স্থ মহাত্মার বিশেষ উদ্যোগে উক্ত কেন্দ্রের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ সকলের নাম লিখিত হইল না। উপবীতীগণের নাম ও ধাম।—

গ্রাম শিরুয়াইল।—১। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস, ২। বিমলাচরণ বিশ্বাস, ৩। রামমোহন বিশ্বাস, ৪। যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, ৫। শ্যামাচরণ বিশ্বাস ৬। মদনমোহন গুহ, ৭। সারদাপ্রসাদ দাস, ৮। গোবিন্দচন্দ্র বসু, ৯। প্রসন্নকুমার দত্ত, ১০। কানাইলাল দত্ত ১১। অনন্তকুমার দেব, ১২। চন্দ্রকান্ত দাস। ১৪। কালীমোহন দাস। গ্রাম নিলখী—১৫। কামিনীমোহন ঘোষরায় ১৬। শরচ্চন্দ্র দাস। ১৭। উপেন্দ্রচন্দ্র দাস। ১৮। ইন্দুভূষণ দাস। ১৯। মাখমলাল দাস। ২০ উষাকান্ত মিত্র। ২১। অনন্তমোহন দেব ২২। অশ্বিনীকুমার সেন। গ্রাম হোসেনপুর। ২৩। মতিলাল গুহ। গ্রাম পাথরাইল। ২৪। প্রতাপচন্দ্র দাস ২৫। ভুবনমোহন বসু। গ্রাম ইশিবপুর ২৬। হেমন্তকুমার চন্দ্র। গ্রাম সরদারমামুদচর। ২৭। তারাপ্রসন্ন দাস। গ্রাম শৈলডুবী ২৮। সুরেশচন্দ্র মিত্র। গ্রাম এওজ—২৯। হরিমোহন দেব ৩০। নির্ম্মলচন্দ্র দেব।

৯। বোগদাদ নগরের পতন।—এসিয়া দেশস্থ মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী এবং খালিফাদিগের পবিত্র আবাসস্থল বোগদাদ নগরী বিগত মার্চ্চ মাসের প্রথমে তুরস্কের শাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া ইংরেজদিগের শাসনে আসিয়াছে। বোগদাদবাসীগণ অর্থাৎ মুসলমান, পার্সি, আরবী, ইহুদী, আরমানী, খ্রীষ্টান ইত্যাদি জাতি বর্ত্তমান সময় হইতে সুখ শান্তি ভোগ করিতে পারিবেন।

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবায় নমঃ

আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম খণ্ড। { আষাঢ়, ১৩২৪ সাল। } ৩য় সংখ্যা।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার আচার, ব্যবহার ও কার্য্য।

বিদ্যোৎসাহী ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ইংরাজ জাতির অপরিসীম অনুকম্পায়, তাঁহাদিগের উদ্ভাবিত পুরাতত্ত্বাদি বিবিধ বিষয়ের সম্যক্ অনুশীলন প্রভাবে, অস্মদ্দেশীয় বিদ্বজ্জনগণের মধ্যে অধিকাংশই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গৌড়াধিপতি মহারাজ আদিশূরের রাজত্বের বহুপূর্ব্বেও পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ হইতে বহুবার বঙ্গদেশে সুপণ্ডিত ও যাজ্ঞিক এবং ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন। আদিশূর স্বয়ং ভারতবর্ষের অপর প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে দুইবার ব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক, নিজকার্য্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। প্রথমবার, ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করিবার কালে, বঙ্গদেশে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব বশতঃ পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই সকল দ্বিজোত্তমের বংশধরগণই বাঙ্গালার বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের এবং তাঁহাদিগের সহিত যে কয়েক জন ক্ষত্রিয় আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বঙ্গের উত্তররাঢ়ী কায়স্থদিগের

আদিপুরুষ। বহুকাল অপুত্রক থাকা হেতু মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে দ্বিতীয়বারে, কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ—এই পঞ্চজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই ব্রহ্মবলসম্পন্ন ও সাধন-নিরত ব্রাহ্মণগণই বঙ্গের বর্ত্তমান রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ, এবং উক্ত ব্রাহ্মণ পঞ্চক সহ যে পঞ্চজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণই বঙ্গদেশের দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ বলিয়া প্রমাণীকৃত। মহারাজ আদিশূরের শেষোক্ত পঞ্চব্রাহ্মণ আমদানী করিবার পরে, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের আমদানী করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে তাহাতেও যখন কুলাইল না, তখন দেশীয় ঘটক ব্রাহ্মণের মেলবন্ধন ও পরে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আচার পদ্ধতির নির্দ্দেশ করেন।

বিগত ১৩২০ সালের, ৬ই চৈত্র শুক্রবারের "প্রবাহিনী" পত্রিকায়, উহার ব্রাহ্মণ সম্পাদক বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল—

"বাঙ্গলায় কখনও—কোন কালে—কোন যুগে—কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণের আদর নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিয়া আদর পাইয়াছেন, তাঁহারা চরিত্রের গুণে, পাণ্ডিত্যের ও সাধনার প্রভাবে সে আদর অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। একটা কিছু অলোক-সামান্য,—একটা কিছু অতি প্রাকৃত, দেখাইতে না পারিলে, খাঁটি বাঙ্গালী, ব্রাহ্মণের কাছে মাথা হেট করেন নাই। শুষ্ক গজারী স্তম্ভে আশীর্ব্বাদের অর্ঘ্য নিক্ষেপ করাতে, তৎক্ষণাৎ সে স্তম্ভ মঞ্জরিত হইয়াছিল। এই অতিপ্রাকৃত ঘটনা দেখিয়া তবে ত বাঙ্গলার লোকে আদিশূর আনীত পাচজন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিমান হইতে পারিয়াছিল।"

"বাঙ্গলায় ন্যায়ের চর্চ্চা অতি মাত্রায় হওয়াতে, বাঙ্গালী কাহারও কোন কথা সহজে হেটমুণ্ডে গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গলায় তাই সকলে স্ব স্ব প্রধান। বাঙ্গলায় প্রত্যেকেই নিজের বুদ্ধির মাপ কাটিতে অপরের কথা মাপিয়া-জুখিয়া তবে গ্রহণ করে। এখানে সম্প্রদায়ের অভাব নাই। একজন একটা হুকুম করিল, আর বাঙ্গলা শুদ্ধ লোক সেই হুকুম অনুসারে কাজ করিল এমন ঘটনা বাঙ্গলাদেশের কোন কালে কোন যুগে ঘটে নাই। বাঙ্গলা দেশকে ভগবান্

শঙ্করাচার্য্যের জগন্নাথের গোবর্দ্ধন মঠের অধীন রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গলা কিন্তু সে অধীনতা স্বীকার করে নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতও বাঙ্গলার সর্ব্বত্র গ্রাহ্য এবং মান্য হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তি-ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত, সকল বাঙ্গালী গ্রাহ্য করে নাই। কত আর দৃষ্টান্ত দেখাইব। বাঙ্গলা ভারতবর্ষের মধ্যে এক অপূর্ব্ব দেশ বাঙ্গালী জাতি অপূর্ব্ব জাতি। এ দেশে রাজশক্তি ও সাধন-শক্তি ছাড়া অন্য কোন শক্তি কেহ মানে নাই। বোধ হয় ভবিষ্যতেও মানিবে না। (ক)

"আদিশূরের সময় যখন পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আমদানী হয় তখন ব্রাহ্মণ,কায়স্থকেই অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় সমাজে স্বীয় প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণকে, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি হইতে বিচ্যুতকরা চলে না,বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ,কায়স্থ বৈদ্যজাতিকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে পারেন না কায়স্থ-বৈদ্যজাতিও বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ সমাজকে পরিহার করিয়া স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই তিনের মধ্যে এই যে একটা অঙ্গাঙ্গীভাবের সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে, বাঙ্গলার অন্য সকল জাতি কেবল সংখ্যার পেষণে, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। এ কথাটা এখন অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ তলাইয়া বুঝেন না। বুঝিবার চেষ্টাও করেন না।

"ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে, ইংরাজী সভ্যতার প্রাবল্যে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পানীয় ভোজ্য দ্রব্যের ব্যবহার, সমাজে সাধারণভাবে চলিয়া গিয়াছে। জীবন সংগ্রামের তীব্রতা হেতু অর্থোপার্জ্জনের আশায় বাঙ্গলার সকল জাতি বৃত্তিভ্রষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণকে জুতার দোকান খুলিতে হইয়াছে,—চাকুরী করিতে

(ক) লেখক মহোদয়ের এই মীমাংসাটী স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা আবশ্যক। বঙ্গদেশে গুণ ও কর্ম্মের আদর আছে, জাতিগত প্রাধান্যের নিকট বঙ্গদেশবাসী কখনও অবনত মস্তক হয় নাই। তাই তাহারা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের তিন পুরুষের জাতিগত ব্রাহ্মণ-তত্ত্ব অতি অযত্নে বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। যিনি ব্রহ্ম-তত্ত্ব না জানিয়া তদনুসারে কার্য্য না করেন, তাঁহাকে বঙ্গদেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিবে না। তর্করত্নের অরণ্যে রোদনে ফল কি?

হইয়াছে—কবিরাজী ও ডাক্তারী করিতে হইয়াছে—হাঁস, মুর্গি, শূকর পুষিয়া ব্যবসা করিতে হইয়াছে—কয়লার ব্যবসা করিতে হইয়াছে—চামড়ার কাজ করিতে হইতেছে—কত আর বলিব। অর্থের জন্ত হেন কর্ম্ম নাই, যাহা ব্রাহ্মণে করে না।"

ব্রাহ্মণজাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই যে বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা হীন হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণ সমাজের নেতা, শাসনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদিগের অবস্থা দিন দিন যেমন হীন হইতেছে, সমাজও সেই সঙ্গে অবনতির পথে চালিত হইতেছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? তাহার লক্ষণ কি? গুণ কি? কার্য্য অর্থাৎ বৃত্তি কি? এক্ষণে সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

ভগবান্ বেদব্যাস শুকদেবকে প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যথা—

ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠং হি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।

(মহাভারত, মোক্ষ ধর্ম্মাধ্যায়, ৬৩। ২২)

যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়াছে, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত হন।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—

বেদমাতা জপেনৈব ব্রাহ্মণো ন হি শৈলজে।

ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

(নীলতন্ত্র নবমত্রিংশৎ পটলোঽধ্যায়।)

হে শৈলসুতে, হে পার্ব্বতী! কেবলমাত্র সন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপের দ্বারাই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় তাহা নহে। যখন মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।

ভগবান্ ব্যাস শুকদেবকে অপর একস্থলে বলিয়াছিলেন,—

সর্ব্বান্ বেদানধীয়ীত শুশ্রূষু ব্র্হ্মচর্য্যবান্।

ঋচো যজূংষি সামানি ন যো বেদ ন বৈ দ্বিজঃ॥

ইষ্টীশ্চ বিবিধাঃ প্রাপ্য ক্রতূং শ্চৈবাপ্ত দক্ষিণান্।

প্রাপ্নো তি নৈব ব্রাহ্মণ্যমবিধানাৎ কথঞ্চন॥

(মহাভারত মোক্ষ ধর্ম্মাধ্যায়, ৭৭। ২, ৪।)

ঋক্, যজু ও সামাদি বেদধ্যয়ন, গুরু শুশ্রূষা এবং ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই যে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায় তাহা নহে। ব্রাহ্মণ্য-লাভের প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না।

ভগবান্ মনু উত্তম ও অধম ভেদে চারিপ্রকার ব্রাহ্মণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে।
তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠাস্তথাপরে॥

(মনু, ৩। ১৩৪)

কতকগুলি ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কতকগুলি তপঃপরায়ণ, কতকগুলি তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন উভয়নিষ্ঠ, এবং অপর কতকগুলি যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মনিষ্ঠ।

মনু এই চতুর্ব্বিধ ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সর্ব্বত্র বর্ণনা করিয়াছেন। অধিক কি; তিনি জ্ঞানকেই ব্রাহ্মণের পরম তপস্যা ও সার্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনং॥

(মনু, ১১। ২৩৬।)

ব্রাহ্মণের পক্ষে জ্ঞানই উৎকৃষ্ট তপস্যা। (খ) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রজাপালন বা দেশরক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। বৈশ্যের পক্ষে কৃষিকর্ম্ম, এবং শূদ্রের পক্ষে দ্বিজাতিগণের সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম তপস্যা জানিবে।

মহাভারতের মোক্ষপর্ব্বাধ্যায়ের ৬৪।১২ শ্লোকে লিখিত আছে,—"জপযজ্ঞা দ্বিজাতয়"—অর্থাৎ জপই ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ।

ভগবান্ ব্যাস ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে—

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।
শীলং স্থিতির্দণ্ডবিধানমার্জ্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥

(মহাভারত মো, ধ, ২। ৩৭)

ব্রাহ্মণের পক্ষে একাকিত্ব, সমতা, সত্য, সচ্চরিত্রতা, অহিংসা, সরলতা,

(খ) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—ইহাই ব্রাহ্মণের চরম জ্ঞান। সম্পাদক।

তপস্বিতা এবং ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিধি (ধন) আর কিছু নাই।

"বজ্রসূচী" নামক গ্রন্থে, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য কর্ত্তৃক "ব্রাহ্মণ কে?" এই বিষয়ের একটী সুন্দর বিচার বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি প্রথমেই কহিয়াছেন—"বজ্রসূচী নামক অজ্ঞান বিনাশক গ্রন্থ বলিতেছি। ইহা অজ্ঞানীদিগের পক্ষে দূষণ এবং জ্ঞানীদিগের পক্ষে ভূষণ স্বরূপ।" পরে তিনি—ব্রাহ্মণ শব্দ কাহাকে বুঝায়? জীবাত্মা কি? অথবা জীবের দেহ কি? অথবা জাতি কি? বর্ণ কি? কিংবা ধর্ম্ম কি পাণ্ডিত্য কি? কর্ম্ম কি? অথবা জ্ঞান কি? এই কয়েকটী বিষয় খণ্ডন করিয়া কহিয়াছেন যে, যদি বল শাস্ত্রবিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ পিতা এবং ব্রাহ্মণী মাতা হইতে যাঁহাদের জন্ম হয় তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে বেদ এবং স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষিকে অব্রাহ্মণ বলিতে হয়। যথা,—ঋষ্যশৃঙ্গ, কৌশিক, বাল্মীকি, মাতঙ্গ, অগস্ত্য, মণ্ডুক্য, অচল, ভরদ্বাজ, ব্যাস ইত্যাদি। যদি বল যে পিতামাতা উভয়েই যদিও ব্রাহ্মণ না হয়, অন্ততঃ পিতা ব্রাহ্মণ হইলেও সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে পারে, তাহাতেও দেখা যায় যে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অনেক ঋষি ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন।

পাঠক মহাশয়—ঋষ্যশৃঙ্গ, অগস্ত্য, মাণ্ডুক্য, ভরদ্বাজ, ও ব্যাসের জন্ম বিবরণ উত্তমরূপে স্মরণ করিবেন। ইহাদের জন্মবৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত।

বর্ণ বিশেষ দ্বারা যে ব্রাহ্মন হয় তাহাও নহে। কারণ ব্রাহ্মন সত্ত্বগুণ প্রযুক্ত মাত্রেরই বর্ণ যে শুক্লবর্ণ হয়, তাহা নহে। ক্ষত্রিয় মাত্রেরই যে (সত্ত্ব ও রজগুণ প্রযুক্ত) রক্তবর্ণ হয় তাহাও নহে। এইরূপে দেখা যায় যে, বৈশ্য মাত্রেরই (যে রজঃ ও তমোগুণ প্রযুক্ত) পীতবর্ণ, আর শূদ্র মাত্রেরই যে (তমোগুণ প্রযুক্ত) কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহাও নহে। কি ইদানীন্তন কালে, কি প্রাচীনকালে, চিরকালই অনেক স্থলেই ইহার বিপরীত দেখা যায়; অতএব বর্ণবিশেষের দ্বারা কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মীমাংসা এই রূপ দেখা যায় যথা—

"করতলামলকমিব পরমাত্মাহং পরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদিষড়্‌শিলো

দয়ার্জ্জবক্ষমাসত্যসন্তোষবিভবো নিরুদ্ধমাৎসর্য্যস্তম্ভসম্মোহো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে।" তথাহি,—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ।
বেদাভ্যাসাত্তবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

যিনি করতলস্থিত আমলকী ফলের ন্যায়, অপরোক্ষরূপে পরমাত্মার সত্ত উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, যিনি সমদমাদি সাধন বিষয়ে সতত যত্নশীল, যিনি দয়া, ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও সন্তোষ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন এবং যিনি মোহ, কাম, মাৎসর্য্য ও দম্ভাদির দমন বিষয়ে যত্নবান,তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ বলা যায়; কারণ, শাস্ত্রে কথিত আছে যে, জন্মকালে সকলেই শূদ্র থাকে ; পরে উপনয়নাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইলে দ্বিজ ; বেদভ্যাস করিলে বিপ্র ;—আর ব্রহ্মকে জানিলে তবে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়। অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অন্যে নহে। সেই ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যূনাধিক্যদ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, আর উক্ত জ্ঞানের একান্ত অভাবদ্বারা শূদ্র হয়।

আজি কালি এই লক্ষণাক্রান্ত ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সংখ্যা কত তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। অনেকেই ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া থাকেন। অনেকের আচার ব্যবহার এতদূর নিকৃষ্ট যে একজন শূদ্রও সেরূপ আচারবিশিষ্ট এরূপ মনে হয় না। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করা মূর্খতার পরিচয় নহে কি? এ সম্বন্ধে ভগবান্ অত্রি কহিতেছেন,—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃপশুরুদাহৃতঃ॥

(অত্রিসংহিতা)

যে ব্রহ্মতত্ত্ব অবজ্ঞত নহে, অথচ যে ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্র ধারণে গর্ব্বিত, সে সেই পাপবশতঃ 'বিপ্রপশু' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মজ্ঞান, ষট্‌কর্ম্মশালিত্ব এবং ব্রহ্মোপাসনাই যে ব্রাহ্মণত্বের প্রধান লক্ষণ তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত বচন প্রমাণ বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কি জ্ঞানবান কি অজ্ঞান, ব্রাহ্মণ মাত্রকেই প্রতি

মুহূর্ত্তে যে (ওঁকার রূপ) প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাই তাঁহাদের সেই উপাস্য পরব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করিতেছে। ব্রাহ্মণদিগের গায়ত্রীমন্ত্র, ব্রাহ্মণদিগের আচমনমন্ত্র, সকলই সেই ব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করে। (গ)

নিরালম্বোপনিষদে লিখিত আছে—মহর্ষি ভরদ্বাজ পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কো ব্রাহ্মণঃ"? ব্রাহ্মণ কে? পিতামহ উত্তর দিয়াছিলেন "ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ।" যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

পাণ্ডবদিগের অরণ্য বাস কালে যখন মহাত্মা ভীম, সর্প কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে, ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্পযোনিপ্রাপ্ত সেই রাজর্ষির প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান দ্বারা ভ্রাতাকে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত করিতে যাইয়া, তাঁহার সহিত এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন। সর্প কহিয়াছিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! তোমার বাক্য দ্বারা তোমারে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব—ব্রাহ্মণ কে? এবং বেদ্যই বা কি?—ইহার উত্তর প্রদান কর।" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন—"যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল

(গ) বঙ্গদেশে সকলেই জানেন যে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ এই ৬টী প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ। এই সকল কার্য্য যে ব্রাহ্মণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না। যে বেদ মহাভারতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহামতি ব্যাসদেব বলিয়াছেন:—

"অনন্তর পাঞ্চাল-রাজ-তনয়-ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে ধনঞ্জয়! যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কার্য্য, কিন্তু দ্রোণ ইহার কিছুই অনুষ্ঠান করিতেন না। অতএব আমি তাঁহাকে সংহার করিয়াছি বলিয়া তুমি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ? তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নীচ কার্য্য পরতন্ত্র অমানুষ অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন, ইত্যাদি।"

(দ্রোণ পর্ব্ব, ১৯৮ অঃ, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত)

বঙ্গদেশে অনেক ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম-ত্যাগে, উকীল, মোক্তার, কবিরাজ ইত্যাদি কার্য্য পরতন্ত্র হইয়াছেন। ইহারা ব্রাহ্মণ পদবাচ্য কি প্রকারে হইবেন?

সম্পাদক।

অনৃশংসা, তপ ও ঘৃণা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ; এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর শোক দুঃখ থাকে না, সেই সুখ দুঃখ বর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বেদ্য।"
(৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত,বনপর্ব্ব,আজগর পর্ব্বাধ্যায় ।১৮০অঃ

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে যত্নবান না হন, এবং যাঁহারা সেই জ্ঞান লাভার্থে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া, অন্যরূপে জীবন অতিবাহিত করেন, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ রূপে উল্লেখ করেন নাই। যথা;—ভগবান ব্যাস কহিয়াছেন,—মূর্খ ব্রাহ্মণ, কাষ্ঠের হস্তী, চর্ম্মের মৃগ, মনুষ্য-বিহীন গ্রাম এবং জলহীন কূপ এই কয়েকটীই সমান।"

(ব্যাসসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়)

মনুও অবিকল এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। (মনু, ২।১৫৬ দ্রষ্টব্য)

মনু আরও বলিয়াছেন যে—"বেদাধ্যয়ন ও বেদ শাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করেন, তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।" (মনু ২।১৬৮)

ভগবান্ ব্যাসদেব বেদ বিষয়ে অজ্ঞ, মূর্খ ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে এতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"বেদপূর্ণমুখং বিপ্রং সুভুক্তমপি ভোজয়েৎ।
ন চ মূর্খং নিরাহারং ষড়্‌রাত্রমুপবাসিনং॥"

(ব্যাস সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।)

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্রাহ্মণের মুখে বেদ শাস্ত্রের কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি যদি উত্তমরূপে ভোজন করিয়া থাকেন, তথাচ তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক আবার খাওয়াইবে। কিন্তু মূর্খ ব্রাহ্মণ যদ্যপি আহার না পাইয়া ছয়রাত্রি উপবাসী থাকে, তথাচ তাহাকে কোন প্রকার আহারীয় দিবে না।

কলির ব্রাহ্মণের কথা আর কত কহিব। তাঁহারা বিষ হারাইয়া এক্ষণে ঢোঁড়া হইয়াছেন। মাথা তুলিবার শক্তি নাই, আছে কেবল ফোঁস্‌ফোঁসানি। প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণাদি সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত আছে, সে রূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আছেন কিনা জানা যায় না। যদি কেহ থাকেন তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, অন্যে নহে। পান ভোজনাদিতে সংসৃষ্ট ও বৈবাহিত সূত্রে আবদ্ধ

হইলেও পতিত বা অনাচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় সংস্কৃষ্ট ব্রাহ্মণেরও গুণ নষ্ট হইয়া যায়। আশা করি ব্রাহ্মণ উপাধিধারী ব্যক্তিগণ এই প্রবন্ধ পাঠে অসন্তুষ্ট হইবেন না। ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের নিত্য সম্বন্ধ। ব্রাহ্মণ পতিত হইলে কায়স্থের ও অপর বর্ণেরও অধোগতি হইবে, কারণ গুরু পুরোহিত প্রভৃতির পদ এক মাত্র ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য। তাঁহারা নিজের ঘর না সামলাইয়া কায়স্থের দোষ গুণ বিচার করিতে বসিয়াছেন ও তাঁহাদিগকে "শূদ্র" বলিয়া অভিহিত করিতেছেন; কিন্তু আপনারা যে দিন দিন শূদ্রেরও অধম হইয়া যাইতেছেন, সে দিকে ত দৃষ্টি নাই! ব্রাহ্মণ মাত্রেই যে ঈর্ষা-পরায়ণ ও কায়স্থের উন্নতি বিদ্বেষী এবং স্বার্থপর, এমন কথা আমরা বলি না। বাহুল্য সংখ্যায় এ প্রস্তাবের উপসংহার করা হইল। আবশ্যক হয়ত ভবিষ্যতে এ বিষয় সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা যাইবে। অদ্য এই পর্য্যন্ত। (ঘ)

"অপ্রিয়স্যাপি পথ্যস্য পরিণামঃ সুখাবহঃ।
বক্তা শ্রোতাচ যত্রাস্তি রমন্তে তত্র সম্পদঃ॥

ওঁ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন।

সীতারাম প্রসঙ্গ।

এই প্রকার আদর্শ জীবনের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে একতা, দয়া, মমতা, ভক্তি, স্বজাতি প্রেম, এবং স্বদেশ হিতৈষিণী প্রভৃতি সদ্‌গুণে মানবহৃদয় স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হয়। আজ আমরা যে মহাত্মার অক্ষয় কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতে

(ঘ) হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড মহাভারত, নানা উপনিষদ ও সংহিতা পুরাণ ও অপরাপর বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ও অভিধানাদি হইতেই এই প্রবন্ধের প্রায় সমুদয় অংশই যত্ন পূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছে। উদ্ধৃত মতামত গুলিন শাস্ত্রের। লেখকের নিজস্ব মন্তব্য প্রায় কিছুই নাই, এই কথা বলিবার জন্যই এই নিম্নস্থ ক্ষুদ্র পাদটীকার অবতারণা

প্রবৃত্ত হইতেছি, ইনি বাঙ্গালার বাঙ্গালীদের ধ্রুব নক্ষত্র এবং বঙ্গ কায়স্থের গৌরব মুকুট। ইঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিতে, প্রাণ পুলকে নৃত্য করিয়া উঠে। তাই আমরা বামনদে অনন্ত আকাশ বিস্তৃত স্বরূপ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার অনন্ত কীর্ত্তি সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা পাইতেছি।

সে আজ অনেক দিনের কথা, সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসরাধিক কাল গত হইল সীতারামের তিরোধানে বাঙ্গালার শেষ আশা ভরসা নির্ম্মূলিত হইয়া গিয়াছে। বীরচূড়ামণি শিবাজী, সত্য-প্রতিজ্ঞ রাণা প্রতাপ, ধর্ম্মবলদৃপ্ত গুরুগোবিন্দ ইঁহারা সকলেই একে একে কালের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের স্থান কতকটা সীতারাম পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতারামের স্থান আর পূর্ণ হইল না। হইবে যে সে আশাও আকাশ-কুসুম।

সীতারাম চলিয়া গিয়াছেন-আছে তাঁহার অনন্ত কীর্ত্তি ও অক্ষয় স্মৃতি। এখনও আমরা রাজা সীতারামের ক্রীড়াভূমি মহম্মদপুর গমন করিলে দেখিতে পাই, জলে স্থলে, অরণ্যে অট্টালিকায়, সর্ব্বস্থানে সীতারাম-স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

সীতারামের সেই উন্নতশীর্ষ গৌরব-দুর্গ এখন কণ্টকী বেতসলতা-তরু-গুল্ম সমাচ্ছন্ন শৃগাল, বরাহ, ব্যাঘ্রের ক্রীড়াভূমি। অন্যান্য অট্টালিকা সমূহের কোনটা ভগ্ন কোনটা অর্দ্ধভগ্ন, কোনটার বা চিহ্নমাত্র অবশেষ রহিয়াছে। দুর্গের সম্মুখস্থ পরিখা স্বল্পতোয়া ও শৈবাল সমাকীর্ণ; তাহার অন্যান্য স্থান পদাঙ্ক মাত্র রাখিয়া] ভূগর্ভে লীন। রামসাগর, সুখসাগর, পদ্মপুকুর, চুনাপুকুর, অন্তঃপুর-পুকুর ও রাজকোষ-পুকুরের চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ, দশভূজা ও কৃষ্ণবলরাম পূজার শঙ্খ, ঘণ্টার বাদ্যধ্বনি এখনও যেন এই সুবিশাল নগরীর ভূতপূর্ব্ব গৌরবের বিষয় মানব হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দেয়, এখনও সামান্য অতিথি-শালা সীতারামের পুণ্য-স্মৃতি বহন করিয়া ম্লানমুখে বর্ত্তমান আছে।

কালের কি বিচিত্র লীলা। যে মহম্মদপুর একদিন ধনে, জনে, আনন্দে, আহ্লাদে, অমরপুরী সদৃশ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল, উচ্চশীর্ষ অসংখ্য সৌধমালা যেখানে সীতারামের বিজয় গৌরব ঘোষণা করিত, যেখানে হয়, গজ, রথ, রথী সীতারামের অতুল প্রতাপের পরিচয় দিত, যাহার পশ্বালয়ে অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহতি, অস্ত্রাগারে অস্ত্রের ঝনৎকার, ভেরীর তূর্য্যধ্বনি, কামানের গর্জ্জন, সৈন্যদলের

তর্জ্জন, মানব হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিত, সেই সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর সেই শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যের রত্নালয়, ও দেশী, বিদেশী, জ্ঞানী, গুণী, ধনীদরিদ্রের, আশ্রয়স্থল মহম্মদপুর আজ নীরব নিস্পন্দ শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্যানী।

রাজা সীতারামের লোক হিতকর কীর্ত্তি অসংখ্য, তন্মধ্যে জল-কীর্ত্তিই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ যোগ্য। এখনও ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, পাবনা, নদীয়া, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে সীতারামের পুষ্করিণী সকল দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে সীতারামের সঙ্গে বাইশ হাজার বেলদার সৈন্ত সর্ব্বদার জন্ত থাকিত। তিনি যখন যে স্থানে যাইতেন সেই স্থানে নূতন পুষ্করিণী খনন করাইয়া স্নান করিতেন।

জলাশয় খননে কেন তাঁহার এত আগ্রহ ছিল তৎসম্বন্ধে দুই একটি গল্প প্রচলিত আছে। প্রথমত—কোন জ্যোতিবিৎ ব্রাহ্মণ গণনা করিয়া বলিয়াছেন, "সীতারাম পূর্ব্ব জন্মে পুণ্ডরীক (পুঁড়ুয়া) ছিলেন ও এক ব্রাহ্মণকে তরমুজ খাইতে দিয়াছিলেন। তরমুজ খাইয়া ব্রাহ্মণ প্রবল পিপাসায় শান্তিলাভ করিলেন এবং সীতারামকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। এই কারণে তাঁহার ইহজন্মে এই অভ্যুদয়।" ২য়—"তাঁহার গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী একটী কুমারীর দ্বারা নখদর্পন করাইয়া বলেন, পূর্ব্ব জন্মে জলদানই সীতারামের এই উন্নতির মূল।" ৩য়—"মৃত্তিকায় ধন সীতারামকে ডাকিত, তিনি সেই সব ধন দ্বারা জলাশয় খনন করাইতেন।" ৪র্থ—"একদিন সীতারাম স্বপ্ন দেখিলেন, এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাহাকে বলিতেছেন যদি জলের মত রাজ্য বৃদ্ধি করিতে চাও, তবে জলকীর্ত্তি কর।"

এই সকল প্রবাদের মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে বহু ব্যবধান প্রযুক্ত এবং বিভিন্নরুচি-মানবের হাতে প্রকৃত ঘটনায় যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

এখন মহম্মদপুরে যে সব জলাশয় বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে রামসাগরের জলই পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যহ শত শত লোকে সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিয়া থাকে। বিশেষ কোন যোগ বা পর্ব্ব উপলক্ষে এখানে বহু যাত্রী সমবেত হইয়া স্নান দানাদি করিয়া থাকেন। ইহার দৈর্ঘ ১৬৫৫ হাত, প্রস্থ ৬২৫ হাত; এখনও গ্রীষ্মকালে এখানে ১২।১৪ হাত জল থাকে; যশোহর

জিলায় ইহার মত বিস্তৃত জলাশয় আর নাই। মৎস্যের জন্য প্রতি বৎসর ধীবরগণ রাজ সরকারে ৩৫০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত কর দিয়া থাকে।

এই দীর্ঘিকা খনন সম্বন্ধে এইরূপ একটি কিম্বদন্তী আছে—"এক বিধবার অলাবু তলায় প্রোথিত ধনের সন্ধান পাইয়া সীতারাম সেই স্থান ক্রয় করেন এবং উক্ত অর্থ উত্তোলন পূর্ব্বক তাহা সেনাপতি মেনাহাতীর হস্তে প্রদান করেন এই অর্থদ্বারা মেনাহাতী বা রামরূপ ইচ্ছা পূর্ব্বক জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। রামরূপের নামানুসারে উক্ত জলাশয়ের নাম রামসাগর হইয়াছিল।"

এই দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, নানা স্থানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ সমাগত হইয়াছেন, গুরুপুরোহিত সমবেত হইয়া সীতারাম প্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল "তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" অশৌচের কথা শ্রবণ করিয়া সেদিন আর দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা হইল না। রাজা তখন ম্লান মুখে বলিলেন—"এই পুত্র বড় মন্দভাগা। এই পুত্র হইতে আমার সৎকার্য্যে বাধা পড়িল, এই হইতেই আমার রাজত্ব লোপ হইবে।" বাস্তবিকই এই পুত্র জন্মগ্রহণের পর হইতে সীতারামের রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

সীতারামের "রাজকোষ পুকুর" নামে আর একটী পুকুর ছিল। তাহাতে গোপনে ধন রত্নাদি রক্ষিত হইত। ইহার চতুর্দ্দিক ও তলদেশ ইষ্টক দ্বারা বান্ধান ছিল। অদ্যাবধি নাকি কেহ কেহ এই পুষ্করিণীতে ধন পাইয়া থাকে।

নড়াইলের জনৈক জমিদার অর্থানুসন্ধান নিমিত্ত দুই তিনবার রাজকোষ পুকুরের জল সেচন করাইবার চেষ্টা করাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সফলকাম হইতে পারেন নাই। কথিত আছে, সীতারামের পুত্র শ্যামসুন্দর পিতার মৃত্যুর পর নিতান্ত অভাবগ্রস্ত হইয়া কিছু ধনের জন্য দেবতার নিকট আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবতা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে দেখান—"তুমি রাজকোষ পুকুরের নিকট গমন করিলে যে সব দ্রব্য দেখিতে পাইবে, তাহার যে দ্রব্য প্রথম স্পর্শ করিবে তাহাই তোমার হইবে।" পরদিন প্রাতঃকালে তিনি নিতান্ত আশা প্রণোদিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পুষ্করিণীর তটে গমন করিলে স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ একটী পিতলের কলসী একখানি স্বর্ণথালা তাঁহার নিকটবর্ত্তী

হইল। দুর্ভাগ্য যাহার চির সহচর, তাহার ভাগ্যে সুখ কোথায়? শ্যামসুন্দর অগ্রে থালাখানি স্পর্শ করিলেন কাজেই তিনি একমাত্র থালার অধিকারী হইলেন স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস চলিয়া গেল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে নলদী পরগণার নায়েবের পাচক ব্রাহ্মণ এক বাক্স স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হয়; তাহার এক একটি মুদ্রা কুড়ী টাকা করিয়া বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৬১ খ্রীঃ একটি বালক এক ঘটি টাকা পাইয়াছিল। আর একবার দীনবন্ধু মুন্সী নামক এক ব্যক্তি তেঁতুলের বীজের ন্যায় এক ঘটী স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিল। ১৯০৬ খ্রীঃ সীতারাম উৎসবের সময়ে জঙ্গল কাটিতে যাইয়া এক মুচি এক ঘটি টাকা পায়। অনেকের বিশ্বাস এখনও যথেষ্ট ধনরত্ন অলক্ষিতাবস্থায় আছে।

হরেকৃষ্ণপুরের "কৃষ্ণসাগর" এখনও সুপেয় অক্ষয় জলভাণ্ডার। উহার দৈর্ঘ্য ৮৭৫ হাত, প্রস্থ ৩৫০ হাত। ইহার জলকরেও প্রতি বৎসর ৩০০৲ টাকা হইতে ৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত আদায় হয়।

পত্নী নাম্নী সীতারামের পিতামহীর স্মরণার্থ একটী পুষ্করিণী খনন করা হয়, তাহার নাম পদ্মপুকুর। উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। যে স্থানে রাজার দুর্গ ছিল, তাহার দক্ষিণ দিকের গড়ে এখনও অপর্য্যাপ্ত মৎস্য থাকে ইহার দৈর্ঘ্য এক মাইলের অধিক, প্রস্থ ২০০ হাতের অধিক, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী কর্তৃক একবার এই গড়ের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল। ইহার জলকরে বার্ষিক ৪০০৲ টাকা হইতে ৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও দেবোত্তর ভূমি সম্পত্তি দান সীতারামের অন্যতম কীর্ত্তি। তাঁহার সময়ে এক মহম্মদপুরে ৭০ শত দুর্গোৎসব, ২০০ শত কালীপূজা এবং ২২১ টী বাড়ীতে দোল ৫৭টী বাড়ীতে ঝুলন, ৫৫টি বাড়ীতে জন্মাষ্টমী, ৬৩টি বাড়ীতে রাসযাত্রা মহা সমারোহে সম্পন্ন হইত।

সীতারামের বাড়ীতে এখনও যথারীতি লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য প্রত্যহ অতিথি ভোজ দেওয়ার নিয়ম আছে, ঠাকুর সেবার জন্য মধ্যাহ্নে অন্ন-ব্যঞ্জন ও রাত্রিতে রুটী-দুগ্ধ-দধি প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে।

লক্ষ্মী নারায়ণ গৃহের পার্শ্বে দশভুজার চতুষ্কোণ মন্দির অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। দশভুজার নির্ম্মান সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে—"ভবানীপ্রসাদ কর্ম্মকারের পুত্র, রাজমহিষী কমলার জন্য একছড়া স্বর্ণহার প্রস্তুত করিয়া দেয়,

রাজা উক্ত হার দেখিয়া কর্ম্মকার-পুত্রকে বহু প্রসংসা করেন। পুত্রের প্রশংসা-বাদ শ্রবণ করিয়া ভবানীপ্রসাদ বলিল, ছোঁড়া গড়িতে শিখিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যবসায় শিক্ষা করিতে পারে নাই। রাজা বলিলেন সে কিরূপ? ভবানীপ্রসাদ উত্তর করিল—'এখনও চুরি শিখে নাই।' রাজা বলিলেন চুরি কিছু শিখেছে বই কি? যে এমন সুন্দর গড়তে পারে, সে কি চুরি করতে পারে না?' ভবানীপ্রসাদ উত্তর করিল 'চুরি শিখেছে—মাত্র টাকায় আট আনা।' রাজা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার পুত্র টাকায় আট আনা চুরি শিখেছে তাতে তুমি সুখী নও? অচ্ছা— তুমি টাকায় কত চুরি করতে পার?' কর্ম্মকার উত্তর করিল মহারাজ আমি টাকায় ষোল আনা চুরি করতে পারি। তখন রাজা স্বীয় পেস্কার ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে কর্ম্মকারকে দশভুজা মূর্ত্তি নির্ম্মান করিতে আদেশ দেন এবং পেস্কারকে বিশেষ সতর্ক হইয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে বলেন। ভবানীপ্রসাদ কর্ম্মকার দুইখানি দশভুজা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল—একখানি স্বর্ণময়ী, অন্য খানি অষ্টধাতু নির্ম্মিতা। নির্ম্মান এত নিপুণতার সহিত হইল যে, অষ্টধাতুর দশভুজাকেই সকলে স্বর্ণময়ী দশভুজা বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। মহা সমারোহের সহিত উক্ত দশভুজা প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। প্রতিষ্ঠার পরদিন কর্ম্মকার রাজ সমীপে যথাযথ ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল—'স্বর্ণময়ী দশভুজা আমার গৃহে আছেন অষ্টধাতু নির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।' তখন গুণগ্রাহী রাজা কর্ম্মকারের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্ণ নির্ম্মিতা দশভুজা তাহাকে পুরস্কার দিলেন। এই দশভুজা পেস্কার ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ক্রয় করিয়া মলীয়া গ্রামে স্থাপন করেন। সেই দশভুজা অদ্যাবধি মলীয়া গ্রামে পূজিত হইতেছেন; মহম্মদপুরেও অষ্টধাতু নির্ম্মিতা দশভুজা পূজা পাইতেছেন।"

কানাইপুরের কৃষ্ণ-বলরাম বিগ্রহ এখনও জাগ্রত দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন। রাজা কোন গ্রাম বিশেষকে শ্রীকৃষ্ণনিকেতন বৃন্দাবন কল্পনা করিয়া তথায় কৃষ্ণ-বলরাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম রাখিয়াছিলেন কানাইপুর। কানাইপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ গোকুলপুর গোপালপুর, হরেকৃষ্ণপুর নামে খ্যাত।

উক্ত কৃষ্ণ-বলরাম ভবন, প্রাচীন শিল্প নৈপুণ্যের অদ্ভুত পরাকাষ্ঠা। এ

জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও বিলাসিতার উন্নতযুগাপেক্ষা সে সময় যে কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যে কোনরূপ অপকৃষ্ট ছিল না, এই অট্টালিকা তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার ছাদ খিলান করা ছিল; ছাদের মধ্যস্থলে একটী উচ্চ ধ্বজ ও তাহার চারি পার্শ্বে চারিটি ক্ষুদ্র চূড়া সুকৌশলে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, কালের নিষ্পেষণে দুইটী চূড়া এখন ভগ্ন দশায় নিপতিত, এই মন্দিরের দ্বার ও গবাক্ষ চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত, তাহাতে কৃষ্ণ-বলরাম এবং রাধা মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছেন। এই বিগ্রহের পূজা উৎসবাদি এখনও নাটরের বড় তরপের রাজার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইতেছে।

সীতারাম তাঁহার রাজ্য মধ্যস্থ সকল দেবালয়ের দেবসেবার জন্য প্রচুর পরিমাণ ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর ক্রিয়াকল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ ছিল। মহম্মদপুর অঞ্চল নিবাসী লোকের বিশ্বাস রাজা সীতারাম যে সব দেব দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এখনও জাগ্রত আছেন।

হিন্দু দেব দেবী প্রতিষ্ঠা ভিন্ন সীতারাম মুসলমানদিগের মস্‌জিদ ও মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত উৎসবাদি জন্যও যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। দুই একটী মস্‌জিদও তাঁহার নির্ম্মিত বলিয়া পরিচিত আছে। অনেক পাঠানদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম রক্ষার্থে তিনি কিছু কিছু লাখেরাজও দিয়া গিয়াছেন। উদারচেতা সমদর্শী রাজা সীতারাম ক্ষত্রিয়, পাঠান ও দেশীয় সৈনিকগণ সমবেত করিয়া অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যুদ্ধশিক্ষা দিয়াছেন ও তাহাদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন।

অনেকেই বলেন, চন্দনাতীরে মাধবপুর, বেলেকান্দী, জামালপুর, চিত্রাতীরে দুনাগাতী ও ধলগ্রাম, নবগঙ্গা তীরে বিনোদপুর, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগাড়া ও ভৈরবতীরে ফুলতলা, বসুন্দিয়া এবং নওয়াপাড়া দৌলতপুর, খুলনা, বাগেরহাট, ধমগ্রাম, ঘোরাইলমারী, সৈদপুর, চাঁদপুর, মাদারীপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাজার ও বন্দর সীতারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সীতারামের সময়ে রাস্তাকে জাঙ্গাল বলিত। বর্ত্তমানে অনেক জাঙ্গাল রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। এখনও মধুমতীর জাঙ্গাল—দৌলতপুর হইতে ডুমরিয়া এবং কাওয়ালিপাড়ার জাঙ্গাল বাগেরহাট হইতে বনগ্রাম হইয়া বরিশাল পর্য্যন্ত অবস্থিত রহিয়াছে। সীতারাম বাঙ্গালা, সংস্কৃত, আরবী, পারসী ভাষা জানিতেন। তাঁহার সভাতে অনেক

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পণ্ডিতগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শাস্ত্রালাপ করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার সময়ে মহম্মদপুরে ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য বাইশটী চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁহার সময়ে এদেশের পণ্ডিতগণ জ্ঞানানুশীলনে এতদূর উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন যে, নিমন্ত্রণ বিদায়ে তাঁহারা বঙ্গদেশীয় সংস্কৃত শিক্ষার রাজধানী নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ অপেক্ষা একটাকা মাত্র কম পাইতেন। একটাকা কম পাইবার কারণ শিক্ষা হীনতায় নহে, নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণের সম্মান রক্ষার্থে। এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য মহম্মদপুরেই পাঁচটী কবিরাজি চতুষ্পাঠী ছিল। এক সময়ে জনৈক অধ্যাপকের স্ত্রীর পিতার পীড়ার চিকিৎসার্থে মহারাজ সীতারাম ৮২ জন অভিজ্ঞ কবিরাজ একত্র করিয়াছিলেন।

বালকদিগের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সীতারামের বিস্তৃত রাজ্যের মধ্যে বহু সংখ্যক পাঠশালা ছিল। উহার শিক্ষকগণ অধিকাংশই কায়স্থ ছিলেন।

ফলতঃ, উচ্চ শ্রেণীস্থ প্রজাগণের সহিত নিম্ন শ্রেণীর লোকার একতায় দেশে কিরূপ বল সঞ্চার হয়, শত্রুপক্ষ কিরূপে বিধ্বস্ত হয়, মগ, পর্ত্তুগীজ, ও আসামী দস্যুদিগকে দমন করিয়া তিনি তাহা আমাদিগকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। একতা বলে সীতারাম সামান্য একজন তালুকদারের পুত্র হইতে এক বিস্তৃত স্বাধীন রাজ্যের রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন। যদি বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার উন্নতি পথের কণ্টকরূপে না দাঁড়াইত, যদি বঙ্গের জমিদারগণ স্বার্থান্ধে মুগ্ধ হইয়া স্ব স্ব অঙ্গীকার বিস্মৃত না হইতেন, যদি নবাব সৈন্য অধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর না হইত; তবে সীতারামের বংশধরগণ আজও বঙ্গে স্বাধীন নরপতিরূপে কায়স্থ গৌরব ঘোষণা করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু
ফুলহরা।

কাঁচ্‌ড়াপাড়ার রাজবংশীয় কায়স্থ নিবন্ধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের ২য় প্রবন্ধ)

শ্রীমান্ বর্দ্ধিষ্ণো সন্ন্যাসীর আদেশ মত কার্য্য করিবেন স্বীকার করিয়া উভয় গুরু-শিষ্য গঙ্গাস্নান করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহার কর্ণমূলে মুগমন্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহাকে শক্তি মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন; শক্তি উপাসনার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং যোগের নিয়মাদি বলিয়া দিলেন। বালক মন্ত্র গ্রহণান্তর সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে অগ্রে লইয়া জঙ্গল অভ্যন্তরে একটী পর্ণকুটীর ছিল তথায় উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন।

তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সংযোগিত রবি মণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে জগজ্জননীর প্রতি ভক্তিগদগদকণ্ঠে উপাসনা করিলেন। [illegible] সেই দিবস উভয়ে নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উপস্থিত হইলে সমস্ত [illegible] সন্ন্যাসী পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া হোমার্থে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। অনন্তর [illegible] সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং গুরুদেব সেই শবটীকে আনয়ন করতঃ [illegible] মন্ত্রের দ্বারা সংশোধন করাইয়া শবোপরি তাঁহাকে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র নির্ভীক সাধক শবোপরি আসন করিয়া সমস্ত রাত্রি গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে সাধকের জপ সম্পূর্ণ হইলে দেবীর কৃপায় তিনি তাঁহাকে দর্শন দেন। দেবী বলিলেন বৎস! তোমার যথাবাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর। সাধক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন মাতঃ! আমি আপনাকে চাই, আপনার শ্রীচরণে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে এই মাত্র আমার প্রার্থনা। দেবী বলিলেন বৎস! অপূর্ণ বিষয় বাসনায় গৃহত্যাগ করিয়াছ, আগে বিষয় ভোগ কর পরে আমাকে লাভ করিবে। তখন সাধক বলিলেন মাতঃ! আমার প্রতি আপনার যেরূপ অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি আমার বংশাবলীর প্রতি যেন সেইরূপ থাকে।

ভগবান-সাধকের কর্ণে দৈববাণী হইল। "তোমার বংশাবলীর সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত আমার সম্পূর্ণ কৃপা থাকিবে, তাহার পর তোমার বংশের অষ্টম পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া দশম পুরুষ পর্য্যন্ত আমার কৃপার কিঞ্চিৎ লাঘব হইলেও একাদশ পুরুষে আমার ভক্ত জন্মিলে পুনর্ব্বার আমার কৃপাবৃদ্ধি হইবে। এই সময় [illegible] করিয়া ভগবানকে [illegible] করিলেন [illegible] পূর্ব্ব [illegible] হইতে [illegible] [illegible] কৃষ্ণ [illegible] করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জ্বালামুখী [illegible] [illegible] [illegible] জ্বালামুখী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রত্যাগমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকুমার [illegible] রায়,
[illegible], মুর্শিদাবাদ।

(ক) জ্বালামুখী হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী তীর্থস্থান বিশেষ। এই স্থানের দেবীর নাম অম্বিকা দেবী। পুরাণে লিখিত আছে, দক্ষযজ্ঞে মহাদেব উন্মত্ত প্রায় হইয়া সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে ধারণ করতঃ ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সতীর জিহ্বা এইখানে পতিত হইয়াছিল। এই স্থানস্থ একটী গহ্বর হইতে বায়ু সংযোগে অনবরত প্রজ্বলমান এক প্রকার বাষ্প সর্ব্বদা নির্গত হইতেছে বলিয়া ইহার নাম জ্বালামুখী হইয়াছে। সম্পাদক।

অদ্ভুত ঘটনা।

(১)

রাজার মান হানীর অদ্ভুত দণ্ড।

—:(•):—

ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সুবিখ্যাত ওয়েলস্ প্রদেশের অধিবাসিগণ ৮৪২ খ্রীষ্টাব্দেও স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার সম্যক অবগত ছিলেন। তৎকালে উক্ত প্রদেশের অধীশ্বর স্বদেশের শান্তি রক্ষার নিমিত্ত, নানা প্রকার নূতন আইন প্রচলিত করণান্তর, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিবিধ মুদ্রা প্রচলিত করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে তথাকার রাজনিয়ম, রাজশাসন ও দণ্ডপ্রণালী বড়ই অদ্ভুত ছিল। ওয়েলস্ অঞ্চলের অধিবাসিগণ সে সময়ে অর্থশালী ছিলেন না। সেই প্রাচীন যুগে, কোন ব্যক্তি তদনীন্তন এবারফ্রোর (Aberfrow) প্রদেশের রাজার সম্ভ্রম হানিকর কোনরূপ কার্য্য করিলে, অথবা করিবার প্রয়াস পাইলেও, সেই অপরাধীর জরিমানা স্বরূপ, রাজাকে কয়েকটা গাভী, রৌপ্য নির্ম্মিত একটী দণ্ড, অধীশ্বর এক নিশ্বাসে যত পরিমাণ মদিরা পান করিতে সমর্থ হন, সেই পরিমাণ মদিরা ধারণ করে, এরূপ একটী রৌপ্য নির্ম্মিত বাটি, রাজার মুখের মাপ অনুযায়ী লম্বা ও প্রস্থ এই প্রকার একটী রৌপ্য নির্ম্মিত ঐ পেয়ালার আবরণ প্রদান করিতে হইত। রৌপ্য নির্ম্মিত এই দুই পদার্থ নিতান্ত পাতলা হইলে চলিত না। ন্যূন কল্পে রাজহংসের ডিম্বের খোলার কিংবা হলকর্ষণকারি কৃষকের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখের ন্যায় পুরু পাতের রৌপ্য দ্বারা উহাদের প্রস্তুত করিতে হইত। তদপেক্ষা পাতলা হইতে গ্রাহ্য হইত না।

(২)

অসাধারণ তুষার পাত।

—:(•):—

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এক দিবস ইংলণ্ডে অসাধারণ তুষারপাত ও তজ্জনিত শীতের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, সে প্রকার ঘটনা তদবধি

আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। ঘটনার দিবস প্রভাত কাল হইতেই, মুষলধারে বারিপাত হইতেছিল। তৎপরে, সহসা ভয়ঙ্কর কুজ্ঝটিকার আবির্ভাবে দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাহার পরেই এরূপ অসাধারণ নীহারপাত হইতে আরম্ভ হয় যে, তাহাতে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরের পথিকগণের ছাতা এবং টুপির উপরিভাগে বরফ জমিয়া যায়। বরফ মণ্ডিত হওয়াতে, ছত্রগুলিন অসম্ভব ভারী হইয়াছিল। ছাতাগুলিকে বন্ধ করিতে পারা যায় নাই। বরফের ভারে ছত্রগুলির শিক্ ও দণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। টুপিগুলিকে বরফের টুপি বলিয়া বোধ হইয়াছিল। গগন বিহারী বিহঙ্গমগণের পক্ষের উপর বরফ জমিয়া যাওয়াতে, তাহারা উড়িতে অসমর্থ হইয়া যথায় তথায় নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে পতিত, বরফ মণ্ডিত, অর্দ্ধমৃত, নিরীহ বিহগগণকে দয়ার্দ্রচিত্তে অনেকেই কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের একটিরও জীবন রক্ষা করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই।

(৩)

আশ্চর্য্য ঘটী যন্ত্র।

—(০)ঃ—

ফরাসি দেশের অনেক সুবিখ্যাত ইতিহাস * বেত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, এসিয়া মহাদেশের অন্তর্গত তুরস্কের প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর বোগদাদে

---

* প্রাচীনকালের আর্য্যগণ ইতিহাসের লক্ষণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অভিমত তাহা হইতে বিস্তর প্রভেদ। মহাভারতের মতে,—যে গ্রন্থে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এবং মোক্ষের উপদেশ ও পুরাবৃত্তের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহাই যথার্থ ইতিহাস। বিষ্ণুপুরাণের সুবিখ্যাত টীকাকার শ্রীধর স্বামীর মতে,—ঋষিপ্রোক্তাদি নানাবিধ আখ্যান, বেদ ও ঋষিচরিত, এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্ম্মকর্ম্মাদি যাহাতে থাকে, তাহাই ইতিহাস। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে,—জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনাবলির বর্ণনাদ্বারা সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি করাই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর্য্যজাতির ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কীর্ণ নহে। উহা হইতে ধর্ম্মাদি বহুবিধ আনুষঙ্গিক ব্যাপারের রহস্য জানিতে পারা যায়। লেখক।

বিশ্ববিশ্রুত নরপতি মহামতি খালিফ হারুণ-আল্-রসিদ ৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে, ফরাসি দেশের অধিনায়ক নরবর সার্লেমানকে একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘড়ী উপহার স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই ঘড়ীর অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার ও [illegible] অক্ষরগুলি ঘড়ী-পরিচালন সূত্র রূপ সুন্দরভাবে ও সুকৌশলে সংযুক্ত ছিল যে, ঘড়ীর মধ্যবর্ত্তী একটি নালের অভ্যন্তরস্থ বারি প্রবাহে উক্ত কল গুলি সহজেই পরিচালিত হইত। ঘড়ীর নলের উপরিভাগ হইতে বিন্দু বিন্দু বারি ধীরে ধীরে যেরূপ নিম্নভাগে পতিত, সেই বারি পাতের সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির যাবতীয় ঘর যথা নিয়মে পরিচালিত হইত। [illegible] একঘণ্টা কাল পূর্ণ হইলেই অমনি [illegible] পরিবর্ত্তিত হইয়া, নিম্নদেশ হইতে পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধদেশে উঠিত। একঘণ্টা [illegible] অতীত হইলে, সেই বারি পুনরায় ধীরে ধীরে নিম্নে নামিত, এই উপায়েই ঘড়ীর কাঁটা এমন সুনিয়মে চলিত যে, কখনও তাহার সময় নির্দেশে ব্যতিক্রম ঘটিত না। তাৎকালিক [illegible] পণ্ডিত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বৈজ্ঞানিক [illegible] ঘড়ীর [illegible] নির্ণয় ও উদ্ভাবন [illegible] বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন। ঘড়ীটির সম্মুখে [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার [illegible] দ্বাদশ ঘণ্টার ([illegible]) [illegible] এক ঘণ্টা পূর্ণ হইলে, ঘড়ীর [illegible] ঘণ্টাটি যখন বাজিত [illegible] ঘড়ীর [illegible] ঠিক সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে, [illegible] ক্ষুদ্র দ্বার [illegible] ঘড়ীর অভ্যন্তর ভাগ হইতে, [illegible] নির্ম্মিত [illegible] (Balls) বাহির হইয়া, ঘড়ীর উপর অবস্থিত ঘণ্টায় (Bell) আঘাত করিত। একটা বাজিবার সময় একটা, দুইটা বাজিবার সময় দুইটা এইরূপ [illegible] ১২টা গুলী বাহির হইয়া ঘণ্টায় আঘাত করিত যে সময়ে যত ঘণ্টা বাজিবার কথা, সেই সময়ে, ঠিক ততবারই ঘণ্টার শব্দ হইত; কখনও ইহার ব্যতিক্রম হইত না। দিবা বা রাত্রি ভাগে, ১২টা না বাজা পর্য্যন্ত, ঘড়ীর [illegible] দ্বারগুলি মুক্ত থাকিত। কেবল মাত্র ১২টার ঘরের দ্বারটি বন্ধ হইয়া থাকিত, এবং যে কোন ঘণ্টা বাজিবার সময়, ঐ দ্বাদশ ঘরের দ্বারটি খুলিয়া যাইত; এবং ঘণ্টা বাজা শেষ হইলে উক্ত দ্বার বন্ধ হইয়া যাইত। দিবা বা নিশার যে সময়ে ১২টা বাজিবার সময় উপস্থিত হইত,

ঠিক সেই নির্দিষ্ট মুহূর্ত্তে, ধাতু নির্ম্মিত একটি পুত্তলিকা অশ্বারোহী সৈনিকের বেশে ঘড়ীর সম্মুখস্থ বহির্ভাগের ছোটর উপর আবির্ভূত হইয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সৈনিকের অস্ত্রক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইত।

এইরূপ আর একটি অদ্ভুত ঘড়ির বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

(৬)

অদ্ভুত ঘড়ী।

ইউরোপ খণ্ডের অন্তর্গত সুইজারল্যাণ্ড দেশ নিবাসী ড্রজ নামধারী জনৈক যন্ত্রশিল্পী, বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এরূপ একটি অদ্ভুত ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা মানবের অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়ের উদ্রেক হইত। উক্ত ঘড়ীটি, ধাতু নির্ম্মিত একটি কাফ্রি, একটি মেষপালক, এবং একটি কুকুর, এই তিনটি পদার্থ দ্বারা পরিশোভিত হইত। একটী ঘণ্টা পূর্ণ হইলেই ঘড়ীটি বাজিয়া উঠিত। যে সময়ে ঘড়ী বাজিবার আরম্ভ, ঘড়ী বাজিয়া গেলে পর, উহার অভ্যন্তরস্থ মেষপালক সজীব হইয়া, সুমধুর স্বরে, তাহার হস্তস্থিত বংশী দ্বারা গান বাজাইত। সেই সময়ে পূর্ব্বকথিত কুকুরটি আসিয়া ধাতুনির্ম্মিত মেষপালকের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিত। এই আশ্চর্য্য ঘড়ীটি স্পেন রাজ্যের অধীশ্বরকে উপহার প্রদত্ত হইলে, তিনি উহার অদ্ভুত নির্ম্মাণ কৌশল দর্শনে, নির্ম্মাণ কর্ত্তার অশেষ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন; কথিত ঐ ঘড়ীর নির্ম্মাণকর্ত্তা, শিল্পী শিরোমণি ড্রজের অনুরোধে, নরপতি, ঐ ঘটিকাস্থিত মেষপালকরূপী পুত্তলিকার চুবড়ী হইতে ধাতুনির্ম্মিত একটি অতি সুন্দর আপেলফল উঠাইয়া লওয়ায়, তৎক্ষণাৎ ঘড়ীর কৃত্রিম সারমেয়টি উঠিয়া, এরূপ সুস্পষ্টভাবে উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিয়াছিল যে, পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠস্থিত, রাজপালিত কয়েকটি কুকুর, ঐ কৃত্রিম সারমেয়ের রবে চমকিত হইয়া, প্রকৃত কুকুর রব জ্ঞানে, উচ্চরোলে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উক্ত ঘড়ীর মধ্যবর্ত্তী একটি যন্ত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ পূর্ব্বক, কাফ্রিমূর্ত্তির পুত্তলিকাটিকে—"কত বাজিয়াছে" জিজ্ঞাসা করিলে উহা মনুষ্যের মত সুস্পষ্টস্বরে, ফরাসি ভাষায় যথার্থ উত্তর প্রদান করিত। কখনও উহার উত্তর মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই।

(৫)

অদ্ভুত ধারণা।

—:(•):—

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ফেয়ারলপ্ বাজার (fairlopfair) স্থাপনকর্ত্তা মহামতি ডে সাহেবকে লোকে 'মাথা পাগ্‌লা" বলিয়া জানিত। সেই উচ্চ বংশোদ্ভব ধনশালী ব্যক্তির সুসজ্জিত বিশাল নিকেতনের সর্ব্বপ্রধানা তত্ত্বাবধান-কারিণী, তাহার প্রভুর সেই ভবনেই, একটী প্রকোষ্ঠে, ত্রিশ বৎসর কাল বাস করিয়াছিল। এই তত্ত্বাবধায়িকাও, তাহার প্রভুর ন্যায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাত-রোগগ্রস্তা ছিল। সকলেই এই দুই জনকে "বিকৃত মস্তিষ্ক নরনারী" বলিয়া জানিত মস্তিষ্কের বিকার বশতঃই, উভয়েরই অত্যন্ত কুসংস্কার ছিল। উহাদের মধ্যে এক অন্যকে 'বাতুল জ্ঞান করিত। প্রভু ভাবিতেন তাঁহার গৃহের তত্ত্বাবধানকারিণী প্রধান পরিচারিকার মস্তকে সয়তান প্রবেশ করিয়া আছে; এবং পরিচারিকাও তাহার আপন জ্ঞানে বুঝিত যে; তাহার প্রভুর মস্তিষ্ক বিকৃত ভাবাপন্ন; তখন দুইজনারই ধারণা বা বিশ্বাস বড়ই অদ্ভুত রকমের ছিল। এই তত্ত্বাবধায়িকার তিনটি বস্তুতে আন্তরিক আসক্তি ছিল। প্রথমটী তাহার বিবাহের অঙ্গুরী ;—দ্বিতীয়টী—বিবাহের পরিচ্ছদ, এবং তৃতীয় বস্তুটী চা, সে তাহার শুভ বিবাহের অঙ্গুরী ও পরিচ্ছদ এবং চার প্রতি বাস্তবিকই অনুরাগিনী ছিল। ঐ তিনটি বস্তুকে সে সর্ব্বদাই কাছে রাখিত।

পরিচারিকার প্রভু মিঃ ডে সাহেবের ও সম্পূর্ণ ধারণা ছিল যে, উপরিউক্ত তিনটী সামগ্রীর পরিচারিকার সঙ্গে সর্ব্বদা না থাকিলে সে কোন না কোন সময়ে তজ্জন্য অনর্থ ঘটাইবে। এই তত্ত্বাবধায়িকা রমণীর মৃত্যু হইলে তাহার বিকৃত মস্তিষ্ক মনিবের আদেশে সেবিকার শবদেহকে পূর্ব্ব কথিত বিবাহের অঙ্গুরী ও পোষাক পরাইয়া এবং উঁহার দুইহস্তে দুই পাউণ্ড উৎকৃষ্ট চা দিয়া, কবরস্থ করা হইয়াছিল। প্রভুর সম্পূর্ণ ধারণাছিল যে, উক্ত বস্তুগুলিন না দিয়া পরিচারিকার শব দেহ কবরস্থ করিলে, সে নিশ্চয়ই পুনর্জ্জীবিতা হইয়া ঐ সকল দ্রব্য পাইবার জন্য মহা হাঙ্গামা ও তাহার প্রভুর ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিবে বলা বাহুল্য প্রভুর আদেশ সর্ব্বতোভাবেই প্রতি-পালিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন।

অকিঞ্চনের নিবেদন।

(প্রচার)

আজ প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা চিরসুপ্ত কায়স্থ জাতিকে মহাজাগরণের সুবর্ণপথে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। এজন্য কায়স্থ পত্রিকা ও 'আর্য্য-কায়স্থপ্রতিভা' নিয়ত উচ্চ কণ্ঠে কত চীৎকার করিতেছেন। কত চিন্তাশীল সুলেখক কত প্রবন্ধ ও পুস্তক পুস্তিকা সমূহ রচনা করিয়া, কত বক্তা উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা প্রদান করিয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত একান্ত প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের সাধুকার্য্যের সফলতা বিফলতার হিসাব নিকাসের এ সময় নহে। তথাপি বহু স্থলে শুনা যায় যে অধুনা কায়স্থের জাতীয় আন্দোলনের সফলতা অপেক্ষা বিফলতার প্রভাবই অধিক প্রবল। কথা সত্য হইলে গভীর লজ্জা ও দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে অধুনা কায়স্থপত্রিকায় ও আর্য্যকায়স্থ প্রতিভায় প্রতি মাসে উপবীতী কায়স্থের যে তালিকা বাহির হয় তাহার আকৃতি যে ক্রমশঃই একটু সুদীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতেছে, সত্যের অনুরোধে এ কথা অস্বীকার করা যায় না, জানি না সাধারণের এ অলীক আশঙ্কা কেন? প্রচারক্ষেত্রে নীরবতার গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে তাহাদের মনে বিফলতার একটী অহেতুকী অলীক ধারণা হওয়া ত মঙ্গলজনক নহে। সময় থাকিতে নেতৃপক্ষের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। দেশে আবার নূতন করিয়া আলোচনার আগুন জ্বালিয়া দেওয়া কায়স্থ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। নীরবতা জাতীয় জীবনের অকাল ধ্বংসের পূর্ব্ব চিহ্ন।

বিগত মাঘসংখ্যার কায়স্থ পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম, সভার তহবিলে অতি অল্প টাকা আছে বলিয়া সম্প্রতি আর প্রচারক রাখা হইবে না; কায়স্থ সভার বৈতনিকভৃতি প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রীকে এ মর্ম্মে পত্র লিখা হউক বলিয়া সভা মন্তব্য স্থির করিয়াছেন। এ সময় অর্থাভাবের দোহাই

* এই প্রবন্ধটী বহুদিন পুর্ব্বে কায়স্থ পত্রিকায় মুদ্রণার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মনোনীত না হওয়ায় আর্য্যকায়স্থপ্রতিভায় প্রদত্ত হইল। লেখক

দিয়া প্রচার কার্য্য বন্ধ রাখিলে চলিবে কেন? যত্ন করিলে তহবিলের অর্থবল অবশ্যই বৃদ্ধি হইবে। ফরিদপুরের কায়স্থ নেতৃগণ যেরূপ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রচার কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতেছেন, তাহা বঙ্গের সর্ব্বত্র সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। এ সময় সরলবাবুর ন্যায় দক্ষ প্রচারককে প্রচার কার্য্যে বিরত রাখা কখনই উচিত নহে। (ক)

প্রচারই কায়স্থ সভার এখন প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত। দেশময় সভা সমিতির নিত্য অনুষ্ঠান করিয়া—সর্ব্বত্র আন্দোলন আলোচনা করিয়া দেশে একটা মহা আন্দোলনের প্রবল দাবদাহ জ্বালিয়া রাখাই এখন কায়স্থ নায়ক গণের প্রধান কর্ত্তব্য। অন্যথা সাধনায় সিদ্ধিলাভ সুদূর-পরাহত। একবার নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতার বাতাস বহিলে—একবার সকলে অলসতার ক্রোড়ে ঘুমিয়া পড়িলে, তাঁহাদের সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষব্যাপী মহাসাধনা যে ধীরে ধীরে বিফলতার ঘোর অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে গড়াইয়া পড়িবে। সত্বর বৈতনিক ও অবৈতনিক শক্তিক্ষম উপযুক্ত প্রচারক দ্বারা প্রচারক সমিতি গঠিত করিয়া দেশময় একটা জাতীয় মহাআন্দোলনের প্রবলস্রোত প্রবাহিত করিয়া দেওয়া ব্যতীত ইহার আর কোন প্রতিবিধান নাই। প্রচারকের সরস সরল মধুর তীব্র ভাষায় বঙ্গভূমি মুখরিত না হইলে—প্রচারক দ্বারা বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে উপবীতী কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে কায়স্থের জাতীয় উন্নতি বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। প্রচার ব্যতীত আমাদের এ মহাসাধনার সিদ্ধিলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। নীরবতা অকাল জাতীয় ধ্বংসকে ডাকিয়া আনে।

সাধনার সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত—সমগ্র কায়স্থ উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত নানা উপায়ে—নানা ভঙ্গীতে এ মহাআন্দোলন আলোচনাকে পূর্ণভাবে জাগাইয়া রাখিতেই হইবে। আগামী আদম সুমারীর পূর্ব্বে সমস্ত কায়স্থ সমধর্ম্মী—সমস্ত কায়স্থ উপনীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথা আমাদের জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা সুকঠিন হইবে, কায়স্থ মাত্রেরই এ কথা চিন্তা করা উচিত। শুধু আহার বিহারাদির জন্যই জীবন ধারণ নহে, এরূপ জীবন ধারণ পশুপক্ষীও করিয়া থাকে

(ক) গত ১৫শ অধিবেশনে কায়স্থ-সভা এক বৎসরের জন্য বাগ্মিবর শাস্ত্রজ্ঞ প্রচারক শ্রীমান্ সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রীকে প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছেন।

সম্পাদক।

প্রকৃত মনুষ্যত্বে গৌরব রক্ষা জাতীয় সম্মান রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুপবীতী কায়স্থ শূদ্রধর্ম্মী; উপবীতগ্রহণ ব্যতীত আমাদের স্বধর্ম্ম ও জাতীয় গৌরব রক্ষা হইতে পারে না। মানুষ দেখিয়া শিখে কায়স্থজাতি এতদিন পুনঃ পুনঃ ঠেকিয়াও কি এ কথাটা বুঝিবেন না? (খ)

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে প্রচার কার্য্যের প্রকার ভেদ করিতে না পারিলে অনেক সময় প্রচার সফলতার বিঘ্ন ঘটে। স্থানে স্থানে দুই দশ জন মোড়ল কায়স্থ আছেন,—তাঁহারা হয় বড় কুলীন না হয় বড় ধনী কি জমিদার; বহু লোক তাঁহাদের মুখাপেক্ষী; আবার অনেকে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী না হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া থাকেন। এ সব স্থলে সর্ব্বাগ্রে ঐ ধনী জমিদার কি কুলীন মহাত্মার উপনীত হওয়াই বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু তাঁহারা যে বড় অভিমানী—আপনার ধনগর্ব্বে কিংবা বংশ গৌরবে আপনি মহাস্ফীত। সাধারণ প্রচারকের কথা তাঁহারা গ্রাহ্য করিয়া থাকেন না। এরূপ ক্ষেত্রে বঙ্গীয় কায়স্থ সভার প্রাণদেবতা মাননীয় সারদাচরণ, বিশ্বকোষের অক্লান্ত কর্ম্মী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ, ফরিদপুরের প্রবীণ কর্ম্মী কালীপ্রসন্ন, এবং বিক্রমপুরের মহাকর্ম্মী মাননীয় শ্রীনাথ রায় মহাশয় প্রমুখ মহাত্মাগণ সময় সময় প্রচারক্ষেত্রে, অবতরণ করিলে সফলতার বিশেষ সম্ভাবনা। স্বজাতি সমাজের উজ্জ্বল রত্ন—এ সব ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ তুল্য ব্যক্তিগণ যে স্থলে অকৃতকার্য্য হইবেন, তত্রত্য সমাজদ্রোহিতা নিবারণের উপায় চিন্তা চিন্তাশীল সুধী ব্যক্তি করিবেন। (গ)

(খ) সমস্ত কায়স্থ সমাজ ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী না হইলে আদালত হইতে বঙ্গীয় কায়স্থগণের শূদ্রত্ব অপবাদ দূরীভূত হইবে না। সম্পাদক।

(গ) এই কথাটী ঠিক। টাকী সমাজ শূদ্রত্বের দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কয়েকজন শূদ্রধর্ম্মা দানব ইহাকে রক্ষা করিতেছে; সাবিত্রী ও চিত্রগুপ্তদেব এই দুর্গমধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেছেন না। আমরা আশা করি রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সারদাচরণ মিত্র নেতাগণ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সহিত আগামী কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে উক্ত দুর্গকে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা আক্রমণ করিবেন। এই যুদ্ধে উক্ত মহাত্মাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। সম্পাদক।

কায়স্থহিতৈষী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মধ্যে যাহারা একটুকু সুবক্তা ও কায়স্থ তত্ত্বশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এমন পণ্ডিত বাছিয়া বাছিয়া প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। আমাদের বিক্রমপুর, ধলছত্র, (পোঃ দীঘিরপাড় জিলা ঢাকা) নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন এই শ্রেণীর পণ্ডিত। অনেক স্থলে তিনি এ অধমের সহিত প্রচার কার্য্যে সহায় হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি একখানি কায়স্থ পত্রিকাও বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন না। স্থল বিশেষে আবশ্যক হইলে তাঁহারা কায়স্থ প্রচারকগণের সহিত সহকারী প্রচারকরূপে একযোগেও কার্য্য করিতে পারেন। তাহাদের নামের তালিকা প্রচারিত হইলে কায়স্থ সমাজের বৃহৎ কার্য্যোপলক্ষে বিদায় গ্রহণ জন্য উপস্থিত হইয়া ও প্রচার কার্য্যে সহায় হইতে পারেন। কায়স্থহিতৈষী পণ্ডিত দিগকে বিনামূল্যে "কায়স্থ-পত্রিকা" ও "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের সম্মান ও উৎসাহ বর্দ্ধন করা উচিত। (ঘ)

কলিকাতার বাহিরে সুদূর পল্লীতে এমন বহু কায়স্থ আছেন, যাহারা এখনও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা বা কায়স্থ পত্রিকার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও জানেন না। সরল ও সংক্ষিপ্ত অথচ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন একখানি কায়স্থ-তত্ত্ব গ্রন্থ বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে সর্ব্বত্র বিতরিত হইলে প্রচার কার্য্যের আংশিক সাহায্য হইতে পারে। প্রচারকগণ পল্লীতে পল্লীতে সভা-সমিতি করিয়া এ সব ক্ষুদ্র গ্রন্থ বিক্রয় বা বিতরণ করিতে পারেন। সম্ভব হইলে প্রতিমাসে কতকগুলি 'কায়স্থ-পত্রিকা' স্থানে স্থানে বিতরিত হইলে কিয়ৎপরিমাণে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। (ঙ)

নিরবচ্ছিন্ন অনুস্বার বিসর্গ বা জাতীয় তত্ত্বের নীরস গভীর আলোচনা সকলের নিকট তেমন প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না; অথচ অনেকে উহা ভাল বুঝিতেও পারেন না। খেলেনা দিয়া বালককে মুগ্ধ করিতে হয়—ছবি ও সরল মধুর গল্প ও কবিতা লিখিয়া অল্প শিক্ষিত পাঠকের চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক প্রচারের

(ঘ) ব্রাহ্মণ প্রচারক মহোদয়দিগকে আমরা বিনামূল্যে প্রতিভা দিতে প্রস্তুত। সম্পাদক।

(ঙ) এই সমস্ত সমাজ হিতকর কার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়ের ও আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। সম্পাদক।

উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে হয়। অন্যান্য মাসিক পত্রিকার ন্যায় ঐ শ্রেণীর পাঠকগণের নিমিত্ত কায়স্থ-পত্রিকার একাংশে গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের জন্য একটুকু স্থান করিয়া লইতে পারিলে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন হইতে পারে। অবশ্য ঐ সকল কবিতা, গল্প বা উপন্যাস প্রভৃতি বহুল পরিমাণে কাগজের উদ্দেশ্যের অনুকূল হওয়া একান্ত আবশ্যক। উক্ত পত্রে প্রকটিত মৎপ্রণীত "দুর্গাপ্রসাদের দুর্গোৎসব" নামক গল্প এবং 'জাগরণ' প্রভৃতি কবিতা এই উদ্দেশ্যেই লিখিত। পত্রিকা প্রচারই কায়স্থ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য নহে, স্বধর্ম্ম প্রচারই পত্রিকা প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ও ধ্রুব লক্ষ্য থাকা উচিত। কায়স্থপত্রিকা একদিনের জন্যও যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর উক্ত পত্রিকার ন্যায় সুদীর্ঘকাল সুপরিচালিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ একখানি প্রথমশ্রেণীর মাসিক পত্রিকাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিবার শক্তি এই ক্ষুদ্রলেখকের নাই।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য হইবার নিমিত্ত প্রবেশ ফি ২৲ টাকা উঠাইয়া দিয়া শুধু ১৲ টাকা মাত্র বার্ষিক চাঁদা এবং পত্রিকার মূল্য মাত্র গ্রহণের নিয়ম করিলে সভার নূতন সভ্য ও পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। সভার কার্য্য বিবরণ গুলি কম মূল্যের কাগজে মুদ্রিত করিয়া সভ্যদিগকে বিতরণ করা উচিত।

পল্লীতে পল্লীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখাসভা সংস্থাপিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। যে কোনও কায়স্থ সভা অন্ততঃ তিন জন সভ্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিলেই সেই সভাকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখাসভা বলিয়া গ্রহণ করিলে হয়ত এ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে। কায়স্থগৃহের বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি প্রত্যেক বৃহৎ ব্যাপারে কায়স্থ-সভার ধন-ভাণ্ডারে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলে, প্রচার কার্য্যের অর্থের অভাব হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। পল্লী-সভাগুলি এ চাঁদা আদায়ের ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

স্বজাতির কল্যাণার্থ যাহা ভাল বুঝিয়াছি, এখানে তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। লিখিত বিষয়ে—প্রণালী অবধারণে এ ক্ষুদ্র লেখকের অনেক দোষ-ত্রুটি ক্রটি-বিচ্যুতি বা ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে; সুধী নেতৃগণ—স্ব স্ব মন্তব্য লিপিবদ্ধ

শক্তিধর মহাপুরুষগণ জাতীয় কল্যাণার্থ ভাল মন্দ বিচার করিয়া স্বধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃত পন্থা নির্দ্ধারণ করুন——স্বজাতির মুখোজ্জ্বল হউক। সাধু যাঁহার সংকল্প, ধর্ম্ম তাঁহার সহায়; এ সাধু সঙ্কল্পে ঈশ্বরই সহায় হইবেন।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

উৎক্রান্তি ও উর্দ্ধদৈহিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি দ্বিতীয় প্রবন্ধ।)

দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া, মহর্ষি নিমি করযোড়ে বলিলেন হে মহাভাগ! শোক এবং স্নেহ প্রভাবেই আমি আমার পুত্রের পারলৌকিক মঙ্গলার্থে যে যে কার্য্য করিয়াছি তাহা আপনি অবগত আছেন। কিন্তু কোন দেবতা বা ঋষি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে এই প্রকার শ্রাদ্ধ কৃত হইয়াছে এইরূপ আমি শুনি নাই। তজ্জন্য মুণিগণের শাপভয়ে অত্যন্ত ভীত হইতেছি। ইহা শ্রবণ করিয়া নারদ বলিলেনঃ-

ন ভেতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পিতরং শরণং ব্রজ।
অধর্ম্মং ন চপশ্যামি ধর্ম্মৈবাত্র সংশয়॥
নারদেনৈবমুক্তস্ত নিমির্ধ্যানমুপাবিশৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা পিতরং শরণং গতঃ॥

বরাহ পুরাণম্।

অর্থাৎ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভীত হইও না। লোক পিতামহ ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ; ইহাতে অধর্ম্ম কিছুই দেখিতেছি না। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিমি ধ্যানস্থ হইলেন এবং কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। নিমির ধ্যান ভাবে ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রশোক সন্তপ্ত নিমিকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন তোমার সঙ্কল্পিত এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ হইল এবং এই সময় হইতে এই পিতৃযজ্ঞ অতীব ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া লোক সমাজে আচরিত হইবেক যথা:—

পিতৃযজ্ঞেতি নির্দ্দিষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং ব্রহ্মণা স্বয়ং।
ততোঽভিতর্পো ধর্ম্মং ক্রতুরেকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥

বহ্নাহ পুরাণম্।

এখন ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এই ঘটনার পূর্ব্বে দেবতা ও মহর্ষি গণের মধ্যে শ্রাদ্ধ প্রথা ছিল না। মহর্ষি নিমিদ্বারাই ইহা জগতে সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়।

এইরূপে মনুষ্য সমাজে শ্রাদ্ধের প্রচার হইয়া পরে ক্রমশঃ নানারূপে উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ বিবেকে লিখিত আছে। শ্রাদ্ধ দ্বিবিধ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। মৎস্য পুরাণে দৃষ্ট হয় শ্রাদ্ধ ত্রিবিধ। যথা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। মনু ও বৃহস্পতির মতে শ্রাদ্ধ পঞ্চবিধ। যথা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছ শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার, ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা যতই মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল ততই উহা নানাপ্রকারে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উহা প্রত্যেক মাঙ্গলিক কার্য্যের সঙ্গে দৈনন্দিন সন্ধ্যাহ্নিকের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সেই সময় শ্রাদ্ধের গুরুত্ব এতই লোকে অনুভব করিত যে আত্মীয় স্বজন বিরহিত ব্যক্তি নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিত। ইহাকেই কাম্য শ্রাদ্ধ কহে।

শ্রাদ্ধদত্ত পিণ্ড দ্বারা কেবল পিতৃগণ তৃপ্ত হন না দেবতাদিও তৃপ্ত হন। শ্রাদ্ধ দ্বারা প্রেতের মুক্তি ও নারকীয় উদ্ধার এবং শ্রাদ্ধ কর্ত্তারও উত্তম গতি লাভ হইয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য——দেবলোকের সুখকর, প্রেতলোকের হিতকর, পিতৃলোকের প্রীতিকর শ্রাদ্ধরূপ পিতৃযজ্ঞে অশৌচরূপ অসুরের অত্যাচার কিরূপে ঘটিল? শোক স্নেহে যাহার উৎপত্তি, শ্রদ্ধায় যাহার বিস্তৃতি, ধর্ম্মকার্য্যে যাহার পরিণতি তাহাতে এই অপ্রিয়তা এই অপবিত্রতা, এই অস্পৃশ্যতা কোথা হইতে আসিল? এখন অশৌচ কাহাকে বলে। স্মৃতি শাস্ত্রের শুদ্ধি-তত্ত্বে লিখিত আছে :—

"বৈদিক কর্ম্মানর্হত্ব প্রযোজকীভূত সংস্কার বিশেষরূপমশৌচম্।"

অর্থাৎ বৈদিক কার্য্যের অনধিকারত্ব সূচক সংস্কারকে অশৌচ বলে। শ্রাদ্ধ কার্য্যের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি নিমির জিজ্ঞাসায় স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন ইহা ধর্ম্মকার্য্য

এমতাবস্থায় শ্রাদ্ধের ন্যায় পবিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠানে বৈদিক কার্য্যের অনধিকার কেন ঘটিল তাহাই বিবেচ্য।

পাঠক দেখিয়াছেন সর্ব্বপ্রথমে যখন শ্রাদ্ধের উৎপত্তি হয় তখন অশৌচের অস্তিত্ব নাম গন্ধও ছিল না। অশৌচ দশবিধ সংস্কারের ন্যায় একটী সংস্কার মাত্র অশৌচ কালে বৈদিক কার্য্যের অনধিকার যে জন্য স্বীকৃত হইয়াছে তাহার সঙ্গত কারণ আছে। দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে মহর্ষি নিমি একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিয়াছিলেন। ফলতঃ পরলোক গত আত্মার আবাহনের জন্য একাগ্রচিত্তে ধ্যান আবশ্যক। নিমির সেই কঠোর তপস্যা বলেই পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধীয় মন্ত্রে ও পিতৃলোকের আবাহন এবং ধ্যান ও প্রার্থনার প্রমাণ পাওয়া যায় যথা:—

ওঁ পিতৃণা মাবাহয়িষ্যে, ওঁ আবাহয়।

অর্থাৎ আমি পিতৃগণকে আবাহন করিতেছি, আবাহন কর।

ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সৌম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ .
অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধি ব্রুবন্ত তেঽবন্তস্মান্॥ *

অর্থাৎ শ্রৌত ও স্মার্ত্তাগ্নি দ্বারা সংস্কৃত এবং সোমপ অস্মদীয় পিতৃগণ দেবযান পথে আগমন করুন, এবং এই শ্রাদ্ধরূপ যজ্ঞে পিত্রন্ন গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রাদ্ধ পিতৃযজ্ঞ। যজ্ঞে যেমন যাজ্ঞিকের সংযম, নিয়ম, একাগ্রতা, তন্ময়তা, পবিত্রতা, ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন শ্রাদ্ধাদিতেও শ্রাদ্ধকর্ত্তার তদ্রূপ কর্ত্তব্য, মন ও বুদ্ধিকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া শুচি ও সমাহিত চিত্তে মৃত ব্যক্তির উদ্ধার চিন্তাই অশৌচ কালের প্রধান কর্ত্তব্য। তজ্জন্য অশৌচ কালে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক। শ্রাদ্ধ কর্ত্তার শৌচ, সংযম, কেশনখ শ্মশ্রুধারণ, ছত্র পাদুকা বর্জ্জন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ অশৌচ কালের ব্রহ্মচর্য্যেরই নিদর্শন; কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে এই ব্রহ্মচর্য্য এই শৌচ সংযম অশৌচ নামে অভিহিত হইয়াছে। শুভভাব পাতিত্যে পরিণত হইয়াছে!! ব্রহ্মচর্য্য চণ্ডালত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে!!!

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভৌমিক।
জনাইগাছা।

রাজসাহী বৈষ্ণব সমিতি।

(৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন।)

উল্লিখিত সমিতির ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য গত ২৯শে চৈত্র হইতে আরম্ভ হয়। ২৯শে চৈত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অধিবাস অন্তে ২দিন স্থানীয় ভাগবতগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা এবং সংকীর্ত্তন হয়। তৎপরে ৪ দিন প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ ভাগবতরত্ন মহাশয়ের ওজস্বিনীভাষায় বৈষ্ণবধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা হয়। তৎপর ৪দিন প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী কীর্ত্তন গায়ক শ্রীযুক্ত কতীকচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কীর্ত্তন হয়। তৎপর দিবস হইতে প্রায় দেড় মাস ব্যাপী কথকতা হয়। গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ভগবানের কৃপায় বেশ সমারোহে মহাপ্রভুর মহোৎসব ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ ভগবান নারায়ণের পূজা, তৎপর সুন্দর সুগন্ধযুক্ত পনর মণ আতপ চাউলের অন্ন, চারি প্রকার তরকারী, তিন প্রকার ডাউল, এক প্রকার ভাজা, দুই প্রকার অম্বল, চারি মণ দুগ্ধের পায়স ও দধি এবং চিনি দ্বারা মহোৎসব নির্ব্বাহিত হইয়াছে। অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইলে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগ রাগাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন। (ক) বেলা প্রায় ১টা হইতে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করতঃ দলে দলে শ্রীসংকীর্ত্তন সম্প্রদায় আগমন করিতে থাকেন। ১৮টি সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় সমাগত হইলে আধমণ হরিলুট বিতরিত হয়। বেলা ৪টা হইতে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। ন্যূনাধিক দেড় হাজার ভক্তকে পরিতোষ সহকারে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অভুক্ত অবস্থায় কাহাকেও ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মহোৎসবের

(ক) এই বৈষ্ণব সমিতির মহোৎসবে জন্মগত জাতিবিচারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নামের কলঙ্ক হইতেছে। গোস্বামী মহাশয় ভোগরাগ উৎসর্গ না করিয়া আপনার ন্যায় কায়স্থ পরম ভাগবতেরদ্বারা মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলে ক্ষতি কি ছিল। এইরূপ উৎসবে জাতিবিচার বৈষ্ণব সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য পণ্ড করে।

সম্পাদক।

সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কারণ স্বভাববিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয় না। (ক) লোক শিক্ষার্থে উপদেশচ্ছলে পার্থকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে,—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা

কায়স্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারক।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।

পূতসলীলা ময়ূরাক্ষী নদীতটে ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত পাঁচথুপীনাম্নী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ মধ্যম ভরকের কায়স্থকুলগৌরব স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক বর্ম্মা মহাশয়ের সপিণ্ডীকরণ উপলক্ষে গত ১৬ই হইতে ২২শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত

(ক) প্রেমময় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রায় রামানন্দের দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে,—যে বর্ণের যে ধর্ম্ম, সে সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিলে, অর্থাৎ সেই ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম করিলে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে। এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবানের উপর সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া নিজে কর্ম্মশূন্য হইবে। তখন কেবল জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; পরে শুদ্ধাভক্তির উদয় হইবে। ভগবানে বিশুদ্ধা ভক্তির উদয়ই ধর্ম্মের প্রধান সোপান, ইহাকেই শান্তভক্তির সাধন কহে, এই সাধন ব্রজভাবের অতীত। ভক্তি যখন প্রেম-ভক্তিতে পরিণত হয়, তখনই ব্রজভাবের সাধনের আরম্ভ। এই আরম্ভেই দাস্য, দাস্যের পর সখ্য, সখ্যের পর বাৎসল্য পরিশেষে কান্ত বা মধুরভাবে ভজন। ইহার উপর আর কিছুই নাই।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম আমাদের পৌরুষহীন প্রাণকে অধিকতর কোমল করিয়া বংশীধ্বনিতে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। এমনি আশ্চর্য্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধুর ভাব!

লেখক।

মধ্যম তরফ প্রাসাদে মহাসমারোহে ক্ষত্রিয়াচারে একটী শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বর্গীয় মহাত্মার স্বধর্ম্মপরায়ণ পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক বর্ম্মা মহাশয় এতদুপলক্ষে কোনও অনুষ্ঠানের ত্রুটী না করিয়া তাঁহার ঐকান্তিক পিতৃভক্তি ও স্বজাতিবাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম দিবসে পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান ও সভা আরোহণ হয়। সভাস্থলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ বেদধারী প্রমুখ শতাধিক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক উপস্থিত থাকিয়া এই ক্ষত্রোচিত শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। এবং আনুমানিক চারি পাচ শত স্বজাতি কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। তাহার অধিকাংশই গৃহীতোপবীত। সভায় মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় পরলোক গত আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া কায়স্থ জাতির দ্বিজত্ব ও উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রায় একঘন্টা কাল কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদুপলক্ষে তিনি মহাভারতের অজাগর পর্ব্বাধ্যায় এবং যক্ষ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর হইতে শ্লোকাদি উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় না এবং শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।

তিনি আরও বলেন যখন মহাভারতের সময়েও মহারাজা যুধিষ্ঠির সঙ্কর দোষ বশতঃ ব্রাহ্মণাদির বর্ণনির্ণয় কঠিন বলিয়াছেন তখন বর্ত্তমান কলিযুগে বর্ণ লইয়া গোলযোগ শোভা পায় না। যখন ব্রাহ্মণ বংশীয়গণ বহু দোষসত্বেও এখনও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তখন পবিত্র চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থগণ কেন ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত হইবেন না এবং দ্বিজোচিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে কেনই বা তাহাদিগের অধিকার থাকিবে না? মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি সুন্দরভাবে কায়স্থের ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ সমর্থন করেন। অতঃপর প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মনোহারিণী বক্তৃতাদ্বারা সমাগত সকলকেই উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। সভায় সমাগত ব্রাহ্মণ ও উপবীতী কায়স্থগণকে যথারীতি এক এক জোড়া পান,

ও সুপারি ও যজ্ঞোপবীত প্রদত্ত হইলে সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর মধ্যাহ্নে অধ্যাপক পণ্ডিত বিদায় হইয়াছিলেন।

সায়াহ্ন হইতে ঘোষ মৌলিক মহাশয়ের ভবনে দলে দলে সোপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণ আগমন করিতে লাগিলেন, কান্দির প্রসিদ্ধ রাজবংশীয়গণের যথাসম্ভব বাধা প্রদান সত্ত্বেও আনুমানিক ৪।৫ শত কায়স্থ মহোদয়গণ এই শাস্ত্রাচার প্রতিপালিত স্বজাতি সপিণ্ডীকরণ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলের আগ্রহে প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয় দুই দিবস রাত্রি ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন, তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা, মর্ম্মস্পর্শী বাক্য, বিনীত অনুরোধ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রযুক্তি ও গভীর গবেষণাপূর্ণ, অথচ হাস্যরস সংবলিত সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণে কান্দি, জেমুয়া, জজান, পাঁচথুপী, রসোড়া, বালিয়া, ব্যাঘ্রডাঙ্গা,বরাণ প্রভৃতি স্থানের সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন, যে কান্দির কুমার ইন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রোচিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে কান্দী ও পাইকপাড়ার কুমার সতীশচন্দ্র দশসহস্র টাকা কায়স্থ সভায় দান করিতে স্বীকার হইয়াছিলেন, যে কান্দীর কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ কায়স্থ সভার সভাপতি ছিলেন, যে কান্দীর ও পাইকপাড়ার কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র কায়স্থসভার অন্যতম সভ্য, যে কান্দীর কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র কায়স্থ সভার আজীবন সভ্য, কায়স্থ সভার অন্যান্য অন্তরঙ্গ সভ্যবৃন্দের নামের সহিত যাহাদের নাম কায়স্থ সভার নিমন্ত্রণ পত্রে প্রকাশিত হয় এবং যে কায়স্থ সভা কায়স্থের শাস্ত্রো-চিত উপনয়ন সংস্কার আজ ১৬ বৎসর ধরিয়া সমর্থন করিয়া আসিতেছেন, এবং যে সভার অধিবেশনে কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সেই কান্দীর রাজবংশীয় কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র; মণীন্দ্রচন্দ্র উপনয়ন বিরোধী, যাহারা উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন ছলে, বলে, কৌশলে অর্থব্যয়ে উপবীতী কায়স্থগণকে বিরোধী করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টার ত্রুটি হয় না, এ কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় সংক্ষুব্ধ হয় লজ্জায় মস্তক অবনত হয় মরমে মরিয়া যাইতে হয় হায়! হায়! যে কুমার বীরেন্দ্র ও কুমার মণীন্দ্র এইরূপ ভাবে কায়স্থ সভার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াও কায়স্থ সভার প্রচারক কান্দিতে তাঁহাদের দেওয়ানখানা অথবা স্কুল বাড়ীতে ৩।৪ ঘণ্টা সভা করিবার জন্য ও স্থান ভিক্ষা চাহিয়াও পান নাই এ কথা লিখিতে লেখনী কলঙ্কিত হয়, এবং জিহ্বা এ কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না

আর তাঁহাদের সংসর্গে পড়িয়া পাচথুপীর শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় যিনি চিরকাল পৈতার পক্ষপাতী; নিজে উপবীতী হইতে কৃতসংকল্প ছিলেন আজ তিনি প্রাণপণে এই জাতীয় কার্য্যে বাধা দিতেছেন কায়স্থসভার প্রচারক ৩।৪ দিন তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া তাঁহার সুন্দর চত্বরপূর্ণ ভবনে জাতীয় সভা বা ধর্ম্ম সভা করিবার জন্য করযোড়ে স্থান ভিক্ষা করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছেন। সামান্য স্বার্থে তিনি আজ জাতীয় স্বার্থে জলাঞ্জলী দিতে বসিয়াছেন। যাহা হউক শ্রীভগবানের অপার করুণায় শত সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষমহাশয় পিতৃযজ্ঞ যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই কয়েক দিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১।২পর্য্যন্ত তাঁহার বাটী দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে মুখরিত, পরিপাটী রাজভোগে আকণ্ঠ উদর পূর্ণ করিয়া সকলেই তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা ও মঙ্গলকামনা করিতেছেন, আজ সপ্তাহকাল নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত অনাহুত বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অপর জাতীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট সদা মিষ্টালাপে সন্তুষ্ট, সসম্মানে সমাদৃত এবং রাজভোগে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। আনুমানিক অষ্টসহস্র ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, দরিদ্র লোক আহার ও অর্থলাভ করিয়া সানন্দে তাঁহার উপর অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছে। কায়স্থ সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা মহাশয়ের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও ঐকান্তিক যত্নে এই বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কায়স্থ সভার উক্ত প্রচারক মহাশয় কায়স্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার অভিপ্রায়ে পাঁচথুপি হইতে কান্দী গমন করেন। তথায় জমিদারদিগের দেওয়ান খানা অথবা বিদ্যালয় গৃহে সভা করিবার অনুমতি না পাইয়া সেই দিবস দুই প্রহরের সময় রৌদ্র উত্তাপে সন্তাপিত হইয়া জামুয়া গ্রামে স্বর্গীয় হরিমোহন সেন বাহাদুরের বাটিতে একটি সভা করেন। তথায় অপরাহ্ন ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতিশয় হৃদয় গ্রাহী একটী বক্তৃতা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। উক্ত রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রমোহন সিংহ বর্ম্মার ঐকান্তিক যত্নে এই সভা সুসম্পন্ন হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীমানের দীর্ঘজীবন কামনা করি। বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রচারক মহাশয় পুনরায় পাঁচথুপী গ্রামে প্রত্যাগমন করেন। এবং তথায় বড় তরফের প্রাসাদে সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রচন্দ্র

ঘোষ মৌলিক বর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্ন অতুলনীয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীনারায়ণ সমীপে তাঁহার জয় কামনা করিতেছি।

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ ঘোষবর্ম্মা।

সমালোচনা।

বিগত ২৫শে চৈত্র শনিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত মাদারিপুর মহকুমার একটী ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। তাহার সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যে একটী মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন তাহার একটি সমালোচনা আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রতিশ্রুত ছিলাম, সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মণ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের নমস্কার। ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণ জন্য দেবতাদিগের অবতার স্বীকার করিলেও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সেই মহৎ ব্যাপারে কতদূর সাহায্য করিয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। অভিভাষণটী প্রথমে পাঠ করিলে স্থানে স্থানে বড়ই মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যাহারা এই ৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ অভিভাষণটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিপীড়িত করিয়া নিজের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে উচ্চ পদাভিষিক্ত করাই এই অভিভাষণটীর মুখ্য উদ্দেশ্য। তর্করত্ন মহাশয় প্রাচীন লোক তাঁহার কতকগুলি ধারণা বহুদিন হইতে বঙ্গদেশে প্রাসাদপাত করিয়াছে। পাঠকগণ সেই অবিজ্ঞাত ধারণা সকল কি তাহা না জানিলে এই অভিভাষণের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্যক ভাবে অবগত হইতে পারিবেন না। আমরা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সেই সকল ধারণা বিবৃত করিতেছি।

(১) জাত্যভিমান জন্মগত গুণ কর্ম্ম গত নহে।

(২) বঙ্গে দুইটি জাতি মাত্র আছে, যথা ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই।

(৩) এই শূদ্রজাতি সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণের অধীন।

(৪) বঙ্গীয় কায়স্থ ও বৈশ্যজাতি শূদ্র।

(৫) যাহারা তিন পুরুষ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।

(৬) অধুনা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আন্দোলনে ব্রাহ্মণগণ যোগদান করিবেন না।

(৭) বিলাত প্রত্যাগত লোকেরা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(৮) সাহা সুত্রধর নমশূদ্রাদি জাতি জল আচরণীয় নহে।

(৯) পরাশরের স্মৃতি কলিতে প্রযুজ্য নহে এবং বিধবা বিবাহ ও বাল বিধবা বিবাহ অসঙ্গত।

(১০) বর্ত্তমান সময়ে সমাজে যাহা চলিতেছে ভাল হউক আর মন্দ হউক তাহাই চিরকাল থাকিবে এবং তাহাই সত্য ও সনাতন।

(১১) উপর্যুক্ত দশটী মত তর্করত্ন মহাশয়ের সর্ব্বস্ব,তাঁহার নিজের কোকিল কণ্ঠ নিঃসৃত মধুর ভাষায় তাহার পিপাসার জল, ক্ষুধার অন্ন এবং শান্তির বিশ্রাম। এই সমালোচনার প্রারম্ভে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে এই মহাসম্মিলনীর উদ্দেশ্য কি? যাহাই প্রকাশ্যভাবে বলা হউক না কেন সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণ ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য নহে। বহুদিন হইতে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতিকে নিপীড়ন করিয়া আসিতেছেন, তাহা-দিগের ব্রহ্মণ্যদেবের সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণজাতির সুকৌশলে ভারত হইতে ক্ষত্রিয়ের বাহুবল তিরোহিত হওয়াতে আজ বহুশত বর্ষ ভারত পর পদাশ্রিত। এই সকল কারণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতি এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির অবনতি ব্রাহ্মণ সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

২। ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের উদ্দেশ্য কীর্ত্তন করিয়া তর্করত্ন মহাশয় সেই পরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র উপায় ধর্ম্মই বলিয়াছেন। যাহার প্রভাবে লোক ধারণের সামর্থ্য জন্মে তাহাই ধর্ম্ম। তর্করত্ন মহাশয় বলিতেছেন ধর্ম্ম অলৌকিক কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্ম দ্বিবিধ লৌকিক এবং অলৌকিক। যাহাতে পার্থিব উন্নতি হয় অর্থাৎ শিল্প বানিজ্য, কৃষি ইত্যাদি লৌকিক ধর্ম্ম এবং পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যে সকল ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে হয় তাহাকেই অলৌকিক ধর্ম্ম বলে। পারলৌকিক উন্নতির জন্য ব্রাহ্মণ, লোকরক্ষার্থে ক্ষত্রিয় এবং শিল্প

বাণিজ্য রক্ষার্থে বৈশ্যগণ নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বর্ণানুসারে বৃত্তির পার্থক্য নাই। জাতিগত ভাবে বর্ণ বিভাগ বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। গুণ কর্ম্মানুসারে সমাজ প্রচলিত হইতেছে এবং হইবে।

৩। তর্করত্ন মহাশয় বলিতেছেন স্থূল শরীরের ন্যায় মানবের সূক্ষ্ম শরীরে ত্রিধাতু আছে। সেই ত্রিধাতু সত্ব রজ তমগুণ। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ সত্বগুণ প্রধান। পূর্ব্বে কি ছিল আমরা বলিতে পারি না কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ সমাজে সত্বগুণের একাধিপত্য নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির মধ্যেও সত্বগুণ বিরাজ করিতেছে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। শিক্ষা এবং দীক্ষার প্রভাবে বৈদ্য এবং কায়স্থজাতি এবং কোন কোন নবশায়ক জাতিগুলিও সত্ব-গুণের পরিচয় দিতেছেন। আত্মাভিমান সত্বগুণের অনুগত ইহা আমরা আদৌ স্বীকার করি না। কারণ এই অভিমানবশতঃ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় কাম-ক্রোধ এবং লোভের বশবর্ত্তী হইয়া দিবারাত্রি ব্রাহ্মণেতর জাতির নিপীড়ন করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থগণ স্বধর্ম্ম পালন করিবার পথে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইতেছে। এই ভীষণ সমাজ দৃশ্য যাহা বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে দেখা যাইতেছে তৎসম্বন্ধে তর্করত্ন মহাশয় নির্ব্বাক, তাঁহার মতে যাহা আছে তাহাই থাকিবে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ চিরকাল বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া উচ্ছিন্ন যাইবে ইহাই তাহার অভিমত! তাহার অভিভাষণে ব্রাহ্মণ জাতি সম্বন্ধে লম্বা চড়া কতক-গুলি কথা আছে! কিন্তু আমাদের মতে বকাউল্লা না হইয়া করমুল্যা হওয়া উচিত। অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে (Deeds not words) তিনি নিজেই মনুকে অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন—বেদের অনভ্যাস, আচার বর্জ্জন, আলস্য এবং অন্নদোষ এই চারিটী কারণে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। মনুর এই মতটী যদি সত্য হয় তবে কলিযুগে বেদশূন্য বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের মৃত্যু অনেক দিন হইয়াছে। বঙ্গদেশের নানাস্থানে স্মৃতি ও ন্যায়ের টোল আছে কিন্তু নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ মধ্যেও বেদের অনুশীলন নাই। ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যে যদি বেদানু-শীলন বর্ত্তমান থাকিত তাহাদিগের হৃদয় উদার ভাবে পূর্ণ হইত। এবং চাতু-র্ব্বর্ণের সহিত এতদূর বিবাদ বিসম্বাদ চলিত না!

৪। তর্করত্ন মহাশয় যথাকালে ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা, শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং বৈধ

আহারাদির নিয়ম পালন করিবার জন্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানকে অনুরোধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কতজন ব্রাহ্মণ এই সকল নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। বেদধ্যয়ন বর্জ্জিত, সান্ধ্যাহ্নিক বর্জ্জিত, পুজাদিবিহীন ব্রাহ্মণে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে শৌচ সদাচার পালন না করাই কর্ম্মতৎপরতা, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ অবনতির শেষসীমায় উপস্থিত হইয়াছে।

তর্করত্ন মহাশয় অভিভাষণের ১৩ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন——"জন্মভূমির প্রতি প্রেম অপেক্ষা শাস্ত্রের প্রতি প্রেমে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের জাতীয় জীবন অধিকতর সতেজ হয়।" এই প্রকার উক্তির অর্থ কি? উপাস্য ও উপাসনার যে সম্বন্ধ জন্মভূমি ও শাস্ত্রের সহিত সেই প্রকার সম্বন্ধ। বর্ত্তমান সময়ে "জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী" একটি মূলমন্ত্রের ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে বঙ্গবাসীর কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে এইরূপ সময়ে উক্ত প্রকার শিক্ষা কতদূর অন্যায় ও অসঙ্গত তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। এই স্বদেশীযুগে ওঁতৎসদাদিরন্যায় বন্দেমাতরম একটি মূলমন্ত্র এই মাতার উপাসনা পদ্ধতিই আমাদের শাস্ত্র। জন্মভূমির প্রতি যাহাদের প্রেম না থাকে সেই ব্যক্তি কি প্রকারে শাস্ত্রের প্রতি তাহার প্রেম অবিচলিত রাখিবে। হিন্দুজাতি যে সকল পূজা ও ক্রিয়ার উৎসবাদি করিতেছেন, সমস্তই রূপকভাবে জন্মভূমির পূজা। ফলতঃ মাতৃস্বরূপা জন্মভূমি আমাদের উপাস্য দেবতা। এই উপাসনায় আমাদিগের ভক্তি যতই অচলা হইবে ততই সমাজের মঙ্গল।

৫। তর্করত্ন মহাশয় অভিভাষণের বিংশতি পৃষ্ঠায় বলিতেছেন ব্রাহ্মণজাতির মৃত্যুর সঙ্গেই অপর সমস্ত বর্ণ বিলুপ্ত হইবে। এই কথা আমরা আদৌ স্বীকার করি না। বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণ জাতি বঙ্গে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ। এই প্রকার ব্রাহ্মণ এখন কোথায়। বর্ত্তমানে ব্রহ্মতত্ত্ব ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিত। এই প্রকার উপাদানে ব্রাহ্মণ সমাজ গঠিত হইয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ব্রাহ্মণ জাতিরঅধঃপতনে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং অবজ্ঞাত জাতিগুলির ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ফলতঃ ব্রাহ্মণের অত্যাচারে ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির অবনতি হইতেছিল। যে পরিমাণে ব্রাহ্মণ জাতির অন্যায় প্রাধান্ত তথা জাতিগত দ্বেষ হিংসাদি তিরোহিত হইবে সেই পরিমাণে লাঞ্ছিত জাতিগুলির উন্নতি অপরিহার্য্য।

অন্যায় কার্য্যে সামাজিক কি শাস্তি হইতে পারে তাহাও অবধারণ করিবেন। ইতি

উপরোক্ত বিবরণটি আমরা যথাযথ মুদ্রিত করিলাম। শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা আমাদের নিকট বহুদিন হইতে সুপরিচিত। মাদারীপুরে উপনয়ন কার্য্য বিস্তারে তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে তিনি সর্ব্বদাই উদ্যোগী। এই প্রকার বিবাহ কার্য্য যাহারা পণ্ড করিতে পারেন তাহাদিগকে বিশেষভাবে শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ সমাজে জাতি ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

৩। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুর জেলান্তর্গত পাঁচ্চর হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ দেব বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :— বিগত ১৫ই আষাঢ় শুক্র বার আমার বাটিতে কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ৩০ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মন্দী নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার দেব শর্ম্মা মহাশয় উক্ত কেন্দ্রে আচার্য্য ছিলেন। পাচ্চর বন্দরখোলা বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া আমাদের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং অন্যান্য জাতি অর্থাৎ কর্ম্মকার, কুম্ভকার, কুণ্ডু ইত্যাদিকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। ইতি মধ্যে ২ ৩টি পথে ও পুষ্করিণীতে কায়স্থকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমাদের ব্রাহ্মণ অভাব হওয়াতে অন্য স্থান হইতে পুরোহিত আনিয়া কয়েকটি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকে কটুবাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। অত্রস্থ কায়স্থ সমাজ জনবল এবং অর্থাভাবে বড়ই দুর্ব্বল। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কি করা প্রয়োজন মহাশয় উপদেশ দিবেন। ইতি

৪। পাঁচ্চর নিবাসী অবসর গৃহীত উকিল শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেন মহাশয় আমাদের একজন সুপরিচিত বন্ধু। কায়স্থদিগের প্রতি যদি কোন প্রকার অত্যাচার হয় তবে তাঁহাকে জানাইবেন। তিনিই ইহার প্রতিবিধান করিবেন। উপবিতী কায়স্থগণের নাম ও ধাম। গ্রাম সত্তর রশি। ১ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ২ সতীশচন্দ্র ঘোষ ৩ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ ৪, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত ৫, কালীকান্ত বসু ৬, রাজমোহন দত্ত। গ্রাম বন্দরখোলা। ৭, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ৮, বিপিনবিহারী দেব ৯, জগচ্চন্দ্র মিত্র ১০, হিরালাল মিত্র ১১, অম্বিকাচরণ চন্দ্র গ্রাম পাচ্চর। ১২, জগবন্ধু বসু ১৩, শশীভূষণ গুহ ১৪, শ্যামাচরণ ঘোষ

১৫। উপেন্দ্রনাথ পাল ১৬, গোপালচন্দ্র পাল ১৭, উমাচরণ দাষ ১৮, রাম-কানই পাল ১৯, বিহারীলাল দাষ ২০, যোগেশচন্দ্র দেব ২১, ললিতকুমার দেব ২২, কৈলাসচন্দ্র দেব ২৩ রাজিবলোচন বিশ্বাস ২৪, দ্বারকানাথ কর ২৫, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২৬, অনাথবন্ধু বসু ২৭, অশ্বিনীকুমার পাল ২৮, অক্ষয়কুমার পাল ২৯, যতীন্দ্রনাথ দাষ এবং ৩০, প্রফুল্লকুমার সরকার।

৫। জীবনের একত্ব। আজ কতিপয় দিবস হইল তারিখটি আমরা জানিতে পারি নাই। বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় দারজিলিং নগরে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মানব জীবনের যাবতীয় অভিব্যক্তি বৃক্ষজীবনে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পাঠকগণ অবগত আছেন যে তাঁহার বসু মহোদয় কয়েকটি অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তদ্দারা তিনি প্রমাণ করিতেছেন যে বৃক্ষগণ মানুষের ন্যায় সকল প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। মানুষের ন্যায় বৃক্ষগণ আঘাত প্রাপ্ত হইলে ক্লেশ অনুভব করে। মানুষের হৃৎপিণ্ডের গতির ন্যায় তাহাদের মধ্যেও স্পন্দন ক্রিয়া চলিতেছে। জীবন মরণের আনন্দ অবসাদ আলোক অন্ধকার সুখ দুঃখ সকলেই মানুষের ন্যায় বৃক্ষ সকল অনুভব করিতে পারে।

৬। ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির জ্যেষ্ঠ মাসের চাঁদা আদায়।—

বিগত বৈশাখমাসের তহবিল—	১২৸৴
(গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ৯৫ পৃষ্ঠা হইতে আগত)	
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, ভাবড়া ...	১৷৴০
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, দিনাজপুর, রাজসাহী	৷৹
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী খিরপাড়া (নওয়াখালী)	১৲
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা দিনাজপুর, রাজবাটী	২৲
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার রায়বর্ম্মা কাইতি বর্দ্ধমান	১৲
শ্রীযুক্ত গোকুলবিহারী রায়বর্ম্মা দিনাজপুর রাজবাড়ী	১৲
শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ দোলকুণ্ডী	১৲
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ দেববর্ম্মা দোলকুণ্ডী	১৲
	২৮৸৴০

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

৭। কায়স্থোপনয়ন।—কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—ভদ্রকান্দা গ্রামে ৺কালী বাড়ীতে কেন্দ্র হইয়া বিগত ১৫ই আষাঢ় যে উপনয়ন হয় তাহাতে খাটরানিবাসী শ্রীযুক্ত

অন্যায় কার্য্যে সামাজিক কি শাস্তি হইতে পারে তাহাও অবধারণ করিবেন। ইতি

উপরোক্ত বিবরণটি আমরা যথাযথ মুদ্রিত করিলাম। শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা আমাদের নিকট বহুদিন হইতে সুপরিচিত। মাদারীপুরে উপনয়ন কার্য্য বিস্তারে তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে তিনি সর্ব্বদাই উদ্যোগী। এই প্রকার বিবাহ কার্য্য যাহারা পণ্ড করিতে পারেন তাহাদিগকে বিশেষভাবে শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ সমাজে জাতি ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

৩। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুর জেলান্তর্গত পাঁচ্চর হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ দেব বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:— বিগত ১৫ই আষাঢ় শুক্রবার আমার বাটিতে কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ৩০ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মন্দী নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার দেব শর্ম্মা মহাশয় উক্ত কেন্দ্রে আচার্য্য ছিলেন। পাচ্চর বন্দরখোলা বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া আমাদের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং অন্যান্য জাতি অর্থাৎ কর্ম্মকার, কুম্ভকার, কুণ্ডু ইত্যাদিকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। গ্রামের মধ্যে ২।৩টি পথে ও পুষ্করিণীতে কায়স্থকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমাদের ব্রাহ্মণ অভাব হওয়াতে অন্য স্থান হইতে পুরোহিত আনিয়া কয়েকটি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকে কটুবাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। অত্রস্থ কায়স্থ সমাজ জনবল এবং অর্থাভাবে বড়ই দুর্ব্বল। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কি করা প্রয়োজন মহাশয় উপদেশ দিবেন। ইতি

৪। পাঁচ্চর নিবাসী অবসর গৃহীত উকিল শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেন মহাশয় আমাদের একজন সুপরিচিত বন্ধু। কায়স্থদিগের প্রতি যদি কোন প্রকার অত্যাচার হয় তবে তাঁহাকে জানাইবেন। তিনিই ইহার প্রতিবিধান করিবেন। উপবিতী কায়স্থগণের নাম ও ধাম। গ্রাম সত্তর রশি। ১ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ২ সতীশচন্দ্র ঘোষ ৩ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ ৪, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত ৫, কালীকান্ত বসু ৬, রাজমোহন দত্ত। গ্রাম বন্দরখোলা। ৭, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ৮, বিপিনবিহারী দেব ৯, জগচ্চন্দ্র মিত্র ১০, হিরালাল মিত্র ১১, অম্বিকাচরণ চন্দ্র গ্রাম পাচ্চর। ১২, জগবন্ধু বসু ১৩, শশীভূষণ গুহ ১৪, শ্যামাচরণ ঘোষ

১৫। উপেন্দ্রনাথ পাল ১৬, গোপালচন্দ্র পাল ১৭, উমাচরণ দাষ ১৮, রামকানাই পাল ১৯, বিহারীলাল দাষ ২০, যোগেশচন্দ্র দেব ২১, ললিতকুমার দেব ২২, কৈলাসচন্দ্র দেব ২৩ রাজিবলোচন বিশ্বাস ২৪, দ্বারকানাথ কর ২৫, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২৬, অনাথবন্ধু বসু ২৭, অশ্বিনীকুমার পাল ২৮, অক্ষয়কুমার পাল ২৯, যতীন্দ্রনাথ দাষ এবং ৩০, প্রফুল্লকুমার সরকার।

৫। জীবনের একত্ব। আজ কতিপয় দিবস হইল তারিখটি আমরা জানিতে পারি নাই। বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় দারজিলিং নগরে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মানব জীবনের যাবতীয় অভিব্যক্তি বৃক্ষজীবনে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পাঠকগণ অবগত আছেন যে উক্ত বসু মহোদয় কয়েকটি অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতেছেন যে বৃক্ষগণ মানুষের ন্যায় সকল প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। মানুষের ন্যায় বৃক্ষগণ আঘাত প্রাপ্ত হইলে ক্লেশ অনুভব করে। মানুষের হৃৎপিণ্ডের গতির ন্যায় তাহাদের মধ্যেও স্পন্দন ক্রিয়া চলিতেছে। জীবন মরণের আনন্দ অবসাদ আলোক অন্ধকার সুখ দুঃখ সকলেই মানুষের ন্যায় বৃক্ষ সকল অনুভব করিতে পারে।

৬। ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা আদায়।—

বিগত বৈশাখমাসের তহবিল—	১২৸৵
(গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ৯৫ পৃষ্ঠা হইতে আগত)	
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, ভাবড়া ...	১৷৵০
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, দিনাজপুর, রাজসাহী	৷০
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী খিরপাড়া (নওয়াখালী)	১৲
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা দিনাজপুর, রাজবাটী	২৲
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার রায়বর্ম্মা কাইতি বর্দ্ধমান	১৲
শ্রীযুক্ত গোকুলবিহারী রায়বর্ম্মা দিনাজপুর রাজবাড়ী	১৲
শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ দোলকুণ্ডী	১৲
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ দেববর্ম্মা দোলকুণ্ডী	১৲
	২৮৸৵০

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

৭। কায়স্থোপনয়ন।—কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—ভদ্রকালী গ্রামে ৺কালী বাড়ীতে কেন্দ্র হইয়া বিগত ১৫ই আষাঢ় যে উপনয়ন হয় তাহাতে খাটরানিবাসী শ্রীযুক্ত

নিবারণচন্দ্র সিদ্ধান্ত ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং ব্রহ্মন্দীর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তন্ত্রধারকত্বে নিম্নলিখিত ৩০জন কায়স্থ যথারীতি উপনীত হইয়াছেন। তাঙ্গার উকিল স্বজাতি বৎসল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বর্ম্মা এবং খাটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মহাশয়দিগের যত্নে কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। উপবীতি কায়স্থগণের নাম ও ধাম। গ্রাম ভদ্রকান্দা। ১, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ ২, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ৩, কালীনারায়ণ ঘোষ ৪, গগনশশী ঘোষ ৫, প্রমথনাথ ঘোষ ৬, রসিকলাল ঘোষ ৭, অন্নদাচরণ বসু ৮, মনীন্দ্রচন্দ্র বসু ৯, গোপালচন্দ্র বসু রায় ১০, শশাঙ্কলাল বসু রায় ১১, পূর্ণচন্দ্র বসু রায় ১২, নিরঞ্জন সরকার ১৩, যোগেশ চন্দ্র সরকার ১৪, কালাচাদ সরকার ১৫, অবিনাশ চন্দ্র সরকার ১৬, চন্দ্র-ভূষণ সরকার ১৭, যজ্ঞেশ্বর সিকদার ১৮, হিরালাল সিংহ ১৯, তারিণীচরণ সিংহ ২০, লালমোহন কর ২১, মনোমোহন কর ২২, মনোরঞ্জন কর ২৩, হরলাল কর ২৪, অনন্তকুমার রাহুত ২৫, মথুরানাথ দাষ গ্রাম আব্দুলাবাদ ২৬, উপেন্দ্রচন্দ্র দাষ গ্রাম সরিপাবাদ। ২৭, নগেন্দ্রনাথ নন্দী গ্রাম সভররসি ১৮, অক্ষয়কুমার দাষ ২৯, শশধর দাষ এবং ৩০, হিরালাল চন্দ্র।

৮। কায়স্থোপনয়ন। বিগত ১৫ই আষাঢ় শ্রীযুক্ত জগবন্ধু চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে সিলাদার চর গ্রামের কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তি তন্ত্রধার ছিলেন। তাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ, দোলকুণ্ডীর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়দিগের বিশেষ উদ্যোগে উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। উপবিতীগণের নাম ধাম। গ্রাম সিলদার চর। ১, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল ঘোষ ২, বরদাকান্ত ঘোষ ৩, মন্মথনাথ চৌধুরী ৪, রমণীকান্ত ঘোষ চৌধুরী ৫, কেশবলাল ঘোষ ৬, সারদাপ্রসাদ দেব ৭, ভুবনমোহন দাষ ৮, রাধিকা-রঞ্জন ধর। গ্রাম আর্য্যদত্তপাড়া। ৯, অনন্তকুমার বসু ১০, প্রমথনাথ সরকার। গ্রাম মালীগ্রাম। বিগত ১৬ই আষাঢ় তাজার বন্দরে ডাক্তার দেবকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চক্রবর্ত্তির আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ২জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন। গ্রাম সদরদী। ১, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ২, বিপিনচন্দ্র রাহা। বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ সদরদী গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মার ভবনে শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয় উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ছিলেন।

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবায় নমঃ

কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম খণ্ড। { শ্রাবণ, ১৩২৪ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা।

বিবর্ত্তবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম।

যে ধামে সৃষ্টি নাই,—বিকৃতি নাই,—মালিন্য নাই, যে ধামে প্রকৃতি নিরন্তর চিদ্গত চিন্মোহিত চিদঙ্গবিহারী,—যে ধামে প্রকৃতি চির চিন্ময়ী, সদানন্দময়ী পরাপ্রেমময়ী; যে ধামে চিদানন্দের অকাম—অকারণ নিত্যলীলার নিত্য সংঘটন; যে ধামে নিত্য রাস মহোৎসবের বিরাম নাই;—সেই ধামই আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের বাঞ্ছিত পরম ধাম তুরীয় ধাম, এই ধাম—তাঁহার প্রকৃতি-পুরুষের সুগুপ্ত বিলাস ভবন,—পরম আদরের শ্রীবৃন্দাবন ধাম। ব্যোম, পরব্যোমের সুদূর উচ্চে,—বিচিত্রা বিজয়ার দুর্লক্ষ্য পরপারে, গোলক ধামেরও সুদূর ঊর্দ্ধে এই পরম ধাম। এই বিকুণ্ঠ বৃন্দাবন ধাম প্রতিষ্ঠাপিত।

২। যখন প্রকৃতি,পুরুষের অকাম রমণ ও অকারণ লীলায় বিমুগ্ধ—বিহ্বল তখন কোন অজ্ঞাত বা অনিবার্য্য কারণ ক্রমে প্রকৃতি সেই চিদ্গত পরমাবস্থা হইতে বিকৃত ও বিচ্যুত হইয়া স্বকীয় মালিন্য হেতু চিদ্বিমুখ হইতে থাকে এবং প্রাগুক্ত নিত্যধাম লীলা নিলয় পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টি সাধন ও সৃষ্টি পোষণে নিয়োজিত হয়, প্রশান্ত সমুদ্র যেমন প্রবল বায়ু প্রভাবে ব্যাপক কাল বিতাড়িত

বিক্ষোভিত হইলে রাশি রাশি ফেনপুঞ্জ উদ্গারিত হইয়া সমুদ্র বক্ষ আচ্ছন্ন করে, চিদঙ্গ বিহারিণী লীলাময়ী প্রকৃতির স্বীয় বিকৃতি ও বিক্ষোভ বশতঃ সেইরূপ সৃষ্টির উপাদান উৎপাদন করে আবার যথাসময়ে এই সৃষ্টিসাধন উপাদান কারণ—সমুদ্র বক্ষ বিরাজিত প্রবহমানফেন পুঞ্জের ন্যায় সমুদ্রজলে পরাপ্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়।

৩। এই পরম ধাম বিচ্যুত প্রকৃতির বিকৃতাংশই সৃষ্টির প্রথম পদার্থ চিদ্বিমুখ মায়া প্রকৃতি। সাংখ্যাশাস্ত্রে ইহা মহত্তত্ব নামে ব্যাখ্যাত (ক) বেদান্তশাস্ত্রে নিত্যা ত্রিগুণাত্মকা মায়া নামে অভিহিত (খ) এই মায়া প্রকৃতি পরাপ্রকৃতির পরিত্যাজ্য মলিনাংশ হইতে সর্ব্বদা পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে এবং এবং স্বকীয় পরিত্যাজ্য মলিনাংশ দ্বারা তদীয় অধস্তন প্রকৃতি (সৃষ্টির দ্বিতীয় পদার্থকে) সৃজন ও পোষণ করিয়া থাকে। মায়া প্রকৃতি চিদ্বিমুখ অবস্থা সত্বেও চিদঙ্গ বিহারিণী, চিৎসত্তার কোন রূপ নাই। প্রকৃতির নৈর্ম্মল্য ও মালিন্য অনুসারে তাঁহার নানারূপ কল্পিত হইতে থাকে। পরা প্রকৃতির ন্যায় মায়া প্রকৃতির লীলাধাম আছে। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব তাহার গোলকধাম বলিয়া বড় গৌরব করেন। মায়া তাহার লীলাধামে থাকিয়া চিৎ সংসর্গে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া অপার আনন্দে কাল যাপন করেন এবং সর্ব্বজ্ঞতা ও শক্তিমত্তায় ঈশ্বরত্বাভিমানে অপার আনন্দানুভব করেন। গোলকধামে মায়ার জ্ঞান ও শক্তির প্রস্ফুট স্ফূর্ত্তি—বিশুদ্ধ সাত্বিকভাবের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। এখানে মায়ার এই অবস্থা অব্যাহত। কিন্তু তদীয় চিৎসংসর্গে এই ঐশ্বর্য্য ভোগে অসহিষ্ণু হইয়াই যেন মায়ার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত মলিন ও বিকৃত হইয়া স্বকীয়

(ক) সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ
প্রকতের্ম্মহান্ মহতোহঙ্কার, অহঙ্কারাৎ
পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয় মিন্দ্রিয়ংতন্মাত্রেভ্যঃ
স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।

সাংখ্যসূত্র।

(খ) সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ম্ ত্রিগুণাত্মকম্
জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপম্ যৎকিঞ্চিতৎ।

বেদান্তসার।

চিৎগত অবস্থা হইতে গোলকধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এই দ্বিতীয় চিদ্বিমুখ প্রকৃতিকে সাংখ্যকার অহংতত্ত্ব ও বেদান্তকার অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরা প্রকৃতির যে রূপ অক্ষর ও অচ্যুত অংশ পরম ধামে নিত্যকাল অব্যাহত থাকে, মায়া প্রকৃতিরও সেই রূপ অক্ষর ও অচ্যুত অংশ গোলকধামে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে। পরা ও মায়া যেভাবে যে নিয়মে স্ব স্ব মালিন্য প্রযুক্ত চিদ্বিমুখ বিচ্যুতি প্রাপ্ত হয়, অহং তত্ত্ব ও অবিদ্যা ও সেইভাবেও সেই নিয়মে স্বধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া অধস্তন প্রকৃতিকে উপাদান প্রদান করে, এই অহং তত্ত্ব বা অবিদ্যা প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও মায়ার ন্যায় সত্ত্বপ্রধানা নহে ;—মালিন্যহেতু রজঃ তমঃ প্রধানা। এইজন্যই অজ্ঞান ও প্রমাদ বিশিষ্টা এই অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যা স্বকীয় মলিনাংশদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারও প্রণালী ক্রমে যাহাকে উপাদান প্রদান করে তাহাই প্রথম তন্মাত্রা—আকাশ। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির তৃতীয় পরিণাম। এই আকাশের মলিনাংশ হইতে প্রকৃতির চতুর্থ পরিণাম বায়ু, বায়ুর মলিনাংশ হইতে প্রকৃতির পঞ্চম পরিণাম তেজ, তেজের মলিনাংশ হইতে প্রকৃতির ষষ্ঠ জল এবং জলের মলিনাংশ হইতে প্রকৃতির সপ্তম পরিণাম ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। এই ক্ষিতি স্বতন্ত্র ভাবে উপাদান ও পুষ্টি বিতরণে অন্য কোন তন্মাত্রা বা সূক্ষ্মভূত সৃষ্টির কারণ হয় নাই,—কিন্তু অপর চতুর্ব্বিধ তন্মাত্রার সহিত মিলিত হইয়া স্থূলভূত সকল উৎপাদন করিতেছে। মায়া স্বকীয় ঐশীশক্তি বলে এই স্থূল পঞ্চভূত হইতে এই বিশাল বিশ্ব প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন (গ) ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির অষ্টম বা শেষ পরিণাম। প্রকৃতি যখন এই অষ্টম বিকৃতির অধীন তখন সে চিদন্ধ, তদীয় চিৎ সত্তার অনুভূতি মন্দীভূত হইয়া যায়। তখন সে চিৎসত্তা হইতে বহুদূরে বিবাসিত,—বিস্মৃতিনীরে নিমজ্জিত। প্রকৃতি চিদন্ধ হওয়ায় তদীয় চিদ্বিমুখ পরিণামও বন্ধ হইয়াছে। ইহাই প্রকৃতির জীবভাব। প্রকৃতির এই অবস্থা কতদিন থাকিবে তাহা বিকৃত প্রকৃতি অনবগত। তবে তিনি ইহা নিশ্চিত জানেন—কোন অনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুগত হইয়া প্রকৃতি যথাসময়ে চিদভিমুখ

(গ) ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরম্।

গীতা ৯ম অধ্যায় ১০ শ্লোক।

অবস্থায় উপনীত হইবে। স্থূল পঞ্চ সূক্ষ্ম পঞ্চে বিলীন হইবে, অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যা মহত্তত্ত্ব ও মায়াতে অনুপ্রবেশ করিবে। মায়া পরমধামে প্রত্যাগত হইয়া পরার নির্ম্মল অঙ্গে আত্মবিসর্জ্জন করিবে। পরাপূর্ণাঙ্গে চিদ্গত হইয়া পূর্ব্বানুরূপ চিন্মোহিত ভাবে বিরাজ করিবে। ইহাই প্রকৃতির প্রেমানন্দপূর্ণ নির্ব্বাত (খ) শান্তির পূর্ণাবস্থা। বৈষ্ণব ইহাকেই নির্ব্বাণ মোক্ষ বলেন।

৪। উপরে যে অষ্টবিধ প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হইল তদ্ভিন্ন কয়েকটী শাখা প্রকৃতি আছে,—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সাংখ্যমতে ইহারা অহং পদার্থের শাখা। বেদান্তমতে ইহারা আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চ হইতে উৎপন্ন আপাত দৃষ্টিতে প্রস্তাবিত বিষয়ে আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবেরদার্শনিক মত সাংখ্য দর্শনের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে উহা নিরবচ্ছিন্ন বেদান্তানুমোদিত বিবর্ত্তবাদ, কপিলের সঙ্গে কতিপয় স্থলে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সাংখ্য দর্শনের মৌলিক প্রকৃতি এক, কিন্তু আত্মা (পুরুষ) অসংখ্য অনন্ত। কিন্তু ইহার আত্মাও এক প্রকৃতিও এক, সাংখ্যের গণনারম্ভ দুই হইতে, ইহার গণনারম্ভ এক হইতে। কপিল শুষ্কজ্ঞানী—নীরস দার্শনিক, তাহার দর্শন তীক্ষ্ণ হইলেও তীব্র প্রেমরসহীন। সেই জন্যই তাঁহার প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে প্রেম নাই— প্রেমভক্তিজনিত মধুর মিলনও নির্ম্মল আত্মীয়তা নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব—তাঁহার প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে মধুর মিলনও প্রেমাভিনন্দন অনুভব করিয়া প্রেমভক্তির পূর্ণ উচ্ছ্বাসও অপার আনন্দরস আস্বাদন করেন। যুগল মিলনের ইহাই আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মীমাংসা।

৫। সচ্চিৎই আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরমধামের শ্রীকৃষ্ণ আর পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধা, প্রকৃতির অষ্টবিধ বিকৃতি শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ অষ্ট সখী। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে, শ্রীরাধার সঙ্গেও আছেন সখীগণের সঙ্গেও আছেন। সেই পরমধামের চতুপার্শ্বে এই অষ্টসখী স্ব স্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসযাত্রা পরিভ্রমণ করিতেছেন। সমগ্র সৃষ্টি সেই পরম ধামের চতুর্দ্দিকে রাসচক্রে ভ্রাম্যমান্। এই মহারাসমণ্ডলে কোটী কোটী প্রকৃতি কোটী কোটী পুরুষ সঙ্গে রাসমহোৎসবে আবর্ত্তিত হইতেছে

(খ) নির্ব্বাত ও নির্ব্বাণ তুল্যার্থক "নির্ব্বাণোবাতে" পাণিনি।

বিশিষ্ট বৈষ্ণব প্রেমভক্তি মার্জ্জিত নেত্রে সৃষ্টির মায়িক লীলার মধ্যেও এই রাসলীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।

৬। ভক্ত বৈষ্ণব আরও দেখিবেন,—এই বাহ্যরাসে বাহ্য প্রকৃতি চির নর্ত্তকী নহেন। চিদাভিমুখাবস্থায় প্রকৃতি তাঁহার বাহ্য রাস মণ্ডল ভঙ্গ করিয়া প্রিয়সখী শ্রীরাধার নির্ম্মল অঙ্গে বিলীন হইয়া পরম ধামে শ্রীকৃষ্ণের মধুর সহবাস লাভ করিবার জন্য উন্মাদিনী ও অভিসারিণী। অনিদানমান ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ হইয়া লীলাধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন,—এখন অনিবার্য্য কৃষ্ণপ্রেমাকর্ষণে—আবার কৃষ্ণাভিমুখী—চিদভিমুখী। তাই আবার সেই পরমধামের পরমরাসে পরম পুরুষের সহিত পরমানন্দে মিলিত হইবার জন্য সৃষ্টির এই সোনার সংসার ছারখার করিয়া চলিয়াছেন। এস ভক্ত,—এস বৈষ্ণব, চল ঐ অকারণ বৈরাগ্যের অনুকরণ করিয়া সেই পরম ধামের রাস বিলাসে অঙ্গ ঢালিয়া প্রেমানন্দে আত্মহারা হই, জীবন উৎসর্গ করিয়া জীবলীলাব্রত উদ্‌যাপন করি।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক বর্ম্মা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ বসু মহাশয়ের লিখিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব প্রবন্ধ পাঠে আমাদের সন্দেহভঞ্জন না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছে, তাই সত্যানুরোধে আমরা কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে যদি কোন ভ্রম প্রমাদ থাকে তিনি দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।

২। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসঙ্গ স্কন্দপুরাণীয় বিষ্ণুখণ্ডে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যে আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে উল্লেখ আছে যে মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগের এক জন রাজা ছিলেন। তিনি অবন্তিনগর হইতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দারুময়ী মূর্ত্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সময়ে জগন্নাথ দেবের মন্দিরও নির্ম্মিত হয়।

৩। স্কন্দপুরাণ অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা বৃহত্তর গ্রন্থ, এক মহাভারত ব্যতীত ঐরূপ বৃহৎ গ্রন্থ আর আছে কিনা জানি না। এই পুরাণ কতকগুলি দেশ প্রচলিত কিম্বদন্তী অবলম্বনে রচিত। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ঐ পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা রচিত। আমাদের পুরাণাদিতে দেখিতে পাই যে, যে সকল আধ্যাত্মিক ঘটনা যে কোন সময়ে হউক না কেন তাহা সত্যযুগে ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সত্যযুগে যে দেবতাদিগের প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আমরা পাই না। সে সময়ে রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, দেব পদবীতে উঠিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় না। বেদে যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে তন্মধ্যে রামকৃষ্ণের উল্লেখ বড় দেখা যায় না, সেই জন্য রামকৃষ্ণ অবতারের পূর্ব্বে যে এই সকল নাম ঈশ্বরার্থে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ আমরা পাই না। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক স্থাপিত এই দারুময়ী ব্রহ্মমূর্ত্তিত্রয়ের সহিত রামকৃষ্ণ ও সুভদ্রার মূর্ত্তির যে সাদৃশ্য ছিল তাহা আমাদের উদ্ধৃত শ্লোক সকল পাঠ করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। তবে কালক্রমে সেই মূর্ত্তিত্রয়ের রূপান্তর হইয়াছে, অঙ্গগত সাদৃশ্যের বৈষম্য হইলেও বর্ণগত সাদৃশ্য এখনও বর্ত্তমান আছে।

৪। আমাদের বিশ্বাস এই যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তিত্রয় কলির প্রথমে স্থাপিত হইয়াছে,সত্যযুগে স্থাপিত না হইয়া কলির প্রথমে স্থাপিত হইলেও হিন্দুর ভক্তির বা বিশ্বাসের হ্রাস হইবার কারণ নাই। আমাদের এই বিশ্বাস যে সত্য তাহা আমরা স্কন্দপুরাণ হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। স্কন্দপুরাণকার ইন্দ্রদ্যুম্নকে সত্যযুগের রাজা বলিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিলেও প্রকৃত সত্য অনেক স্থলেই প্রকাশ পাইয়াছে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করিলে স্বপ্নে ভগবানের যে মূর্ত্তিত্রয় দেখিতে পাইয়াছিলেন সেইরূপ মূর্ত্তিই শেষে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন যে মূর্ত্তিত্রয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, বর্ত্তমান মূর্ত্তিত্রয় যে সেই মূর্ত্তি নহে তাহা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

৫। মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অবন্তি হইতে পুরুষোত্তমে যাইবার পথে যখন একাম্রকাননে বা বর্ত্তমান ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হন, সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে ভবানীপতি মহাদেবের ভুবনেশ্বরে আসিবার কারণ বলিতেছেন—

রাজনঃ পদায়মানুস্তাং পুরীং বহুশোনৃপ।
তত্রাসীৎ কাশীরাজাখ্যঃ পুরা দ্বাপরকেযুগে॥ ৪২
শম্ভুং সন্তোষয়া মাস তপসোগ্রেণ বৈপ্রভুম্।
অথাসন্ধ পুরোগানাং রাজ্ঞাং জেতারমুচ্যতাম্॥৪৩
সংগ্রামে প্রহরিষ্যামীত্যস্তি সন্ধ্যায় পার্থিবঃ।
প্রাদাত্তস্মৈ বরং সোঽপি পিনাকী পরিতোষিতঃ॥৪৪
জেতাসি কংসহন্তারং সংগ্রামেম্বনরিন্দম।
তবার্থে প্রমথৈঃ সার্দ্ধমহং যোৎস্যে বৃষস্থিতাঃ॥৪৫
শম্ভোরীতি বরং লব্ধা প্রমত্তঃ স নরাধিপঃ।
শঙ্খ-চক্র-ধরং সংখ্যে হরিমাহ্বত বীর্য্যবান্॥ ৪৬
অন্তর্য্যামী স ভগবান্ জ্ঞাত্বা বৃত্তান্তমীদৃশম্।
চক্রং প্রস্থাপয়ামাস কাশীরাজস্য সন্নিধি॥ ৪৭
তমুগ্র দর্শনং চক্রং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
কাশীরাজ শিরশ্চিত্বা তথলং তাং পুরীংততঃ।
দদাহ কুপিতং রাজন্ বিষ্ণোরাশরবীর্য্যবৎ॥ ৪৮
তদ্দৃষ্টা সুমহৎকর্ম্ম ক্রুদ্ধঃ পশুপতিস্তদা।
গণৈবৃতো বৃষারূঢ়ঃ পিনাকী তদুপাদ্রবৎ॥ ৪৯
ততঃ সুদর্শনং চক্রং দগ্ধা তু প্রমথংগণম্।
শম্ভোঃ পাশুপতাস্ত্রং তচ্চকারালাতসন্নিভম্॥ ৫০

* * * *

তস্মোত্তরস্মাং বিততং বনমেকাম্রকাহ্বয়ম্।
পার্ব্বত্যা যত্রনিব সন্নির্ভরস্ত্রিপুরান্তকঃ॥ ৭২
সৃজতা সর্ব্বলোকানাং মন্নিদেশাৎ স্বয়ম্ভুবা।
তত্রাপি কোটিলিঙ্গানাং রাজা স্বমভিষেক্যসে॥ ৭৩

পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে ভবানীপতি মহেশ্বর কাশী সৃষ্টি করিলে অনেক রাজা তথায় রাজত্ব করেন এবং শেষে দ্বাপর যুগে কাশীরাজ নামে একরাজা উগ্র তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট বর প্রার্থনা করেন যে, আমি যেন জরাসন্ধাদি বিজয়ী

শ্রীকৃষ্ণকে সমরে পরাজিত করিতে পারি, মহেশ্বর তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন যে তুমি কংসারিকে সমরে পরাজিত করিতে পারিবে এবং সেই সময় আমিও নিজে বৃষভারূঢ় হইয়া প্রমথগণ সহ তথায় উপস্থিত থাকিব। তাহার পর কাশীরাজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা কাশীদাহ করেন ও কাশীরাজকে বধ করেন ও মহেশ্বর উপস্থিত হইলে তাঁহার পাশুপাত অস্ত্রকে নিস্তেজ করিয়া মহেশ্বরকে স্তম্ভিত করেন এবং ভীত ভবানী-পতিকে আদেশ করেন "তুমি আর কাশীতে থাকিতে পারিবা না, এখন হইতে তুমি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অন্তর্গত একাম্রকাননে (ভুবনেশ্বরে) অবস্থান কর। স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যে দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হন। কাশীরাজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ও কাশীদাহ দ্বাপরযুগে ঘটে। মহাভারতেও হরিবংশে এই বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে, তাহা হইলে একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ভুবনেশ্বরের লিঙ্গ-স্থাপন দ্বাপরযুগে ভিন্ন সত্যযুগে হয় নাই। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন প্রথম পুরুষোত্তমে যাইতেছিলেন তখন ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় তিনি উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকটে উহার পুরাবৃত্তি শ্রবণ করিতেছেন। এ অবস্থায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যদি দ্বাপরে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরুষোত্তমে আগমন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা তাহার পরবর্ত্তী কোন কালে হইয়াছে। কাজেই আমরা বলিতে চাই মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগের রাজা নহেন তিনি কলিযুগের প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবেন। আরও এক কথা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির যদি সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে তীর্থাদি বর্ণন স্থলে অবশ্য উহার উল্লেখ পাওয়া যাইত। মধ্যমপাণ্ডব অর্জ্জুনের তীর্থ যাত্রায় তাঁহার মণিপুরে যাওয়ার উল্লেখ আছে অথচ মণিপুরের নিকট হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির অধিক দূরবর্ত্তী নহে, অথচ উহার বিষয় কিছুই উল্লেখ নাই। সে সময় ভারত প্রসিদ্ধ জগন্নাথ দেবের মন্দির অবস্থিত থাকিলে অবশ্যই তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইতাম।

৭। আমরা এখন প্রমাণ করিতে চাই যে প্রথমে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যে মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বর্ত্তমান মূর্ত্তিত্রয় সে মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করা যায় না, কারণ স্কন্দপুরাণে ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত মূর্ত্তিত্রয়ের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

তাদৃগাবির্ব্বভূবাসৌ যুষ্মাকম্ বর্ণিত পুরা,
দিব্য সিংহাসন গতো ভদ্রাবল সুদর্শনে ॥ ৮
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম লসদ্বাহুর্জনার্দ্দনঃ।
গদামুষল চক্রাব্জং ধারয়ন্ পন্নগাকৃতিঃ ॥ ৯
ছত্রাকৃতি ফণাসপ্ত মুকুটোজ্জ্বল কুণ্ডলঃ।
সুভদ্রা চারুবদনা বরাব্জাভয়ধারিণী ॥ ১০
লক্ষ্মীঃ প্রাদুর্বভূবেয়দ্ সর্ব্ব চৈতন্যরূপিণী।
ইয়ং কৃষ্ণাবতারেহি রোহিণী গর্ভ সম্ভবা ॥ ১১

পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যে উনবিংশ অধ্যায় ৮ম হইতে ১১শ শ্লোক।

অর্থাৎ আমি যে প্রকারে তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিয়াছি এখনও সেইরূপ সেই জনার্দ্দন বলরাম সুভদ্রা ও চক্রের সহ দিব্য সিংহাসনে আবির্ভূত হইলেন, জনার্দ্দনের শঙ্খ চক্র গদা পদ্মের চিহ্ন হস্তে বিরাজিত রহিয়াছে। অনন্তদেব গদা, মুসল, চক্র ও বজ্রচিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন। উঁহার সপ্তফণা ছত্রের আকৃতি ধারণ করিয়া তদুপরি বিন্যস্ত মুকুট ও উজ্জ্বল কুণ্ডল আভরণে শোভা পাইতেছে, আর চারুবদনা সুভদ্রা দেবী হস্তে বর, পদ্ম ও অভয় ধারণ করিয়াছেন ইনিই সেই চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন। ইনিই কৃষ্ণাবতারে রোহিণী গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৮। আবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তিত্রয়ের বেষ্টন বস্ত্র উন্মোচন সময়ে ঐরূপ বর্ণিত আছে।

বেষ্টনং মোচয়ামাস মহাবেদ্যাং নৃপোত্তম।
দদৃশুস্তে তদাসর্ব্বে রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ৩৬
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ বাসুদেবং সুদর্শনম্।
যথোপদিষ্ট লেপাদি সংস্কারৈ রুচিরাকৃতিম্ ॥ ৩৭
কৃপয়া স্মের বদনমুন্নামিত বক্ষসম্।
দীনানামুদ্ধৃতৌ নাথং প্রলম্বভুজপঞ্জরম্ ॥ ৩৮
প্রবুদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষং হাস শোণায়তাধরম্।
পশ্যতাম্ দৃষ্টিমাত্রেণ হরন্তং পাপ সঞ্চয়ম্ ॥ ৩৯

পদ্মাসনস্থিতং কৃষ্ণ দিব্যালঙ্কার ভূষিতং।
স্বতেজসা পরিবৃতং দারুদেহেঽপি নির্ম্মলং ॥ ৪০
নীলজীমূতসঙ্কাশং সর্ব্বসন্তাপনাসনম্।
দদর্শ বলদেবঞ্চ সাট্টহাস মুখাম্বুজম্ ॥ ৪১
ফণামণ্ডলবিস্তীর্ণং বারুণী ঘূর্ণিতেক্ষণম্।
প্রোত্থিতং নাগরাজানং পীনোন্নত সুবক্ষসম্ ॥ ৪২
কিঞ্চিন্নতং পৃষ্ঠদেশে কুণ্ডলীকৃত বিগ্রহম্ ॥ ৪৩
হলচক্রাজমুষলধারিণং বনমালিনম্।
হার কুণ্ডলকেয়ূর কিরীট মুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৪৪
তয়োর্ম্মধ্যস্থিতাং লক্ষ্মীংসুভদ্রাং ভদ্ররূপিণীম্।
বিকচাম্ভোজবদনাং বরাজাভয়ধারিণীম্ ॥ ৪৫

স্কন্দপুরাণে পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যে উনবিংশ অধ্যায়।

অর্থাৎ নৃপবর তাঁহার এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দহৃদয়ে মহা-বেদীতে গমন করত প্রতিমূর্ত্তি গুলির বেষ্টন উন্মোচন করিলেন। তখন সকলেই দেখিলেন যে রত্নসিংহাসনের উপরিভাগে রামকৃষ্ণ সুভদ্রা ও বাসুদেবের চক্র অবস্থিত আছেন। আকাশবাণীর উপদেশানুরূপ সংস্কারাদি দ্বারা উঁহাদের আকৃতি অতি মনোহারিণী হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল উন্নত, কৃপাবশতঃ বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্য ধারণ করিয়াছে। নাথের ভুজপঞ্জর যেন দীনগণের উদ্ধার সাধনার্থই লম্বমান রহিয়াছে। তাঁহার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মের শোভা হরণ করিতেছে। অধর যুগলহাস্য রাগে রক্তিম হইয়াছে। দেখ দৃষ্টিমাত্রেই ইনি সঞ্চিত পাপ হরণ করিতেছেন, এই দেহ দারুময় হইলেও পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নিজ নির্ম্মল তেজঃপুঞ্জে পরিবৃত হইয়াছেন, ইঁহার দেহ শোভা নীল মেঘের ন্যায় মনোহারিণী, ইনি জীববৃন্দের সকল সন্তাপ হরণ করিয়া থাকেন, বলদেবকে দেখিলেন যে মুখপদ্ম অট্টহাস পরিশোভিত, ফণাসমূহ চক্রাকারে বিস্তীর্ণ এবং বারুণী সেবন জন্য নয়ন গুলি ঘূর্ণিত এবং তিনি উত্থিত ও নাগরাজশ্রেষ্ঠ, তাঁহার বক্ষঃস্থল কোমল ও উন্নত পৃষ্ঠদেশ কিঞ্চিৎ অবনত এবং দেহের অপরভাগ কুণ্ডলীকৃত, তিনি হল চক্রপদ্ম ও মুষল ও গলে বনমালা ধারণ করিয়া আছেন। হার কুণ্ডল কেয়ূর কিরীট ও মুক্তালঙ্কার তাঁহার দেহের শোভা উজ্জ্বল করিতেছে, এই উভয়ের মধ্যভাগে ভদ্ররূপিণী লক্ষ্মী সুভদ্রা অবস্থান

করিতেছেন, ইহার বদনমণ্ডল বিকশিত সরোজের ন্যায় ও হস্তদ্বয়ে বর পদ্ম অভয় ধারণ করিতেছেন।

অমুং পশ্য জগন্নাথং পুণ্ডরীকায়তেক্ষণম্।
ভক্তানুগ্রহং পাথোধিং সর্ব্বজ্ঞান নিধিং হরিম্॥

উনবিংশ অধ্যায়।৫১॥

অর্থাৎ তুমি জগন্নাথকে দর্শন কর, ইহার নয়ন শ্বেতপদ্মসদৃশ এবং আকর্ণায়ত উনি ভক্তগণের প্রতি দয়ার সাগর এবং এই হরিই সমুদয় জ্ঞানের সমুদ্র।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ভদ্রাদেবীকে দ্বাপর যুগে রোহিণী গর্ভজাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এখন আমরা শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি রামকৃষ্ণ নামই যেন ঈশ্বরার্থে ব্যবহৃত বলিয়া উহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন, কিন্তু সুভদ্রা নাম ত দ্বাপরের পূর্ব্বে কোথায়ও ব্যবহৃত হয় নাই। আবার এখানে তাঁহাকে রোহিণী গর্ভজাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন তবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সত্যযুগে কেমন করিয়া হইল? তিনি রাম না জন্মিতে রামায়ণের সৃষ্টি করিতে চাহেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরতিনাথ মজুমদার।

কায়স্থের সদাচার ও সৎসাহস।

অদ্য আমি আমার উপবীতী স্বজাতি মহোদয়গণকে একটি সৎসাহসের সুসমাচার প্রদান করিতেছি। প্রত্যেক উপনীত কায়স্থের এই সৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক মনে করি। রক্তবাস সন্দর্শনে যেমন কোন বলবান পশু ঊর্দ্ধপুচ্ছে উহাকে আক্রমণ করে তদ্রূপ পল্লীবাসী শাস্ত্রজ্ঞানহীন কূপমণ্ডুক ব্রাহ্মণগণ আজকাল কায়স্থের গলদেশে লম্বিত যজ্ঞসূত্র দর্শন করিলে জ্ঞানশূন্য হইয়া কায়স্থোপনয়ন দমনে বদ্ধপরিকর হন এবং পরিশেষে বিফল

মনোরথ হইয়া সমাজের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেছেন। উপনীত কায়স্থ যজমান গৃহে পূজাদি বন্ধ করিতেছেন এবং নানারূপেই তাহাকে নির্য্যাতন করিবার পন্থা উদ্ভাবন করিতেছেন। শ্রুতি ও স্মৃতি সমস্বরে ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থকে যজন কার্য্যে সম অধিকার প্রদান করিয়াছে। তথাপি আমাদের চৈতন্য হইতেছে না ইহাই দুঃখের বিষয়। আলস্য, জড়তা ও পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করত সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্ প্রকৃত পক্ষে দ্বিজোচিত আচার পালন করিতে পারিলেই কায়স্থ সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সংসাধিত হইবে। যতদিন যজ্ঞে প্রতিনিধি বর্জ্জন করিতে আমরা না পারিব ততদিবস আমরা স্বাধীনভাবে সুখভোগ করিতে পারিব না। মহর্ষি অত্রি বলিতেছেন :—

ক্ষত্রিয় স্যাপি যজনং দান মধ্যয়নং তপঃ।
শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতিবৃত্তয়ঃ ॥১৪

অর্থাৎ—ক্ষত্রিয়ের যজন অধ্যয়ন দান তপ এই সকল কার্য্যে অধিকার থাকিবে। প্রজাগণকে রক্ষা এবং অস্ত্রশস্ত্রে ব্যবহার ইহাদিগের বৃত্তি হইবে।

মনু বলিতেছেনঃ—

ত্রয়োধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥৭৭

১০ম অধ্যায়।

অর্থাৎ জীবিকা কর্ম্মানুরোধে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের অধ্যাপন যাজন এবং প্রতিগ্রহ কখনই গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু আপদকালে এই সকল গ্রহণ করিতে পারেন তাহার বিধান আছে।

যে কারণে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি তাহা এই—আমার স্বগ্রামবাসী জ্ঞাতি খুল্লতাত শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিংহ মহাশয় ৫।৬ বৎসর হইল যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া নিজ বাটীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ও শালগ্রাম শীলা সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণের উপর নিত্যনৈমিত্তিক পূজার ভারার্পণ না করিয়া নিজেই উক্ত বিগ্রহ দ্বয়ের পূজা এবং ভোগরাগাদি দিয়া আসিতেছেন। তিনি নিরামিষ ভোজী এবং গীতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ভক্তিরত্নাকর" উপাধি লাভ করিয়াছেন। বেদ ইত্যাদি হিন্দুশাস্ত্র তাঁহার কণ্ঠস্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হারীত সংহিতায় লিখিত আছে :—

ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যামধর্ম্ম পরিবর্জ্জনম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োহপ্যেবমাচরন্॥

২য় অধ্যায়।

অর্থাৎ যে সকল ক্ষত্রিয়গণ অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মানুসারে দেবার্চ্চনাদি কার্য্য করেন তাঁহারাই উত্তমগতি লাভ করেন। ভ্রাতৃগণ! বহুকাল আমরা শূদ্রধর্ম্মাক্রান্ত ছিলাম তাই বলিয়া কি আমরা অনার্য্য শূদ্র হইয়া গিয়াছি কখনই নহে। এখনও কায়স্থের প্রত্যেক ধমণী ও শিরায় শিরায় পবিত্র উষ্ণ ক্ষত্রিয়রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। অনেকদিন আমরা দেবতাগণের আরাধনা করি নাই। নিজের কাজ নিজে না করিয়া ব্রাহ্মণরূপ উকিল মোক্তার নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন কি? আসুন কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! এইবার আমরা প্রাণ খুলিয়া ভগবানের অর্চ্চনাতে স্বয়ং ব্রতী হইয়া দেহ ও নিজবংশ পবিত্র করি। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সিংহবর্ম্মা।
সম্পাদক মাধবপুর কায়স্থসম্মিলনী,
পোঃ চৌগাছা, যশোহর।

কায়স্থ বিদ্বেষ।

বিগত ২৪শে আষাঢ় রবিবার লক্ষীপাশা ষ্টিমার ঘাটের নিকট একটী কায়স্থ বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। কায়স্থধর্ম্ম প্রচারকরূপে আমি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলাম। লক্ষীপাশারস্থার উচ্চ শিক্ষিত কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ কায়স্থজাতির উপর যে বিজাতীয় বিদ্বেষ পোষণ করেন তাহার অভিজ্ঞতা আমার স্বজাতি কায়স্থবৃন্দের এবং কায়স্থবৎসল ব্রাহ্মণগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে বিবৃত হইল।

এখানে একটী শাখা ব্রাহ্মণ সভা আছে, নড়াইলের উকিল লক্ষীপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল মহাশয় ঐ সভার স্থায়ী সম্পাদক। তাহার নিকট বহুপূর্ব্বে জানাইয়া প্রস্তাবিত দিবসে লক্ষীপাশার কালীবাটীতে

ব্রাহ্মণ কায়স্থ সম্মিলিত এই সভার আয়োজন হয়। কিন্তু এই সভা সম্পন্ন করিতে কায়স্থগণকে কত বেগ কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা কায়স্থাদি পিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবই অবগত আছেন। লক্ষীপাশার ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ও শাখা ব্রাহ্মণ সভার নেতৃবৃন্দের অনেকেই একযোগে এই শুভানুষ্ঠান পণ্ড করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা সভার দিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কোন আপত্তি না করিয়া একবারে শেষমুহূর্ত্তে তাহাদের পরিচালিত ৺কালীবাড়ীতে সভা হইতে অস্বীকার করেন। অথচ ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশন ঐ কালীবাড়ীতে প্রায়ই হইয়া থাকে; কায়স্থগণের শূদ্রত্ব নির্দ্দেশ ও উপবীতধারী কায়স্থ গণের নির্য্যাতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। আমরা অতি কষ্টে সেই বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে অভয়াচরণ সমাদ্দার মহাশয়ের একখান বৃহৎ দোকান ঘরে সভা করিবার জন্য চাবি আনাই কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাহাতে রীতিমত বাধা প্রদান করিয়া সেই চাবি মালেকের দ্বারা ফিরাইয়া লয়েন। অনন্যোপায় হইয়া স্থানীয় বার্কমায়ার ব্রাদারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ মহাশয় নিজ লোকজন সাহায্যে স্বকীয় অফিসের সন্নিকট সভার স্থান রচনা করিয়া কায়স্থ সমাজের মুখ রাখেন। তখন বেশ বৃষ্টি হইতেছিল তাহার উপর এই প্রকার বাধাবিঘ্ন, তদুপরে ব্রাহ্মণগণের দলে দলে (ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং পর্য্যন্ত) স্থানীয় নিকট বর্ত্তী জয়পুর, ধোপাদহ ও ঝিকরা নিবাসী কায়স্থগণকে ও তাবৎ ব্রাহ্মণকে সভায় যোগদান করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। ফলে কোন ব্রাহ্মণই এই সভায় যোদান করেন নাই। জয়পুরেরর কতিপয় ব্রাহ্মণ, লোহাগড়ার ২।১ জন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক প্রভৃতি সভায় উপস্থিত হইতে আসিয়াও হইতে পারেন নাই। কিন্তু কায়স্থগণ সেই নিষেধাজ্ঞা সত্বেও দলে দলে আগমন এবং জাতীয় যজ্ঞে যোগদান করিয়া কায়স্থের জাতীয় গৌরব ও আত্ম সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। যে লক্ষীপাশায় কায়স্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এই প্রকার দুর্য্যোগ সত্বেও সেইস্থানে আনুমানিক সার্দ্ধ ত্রিশতাধিক কায়স্থ সমাগম সামান্য ব্যাপার নহে। ইহার উপর যাঁহারা সভাস্থ হইতে আসিয়াছেন তাহাদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরক্ষোভাবে ছল, বল, কৌশল, লোভ, চাতুরী, অনুরোধ, অনুনয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগেই ব্যর্থ হইয়াছিল। সভামধ্যে একদল ব্রাহ্মণ অতর্কিতে আসিয়া কোলাহল করিয়া সভাপণ্ডের চেষ্টাও ফলবতী হয় নাই। এই প্রকার

স্থানে এই প্রকার শত্রু মধ্যে সর্ব্বাপদ দূর করিয়া সভা সমিতি সুসম্পন্ন হওয়ায় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের অপার মহিমা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণ চরগণ আমাকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন—"মহাশয় সাবধান এ স্থানে সবই ব্রাহ্মণ! তাহারা মনে করিলে আপনার জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইতে পারে ইত্যাদি।" সভার উদ্যোগীবৃন্দকে ডাকাইয়া কহিলেন "আপনারা কোন্ সাহসে কায়স্থোপনয়ন বিরোধী এই ব্রাহ্মণ পরিচালিত স্থানে কায়স্থ সভা করিতেছেন? আপনার এই সভা বন্ধ করুন" ইত্যাদি। যাহা হউক বেলা ৪টার পর প্রভূত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া "বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম" রবে আমরা সভার উদ্বোধন করি। পণ্ডিত গোপালচন্দ্র বর্ম্মা কবিভূষণ মহাশয় উপনিষদোক্ত ঈশ্বর স্তুতি পাঠ করিয়া মঙ্গলাচরণ করেন এবং স্বরোচিত নিম্ন-লিখিত প্রাণস্পর্শী সংগীত তানলয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে গান করিয়া সকলকে মোহিত করেন।

ছিন্ন আমরা ভিন্ন আমরা, তবুও আমরা সোদর ভাই,
হে প্রিয়! তোমার চরণে ধরিয়া অতীতের স্মৃতি ফিরাতে চাই।

বিস্মৃতি মোহে নিদ্রিত হায়! কত কাল বল রহিবে আর,
অতি পবিত্র ক্ষত্রিয় কুলে জাননা জনম হলো তোমার।

শাস্ত্রাধিকারে বঞ্চিত হয়ে শূদ্র আচারে যাপিছ দিন,
সিন্ধু সমান হিন্দু সমাজ দেখ আজ কত হয়েছ হীন।

যেদিন ক্ষাত্র মহিমা দীপ্ত আছিল ভারত গরিমা ময়,
সাম নিনাদিত পুণ্য পুরিত এখনো সে দিন স্মরণে হয়।

তখন দুলিত যজ্ঞোপবীত বর্ম্ম কৃপাণে বেড়িয়া কায়,
হারায়ে পুণ্য জাতীয় চিহ্ন আমরা ক্ষিন্ন হয়েছি হায়।

যেদিন উদিলা চিত্রগুপ্ত ভেদিয়া বিরাট ব্রহ্ম কায়,
মসীর পাত্র লেখনী হস্তে দাঁড়াইলা যমরাজ সভায়।

সেদিন হইতে কায়স্থ নাম বিখ্যাত হ'ল ধরণী তলে,
ব্রাহ্মণ যাঁরে সম্মান করি তর্পণ করে গঙ্গাজলে।

জগত পূজ্য ভীষ্মবর্ম্মা উজ্জ্বল করিল কায়স্থ নাম,
তারা কি ক্ষুদ্র শূদ্র হইয়া রহিবে অধম ধরণী ধাম?

শাস্ত্র আদেশ মস্তকে ধরি কর আজি হতে সুদৃঢ় পণ,
ক্ষত্রীয় মোরা নহে হীন জাতি যজ্ঞসূত্র কর গ্রহণ॥

সভাস্থলে লক্ষীপাশা, ঝিকিরা, জয়পুর, ধোপাদহ, বসুপটী, ব্রাহ্মণডাঙ্গা শ্রামগ্রাম, কলাগাছি, চণ্ডীবরপুর, কালনা, কামঠানা, দিঘলিয়া, কোটাকোল, কোলা, গাঁয়পাশা, আড়িয়ারা, প্রভৃতি ১৫। ১৬ খানি গ্রামের অনুমান তিনশতাধিক কায়স্থ ও কয়েকজন অপর শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। কোটাকোল নিবাসী স্বনাম ধন্য শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বজাতি প্রাণ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা জাতীয় উদ্বোধন কবিতা পাঠ করেন। পণ্ডিত প্রবর গোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি মহাশয় উপনিষদোক্ত ঈশ্বর স্তুতি পাঠ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়া সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। অতঃপর এই দীন প্রচারক ৪ঘণ্টা ধরিয়া পূণ্য জাতীয় ইতিহাস বিবৃত করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছে।

কায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দ। একবার লক্ষীপাশার বিষম বিভ্রাটের বিষয় চিন্তা করুন ইহা কি কায়স্থের জাতীয় সম্মান পদদলিত করিবার চেষ্টা নহে? কিন্তু চির সম্মানিত কায়স্থ জাতীর কে অপমান করিতে পারে? আমরা এই স্থানে সভা করিতে না পারিলে তাহা কায়স্থের জাতীয় কলঙ্ক ব্যতীত আর কি হইত? ব্রাহ্মণ সভা কর্ত্তৃক কায়স্থ সভার অধিবেশন বন্ধ হইলে, বিরাট বঙ্গীয় কায়স্থ জাতীর অপমান, কায়স্থ সভার অপমান, প্রত্যেক কায়স্থেরই অপমান হইত যদি সাধারণ মায়ের মন্দিরে কায়স্থদিগের স্থান না হয়, কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! প্রতিজ্ঞা করুন আর সেই ব্রাহ্মণের একচেটিয়া মাতৃ মন্দিরে প্রবেশ করিবে না! কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! প্রতিজ্ঞা করুন সেই ব্রাহ্মণের কায়স্থ বিদ্বেষপূর্ণ মাতৃমন্দিরে আর প্রবেশ করিবেন না। প্রতিজ্ঞা করুন কায়স্থের অপমানকারী দ্বিজবন্ধুগণ ব্রাহ্মণাচার বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ পরিচালিত মন্দিরে কোন কায়স্থই তাঁহার মানসিক পূজা দিবেন না। মৃন্ময়ী মাতৃ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াও পূজা দিবেন তথাপি ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ পরিচালিত লক্ষীপাশার ন্যায় কায়স্থ বিদ্বেষপূর্ণ গ্রামে কখন গমন করিবেন না। প্রতিজ্ঞা করুন যতদিন না পবিত্র যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিবেন ততদিন কায়স্থগণ লক্ষীপাশার কালী মন্দিরে প্রবেশ করিবেন না।

এই প্রকারে লক্ষীপাশা, কোটাকোল, মধুখালী প্রভৃতি স্থানে বিরাট কায়স্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আগামী ৩০শে শ্রাবণ মধ্যে ঐ সকল গ্রামে আনুমানিক ২।৩ শত কায়স্থ উপনীত হইবেন।

শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, প্রচারক।

কবিতাগুচ্ছ।

—:(*):—

গহনবনে।১।

—•—

গভীর নিশীথে বিজন কাননে চলেছে পথিক একা,
কতদূরে আসি সন্ন্যাসী সনে হইল তাহার দেখা।
"ফিরে চাও ওগো সন্ন্যাসীবর দেখাইয়া দাও মোরে,
কোন্ পথে যাব প্রদীপের কাছে ঐ দেখা যায় দূরে।"
ফিরিয়া চাহিল সন্ন্যাসীবর দেখিলা সম্মুখে তার,
সুন্দর যুবা অঙ্কিত মুখে ছবিখানি নিরাশার।
"আলেয়া দেখিয়া ভুলেছ যুবক আলোক ত উহা নয়।"
উত্তরিলা সাধু, যুবা কহে 'এবে কি করি উপায় হায়!'
সন্ন্যাসী কহে 'শুনহ পথিক চলগো আমার সনে,
পর্ণকুটির যেথায় আমার বিজন শান্ত বনে।'

*

প্রভাতে সেথায় বিহগের দল নির্ভয়ে করে গান,
হরিণ শাবক চৌদিকে ছুটী আনন্দিত করে প্রাণ।
কুটির মাঝারে টিপ্ টিপ্ করি মাটীর প্রদীপ জ্বলে,
দেখিলা সন্ন্যাসী পথিক নয়নে রমণী কটাক্ষ খেলে।
সুধাইল "তুমি পুরুষ কি নারী জানিতে বাসনা করি,
কেমনে বা এলে ভীষণ কাননে যুবকের বেশ ধরি?"
কহিলা পথিক ললিত কণ্ঠে ক্ষমাকর সাধুবর!
বহুদূরে এক নগর মাঝারে হতভাগিনীর ঘর।

ষোড়শ বছরে হতভাগিনীরে লাভ করিবার তরে,
ধনী সন্তান কত দেশ হতে আসিল মোদের ঘরে।
তার মাঝে হায় একজন মোরে বাসিলেক বড় ভাল,
লজ্জা নম্র বদন তাঁহার মোর চিত্ত হরিয়া নিল।
তবু হায়! আমি প্রণয় তাহার পরীক্ষা করিবারে,
প্রাণের উচ্ছাস চাপিয়া রাখিয়া তুচ্ছ করিনু তারে।
মোর উপেক্ষা সহিতে না পেরে কোথা সে চলিয়া গেল,
হতভাগিনীর সব বাসনার অবসান হায় হল।
তার পর হতে পরিহারি সব মাতাপিতা পরিজনে,
'কাসেমের' তরে একাকিনী আমি ভ্রমি এ বিজন বনে।"
সন্ন্যাসী কহে "ক্ষমা কর মোরে তোমারই কাসেম আমি,
তোমারই তরে প্রাণের আমিনা গহন কাননে ভ্রমি।

শ্রীমতী অমিয়বালা বসু।

রাজার আহ্বান।২

—০:০—

সমুন্নত করি শির,
এস ত্বরা বঙ্গবীর,
অই শুন ধ্বনিতেছে সম্রাট্ আহ্বান।
চরিত্র ও বাহুবলে
যশের মন্দির খুলে,
সগৌরবে সবে ভাই হও আগুয়ান॥
শতগ্লানি ভীরুতার,
শিরোভূষা ছিল যার,
রণক্ষেত্রে নাহি ছিল কোন অধিকার।
আজি সে বাঙ্গালী জাতি,
লভিবারে বীর খ্যাতি,
হও অগ্রসর—লভ যশ অমরার।

বিনাশি সম্রাট্ অরি,
নাশিয়ে দেশের বৈরী,
শৌর্য্যে, বীর্য্যে বঙ্গবীর কাঁপাও অবনী।
তোমাদের পদভরে,
অরাতি কাঁপুক ডরে,
হউক বিস্মিত বিশ্ব শুনিজয় ধ্বনি ॥
জয় সম্রাটের জয়,
জয় ভারতের জয়,
জয় বাঙ্গালীর জয় ধ্বনি কি মহান্।
রণযজ্ঞে আত্মদান,
যে করে সে সুসন্তান,
দেশের গৌরব-রবি—স্বর্গ তাঁর স্থান॥
হও ত্বরা আগুয়ান,
মিলি হিন্দু মুসলমান,
একসূত্রে সমস্বার্থে মিলি দুটি প্রাণ।
সঙ্কীর্ণতা দূরে ঠেলি,
দোঁহে করি কোলাকুলি,
প্রাণপণে সাধ ভাই জাতীয় কল্যাণ॥
করি দোঁহে প্রাণপণ,
গড় জাতীয় জীবন,
বাঙ্গালীর ম্লানমুখ হোক সমুজ্জ্বল।
ঘৃণ্য কাপুরুষ প্রায়,
গৃহকোণে থাকি হায়,
সৌভাগ্যে দিওনা পদে ঠেলি রসাতল।
বীরের রতন-শয্যা নিত্য রণস্থল ॥

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন।

৺ব্রজনাথ মজুমদারের বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে। ৩।

স্বরগ বিভূতি পরি এসেছিল ধরাপরি
গেছ পুনঃ এ সংসারে নিজ কীর্ত্তি আঁকিয়া।
তব পদ চিহ্ন ধরি হিংসা দ্বেষ পরিহরি
চলিব যেন এ সংসারে তব কার্য্য স্মরিয়া ॥১

বিত্ত ধন চলি যায় জীবন যৌবন ধায়
কাল ধ্বংস করি ফেলে বিস্মৃতির কোলে।
মানব সুকৃতি ভাস, সদা দীপ্তি সুপ্রকাশ
কাল সদা সঙ্কোচিত তার প্রভাবলে ॥২

ওই যে গোলাপ ফুল রূপ গৌরবে আকুল
দুইদিন পরে রূপ হবে ছারখার।
কিন্তু সুবাসের রেখা মানব হৃদয়ে লেখা
চিরতরে রবে সদা ধ্বংস নাহি তার ॥৩

চলি গেছ তুমি বটে ও চিত্র মানস পটে
বিরাজিত রহিবেক সদা আমাদের।
স্নেহ দয়া ধর্ম্মভাব সর্ব্ব প্রতি সমভাব
তোমার দেবতা চিত্র সা... ...গের ॥৪

৩। যশোহর অন্তর্গত শৈলকুপা গ্রামে ইহার জন্ম হয়, ইনি ধার্ম্মিক, বিনয়ী ও স্বজাতিবৎসল ছিলেন। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ১৩২২ চৈত্র সংখ্যায় ইহার জীবনী প্রকাশিত হয়। লেখক।

তব যুক্ত পরিবার এবে প্রায় ছারখার
পাশ্চাত্য শিক্ষার ঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া।
আত্ম-সুখ আত্ম-স্বার্থ নিজ মাত্র পরমার্থ
গড়িতেছে রাজ্য এবে পর সুখ ভুলিয়া ॥৫

কিন্তু কি প্রতিভা বলে স্বীয় সাম্য ধ্বজা তুলে
যুক্ত পরিবার তুমি করিলে পালন।
প্রকৃত হিন্দু ভবন শান্তির সে নিকেতন
অভ্যাগত অতিথির শান্তি প্রস্রবন ॥৬

এবে উহা শূন্য প্রায় কুমুদ কি হাসে হায়
চন্দ্রিমা যখন হয় অস্তাচল শায়ী।
দেওদেব হৃদে বল সমতার প্রেম বল,
হয় যেন সেই বলে তব কীর্ত্তি স্থায়ী ॥৭

বাল্যে পিতৃহারা মোরা তব হৃদি স্নেহভরা
পেয়েছিনু তব অঙ্ক স্নেহ-পারাবার।
বসি তবে পদতলে শিখিলাম কুতূহলে
ধর্ম্ম তত্ত্ব শাস্ত্রকথা কত অনিবার ॥৮

শৈশবে বিদ্যার শিক্ষা যৌবনে স্বধর্ম্মে দীক্ষা
দিয়া দেব নিজধামে করেছ গমন।
সংসার আসক্তি মাঝে বৈরাগ্য কেমনে থাকে
দেখিয়াছি তব হৃদে তার নিদর্শন ॥৯

এখন ঘুমের ঘোরে কে যেন মধুর স্বরে
দয়া করি দাও তুমি কত উপদেশ।

প্রভাতে বিহগ স্বরে তোমার সুস্বর ঝরে,
শুনি যেন তোমার সে মধুর আদেশ ॥১০

পূর্ণিমা নিশিতে যবে চকোর অতি গৌরবে
উচ্ছ্বাসে মধুর তান জন মনোহর।
মম কর্ণে প্রেত হয় তব স্বর স্নেহময়
বিভু উপাসনা তব লোক শুভকর ॥১১

তুমিই চাতক ছলে মধ্যাহ্ন আকাশ তলে
অমিয় বিরাগ গাঁথা কর বরষণ।
সায়াহ্নে বিহগ স্বরে ভক্ত যেন মহেশ্বরে,
শ্রবণ বিবরে ঢাল সুধা বিমোচন ॥১২

শারদ চন্দ্রমাকাশে যেন তব মূর্ত্তি ভাসে
স্নেহময় সুশান্ত মহিমামণ্ডিত।
মধ্যাহ্নে রবির কোলে তোমার ও মূর্ত্তি খেলে,
কি কঠোর কর্ত্তব্যের আদেশ পূরিত।১৩

মনে ছিল বড় আশা চির পিপাসিত তৃষা
তোমার এ মর্ত্ত্যলীলা হবে যবে শেষ।
চারিভাই লয়ে মাথে যাব শ্মশানের পথে
পবিত্র পাবক কার্য্য করি পরিশেষ ॥১৪

চিতা ভস্ম ভক্তিভরে মাখিয়ে সর্ব্বশরীরে
প্রেমভরে ভ্রাতৃঅঙ্গে মাখাইয়া দিব।
ভক্তি শোক মহাবেগে সাক্ষী করি পরমেশে
চিতা ছুঁয়ে চারি ভাই প্রতিজ্ঞা করিব ॥১৫

যতদিন রব ভবে তোমার চরিত্র ভেবে
আত্মপর ভেদজ্ঞান কভু না করিব।
দীন দুঃখী আতুরের সম নিজ অপত্যের
তোমা সম সমভাবে সকলে হেরিব।১৬

দাসত্বের লৌহপাশে রহিলাম কোন্ দেশে
না দেখিনু অন্তকালে পবিত্র চরণ।
এই দুঃখ শোকানল দহিবে অনন্তকাল
যতদিন পোড়াদেহে রহিবে জীবন ॥১৭

শ্রীরতিনাথ মজুমদার।

পতঙ্গের প্রতি ।৪।

মরীচিকা মরুদেশে
যেমতি পথিকে নাশে,
তেমতি অবোধ প্রায় পতঙ্গ অনলে ধায়,
সাধের জীবন নাশে পাবক শিখায়।১

অবোধ পতঙ্গ ওরে,
কিবা সুখ শান্তি তরে,
মহামূল্যে তব প্রাণ করিছ আহুতি দান,
রূপের তৃষ্ণার কিহে এই পরিণাম ॥২

যদি রূপ ভালবাস,
কুসুম কাননে এস,
সুজড়িত কতফুলে প্রাণ ভরা পরিমলে,
পাবে সুখ, জুড়াইবে মলয় হিল্লোহে।৩

যদিরে ধরার সুখ,
মনে কর তাহা দুঃখ,
উড়ে যাও নীলাকাশে যথায় চন্দ্রমা হাসে,
পাইবে পরমসুখ অনন্ত আকাশে ।৪

চকোরের স্তরে যদি
নাহি তথা হয় গতি,
ধর তাঁর পা দুখানি কৃপাসিন্ধু ভবে যিনি
কোটি রবি শশি যাঁর করে জয়ধ্বনি ।৫

তাঁর পদছায়া পেলে,
সব দুঃখ যাবে চলে,
মিটিবে মনের তৃষ্ণা পূরিবে মনের আশা,
ভুলিবে মর্ত্তের এই তুচ্ছ ভালবাসা ।৬

তোমার সাহসিকতা
দেবোপম একাগ্রতা,
এ অভাগার হৃদে ঢালি দাও শক্তি বজ্রবলি,
পাইতে ও পদযুগ এ ধরা উজলি ।৭

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা

কায়স্থধর্ম্ম-প্রচার।

বিগত ২৬শে আষাঢ় যশোহর কোটাকোলনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে দিঘলিয়া স্কুল গৃহে এক বিরাট কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অনুমান ছয়শত কায়স্থ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীপাশার ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর নাগপাশ ছিন্ন করিয়া আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় যে প্রকার কায়স্থ জাতির গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সেইজন্য অভিনন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে জমিদার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই সভার আয়োজন করেন। অগ্নীহোত্রী মহাশয় নৌকাযোগে জয়পুর হইতে রওনা হন; যথা স্থানে উপনীত হইলে অনুমান শতাধিক কায়স্থ যুবক লোহিত পতাকা হস্তে "বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্" রবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। যুবকগণ অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে পাল্কী বাহিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পাল্কীতে আরোহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ ও যুবক ও বালক সমভিব্যাহারে পদব্রজেই শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র বাবুর বাটিতে উপস্থিত হইলে তথায় তুমুল শঙ্খধ্বনি হইয়া উঠিল এবং ঘন ঘন "বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্" রব "ধার্ত্তারাষ্ট্রানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়েৎ" মনে পড়িতে লাগিল।

অপরাহ্ণে স্কুলগৃহে দলে দলে স্বজাতি মহোদয়গণ সমবেত হইতে লাগিলেন। এদিকে যোগীন্দ্রবাবু প্রমুখ বিশিষ্ট কায়স্থ মহোদয়গণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় ও স্বেচ্ছাসেবক দল লইয়া তুমুল শব্দ নিনাদ সহ এক বিরাট মিছিল বাহির করিলেন এবং পবন হিল্লোলে আন্দোলিত লোহিত পতাকা রাজি করধৃত যুবকদল মুহুর্মুহু আদি পিতার জয় জয় রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন। সভা-গৃহের সমীপস্থ হইলে তথায় অনুমান পঞ্চশত কায়স্থ উচ্চ আনন্দরবে করতালির দ্বারা এই মিছিলের সম্বর্দ্ধনা করিলেন অমনি আবার শঙ্খনাদ সহকারে অর্দ্ধশত কায়স্থ কণ্ঠে "বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্" "জয় সরল বাবুর জয়" "জয় কায়স্থের জয়"

ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সাগারো বিভূষিত হইয়া যথা সময়ে অগ্নিহোত্রী মহাশয় অতি বিনম্র অথচ মর্ম্মস্পর্শি ভাষায় সমাগত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইলে দুইজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও দুইজন কায়স্থ বক্তৃতা করেন। অতঃপর অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় চারিঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়া সমাগত সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। দেড় শতাধিক কায়স্থ বাবু যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের জ্ঞাতি মৃতাশৌচ অন্তে উপবীতী হইতে স্বীকার করিয়া দিন স্থির করেন। এ সভাতেও লক্ষ্মীপাশার সভার প্রতিজ্ঞা সকল কায়স্থই গ্রহণ করেন।

বিগত ২৯শে আষাঢ় তারিখে যশোহরের নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গিয়া হাতিয়াড়া, মনোখালি, নলিয়া, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, নলদী, প্রভৃতি স্থানের কায়স্থ মহোদয়গণ লইয়া সিঙ্গিয়া হাতিয়াড়া বিদ্যালয় গৃহে এক বিরাট সভা হয়। পাঁচশত স্বজাতি কায়স্থ এই সভায় যোগদান করেন এবং প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ তর্কতীর্থ প্রমুখ ৪।৫ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সভায় যোগদান করেন। প্রচারক মহাশয় ৩।৪ ঘণ্টা কাল অতি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার ফলে সিঙ্গিয়ার রায় চৌধুরী, ঘোষ, মিত্র, বসু, বংশীয় এবং উপর্য্যুক্ত গ্রাম সমূহ হইতে সমাগত সকলেই উপবীতী হইতে স্বীকার করেন। সিঙ্গিয়া গ্রামে অধিকাংশই কুলীন গোষ্ঠিপতি কায়স্থের বাস তাহারা সকলেই অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের আবেগময়ী বক্তৃতায় উপনয়ন সম্বন্ধে আর কোন দ্বিরুক্তি করেন নাই। এবং প্রচারক মহাশয় কায়স্থের উপনয়ন বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে বার বার বলিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত তর্কতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণ কেহই বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস পান নাই।

অতঃপর উপনয়ন গ্রহণের দিন স্থির সম্বন্ধে অনেকে ৺পূজার সময় এবং কেহ কেহ অতি সত্বর লইতে ইচ্ছা করেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যাঁহাদের সত্বর উপবীতী হইতে বাধা নাই তাঁহারা সত্বর উপবীতী হইবেন। যাঁহাদের ৺পূজার সময় সুবিধা তাঁহারা ৺পূজার সময় লইবেন, এ সভাতেও লক্ষ্মীপাশার সভার প্রতিজ্ঞা গৃহীত হয়। অতঃপর ১০ই শ্রাবণ উপনয়ন দিন স্থির হয়। এই দিবস সিঙ্গিয়ার মিত্র, বসু, রায়, ঘোষ প্রমুখ কুলীন ও গোষ্ঠিপতিগণের প্রত্যেকের বাড়ীর ২।১ জন করিয়া উপবীতী হওয়ার স্থির হইল।

৬ই শ্রাবণ তারিখে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গঙ্গারামপুরে এক ব্রাহ্মণ সভা হয়। এই সভায় অনেকেই অসংযত ভাবে কায়স্থজাতি ও অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে আক্রমণ করেন, এক তরফা নিষ্পত্তি হইয়া স্থির হয় যে কোন স্থানীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের এই উপনয়ন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, করিলে সামাজিক শাসনে পড়িবেন। কায়স্থের উপনয়ন হইতে পারে না, কায়স্থেরা শূদ্র, একটু লেখা পড়া শিখিয়া আজকাল উন্নত হইয়াছে এই মাত্র (ক) আবার কোন ব্রাহ্মণ কহিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ উপনীত কায়স্থের পৌরোহিত্যাদি করেন তিনি ব্রহ্মবীর্য্য সম্ভূত নহে ইত্যাদি। সভাপতি মহাশয় বলেন "ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পক্ষীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর বিচারদ্বারা ইহার মীমাংসা হউক তারপর কায়স্থের উপনয়ন সম্বন্ধে আমরা মতামত দিতে পারি।" (খ)

(ক) যে সকল ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ এই ব্রাহ্মণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে শূদ্রকন্যার গর্ভজাত বংশ হইতে সম্ভূত হন নাই তাহা কে বলিবে কারণ বহু প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণ সমাজে অসবর্ণা অনুলোম বিবাহে শূদ্র ভার্য্যা গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত ছিল। মনু বলিতেছেন :—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য, সাচস্বাচবিশঃ স্মৃতে।
তেচস্বা চৈব রাজ্ঞঃস্যা, তাশ্চস্বাচাগ্রজন্মনঃ॥ ১৩
তৃতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ—শূদ্রাই কেবল শূদ্রের ভার্য্যা হইবে, শূদ্রা ও বৈশ্যা—বৈশ্যের বিবাহ যোগ্যা। শূদ্রা বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ের বিবাহ যোগ্যা এবং শূদ্রা বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিবাহ যোগ্যা হইবে। চারিটী বর্ণ মধ্যে এই প্রকারে আহার বিহার আদান প্রদান পূর্ণভাবে প্রচলিত রাখিয়া হিন্দু সমাজের একত্ব আর্য্যগণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিতেন এক বিরাট পুরুষের অঙ্গ হইতে ৪টী বর্ণ উত্থিত হইয়া চারিভাগে বিভক্ত হইয়াও এক বর্ণ। যদি ব্রাহ্মণগণ সুবিধামত শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ করিতেন। তবে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রকে ঘৃণা করেন কেন? সম্পাদক।

(খ) গঙ্গারামপুরের ব্রাহ্মণসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় আর চতুর্দ্দশবর্ষ বিচারের পর কি বিচার চান? বহু সভায় সমগ্র ভারতেই ব্রাহ্মণ

অতঃপর উপনীত কায়স্থের বাড়ী ক্রিয়া কর্ম্মে যোগ দিব না প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর হয়। সিঙ্গিয়ার কায়স্থ সভায় শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ তর্কতীর্থ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। একদিন অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সহিত বিচার প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটিতে ২৫।৩০জন কায়স্থ ও ২।১ জন ব্রাহ্মণ সমক্ষে উক্ত তর্কতীর্থ মহাশয় বলেন কায়স্থ সভা এত টাকা খরচ করিয়া এতস্থানের পণ্ডিতের ব্যবস্থা লইলেন কিন্তু যশোহরের পণ্ডিতগণকে কিছু দেন নাই কেন? আমরাওত টাকা পাইলে ব্যবস্থা দিতেপারি যখন স্থানীয় পণ্ডিতগণের পাঁতি টাকা দিয়া লওয়া হয় নাই তখন স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ কেন উপনয়নের সহায়তা করিবেন? ইত্যাদি। সভাপতি সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বিচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু এখন দেখা গেল ইহা বিচার নহে, এ পয়সার বিচার। ব্রাহ্মণ সভার ফলে স্থানীয় কায়স্থগণের পুরোহিতবৃন্দ বিগত ১০ই শ্রাবণ তারিখের উপনয়নে বাধা দিবার ত্রুটী করেন নাই। প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয় এক একবার এক এক বাড়ীর মত স্থির করিয়া আসেন পরক্ষণেই ব্রাহ্মণগণ যাইয়া সে মত পরিবর্ত্তন করেন। এইভাবে উপনয়নের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত চলিল, উপনয়ন দিবসেও সিঙ্গিয়ার ২।১ বাড়ী আবার ব্রাহ্মণের চক্রে পড়েন, অনেক মর্ম্মস্পর্শী বাক্যে ধিক্কার দিয়া তবে প্রচারক মহাশয় ১০ই তারিখের উপনয়ন যজ্ঞ সুসম্পন্ন করাইয়া দেন। এই উপনয়ন জন্য সিঙ্গিয়ার শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় চৌধুরী ও শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরীর (ইহারা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি কালীকুমার রায় চৌধুরীর বংশীয়) চেষ্টা ও যত্ন বিশেষ প্রশংসার্হ।

সিঙ্গিয়ার উপনয়ন দিন স্থির করিয়া প্রচারক মহাশয় ২রা শ্রাবণ হইতে লগদী, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, মলোপালী, হাতিয়াড়া, ভদ্রবিলা, কাশীয়াড়া, প্রভৃতি স্থানে গমন করেন, এবং কায়স্থগণকে উপবীতী হইতে অনুরোধ করেন। এ জন্য হাটবাড়ীয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের প্রাসাদে সভা করা স্থির

হওয়া বিচারান্তে ধার্য্য করিয়াছেন যে বঙ্গীয় কায়স্থ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়। এই বিষয় নবদ্বীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ এবং ভাটপাড়ার হলধর তর্কচূড়ামণী প্রমুখ ৩৯ জন অধ্যাপক বিচারান্তে ঐরূপ মত দিয়াছেন বিচার মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে পাইবেন। সম্পাদক।

করিয়া পুনরায় ৮ই শ্রাবণে সিঙ্গিয়া ফিরিয়া আসেন এবং উপনয়ন জন্য সমুদয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ৩৩ জন বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবান্ কায়স্থ সন্তানকে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে বৈদিক উপনয়ন সম্পন্ন করাইতে সক্ষম হন। তাঁহাদের নামের তালিকা বিবধ প্রসঙ্গের ৮ দফায় প্রকাশিত হইল। উপনয়ন শেষে উপবীতী কায়স্থ সন্তানগণ গৈরিক বেশে, মুণ্ডিত মস্তকে দণ্ডধারী হইয়া শঙ্খ ও বাদ্যধ্বনি সহকারে অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে অগ্রে করিয়া সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করতঃ ৺কালীমন্দিরে গমন করেন এবং "ওঁহ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে সমবেত কণ্ঠে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপর দিবস খাসিয়ালের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের যত্নে দুইখানি বৃহৎ পানসি করিয়া সমস্ত উপবীতী কায়স্থগণ মানবক বেশে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সহিত হাটবাড়ীয়া সভায় গমন করেন।

হাটবাড়ীয়া সভায় বিপুল জনসঙ্ঘ, অগ্নিহোত্রী মহাশয় নৌকা যোগে যাইতে একটু বিলম্ব হওয়ায়, উদগ্রীব হইয়া নদীর দিকে তাকাইয়াছিলেন, অতঃপর অদূরে পতাকা শোভিত দুই পান্‌সী দেখিয়া তাঁহারা আশান্বিত হইলে নৌকা তীরে লাগিল। অগ্নিহোত্রী মহাশয় অগ্রে বাহির হইলেন পশ্চাতে মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকধারী ৬০ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত উপবীতী কায়স্থের দল। তুমুল হর্ষ কোলাহলের মধ্যে অগ্নিহোত্রী মহাশয় সভামণ্ডপে গমন করিলেন করতালি ও আনন্দরোলের মধ্যে সকলে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। পণ্ডিত প্রবর হরগোবিন্দ শিরোমণি (প্রফেসর নড়াইল কলেজ) সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় হর্ষকোলাহলের মধ্যে উত্থিত হইয়া ৫ঘটীকা হইতে রাত্রি ৯ঘটীকা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। বিপুল জনসঙ্ঘ মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় এই বক্তৃতা শ্রবণ করেন। কতিপয় বিরুদ্ধবাদীগণের প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ খণ্ডন করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় যে প্রকার আন্তরিকতার সহিত এই সভার আয়োজনের সাহায্য করেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি বারত্রয় জয়ধ্বনি দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভায় প্রত্যেক গ্রামের প্রাচীনগণ অগ্রসর হইয়া প্রত্যেক গ্রামের পক্ষ হইতে উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, এই কথা উল্লেখ করেন। দুই চারিটা অশৌচের জন্য

আপাততঃ উপনয়ন বন্ধ রহিল ও আগামী ৮পূজার মধ্যেই ইহাদের উপনয়ন হইতে বাকী থাকিবে না। বিষবিহার, উজরপুর, মলোখালি, সিঙ্গিয়া, হাতিয়ারা, চাঁদপুর, নালিয়া, মিঠেপুর, নলদী, ... জনতাজা প্রভৃতি স্থানের জন্য কায়স্থ জাতির অকৃত্রিম বন্ধু পণ্ডিত গোপাল ... কবিকঙ্কণ মহাশয়কে এবং আড়ুয়া, ভজবিলা নড়াইল, কালিয়াড়া, উজীরপুর, হাতিবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানের জন্য বাবু শ্যামলাল মিত্র বর্ম্মা, উপেন্দ্রনাথ রায়, কিরণচন্দ্র দত্ত প্রমুখ স্বজাতিগণ প্রাণ মহাশয়দিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিচার সভা।

(১) সিঙ্গিয়া হাতিয়াড়া

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ তর্কতীর্থ ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র অগ্নিহোত্রী দুই ঘণ্টা বিচার ও বাদানুবাদ পরে পণ্ডিত মহাশয় বলেন "কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় এবং টাকা পাইলে আমি উপনয়ন ব্যবস্থা দিতে পারি।" ৮ই শ্রাবণ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটিতে এই সভার অধিবেশন হয়।

(২) কাড়িয়াড়া

পণ্ডিত অন্নদাচরণ কাব্যতীর্থ ও পণ্ডিত শরৎচন্দ্র অগ্নিহোত্রী অনেক বাদানুবাদের পর কাব্যতীর্থ মহাশয় স্বীকার করেন "কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সন্তানগণ বহুপুরুষ অনুপবীত থাকিলেও প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইতে পারেন।

শ্রীমধুসূদন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রায় ২০।৩০ জন সমক্ষে এই বিচার হয়।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ রাহা দেববর্ম্মা।

দাঁহাপাড়ার রাজবংশীয় কায়স্থ বিবরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি তৃতীয় প্রবন্ধ)

• বঙ্গবিনোদ তদীয় গুরুদেবের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া যথাকালে দিল্লীরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ আকবরের সময়ে এই মহানগরীর যে অপূর্ব্ব শোভা বর্ত্তমান ছিল তাহা আর কখনও দেখা যায় নাই। তৎকালে ভারতের সমগ্র ঐশ্বর্য্যরাশি এই রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল. ইহার বিচিত্র প্রাসাদ মালা সুসজ্জিত সুবিস্তৃত রাজপথ সকল,নরনারীগণের বেশভূষা ও মহার্ঘ্য রত্নরাজি পরিপূর্ণ পণ্যবীথিকা সকল সমস্ত জগতের বিস্ময়োৎপাদন করিত।

২। সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইবার জন্ম রাজ প্রাসাদের সিংহদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে বঙ্গবিনোদ দেখিলেন একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে দরবারে যাইতেছেন। বঙ্গবিনোদ সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহার তেজঃপুঞ্জ আকৃতি দর্শনে সামন্ত শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি চান" বঙ্গবিনোদ বলিলেন আমি গুরুদেবের আজ্ঞায় জ্বালামুখী তীর্থ হইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম আসিয়াছি। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করাই আমার অভীষ্ট। সামন্ত কহিলেন এই প্রকার ব্রহ্মচারীর বেশে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা বড় সহজ নহে। তবে অদ্য অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সম্রাট বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলে যখন তিনি রক্ষিগণের সহিত সিংহদ্বার হইতে নির্গত হইবেন তখন অনতিদূরস্থ ঐ অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে তুমি দণ্ডায়মান থাকিয়া সম্রাট্‌বাহাদুরকে যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিও। বোধ হয় তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। আমিও তৎকালে তাঁহার নিকটবর্ত্তী অন্য একটী হস্তিপৃষ্ঠে হাওদার উপর থাকিয়া তোমার বাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব।

৩। দেবীর কৃপায় বঙ্গবিনোদের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল, নচেৎ তিনি কি

প্রকারে প্রথম দর্শন দিবসে বিনাচেষ্টায় সম্রাটের প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলাপ করিয়া লইলেন, ইহাকেই বলে দৈবানুগ্রহ। ফলতঃ যে ব্যক্তির সহিত প্রথমে তাহার পরিচয় হইয়াছিল তিনিই তৎকালে সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ের উপদেশানুসারে বঙ্গবিনোদ যথাসময়ে প্রদর্শিত অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে দণ্ডায়মান রহিলেন। নিরূপিত সময়ে শতাধিক অশ্বারোহী সৈনিকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যখন সম্রাটের শোভাযাত্রা মৃদুমন্দ গতিতে ঐ বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল তখন বঙ্গবিনোদ যথারীতি সম্রাটকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন তিনি দেখিলেন সুসজ্জিত পদাতিক সৈন্যগণ রাজদ্বার হইতে রাজপথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই শোভাযাত্রার সর্ব্বাগ্রে জনৈক সৈনিক পুরুষ উষ্ট্রোপরি স্থাপিত একটি সুবৃহৎ ডঙ্কায় আঘাত করিতে করিতে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে। একটি সুসজ্জিত স্বর্ণমণ্ডিত বিপুলকায় হস্তিপৃষ্ঠে হাওদার উপরে স্বয়ং সম্রাট বিরাজ করিতেছেন। এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে অমাত্যগণ স্বীয় স্বীয় হস্তিপৃষ্ঠে রাজপরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া মন্থর গমনে সম্রাটের সহিত গমন করিতেছেন। সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে সম্রাট ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে উক্ত বৃক্ষের মূলদেশে উচ্চস্থানে আমাদের উক্ত তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় তাঁহার নিকটস্থিত দক্ষিণ ভাগে হস্তী উপরে আরূঢ় প্রধান মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ—"ঐ দেখ বৃক্ষমূলে একজন গৈরিকবেশধারী অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী—ও কে? প্রধানমন্ত্রী যথারীতি অভিবাদন করিয়া বলিলেন জাহাপনা অদ্য পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকার সময় রাজদরবারে যাইবার পথে উক্ত সন্ন্যাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি রাজসাক্ষাৎ প্রার্থী, আমি তাঁহাকে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম। তখন সম্রাট কহিলেন "উহাকে ডাকিয়া আন উহার বক্তব্য শ্রবণ করি।"

৪। রাজআজ্ঞা প্রাপ্তমাত্র সন্ন্যাসী সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথারীতি অভিবাদন করিলে সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি সন্ন্যাসী; কি অভিপ্রায়ে রাজধানীতে আসিয়াছেন" বঙ্গবিনোদ পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া বিনম্র বচনে করযোড়ে কহিলেন রাজাধিরাজ! জাহাপনার রাজসংসারে একটী উপযুক্ত পদের প্রার্থনা করি আমাকে ঐরূপ কার্য্যপ্রদানে প্রতিপালন করিতে

আজ্ঞা হয়। সম্রাট বলিলেন আমার বোধ হয় সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া তুমি এই নবীন বয়সে সন্ন্যাসী সাজিয়াছ। তোমাকে দেখিলে সদ্বংশ জাত বলিয়া অনুমিত হয়। তোমার বাড়ী কোন্ দেশে এবং কি জাতি? বঙ্গবিনোদ অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন। সম্রাট সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন আগামী কল্য আম দরবারে তুমি উপস্থিত থাকিলে উপযুক্ত কার্য্য পাইবে। এই সময়ে সম্রাটের শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সন্ন্যাসীও স্বীয় কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমার প্রতাপনারায়ণ রায়।

স্মরণ-যোগ্য ঘটনা।

মেম্‌নন্ (Memnon) নামধারী মিশরদেশীয় এক ব্যক্তি যিশুখ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ১৮২২ বৎসর পূর্ব্বে লিখিবার অক্ষর (Letters) উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন।

২। মিশরের জগদ্বিখ্যাত আলেকজাণ্ড্রিয়ান্ পুস্তকাগার খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫২ অব্দে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে উক্ত পুস্তকালয়ে চারিলক্ষ মহামূল্য ও অত্যাবশ্যক পুস্তক ছিল। তাহার মধ্যে এরূপ বহুসংখ্যক পুস্তক ছিল, যাহা এক্ষণে আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রায় দুইসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এতাধিক গ্রন্থের এক স্থানে সংস্থিতি জগতের আর কোথাও ছিল না। বহু আয়াসে এই সকল পুস্তক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল।

৩। ইংরাজী ২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতবর্ষ হইতে রেশম সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইয়াছিল। ইউরোপের মধ্যে কতিপয় পাদরীর সমবেত চেষ্টায়, ৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে, সর্ব্বপ্রথমে, রেশমের কারখানা স্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্বে সমগ্র ইউরোপ খণ্ডের কোনস্থানেই রেশমের কার্য্যালয় ছিল না। ইংলণ্ডের

ধর্ম্মশালার বাজকগণই ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে রেশম নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করেন।

৪। বেনল্ট (Benalt) নামধারী জনৈক সাধু ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড দেশে সর্ব্বপ্রথমে কাঁচ নির্ম্মাণ করেন।

৫। ইংলণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত 'কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়' ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল।

৬। তুলা নির্ম্মিত পুরাতন জীর্ণ ও পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি হইতে প্রথমেবে কাগজ নির্ম্মিত হইত, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কাগজের ব্যবহার ছিল, পরে বৃক্ষাদির ত্বক্ হইতে নির্ম্মিত পুরাতন ও ছিন্ন বসন দ্বারা যে কাগজ প্রস্তুত হইত ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার চলন ছিল। তাহার পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বহুবিধ পদার্থ হইতে কাগজের উপাদান সংগৃহীত ও নানাপ্রকারের কাগজ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের ডার্টফোর্ড (Dartford) নগরে, ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল।

৭। ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে গানের স্বরলিপির প্রথম প্রচলন হয়।

৮। ১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে কাঁচ নির্ম্মিত সাসির জানালাদি বেসরকারী বাড়ী গুলিতেই ব্যবহৃত হইয়াছিল।

৯। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত, উচ্চ এবং কুলীন বংশীয় ব্যক্তিগণের কুল বা বংশগত নামের (Surname) প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল।

১০। সমগ্র ফ্রান্স, জার্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া এবং ইংলণ্ড, এমনকি ইংলণ্ডের রাজধানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর লণ্ডনেও ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, লোকে খড়, কুটা, লড়ুয়া, প্রভৃতি নির্ম্মিত গৃহে বাস করিত।

১১। ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলোন্ (Cologne) নিবাসী সোয়ার্জ (Swartz) নামা জনৈক সন্ন্যাসী ইউরোপ খণ্ডে, সর্ব্বপ্রথমে বন্দুক ও বারুদ প্রস্তুত করিয়া, তত্রত্য ব্যক্তিমাত্রকেই বিমোহিত ও চমৎকৃত করেন। তৎপূর্ব্বে ইউরোপ বাসিগণের মধ্যে কেহই বারুদ ও বন্দুক এবং কামানের বিষয় অবগত ছিলেন না। ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এডওয়ার্ডের (Edward III) কেবল মাত্র চারিটী কামান ছিল। সেই চারিটী মাত্র কামানের সাহায্যেই তিনি

১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ক্রেসী সমরে (Battle of Cressy,—1346.) বিশেষ ভাবে জয় লাভ করেন। সেই বৎসর হইতেই ইউরোপ বাসিগণ বোমা প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা সমাজের বহুতর অনিষ্ট সাধন করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা।

সমালোচনা।

১। উপাসনা, এই মাসিক পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যার ৩৬৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত চুম্বক নামক প্রবন্ধে "আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা"র বিগত বৈশাখীসংখ্যার একটী সমালোচনা দৃষ্ট হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন কায়স্থ শূদ্র নহে ক্ষত্রিয় ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এই পত্রিকার সৃষ্টি, এই সংখ্যার প্রবন্ধগুলি পড়িলে ইহাই মনে হয়। আমরা কায়স্থকে শূদ্রও বলি না ক্ষত্রিয়ও বলি না। আমাদের মতে কায়স্থ কায়স্থই। উপবীতী হইয়াও কায়স্থ না হইলেই ভাল।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ উক্তির কোন মূল্য নাই কেন না মনু বলিয়াছেনঃ—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥৪

১০ম অঃ।

অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণ ত্রয় দ্বিজ, উপনয়নে অধিকারবিহীন ৪র্থ শূদ্র ইহারা দ্বিজ নহে। সকলেই জানেন কায়স্থ একটী আদিজাতি সুতরাং আমরা যদি শূদ্র না হই তবে উক্ত ত্রিবিধ দ্বিজাতি মধ্যে কোন একটি বর্ণান্তর্গত হইতে হইবে। মনু বলিতেছেন— পঞ্চম বর্ণ নাই। এমত স্থলে কায়স্থ যখন ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নহে তখন নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত হইবে। কায়স্থ কায়স্থই ইহা সত্য কিন্তু কায়স্থ জাতি বাচক

শব্দ। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তত্ত্বাম্বুধি অভিধানে কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় শব্দ একার্থ বোধক তদ্যথা—

ক্ষত্রশব্দেন কায়ং স্যাদিত্যেতি স্থিতবাচকঃ।

ততঃ ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে॥

অর্থাৎ ক্ষত্র শব্দের অর্থ ক্লীবলিঙ্গে কায়, ইয় শব্দস্থিতি বাচক তজ্জন্য ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ কায়স্থ। কায়েতিষ্ঠতিঃ যঃ সঃ কায়স্থ। ইহাই কায়স্থশব্দের প্রকৃত বুৎপত্তি। ক্ষত্রিয় বর্ণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা অসিজীবী এবং মসীজীবী এই মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের অপর নাম কায়স্থ। কায়স্থের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্তদেব ব্রহ্মার কায় হইতে নির্গত হন। ভবিষ্য পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়াছেন :—

ক্ষত্রাবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।

তদনুসারে প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থগণ সমগ্র ভারতে যাহাদের সংখ্যা প্রায় এককোটী তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিতেছেন।

এইক্ষণ আশা করি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিব্যচক্ষে দেখিবেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত। তাঁহার পর আমরা উক্ত বৈশাখ সংখ্যার একস্থানে বলিয়াছিলাম বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে যে বিরোধ চলিতেছে ইহাতে ব্রাহ্মণের অবনতি এবং কায়স্থের উন্নতি অপরিহার্য্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন এইরূপ সম্পাদকীয় মন্তব্যের কোন মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দয়া করিয়া একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন উক্ত মন্তব্য অর্থহীন নহে। কারণ বর্ত্তমান বিরোধে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থগণকে পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকার কুণ্ড ইত্যাদি নবশায়কগণকে যাজন করিতেছেন। বঙ্গদেশে কায়স্থগণ একটী বিদ্বান ও সম্ভ্রান্তজাতি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই ব্রাহ্মণের অবনতি সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে উপনীত কায়স্থগণ ব্রাহ্মণকে বর্জ্জন করিয়া যজ্ঞোপবীতের বলে নিজের পূজার্চ্চনাদি নিজেই করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, সর্ব্বং আত্মবশং সুখং। ইহাতেই কায়স্থের উন্নতি অপরিহার্য্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে ভাবে 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা'র সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগের ধারণা হইয়াছে যে তিনি একজন উদারচেতা ব্রাহ্মণ। প্রাচীন

কালে আর্য্যগণ চারিটী বর্ণমধ্যে অন্তরঙ্গ ভাব চিরস্থায়ী থাকিবার বাসনায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রভার্য্যা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন। সেই সময়ে চারিটি বর্ণ মধ্যে পূর্ণভাবে আহার বিহার আদান প্রদান বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু হায়! বর্ত্তমানে এই জাতি বিভাগে ভারতের হিন্দুজাতি ছিন্ন বিছিন্ন হইতেছে। এইরূপ অবস্থা রঘুনন্দনের সময় হইতে "সঙ্কীর্ণমনা" ব্রাহ্মণ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গে বেদাধ্যয়ন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা আশাকরি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া পূনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিয়া দেশের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিবেন। আমরা পূর্ব্বের ন্যায় আবার এক হইব।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অভিভাষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)।

২। তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের ৩১ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন :—অতএব সিদ্ধান্ত এই যে সমাজে জন্মগত জাতিভেদ যাহা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাই সত্য-সনাতন।" এই বলিয়া ইহাতে নিজেই আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে যদি কেহ আপত্তি করেন এই অনাদি সংসারে কে বলিতে পারে এই ব্যক্তি, ধারাবাহিক ব্রাহ্মণ দম্পতি হইতে প্রসূত? তদুত্তরে তিনি নিজেই বলিলেন যাহারা অসন্দিগ্ধ ভাবে তিন পুরুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ ধারা বলিয়া স্থির করিতে হয়। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে সন্দিগ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতি প্রসূত ব্যক্তি কি জাতি হইবেক? এবং বর্ত্তমান সমাজে অসন্দিগ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতি প্রসূত ও সন্দিগ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতি প্রসূত ব্যক্তিগণের ভোজন ও পরিণয়াদি ব্যবহার পরস্পর কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে? তিনি আরও লিখিয়াছেন :— ত্যাজ্য বর্গের মধ্যে ত্রিপুরুষ পতিতগণের উল্লেখ দেখিয়া তিন পুরুষ ঘটিত মীমাংসায় উপনীত হওয়াই সঙ্গত।" এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে ত্যাজ্যবর্গের ত্রিপুরুষ পতিত ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে অথবা তর্করত্ন মহাশয়ের দৃষ্ট-পরিকল্পনা-মূলক আর সেই ত্যাজ্যবর্গই বা কে কে? এই স্থলে শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রয়োজনীয় সমুদয়াংশ স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত না হইলে তাহার যথার্থ মীমাংসা কিরূপে স্থির হয়। যাথার্থ্য নির্ণয় কালে শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অংশ অপ্রকাশ রাখিয়া স্বকীয়

কল্পনানুসারে মীমাংসা করিলে শিক্ষিত সমাজ কখনই তাহার অনুবর্ত্তী হয় না। (ক)

তর্করত্ন মহাশয় ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :—"সত্যাদি সদ্গুণ সম্পন্ন শূদ্র পরলোকে গৌরবের অধিকারী হইলেও ইহলোকে বেদে অধিকারী না হওয়াতে গৌরবের ন্যূনতা আছে।" পূর্ব্বে গুণবান শূদ্রকে গৌণ ব্রাহ্মণ বলিয়া তর্করত্ন মহাশয় নির্ব্বাচন করিয়াছেন। যদি গৌণ ব্রাহ্মণের বেদে অধিকার না হইয়া মূর্খ ব্রাহ্মণেরই বেদে অধিকার হয় তবে ব্রাহ্মণ কুলে জাত নির্গুণ গৌণ ব্রাহ্মণেরও বেদে অধিকার হইতে পারে না, ইহার কি মীমাংসা। হায়! হায়! কি কুক্ষণেই তর্করত্ন মহাশয় এই অভিভাষণে পুরুষকাররূপ গুণ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া "দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম" তাঁহার মীমাংসার ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন! এখন তাঁহার চারি দিকেই গোলমাল। সন্দেহের বিশাল সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন। শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। ইহা কি বেদের না স্মৃতির মীমাংসা। যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যা ভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়চারণায় ॥"

(ক) ত্যাজ্য বর্গের ত্রিপুরুষ পতিত ইহা সাবিত্রী গ্রহণ সম্বন্ধে মহামতি পারস্করের একটি বচন। তিনি বলিয়াছেন :—"ত্রিপুরুষ পতিতসাবিত্রীকানাং অপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ।" অর্থাৎ ত্রিপুরুষ ব্রাত্যের সন্তানগণের উপনয়নাদি সংস্কার প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন হইবেক না। এই ত্রিপুরুষ পতিত সমস্যা কি প্রকারে ত্রিপুরুষ জাতিগত ব্রাহ্মণত্বে উপযুক্ত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ শাস্ত্রানুসারে এবং সামাজিক নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের স্ত্রী জাতি শূদ্রা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তথা :—স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ীন শ্রুতিগোচরা। অর্থাৎ স্ত্রীজাতি শূদ্র এবং বর্ণবিপ্রগণের বেদে অধিকার নাই। অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ বর্ত্তমান কালে নিষিদ্ধ হইলেও দ্বাপরে* এবং কলিতেও প্রসিদ্ধ ছিল। তখন ব্রাহ্মণগণ শূদ্রা কন্যা অনবারে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতেন। এমত স্থলে তর্করত্ন মহাশয়ের অসন্দিগ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতি প্রসূত কথাটা একেবারেই খাটে না। ফলতঃ শূদ্রা কন্যাও ব্রাহ্মণের বিবাহ যোগ্যা হইত।

*মনু তৃঃ অঃ ১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ আমি যেরূপ কল্যাণীয় (ঐহিক পারত্রিক বিষয় সুখকর) পবিত্র বাণী দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি তদ্রূপ হে মনুষ্যগণ তোমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর্য্য (বৈশ্য) তথা শূদ্র, ভৃত্য ও অরণায় অর্থাৎ অতি শূদ্র দিগকেও প্রদান করিবে। তর্করত্ন মহাশয়ের ন্যায় প্রাচীন এবং অভিজ্ঞ পণ্ডিত সত্যই কি মনে করেন যে বেদ শূদ্রদিগের পক্ষে অপাঠ্য। ঈশ্বরের এই প্রকার অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না, তিনি নিজেই বলিয়াছেন আমার এই কল্যাণীয়া বাণী শূদ্র অতিশূদ্রও পাঠ করিতে পারিবে। তবে বেদশূন্য বঙ্গদেশে বেদের কথা অনুশীলন করা মূর্খতা। স্ত্রী শূদ্র ও মন্দদ্বিজ সম্বন্ধে বেদধ্যয়ন যে নিষিদ্ধ তাহা ইদানীং স্মৃতির বাক্য। বেদ বিরুদ্ধ এই বাক্য আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না। ভাগবতে উক্ত প্রকার বাক্য প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

এই সমালোচনাটী সুদীর্ঘ হইয়া গেল, কারণ এই অভিভাষণে এমন অনেক কথা আছে যাহার প্রতিবাদ না করিলে চলে না।

উপসংহারে জন্মগত জাতিভেদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। তর্করত্ন মহাশয় জন্মগত জাতিভেদ সত্য ও সনাতন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যাহা সত্য তাহাই সনাতন যাহা চিরস্থায়ী তাহাই নিত্য। কিন্তু জাতিভেদ সম্বন্ধে কেহই বলিতে পারেন না যে উহা চিরস্থায়ী অর্থাৎ পূর্ব্বেও ছিল এখনও থাকিবে। যে জাতিভেদ পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে বিদ্যমান নাই, বৈদিক যুগে হিন্দুজাতির মধ্যে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না। বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সুক্ত যাহাকে পুরুষ সুক্ত কহে তাহাতে দেখিতে পাই :—

একবর্ণা পুরাসর্ব্বে অর্থাৎ উক্তযুগে সকলেই একবর্ণ অর্থাৎ একজাতি ছিলেন মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ১৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে) মহর্ষি ভৃগু ভরদ্বাজকে বলিতেছেন :—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।

অর্থাৎ পূর্ব্বে বর্ণ সকলের বিশেষত্ব ছিল না। সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল পরে কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ অর্থাৎ জাতিবিভাগ হইয়াছে। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় এই জাতিভেদ ছিল না। পরে শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে কেবলমাত্র ভারতে জাতিভেদ পুনঃ সংস্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে যে বাঙ্গালী পল্টন সংগঠিত হইতেছে ইহাদের মধ্যে এই অল্পদিনের মধ্যেই এই জাতিভেদ উঠিয়া গিয়াছে। তর্করত্ন

মহাশয়ের কর্ণ থাকিতেও বধির চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। তিনি কি দেখিতেছেন না যে সকল-ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশায়ক সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিতেছে তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার জাতিভেদ নাই। তাহারা একত্রে আহার বিহার, শয়ন ও উপবেশন করিতেছে। এইপ্রকার জাতিভেদ যাহা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা কখনই সত্য সনাতন হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেনঃ—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ। অর্থাৎ গুণকর্ম্ম বিভাগে বর্ণভেদ আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। এই মীমাংসার প্রতি কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি নাই কারণ ইহা উপনিষদের বাণী। ফলতঃ হিন্দুজাতি ব্যতীত জাতিভেদ বিশ্বসংসারে কোথায়ও নাই। এই জাতিভেদে হিন্দুজাতির মধ্যে বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে এবং এমন দিনও অতি নিকট যখন জাতিভেদ আমাদিগের মধ্যে থাকিবে না তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বৈদিক যুগের ন্যায় এক বর্ণ হইবে। ফলতঃ আমাদের শাস্ত্রের বাক্য মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্য ইত্যাদি একটী রূপক ভিন্ন কিছুই নহে ইহা কখনও সত্য কি সনাতন হইতে পারে না। মহাভারতের অজগর পর্ব্বেও এই বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে। তর্করত্ন মহাশয় অভিভাষণের ২৯ পৃষ্ঠায় "যত্রেদানীং মহাসর্প সংস্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে" যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও ঐরূপ দেখা যাইতেছে। যুধিষ্ঠির বলিলেন হে মহাসর্প! অধুনা যে পুরুষে সুসংস্কৃত চরিত্র দৃষ্ট হয় তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি পুর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। এইস্থলে তর্করত্ন মহাশয় বলিতেছেন। সংস্কার যুক্ত চরিত্র; এই সংস্কার শব্দের সহিত জাতিভেদের কোন সম্বন্ধ নাই। সুসংস্কৃত চরিত্র পদের অর্থ সত্য দান ক্ষমা ইত্যাদি যে চরিত্রে দৃষ্ট হয় তাহাই সুসংস্কৃত চরিত্র। সংস্কার ও চরিত্র এই স্থলে ২টি কথা নহে, একটি কথা।

উপসংহারে তর্করত্ন মহাশয় দ্বীপান্তর প্রবাসী ভারতীয় গণের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। তিনি বলেন পুর্ব্ব কালে সমুদ্র পথে দ্বীপান্তর গমন প্রচলিত ছিল কিন্তু কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতি সকল বিদেশে যে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে তাহাদিগের সমৃদ্ধি দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা পরাধীন জাতি বলিয়াই দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যাচারিত হইয়াছিলাম। ফলতঃ জ্ঞান ও অর্থান্বেষণ জন্য সমুদ্র পারে বিদেশে গমন প্রচলিত না করিতে পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই। অলমিতি বিস্তারেণ।

সম্পাদক

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। বিধবা বিবাহ এবং জলাচরণীয় জাতি সম্বন্ধে কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় লিখিতেছেন :— বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা আর্য্য কায়স্থ প্রতিভায় আপনার ঐ সম্বন্ধে সমালোচনা পাঠ করিলাম। উহা উপাদেয় হইয়াছে। যশোহরের নানা স্থানে প্রচার উপলক্ষে ৫৫।৬০ বৎসরের পৌত্রাদি সম্বলিত বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা গ্রহণ অনেক দেখিয়া আসিয়াছি। হায়! হায়! হিন্দু সমাজ কত দিনে এই মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবে বলিতে পারি না। বাল বিধবা গণের প্রতি হিন্দু সমাজের যে নিষ্ঠুর ব্যবহার তাহা চিন্তা করিতেও হৃদয় অবসন্ন হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সমস্ত কাণ্ড জ্ঞানহীন বৃদ্ধেরাই ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া বাল বিধবাদিগের বিবাহ প্রতিবাদ করে। কত দিনে হিন্দু সমাজের এই ভীষণ অত্যাচার অপসারিত হইবে ভগবানই জানেন, জলাচরণীয় জাতি সম্বন্ধে আমার প্রত্যেক বক্তৃতাতেই আলোচনা হয়। হিন্দু সমাজের একদেশ দর্শিতা ও ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতাই এই সকল অবনমিত জাতিগুলির (Depressed classes) অধঃপতনের মূল কারণ। ক্ষতাৎ ত্রায়তে যঃ সঃ ক্ষত্রিয় আমরা যদি যথার্থ ক্ষত্রিয় হই তাহা হইলে সমাজের এই সকল ক্ষত (ulcers) এবং ধর্ম্মের এই সকল গ্লানি হইতে সমাজ ও ধর্ম্মকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এই সকল সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক ক্ষত হইতে সমাজ ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্যই শ্রীভগবান যুগে যুগে মানবরূপে ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ একগাছি যজ্ঞসূত্র গলদেশে লম্বিত রাখিলেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মরক্ষার কর্ত্তব্যপালন হয় না। বিপত্নীক যুবকগণের পক্ষে বাল-বিধবা বিবাহ সঙ্গত। পৌত্রী অথবা কন্যার সমবয়স্কাকে বিবাহ অপেক্ষা ধর্ম্মনৈতিকভাবে বিধবা বিবাহ শতগুণে শ্রেয়স্কর মনে করি। কিন্তু আমাদিগের ন্যায় স্বার্থপর জাতি এ জগতে অতি বিরল। গোপনে শত সহস্র ভ্রূণ হত্যাদি মহাপাপে প্রশ্রয় দিবে অথচ পরাশর প্রণোদিত বিধবাবিবাহ সমাজে প্রচলিত করিয়া মহাপাপ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা করিবে না। লক্ষ্মীপাশার কুলীন-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এবং যশোহরের অনেক স্থানে ১৫,১৬ বৎসর হইতে ৬০।৭০ বয়স্কা কুমারী

দেখিয়া আসিয়াছি। অহো! সমাজের কি শোচনীয় অধঃপতন! ব্রাহ্মণগণ আমাদিগের উপনয়ন লইয়া মাথা কাটাকাটি করিবেন। অথচ আপন সমাজের এই লুপ্তপিণ্ডোদক ক্রিয়া কৌলিন্য মর্য্যাদা উঠাইয়া সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে অবসর পান না। যে সমাজে নারীগণের প্রতি এতাদৃশ নির্য্যাতন, যাহাতে ব্যভিচারী কামাচারী এবং কদাচারী পুরুষগণের এতাদৃশ আধিপত্য ইহারাইসমাজ ধর্ম্মের নেতা"হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা"এই প্রকার কদর্য্য সমাজের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমি মনে করি বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং অধঃপতিত জাতিগণের মঙ্গলার্থে কলিকাতা ঢাকা ইত্যাদি মহানগরীতে বিরাট কায়স্থ সভা বাঞ্ছনীয়।

২। আমরা আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি পাইকপাড়ার ৺ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক দেববর্ম্মা মহাশয় কুমার অরুণচন্দ্র সিংহের দত্তকপুত্রের দাবী অসিদ্ধ করিতে কলিকাতা হাইকোর্টে একটি নালিস রুজু করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজের প্রকৃত একজন হিতৈষী পুরুষ, ইনি স্বধর্ম্ম পরায়ণ উন্নত হৃদয় যুবক। উক্ত মোকর্দ্দমায় কায়স্থ ক্ষত্রিয় কি না এই বিষয় একটি মীমাংসা হইবে।

৩। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর জিলান্তর্গত দৌলতপুর গ্রাম হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—ইতিপূর্ব্বে প্রতিভার সম্পাদক মহাশয় পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই আজ সেই কেন্দুয়া গ্রামের উপনয়ন কুলভাস্কর কেদারনাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিজ অর্থেও সর্ব্বসাধারণের চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছে। কেন্দুয়া গ্রাম মাদারিপুর মহকুমার একটি বিখ্যাত গ্রাম। ইহার জমিদার উক্ত দত্তবংশের নামেই উক্ত গ্রাম দত্তকেন্দুয়া বলিয়া পরিচিত। গত ১০ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দত্ত মহাশয়ের ভবনে উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া উক্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত বাড়ী ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মোট ৫৯ জন কায়স্থ সন্তান ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহার সমুদয় ব্যয় উক্ত কুলভাস্কর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নিজে বহন করিয়াছেন। সমস্ত উপনীত কায়স্থগণকে নূতন বস্ত্রে ভূষিত করিয়াছেন। এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ প্রায় ৪। ৫ শত লোকের ভুরী ভোজন সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের দৃশ্য বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছিল। এ যাবৎ যত কেন্দ্র উক্ত কুলভাস্কর মহাশয়ের যত্নে ও অর্থে সম্পন্ন

হইয়াছে এই কেন্দ্র সকলেরমধ্যে অগ্রগণ্য। কেন্দুয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত প্রমুখ উপনীত কায়স্থগণের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। উক্ত গ্রামের প্রায় সকল ব্রাহ্মণই উক্ত দত্তবংশের কুল পুরোহিত তাহারা সকলেই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য ছিলেন। দত্তবংশের কুলগুরু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে। কেন্দ্রের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। ফলতঃ সোনার বিশুদ্ধি অগ্নিতেই পরীক্ষা হইয়া থাকে। উক্ত কেন্দ্রে তন্ত্রধার হোতা সদস্য ইত্যাদি প্রায় ১৪ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। স্থানাভাব বশতঃ সকলের নাম ধাম দিতে পারিলাম না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। উপনীত কায়স্থগণের সকলের নাম ধাম দেওয়া অসম্ভব। কেন্দুয়া গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রমুখ ৪৭জন। ইহা ব্যতীত দামেরচর, মোচনা, সরিপাবাদ, ভাষড়া, সরমঙ্গল, বাজিতপুর, আলগী, মোট ৫৯ জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন।

৪। উপবীত ত্যাগ।—রাজসাহী জিলান্তর্গত ধারাইল ষ্টেটের কর্ম্মচারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—এখানে গোবিন্দনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সরকারবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দাসবর্ম্মা প্রভৃতি কতিপয় কায়স্থ ভদ্রলোক যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়া ২।৩ বৎসর ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করতঃ বিগতবর্ষে নেপালদীঘিনিবাসী তাহাদিগের পুরোহিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পীড়নে ও উত্তেজনায় বাধ্য হইয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং উক্ত শূদ্রধর্ম্ম যাজক পুরোহিতকে পাইয়া তাঁহারা পরমশান্তি অনুভব করিতেছেন। উপরোক্ত সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম কারণ বর্ত্তমান সময়ে উপনীত কায়স্থগণের পুরোহিতের কোন অভাব নাই। উপনীত কায়স্থগণ কোন প্রকার পুরোহিতের অভাব বোধ করিলে তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে জানাইবেন। আমরা তদ্দণ্ডেই তাহাদিগের অভাব মোচন করিয়া দিব। যে সকল কায়স্থ স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম শূদ্র হইতেছেন ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে কীদৃশ মহাপাপ করিতেছেন তাহা চিন্তা করিতেও আমরা অসমর্থ।

৫। কল্পিত সাধুমহাত্মার অত্যাচার।—নদিয়া জেলান্তর্গত কাদিরপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ৩জন কায়স্থমহাত্মা লিখিতেছেন :—

নিম্নলিখিত অদ্ভুত সাধুর সংবাদটী আপনার প্রতিভায় স্থান দিলে বাধিত হইব। উক্ত জেলান্তর্গত করিনারায়ণপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে মদনমোহন রায় ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক সাধু আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "আমি ভগবান্" আমার বাক্যসিদ্ধ। পীড়িত ব্যক্তিদিগের পীড়া আরোগ্য করিতে পারেন এইরূপ শক্তি তাহার আছে। কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ম আমরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই; এবং আমাদিগের ভক্তি প্রদর্শনার্থে একগাছি ফুলের মালা উপহার দিবার মানসে লইয়াছিলাম। ভগবানবেশী সাধু মালা গ্রহণে অস্বীকার করিলে আমরা বলিলাম শুনিয়াছি আপনি অনেকের নিকট মালা গ্রহণ করিয়া থাকেন, আপনি ভগবান্ হইয়া এরূপ পক্ষপাতী কেন? এই সময়ে উক্ত সাধুর জনৈক ভক্ত আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন ইহারা ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুর শিষ্য। তাহাতে সাধু মহাত্মা বিষম ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "মার শালাদের" মাথাকাট কে কোথায় আছ কাণ মলিয়া বাহির করিয়া দাও" আমরা প্রাণভয়ে নিকটবর্ত্তী রাস্তা পর্য্যন্ত আসিলে কয়েকজন ব্যক্তি আমাদিগকে অপমান করিয়া ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করে। আমরা কোনরূপে তথা হইতে চলিয়া আসি। আমরা জগদ্বন্ধু প্রভুর ভক্ত কিনা না জানিয়া নিষ্কারণে এরূপ অপমান করা কিরূপ সাধুতার পরিচায়ক তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।" এইরূপ জালভগবান দেশের পরম শত্রু। সংবাদ দাতা বন্ধু মহাশয় এই সাধুর বিরুদ্ধে শান্তি রক্ষকের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলে ইহার ভাল রকম শিক্ষা হইত।

৩। কায়স্থোপনয়ন। পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:— বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে উক্ত কায়স্থ সভার বিশেষ উদ্যোগে ঢাকা পারজোয়ার ব্রাহ্মণকিত্তা গ্রামে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার গুহ মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া বিভিন্ন গ্রামের ৩৭ জন কায়স্থ সদাশয় উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন বিক্রমপুর বাসাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি সমসা রোয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য আচার্য্য এবং কোটালীপারের শ্রীযুক্ত গঙ্গামোহন কৃত্তিচঞ্চু তন্ত্রধার ছিলেন। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ ঠাকুরতা বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার

বসু ঠাকুরতা বর্ম্মা এবং মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা প্রমুখ কতি প্রসিদ্ধ উকিল মোক্তার মহাত্মাগণ উক্ত কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। উ নয়নান্তে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় কায়স্থের উপনয়ন সংস্কারে আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া একটি সার গর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্থানাভা বশতঃ উপনীত কায়স্থদিগের নাম ধাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ব্রাহ্ম কিত্তা গ্রামের শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসু প্রমুখ ৩০ জন এবং বরিসুর গ্রা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ রায় প্রমুখ ৭জন কায়স্থ সন্তান উপনীত হইয়াছেন।

৭। • কায়স্থোপনয়ন। পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার উদ্যোগে ঢাকা উদ্দ. বাজার শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র নাগ মহাশয়ের ভবনে একটি কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া বিভি গ্রামের ত্রয়োদশ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। ধলগ্র নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি শ্রীযু যশোদাকুমার বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিদ্যাবাগীশ এবং শ্রীযুক্ত গঙ্গামোহ ক্তিচঞ্চু মহাশয়গণ উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভ সভাপতি মাননীয় রায় শ্রীনাথ রায় প্রমুখ অনেক মাননীয় কায়স্থগণ এই কা যোগদান করিয়াছিলেন। ক‍াকার জাওয়াল নিবাসী জয়চন্দ্র নাগ প্রমুখ ১৩জন কায়স্থ উপনীত হন তাহাদের নাম ধাম স্থানাভাব বশতঃ দিতে পারিল না।

৮। কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার প্রবন্ধে সিন্দিয়া হাতিয়ারা গ্রামে বিগত ৮ই শ্রা তারিখে যে উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয় তাহাতে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উপনী হইয়াছেন।

সিন্দিয়া হাতিবড়া গ্রাম ১, শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ রায় চৌধুরী ২, রসিকচন্দ্র রায় চৌধুরী ৩, শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী ৪, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী এই চা জন কায়স্থ মহাত্মা প্রাতঃস্মরনীয় মহারাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্যের সৈন্যাধ্য মেনাহাতী ওরফে কালী রায়ের বংশধরগণ। ৫, বিজয়লাল ঘোষ ৬, অমু কুমার ঘোষ ৭, গঙ্গারাম মিত্র ৮, কৃষ্ণপ্রসাদ মিত্র ৯, ভূপেন্দ্রনাথ মি ১০, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ১১, কৃষ্ণদাস বসু ১২, ননীগোপাল বসু ১৩, সুরেন্দ্রন বসু ১৪, ললিতকুমার বসু ১৫, হরিপদ সেন ১৬, লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোষ ১ প্রমথনাথ ঘোষ ১৮, বামনচন্দ্র ঘোষ ১৯, যোগেন্দ্রনাথ সেন ২০, কালী

ঘোষ। মনোখালি গ্রাম। ২১, শিবকৃষ্ণ দত্ত প্রমুখ ৭জন এবং নামিয়া গ্রামস্থ ২৯, বিজয়গোপাল বসু প্রমুখ ৪জন। মোট ৩৩জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছিলেন।

৯। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুর জিলান্তর্গত দৌলতপুর হইতে শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দেব বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:— অদ্য আপনার নিকট কুনিয়া কেন্দ্রের বিবরণ লিখিতেছি—গত বৎসর অগ্নিহোত্রি মহাশয় কুনিয়া যাইয়া বিফল মনোরথ হন কিন্তু বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসে কেন্দুয়া কেন্দ্রের পরেই কুনিয়াতে উপনয়ন হইয়াছে। কুলভাস্কর মহাশয়ের যত্ন চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৪ই শ্রাবণ সোমবার উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধর মহাশয়ের ভবনে কেন্দ্র হইয়া ৩৯জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন ইহার যাবতীয় ব্যয় ধর মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র ধর মহাশয় বহন করিয়াছেন। দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয় আচার্য্য ছিলেন। কেন্দ্র স্থলে কুলভাস্কর মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা প্রমুখ কতিপয় সম্মানিত কায়স্থ মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসে অনেক উপনয়ন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি তজ্জন্য উপনীত মহাত্মা গণের নাম ধাম পূর্ব্বের ন্যায় সবিস্তারে মিতাক্ষরা প্রতিভায় দিতে পারিলাম না পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। উক্ত কুনিয়ার কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধর প্রমুখ ২০জন লাথারপাড় গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র নাগ, আজিমনগরের মনোরঞ্জন ধর বাজিতপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ দত্ত প্রমুখ ১৭জন মোট ৩৯ জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন।

১০। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর জিলান্তর্গত মাদারিপুর মহকুমা হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন গুহবর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—অদ্য ২৭শে শ্রাবণ উক্ত মাদারিপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সোম মহাশয়ের বাটীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া উক্ত সোম মহাশয় স্বয়ং এবং তদীয় পুত্রাদি যথা প্রায়শ্চিত্তান্তে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক মহাশয়ের আচার্য্যত্বে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তন্ত্রধার ছিলেন। এই কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় ভার উক্ত পূর্ণচন্দ্র সোম দেববর্ম্মা মহাশয় বহন করিয়াছেন গ্রাম মাদারীপুর—১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সোম। ২। ললিতমোহন সোম। ৩।

কালীমোহন সোম। ৪। সুরেন্দ্রমোহন সোম। ৫। মুকুন্দলাল সরকার। ৬। অম্বিকাচরণ নন্দী। ৭। ননীগোপাল সরকার। ৮। গোপালচন্দ্র সেন। গ্রাম বাজিতপুর—৯। শ্যামমোহন ঘোষ। ১০। ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ। গ্রাম আলিপুর—১১। সুধীরচন্দ্র মিত্র।

১১। কায়স্থোপনয়ন।—পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভার উদ্যোগে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের ঢাকাস্থ বাটীতে একটী কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া বিগত ৬ই শ্রাবণ নিম্ন লিখিত পঞ্চবিংশতি কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য এবং তদীয় পুত্র তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছিলেন। পারজোয়ার শাক্তা গ্রাম—১। শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন মিত্র। ২। সতীশ চন্দ্র মিত্র, বি, এল। ৩। শৈলেশচন্দ্র মিত্র। ৪। নরেশচন্দ্র মিত্র। ৫। সরোজানন্দ মিত্র। ৬। নৃপতিনাথ মিত্র। ৭। শ্রীপতিনাথ মিত্র। ৮। নগীন্দ্রনারায়ণ মিত্র। পারজোয়ার ব্রাহ্মণকিত্তা গ্রাম—৯। গয়ানাথ কর। ১০। কেদারনাথ কর। ১১। আদিনাথ কর। পারজোয়ার বেয়াড়া গ্রাম—১২। টগরলাল বসু। ১৩। সুশীলকুমার বসু। ১৪। শিশিরকুমার বসু। ১৫। সুধীরকুমার বসু। ১৬। কিরণচন্দ্র বসু। মাণিকগঞ্জ বালিয়ারা গ্রাম—১৭। পূর্ণচন্দ্র বসু। ১৮ নিশিকান্ত বসু। ১৯। প্রফুল্লচন্দ্র বসু। ২০। প্রমদচন্দ্র বসু। ২১। জগদীশচন্দ্র বসু। ২২। প্রভূলচন্দ্র বসু। ২৩। দুনিয়ালাল বসু। ২৪। পরেশচন্দ্র বসু। বিক্রমপুর রাড়ীখালি গ্রাম—২৫। প্রভাতচন্দ্র বসু।

১২। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর জিলান্তর্গত বাজিতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—গত ২৪শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বাজিতপুর গ্রামে পরলোকগত উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় হোতা ছিলেন। গ্রাম বাজিতপুর—১। শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র ঘোষ। ২। হরিবিনোদ ঘোষ। ৩। নরেন্দ্রনাথ দাস। ৪। সত্যেন্দ্রনাথ দাস। ৫। অতুলচন্দ্র দাস। ৬। আশুতোষ দাস। ৭। ত্রিভুবন দাস। ৮। মনিমোহন দাস। ৯। বিধুভূষণ দাস। ১০। কালাচাঁদ

মিত্র। ১১। শচীন্দ্রনাথ দত্ত। ১২। শশাঙ্কশেখর দত্ত। ১৩। মণীন্দ্রকুমার দাস। ১৪। বিধুভূষণ গুহ।

১৩। জাপানী নীতি।

১। দিন রাত কাজ কর, এ সংসার কর্ম্মের জন্ত সৃষ্টি হইয়াছে।

২। অলস ব্যক্তিদের কথায় ভগবান্ কর্ণপাত করেন না।

৩। সৌভাগ্য অধ্যবসায়ের ফল।

৪। লোভী লোকেরাই মহা পাপী।

৫। সংযমেই সুখ, মূর্খেরাই সীমা লঙ্ঘন করে।

৬। রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়ার মত অধঃপতন আর নাই।

৭। চিকিৎসকের সঙ্গে ঝগড়া করিবে না।

৮। মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিবাহ করিবে না, হৃদয় দেখিয়া বিবাহ করিবে।

৯। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা মূর্খেরই শোভা পায়।

১০। সর্ব্বাগ্রে মিতাচারী হইবে।

১১। পরিবার মধ্যে একজন সহিষ্ণু হইলে গোলযোগ থামিয়া যায়।

১২। পুত্র কন্তার অন্তায় আবদার কখনও রক্ষা করিও না।

১৪। কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুগ্রহে বহুকাল পরে বঙ্গীয় যুবকগণ সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিতেছেন। অনেকে বিশ্বাস করেন যে আমাদিগের প্রিয় সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের বিজয় পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়া বঙ্গীয় যুবকগণ বিশেষ ভাবে শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রদর্শন করিবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ভারতবর্ষিয়গণ কখনও সৈন্তাধ্যক্ষের কার্য্য করিতে পারিবেন না। রণজিতসিংহ, হাইদর আলি, টিপুসুলতান, মোহনলাল, সুরেশ বিশ্বাস এবং অন্তান্ত বহুভারতবর্ষিয়গণ সৈন্তাধ্যক্ষের পদে বিশেষ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিলে বঙ্গদেশীয় যুবকগণ সামরিকবিভাগে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

১৫। আমাদের প্রিয় শাসনকর্ত্তা লর্ড রোনাল্ডসে আগামী ৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার সপরিষদ্ রাত্রিযোগে ফরিদপুর পৌছিবেন, পরদিন ফরিদপুর নগর পরিদর্শন করিয়া ৭ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার দিবস সাড়ডায় গমন করিবেন। তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য ফরিদপুরে বিশেষ আয়োজন হইতেছে। তাঁহার জাহাজ টেপাখোলা উপস্থিত হইবে। সেইস্থান হইতে ফরিদপুরের নাট্যশালা (Theatre Hall) যে স্থানে তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে সেই পর্য্যন্ত রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্ব নানাবিধ ভাবে সুসজ্জিত হইতেছে। ৬ই ভাদ্র পূর্ব্বাহ্নে উক্ত নাট্যমন্দিরে শাসনকর্ত্তা মহোদয়ের সম্মানার্থে ৪টী অভিনন্দন পঠিত হইবে। উক্ত অভিনন্দনে শাসনকর্ত্তা মহোদয় যথারীতি সদুত্তর প্রদান করিবেন। আমরা আশাকরি শাসনকর্ত্তা মহোদয় আমাদের মঙ্গলার্থে এমন কোন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন যদ্দারা আমরা তাঁহাকে চিরকাল স্মরণ করিতে পারি। ফরিদপুর কলেজ এবং ভাঙ্গা পর্য্যন্ত রেলরাস্তা এই দুইটিই আমাদের প্রধান প্রার্থনীয় বিষয়।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবায় নমঃ

আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম খণ্ড। { ভাদ্র, ১৩২৪ সাল। } ৫ম সংখ্যা।

উৎক্রান্তি ও উর্দ্ধদৈহিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি তৃতীয় প্রবন্ধ)

পিতৃযজ্ঞরূপ শ্রাদ্ধে যে সংযম অথবা ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক তাহাকেই আমরা বর্ত্তমান সময়ে অশৌচ নামে অভিহিত করিয়াছি। ফলতঃ পূতভাব, অপবিত্রতায় পরিণত হইয়াছে। এইক্ষণে শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা তথা, গুরুত্ব এবং দান সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করা যাইতেছে। আবশ্যকতা সম্বন্ধে মনু তৃতীয় অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েদৃষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৄনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা। ৮১

অর্থাৎ ঋষি দিগকে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা, দেবতাদিগকে হোম দ্বারা, পিতৃলোককে শ্রাদ্ধ দ্বারা, মনুষ্যদিগকে অন্নদ্বারা, এবং পশু পক্ষ্যাদি জীবগণকে বলিরূপ অন্নদ্বারা, যথাবিধি তৃপ্তি সাধন করিবে। যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য প্রতিদিন এইরূপে সকল প্রাণীকে অর্চ্চনা করেন তিনি তেজোময় শরীর ধারণ করিয়া সরল পথ দিয়া পরমস্থানে গমন করেন। মনু তৃতীয় অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

এবং যঃ সর্ব্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্যমর্চ্চতি।

সগচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তি পথর্জ্জুনা ॥ (ক) ৯৩

এই স্থানে পাঠকগণ গীতার ৯ম অধ্যায়ে ২৪। ২৫ শ্লোক আলোচনা করিবেন।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি পরলোকগত পিতৃগণের প্রীতি ও তৃপ্তি সাধন জন্য শ্রাদ্ধে পিণ্ড প্রদান আবশ্যক। মনু ইহাকে পিতৃলোকের অর্চ্চনা বলিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধ অথবা অর্চ্চনা দ্বারা পিতৃলোকের যেমন উত্তম গতি লাভ হয় সেইরূপ শ্রাদ্ধ কর্ত্তারও যথা সময়ে দেবযানে পরম পদে উপনীত হন।

শ্রাদ্ধের গুরুত্ব সম্বন্ধে মনু তৃতীয় অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

দেবকার্য্যাদ্দ্বিজাতীনাং পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে।

দৈবং হি পিতৃকার্য্যস্য পূর্ব্বমাপ্যায়নং স্মৃতম্॥ ২০৩

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের পক্ষে দেব কার্য্য অপেক্ষা পিতৃ কার্য্য বিশেষ রূপে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। দেবকার্য্য পিতৃকার্য্যের অঙ্গ স্বরূপ এই জন্যই শ্রাদ্ধ কার্য্যের আদিতে ও অবসানে দৈব কার্য্যের বিধান আছে। এই বিষয়ে শ্রাদ্ধীয় মন্ত্রাদি উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি না। (খ) ফলতঃ মনু যথার্থই বলিয়াছেন "দেবকার্য্যাদ্দ্বিজাতীনাং পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে।" কেননা পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই গৌরবান্বিত। শাস্ত্রে লিখিত আছে :— পিতরো যস্য তৃপ্যন্তি ভক্তিমিচ্ছন্তি দেবতা" দেবকার্য্যে ভক্তি থাকিলেই যথেষ্ট কিন্তু পিতৃ কার্য্যে ভক্তির সহিত বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণও আবশ্যক। (গ) আবার যাজ্ঞবল্ক্য বলেন মন্ত্র বিশুদ্ধ হইলেই হইবে না, শ্রাদ্ধের পুরোহিতকেও বিদ্বান ও বিশুদ্ধ হইতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায়ে বলেন :—

রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা।

অবকীর্ণী কুণ্ডগোলৌ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ॥ ২২২

(ক) পথর্জ্জুনা = অবক্রেণবর্ত্মনা—অর্চ্চিরাদি মার্গেন প্রাপ্নোতি। সং

(খ) এই স্থানে লেখক মহাশয় বিশ্বদেবগণের আবাহন ও অভ্যর্থনাসূচক কয়েকটি শাস্ত্রমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা গ্রহণ করা হইল না। সং

(গ) শিক্ষা শাস্ত্রে লিখিত আছে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, হ্রস্ব, দীর্ঘ প্লুতাদি স্বর ব্যঞ্জনাত্মকবর্ণের উচ্চারণও যথাযথ না হইলে বৈদিক মন্ত্রযজ্ঞে অনর্থকতা ঘটে। এবং অশুদ্ধ বৈদিক মন্ত্র বজ্র সম হইয়া যজমানকে বিনষ্ট করে।

অর্থাৎ রোগী অঙ্গহীন, অতিরিক্তাঙ্গ, চক্ষুহীন, আচারহীন, এবং অবৈষ্ণব ইত্যাদি ব্যক্তি শ্রাদ্ধ যোগ্য নহে, পক্ষান্তরে বেদ পারক সোমপ, সত্ত্ব গুণ সম্পন্ন ধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ ইত্যাদি ব্রাহ্মণেই শ্রাদ্ধের দান কার্য্যের যোগ্য। এখন পাঠক দেখিবেন যে পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য অপেক্ষা কতদূর গৌরবান্বিত। যে কার্য্যের বিধি ব্যবস্থা কৃচ্ছ্রতা ও কঠোরতা সর্ব্ব কার্য্য হইতে গুরুতর। এহেন পিতৃযজ্ঞ সংযম নিয়মের, শুচি সমাধানের, মনন নিদিধ্যাসনের নাম অশৌচ জন্য সঙ্কলিত হয় অশৌচ অপবিত্র অস্পৃশ্যতা দেয়। তাই মনে স্বতঃই জিজ্ঞাসার উদয় হয় ইহার অর্থ কি? ইহার তাৎপর্য্য কি? স্মৃতি শাস্ত্রের সমালোচনা ব্যতীত এ বিষয়ের সমীচীন সিদ্ধান্ত অসম্ভব। স্মৃতিশাস্ত্রের অপর নাম ধর্ম্ম শাস্ত্র, এই ধর্ম্ম শাস্ত্র :—

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী ॥৪
পরাশরব্যাস শঙ্খলিখিতা দক্ষ গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক: ॥৫

যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায়।

এই বিংশতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক, পৃথক পৃথক সময়ে এবং পৃথক পৃথক ভাবে এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম বিশেষভাবে বিভাজিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। স্মার্ত্তবিধান রাজবিধান তুল্য সম্মানিত ও সংপূজিত। সমাজের বিশৃঙ্খলতা নিবারণ ও শান্তি সংস্থাপনই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, আনুষঙ্গিকভাবে মোক্ষ ধর্ম্মোপদেশও কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র হইলেও ইহা বেদের ন্যায় অক্ষর অভিন্ন বা অপরিবর্ত্তনীয় নহে। যে প্রাচীন সূত্রগ্রন্থ মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বৈদিক উপাদান, তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সংহিতাকার ঋষিগণও সকলে সর্ব্ব বিষয়ে একমত নহেন।—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" সামাজিক সুনিয়ম ও শান্তি সংস্থাপন যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, দেশকাল পাত্রভেদে তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। স্মৃতির বিধান যে সময় সময় পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যথা :—

সমুদ্রযাত্রা স্বীকার কমণ্ডলু বিধারণম্‌।
দ্বিজানা মসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা ॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তি মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসাদনং তথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমং তথা ॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়া পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘ কালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্ব মেধকম্‌ ॥
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্‌ ধর্ম্মান্‌ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

অর্থাৎ সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ, দ্বিজগণের অসবর্ণ বিবাহ, দেবর কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন, বানপ্রস্থ, দত্তাকন্যার পাত্রান্তরে বিবাহ, সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ এবং মহাপ্রস্থান গমন ইত্যাদি কার্য্য মনীষিগণ কর্ত্তৃক কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সমুদ্রযাত্রার বিধান রহিত হওয়ায় বর্ত্তমান সমাজের অহিত হইতেছে, তদ্ব্যতীত গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ যজ্ঞ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, অতিথির জন্য পশুহত্যা, প্রভৃতি অধিকাংশ বিধান রহিত হওয়ায় সমাজের যে বিশেষ হিত হইয়াছে তৎপ্রতি অণুমাত্র সন্দেহ নাই। নরমেধ যজ্ঞ যেমন ভয়ানক তেমনি মনুষ্য সমাজের অহিত ও অসন্তোষজনক। সামাজিক যে বিধান অধিকাংশ লোকের নিকট অযোগ্য ও অপ্রীতিকর বলিয়া প্রতীত হয় তখনই সেই বিধান বিলোপপ্রাপ্ত বা রূপান্তরিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে শুনঃসেফ নামক ঋষি-বালক তদীয় পিতা কর্ত্তৃক নরমেধ যজ্ঞার্থে বিক্রীত হইয়া জন সমাজের হৃদয়ে যে শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, সেই শোকানলেই সেই কুপ্রথা ভস্মীভূত হইয়া যায় (ঘ) গোমেধ যজ্ঞও সমাজ

(ঘ) বঙ্গদেশস্থ দুঃসহ পণপ্রথার প্রজ্বলিত শোকানলে স্নেহলতা প্রমুখ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যললনা সকল ভস্মীভূত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি পণপ্রথার অবসান হইল না। বিবাহক্ষেত্রে কন্যার অভিভাবকগণকে কতদূর লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং অর্থের জন্য নিপেষিত হইতে হয় তাহার আলোচনা করিতেও হৃদয় অবসন্ন হয়। সম্পাদক।

শোচনীয় ব্যাপার নহে। রন্তিদেব নামক এক হিন্দুরাজা তৎকৃত গোমেধ যজ্ঞে এতাধিক গোহত্যা করিয়াছিল যে তাহাতে হত পশুর বসারক্তে একটি নদীর উৎপত্তি হয়। প্রসিদ্ধ আছে পশ্চিমভারতীয় চর্ম্মণবতী নদী সেই গোরক্ত সম্ভূত নদী। প্রাচীনকালে সমুদ্রযাত্রা অশাস্ত্রীয় ছিল না। ভোজরাজ কৃত যুক্তিকল্পতরু নামক গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। উক্ত গ্রন্থে সমুদ্র পোত নির্ম্মাণের বিবরণ ও চুম্বকাকর্ষণ হইতে রক্ষার উপায় তাম পত্রাদি দ্বারা তলদেশ আবরণের বিষয় লিখিত আছে। তবে যে সময়ে সমুদ্র যাত্রা রহিত হয় তখন ভারতীয় লোক বহির্ব্বাণিজ্য ভুলিয়াছিল, তখন উপযুক্ত সমুদ্র পোতও ছিল না সুতরাং সমুদ্রযাত্রা বিশেষ বিপদজনক ছিল। (ঙ)

শ্রাদ্ধ সঙ্কল্পিত সময় যাহা স্মৃতি শাস্ত্রে অশৌচ কাল বলিয়া কথিত হইয়াছে, বিভিন্ন বর্ণের জন্য তাহা বিভিন্নরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যথা :—

শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৮৩

মনু ৫ম অঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা দশ দিবসে শুদ্ধ হন। ক্ষত্রিয়েরা দ্বাদশ দিবসে, বৈশ্যরা পঞ্চদশ দিনে এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। ইহাই অশৌচের সাধারণ ব্যবস্থা। ঈদৃশ তারতম্যের সঙ্গত কারণ আছে। আমরা ইতঃ পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি অশৌচ, শ্রাদ্ধ সঙ্কল্পিত সময়ের সংযম, নিয়ম, ও সমাধান, নিদিধ্যাসন কাল। ইহা যে আমাদের অনুমান মাত্র তাহা নহে। শ্রাদ্ধ বিবেক গ্রন্থেও ঐরূপ উক্ত আছে। বর্ণের বিশেষত্ব অনুসারে এই সময় ক্রমে অল্পতর হইয়াছে। তামসিক ভাবাপন্ন শূদ্রের সংযম নিয়মাদি ত্রিশ দিন ধার্য্য হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত বৈশ্য জাতির পনর দিন। রাজসিক ক্ষত্রিয়ের বারদিন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের

(ঙ) লেখক মহোদয় অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে কিছুমাত্র দোষগুণের কথা উল্লেখ করিলেন না, কিন্তু আমরা মনে করি অসবর্ণ বিবাহ রহিত হওয়ায় সমাজের বিশেষ অমঙ্গল হইয়াছে। কারণ উক্ত অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য মধ্যে যে আহারাদি এবং আদানপ্রদানাদি প্রচলিতছিল তাহা রহিত হওয়ায় হিন্দুজাতিগণের মধ্যে সর্ব্বদা দলাদলি বিদ্বেষভাব চলিতেছে। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ পূর্ব্বের ন্যায় প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। সম্পাদক।

দশ দিন ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু পাত্র ভেদে এই নিয়মের অন্যথা হইয়া থাকে যথা :—

দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
অর্ব্বাক্ সঞ্চয়নাদস্থ্নাং ত্র্যহমেকাহ মেবচ ॥ ৫৯

মনু ৫ম অঃ।

অর্থাৎ সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ জানিবে। অথবা চারি দিন অথবা তিন দিন কিম্বা এক অহোরাত্র মাত্র অশৌচ বিহিত। মনুর টীকাকার কুল্লুকভট্ট স্বকীয় মত সমর্থনের জন্য দক্ষ ও পরাশর বচন উদ্ধার করিয়া ভাষ্যকারের মতের সমর্থন করিয়াছেন। এই স্থলে লেখক মহাশয়ের উদ্ধৃত ভাষ্যকার মহামতি মেধাতিথির এবং উক্ত টীকাকারের যে ভাষ্য ও টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সুদীর্ঘ বিধায় উদ্ধৃত করা হইল না। ফলতঃ ইহারা বলিতেছেন শ্রৌতাগ্নি সম্পন্ন এবং মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদ শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ একদিন অশৌচ পালন করিবেন। উহার এক গুণহীন ব্রাহ্মণ তিন দিন, উভয় গুণ রহিত ব্রাহ্মণ চারিদিন এবং সর্ব্ব গুণহীন ব্রাহ্মণের পক্ষে দশ দিন অশৌচ পালনীয়। এইরূপ ইতর বিশেষ যে কেবল ব্রাহ্মণ দিগের জন্যই ছিল তাহা নহে ক্ষত্রিয়গণও ঐরূপ বিশেষ বিধির অধীন ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের অশৌচ সাধারণতঃ বারদিন কিন্তু গুণশালী ক্ষত্রিয়ের অশৌচ দশ দিনও হয়। পরাশরের মতে :—

"ক্ষত্রিয়স্তু দশাহেন স্বধর্ম্ম নিরতঃশুচি"

এই জন্যই মহারাজ [illegible] পিতার শ্রাদ্ধ একাদশ দিনে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মোহাম্মদীয় ফরায়েজ সম্বন্ধে একটি হাস্য জনক প্রবাদ আছে যে মুসলমান ধনীর সম্পত্তির অংশ তাহার বাটীর মোরগটি পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। হিন্দুদিগের অশৌচ সম্বন্ধেও প্রবাদটি প্রযুক্ত হইতে পারে। কেননা সপিণ্ড সকুল্য সমানোদক প্রভৃতি মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর, জামাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের ত কথাই নাই আচার্য্য, শিষ্য সহাধ্যায়ী, সহযোগী, স্বগ্রামবাসী, এমন কি ভৃত্যের জন্যও অশৌচ পালনের ব্যবস্থা আছে। সেই জন্য আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি এবং শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছি যে অশৌচ, শোক, স্নেহ ভক্তি সম্মান সূচক সংযম ও সমাধান মাত্র। উহার তারতম্য হ্রাস বৃদ্ধি চির দিনই হইয়া আসিতেছে। তজ্জন্য ঐহিক বা পারলৌকিক কোন বৈগুণ্য

জন্মিতে পারে না। শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিলেই উহার বিকৃত ব্যাখ্যা হইয়া থাকে; এই কারণেই বর্ত্তমান সমাজে অশৌচ জিনিষটা একটা প্রকাণ্ড জুজু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (চ)

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ কাব্যাম্বু।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

আমরা উদ্ধৃত শ্লোক গুলিতে দেখিতে পাইতেছি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজিত, বলদেবের হস্তে হল ও চক্র ও মুষল এবং তাঁহার মস্তকোপরি সপ্তফণা ছত্রের ন্যায় বিস্তৃত। অধর যুগল হাস্যরাগে প্রফুল্ল। নৃসিংহ বাবু বলুন দেখি বর্ত্তমানের শ্রীশ্রীজগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তির সঙ্গে উপরে বর্ণিত মূর্ত্তিত্রয়ের কতদূর সাদৃশ্য আছে? আধুনিক মূর্ত্তিতে হস্তপদ নাই, শ্লোকোক্ত কেয়ূরাদি অলঙ্কার ও শঙ্খ চক্র গদা ও মুষল কি প্রকারে ধারণ করা সম্ভব? ওষ্ঠ অধরের অস্তিত্ব নাই হাস্য কি প্রকারে প্রকাশ পায়? এখনকার নেত্র "পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র" বলা যায় কি, তবে এখন কি করিয়া বলিব যে বর্ত্তমান শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভৃতি মূর্ত্তিত্রয় যে সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার স্থাপিত? মূর্ত্তিত্রয় অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? কালক্রমে

(চ) বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ সমাজে অশৌচ সমস্যা অনর্থক গুরুভাবে প্রতীয়মান হয়। কোন কোন ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন কায়স্থদের উপনয়ন অপেক্ষা অশৌচ পরিবর্ত্তনে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। আমরা শাস্ত্রালোচনা করিয়া দেখিলাম যে অশৌচকাল সংযমের একটী নাম মাত্র। মৃতার উদ্দেশে শ্রাদ্ধের পুর্ব্বে মনকে বিশুদ্ধ ও একাগ্র করিতে আমরা যে আহারাদির সংযম করি তাহাই অশৌচ। উত্তর পশ্চিম দেশে ৪টী বর্ণ সকলেই দশদিন অশৌচ অর্থাৎ সংযম পালন করে।

সম্পাদক

ও ঘটনা স্রোতে যে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহাও ত এখন বলিবার উপায় নাই। নৃসিংহ বাবু যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার স্থাপিত মূর্ত্তিত্রয়ের ও বর্ত্তমান মূর্ত্তিত্রয়ের ন্যায় হস্তপদ শূন্য ছিল তাহা হইলে আমাদের সংশয় দূর হইতে পারে; তাহা না হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার স্থাপিত সেই মূর্ত্তিত্রয় কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া ও হস্তপদাদি শূন্য হইয়াছে।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সশরীরে স্বর্গে যাইয়া ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবিষয়ে আমাদের অধিক বলিবার কিছু নাই। ইহা লোকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, কাজেই যাহার অতি প্রাকৃতিক বিষয়ে বিশ্বাস আছে তিনি উহা বিশ্বাস করিবেন। আর যাঁহার তত্দূর বিশ্বাস নাই তিনি বিশ্বাস না করিতে পারেন, তবে নৃসিংহ বাবু যে যোগের উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, যোগ বলে মানবের আত্মার শক্তি বৃদ্ধি হয় কাজেই যোগবলে আত্মা জড়শরীর পরিত্যাগ করিয়া যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। জড় শরীর লইয়া বিচরণ যোগবলে কতদূর সিদ্ধ হয় সে বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সংশয় আছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির যে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ আছে, কারণ কালক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে এবং অন্য কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক উহা স্থাপিত হইয়া থাকিতে পারে।

প্রদেশেতু মহৎস্থানে প্রাসাদং সুদৃঢ়ায়তম্।
উত্তরে নরসিংহস্য সহস্র করমুচ্ছ্রিতম্॥ ৩১
কারয়িত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য তত্রৈনং বিনিবেশয়।
পুরাস্থিতং পর্ব্বতেঽস্মিন্ যোঽভ্যর্চ্চয়তি মাধবম্॥ ৩২। (ক)

স্কন্দ পুরাণ পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য বিংশ অধ্যায়।

আধুনিক মন্দির ত সহস্র হস্ত উচ্চ নহে, স্থানও কি ঠিক মিলে? কালক্রমে পূর্ব্ব মন্দির পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। তাহার পর আদি মন্দিরে যে অশ্লীল

(ক) অর্থাৎ নরসিংহ দেবের উত্তর প্রদেশে সেই মহৎ স্থানে সহস্র হস্ত উর্দ্ধ তদনুরূপ আয়ত এক সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ঐ দেবকে স্থাপন করুন॥

নরনারী মূর্ত্তি ছিল তাহারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না এবং বজ্রপাত নিবারণ জন্য আদি মন্দির গাত্রে মদ্যাদি সংযুক্ত পুরুষ মূর্ত্তি খোদিত ছিল যথা :—

বজ্রপাতাদি ভীতাদি বারণার্থং যথোদিতম্,
শিল্পিনা ক্রীড়া মদ্যাদি বিন্যাসং পৌরুষাকৃতম্।

স্কন্দপুরাণ, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য। ৩৮ শ্লোক

অর্থাৎ বজ্রপাত প্রভৃতি ভয় নিবারণার্থ শিল্পিশাস্ত্রোক্ত মদ্যাদিভূষিত পুরুষ প্রতিকৃতি সন্নিবেশিত হইল। অশ্লীল প্রতিমূর্ত্তির উল্লেখ কোথায়ও পাওয়া যায় না।

নৃসিংহ বাবুর প্রবন্ধের অন্যান্য অংশের সহিত আমাদের মতের মিল না হইলেও তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার ভাগের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ মিল আছে। সে বিষয়ে আমরা তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিগত আশ্বিন মাসে আমার পূজনীয় মাতুল কুষ্টিয়ার প্রাচীন মোক্তার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী মহাশয় ও আমার সহোদর শৈলকুপা উচ্চ ইংরাজীস্কুলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ হেডমাষ্টার শ্রীমান্ পরেশনাথ মজুমদারের সহিত শ্রীক্ষেত্রে গমন করি। তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব ও সমুদ্র দর্শনে বাস্তবিকই ক্ষণকালের জন্য যেন আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ সান্ত ও অনন্ত ভগবানের বিভূতি উন্মেষ হইয়াছিল, তখন মনে হইয়াছিল যে এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রই প্রকৃত সাকার ও নিরাকার ভজনের পবিত্র ক্ষেত্র। সাধক যদি তুমি অনন্ত নিরাকার ভগবানের সত্তা হৃদয়ে ধারণ করিতে অভিলাষ কর তবে ঐ অনন্ত বারিধিতীরে যাইয়া তাঁহার সেই অনন্ত গম্ভীর দিগন্তমূর্ত্তি অবলোকন কর; হৃদয়ে স্বতঃই কি যেন এক অপার্থিব অভাবনীয় অনন্তের সত্তার উদ্ভব হইবে। তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। আবার যদি সাকার ভগবানের সত্তা অনুভব করিতে চাও তবে যাও শ্রীমন্দিরে গমন কর। দূর হইতে ঐ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন কর দেখিবে তোমার অজ্ঞাতসারে কি যেন কি এক ঐশ্বরিক অমৃতরসে তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে, ক্ষণ কালের জন্য তুমি আর তুমি থাকিবে না। অজ্ঞাতসারে কি যেন এক অমৃতময় ভগবান্ বিভূতি অনুভব করিবে, তাহা তুমি প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে না। বাস্তবিকই ধর্ম্ম ক্ষেত্রের একটী বিশেষ শক্তি আছে। এই বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণুতে ভগবানের সত্তা বিদ্যমান থাকিলেও ধর্ম্মক্ষেত্রে যেন ঐ সত্তা অনেকটা

তরঙ্গ অবশ্য তীরভূমির উপর নিপতিত হইতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঐ প্রবল তরঙ্গে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ একটি বালুকাকণারও স্থানচ্যুত করিতে পারিতেছে না সময় সময় ঐ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বালিকণাগুলি অকুতোভয় ঐ ভীতিপ্রদ তরঙ্গ মস্তকে আরোহণ করত আনন্দে নৃত্য করিয়া আবার স্বস্থানে আসিয়া সৎকর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হইতেছে, আর জগৎকে দেখাইতেছে যে স্বধর্ম্ম ও স্বকর্ত্তব্যের কি প্রবল শক্তি সংসারের কোন ভ্রূকুটিতে ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ জীবকে বিচলিত করিতে পারে না। আমি বলিলাম দেখুন উপকূল ভাগই সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ নিরত ব্যথিত ও মথিত হইতেছে কিন্তু কূল হইতে যতই সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইবে ততই দেখিবে উহা শান্ত ও তরঙ্গশূন্য ও শান্তিময়। সেইরূপ যাহারা সাংসারিক মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারের কূলে অবস্থিত তাহারা সংসার সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে সর্ব্বদাই ব্যথিত ও মথিত হইতে থাকে। আবার সংসারের মায়াময় উপকূল অর্থাৎ সংসার হইতে যতদূরে যাইতে থাকিবে ততই শান্তি ততই আনন্দলাভ হইতে থাকিবে।

শ্রীমুক্তিনাথ মজুমদার।

নির্ব্বোধের লাঠী।

প্রাচীন যুগের কোন্ এক সময়ে, ইয়ুরোপ খণ্ডে, রাজা এবং বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের মজলিসে যেমন এক একটী বৈহাসিক অর্থাৎ ভাঁড় থাকিত, এবং তাহারা হাস্য রসের অভিনয় করিত, তদ্রূপ তাঁহাদিগের বৈঠকে একটি করিয়া বুদ্ধিহীন অতি নির্ব্বোধ লোকও থাকিত। বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া এই প্রকারের মূঢ়মতি মানুষ জনাকে সংগ্রহ করত ধনীগণের সাজা-সজ্জায় রাখা হইত। গ্রাসাচ্ছাদন ব্যতীত, তাহারা যথোপযুক্ত বেতনও প্রাপ্ত হইত। ধন কুবেরেরগণ সেই সকল নির্ব্বোধ লইয়া, অবকাশ কালে নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও কৌতুক করিতেন। মূর্খের উত্তর প্রত্যুত্তরে বারংবার সভায় হাস্য ও

হাস্যরসের লহরী প্রবাহিত হইত। বিলাসিগণ এই [illegible] প্রকার অদ্ভুত ও হাস্যোদ্দীপক পরিচ্ছদ পরাইয়া, [illegible] দেখিতেন এবং তাহাদিগকে লইয়া নানা কৌতুক [illegible] করিতেন। এই প্রকারের আরও কত রকম আমোদ [illegible] অর্দ্ধসভ্য যুগের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার ও লোক[illegible] পাওয়া যায়। সে যুগ এখন আর নাই। [illegible] পূর্ব্বকালের অনেক প্রথা ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়াছে [illegible]

আমরা ইয়ুরোপের যে সময়ের এই ঘটনাটি [illegible] বিমিশ্রিত যুগে কোন এক জন বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী [illegible] সহিত স্বীয় মনোমত একটী নিরেট বোকা (fool) [illegible] বৈঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সভাস্থিত [illegible] পোসাক" পরাইয়া দেওয়া হইলে সে ব্যক্তি [illegible] করিয়া, হাস্য সহকারে নানা প্রকার [illegible] সাজসজ্জা ও অঙ্গভঙ্গী এবং তাহার মস্তকে বিচিত্র [illegible] দৃষ্টে সভায় সকলেই উচ্চ হাস্যে আনন্দ প্রকাশ করিতে [illegible] মূর্খ লোকটা অতীব আনন্দ লাভ করিল। সে [illegible] বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু সভায় বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে [illegible] ইহার অপেক্ষা নির্ব্বোধ আর নাই। তখন সেই [illegible] বড় লোকটী সিরা নামধারী নির্ব্বোধের হস্তে, তখন [illegible] একগাছি বোকার লাঠি(fool's stick) প্রদান করিতে করিতে [illegible] সিরা। (ক) আমি এই "নির্ব্বোধের লাঠি" গাছটী [illegible] করিতেছি—ইহা তোমার পূর্ব্বাধিকারী "[illegible]" ছিল ; [illegible] জগতে নাই। তোমাকে তাহার অপেক্ষাও নির্ব্বোধ বুঝিয়া [illegible] ভবিষ্যতে তোমার অপেক্ষাও অধিক নির্ব্বোধ, কোন [illegible] পাও, তাহা হইলে, আমার প্রদত্ত এই "নির্ব্বোধের লাঠি"টী [illegible] তাহাকে প্রদান করিবে, আমার এই আদেশ রহিল।" [illegible]

(ক) সিরা (Sirrah) শব্দটী স্যার (sic) শব্দের [illegible] অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন। [illegible]

অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে উপবেশন করিল। মজলিসের ভাবলোকই উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিলেন।

'এই মূর্খ ও অসার লোকটা নিতান্ত নির্ব্বোধ হইলেও, সে বড়ই সরল মিষ্টভাষী ও নিরীহ ছিল। সে তাহার বর্ত্তমান মনিবের সন্তোষ বিধানার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিত। সৌভাগ্য ক্রমে তাহার প্রতিপালকও এই আশ্রিত ব্যক্তিকে বন্ধুর মত দেখিতেন এবং তাহার সুখের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। এই মনিবের আশ্রয়ে সিরা পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। সদাশয় প্রভুর সহিত বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে সিরা অনেক সময়েই তাহার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালকের সহিত স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা কহিত এবং তাহার কার্য্যাবলীও সমালোচনা করিত। সে কোন কোন সময়ে এরূপ দুই একটী বাক্য বলিত যাহা শ্রবণ করিয়া বিলাসী ধনশালী ব্যক্তি চমৎকৃত হইয়া মনে ভাবিতেন সিরার জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হইতেছে সিরার বুদ্ধি যেন ক্রমশঃ ফুটীয়া উঠিতেছে সিরা সত্যবাদী, স্পষ্টবক্তা, অকপট ও অত্যন্ত শিষ্ট ছিল।

সিরার সময় সুখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। সে তাহার প্রভুর প্রমোদারামে বসিয়া পাখীরগান শুনিত,পাখীদিগকে ব্যঙ্গ করিত,পুষ্করিণীতে নানাজাতীয় মৎস্যের খেলা দেখিত। ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিত,সে মালা কখন নিজে পরিত,কখনও বা একটী হরিণ সাবকের গলায় পরাইয়া দিত; একটা পোষা বানরের গায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কত আদর করিত। বানরটা সিরার মুখপানে চাহিয়া উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিত। হাঁসগুলাকে তাড়া দিয়া পুকুরে নামাইয়া দিত, তাহাদের গায়ে জল ছিটাইয়া দিত, উদ্যানের বৃদ্ধমালীর বালক পুত্র ফগলুর 'বড়ঘরে' বিবাহ দেবার আশ্বাস দিত। মালীর ঘর হইতে একখানি অতি পুরাতন দর্পণ এনেশায়র প্রাপনার বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপন মনে হাসিত, আপন মনে কথা কহিত, আপন সুখে গান গাহিত; আপন মনে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে বড়বৃক্ষের শীতল ও গাঢ় ছায়ায় শয়ন করিয়া থাকিত। উদ্যান মধ্যে তাহার প্রভুর একটা প্রকাণ্ড, ভীষণকায়, দীর্ঘশৃঙ্গবিশিষ্ট বৃষ বিচরণ করিত, সিরা তাহাকে বড় ভয় করিত, তাহার নিকট হইতে সে সর্ব্বদাই দূরে থাকিত। সে উক্ত বৃষটাকে 'বুড়ো শয়তান' বলিত। ইদানীং অধিকাংশ সময়ই সিরা তাহার প্রভুর গৃহবাসে অতিবাহিত করিত, প্রভুর নিকট

প্রায়ই যাইত না। তাহার সদাশয় ও কৃপাশীল প্রভু পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহাকে সদাসর্ব্বদা নিকটে আহ্বান করিয়া বানর নাচাইতেন না। তাহার সুখের ব্যাঘাত ঘটাইতেন না। শিরা তাহার নিজ ইচ্ছামত যত্র তত্র অবস্থান করিত। সে ক্রমশঃ নির্জ্জনে বাস করিতে পছন্দ করিত। লোকালয় তাহার তেমন ভাললাগিত না। প্রভুদত্ত যষ্টিগাছটি হস্তে লইয়া মনের সুখে ভ্রমণ করিত। এইভাবে শিরার দিন কাটিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে উক্ত ঐশ্বর্য্য[illegible] সম্ভ্রান্ত পুরুষ সহসা সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। বাঁচিবার আশা নাই বুঝিয়া তিনি তাঁহার বন্ধু, মিত্র, সখা, আত্মীয়, স্বজন, অনুচর, ও ভৃত্যগণকে ক্রমশঃ নিকটে আহ্বানে পূর্ব্বক একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বশেষে শিরার ডাক পড়িলে সে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু কহিলেন,—

"এস এস সিরা এস সখে এস। অনেক দিন তুমি আমার নিকট আইসনাই। আমি তোমার নিকট এক্ষণে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আর এখন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না।

শিরা তাহার প্রভুর অবস্থার বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না। সে বিস্মিত হইয়া কহিল—"কেন প্রভো আপনি কি কোন দূরদেশে গমন করিবেন? প্রভু নিরাশার হাসি হাসিয়া কোমলস্বরে কহিলেন "হা অতি শীঘ্রই আমাকে এ সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।"

শিরা। আপনাকে কি বহুকাল তথায় বাস করিতে হইবে?

প্রভু।—'হাঁ—সত্য সত্যই আমাকে সেখানে বহুকাল বাস করিতে হইবে। আমি আর কখনও এখানে ফিরিয়া আসিতে পারিব না।

সি। উঃ। তবে ত সে বড় দূরদেশ। সেখান হইতে সহজে ফিরা যায় না। আপনার সঙ্গে যাবে কে?

প্র। 'কেহই নহে আমি একাই যাইব।'

সি। 'সে কি মহাশয়? আপনি একাই এতদূরে যাইবেন কি প্রকারে? আর আপনি কি কখন একা থাকিতে পারেন? আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না বলিয়াই বুঝি এ কথা কহিতেছেন?

গিয়া, আমাকে সত্য সত্যই একাকী গমন করিতে

নিষপত্র ও পথের আবশ্যক সামগ্রী কিছু ত সঙ্গে লইয়া পনার মনোমত, বাছা বাছা, পছন্দসই ভাল ভাল কতকগুলি ? নূতন দেশের নূতন বাটীতে অগ্রে কিছু পাঠাইয়াছেন কিছু পাঠাইয়া থাকিবেন; নচেৎ সেখানে গিয়া ব্যবহার পনার ভরণপোষণের নিমিত্ত তঃ কিছু ধন রত্ন টাকা কড়ি মাংস সম্বা ত ?'

সেখানে আমার কোন কাজে লাগে এমন কোন বস্তুই নাই।

নিশ্চয়ই আবশ্যক বস্তু আপনার সঙ্গে লইতে হইবে। গমন করে ? আপনি নির্ব্বোধের মত কথা আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, এই বিপুল সম্পত্তি চিরকালের মত চলিয়া যাইবেন এ কেমন কথা

বিপুল সম্পত্তির এককণা মাত্রও সঙ্গে লইয়া যাইবার থাকিলে লইয়া যাইতাম। বাধ্য হইয়াই আমাকে হইবে। এই অতুল ঐশ্বর্য্য এই স্থানেই পড়িয়া

দিবার বড় ভাল ঠেকিল না। সে প্রকৃত অবস্থা অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিল—'প্রভো! আপনাকে যে দেশে যাইতে হইবে, ইহা কি আপনি ইতপূর্ব্বে জানিতে পারিলে অবশ্যই আপনি ইহার সদুপায় করিতে

আমাকে সেই অজ্ঞাত দেশে যাইতে হইবে, কেহই পারিবে না। ইহা আমি বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বিলক্ষণ কিন্তু হায়! এ বিষয় সম্যক অবগত হইয়াও আমি ইহার কোন ইচ্ছা করিলে তথাকার উপযোগী যথেষ্ট সম্বল সঙ্গে

লইয়া যাইতে পারিতাম। তথায় পরমসুখে থাকিবার যথেষ্ট সম্বল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু একদিনের জন্যও সে দিকে মন দেই নাই ? যে বিষয় সংগ্রহের চেষ্টা করি নাই সেইজন্য এক্ষণে বড়ই অনুতপ্ত ও কাতর হইতেছি।

প্রভুর অবস্থা দৃষ্টে সরল স্বভাব সিরার নয়নবারি নিপতিত হইল। সে ব্যক্তি নিতান্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে তাহার চির সুহৃদকে কহিল, "তবে আপনার প্রদত্ত এই "নির্ব্বোধের লাঠী" এক্ষণে আমি আপনাকেই প্রত্যার্পণ করিতেছি। আপনি ইহা গ্রহণ করুন। আপনার কথামতই ইহা আপনাকে অর্পণ করিতেছি। আপনি কহিয়াছিলেন যে ব্যক্তি তোমার অপেক্ষা অধিক নির্ব্বোধ এমন কোন লোককে যদি তুমি দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাঁহাকে এই যষ্টি প্রদান করিবে।"সমস্ত বিষয় বিশেষরূপ জানিয়া শুনিয়াও যে ব্যক্তি নিজ হিতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বৃথা কালহরণ করে ও পরিণামে অনুতপ্ত হয়, তাহার মত নির্ব্বোধ ও মূর্খ আর কে হইতে পারে ? সে ব্যক্তি অতি অসার ও আমা অপেক্ষাও নির্ব্বোধ। এই বলিয়া সিরা "নির্ব্বোধের লাঠিগাছটী" তাহার প্রভুকে প্রত্যার্পণ করিল। (খ)

সিরার কথায় জ্ঞানের যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। তাহার উক্তি বড়ই হৃদয়গ্রাহিণী। উহাতে ভাবিবার বুঝিবার ও শিখিবার বস্তু আছে। ইহ সংসারে সিরার ঐশ্বর্য্যশালিনী প্রভুর ন্যায় অনেক মহাপ্রভু আছেন যাহারা কেবলমাত্র অসার আমোদ প্রমোদ ও স্বার্থ সাধনেই চিরজীবন অতিবাহিত করেন. পরকালের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না। সুতরাং পরিণামে তাঁহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। ঐশ্বর্য্য যাঁহাদিগের উপর আধিপত্য করে, এরূপ মূর্খ ও অসার ব্যক্তির সংখ্যাই ইহসংসারে অত্যধিক। সুশিক্ষিত ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অপরে আপনার প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারে না। মূর্খেরাই

(খ) পরলোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণত্রয়ে বিশেষরূপে সকলেই অবগত থাকিয়া আমরা তদ্বিষয় নিতান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকি। লেখিকা অতি নিপুণতার সহিত একটী বিলাতি নির্ব্বোধের দ্বারা এই বিষয়টি আমাদিগের জ্ঞানগোচর করিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশীয় লোকেরা সাধারণতঃ ইহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। সম্পাদক।

আপনাদিগকে বড় জ্ঞান করিয়া পরিণামে কষ্টভোগ করিয়া থাকে। সিয়ার যুক্তিপূর্ণ কথা গুলি পাঠ করিয়া অন্ততঃ দুইচারিজন নির্ব্বোধেরও বুদ্ধির বিকাশ হইলে আমার এ গল্প লেখার পরিশ্রম সার্থক হইবে। ওঁ হরিঃ ওঁ॥ (গ)

শ্রীমতী উৎপলিনী দেবী।

কোন্নগর।

ফরিদপুরে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা।

বিগত ৬ই ভাদ্র বুধবার বঙ্গের প্রিয় শাসনকর্ত্তা লর্ড রোণাল্ডসে মহোদয় পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় ফরিদপুর নাট্যমন্দিরে ৪টী অভিনন্দন পত্রের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ফরিদপুর মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট এসোসিয়েসন, আঞ্জুমানি ইসলামিয়া চারিটি সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে চারিটী অভিনন্দন পত্র পঠিত হয়। ইহারা নিম্নলিখিত বিষয় অভিনন্দনে উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) ইংরাজ সাম্রাজ্য মধ্যে ভারতবর্ষীয় স্বায়ত্তশাসন।

(গ) এই প্রবন্ধ লেখিকা শ্রীমতী উৎপলিনী দেবী আমাদিগের পরম বন্ধু ও প্রতিভার প্রসিদ্ধ লেখক পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বিধবা কন্যা। এই বিদুষী মহিলার কয়েকটী সুমধুর হৃদয় গ্রাহিণী কবিতা প্রতিভায় প্রকাশিত হইয়াছে, কন্যাটী সুশীলা শিষ্টা হইয়াও দুর্ভাগাবতী। ভগবান্ তাঁহাকে রমণীর সর্ব্বপ্রধান সুখে বঞ্চিত করিলেও তাঁহার হৃদয় ভগবৎ প্রেমে পরিপূর্ণ। ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। বিদুষী মাতার নিকট হইতে তিনি বাল্যকাল হইতেই শিক্ষিতা হইয়াছেন। এই প্রবন্ধটী ইংরাজী, The nobleman and the Fool শীর্ষক গল্পের স্বাধীন অনুবাদ। ইহা অবলম্বনে লেখিকা পরলোক সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ এই গল্পটী সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই রচনা করিয়াছেন। সম্পাদক।

(২) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন।

(৩) ফরিদপুর কলেজ।

(৪) ফরিদপুর হইতে ভাঙ্গা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র রেলওয়ে নির্ম্মাণ।

(৫) মিউনিসিপালিটীর মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।

(৬) পল্লীবাসীগণের জন্য ঐরূপ পানীয় জলের ব্যবস্থা।

(৭) পল্লীগ্রামসমূহে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান।

(৮) পল্লীবাসীদিগের শিক্ষার জন্য পাঠশালা ও মাদ্রাসা সংস্থাপন।

শাসনকর্ত্তা মহোদয় এই বিষয়গুলিকে নিম্নলিখিত চারিটীভাগে বিভক্ত করিয়া যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন।

(ক) শিক্ষা প্রাথমিক, মধ্য বঙ্গ ইংরাজী এবং কলেজ সম্বন্ধে।

(খ) স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে।

(গ) রাস্তা ইত্যাদি।

(ঘ) স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে।

শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন আপনাদিগের ইচ্ছা প্রত্যেক পল্লীকেন্দ্রে(union) এক একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করা কিন্তু অর্থাভাবে কৃতকার্য্য হইতেছেন না। আমার নিকট সাহায্য চাহিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া অসম্ভব। সর্ব্বপ্রথমে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বিষয় সময় সময় আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। গতবর্ষে সরকার হইতে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহসংস্কার সম্বন্ধে বারহাজার টাকা এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিগের ব্যয় জন্য গতবর্ষে প্রায় ৪৪হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই সকল সাহায্য দ্বারা আমি মনে করি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড তাহার অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।

মধ্যশিক্ষা (secondery education) এবং উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে দেশের অবস্থাপন্ন সম্প্রদায় এবং যাহারা এই প্রকার শিক্ষাপ্রার্থী আমরা তাহাদিগের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছি। আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে এই ফরিদ-পুর জেলায় এমন সকল ব্যক্তিও আছেন যাহারা শিক্ষার উন্নতিকল্পে অর্দ্ধলক্ষ টাকা দান করিতেও প্রস্তুত। আপনাদিগের মধ্যে একটি দ্বিতীয় শ্রেণী

কলেজের জন্য এই টাকা ব্যতীত আরও ত্রিশহাজার টাকা দান লোকে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। আপনারা আমার নিকট উক্ত কলেজের জন্য ভূমি চাহিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাহা পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানানহইয়াছে। কিন্তু আমি কোনরূপেই এই কার্য্য হইতে আপনাদিগকে নিরাশ হইতে বলি না। যখন ঢাকা নগরীতে অতি সত্বর একটি বিশ্ব বিদ্যালয় সংস্থাপন হইতেছে তখন ফরিদপুরের জন্য কলেজ না করিয়া সংগৃহীত অর্থের দ্বারা প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার জন্য উন্নতি বিধান করিলেই ভাল হয়। কিন্তু আপনারা এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াও যদি ফরিদপুরে কলেজ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। প্রজাপুঞ্জের শিক্ষার উন্নতিই আমাদের সাধারণ স্বার্থ তজ্জন্য বলিতেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ফরিদপুর কলেজ সম্বন্ধে যে কোন প্রস্তাব আমার নিকট উপস্থিত করিলে আমি তৎপ্রতি বিশেষ বিবেচনা করিব। মাদ্রাশা বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে সাহায্য উল্লেখ করিয়াছেন তৎপ্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। মাদরাশার প্রকৃত উদ্দেশ্য আপনারা জানেন মুসলমানধর্ম্মের সহিত অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিদ্যালয় সাহায্য প্রার্থনা করিবার অগ্রে স্থানীয় সাহায্য কতদূর সংগ্রহ হইতে পারে এবং কিরূপ ভাবে বিদ্যালয় পরিচালিত হইবে তাহার প্রণালী উল্লেখ করিলে আমরা অভিমত প্রকাশ করিতে পারি।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনারা জলের কল উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদিগের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছেন। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে দুইটা জলের ফিল্টার দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষগণ আপনাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝিতে পারেন প্রজাপুঞ্জের বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য আমরা সর্ব্বদাই সাহায্য করিতে প্রস্তুত। জলের কল সম্বন্ধে ফরিদপুর হইতে কোন প্রস্তাব এযাবত আমি পাই নাই। এইপ্রকার বহুব্যয়সাধ্য জলের কল যাহারা চান তাহাদিগকে সেই পরিমাণ সাহায্য করিতে হইবে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমি দেখিতেছি ফরিদপুরের মিউনিসিপাল করদাতাগণ শতকরা ৸০ আনা হারে টেক্স দিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল স্থানে জলের কল আছে তাহাদিগের টেক্স ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী

অতএব আপনাদিগের টেক্স বৃদ্ধি না করিলে জলের কলের আশা ফলবতী হইবে না।

পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের এবং নরনারীগণের চিকিৎসার্থে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন ইহাতে সন্তুষ্ট হইলাম, এই সকল কার্য্যের সাহায্য জন্ত সেস্ করটি আপনাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেও যদি আপনাদিগের চিকিৎসার ব্যয় (medical needs) সঙ্কুলন না হয় তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে কোন সাহায্য করিতে পারিতেছি না। আমি দেখিতে পাই আপনারা আপনাদিগের আয়ের শতকরা ৫৲ টাকা চিকিৎসার্থে ব্যয় করিতেছেন। আমি জানিতে পারিলাম গতবর্ষে আপনাদিগের হাসপাতাল এবং ডিস্পেন্সারীর ব্যয় বহন করিয়া ১৭ হাজার টাকা অতিরিক্ত আয় ছিল। যদি ইহাই ঠিক হয় তবে আপনাদিগের ঐ বিষয় আর অধিক কোন সাহায্যের আবশ্যক করে না।

উপসংসারে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব। আমি সন্তুষ্ট হইলাম যে আপনারা ইউনিয়ন কমিটী সংস্থাপন করিয়া ক্রমে স্বায়ত্তপথে অগ্রসর হইতেছেন। পল্লীগ্রামের পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি ইউনিয়ন কমিটীর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছি। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের বে সরকারী চেয়ারম্যানের জন্তও আমরা বিবেচনা করিতেছি, কিন্তু এই বিষয় বিবেচনা করিবার সময় আমাদিগের ইহাও দেখা উচিত যে জিলার ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর যেরূপভাবে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কার্য্য করিতে পারিবেন সেরূপ সুচারুভাবে অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা কার্য্য হইতে পারে না।

নাট্যশালামন্দির পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের প্রিয়তম্ শাসনকর্ত্তা মহোদয় জেল, বালিকাবিদ্যালয়, দাতব্যচিকিৎসালয়, জিলাস্কুল ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়া মধ্যাহ্নকালে মোটাসে গমন করেন তথায় অপরাহ্ন ৫ ঘটীকা পর্য্যন্ত মাননীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অপরাহ্ন ৫ঘটীকার সময় শাসনকর্ত্তা মহোদয় মোটাসে ফরিদপুর পরিত্যাগ করেন।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীজগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে উক্ত জগদ্গুরু মহাত্মার মঠ স্থাপিত আছে। তন্মধ্যে বোম্বাই অন্তর্গত কোলাপুর নামীয় মঠে তিনি এইক্ষণ বাস করিতেছেন। তদীয় জগদ্গুরু পদে সম্প্রতি অভিষিক্ত হইবার পর কি ভাবে তিনি জীবন যাপন করিতেছেন জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়াছেন। সংবাদপত্র হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণটি উদ্ধৃত করিলাম।

তিনি স্বপদে অভিষিক্ত হইবার পরে দর্শন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উন্নতি করে বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। কোলাপুর নগরে তিনি যে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে সংস্কৃতভাষায় ধর্ম্ম এবং দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উক্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের বাস এবং আহারাদির ব্যবস্থা আছে। উপনীত ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই অবস্থানুসারে সেইস্থানে শিক্ষা পাইতে পারেন। উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপকগণ তাহার সংস্কৃত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন।

তিনি স্বয়ং অতি যত্ন সহকারে সন্ন্যাসী অভ্যাগত পণ্ডিত অধ্যাপক এবং ছাত্রগণকে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে বেদান্ত (ব্রহ্মসূত্র) সম্বন্ধে তাহার সুগভীর সমালোচনা প্রত্যেক ব্যক্তি অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ কি ভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র মীমাংসা করিতেন তাহা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অতি উপাদেয় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতাবর্গকে মোহিত করিয়া থাকেন। প্রতি রবিবারে জগদ্গুরু মহাশয় যে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহা শ্রবণ করিতে দেশ দেশান্তর হইতে বহুলোকের সমাগম হয়। তাঁহার বেদান্ত উপনিষদ এবং গীতার ব্যাখ্যা অতিশয় মনোমদ প্রাঞ্জল এবং শিক্ষাপ্রদ। অধ্যাপক ভাটে এবং অধ্যাপক রাণেদ বর্ত্তমান সময়ে বোম্বাই ফারগুসন বিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অতিরিক্ত শ্রেণীবিভাগ করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য মহোদয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

বিগত ৩০শে শ্রাবণ শনিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বোম্বাইয়ের লর্ড বিশপ মহোদয় প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎকালে উভয়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ অনুশীলন হয়। সমগ্র ভারতের জন্য আয়ুর্ব্বেদ জ্যোতিষ অর্থশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্র এবং যোগশাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

সম্পাদক।

দাঁহাপাড়ার রাজবংশীয় কায়স্থ বিবরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৪র্থ প্রবন্ধ)

পর দিবস যথা সময়ে আমাদিগের নবীন সন্ন্যাসী সম্রাটের আম দরবারে উপস্থিত হইলে যথারীতি জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহাকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তিনি তাৎকালিক প্রথানুসারে ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইয়া রাজোচিত সম্মানে প্রণত হইলে, সম্রাট প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গত কল্য অপরাহ্নে ভ্রমণ কালে এই ব্যক্তিই আমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিল। সেরেস্তা অনুসন্ধানে ইহার উপযুক্ত কোন কার্য্য আছে কিনা আমি জানিতে চাহি।" ক্ষণকাল বিলম্বে প্রধান মন্ত্রী সম্রাটকে জানাইলেন যে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদারের অধীন একজন কাননগোর পদ খালি আছে। সম্রাটের জিজ্ঞাসামত বঙ্গবিনোদ অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন জাঁহাপনা আমি বাঙ্গলা সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষা অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছি এই তিনটী ভাষায় আমি লেখা পড়া ও কথোপকথন করিতে পারি। সম্রাট বলিলেন তোমার বয়স বিংশতি বর্ষ মাত্র কাননগোর মত দায়িত্বপূর্ণ পদের কার্য্য তোমাদ্বারা কি প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে? যুবক করযোড়ে উত্তর করিলেন জাঁহাপনার আশীর্ব্বাদ ও কৃপা থাকিলে গুরু হইতেও গুরুতর কার্য্য আমার ন্যায় তুচ্ছ

বিদ্যাহীন এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তি দ্বারা অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। বিশেষ জাঁহাপনার আদেশ জগদীশ্বরের আদেশের ন্যায় শক্তিবান। আমরা বালক কাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" সুতরাং জাঁহাপনার আদেশ ঈশ্বরের আদেশের ন্যায় প্রতিপালিত হইবে। যুবকের এই প্রকার উক্তি শ্রবণে বাদসা তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আদেশ করিলেন যে আগামী কল্য দরবারে তোমাকে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার কানুনগোর পদে সনন্দ দেওয়া হইবে। যথা সময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিবে। এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বঙ্গবিনোদ দরবার গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলে সভাসদগণ সকলেই তাহার অদৃষ্টকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন কানুনগোর মত মর্য্যাদাবিশিষ্ট পদ আপনি স্বল্পায়াসেই লাভ করিলেন বটে, কিন্তু আগামী কল্য সনন্দ পাইবার পূর্ব্বে সম্রাটের নজর উপঢৌকন, প্রধান মন্ত্রী এবং অমাত্য গণের মর্য্যাদা এবং আমলা বরকন্দাজ গণের যে পারিতোষিক জন্য প্রচুর অর্থের আবশ্যক, তাহা আপনি দরিদ্র সন্ন্যাসী হইয়া কি প্রকারে সংগ্রহ করিতে পারিবেন? ফলতঃ পূর্ব্বে এইরূপ সন্ন্যাসী কখনও এইরূপ পদ লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্গবিনোদ এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে উপনীত হইলেন।

সেই দিবস যুবকের মনে একটী মাত্র চিন্তা কি উপায়ে এই বহু অর্থের সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধকাম হইতে পারিব। ক্রমে দিবাবসান হইয়া রাত্রি উপস্থিত হইলে বঙ্গবিনোদ তাহার অভীষ্ট দেবীর ধ্যানে নিরত হইলেন। জপ করিতে করিতে নিদ্রা অজ্ঞাতসারে তাহাকে অভিভূত করিলে অল্পরাত্রি থাকিতে স্বপ্নে দেখিলেন যে একটী স্ত্রীলোক কলসী কক্ষে তাহাকে বলিতেছেন যে তুই কেন অনর্থক চিন্তা করিতেছিস। প্রত্যুষে প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া আসিবার সময় তুই প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবি। বঙ্গবিনোদ তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নদীতে স্নান আহ্নিক সমাধান পূর্ব্বক বাসায় আসিবার সময় স্বপ্নাদিষ্ট একটী স্ত্রীলোক একটী কলসী কক্ষে করত মৃদুমন্দগতিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন বাবা আমার এই কলস ও তাহার উপর গামছখানি তোমার নিকট রহিল। কোন বিশেষ কার্য্যে স্থানান্তরে যাইতেছি। শীঘ্র প্রত্যাগমন করিয়া কলস লইয়া যাইব। যুবক বলিলেন মাতঃ আমি স্বগৃহে যাইতেছি। আপনার কলসী আমি কি প্রকারে

রক্ষা করিব। যুবতী কহিলেন যদি একান্ত বিলম্ব করিতে না পার তোমার আবাসে কলসী লইয়া যাও। আমি অদ্যই প্রত্যাগতে উহা গ্রহণ করিব।

অতঃপর রঙ্গবিনোদ অগত্যা কলসীটি লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে উত্তোলন করিলে দেখিলেন কলসীটি অতিশয় ভারি। কলসীতে কি আছে দেখিবার জন্ত গামছাখানি উঠাইলে দেখিলেন কলসীটি স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ। তখন স্বপ্ন বৃত্তান্ত মনে পড়িলে তিনি বুঝিলেন এইরূপ প্রচুর অর্থলাভ কেবল মহামায়ার অনুগ্রহে। পরে কলসী নিজকুটিরে লইয়া তাহা হইতে প্রয়োজন মত অর্থ লইয়া বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইলেন।

তদনন্তর দরবার সময়ে সম্রাটের আদেশমত তাহাকে কানুনগো পদের সনন্দ প্রদত্ত হইলে তিনি যথারীতি অভিবাদন পুর্ব্বক উহা গ্রহণ করিলেন এবং বাদশাহের নজর স্বরূপ ২০০ শত আসরফী উপস্থিত করিয়া করযোড়ে বলিলেন জাঁহাপনা আমি গরীব সন্তান মহামায়ার কৃপায় যৎকিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্ত হইয়া বাদশাহকে নজর দিলাম। এইক্ষণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যে দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া রাজাধিরাজের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি। (ক্রমশঃ)

শ্রীকুমার প্রতাপনারায়ণ রায়।

কায়স্থ উপনয়ন লয় কেন ?

সম্পাদকমহাশয়! আজকাল একটী নূতন কথা শুনিতে পাইতেছি। কথাটী এই যে "উপনয়ন না লইয়াও কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবে।" যদি তাহাই হয় তাহা হইলে উপনয়নের আন্দোলনটা বন্ধ করিয়া দেওয়াই ত ভাল। উপনয়ন না লইলে ব্রাহ্মণেরাও আর ক্ষেপিবে না কারণ অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র উপনয়নেরই বিরোধী। তাঁহারা বলে "উপনয়ন নালইয়া তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। ঐ সঙ্গে অশৌচটাও অবশ্য ৩০ দিন

পালন করিবে। এমন অনেক স্থান আছে কেবল পৈতাটী লইয়াই যত গোলযোগ। পৈতাটি ফেলিয়া দিলে নাপিতেও ক্ষৌরি করিবে, ব্রাহ্মণেও পূজা করিবে। এরূপ স্থলে যদি কায়স্থ সভা হইতে ঐ নূতন মতটী প্রচার হয় তাহা হইলে ঐরূপ স্থানবাসী গৃহীতোপবীত কায়স্থবর্গ কি করিবে তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? উপনয়ন না লইয়াও যদি কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হয়, তাহা হইলে পঞ্চদশবর্ষব্যাপী এই যে আন্দোলনটা হইতেছে এ আন্দোলনটা কিসের জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? উপনয়নটা বাদ দিলে ব্রাহ্মণের সঙ্গে ত আর কোন গোলমালই থাকে না তাহা হইলে প্রথম হইতেই উপনয়ন ব্যতীত এমন কতকগুলি কর্ত্তব্য বিধিবদ্ধ করা উচিত ছিল যে সেই কর্ত্তব্যগুলিই প্রতিপালন করিলেই কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবে। তাহা না করিয়া যখন উপনয়নের আন্দোলন করা হইতেছে, বেতনভোগী প্রচারক রীতিমত প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, এবং মাসে মাসে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা, কায়স্থ পত্রিকায় উপনয়ন সংবাদ প্রচারিত হইতেছে, তখন কায়স্থ মাত্রেরই দৃঢ়ধারণা হইয়াছে যে উপনয়ন ব্যতীত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হওয়া যাইবে না। কিন্তু এতদিন পর যদি বলা যায় যে উপনয়ন না লইয়াও কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবে তাহা হইলে কথার সামঞ্জস্য থাকে কোথায়? যে সকল কায়স্থ আজিও উপনয়ন লয় নাই তাহারা এই কথা শুনিয়া যে উপনয়ন লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে তাহা আপনি বিশ্বাস করেন কি? ব্রাহ্মণ প্রধান স্থানে যে সব উপবীতি কায়স্থ অনেক ক্লেশ সহিয়া আজও উপনয়ন রক্ষা করিতেছেন তাঁহাদেরই বা মনের ভাব কিরূপ হইবে বলুন দেখি? উপনয়ন না লইলেও যদি চলে তাহা হইলে উপনয়নের আন্দোলনটা আপনারা করেন কেন? দেখিতেছি কায়স্থজাতির অগাধ্য কোন কাজই নাই। তাহারা একমুখে বলে যে উপনয়ন লও, আর একমুখে বলে যে উপনয়ন না লইলেও চলে। কায়স্থ সমাজের নেতারাই বা কেমন? নেতা বা সভাপতিরাই যদি এক মুখে দুই কথা বলেন তবে রামা শ্যামা প্রভৃতি অশিক্ষিত কায়স্থবর্গ ত কথা পরিবর্ত্তন করিবেই।

গতবর্ষের কায়স্থ সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা মহাশয় বলিয়াছেন "আমরা উপবীত ধারণ করি বা না করি তাহাতে কিছু আসে যায় না" কায়স্থ সভার সভাপতির মুখে এই উক্তি শোভা পায় নাই। তাঁহার এই

উক্তিতে অনেক কায়স্থ যে উপনয়ন গ্রহণে পশ্চাদ্পদ হইবে তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? তাঁহার ইহাও ভাবা উচিত ছিল যে কায়স্থদের মধ্যে উপনয়নের আন্দোলনই যখন প্রধান, এবং বার্ষিক অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য উপনয়ন, এই উপনয়ন লইয়াই যখন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মনোমালিন্য এবং কায়স্থসভা হইতে যথারীতি বেতন গ্রহণ করিয়া প্রচারকেরা যখন এই উপনয়নের প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন তখন সেই উপবীত ধারণ করি বা না করি তাহাতে কিছু আসে যায় না, এরূপ কথা আমি সভাপতি হইয়া বলি কেন? আবার বলিতেছেন যে আমাদের সকলের কর্ত্তব্য এই যে আমরা ক্ষত্রিয়ভাবে আপনাদিগকে দীক্ষিত করিব, ক্ষত্রিয় তেজে হৃদয় উদ্দীপিত করিব। ক্ষত্রিয় গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া সকল প্রকার দীনতা হীনতা ও ক্ষুদ্রতার অন্ধকার নাশ করিব—উপনয়ন গ্রহণে বিমুখ বা পশ্চাদ্পদ হওয়াটা কি দুর্ব্বলতা নহে, তিনি বলিতেছেন যে আমাদের আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার হইতে নিকৃষ্ট নহে, আমাদের অপকর্ষ কেবল উপনয়নের অভাব মাত্র। কেবলমাত্র উপনয়নের অভাবই যদি আমাদের অপকর্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে সেই উপবীত ধারণ করি বা না করি তাহাতে কিছু আসে যায় না, এই মত প্রকাশ করা সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গত হইয়াছে কি? আবার তিনি আমাদিগকে ক্ষত্রিয়ভাবে দীক্ষিত হইতে ক্ষত্রিয়ভাবে হৃদয় উদ্দীপিত করিতে এবং ক্ষত্রিয় গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া সকল প্রকার দীনতা হীনতা ও ক্ষুদ্রতার অন্ধকার নাশ করিতে বলিতেছেন। কেন, আবশ্যক কি? আমরা ত আগাগোড়া ক্ষত্রিয়ই আছি, আমাদের ত অধঃপতন হয় নাই যে উঠিতে চেষ্টা করিব? তিনি ত অভিভাষণে বলিতেছেন—কলি কাল ধর্ম্মানুসারে কায়স্থগণ উপনয়নের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন তাই বলিয়া কি তাঁহারা আচারভ্রষ্ট কিংবা তাঁহাদের কোনরূপ অপকর্ষ হইয়াছে? যদি আমরা আচারভ্রষ্ট না হইয়া থাকি এবং আমাদের কোনরূপ অপকর্ষ না হইয়া থাকে তাহা হইলে ওরূপ উপদেশ দিবার ত কোন প্রয়োজন দেখি না। উপনয়ন লইব না অথচ ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পালন করিব এ কেমন কথা? তবে কি ক্ষত্রিয় দ্বিজ নহে? সিংহ মহাশয় বলিতেছেন—"তন্ত্র ও পুরাণের প্রভাবে উপনয়নের মর্য্যাদা সমাজমধ্যে অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে? তান্ত্রিক দলের

পবিত্র ভৈরবীচক্রে সর্ব্ববর্ণাদ্বিজোত্তমাঃ। বৈষ্ণব বলেন—'চণ্ডালোঽপিদ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ। হরিভক্তি বিহিনস্তু দ্বিজোঽপিশ্বপচাধমঃ।' কালের বশে উপনয়নের গুরুত্ব চলিয়া গিয়াছে—তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণবেরা বলিলেও কিন্তু কোন ব্রাহ্মণকে উপনয়ন পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় নাই বা কোন হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালকেও উপবীত ধারণ করিতে দেখা যায় নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে উপনয়নের মর্য্যাদা অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য ভাস্করানন্দস্বামীর মত মহাপুরুষদিগকে উপনয়ন পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় কিন্তু তিনি শুধু উপনয়ন কেন অন্ন বস্ত্র সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত মহাপুরুষদের সহিত কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত আমাদের তুলনা হয় কি? তিনি ত অন্নবস্ত্রও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন আমরা তাহা পারিব কি? যদি ক্ষত্রিয় দ্বিজ হয় তাহা হইলে তাহাদের উপনয়নের আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে, সাধনার উচ্চস্তরারূঢ় মহাপুরুষগণ সময় সময় উপনয়ন পরিত্যাগ করিলেও উপনয়নের মর্য্যাদা হ্রাস হয় নাই ইহা বলা যাইতে পারে। কারণ মহাপুরুষেরা প্রায়ই সমাজ এবং সংসারের বাহিরে; কাজেই উপনয়নের মর্য্যাদা তাঁহাদের নিকট হ্রাস হইতে পারে কিন্তু সংসার ও সমাজবদ্ধ আমাদের নিকট উপনয়নের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই আছে। আবার সিংহ মহাশয় বলিতেছেন—"পবিত্র ব্রাহ্মণ সমাজের অনুগ্রহে কায়স্থগণ বিষ্ণু ও শক্তিমন্ত্রের অধিকারী। তাহারা সেই মন্ত্র জপ করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিতেছে। সাবিত্রী মন্ত্র জপ না করিয়া তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের কোনরূপ হানি বা অপচয় হয় নাই। উপনয়ন কেবল ব্রাহ্মণ সমাজের গৌরব বৃদ্ধি (ব্রাহ্মণেরা অনেকেই বোধ হয় ইহা স্বীকার করিবে না) ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর রক্ষার জন্য"—ইহাতেই স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি উপনয়নের পক্ষপাতী নহেন। ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহে কায়স্থেরা বিষ্ণু ও শক্তিমন্ত্রের অধিকারী এবং ঐ মন্ত্র জপ করিয়া তাহারা পবিত্র হইতেছে কাজেই উপনয়ন গ্রহণ ও সাবিত্রী মন্ত্র জপ না করিলেও কোন প্রত্যবায় নাই ইহাই তাঁহার অভিমত।

সাধন প্রণালী নানারকম। শাস্ত্রেও বহু দেব দেবীর বহু প্রকার মন্ত্র দৃষ্ট হয়। যে দেবতার যে মন্ত্রই হউক না কেন জপ করিলে জাপক পবিত্র হয় এবং নানাপ্রকার ফললাভ করিয়া থাকে ইহাই শাস্ত্রের মত। কাজেই কোন

মন্ত্রকে উৎকৃষ্ট কোন্ মন্ত্রকে অপকৃষ্ট বলিব ? আমাদের বিশ্বাস—বিশ্বাসের সহিত যে কোন মন্ত্র জপ করিলে জাপক পবিত্র হইয়া শাস্ত্রোক্ত ফললাভ করিতে পারিবে। সিংহ মহাশয় যে বলিতেছেন—সাবিত্রী মন্ত্র জপ না করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের কোনরূপ হানি বা অপচয় হয় নাই তাহা(আর্থিকভাবে)ঠিক সেইরূপভাবে ইহাও বলা যায় কায়স্থগণ অন্য কোন ক্রিয়াকাণ্ড না করিয়া কেবল মাত্র গঙ্গা বা হরিনাম জপ করিল ও ক্ষত্রিয়ত্বের কোনরূপ হানি হইত না ; কারণ শাস্ত্রে উক্ত দুইনামেরও যথেষ্ট মাহাত্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি গঙ্গানাম উচ্চারণ করিলেও লোকে পবিত্র হয়। কাজেই সাধন সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। যাহার যেমন অধিকার ও বিশ্বাস তদনুযায়ী সে সাধনভজন করিবে এবং তাহাতেই ফলপ্রাপ্ত হইবে। তথাপি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিবেন কারণ ইতরে শ্রেষ্ঠের অনুকরণ করিয়া থাকে। সিংহ মহাশয়ের ন্যায় বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি বলেন যে উপনয়ন ও সাবিত্রী মন্ত্রের কোন আবশ্যকতা নাই, কেবল মাত্র বিষ্ণু ও শক্তি মন্ত্র জপ করিলেই কাজ হইবে, তাহা হইলে আমরা অজ্ঞ লোক তাঁহার কথা শুনিয়া উপনয়ন ও সাবিত্রীমন্ত্র যে পরিত্যাগ করিব না তাহা কে বলিল ? কায়স্থ সভার সভাপতি হইয়া এরূপ কথা বলা তাঁহার একেবারেই সঙ্গত হয় নাই। কারণ ইহাতে উপবীতধারী কায়স্থদিগের উপবীত ও সাবিত্রী মন্ত্রের উপর আস্থা কমিয়া যাইবে এবং যাহারা এখনও অনুপবীত রহিয়াছে তাহারা চিরদিনই পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইবে। এতদিন উপনয়ন এবং সাবিত্রীমন্ত্র গ্রহণ না করায় যে কোন প্রত্যবায় হয় নাই, এ সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা অতি উত্তম ইহারপর অভিভাষণে তিনি যদি এইরূপ বলিতেন যে কায়স্থদের প্রাচীন আচারব্যবহার ব্রাহ্মণদের আচারব্যবহার হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, সমস্তই ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাপক সুতরাং দ্বিজোচিতচিহ্ন উপনয়ন এবং সাবিত্রীমন্ত্র তাহাদের গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলেই অভিভাষণটী অতি সুন্দর হইত এবং তিনি যে উপনয়নের পক্ষপাতী নহেন এ কথা কেহ বলিত না।

তারপর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকারবর্ম্মা মহাশয় শ্রাবণ সংখ্যা কায়স্থ পত্রিকায় "নিরুপবীত কায়স্থ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে প্রবন্ধ পাঠেও অনেক অনুপনীত কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণে পশ্চাদপদ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস

প্রতিভা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বাবু রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়কে শূদ্রাচারী বলায় সরকার মহাশয় এই প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় প্রতিভা সম্পাদক, কেবলমাত্র উপবীতাভাব বশতঃই মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়কে শূদ্রাচারী বলিয়াছেন (কারণ উপবীত হীনতা শূদ্রের লক্ষণ) নতুবা তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নিশ্চই জানেন যে কেবলমাত্র উপবীতাভাব ব্যতীত কায়স্থদের অন্য কোন আচার ব্যবহারই শূদ্রত্বজ্ঞাপক নহে। আর উক্ত রাজা বাহাদুরের মুখ চাহিয়া বহু কায়স্থ অপেক্ষা করিতেছে। আমরা অনেক ভদ্রলোককে বলিতে শুনিয়াছি যে সন্তোষের রাজা উপনয়ন লইলেই আমরা লইব। রাজা বাহাদুরের জন্য এত লোক অপেক্ষা করিতেছে অথচ তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উপনয়ন গ্রহণে পশ্চাদপদ রহিয়াছেন বলিয়াই বোধহয় প্রতিভা সম্পাদক খেদোক্তি করিয়াছেন। খেদ হইতেও পারে কারণ এমন কোন বাধাবিঘ্ন বা অন্য কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না যাহাতে রাজা বাহাদুর উপনয়ন লইতেছেন না। কাজেই এজন্য খেদোক্তি করায় আমরা প্রতিভা সম্পাদককে দোষী বলিতে পারি না কারণ দোষ গুণ উভয়ই সমালোচনা করা সম্পাদকের কর্ত্তব্য। প্রতিভা সম্পাদককে লক্ষ্য করিয়া সরকার মহাশয় বলিতেছেন যে:— "একটি টীকা গ্রহণ করিয়া পরিমার্জ্জিত কায়স্থাচারকে শূদ্রাচার বলিয়া নিন্দা করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য হয় নাই" আবার সেই পরিমার্জ্জিত কায়স্থাচারের দোষ উল্লেখ করিয়া তিনিই বলিতেছেন :— "যে পর্য্যন্ত কায়স্থের ব্যবহারিক জীবন তাঁহাদের আদি পুরুষগণের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীন না হয় ধর্ম্মাচরণ কর্ম্মাচরণে তাঁহাদের সংকোচ সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত না হয় সে পর্য্যন্ত কায়স্থের এক এক জনের গলে গাছটি করিয়া পৈতা থাকিলেও হাইকোর্ট তাহাদিগকে শূদ্র ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারেন না। অতএব কেবলমাত্র প্রতিভা সম্পাদক নহেন সরকার মহাশয়ও নিজেও স্বীকার করিতেছেন যে কায়স্থদের মধ্যে শূদ্রাচার কিছু কিছু আছে; অতএব প্রতিভা সম্পাদকের উপর অসন্তুষ্ট হওয়া তাঁহার উচিত নহে।

সরকার মহাশয় যে শূদ্রাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দূর হইবে কিসে? অধিকাংশ কায়স্থই নিজকে শূদ্র বলিয়া জানে। তাহার কারণ অনেকেই আদিপুরুষের বৃত্তান্ত অবগত নহে এবং আজ পর্য্যন্তও বহু ব্রাহ্মণ

কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সভাতেও কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া আলোচনা করা হয় অথচ শূদ্র যে কাহাকে বলে এবং মন্বাদি সংহিতা গুলিতে শূদ্রের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহাও অনেক কায়স্থ জানে না। ব্রাহ্মণদের মুখে শুনিয়া এবং উপনয়নের অভাব হেতু অনেকেরই আজ পর্য্যন্ত দৃঢ় ধারণা যে "আমরা শূদ্র"। এ ধারণা উল্টাইতে গেলে দ্বিজোচিত চিহ্ন উপনয়ন ধারণ করিয়া ধর্ম্মাচরণ কর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া ভিন্ন কি প্রকারে যে সম্ভব তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ধর্ম্মাচরণ কর্ম্মাচরণে সঙ্কোচই বা কি প্রকারে যাইবে? এ সঙ্কোচ যে জন্মের পর হইতেই আরম্ভ হয়। পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজন দিগকেও কিছু করিতে দেখে না বরং তাঁহাদের নিকটেই শুনে যে আমরা শূদ্র ওঙ্কার উচ্চারণে এবং পূজা হোমাদিতে আমাদের অধিকার নাই। সুতরাং বাল্যকালাবধি কায়স্থদের দৃঢ় ধারণা হইয়া গিয়াছে যে "আমরা শূদ্র"। এমনও কায়স্থ আছেন যে দেবতার সামনে একঘটী জল পর্য্যন্ত দিতে অস্বীকার করেন। বলেন যে "আমার জলে কি পূজা হইতে পারে ঠাকুর মহাশয় আনিয়া লউন"। ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহার প্রতিকারের উপায় কি? আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে ইহাই ধারণা হয় উপনয়ন ও সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে আদর্শ দেখাইতে হইবে যে আমরা শূদ্র নহি, এবং ধর্ম্মাচরণ কর্ম্মাচরণে আমাদের অধিকার আছে। যজ্ঞোপবীত সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণও ত অনেক আছে যাহারা সন্ধ্যা জানে না, গায়ত্রী পর্য্যন্ত জপ করে না তবু তাহারা যদি দ্বিজ ও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, তাহা হইলে ক্রিয়াকাণ্ডহীন, উপবীত সর্ব্বস্ব কায়স্থ ক্ষত্রিয় ও দ্বিজ বলিয়া পরিচিত হইবে না কেন? অবশ্য আমরা এরূপ বলিতেছি না যে কায়স্থ উপবীত সর্ব্বস্ব হইয়াই থাকুক। যাহাতে তাঁহারা ক্রিয়াবান হয় সেজন্য তীব্র আন্দোলন করা উচিত। কায়স্থ ক্রিয়াবান কিন্তু দুই এক বৎসরে হইবে না, কারণ এত দীর্ঘ দিনের সংস্কার দুই এক বৎসরে যাইতে পারে না। তাই বলি যতদিন কায়স্থ ক্রিয়াবান না হয় ততদিন উপনয়ন গ্রহণ করা উচিত নহে, এরূপ ব্যবস্থাও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মণ সন্তানেরা যতদিন উপনয়ন গ্রহণ না করে ততদিন শূদ্রবৎ থাকে তারপর যথা সময়ে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি শিখে এবং ক্রমে ক্রমে ক্রিয়াবান হয়। উপবীতাভাব বশতঃ যাহারা এক্ষণে শূদ্রবৎ আছে তাহারই সর্ব্বাগ্রে উপনয়ন গ্রহণ করতঃ শূদ্রাপবাদ

দূর করিয়া ক্রমে ক্রমে এইরূপে ক্রিয়াবান হইলে দোষ কি ? উপনয়ন গ্রহণই এত দীর্ঘদিনের শূদ্র সংস্কার দূর করিবার প্রধান উপায় বলিয়া আমরা মনে করি। প্রতিভা সম্পাদক উপনয়ন সম্বন্ধে যে একটু কড়াকড়ি করেন তাহা আমরা ভালই মনে করি নতুবা উপনয়নের প্রসার হইবে না। অবশ্য যাহাতে উপনয়নের মর্য্যাদা রক্ষা হয় এবং ধর্ম্মাচরণ কর্ম্মাচরণে কায়স্থের সংকোচ তিরোহিত হয় সেজন্য আন্দোলন এবং চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল উপনয়নের বিরুদ্ধে নানা কথা শুনিয়া আমরা ভীত হইতেছি। এতদিন আমরা জানিতাম যে পূর্ব্বে কায়স্থদের উপনয়ন ছিল, বৌদ্ধ বিপ্লবাদিতে পড়িয়া উপনয়ন পরিত্যাগ করায় এক্ষণে ব্রাত্য, সেইজন্য ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কায়স্থেরা উপনয়ন গ্রহণ করিতেছে। আমরাও তাহাই করিয়াছি। কিন্তু সরকার মহাশয় প্রবন্ধে বলিতেছেন যে "কায়স্থের কোনদিন উপনয়ন সংস্কার ছিল না ইহাই আমাদের বিশ্বাস"। বিশ্বাস না বলিয়া প্রমাণ দেখাইলে তিনি ভাল করিতেন। এক এক জনের মুখে এক এক কথা শুনিয়া আমরা কোন বিষয়েই দৃঢ়চিত্ত হইতে পারিতেছি না। কায়স্থ সভার সভাপতি এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যখন বলিতেছেন "কায়স্থের কোন দিনও উপনয়ন ছিল না সুতরাং ব্রাত্যও হয় নাই" 'উপবীত ধারণ করি বা না করি তাহাতে কিছু আসে যায় না" উপনয়নের মর্য্যাদা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি যে কায়স্থ উপনয়ন লয় কেন ? কায়স্থ সভা হইতে প্রচারক রাখিয়া উপনয়নের প্রচারই বা করা হয় কেন ? (ক)

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা, কাজলা।

(ক) শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র সেনবর্ম্মা মহাশয়ের "কায়স্থ উপনয়ন লয় কেন' শীর্ষক প্রবন্ধটি আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম। উহা সাময়িক, বিশেষতঃ গতবর্ষে কলিকাতার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতি রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহবর্ম্মা মহাশয়ের অভিভাষণের কোন কোন স্থানে যে সকল উক্তি লিখিত হইয়াছে তাহাতে কায়স্থ সমাজের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সিংহ মহাশয়ের উক্তি সকল সামঞ্জস্য করা যায় না। অভিভাষণটী পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তিনি আমাদিগের উপনয়ন অর্থাৎ দ্বিজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ বিরোধী। অথচ ক্ষত্রিয় হইবার জন্য

সবিতা ও সাবিত্রী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি প্রতিভা ১৩২৩ ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা ৪৮৬ পৃষ্ঠা হইতে)

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে:—"য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরঃ।" অর্থাৎ যিনি সূর্য্যমণ্ডলে থাকিয়াও সূর্য্য হইতে পৃথক। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় বিদ্বেষ উত্তেজক বাক্যেরও অভিভাষণে অভাব নাই। এই উভয় ব্যাপারের সামঞ্জস্য স্বয়ং বৃহস্পতিও করিতে পারেন না। সভাপতির আসন হইতে তিনি এই সকল উক্তি কেন করিলেন ইহার একটী কৈফিয়ৎ তাঁহার দেওয়া কর্ত্তব্য।

কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি তাঁহারা কেন শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয়কে সভাপতির আসনে অভিষিক্ত করিলেন? তিনি বড় লোক হইতে পারেন কিন্তু বিগত পঞ্চদশ বর্ষের মধ্যে কায়স্থ সমাজের কল্যাণার্থে তিনি কিছুমাত্র কার্য্য করেন নাই।

আমরা অনেক দিন হইতে জানি উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজ যজ্ঞোপবীতের বিষম পরিপন্থী। কায়স্থ সভার কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা এবং প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই তত্ত্ব জানিয়াও সিংহ মহাশয়কে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইবার সুযোগ কেন দিয়াছিলেন? সিংহ মহাশয়ের উপনয়ন বিদ্বেষপূর্ণ এই অভিভাষণটি কায়স্থ সমাজের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া সমগ্র বঙ্গীয় সমাজে বিতরিত হইতেছে। একদিকে ব্রাহ্মণের বিদ্বেষ, অপর দিকে প্রাচীন কায়স্থ-দলের প্রতিবন্ধকতা খণ্ডন করিতে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও সুদৃঢ় প্রচারকের গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছে। তাহার উপর কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির এইরূপ অশাস্ত্রীয় ও অন্যায় উক্তি সকল প্রচার কার্য্যের কতদূর বিঘ্ন ঘটাইতেছে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

যে যে স্থানে সভাপতি মহাশয় যজ্ঞোপবীতের বিরুদ্ধে উক্তি করিয়াছেন তাহার তীব্র মন্তব্য ও প্রতিবাদ প্রতিভার বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়জাতির সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন বেদধ্যায়ন এবং যজ্ঞকর্ম্ম যে পর্য্যন্ত কায়স্থগণ নিজে না করিতে পারিবেন সে পর্য্যন্ত আমরা মহামহিমান্বিত বরণীয় ক্ষত্রিয়নামের উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারিব না। ইহাই আমাদিগের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের কায়স্থধর্ম্ম। সম্পাদক।

আর্য্য ঋষিগণ সূর্য্যোপাসক ছিলেন না। পরম ভাগবত জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ নামক টীকায় যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য, যথা—গায়ত্র্যোর্থেন সূর্য্যঃ স্তুতশ্চ, পরমাত্মদৃষ্ট্যৈব ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ ইতি অদোষঃ। যথা ভাগবতে সনক বাক্যং—ব্রহ্মিনঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনো হরেরিতি। নচাস্ত ভর্গস্য সূর্য্যমণ্ডল মাত্রাধিষ্ঠানত্বং, মন্ত্রে বরেণ্য শব্দেন, অত্রচ গ্রন্থে পরশব্দেন পারমৈশ্বর্য্য পর্য্যন্ততাদর্শিতত্বাৎ ; তদেবাগ্নি পুরাণেপ্যুক্তম্ ধ্যানেন পুরুষোয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যং সূর্য্যমণ্ডলে। সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।

অর্থাৎ এই ভর্গ কেবল যে সূর্য্যমণ্ডলেই অবস্থান করেন এরূপ নহে, গায়ত্রীতে বরেণ্যং এবং ভাগবতের প্রথম শ্লোকে পরংশব্দ দ্বারা ইহার পারমৈশ্বর্য্যতা পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্যস্বরূপ শিবস্বরূপ বিষ্ণুর সেই পরম পদ সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যান দ্বারা দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণব পুঙ্গব জীব গোস্বামী তদীয় তত্ত্বসন্দর্ভ নামক গ্রন্থে যে অগ্নি পুরাণীয় গায়ত্রীর ব্যাখ্যা উদ্ধৃতকরিয়াছেন তাহা এই—

নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমেকং সত্যং ভর্গমধীশ্বরং।
অহং ব্রহ্মপরং জ্যোতির্ধ্যায়েমহি বিমুক্তয়ে॥
তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগদাদি কারণম্।
শিবং কেচিৎ পঠন্তিস্ম শাক্তরূপং পঠন্তি চ॥
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দেবতান্যগ্নিহোত্রিণঃ।
অগ্ন্যাদিরূপো বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্মগীয়তে।
তৎপদং পরমং বিষ্ণোর্দেবস্য সবিতুঃ স্মৃতং॥

অর্থাৎ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ একমাত্র জ্যোতিঃ স্বরূপ পরব্রহ্মকে মুক্তির নিমিত্ত ধ্যান করি। জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ স্বরূপ সেই ব্যাপনশীল পরম জ্যোতিঃকে কেহ শিব কেহ শক্তি কেহ সবিতা কেহ কেহবা অগ্নি নামে নির্দ্দেশ করেন। বেদাদিতে তিনি ব্রহ্মনামে গৃহিত হইয়া থাকেন। (ক)

(ক) এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্॥
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্॥ ১২৩
মনু ১২শ অঃ।

স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ধৃত যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কৃত গায়ত্রী ব্যাখ্যাও এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে যথা—

দেবস্য সবিতুর্বর্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং।
ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥
চিন্তয়াম বয়ং ভর্গং ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥

অর্থাৎ—সবিতাদেবের ভর্গস্বরূপ অন্তর্যামী বরণীয় ব্রহ্মকে জন্ম ও মৃত্যু বিনাশার্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যরূপে চিন্তা করি। যে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করেন।

(ক্রমশঃ) (খ)

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ কাব্যরত্ন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত আছে :—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥৬৫

অর্থাৎ—সেই পরমপুরুষকে কেহ অগ্নি বলেন, কেহ প্রজাপতি মনু বলিয়া উপাসনা করেন কেহবা ইন্দ্র (ইন্দ্রিয়) রূপে কেহবা প্রাণরূপে কেহবা সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন। যজুর্ব্বেদ ৩২।১

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেবশুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥　　লেখক।

(খ) শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত গায়ত্রীর অর্থ শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয় আর বেশী কিছু লিখিবার নাই। গায়ত্রী সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় আগামীবারে সমাপ্ত হইবে।

লেখক।

অর্থাৎ শূদ্রকর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হন ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণের বিষয় ও ঐ প্রকার জানিবে। তদনুসারে আমরা দেখিতে পাই পুরাকালে ভার্গা বংশোদ্ভূত অঙ্গিরসের পুত্রগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বিশ্বামিত্র, অষ্টিসেন, বীতহব্য, সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়াও নিজ নিজ গুণ কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণপদ লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র মিত্রয় ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন এবং তাহার পুত্র মৈত্রায়ণ হইতে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। আমাদের বোধ হয় বর্ত্তমান বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ মৈত্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ সকল এইবংশ হইতে সমুৎপন্ন। নাভাগ ও অ পুত্র দুইজনে বৈশ্য সন্তান হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বসিষ্ঠ তনয়গণ নিজকর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

২। তাড়াসে ঝুলনযাত্রা।—বিগত ১৩ই শ্রাবণ হইতে দিবসত্রয় অ কোন স্থানে পঞ্চদিন শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হিন্দোলোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই মহোৎস বঙ্গদেশে বড় দেখা যায় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঢাকী মহাশয় পা জিলান্তর্গত পাটধারী কাছারী হইতে স্বর্গীয় রায় বেনওয়ারী লাল রায় মহা সংস্থাপিত তাড়াসে ঝুলন যাত্রার একটী বিবরণ পাঠাইয়াছেন। ঝুলনয অথবা হিন্দোলোৎসব রাজস্থানের রাজপুতগণের একটী প্রধান উৎসব। তা পুত্র স্বর্গীয় রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হই সর্ব্বত্যাগী ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে রাধাবিনোদ দেবের ভোগান্তে অতিথি অ গতগণকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া যৎসামান্য প্রসাদ গ্রহণ করতঃ দীনের দিন কাটাইতেন। তাঁহার পিতার এবং তাঁহার নিজের সর্ব্বজ হিতের জন্য অনেক কীর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই। সিরাজগঞ্জ বি, এল বেনওয়ারীলাল হাইস্কুল, এবং পাবনা কলেজ রাজর্ষি মহোদয়ের অর্থে শ্রেণী নির্ব্বিশেষে শিক্ষার জন্য পরিচালিত হইতেছে। রাজর্ষি মহোদ অর্থে পরিচালিত কালী মন্দিরাদি স্থান হইতে পশুহত্যার স্থলে মিষ্টান্ন দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ফলতঃ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পূজাদিতে ভাবে পশুহত্যা করা নিতান্ত অবৈধ ও অশাস্ত্রীয়। ১৩ই হইতে ১৭ই পূর্ণিমা তাড়াসে মহাসমারোহের সহিত-ঝুলনযাত্রা সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দি

দিবস রাজর্ষি মহোদয়ের ব্যয়ে বহুলোকের আহারের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ঢাকী মহাশয় বলিতেছেন যে এতাধিক ব্যয়সাধ্য মহোৎসবের মধ্যে কায়স্থ জমিদারের বাটীতে আহারসম্বন্ধে কায়স্থগণ বিশেষ লাঞ্ছনাপ্রাপ্ত হন ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ব্রাহ্মণগণের জন্য যে প্রকার সুবন্দোবস্ত আছে, কায়স্থগণের জন্য সে প্রকার বন্দোবস্ত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা আশা করি কায়স্থ রাজর্ষি মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় কুমার ক্ষিতীশভূষণ ও রাধিকাভূষণ বাহাদুর এই মহোৎবে কায়স্থদিগের জন্য একটী সুবন্দোবস্ত করিবেন।

৩। বিবাহ বিভ্রাট।——বিগত আষাঢ় সংখ্যা আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার বিবিধ প্রসঙ্গে ১৪০ পৃষ্ঠায় ফরিদপুর জিলান্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার হাতিয়াড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মার সহিত বড় বনগ্রামের ৺আনন্দচন্দ্র বসুর সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যার শুভ বিবাহের সম্বন্ধে যে একটি বিভ্রাট ঘটনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহার একটী প্রতিবাদ উক্ত বসু মহাশয়ের বিধবা পত্নী শ্রীযুক্তা কালীতারা বসু মহাশয়ার নিকট হইতে আমরা প্রাপ্ত হইলাম। তাহার সুদীর্ঘ পত্রের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি বলিতেছেন আমার পুত্র সন্তান নাই ৪টী কন্যা মাত্র। তাহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ বিগত বৈশাখমাসে উক্ত বড়বনগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ রায় মহাশয় উক্ত শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মার সহিত উপস্থিত করেন এবং শ্রীমান্ উপেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আমার বাটীতে আসেন। উপেন্দ্র বলিল আগামী ২৭শে জ্যেষ্ঠ বিবাহের দিন আছে এ দিনে বিবাহ হইবে। আমি আপনার সংসারে থাকিব আমাকে ৫০০৲ অধ্যয়ন ব্যয় দিবেন। আমি বলিলাম আমার বড় জামাতা শ্রীমান্ হরকুমার ঘোষ আমার সংসারে কর্ত্তৃত্ব করেন। তাহার মত লইয়া করিব। উপেন্দ্র তখন চলিয়া যায়। ২।৩ দিন পরে উপেন আসিয়া আমাকে বলে যে ২৭শে বিবাহ না হইলে এ বিবাহ আর হইবে না অন্যত্র ভাল সম্বন্ধ আছে। আমি তখনও বলিয়াছিলাম যে আমি পতিপুত্রহীনা কায়স্থ মহিলা বড় জামাতার অভিমত ভিন্ন কোন কার্য্য করিতে পারিব না। তখন (২৪শে জ্যৈষ্ঠ) উপেন্দ্র ২টী ফর্দ্দ নিজে লিখিয়া একখানীতে আমার অঙ্গুলি চিহ্ন গ্রহণ করে আমি লেখা পড়া জানি না। উপেন বলে :—মা আমাকে ৫০০৲ টাকা

অর্থাৎ শূদ্রকর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণের বিষয় ও ঐ প্রকার জানিবে। তদনুসারে আমরা দেখিতে পাই পুরাকালে ভার্গ। বংশেস্তু। অঙ্গিরসের পুত্রগা স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র, অষ্টিসেন, বীতহব্য, সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়াও নিজ নিজ গুণ কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণপদ লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র রাজা মিত্রয় ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন এবং তাহার পুত্র মৈত্রায়ণ হইতে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। আমাদের বোধ হয় বর্ত্তমান বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত মৈত্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ সকল এইবংশ হইতে সমুৎপন্ন। নাভাগ ও অংহুষ্ট পুত্র দুইজনে বৈশ্য সন্তান হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বসিষ্ঠ তনয়গণ নিজকর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

২। তাড়াসে ঝুলনযাত্রা।—বিগত ১৩ই শ্রাবণ হইতে দিবসত্রয় অথবা কোন স্থানে পঞ্চদিন শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হিন্দোলোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই মহোৎসবটী বঙ্গদেশে বড় দেখা যায় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চাকী মহাশয় পাবনা জিলান্তর্গত পাটধারী কাছারী হইতে স্বর্গীয় রায় বেনওয়ারী লাল রায় মহাশয়ের সংস্থাপিত তাড়াসে ঝুলন যাত্রার একটী বিবরণ পাঠাইয়াছেন। ঝুলনযাত্রা অথবা হিন্দোলোৎসব রাজস্থানের রাজপুতগণের একটী প্রধান উৎসব। তাহার পুত্র স্বর্গীয় রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও সর্ব্বত্যাগী ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে রাধাবিনোদ দেবের ভোগান্তে অতিথি অভ্যাগতগণকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া যৎসামান্ত প্রসাদ গ্রহণ করতঃ দীনের ন্যায় দিন কাটাইতেন। তাঁহার পিতার এবং তাঁহার নিজের সর্ব্বলোক হিতের জন্ত অনেক কীর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই। সিরাজগঞ্জ বি, এল স্কুল বেনওয়ারীলাল হাইস্কুল, এবং পাবনা কলেজ রাজর্ষি মহোদয়ের অর্থে জাতি শ্রেণী নির্ব্বিশেষে শিক্ষার জন্য পরিচালিত হইতেছে। রাজর্ষি মহোদয়ের অর্থে পরিচালিত কালী মন্দিরাদি স্থান হইতে পশুহত্যার স্থলে মিষ্টান্নভোগ দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ফলতঃ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পূজাদিতে নিষ্ঠুর ভাবে পশুহত্যা করা নিতান্ত অবৈধ ও অশাস্ত্রীয়। ১৩ই হইতে ১৭ই শ্রাবণ পূর্ণিমা তাড়াসে মহাসমারোহের সহিত-ঝুলনযাত্রা সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ কয়েক

দিবস রাজর্ষি মহোদয়ের ব্যয়ে বহুলোকের আহারের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। চাকী মহাশয় বলিতেছেন যে এতাধিক ব্যয়সাধ্য মহোৎসবের মধ্যে কায়স্থ জমিদারের বাটীতে আহারসম্বন্ধে কায়স্থগণ বিশেষ লাঞ্ছনাপ্রাপ্ত হন ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ব্রাহ্মণগণের জন্য যে প্রকার সুবন্দোবস্ত আছে, কায়স্থগণের জন্য সে প্রকার বন্দোবস্ত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা আশা করি কায়স্থ রাজর্ষি মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় কুমার ক্ষিতীশভূষণ ও রাধিকাভূষণ বাহাদুর এই মহোৎবে কায়স্থদিগের জন্য একটী সুবন্দোবস্ত করিবেন।

৩। বিবাহ বিভ্রাট।——বিগত আষাঢ় সংখ্যা আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার বিবিধ প্রসঙ্গে ১৪০ পৃষ্ঠায় ফরিদপুর জিলান্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার হাতিয়াড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মার সহিত বড় বনগ্রামের ৺আনন্দচন্দ্র বসুর সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যার শুভ বিবাহের সম্বন্ধে যে একটি বিভ্রাট ঘটনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহার একটী প্রতিবাদ উক্ত বসু মহাশয়ের বিধবা পত্নী শ্রীযুক্তা কালীতারা বসু মহাশয়ার নিকট হইতে আমরা প্রাপ্ত হইলাম। তাহার সুদীর্ঘ পত্রের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি বলিতেছেন আমার পুত্র সন্তান নাই ৪টী কন্যা মাত্র। তাহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ বিগত বৈশাখমাসে উক্ত বড়বনগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ রায় মহাশয় উক্ত শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মার সহিত উপস্থিত করেন এবং শ্রীমান্ উপেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আমার বাটীতে আসেন। উপেন্দ্র বলিল আগামী ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন আছে এ দিনে বিবাহ হইবে। আমি আপনার সংসারে থাকিব আমাকে ৫০০৲ অধ্যয়ন ব্যয় দিবেন। আমি বলিলাম আমার বড় জামাতা শ্রীমান্ হরকুমার ঘোষ আমার সংসারে কর্ত্তৃত্ব করেন। তাহার মত লইয়া করিব। উপেন্দ্র তখন চলিয়া যায়। ২।৩ দিন পরে উপেন আসিয়া আমাকে বলে যে ২৭শে বিবাহ না হইলে এ বিবাহ আর হইবে না অন্যত্র ভাল সম্বন্ধ আছে। আমি তখনও বলিয়াছিলাম যে আমি পতিপুত্রহীনা কায়স্থ মহিলা বড় জামাতার অভিমত ভিন্ন কোন কার্য্য করিতে পারিব না। তখন (২৫শে জ্যৈষ্ঠ) উপেন্দ্র ২টী ফর্দ্দ নিজে লিখিয়া একখানীতে আমার অঙ্গুলি চিহ্ন গ্রহণ করে আমি লেখা পড়া জানি না। উপেন বলে :—মা আমাকে ৫০০৲ টাকা

মধ্যে অদ্য ১০০৲ টাকা দেন আমি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিব তদনুসারে আমি ১০০৲ টাকা দেই। তাহার ৬০৲ টাকা উপেন লয় এবং ৪০৲ টাকা উক্ত শ্রীযুক্ত উমাচরণ রাহা মহাশয় গ্রহণ করেন। তখন ১৫ই আষাঢ় বিবাহের দিন হয়। উপেন্দ্র ঐ তারিখে কার্য্য করিতে বাধ্য হন ইহার পর ১৩ই আষাঢ় শ্রীমান হরকুমার ঘোষ আসিয়া আমাকে বলিলেন যখন ১০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং বিবাহের জন্য ৩০০৲ টাকার জিনিষপত্র খরিদ করা হইয়াছে তখন এই বিবাহই হওয়া উচিত। ২৩শে আষাঢ় বিবাহের দিন ধার্য্য করা হয় এবং পরিবর্ত্তিত তারিখ উপেনকে জানান হয়। শ্রীযুক্ত উমাচরণ রাহা মহাশয় গেলেই উপেন্দ্র আসিবে এইরূপ কথা ছিল, এ জন্য উক্ত রাহা মহাশয় পাত্র আনিতে গিয়াছিলেন। ২৩শে আষাঢ় রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত শুভলগ্ন ছিল, কিন্তু বর আসিলেন না। বিবাহের সভায় উক্ত রাত্রিতে সমস্ত প্রস্তুত ছিল। পুরোহিত এবং আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত রাত্রিটি আমি শ্রীমান্ উপেন্দ্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ লগ্ন অতীত হইল। ২৪শে আষাঢ় প্রাতঃকালে উপেন্দ্র নৌকাযোগে ঘাটে আসিল বিধবার ৫০০। ৬০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে কি ভয়ানক বিপদ উপস্থিত আপনি বুঝিতে পারেন। কেহ কেহ বলিলেন অদ্য গোধূলীতে বিবাহ হইতে পারে কিন্তু আমি বলিলাম কোন মতেই অদিনে মেয়ে বিবাহ দিব না এইরূপে এই বিবাহের পরিসমাপ্তি হইল, বিবাহবিভ্রাট প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক মহাশয় কতকগুলি মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন। যথা (১) শ্রীমান উপেন্দ্রের অধিবাস, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, চূড়াকরণ কিছুই হয় নাই। (২) শ্রীমান্ উপেন্দ্রের সহিত বিবাহ হইলে তাহার সহিত শ্রীমান হরকুমার ঘোষ আটিয়া উঠিবেন না ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। (৩) উক্ত পাঠক মহাশয় এবং উপেন্দ্র কোন বিবাহ সভায় আমার বাটীতে উপস্থিত হন নাই। ২৪শে আষাঢ় প্রাতঃকালে তাহারা সকলে নদীর ঘাটে ছিলেন।

এই বিষয় আমাদিগের কি মন্তব্য হইতে পারে উভয় পক্ষের উক্তি আলোচনা করিয়া পাঠকগণ মীমাংসা করিবেন। নিষ্ঠুর সমাজের দুর্ব্বিসহ তাড়নায় এবং কঠিন পণপ্রথার ভীষণ নিস্পেষণে আমাদিগের হৃদয় সর্ব্বদাই কন্যাদায়গ্রস্তা বিধবা কায়স্থ মহিলার প্রতি সমবেদনায় আকৃষ্ট হয়।

৪। কায়স্থোপনয়ন। ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :— বিগত ২৪শে শ্রাবণ পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার উদ্যোগে মালখানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু ঠাকুর মহাশয়ের ঢাকাস্থ বাটীতে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া উক্ত বসু ঠাকুর মহাশয় ও পারযোয়ার ব্রাহ্মণকিত্তা নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র লাল গুহ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। ঢাকার বহু কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ উপনয়ন কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন।

৫। কায়স্থোপনয়ন। যশোহর কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি, এল, মহাশয় লিখিতেছেন :— উক্ত জেলার অন্তর্গত খালকুলা গ্রামে রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের বাটীতে গত ২২শে শ্রাবণ বুধবার একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত একাদশজন কায়স্থ সন্তান ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীতী হইয়াছেন, ১, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু ২, সতীশচন্দ্র বসু ৩, খুদীরাম বসু ৪, সুরেন্দ্রনাথ বসু ৫, হরিপদ বসু ৬, কালীপদ ঘোষ ৭, হরেন্দ্রনাথ সরকার ৮, ভুষ্টলাল দত্ত ৯, ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত ১০, প্রমথ-নাথ দত্ত ১১, মন্মথনাথ দত্ত। সৈলকুপা নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য ছিলেন। এবং খালকুলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল দত্ত বর্ম্মা মহাশয় উক্ত কার্য্যে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, তজ্জন্য তিনি কায়স্থ সমাজের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

৬। পাশ্চাত্য যুদ্ধের ফল পাঠকগণ সংবাদ পত্রে অবগত হইতেছেন। জার্ম্মণ জাতি ক্রমশঃ পরাজিত হইয়া হীনবল হইতেছেন। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ জাতি ১০২২১৮ জার্ম্মণ সৈনিককে কয়েদ করিয়াছে। এবং ভারতবর্ষীয় ও ইংরাজ সৈন্যগণের মধ্যে ৪৩০০০ জন সৈনিক জার্ম্মণগণ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

৭। বঙ্গেশ্বরের নবদ্বীপ পরিদর্শন। বিগত ১৫ই ভাদ্র বুধবার অপরাহ্ণে আমাদিগের প্রিয়তম শাসন কর্ত্তা লর্ড রোনাল্ডসে মহোদয় নবদ্বীপ (নয়টী দ্বীপের উপর সংস্থাপিত) নগর পরিদর্শন করেন। বঙ্গের কত শত গৌরব পূর্ণ স্মৃতির সহিত এই প্রাচীন শাস্ত্র স্থান বিজড়িত তাহা কে বলিতে পারে। এই স্থানে বঙ্গের শেষ কায়স্থ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। অতি প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ ভবানীর মন্দির দেখিতে দেশদেশান্তর হইতে লোক এখানে আসিত।

স্মৃতি এবং ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য এই স্থান প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই স্থানে বাসুদেব তর্কপঞ্চানন মিথিলা হইতে সমগ্র ন্যায় শাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি এই স্থানে মিথিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে শাস্ত্রে পরাজিত করেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কলিপাবন ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের জন্মস্থান বলিয়া নবদ্বীপ সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। নবদ্বীপের মহারাজা বাহাদুর পণ্ডিতগণ পরিবেষ্টিত হইয়া জাহ্নবী তীরে বঙ্গেশ্বরকে অভ্যর্থনা করেন। নবদ্বীপের বিবুধ জননীর পুস্তকাগারে স্থানীয় মিউনিসিপালিটী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঐহিক উন্নতি জন্য অভিনন্দন পত্র পঠিত হয়। তদনন্তর সুমধুর স্বরে পণ্ডিত প্রবর শিবনারায়ণ শিরোমণি মহোদয় সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দন পাঠ করিয়া তাঁহাকে নীতি বিশারদ উপাধি প্রদান করেন। বঙ্গেশ্বর মহোদয় যথোপযুক্ত সদুত্তর প্রদান করিলে তিনি মহারাজা বাহাদুরের সহিত নবদ্বীপের ৪টী প্রধান চতুষ্পাঠী পরিদর্শন করেন। মহামহোপাধ্যায় কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহোদয়ের টোলে উপস্থিত হইলে তিনি সংস্কৃত ভাষায় একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠী পরিদর্শন কালে তিনি ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর হস্তলিপি বঙ্গেশ্বরকে প্রদর্শন করেন। এই চণ্ডীখানি ভগবান চৈতন্য দেবের পিতা জগন্নাথ পণ্ডিত মহাশয়ের স্বহস্তের লিখিত ছিল। তিনি একখানি সুন্দর বল্কল বঙ্গেশ্বরকে দেখান। বস্ত্র বপন আবিষ্কারের পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্য ঋষি এবং ঋষি পত্নিগণ যে বল্কল পরিধান করিতেন ইহা তাহারই ন্যায় একখণ্ড। চৈতন্য চতুষ্পাঠী পরিদর্শন কালে কুমার রাধিকাভূষণ রায় উপস্থিত ছিলেন। এইরূপে বঙ্গেশ্বরের পরিদর্শন শেষ হইয়াছিল।

৮। পাশ্চাত্য যুদ্ধে লোক ক্ষয়। আমাদের বোধ হয় গীতায় লিখিত মহাকাল এই বিষম সর্ব্বানর্থকারী যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন ঃ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো।
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ॥ অঃ ১১শ ৩২ শ্লোক।

অর্থাৎ আমি লোক ক্ষয়কর অনন্ত কাল। এইক্ষণে লোক সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গত মে, জুন, জুলাই এই তিন মাসের মধ্যে এই মহাযুদ্ধে জার্ম্মণগণের

পশ্চিম এবং পূর্ব্ব প্রান্তে ৫ লক্ষ এবং ২ লক্ষ মোট ৭ লক্ষ সৈনিক পুরুষগণ নিহত হইয়াছে, এবং অষ্ট্রিয়ার উভয় প্রান্তে ৩ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে।]

৯। ইতিমধ্যে রোম নগরী হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান গুরু পোপ মহাত্মা এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ নিবারণার্থে যোদ্ধাদিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে মিত্রপক্ষগণ বিশেষতঃ আমেরিকা হইতে প্রেসিডেন্ট উইলসন মহোদয় একবাক্যে বলিতেছেন যে এই প্রকার প্রস্তাবে ভবিষ্যতের জগতব্যাপী শান্তির কোন আশা করা যায় না। বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবসান হইলেও দুর্দ্ধর্ষ হুন জাতিকে চিরশান্তি প্রয়াসী মিত্র পক্ষগণ কোন প্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। বিশেষতঃ জার্ম্মণী এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাটদ্বয় সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত না করিলে এই যুদ্ধের অবসান নাই। যে যে বিষয় সন্ধি সংস্থাপিত হইবে তাহাও মিত্রপক্ষগণ দেখাইয়া দিয়াছেন।

১০। পাঠকগণ অবগত আছেন যে বড়লাট সভার অন্যতম সদস্য মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইংলণ্ডের সেক্রেটারী অব ষ্টেটের সভার একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। বিগত ২৯শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া গত ৩১শে আগষ্ট বোম্বাই উপস্থিত হইয়াছেন, তথা হইতে তিনি অর্ণবযানে বিলাত যাত্রা করিবেন। তিনি কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ের প্রধান প্রধান রাজনৈতিকগণকে পরামর্শ দিয়াছেন যে স্বায়ত্বশাসন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক উন্নতিকল্পে কর্তৃপক্ষগণের সহিত মেশামিশি ভাবে কার্য্য করাই বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বিধাতা পুরুষ মিঃ মেণ্টেগু স্বয়ং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পরিদর্শন জন্য এখানে শীঘ্র আসিতেছেন। সকল বিষয় তাঁহার উপর নির্ভর করাই আমাদের কর্ত্তব্য। বসু মহোদয়ের দীর্ঘ জীবন এবং নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডনে উপস্থিত ভগবানের সমীপে প্রার্থনা করিতেছি।

১১। ঘৃতে ভেজাল।—ঘৃত ভারতীয়গণের একটী বলকারী আহার্য্য ও ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রধান উপাদান। দুর্জ্জনেরা ঘৃতে ভেজাল দিয়া লোকের স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে। এই ভেজাল নিবারণার্থে রাজপুতনা হইতে মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের নেতৃগণ গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতায় একটী পঞ্চায়েৎ বসিয়েছে; যে সকল ঘৃত ব্যবসায়ীগণ ঘৃতে ভেজাল দিতেছে, তাহাদিগের অপরাধ সম্বন্ধে

বিচার হইতেছে। ঘৃত বিশ্লেষণ, খাতা পত্র পরীক্ষা এবং সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হইতেছে। অতি সাবধানে বিচক্ষণতার সহিত পঞ্চাইত বিচার করিতেছেন। দুইটী দোকানের বিচার হইয়া গিয়াছে। প্রথমটীর অংশীদারদিগের অবস্থানুসারে ৫০০৲ হইতে ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জরিবানা এবং ৩ মাসের জন্ত সমাজচ্যুতি এবং দ্বিতীয় মোকদ্দমায় অংশীদারগণকে অবস্থানুসারে ১০০০৲ হইতে ২৫০০৲ টাকা জরিবানা এবং ৩ মাসের জন্ত সমাজচ্যুতির আদেশ হইয়াছে। অপরদিকে প্রধান প্রধান বাঙ্গালী এবং মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বঙ্গের শাসনকর্ত্তার নিকট ঘৃতের ভেজাল নিবারণার্থে বিশেষ একটী আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন যে সত্বর একটি আইন বিধিবদ্ধ করা হইবে।

১২। ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতির শ্রাবণ ভাদ্রমাসের চাঁদা আদায়ের হিসাব :—

	(গত আষাঢ় সংখ্যা ১৬৩ পৃষ্ঠা হইতে)	২৮৵
১।	শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু সাং দোলকুণ্ডী	১৲
২।	শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস সাং শিরুয়াইল	।০
৩।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাষ সাং ঐ	।০
৪।	শ্রীযুক্ত নিরারণচন্দ্র গুহ সাং হোসেনপুর	১৲
৫।	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু বি এল সাং ইসিবপুর	১৲
৬।	শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ঘোষ সাং হবিগঞ্জ	১৲
৭।	শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দত্ত এণ্ড কোং ১৬নং মাণিকবসুর ষ্ট্রীট	৫৲
	মোট	৩৮॥৵০

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

১৩। কৃষিপ্রসঙ্গ।—বঙ্গদেশে বর্ত্তমান বর্ষে পাট গত বর্ষ অপেক্ষা ২৩৭৪২ একর (১ একর=৩ বিঘা অর্দ্ধ কাঠা) কম জমিতে পাট বোনা হইয়াছে। ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা ও যশোহর এই চারিটী জিলাতে পাটের চাষ কম হইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ বীজের অভাব এবং পাটের মূল্য অত্যন্ত কম।

১৪। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু যিনি বাঙ্গালী পল্টনে সুবেদার

বসু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় সৈন্যবিভাগে কমিশন শ্রেণী মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি সত্বর লেফ্টেনাণ্ট বসু উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।

১৫। অদ্ভুত কায়স্থ সভা।—বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় কায়স্থ পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে রাজসাহী কায়স্থ সমিতির বিবরণ লিখিত আছে উক্ত সভায় স্থানীয় সবজজ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলেও বর্ত্তমানে যখন ব্রাহ্মণগণ পৈতা পরিত্যাগ করিতেছেন তখন আমাদের উপবীত গ্রহণের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।" বসু মহাশয়ের কায়স্থ সমাজের অজ্ঞতাই এই প্রকার অসার উক্তির মূল কারণ। বঙ্গদেশে প্রায় পঞ্চদশ লক্ষ ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন, ইঁহারা প্রায়ই শ্রোত্রীয়। বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি এই সুবিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যে কোন্ ব্রাহ্মণ পৈতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার নাম ধাম তিনি বলিতে পারেন? আমরা উক্ত সভার উপস্থিত থাকিলে তাহার উক্ত অসত্য কথার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিতাম। আমরা বলিতে পারি একজন ব্রাহ্মণেও পৈতা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি আরও বলিতেছেন—"নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ পৈতা গ্রহণ করিতেছেন।" আমরা জানি ১০।১২ বৎসর হইল মুষ্টিমেয় যোগী সমাজে (সমগ্র বঙ্গে ১০ হাজারের বেশী হইবে না) কয়েক জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপবীতী হইয়াছেন। তাহারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে যোগীজাতি বৈশ্য বর্ণান্তর্গত। বসু মহাশয় কি জানেন না যে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ মন্বাদি স্মৃতি দ্বারা অনুশাসিত। মনু বলিয়াছেন :—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ত্রিবিধ বর্ণ দ্বিজাতি এবং শূদ্র একজাতি সুতরাং যিনি দ্বিজ তাহার উপনয়ন লইতেই হইবে। কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয় হয় তবে উপনয়ন গ্রহণ করিতেই হইবে। আর যদি শূদ্র হয় তবে পৈতার কোন আবশ্যক নাই। আমরা আশা করি সবজজ মহাশয় এই ইস্যুটার বিচার করিবেন। তিনি নিজে কোন্ বর্ণান্তর্গত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় কি শূদ্র ইহার একটি উত্তর দিতে হইবে। তিনি কি দশরথ বসুর বংশধর? আদিশূরের যজ্ঞে দশরথ বসুর পরিচয়ে লিখিত আছে :—

"সচ চৈত্রকুলাম্বুজঃ সূর্য্যসমোঃ গৌতম গোত্রজঃ"

চেদী বংশ সম্ভূত বলিয়া দশরথ বসুর বংশকে চৈদ্য বসু বলে। এই চৈদ্য বসুর মূল বিবরণটি বসু মহাশয় কি জানেন? মহাভারতের বঙ্গানুবাদ (বর্দ্ধমান সংস্করণ) আদি পর্ব্বে ৬৩ অধ্যায় পাঠ করিলে এই চৈদ্য বসু অথবা উপরিচর বসুর বিবরণ তিনি পাইবেন। উক্ত উপরিচর বসুর অাদ্রিকা নাম্নী পত্নীর গর্ভে যে কন্যারত্ন প্রসূত হয় তাহার নাম মৎস্যগন্ধা ওরফে সত্যবতী। উক্ত বসু কন্যা হইতে প্রথমতঃ ব্যাস প্রমুখ ব্রাহ্মণ বংশ এবং দ্বিতীয়তঃ কুরু পাণ্ডব ভারত বংশের উৎপত্তি হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে বসু বংশ হইতে ব্রাহ্মণ ও ভারত বংশের উৎপত্তি। দাম্ভিক মন্মথ বাবু কি এই বরেণ্য মহামহিমান্বিত বসু বংশ হইতে উদ্ভব? হায়! হায়! এইরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্মথ বাবু আজ শূদ্রাচারী, তাঁহার গলদেশে ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন মাত্র নাই এবং তিনি জঘন্য শূদ্রের ন্যায় মাসাশৌচ প্রতিপালন করেন। প্রকাশ্য কায়স্থ সভায় তিনি তাহার শূদ্রত্ব অথবা ক্ষুদ্রত্বের বড়াই করেন।

১৬। নিম্নলিখিত মহিলাগণ বর্ত্তমান বর্ষে বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী সুধাময়ী দত্ত, শ্রীমতী নলিনীবালা দাস, শ্রীমতী মনিষাসুন্দরী রায়, শ্রীমতী সুশীলাবালা রায়, শ্রীমতী হেমবালা সেন, শ্রীমতী সুভদ্রা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী প্রমদা চৌধুরী এবং শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষাল।

সম্পাদক

৺ সারদাচরণ মিত্র।

আমরা শোকাকুলিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় বঙ্গীয় কায়স্থ সভার কর্ণধার, কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী এবং কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ স্বাধীনচেতা জজ সারদাচরণ মিত্র মহোদয় পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ বিশেষতঃ কায়স্থ সমাজ কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা বর্ণনাতীত। বিগত বৃহস্পতিবারের দৈনিক ইংরাজী অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে উক্ত মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

খ্রীঃ ১৮৪৮ সনের ১৭শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হুগলী জেলান্তর্গত পানিসেহালা নামক একটী ক্ষুদ্র জনপদে তাঁহার জন্ম হয়। তৎকালে বসু এবং মিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বংশোদ্বয় উক্ত গ্রামে বাস করিতেছিলেন। লক্ষপতি

মুৎসুদ্দি তারিণীচরণ বসু এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং তাঁহার পরবর্তী প্রসিদ্ধ লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম অনেকেই জানিতেন।

সারদাচরণ মিত্রের পিতা ঈশানচন্দ্র মিত্র মহাশয় কলিকাতা কোন বণিক কার্য্যালয় গৃহে মুৎসুদ্দি (Banian) ছিলেন। মিত্র পরিবারদিগের মধ্যে একজন জেলার জজ ও আর একজন সদর আমিন ছিলেন, এইরূপ শিক্ষিত ও ধনবান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সারদাচরণ বাল্যকাল হইতেই অপূর্ব্ব প্রতিভা এবং অধ্যয়ন শক্তি বিকাশ করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

৩। যথারীতি পঞ্চম বর্ষে সারদাচরণ গ্রাম্য পাঠশালায় আনীত হন। বিদ্যা এবং বুদ্ধিবলে সেই প্রাথমিক পাঠশালায়ও সারদাচরণ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব বশতঃ গুরু মহাশয় কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই দণ্ডিত হইতেন। কথিত আছে অতি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বাঙ্গলা অক্ষর আয়ত্ত করিয়া লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। তাঁহার বয়স যখন ৬ বৎসর তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মাতার বয়স তৎকালে ৩৪ বৎসর মাত্র ছিল। সারদাচরণ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও একটি ভগিনী রাখিয়া তাঁহার মাতা পরলোকে প্রস্থান করেন। তদবধি মাতার যত্নের অভাবে তাঁহার শরীর বড়ই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়। তিনি বালক কাল হইতেই পেটের পীড়ায় কষ্ট পাইতেন। এইজন্য তাঁহার অধ্যয়ন মধ্যে মধ্যে স্থগিত রাখা হইত। পাঠশালায় তিনি মাত্র দুই বৎসর ছিলেন। ইহার মধ্যেই প্রাথমিক লেখাপড়ায় এবং অঙ্কবিদ্যায় পারদর্শী হন। হাওড়ার নিকট শিবপুর বিদ্যালয়ে তাঁহাকে ভর্ত্তি করা হয়। এই সময় তাঁহার পিতা কার্য্য ব্যাপদেশে কলিকাতায় বাস করিতেন, শিবপুর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে ওলাউঠা রোগে তাঁহার জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হয়। সারদাচরণের স্বাস্থ্যের অবস্থা এতই মন্দ হয় যে তাঁহার অধ্যয়ন স্থগিত করিতে হয়। পত্নী এবং পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পিতা অত্যন্ত শোকাকুলিত হন এবং তিনি এই সময় সারদাচরণকে তাঁহার পানসিয়োলা গ্রাম্যবাটীতে পাঠাইয়া দেন। এই সময় তাঁহার বয়স ১০ বর্ষ হইয়াছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিম দেশে ভীষণ সিপাহি রাষ্ট্রবিপ্লবের রক্তপতাকা উড্ডীয়মান হয়। প্রায় দেড়বর্ষকাল সারদাচরণ তাঁহার গ্রাম্য বাটীতে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি জন্য অবস্থান করেন। এই সময় তিনি সম্বন্ধে

সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি বাঙ্গালা অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইংরাজীও শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার বাটীর নিকট একটী ক্ষুদ্র উদ্যান বাটীকায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ চর্চ্চা করেন। তাঁহার ভগিনীর সাহায্যে যে আম্র বাগান প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে এখনও ফল ধরিতেছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় তাঁহার খুল্লতাত মহাশয়ের বাসগৃহে অবস্থান করিতেন এবং কলিকাতা কলুটোলা শাখা বিদ্যালয়ে তিনি বাঙ্গালা এবং ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই বিদ্যালয়টী তৎকালে শিক্ষাবিদ্যার পারদর্শী প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল। উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া সারদাচরণ বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট হন। প্রত্যেক বর্ষে তিনি তাহার শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন কিন্তু ১৮৬২ সনে তাহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তাহার খুল্লতাত সারদাচরণের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য একটী স্কলারসিপ দিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু তাঁহার অভিভাবকগণ অস্বীকার করিলে ১৮৬৬ জানুয়ারী মাসে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৬৭ সালে তিনি এফ এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতানিবন্ধন উক্ত স্কলারসিপ লাভ করেন। ১৮৭০ জানুয়ারী মাসে তিনি বি, এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন এবং সেই বর্ষে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি এম এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ক্রমাগত সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কলিকাতা উপাধি বিতরণ (Convocation) সময় তাঁহাকে বি, এ এবং এম এ উভয় উপাধি প্রদান করেন। এবং সেই সঙ্গেই তাহাকে ঈশান স্কলারসিপ দেওয়া হয়। তাহার পর বর্ষে তিনি ইংরাজি, সংস্কৃত এবং ইতিহাসে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। এইসময় কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার অপূর্ব্ব মেধা এবং অধ্যয়নশক্তি অবলোকনে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি এই অধ্যাপকের কার্য্য এতই সুচারুরূপে একবিংশতি বর্ষ বয়সে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ এবং ছাত্রগণ তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। এই সময়ে তিনি বি, এল পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য

অধ্যাপকের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৭৩ সনে তিনি বি, এল পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে সামান্য ভাবে উত্তীর্ণ হন। তিনি যে ৩ বর্ষ কাল আইন অধ্যয়ন করেন সেই সময়ে বৈষ্ণব সাহিত্য এবং কবিতা অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করেন। বড়ই আগ্রহ সহকারে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতা অধ্যয়ন করিতেন, এই সময় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত Mukherjee's Magazine পত্রিকায় বঙ্গভাষা সম্বন্ধে একটী দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই সময় ম্যালেরিয়া জ্বররোগে তিনি বড় কষ্ট পান। কিঞ্চিত আরোগ্য লাভ করিলে ১৮৭৩ সনে ২২শে মার্চ্চ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং সারদাচরণের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ নামক কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা সম্পাদিত হয়। হাবড়া হিতকরী পত্রিকা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইতেছিল এবং কারস্থ-কারিকা নাম্নী একখানি পুস্তকও তিনি এই সময় রচনা করেন। এই সময়ে (১৮৭৮ খৃঃ) তিনি কলিকাতা নগরের মিউনিসিপাল কমিসনার পদে নির্ব্বাচিত হন। এই পদের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য কার্য্য তিনি তিন বর্ষ কাল সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। তাহার পর উক্ত পদের জন্য তিনি আর প্রার্থী হন নাই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক সমিতির (Central Text Book Committee)সদস্যরূপে নিযুক্ত হন এবং ১৯০০ সন পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। গত তিন বৎসর হইল তিনি পুনরায় উক্ত সদস্য পদে নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত কমিটির কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প এবং আইন বিভাগে সিণ্ডিকেটের প্রতিনিধি স্বরূপ ১৮৮৮।৯৯।১৯০০ তিন বর্ষকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯০১ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত উক্ত সিণ্ডিকেটে আইন বিভাগে (Faculty of Law) তিনি সভাপতিরূপে মনোনীত হন। ১৮৯৫ সনে ঠাকুর আইন অধ্যাপক (Tagore law Lecturer) পদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশীয় ভূমি বিষয়ক আইন সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা করেন। তদনন্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন অনুসারে সেনেট পুনর্গঠন হইলে তিনি আইন বিভাগে একজন সদস্য (Fellow) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে মিত্র মহাশয় আইন বিষয়ে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিলেন। তিনি খুব সহজে বৃত্তান্ত গঠিত তত্ত্ব সকল (Facts)

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। এবং সেগুলি কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অথচ উপযোগী কথায় বিচারকদিগের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারিতেন। বিচারক এবং তাঁহার সমব্যবসায়ীগণ তাঁহার বৃত্তান্ত গঠিত বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রশংসা করিতেন। তিনি বঙ্গদেশের চর ভূমির পয়স্তি সংক্রান্ত জটিল মামলা সহজে পরিচালনা করিতে পারিতেন। এই সকল কারণে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ীগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিপুণ তর্ক প্রণালী দ্বারা তিনি কি বিচারক কি ব্যবহারজীবী উভয়ের নিকট নিরন্তর প্রশংসা অর্জ্জন করিতেন। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইউনিভারসিটি কমিসনের পদে মনোনীত হইলে, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে কলিকাতা হাইকোর্টে অস্থায়ী জজের পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ঐ কার্য্য গ্রহণ করেন এবং ১৯০২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। তিনি অনতিবিলম্বে একজন বিমল বুদ্ধি সম্পন্ন এবং কার্য্যদক্ষ বিচারক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ১৯০৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অনবরত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর দুইজন জজের ও হিল সাহেবের স্থানে কার্য্য করেন। ঐ সময়ে গয়ার মহাবধী মন্দির কোন হিন্দু মহান্তের অধিকারে থাকায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছিল। স্থায়ী জজভাবে আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সহযোগে এই বৌদ্ধ গয়া সংক্রান্ত বিবাদ সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তাৎকালীন ছোটলাট বাহাদুর এই রিপোর্টে তাঁহার বিদ্যাবত্তা, অধ্যবসায়, দক্ষতা এবং সর্ব্বোপরি নিরপেক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী জজরূপে নিযুক্ত হন। ১৯০৮ সনের ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া ৬০ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়ায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার কার্য্যকালের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যদক্ষতা, আইনজ্ঞান, বিষয়াভিজ্ঞতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। (ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবায় নমঃ

আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম খণ্ড। আশ্বিন, ১৩২৪ সাল। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বিদ্যাপতি।

বর্ত্তমান ত্রিহুত জেলাই প্রাচীন কালে মিথিলা নামে পরিচিত ছিল। ১২৯৬ শকাব্দে অর্থাৎ ইংরাজী ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিহুত জেলার সীতামারী মহকুমার অন্তর্গত জারৈল পরগণার কমলানদীর তীরে বিসফি নামক গ্রামে মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে মহাকবি বিদ্যাপতির জন্ম হয়। পূর্ব্বকালে এই বিসফি গ্রাম গড় বিসফি বলিয়া পরিচিত ছিল। বিদ্যাপতির কৌলিক উপাধি ঠাকুর। তাঁহার পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। তিনি সংস্কৃতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন এবং মিথিলাধিপতি মহারাজ গণেশ্বরের পরম সুহৃদ ছিলেন। তৎপ্রণীত "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বিদ্যাপতির পিতামহ জয়দত্ত ঠাকুরও হিন্দুশাস্ত্রসমূহে বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। পরম ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁহার "যোগীশ্বর" উপাধি ছিল। জয়দত্ত ঠাকুরের পিতার নাম বীরেশ্বর। তিনি "বীরেশ্বর পদ্ধতি" নামক একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থানুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ আজিও তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই যে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। বিদ্যাপতির "কবিরঞ্জন" ও "কবিকণ্ঠহার" উপাধি ছিল।

সুপ্রসিদ্ধ Grierson সাহেবের সংগৃহীত মৈথিলীগান দৃষ্টেও দেখা যায় বিদ্যাপতি ঠাকুরের উপাধি "কবিকণ্ঠহার" ছিল, যথা :—

ভণহি বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার,
কোটিহুঁ নঘটয় দিবস অভিসার।

বিদ্যাপতি তাঁহার রচিত পদে নিজ পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন :—

জনমদাতা মোর গণপতি ঠাকুর মৈথিলী দেশে কর বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহভূপ কৃপা করি লেও নিজ পাশ॥
বিসফি গ্রাম দান করল মুঝে রহই তেহি রাজ সন্নিধান্।
লছিমা চরণ ধ্যানে কবিতা নিকাসয়ে বিদ্যাপতি ইহ ভণ॥ (পদসমুদ্র)

বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাচর্চ্চায় ধর্ম্মালোচনায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন; ঐ সময় মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহ রাধাকৃষ্ণলীলা সঙ্গীত রচনার জন্য বিশেষ উৎসাহ দিতেন। তদনুসারে তিনি রাজা ও রাণীর নামোল্লেখে পদাবলী রচনা করিতেন। তাঁহার পদাবলী পাঠে জানা যায় তিনি গেয়াসদ্দিন ও নসিরাসাহ নামক দুইজন মুসলমান নরপতিরও অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। রাজা শিবসিংহের অন্যতমা রাণী বিশ্বাস দেবীর আদেশে "শৈবসর্ব্বস্ব সার" "গঙ্গাবাক্যাবলী" মহারাজ কীর্ত্তিসিংহের আদেশে "কীর্ত্তিলতা" ও "কীর্ত্তিপতাকা" এবং মহারাজ ভৈরবসিংহের রাজত্বকালে যুবরাজ রামভদ্রের আদেশে "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" রচনা করেন। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের মৃত্যুর পর দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রায় ১৫ ক্রোশ উত্তরে রাজা রাজবনৌলি বা বনপল্লী নামক গ্রামে বসতি আরম্ভ করেন। তথায় যাইয়া ২৯৯ লক্ষ্মণাব্দে রাজা পুরাদিত্যের আদেশে "লিখনাবলী" নামক পত্র লিখিবার আদর্শস্বরূপ একখানি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করেন। তৎপরে তিনি ভাগবত গ্রন্থ লিখিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত বৃহৎ ভাগবত গ্রন্থ আজও তরৌনি নামক গ্রামে রহিয়াছে। বিদ্যাপতি এতদ্ভিন্ন 'পুরুষ পরীক্ষা', 'দানবাক্যাবলী', 'ধর্ম্মকৃত্য' 'শৈবসর্ব্বস্ব সার', 'বিভাগসার' নামক ব্যবহার শাস্ত্র এবং অন্যান্য বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত।

বিদ্যাপতির অনেকগুলি কবিতা মৈথিলীভাষায় রচিত, কয়েকটী মাত্র কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি সমুদায় কবিতাই মৈথিলী হিন্দিতে রচনা করিয়াছিলেন, দুই চারিটী বাঙ্গলা পদ যাহা দেখা যায় তাহা বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের দ্বারা পরিবর্ত্তিত পাঠ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিলে প্রায় সকল পদই পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। কারণ বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যাপতির যে সকল পদাবলী মৈথিলী, হিন্দী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই রচিত হইয়াছে, সেই সকল বৈষ্ণব সমাজে তুল্যরূপেই আদৃত হইয়া আসিতেছে; এমন এরূপও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে স্কটল্যাণ্ডের কৃষককবি Burns যেমন কতকগুলি কবিতা স্কচ ভাষাতেই রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিদ্যাপতিও কতকগুলি কবিতা মৈথিলী হিন্দিতে ও কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ মিথিলা ও বঙ্গ উভয় প্রদেশই সেনবংশীয় রাজাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত এবং অদ্যাপিও মিথিলায় বঙ্গের লক্ষ্মণসেনের অব্দ প্রচলিত আছে। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের পরিবর্ত্তিত পাঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত মনে করি না।

বিদ্যাপতি প্রেমিক বৈষ্ণব কবি ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক কবি চণ্ডীদাস ও তিনি উভয়েই একই ভাব অবলম্বনে কৃষ্ণগীত রচনা করিয়াছেন। উভয়েই মধুর রস অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন; তাঁহার পদাবলীতে অলঙ্কারের ঘটা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, তিনি পরিহাস রসিকতায় সুরসিক ছিলেন। এইজন্যই ইংলণ্ডের কবি Dryden বলিয়াছেন, "A poet is a maker as the word signifies." বিদ্যাপতির রসোদ্গার, প্রবাস ও মান বর্ণনা অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী। বিদ্যাপতির কবিত্ব সম্বন্ধে Grierson সাহেব তদীয় "Modern Vernacular Literature of Hindustan" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,— "But his chief glory consists in his matchless sonnets (Padas) in the Maithili dialect dealing allegorically with the relations of the soul to God under the form of love which Radha bore to Krishna. These were adopted and recited enthusiastically by the celebrated reformer Chaitanya."

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সময় সময় কবিতা লিখিয়া একে অন্যের নিকট পাঠাইতেন। একে অন্যের গুণগ্রাম শুনিতে পাইয়া উভয়েই উভয়ের দর্শন নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহারা একদিন বসন্তকালে একে অন্যের অজ্ঞাতসারে পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। (ক) তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি,
দুইজন পীরিতি,
প্রেম মুরতি ময় কাঁতি॥
যে করিল দুহুঁ জন
লীলাগুণ বর্ণন,
নিতি নিতি নব নব ভাতি।
দুহুঁ গুণ শুনি চিত,
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত,
দুহুঁ দোহা দরশন লাগি।
দোহার রসিক গণ,
শুনি শুনি দুহুঁ জন,
দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহুঁ জাগি॥
নিজ নিজ গীত,
লেখি বহু ভেজত,

(ক) মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহ তাঁহার মন্ত্রী বিদ্যাপতির সঙ্গে একদিন রাজ্য পরিদর্শন জন্য গৌড়ে আগমন করেন। উভয়েই চণ্ডীদাসের গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে চণ্ডীদাসের বাটি নান্নুরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; এদিকে চণ্ডীদাস এই সংবাদ শুনিয়া বঙ্গের তাৎকালিক রাজধানী মঙ্গলকোটাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে দামোদর তীরে উভয় কবির সহিত মিলন হয়। যদ্যথা :—

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তবে চণ্ডীদাস গুণ দরশনে হৈল অনুরাগ॥
দুহু উৎকণ্ঠিত ভেল। ইত্যাদি। সম্পাদক।

তাহে বহু আরতি ভেল।
রাধা কানুক,
প্রেমরস কৌতুক,
তাহে মগন হৈগেল ॥
নিজ নিজ সহচর,
রসিক ভকতবর,
তাদাপ্রে করত বিচার ॥
তাহে নিতি নবীন,
পরম সুখ পাওয়ত,
আনন্দ প্রেম অপার ॥
রূপ-নারায়ণ, (খ)
বিজয় নারায়ণ,
বৈদ্যনাথ শিবসিঙ্গ।
মিলন ভারি,
চহুঁ করত বর্ণন,
তহু পদ কমলভৃঙ্গ ॥

যখন বঙ্গদেশে বসন্ত বৈতালিকের সুমধুরকণ্ঠ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি অমৃতবর্ষী ও কৃষ্ণপ্রেমগীতির উৎস প্রবাহিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতের অপর প্রান্তে মিবিররাজ্যের বিদুষীকন্যা সুপ্রসিদ্ধা মীরাবাই ব্রজভাষায় সুমধুর বংশীর মর্ম্মস্পর্শী স্বর লহরিতে এই কৃষ্ণ সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ Imperial Gazetteer নামক ভারতীয় ইতিহাসগ্রন্থে আছে।— "In Rajputana the most prominent figure is Mira Bai, a Princess of Mewar, who was a contemporary of Vidyapati."

বিদ্যাপতি এতদ্দেশে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত, কিন্তু মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি শৈবকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। মিথিলাতে এখনও তাঁহার রচিত শিব ও গৌরীর সঙ্গীত বিশেষরূপে প্রচলিত আছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের সঙ্গীত এরূপ প্রচলিত নহে। বিদ্যাপতি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেবী বিশ্বেশ্বরী

(খ) এই রূপ-নারায়ণ উক্ত রাজা শিবসিংহের নামান্তর মাত্র। সম্পাদক।

তাঁহার কুলদেবতা ছিলেন। তাঁহার পদাবলীদ্বারা স্পষ্টই অনুমান করা যায়, তিনি পরম ভক্ত শিবোপাসক ছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব বিদ্যাপতির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করেন ইত্যাদি প্রচলিত প্রবাদসমূহ প্রামাণিক নহে বলিয়া এস্থানে উল্লেখ করা গেল না। বিদ্যাপতির বাসস্থান বিসফি গ্রামের উত্তরে ভেড়া গ্রামে আজিও বাণেশ্বর মহাদেব আছেন। কথিত আছে বিদ্যাপতি উক্ত মহাদেবের উপাসনা করিতেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সহজিয়া নামে যে নিম্নশ্রেণীর একটী সম্প্রদায় আছে তাঁহারা বলেন, মীরাবাইর প্রতি যেমন রূপগোস্বামীর, রামমণির প্রতি যেমন চণ্ডীদাসের, জগন্নাথ দেবের দেবদাসীর প্রতি রায়রামানন্দের, চিন্তামণির প্রতি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের, শ্যামাঙ্গিনীর প্রতি কৃষ্ণদাস কবিরাজের যেরূপ প্রসক্তি ছিল, শিবসিংহের রাণী লছিমাদেবীর প্রতিও বিদ্যাপতির সেইরূপ প্রসক্তি ছিল (গ) এবং তাঁহাদিগকে উপনায়িকা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে রসিকভক্ত বলা হয়; এবং ইঁহাদের ভজন সাধনের মতকে পঞ্চরসিকের মত বলা হয়। এই সকল সাধকবৃন্দের মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলনায় ইতালী দেশীয় দরিদ্র মহাকবি Tassoর সহিত রাজকুমারী Leonaraর এবং মহাকবি দান্তের (Dante)সহিত Beatriceএর প্রণয় কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে যে প্রসক্তির কথা জানা যায় তাহা কামাতুরের অপবিত্র প্রণয় নহে, ইহা কায়িক সুখ সৌন্দর্য্যের বা বিলাসিতার সামগ্রী নহে, ইহা স্বর্গীয় প্রেম, ইহা আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। প্রেম ও কাম দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥

(গ) রাজা শিবসিংহের মধ্যমা রাণীর নাম ছিল লছিমাদেবী। ইঁহাকে দেখিলেই বিদ্যাপতির বিবিধ পদাবলীর ভাবতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইত। এই জন্য বিদ্যাপতির কোন কোন পদের ভণিতায় উক্ত রাণীর নাম দেখা যায়। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। শিবসিংহের মৃত্যু হইলে উক্ত রাণীর রাজত্বকালে বিদ্যাপতি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। সম্পাদক।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
অতএব কাম প্রেম অনেক অন্তর।
কাম অন্ধকার প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।

বাল-বিধবা।

কবিবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুইখানি উপন্যাসে বিধবার দুইটী বিভিন্ন চিত্র নিপুণ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। একজন রোহিণী, অপরা কুন্দনন্দিনী। উভয়েই কায়স্থ বালবিধবা এবং উভয়ের যন্ত্রণাময় জীবনের পরিণাম অস্বাভাবিক মৃত্যু। রোহিণীকে যখন আমরা দেখি তখন তাহাকে পরিপূর্ণ যৌবনে প্রস্ফুটিত প্রসূনের ন্যায় দেখিতে পাই; প্রণয়াকাঙ্খার পূর্ণ উচ্ছ্বাসে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। বৈধব্য জীবনের ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা সে বড় একটা পালন করিত না, কিন্তু তাহার অনেক গুণও ছিল। রন্ধন কার্য্যে সুদক্ষা এবং কারুকার্য্যে তাহার তুলনা ছিল না। গ্রামের মধ্যে তাহার অশেষ প্রতিপত্তি—চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে দ্বিতীয় ছিল না। (খ)

(ক) রোহিণী অপূর্ব্ব সুন্দরী ও গুণবতী আর্য্য রমণী। সে বাল-বিধবা না হইলে কায়স্থ গৃহে লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা সম্পাদন করিত। নির্দয়, পাষণ্ড, নরাধম গোবিন্দলাল এই লালসভূতা সুন্দরীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে পশুর ন্যায় তাহাকে নিহত করিল। গোবিন্দলাল কায়স্থ; বঙ্কিম বাবুর কায়স্থ-বিদ্বেষ-হলাহল গোবিন্দলালের শিরোদেশে বর্ষিত হইয়াছিল।

প্রথম দর্শনে আমরা রোহিণীকে তাহার পিতৃব্যের রন্ধনশালায় দেখিতে পাই। কৃষ্ণকান্তের পুত্র হরলাল সেই স্থানে উপস্থিত হইল, হরলাল ঘরের ছেলে, সর্ব্বত্র গমনাগমন ছিল। হরলাল বলিল, রোহিণী তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। রোহিণী শিহরিল এবং বলিল, আজ এখানে খাবেন, সরু চাউলের ভাত চড়াব কি? হরলাল কহিল, চড়াও। তোমার একদিনের কথা মনে পড়ে কি? তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় যাত্রীদিগের দল ছাড়া হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলে। রোহিণী কহিল—মনে পড়ে। আজ সে কথা বলিবার প্রয়োজন কি? হরলাল বলিল—আজ সে ঋণ পরিশোধ করিতে পার? আমাকে জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার? রোহিণী বলিল—কি বলুন, আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।

রোহিণীর হৃদয়ে এপর্য্যন্ত আমরা কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণের সমন্বয় দেখিতেছি, সে উপকৃতা রমণী নিজের প্রাণ দিয়াও উপকারীর ঋণ পরিশোধ করিতে প্রস্তুত। আরও দেখিতেছি, হরলাল যখন তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিল, রোহিণী বলিল—চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না। এ বিশ্বাস-ঘাতকের কাজ পারিব না। হরলাল হাজার টাকার নোট দিতে গেলেন, রোহিণী তাহাতেও স্বীকার পাইল না। বলিল—টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না, করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।

রোহিণী অর্থলোভে এই বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিতে, চুরি করিতে স্বীকৃত হইল না বটে, কিন্তু পরে তাহা করিয়াছিল। তাহার কারণও বিভিন্ন।

হরলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিল—মনে করিয়াছিলাম, রোহিণী! তুমি আমার হিতৈষী। পর কখন আপন হয়? দেখ আজ যদি আমার স্ত্রী থাকিত, আমি তোমায় তোষামোদ করিতাম না! সেই আমার একাজ করিত। এবার রোহিণী একটু হাসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—হাসিলে যে? রোহিণী

কবিবর কায়স্থ-বিধবার ইহ ও পরকাল নষ্ট করিয়াছেন। রোহিণীর ন্যায় বাল-বিধবা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে অতি বিরল। কুন্দনন্দিনীও ঐরূপ কায়স্থ বাল-বিধবা। তাহার চরিত্রেও কবিবরের কায়স্থ-বিদ্বেষ পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। সম্পাদক।

কহিল—আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবা বিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি নাকি বিধবা বিবাহ করিবেন?

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, হরলাল তাঁহার পিতা কৃষ্ণকান্তকে কলিকাতা হইতে লেখেন যে তাঁহার অংশে উইলে ছিল আনার পরিবর্ত্তে আট আনা দেওয়া না হইলে তিনি বিধবা বিবাহ করিবেন। বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত কিন্তু ইহাতে অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অংশে শূন্য দিয়াছিলেন।

যৌবন বাসনা অপরিতৃপ্তা রোহিণীর হৃদয়ে সে কথা বরাবর জাগিতেছিল। তাঁহার কথায় হরলাল বলিলেন—ইচ্ছা ত আছে কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই? দেখ রোহিণি, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। রো।—তা ত লোকে এখন বলিতেছে। হর।—দেখ তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার। কেন করিবে না? দেখ, তোমাদের সহিত আমাদের গ্রাম সুবাদ মাত্র, সম্পর্কে বাধে না। এবার রোহিণী লজ্জা করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। দেখিয়া বিষন্ন হইয়া হরলাল ফিরিয়া বসিল। তাহার কথায় রোহিণীর হৃদয়ে আশার আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। হরলাল দ্বার পর্য্যন্ত গেলে, রোহিণী বলিল—জাল খানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি কি করিতে পারি। হরলাল আহ্লাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকটে রাখিল। দেখিয়া রোহিণী বলিল—নোট না, শুধু উইল খানা রাখুন।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে কার্য্য করিতে সে মরণ শ্রেয় মনে করিয়াছিল, এক্ষণে অর্থলোভ ত্যাগ করিয়া তাহা আপনিই করিতে স্বীকার পাইল। ফলতঃ তাহার সদ্গুণ ও সুবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তাহার অপরিতৃপ্ত প্রণয় পিপাসার বশবর্ত্তী ছিল। অর্থের প্রলোভন তাহার দরিদ্র চিত্তে কোন ভাবান্তর আনিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার চির দুর্ব্বল হৃদয়, লালসার মোহন দৃশ্যে লুটাইয়া পড়িল। লালসা তাহার নয়ন সমক্ষে আশার নন্দন কানন সৃজন করিল। সে এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না। বুঝিল, উপকারে হরলালকে বশ করিতে পারা যাইবে। বিধবা-বিবাহ-প্রত্যাশী হরলাল তাঁহার উপকারী, রূপসী ও চির পরিচিতা রোহিণীকে তখন মিলন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিবে। বুদ্ধিমতি রোহিণী একটা ভাবিয়া ও একটা আশা হৃদয়ে রাখিয়া উইল চুরি করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সে এ কার্য্য সিদ্ধ করিতে কত চতুরতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহা

আমরা দেখিয়াছি। (খ) আমরা আরও জানি তাহার সে বাসনা ফলবতী হয় নাই। যৌবন-মদমত্তা রোহিণী বুঝিল না, যে পিতার কুপুত্র এবং যে উইল জাল করিতে চেষ্টা করিতেছে, সে যে তাহার উপকারে বাধ্য হইবে তাহাতে বিশ্বাস কি? রোহিণী মনে করিয়াছিল, তাহার মনোমোহিনী রূপ প্রভায় ও উপকারে নিশ্চয়ই হরলাল ধরা দিবে। কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হয় নাই।

"পরদিন প্রাতে রোহিণী আবার রাঁধিতে বসিয়াছে, আবার সেখানে দুষ্ট হরলাল সয়তানের মত উঁকি মারিতেছে। সরলা রোহিণী অপহৃত উইল আনিয়া হরলালকে দিল, হরলাল পড়িয়া দেখিল আসল উইল বটে। তখন সে দুষ্টের [illegible] হাসি ধরে না। সে জিজ্ঞাসা করিল—কি প্রকারে আনিলে। বিধবা বিবাহ বিষয়ে হরলালের মনের ভাব জানিবার জন্য রোহিণী বড়ই কৌশল করিয়া হঠাৎ তাহার হাত হইতে উইলখানা লইয়া নিজের ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। হরলাল উইল চাহিলেন, রোহিণী কহিল—তুলিয়া রাখিয়াছি, আপনার জন্যই উহা রহিল। আপনি বিধবা-বিবাহ করিলে আপনার স্ত্রীর হাতে দিব, আপনি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। হরলাল রোহিণীর মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—তা হবে না রোহিণি! টাকা যা চাও দিব, আমি জাল করি চুরি করি নিজের হকের জন্য। তুমি চুরি করিয়াছ কার জন্য? যে চুরি করে, তাহাকে, কখনও গৃহিণী করিতে পারি না? রোহিণী রোষ ভরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল আমি চোর, তুমি সাধু, কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? সরলা স্ত্রীলোক পাইয়া কে আমাকে প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, ইতরে বর্ব্বরে যাহা মুখেও আনিতে পারে না, তুমি [illegible] সাধু [illegible] হইয়া তাহাই করিলে। হায়! হায়! আমি [illegible] অযোগ্য! তোমার মত শঠের আশ্রয় করে এমন হতভাগিনী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ যা দিয়া ঘর ঝাঁট দেই তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।—কবি এখানে অতি নিপুণতার সহিত এই উক্তিটী রোহিণীর মুখে সংযোগ করিয়াছেন। রোহি-

(খ) ধার্ম্মিক স্বামীর হস্তে [illegible] এই রত্ন সংসারের বহু মঙ্গল সাধন করিতে পারিত। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজের নিষ্ঠুর তাড়নায় তাহার জীবন স্রোত অধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। সম্পাদক।

নীর এই সতেজ উক্তিতে তাহার হৃদয়ভাব স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। হরলাল একটু হাসিয়া ... গেল। রোহিণীর যৌবনের এই বয়, বাসনা ... তাহার অপূর্ণ রহিল। অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জনিত দারুণ পিপাসায় রোহিণীকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। ... লইয়া পীড়িত হৃদয়ে একদিন সে বাবুদের বারুণী পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিল। রোহিণী বিধবা কিন্তু বিধবার মত তাহার বেশ ভূষা কিছুই ছিল না। ... তাম্বুল রাগ, হাতে সুবর্ণ বলয়, পরিধানে কালা ফিতা পাড় ... আর ... চারু বিনির্মিতা রুক্ষকেশ কবরী। পুকুরের তীরে কুসুমিত বৃক্ষ ... দাঁড়াইয়াছিল—গোবিন্দলাল। ... বসিয়াছিল—রো... ... ভাবিতেছিল যে কি অপরাধে এ ... যন্ত্রণা আমার অদৃষ্টে ঘটিল। (গ) আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি ... অপরাধ করিয়াছি যে পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পারিলাম না।... আমার অসুখের জীবন রাখিয়া লাভ কি? (ঘ)

ক্রমশঃ।

শ্রীরোহিণী... বর্ম্মা।

(গ) হিন্দু রমণীর এই বাল-বৈধব্য হিন্দু সমাজ কিম্বা হিন্দু শাস্ত্রের বিধান নহে। আর্য্য মহিলাগণ স্বামীর মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিতেন। আমরা পুত্রবতী বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সমর্থন করি না। কিন্তু বাল-বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ আমরা সহস্র বার সমর্থন করিয়া থাকি। আধুনিক অধ্যাপক মহাশয়েরা বাল-বিধবাদিগের প্রতি এই ভীষণ দণ্ড কেন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার উত্তর কে দিবে?

সম্পাদক।

(ঘ) এই প্রবন্ধ হইতে আমরা অনেক কথা, বিস্তৃত ব্যাখ্যা বাদ দিয়া ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করিয়াছি, তজ্জন্য লেখক মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

সম্পাদক।

মানবের জাতি নির্ণয়।

(সংগৃহীত)

যে মানব প্রায় সর্ব্বদাই গোপনে বাস করিতে চাহে, নিজকে লুকাইয়া থাকে, সাধুসমাজে আগমন করিতে সাহস করে না; নীচ কার্য্য করে ও নীচ ভাব লইয়া সময় কাটায়, যাহার সহিত কথা কহিবার সময় তাহার মনের দুর্গন্ধে নাসাপথ রুদ্ধ করিতে হয়, লোকে তাহাকে ছুঁচা (গন্ধমূষিক) জাতীয় বলিয়া থাকে।

২। যে মানব উপাদেয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্তু ভোজনের প্রয়াসী নহে, পরন্তু অতি অপকৃষ্ট সামগ্রী অতীব আগ্রহ সহকারে আহার করে, অতি মলিন ও দীন বেশে সর্ব্বদাই মলিনস্থানে থাকিতে চাহে, ইতর ব্যক্তিগণের সহবাস ভালবাসে, লোকে উহাকে শূকর জাতীয় বলে।

৩। দিবাভাগ গত হইতে না হইতেই যে মানব পরের বস্তু অপহরণ করিবার চেষ্টায় ফিরিতে থাকে, মোরগটা, হাঁসটা, এচোড়টা, আমটা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত লোকের বাড়ী বাড়ী উঁকি ঝুঁকি করিয়া ফেরে, আবশ্যক হইলে ভাতের হাঁড়ি, তরকারীর সরা পর্য্যন্ত মাথায় লইয়া দৌড় দেয়, কোনরূপ নীচ কার্য্য করিতে বিরত না হয়, লোকে তাহাকে শৃগাল জাতীয় জ্ঞান করিয়া থাকে।

৪। যে সকল ব্যক্তি রজনীর অন্ধকারে, গুপ্তভাবে, নির্ভয়ে ভ্রমণ করে, এবং কি ধনশালী ব্যক্তির ভবনে, কি রাজপথে, অপরের প্রাণহরণ পূর্ব্বক তাহাদের ধনাদি লুণ্ঠন করে, তাহারা শার্দ্দূল শ্রেণীভুক্ত বলিয়া অভিহিত।

৫। যে সকল মনুষ্য সর্ব্বদা ক্রোধকষায়িত লোহিত চক্ষু বিশিষ্ট, যাহাদিগের মনের জ্বালা সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিলেও নির্ব্বাণ বা শান্তি হয় না, যাহারা নাস্তিক এবং যাহাদিগের মূর্ত্তি দর্শনে অপর সকলে ভয়ে পলায়ন করে, লোকে তাহাদিগকে ব্যাঘ্র জাতীয় বলিয়া গণ্য করে।

৬। যে মানুষ কাম রিপুর নিতান্ত বশীভূত, বা ভদ্রতার জ্ঞান বিহীন, নারী জাতির নিকট সমাদর ও সম্ভ্রম পাওয়া দূরে থাকুক, যাহার শঙ্কায় সর্ব্বদা

শঙ্কিত হইয়া গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে, বুদ্ধিমানে তাহাকে ছাগ জাতীয় মনুষ্য বলে।

৭। যে মানবেরা উৎকৃষ্ট আসন, উৎকৃষ্ট বসন নিয়তই মনোনীত করে; মৎস্য মাংস ক্ষীর ছানা দুগ্ধ প্রভৃতি সামগ্রীতে যাহাদিগের রুচি; যাহারা পরিষ্কৃত শুভ্র ও সুন্দর পরিচ্ছদে অতিশয় পরিতৃপ্ত; অতি কোমল, উষ্ণ এবং দুগ্ধফেন সম শয্যা যাহারা সর্ব্বদাই পছন্দ করে; নানাবিধ সুগন্ধ লাভে যাহারা একান্ত লালায়িত হয়, সুধীগণ তাহাদিগকে বিড়াল জাতীয় মনুষ্য মধ্যে গণ্য করেন।

৮। যে মানবের বুদ্ধি জড়বৎ, পরিশ্রমেতেও যাহার উন্নতির আশা নাই, কঠিন ভার বহনে যে সর্ব্বদা সক্ষম কিন্তু অলস ও নিতান্ত মূঢ়মতি সম্পন্ন, যে ভাল বস্তু চিনে না এবং উৎকৃষ্ট পদার্থে যাহার রুচি নাই, আর আত্মসম্মান জ্ঞান যাহার আদৌ নাই, লোকে তাহাকে গর্দ্দভ জাতীয় মনুষ্য বলে।

৮। যে নরাধম প্রণয় করিতেও যেমন, কলহ বিবাদাদি করিতেও সেইরূপ উদ্যত, যে মানব ক্ষণে ভালবাসা ও ক্ষণে বিরোধ করে, সর্ব্বদা অধিক চিৎকার করিয়া অপরের বিরক্তি ভাজন হয় অল্পে তুষ্ট অল্পে রুষ্ট, যে প্রতিবাসীর দ্রব্যে লোভ করে, আর যে নিজ প্রভুর একান্ত অনুগত সে বর্ব্বরকে লোকে কুক্কুর জাতীয় মধ্যে গণ্য করিয়া থাকে।

১০। যে মানব সর্ব্বদা নির্ভয়, আপন বিক্রমে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, কোন কার্য্য গুপ্তভাবে করে না, প্রকাশ্য ভাবে শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক একবারে এক দেশ জয় করে, সকলের উপর আধিপত্য স্থাপন করে, যাহার প্রতাপে অপরে স্তম্ভিত, সেই ব্যক্তিকে সুধীগণ সিংহ জাতীয় মানব মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন।

১১। যে মানব আপন স্ত্রীর একান্ত অনুরক্ত এবং আজ্ঞাকারী, পিতা মাতা এবং গুরুজনেরা যাহার নিকট অনাদৃত, যে শ্বশুর দত্ত বাটিতে স্ত্রীর ভৃত্য হইয়া বাস করে, সে ভেড়া জাতীয় নর তাহাতে সন্দেহ নাই।

১২। যে মানব শান্ত, দান্ত ও বুদ্ধিমান, পৃথিবীর অনেক ভার বহন করে, আর যদি অন্যায় আচরণ না করে, তাহা হইলে বালকদিগেরও অনুগত থাকিতে নীচতা জ্ঞান না করে, সুধীগণ তাহাকে হস্তী জাতীয় নর বলেন।

১৩। যে মানব মাতা ও পিতার সেবা শুশ্রূষাতে তৎপর, আবশ্যক হইলে

তাঁহাদিগকে নিজ স্কন্ধে লইয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যান, কোন বাদ বিসম্বাদে লিপ্ত রহেন না, লোকে সেই মানবকে সারস জাতীয় মানব বলিয়া থাকে।

১৪। যে মানব নিজের আহারের জন্য ততো নহে কেবল অপরের অনিষ্টের নিমিত্ত তণ্ডুলাদি অপহরণ করে, বিনা প্রয়োজনেও পরের বিস্তর ক্ষতি করে, কখনও কাহারই উপকার করে না, সেই ব্যক্তি ইন্দুর জাতীয়।

১৫। যে সর্ব্বদা গোপনে থাকে, পরের সহবাস পছন্দ করে না, লোকের অপকারে বিরত নহে, অকারণে ঈর্ষায় তীক্ষ্ণ দংশন করে অথচ প্রাণের ভয় যথেষ্ট আছে, সে ব্যক্তি সর্প জাতীয় সন্দেহ নাই।

১৬। যে মানব ভিতরে ভিতরে আপনার স্বার্থ চিন্তায় তৎপর আর বাহিরে যোগী ঋষির সদৃশ একপদে ধ্যান করিতে বসে, সে ব্যক্তি বক শ্রেণীর অন্তর্গত।

১৭। যে ব্যক্তি পর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করে এবং পুনরায় তাহার জন্য লোলুপ হইয়া ভ্রমণ করে, সেই দুরাচার নিশ্চয়ই নেকড়ে বাঘের জাতি।

১৮। যাহারা দিবাভাগে অর্থাৎ প্রকাশ্য ভাবে বাহির হয় না, গোপনে গোপনে অপরের অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়, যাহারা সদলবলে অপরের পশ্চাতে লাগিয়া তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করে তাহারা পেচক জাতীয় মানুষ।

১৯। যাহারা প্রহারিত হইলেও কোন কথা কহেন না, দক্ষিণ গণ্ড দেশে চড় খাইলে বাম গণ্ড ফিরাইয়া দেন, যাহারা সপ্ততিগুণ সপ্তবার পর্য্যন্ত শত্রুগণকে ক্ষমা করেন, এবং প্রাণ হনন করিলেও শত্রুর মঙ্গলোদ্দেশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহারা যীশু খ্রীষ্টের জাতি।

২০। যাহারা পরোপকারী, জ্ঞানী, সর্ব্বজীবে সম দয়াবান্, মধুরভাষী, অকপট, সত্যবাদী, সকলের হিতকারী ও সম্পূর্ণভাবে অহিংসাপরায়ণ তাঁহারাই গৌতম বুদ্ধ জাতীয় নরদেবতা সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

নবীন-আলোক। (ক)

(১)

ফাল্গুন মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশী। রাত্রি প্রভাত হইলেই দোলপূর্ণিমা। জমিদার বাটীতে মহা ধুমধাম আরম্ভ হইয়াছে। দোলমঞ্চের চতুর্দ্দিকে নানাবর্ণের পতাকা সঞ্চালিত হইতেছে। নহবৎখানায় অনেকদিনের পর আলো জ্বলিয়াছে; প্রসিদ্ধ সানাইওয়ালা ফকিরসর্দ্দার পূরবী রাগিণীতে আলাপ আরম্ভ করিয়াছে। নহবতের সঙ্গে সানাইয়ের মধুর ঝঙ্কার সমগ্র গ্রামটীকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার নবীনকিশোর বাবু মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত চটিজুতা পায়ে দিয়া গুরুমন্ত্র জপ করিতে করিতে মালা হস্তে বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছেন। নদীর তীরে দেবদারু, ঝাউ, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি বৃক্ষ সুশোভিত বৃহৎ উদ্যানে নবীনকিশোর বাবুর পূর্ব্বপুরুষগণ চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের শ্মশানভূমির উপরেই এক একটি ছোট বা বড় মঠ। দ্বারের উপরিস্থিত শিলালিপি আগন্তুকগণের নিকট তাঁহাদের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। নবীনকিশোর বাবু প্রতিদিন সায়াহ্নে এই উদ্যানে ভ্রমণ করিতে আসেন। উদ্যান হইতে বিস্তৃত সোপান শ্রেণী নদীর জলে আসিয়া অবগাহন করিয়াছে। প্রতিদিন সায়াহ্নে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের অনেকেই এ স্থানে ভ্রমণ করিতে আসেন। কেহ বিস্তৃত সোপান শ্রেণীতে বসিয়া সন্ধ্যা-

(ক) আমরা 'নবীন-আলোক' নামক গল্পাবলীর (New-Light Series) প্রথমটী প্রাপ্ত হইয়াছি। লেখক 'প্রতিভার' পাঠকগণের পূর্ব্বপরিচিত 'হংসদূতের অনুবাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস, বি-এ, বি-টি। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'নন্দন-কানন গল্পগুচ্ছ' 'আট আনা সংস্করণ' গল্পসমূহ যেমন বহুসংখ্যক পাঠকবৃন্দের পাঠতৃষ্ণা মিটাইতেছে লেখকও সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া 'নবীন-আলোক' গল্প গুচ্ছ (New-Light Series) প্রকাশিত করিতেছেন। লেখক কারিকর ভাল, নিপুণ হস্তের জিনিষ নূতন ধরণে গড়া পাঠকের মন আকর্ষণ করিবে আশা করা যায়।

বন্দনাদি করেন, কেহ নদীর তীরে পদচারণা করেন, কেহ কেহ মঠের চতুর্দ্দিগস্থ রোয়াকে বসিয়া কথোপকথন করেন।

নবীনকিশোর বাবু তাঁহার পিতামহের সমাধির উপরিস্থিত সু-উচ্চ মঠের রোয়াকে উপবেশন করিয়াছেন। এ স্থানে কোনরূপ আসনের ব্যবস্থা নাই। বৈকুণ্ঠপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কেবলমাত্র বিলাতী মাটীর আস্তরের উপর আসীন। ব্রাহ্মণ্য-তেজ-মণ্ডিত দীর্ঘকায় পূজারি মহাশয় মঠে ঠাকুর নিদ্রার আয়োজন করিলেন। দিগ্‌দিগন্ত নিনাদিত করিয়া তাঁহার শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, ধূপধূনা গুগ্‌গুলের পবিত্রগন্ধে মঠের চারিদিক আমোদিত হইল, জমিদার মহাশয় ভক্তি সহকারে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রণত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে গ্রামের পণ্ডিত মহাশয় সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন তৎপরে রায় মহাশয়, মজুমদার মহাশয়, গুপ্ত মহাশয় প্রভৃতি গ্রামের প্রবীণ ও পদস্থ ব্যক্তিগণের অনেকেই তথায় সমবেত হইলেন। আর দু'দিন পরেই নবীনকিশোর বাবুর পুত্র হেমন্তকিশোরের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। গ্রামের মাইনর স্কুলটীকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করিলে গ্রামবাসীর খুব সুবিধা হয়, এ বিষয়ে আলাপ চলিল। এমন সময়ে অদূরে একটি কোলাহলের শব্দ শ্রুত হইল, ক্ষণকাল পরেই কয়েকজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে বলিল—"হুজুর সর্ব্বনাশ হয়েছে, বাজির কারিকর সুবলের কারখানায় একটা বোম ফেটে তার ঘরে আগুন ধরেছে।" নবীনকিশোর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার প্রাণ নাশ হয়নি ত?" কিশোর মণ্ডল বলিল—"আজ্ঞে সুবলের ছেলে লাফ দিয়ে বের হয়েছিল, নৈলে প্রাণ হারাত।" নবীনকিশোর বাবু বলিলেন—দোলের দিন বাজি পোড়ান আমাদের বার্ষিক কাজ, সুবলের গৃহদাহ তা হ'লে দোলের জন্যই হ'লো। লীলাময়ের বিচিত্রলীলা, পুরত ঠাকুর কত ঘটা করে আজ ব্রহ্মার ঘর পোড়াবেন, তাতে ঠাকুরের মন উঠবে না, সুবলের ঘরখানিও পোড়াতে হ'ল। আচ্ছা তোমরা যাও, দেওয়ানজীকে বল সাতদিনের মধ্যে যেন সুবলের নূতন ঘর তৈরি হয়।"

এমন সময় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ভবেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। যথাবিধি অভিবাদনাদি করিয়া তিনি বলিলেন—"বাবু, আমি শুনে

দেখেছ, হেমেনবাবু বেশ ভাল পাশ দিবেন, তার পর জলপানিও হবে।" হাস্য করিয়া নবীনকিশোর বাবু বলিলেন—"মা জগদম্বার ইচ্ছে, হেমেন শুধু পাশ হলেই আমি হাতে স্বর্গ পাব, জলপানি ত দূরের কথা।" জ্যোতির্বিদ বলিলেন, "ছোটবাবু নিশ্চয় জলপানি পাবেন, জ্যোতিষ কি কখন মিথ্যা হয় ?" তৎপর পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; ইঙ্গিত মাত্রেই বুঝিতে পারিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "বাবু, কাল দোলপূর্ণিমা, চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মতিথি। আপনার বৈষ্ণব প্রজাগণ নামকীর্ত্তন ও আনন্দোৎসব করবে ; ওদের অগ্রণী হয়ে ভবেশ আপনার নিকট অর্থ সাহায্য চাচ্ছে।" কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া তৎপর উচ্চহাস্য করিয়া নবীনকিশোর বাবু বলিলেন "পণ্ডিত মশায়, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, কাল আমার বাড়ীতে বিরাট নিমন্ত্রণ, মাছ মাংসের প্রচুর আয়োজন। তাই ত! যারা বৈষ্ণব, মাছ মাংস খায় না, আমি ওদের জন্য কিছুই করিনে, শুধু রাজসিক ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত আছি। আচ্ছা পণ্ডিত মশায়, কাল সব বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ দিয়ে ফেলুন। বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার বাটীতে কাল শ্রীচৈতন্যোৎসব। সকলে এসে যেন নাম কীর্ত্তন করে এবং প্রসাদ পায়।"

দূরে নদীর ঘাটে কয়েকখানা নৌকা বাঁধা ছিল। তাহার একটিতে কে যেন গাহিয়া উঠিল—

'নামরসে যাঁর মন মজেছে,
সে মানুষ কি আর মানুষ আছে।'

(২)

যথাসময়ে কলিকাতা গেজেটে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। আজ বহুসংখ্যক বঙ্গীয় যুবকের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। নবীনকিশোর বাবুর একমাত্র তনয় হেমেন্দ্রকিশোর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। শুধু পিতার নয়, বৈকুণ্ঠপুরবাসী জনসাধারণের আজ আনন্দের সীমা নাই। সমগ্র গ্রামখানি আনন্দসাগরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে বাড়ীতে রুইমাছ, চিনি-পাতা দৈ, আর সন্দেশ বিতরিত হইতেছে। দরিদ্রদিগকে অর্থদান করা হইল।

সন্ধ্যার সময় নদী-তীরস্থ উদ্যানে আবার গ্রাম-নেতৃদল সমবেত হইয়াছেন।

হেমেন্দ্রকিশোর এখন কি করিবে, এই বলিয়া কথোপকথন চলিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার বংশ চিরপ্রসিদ্ধ। আজ ইঁহার যশের মাত্রা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিল। বাবু, আপনি ধর্ম্মে, জ্ঞানে, বিদ্যায় ও আচারে হিন্দু জমিদারের আদর্শস্থানীয়, কিন্তু আপনাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাপ নাই। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—

'একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।'

আমরা কেহই

'ও কলঙ্ক কলানিধি ধরি না তোমার'

কিন্তু শ্রীমান্ হেমেন্দ্রকিশোর আজ সে অভাব পূর্ণ করিয়াছে

'রূপং সম্বৃত্তং ইচ্ছেৎ

পুত্রাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্।'

এ কথা যেন বর্ণে বর্ণে সত্য হয়। মা জগদম্বা শ্রীমানকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন। শ্রীমান্ বি,এ, পাশ করিয়া আদর্শ পিতার আদর্শ পুত্রে পরিণত হৌক।"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন, "হেমেনকে বিলাত না পাঠিয়ে পণ্ডিত আর ছাড়বে না। জমিদারের ছেলের বি, এ পাশ করে দরকার কি, পণ্ডিত? ও ত চাকরী কর্ত্তে যাচ্ছে না? তবে বিদ্যা-শিক্ষা—তা ঘরে বসেই বেশ হয় বাপু। বৈকুণ্ঠপুরের বাবুরা কি বিদ্বান ছিলেন না? মানুষ যে হবে, সে দু'চারটা ইংরাজী বুলি না আওড়ালে, ফিলজফি না পড়লেও মানুষ হয়। তবে সাহেব সুবার সঙ্গে আলাপ করা—তা বাপু, এতেই বেশ হবে। জমিদারের ছেলে, দু'দিন পরেই হাজার হাজার প্রজার ভাল মন্দ হেমেনের উপর নির্ভর কর্ব্বে, ওকে জমিদারী শিখতে বল। শাস্ত্রে আছে,—

'যৌবনং ধনসম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকতা,

একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্।'

গোপাল দা বলিলেন, "মজুমদার, সে দিন আর নাই। দেব দ্বিজে ভক্তিমান্, অতিথি অভ্যাগত সেবক, বিশুদ্ধাচারী, পল্লীগ্রামবাসী, দেবালয় জলাশয় প্রতিষ্ঠাতা জমিদারের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। এখন কেবল বাহ্য চটকের দিন। হ্যাট, কোট গায়ে, চুরুট মুখে, হোটেলে খানা খায়, আর সহরের সভাসমিতিতে বক্তৃতা

দেয়, আজকাল জমিদার এবং সব বাস্তবাগীদের দল। সে যা হোক, বৈকুণ্ঠপুরের একটা গৃহশিক্ষার প্রভাব আছে। হেমেনকে বি, এ, পাশ কর্ত্তে দাও, ভয় নেই, তার মতি বদলে যাবে না। বয়স মাত্র পনর হয়েছে, জমিদারী কুমারের ঢের দেরী আছে!”

নবীনকিশোর বাবু এতক্ষণ নীরব ছিলেন। উভয় পক্ষের যুক্তি তর্ক শুনে তিনি বলিলেন “আপনারা বেশ কথাই বলছেন। আমি বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার সন্দেহ নাই, আপনাদের বহুদর্শিতায় সকল সময় আমি পরিচালিত হই। আপনারা এ বিরাট জমিদারীর মস্তিষ্ক-স্বরূপ। ভালমন্দ উভয় দিকই আপনারা দেখতে পান। আমার ইচ্ছা, হেমেন আর কিছু লেখাপড়া করুক, অন্ততঃ বি, এ, পাশ হোক বৈকুণ্ঠপুরে গ্রাজুয়েট নেই, হেমেন সে অভাব পূরণ কর্বে। হেমেনের মায়েরও এই ইচ্ছা। আমরা কাল ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সাক্ষাতে যাব। হেমেনের মা মানস করেছিলেন, হেমেন পাশ হলে মহাপুরুষের চরণ দর্শন করে ভোগ দিবেন। হেমেনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ব। দেখি উনি কি উপদেশ দেন।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার দাস, বি, এ, বি, টী।

কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার।

বিগত ২২। ২৩এশ ভাদ্র, ২৪ পরগণায়, ক্যানিং টাউনে “কাট কামরায়” একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। মাণিকতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রাহা বর্ম্মণ মহাশয়ের যত্নে কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় ঐ স্থানে গমন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বসু মহাশয় ঐ সভার সমুদয় উদ্যোগ আয়োজন করেন। স্থানীয় কায়স্থবৃন্দ এবং Port Canning & Co. নামক আফিসের বিভিন্ন স্থানবাসী কর্ম্মচারীগণ

গ্রাম সকলেই এবং কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও বিশিষ্ট মুসলমান ও অন্যান্য জাতীয় লোক এই সভায় যোগদান করেন। প্রচারক মহাশয় তিন ঘণ্টা কাল অতি ওজস্বিনী ভাষায় "আর্য্যধর্ম্ম ও কায়স্থ জাতি" সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। কয়েক জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। বহু তর্কবিতর্কের পর ব্রাহ্মণগণ নিরস্ত হইয়া প্রস্থান করেন। এবং প্রশ্নকারী-কায়স্থের সকল সন্দেহ দূরীভূত হয়। আগামী ৺পূজার সময় সকলেই আর্য্যজাতির নিদর্শন যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অতঃপর উক্ত সভায় যে সমস্ত বিশিষ্ট মুসলমানগণ যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রচারক মহাশয়ের মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

২। বিগত ২৭শে ভাদ্র কলিকাতা, নিমতলায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের বাটিতে একটি জাতীয় সভার অধিবেশন হয়। সভায় ফরিদপুর, ২৪ পরগণা এবং যশোহরের কতিপয় বিশিষ্ট কুলীন কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় তিন ঘণ্টা কাল "শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও উপনয়নের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বলিত বক্তৃতা করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ফরিদপুর ও যশোহরের জঙ্গলমান গ্রামে যাইবার জন্য তাঁহারা প্রচারক মহাশয়কে অনুরোধ করেন। "মরা গরু কি ঘাস খায়, 'পৈতা ত একগাছা সুতা' প্রভৃতি তর্কের বিরুদ্ধে প্রচারক মহাশয় এরূপভাবে শাস্ত্রযুক্তি সম্মত মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন যে প্রশ্নকারীরাই সন্তুষ্টচিত্তে সত্বর উপনীত হইবেন এবং যাহাতে স্বজাতিমধ্যে এই বিষয় প্রচার হইয়া কায়স্থের জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা পায়, তাহার চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হন।

শ্রীফণীভূষণ রায় বর্ম্মণ।

রাও রতন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ১৩২৩ আশ্বিন)

নানা ধর্ম্মাবলম্বী, নানা জাতীয় মানবের আবাস ভূমি, নানা রাজ্য প্রদেশাদি সমন্বিত সুবিশাল ভারতবর্ষে, অর্দ্ধ শতাব্দী সময় সগৌরবে রাজ্য শাসন পূর্ব্বক সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় রাখিয়া, ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫ই অক্টোবর, সম্রাট্ আকবর শাহ লোকান্তরে গমন করেন। তিনি মোগল সম্রাটগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চতুর, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। বাস্তবিক, তিনি যেরূপ অমায়িক, মিষ্টভাষী, ধীর, দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণ, কর্ত্তব্য অবধারণে তৎপর ও মিতাচারী ছিলেন ;—সর্ব্বকার্য্যদক্ষ, অধ্যবসায়শীল, বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী এবং গুণগ্রাহীও সেইরূপ ছিলেন। বল প্রকাশ না করিয়া কৌশলে কার্য্যসিদ্ধির উপায় অবলম্বন করিতেন। সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিই তিনি সমদর্শী ছিলেন। হিন্দুদিগকে (ক) প্রধান প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সম্যক্ সমর্থ হইয়াছিলেন। পরাজিত দুর্ব্বল হিন্দুরাজগণকে কারারুদ্ধ বা নিধন না করিয়া, প্রায়শঃ তাঁহাদিগকে করদ বা আশ্রিত নরপতি স্বরূপ তাঁহাদিগের নিজ নিজ রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, স্বীয় উদার হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেন। এই মহানুভবের লোকান্তর প্রাপ্তির পর, তাঁহার পুত্র সেলিম, জাহাঙ্গীর (খ) নাম ধারণ পূর্ব্বক

(ক) হিন্দু শব্দের অর্থ—ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি। পূর্ব্বকালে অপরাপর অনেক দেশ ভারতবর্ষের সীমাভুক্ত ছিল। কেহ কেহ কহেন—হিমালয় ও বিন্দু (প্রসিদ্ধ সরোবর বিশেষ) এই দুইটী শব্দের যথাক্রমে আদ্য ও অন্ত্য অংশ গ্রহণ করিয়া 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্দু সরোবর পর্য্যন্ত সমুদয় ভূ-খণ্ডই হিন্দুদিগের বাসস্থান। অপর একদল বলেন—পারসীকেরা 'সিন্ধু' কথাটীকে 'হিন্দু' এই রূপ উচ্চারণ করিত। এই জন্য সিন্ধু প্রদেশবাসী আর্য্যগণও, তাহাদের দ্বারা 'হিন্দু' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। লেখক।

(খ) জাহাঙ্গীর অর্থ—ভুবনশব্দের অধিজয়ী। লেখক।

পিতৃপরিত্যক্ত ভারত সিংহাসন অধিরোহণ করেন। সম্রাটের সিংহাসন অধিকৃত করিয়াই তিনি স্বীয় পুত্র পারবেজকে দক্ষিণাবর্ত্তের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। পারবেজকে বুরহানপুর নগরে অভিষিক্ত করিয়া তিনি পুনর্ব্বার উত্তর প্রদেশে গমন করিলেন। পারবেজের এই গৌরবান্বিত উচ্চ পদ লাভে সকলেই সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু একমাত্র রাজকুমার খুরম্ ইহাতে যৎপরোনাস্তি কাতর, মর্ম্মাহত ও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। প্রবল ঈর্ষার একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পারবেজের বিরুদ্ধে সত্বরেই একটি নিগূঢ় ষড়যন্ত্র করিয়া, অল্পকাল মধ্যেই পারবেজের প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। কিন্তু এই গর্হিত, ঘৃণিত দুষ্কার্য্য করিয়াও তিনি নিরস্ত না হইয়া, স্বীয় পিতৃদেব সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত গোপনে আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মোগল রাজ্যমধ্যে নানা প্রকার অন্তর্বিপ্লব সমুদ্ভূত হয়। সুপ্রসিদ্ধ অম্বর প্রদেশের কোন এক রাজদুহিতার গর্ভজাত পুত্র বিধায়, খুরম্ রাজপুত রাজগণের অতিশয় স্নেহ ও করুণার পাত্র ছিলেন। সেই সকল রাজগণের সাহায্য প্রাপ্ত খুরম্ অবিলম্বেই পিতৃদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। দ্বাবিংশতি জন রাজপুত নরপতি ইঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। অল্পকালমাত্র পরলোকগত বুন্দীপতি হাররাজ রাও ভোজের উপযুক্ত বংশধর বুন্দীশ্বর রাও রতনই সম্রাট্ পক্ষে সম্মিলিত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে রাজ্য মধ্যে ভীষণ বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া অত্যন্ত ধ্বংসস্রোতঃ বহিতে লাগিল, উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্রাট্ জাহাঙ্গীর বুন্দীরাজ রাও রতনকেই প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিয়া, বিদ্রোহ দমনার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। হারবীর রাও রতন কার্য্যকুশল, সংগ্রামবিশারদ, তেজস্বী ও পরম রাজভক্ত ছিলেন। সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ তিনি তদাদেশ পালনে তৎপর হইলেন। [illegible], মধুসিংহ ও হরিসিংহ (বিখ্যাত [illegible]জী) নামক তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিদ্রোহীদল দমনার্থ সত্বরে বুরহানপুর নগরে গমন পূর্ব্বক বিদ্রোহীগণের সম্মুখীন হইলেন। অচিরাৎ উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই মহাহবের ভীষণ ব্যাপার পরিদৃষ্টে বুন্দীর ভট্ট কবিগণ এ সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর গাথা রচনা করিয়াছিলেন অদ্যাপি উক্ত প্রদেশের সর্ব্বত্রই ঐ গাথা শ্রুত হইয়া থাকে। তাহা এই—

"সর্ ওয়ার্ ফুটা, জল্ বহা,
আব্ কিয়া কর্ হো যতন্ ?
যাতা গড় জাহাঙ্গীর কা,
রাখা রাও রতন্।"

অর্থাৎ সরোবরের বাঁধ ভগ্ন হইয়া জলরাশি বাহির হইয়া গেল; এখন আর এ বিষয়ে চেষ্টা বা যত্ন করা বৃথা। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের গড় ভাসিয়া যাইতেছিল, একমাত্র রাজা রাও রতনই সযত্নে তাহা রক্ষা করিলেন।

রাও রতন সদলবলে বুর্হানপুর নগরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহিগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; সেই বিষম সংগ্রামে বিদ্রোহিদল সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। এই ভীষণ যুদ্ধে রাও রতন অত্যদ্ভুত রণকৌশল ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার উপরি উক্ত দুইটী পুত্রই এই যুদ্ধে সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিল। বুর্হানপুরের এই যুদ্ধ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ১৬৩৫ সম্বতে, কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে, মঙ্গলবাসরে সংঘটিত হইয়াছিল। এই ভীষণ রণে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়া জাহাঙ্গীর সম্রাট্ সদনে সমুপস্থিত হইলে এই সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত তিনি রাও রতনকে বুর্হানপুর নগর উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। রতনের দ্বিতীয় পুত্র মধুসিংহ বিখ্যাত কোটানগর এবং তৎসংলগ্ন সমুদায় ভূ-খণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। মধুসিংহের উত্তরাধিগণ পুরুষপরম্পরা এই রাজদত্ত ভূসম্পত্তি সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন। মধুসিংহের সময় হইতেই, ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'হারাবতী' রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীর মধুসিংহকে এতাদৃশ উচ্চ উপঢৌকনে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মধুর পিতা রাও রতন, সম্রাটের অত্যধিক উপকার করিলেও, তিনি বুন্দিপতির প্রতি তাঁহার কার্য্যানুরূপ কৃপা প্রদর্শন করেন নাই।

সুধীর রাও রতন যৎকালে সুবিস্তৃত বুর্হানপুর শাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি স্বীয় নামানুসারে রতনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন। ঐ সুন্দর নগরটী অদ্যাপি রাও রতনের নাম ও কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তৎকালে তিনি আর একটী লোকহিতকর ও অত্যাবশ্যক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া কেবল মাত্র যে মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পরিতুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন এমন নহে,

পরন্তু মিবারের মহারাণারও যথেষ্ট উপকার ও প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। দেবায়ুস খাঁ নামা মোগল রাজদরবারের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি, কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই মিবাররাণার একান্ত অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ব্যক্তি রাণার অধিকৃত মিবার রাজ্যে দুরন্ত দস্যুভাবে কালাতিপাত করিতেছিল। দেবায়ুস খাঁর উৎকট উৎপাতে সমগ্র মিবার রাজ্য উৎপীড়িত ও শান্তিশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেই দস্যুর ঘোরতর অত্যাচারে সমগ্র মিবার রাজ্যের নিরীহ প্রজাপুঞ্জ একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, কালবিলম্ব না করিয়া, বীরবর হাররাজ রাও রতন দেবায়ুস খাঁকে দমনার্থ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন, এবং অবিলম্বে সেই দুর্দ্ধর্ষ দস্যুকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া, তাহার কর-চরণ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করত বন্দীভাবে তাহাকে মোগল সম্রাটের সমক্ষে আনয়ন করিলেন। এই বিশিষ্ট বীরকার্য্যের কারণ সম্রাট্ জাহাঙ্গীর হারকুলপতি রাও রতনের উপর নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়া, উক্ত বীরের সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে এক দল অবৈতনিক নহবৎ বাদ্যও প্রদান করিলেন, এবং রাও রতন প্রকাশ্যভাবে কোন স্থানে গমন সময়ে সুন্দর দর্শন প্রকাণ্ড পীতপতাকা পরিধারণ পূর্ব্বক এক দল লোক তাঁহার অগ্রবর্ত্তী হইবে ও তাঁহার শিবিরের সম্মুখে শিখরে রোহিত বৈজয়ন্তী (গ) উড্ডয়মান থাকিবে, এই সম্মানেও সম্মানিত করিলেন। রাও রতনের বংশধরেরা আজিও উক্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই, ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

ভোজাত্মজ রাও রতন বুন্দির একজন সুযোগ্য অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণে, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করিত। রাজপুতের ন্যায় মুসলমানেরাও তাঁহার গুণরাশির পক্ষপাতী হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব সময়ে হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমানগণের নানাপ্রকার অত্যাচারে, হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাও রতন স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে ও নৈতিক শক্তি সহায়ে, সমগ্র হিন্দু জাতির ধর্ম্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হন নাই। হিন্দুধর্ম্মের এই অধঃপতন সময়ে রাও রতনই আর্ষ ধর্ম্মকে (ঘ) সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই মহানুভবের

(গ) এক প্রকার রক্তবর্ণ পতাকা। লেখক।

(ঘ) ঋষি-প্রণীত ধর্ম্ম। লেখক।

[illegible] এরূপভাবে কোন যবনই ইঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে [illegible] মুসলমান সম্রাটের একজন সামন্ত বা মিত্ররাজ্যের পক্ষে [illegible] [illegible] ক্ষমতার বিষয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজ্যরক্ষা [illegible] বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই সমগ্র হিন্দুজাতির হিতানুষ্ঠানে [illegible] করিয়াছিলেন। স্বজাতিবৎসল রাও রতন [illegible] [illegible] [illegible] হিতসাধন পারিল [illegible] বয়সে বুরহানপুর [illegible] [illegible] যুদ্ধে সাহায্য [illegible] মানবলীলা সংবরণ করেন। [illegible] গোপীনাথ, [illegible] এবং জগন্নাথ। [illegible] সেই সময়ে, সমগ্র [illegible] সম্মিলিত [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] উঠিয়াছিল। এরূপ সর্বজনপ্রিয় নরপতি হারকুল [illegible] [illegible] মহাপুরুষদের কীর্তিকাহিনী বুন্দির ইতিহাসে [illegible] [illegible] স্মৃতি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ [illegible]।

কবিতাগুচ্ছ।

হে মোর মানস সাগরের তীরে।
মোহনিদ তোর ভাঙিল কি রে ?
সঞ্চিত কত স্মৃতির রতন,
রাখিয়াছি তায় করিয়া যতন।
আজি সেই ব্রত কর সমাপন
আঁখির নীরে,—
সাগরের তীরে। ১

তরুণ অরুণ কিরণ রাশি,
তোমার আলয়ে পড়িছে আসি।
এখনো কি তোর রুদ্ধ দুয়ার?
স্নিগ্ধোজ্জ্বল ক্ষত্র শোভার
মহিমা রাশি,—
পড়িছে আসি। ২

ভেঙ্গে গেল ঘুম,—নীরব ধ্যান,
উলসি' বিলসি' নাচিল প্রাণ।
হেরিনু সহসা চক্ষু মেলিয়া,
উৎসব ক্ষত্র বিশ্ব ব্যাপিয়া,
আলোকে বাতাসে চলে'ছে ভাসিয়া
সুরভি ঘ্রাণ,—
মধুর তান। ৩

হৃদয়ে অসীম শকতি মাগি'—
নব জাগরণ স্বজাতি লাগি'?
নদী গেয়ে যায় মৃদু কল তান,
ভেসে আসে বায়ে বিহগের গান,
অলস অবস তবু মনঃ প্রাণ
উঠিল জাগি—
স্বজাতি লাগি।

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি

অতীত।২

এ সংসার বনানীর ছায়,-
কত সুধা-গন্ধ নিরমল
বিকাশিয়া উজল আভায়
ঝরিয়া পড়েছে ফুলদল। ১

কত দিন নিদাঘ সন্ধ্যায়
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভাস্কর,
চন্দ্রিকার ধীর প্রতীক্ষায়
রঞ্জিয়াছে চারু ওষ্ঠাধর। ২

দীপ্ত নিশীথের নিদ্রাকূলে
নিনাদিত সুদূর বাঁশরী,
শতদিকে শত তান তুলে',
জাগায়েছে বাসনা লহরী। ৩

দিনান্তের উদাস সমীর
সরসীর তরঙ্গ চঞ্চল,
ম্লান করি মোহন মঞ্জীর
শুকায়েছে ফুল্ল শতদল। ৪

সৃজনের প্রথম প্রভাতে
সামচ্ছন্দে বরেণ্য ভূমান্—
ত্রিদিবের সৌরভ-সম্পাতে
উঠেছিল শুভ্র ধ্রুব গান। ৫

ঋত্বিক্ সপ্তর্ষি স্মিতমুখে
দূর করি বিশ্বের বেদনা,
মত্ত ব্রহ্মানন্দ লভি সুখে
উদ্বোধিল চিন্ময়ী চেতনা। ৬

অকস্মাৎ উঠিল শিহার
শতশৃঙ্গ হিমাদ্রি অচল।
নন্দনের কুসুম মঞ্জরী
বিচুর্ণিত অলদ-কুন্তল। ৭

ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর
অনাহত ওঙ্কার ঝঙ্কার।
মর্ম্মরিল মরুত মন্থর,
সঙ্গীতের ক্ষুব্ধ পারাবার। ৮

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।
কুস্মীপাশা (যশোহর)

উচ্ছ্বাস।

দীনবন্ধো, এ ভাবে কাটিবে কতকাল,
হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে সতত যে বহ্নি জ্বলে
সে শিখায় পুড়ে আমি হতেছি অঙ্গার—
দয়াময়, এ ভাবে কাটিবে কতকাল। ১

অন্তশেষ, দগ্ধবক্ষ মরু সাহারার,—
হেন জীবন্মৃত দেহ পাবে কিহে কভু কেহ,
দেখিবে কি কারো বক্ষে হেন ক্ষত আর
এত দুঃখ এত কষ্ট এত হাহাকার।২

রোগ শোক জরা এই দুর্ব্বহ জীবন,
পারি না বহিতে আর, তবু একি ব্যভিচার,
কর্ণযুগে নাহি পাই করুণা তেমন,
কে আছে অভাগা হায়! আমার মতন?। ৩

তুমি বিনা নাহি কেহ করিতে আমারে স্নেহ
তাই ডাকি দীনবন্ধো, বিপদভঞ্জন,
পতিত পাবন তুমি, তাই তোমা ডাকি আমি,
দয়ার সাগর তুমি শান্তি-প্রস্রবণ,

তোমার ও পদছায়া পাইলে জুড়ায় হিয়া
তাই ডাকি, ছিন্ন কর কর্ম্মের বন্ধন,
পুরাও বাসনা মম, ওহে নারায়ণ । ৪

এত দুঃখ কষ্ট স'য়ে এত জ্বালাতন হ'য়ে
লভি যেন চিরশান্তি, ওহে নারায়ণ ।
দেখিয়া ও পদযুগ, জুড়াইতে দগ্ধ বুক
পাই যেন দয়াময় পতিতপাবন,
পারি যেন দেহ নাশে, শোভিয়া নবীন বাসে
হেরিতে বারেক সেই চারু চন্দ্রানন,
শ্মশানে রেখেছি যারে করি অযতন । ৫

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা ।

চামার কে ? ৪

ব্যাধ মুচি ঘৃণ্য বল নামটী চামার,
চর্ম্ম মাংস উপজীবী হেতু কি তাহার ?
মাংস হ'য়ে জনমেছ মাংস চর্ম্মে বাস,
মাংস ভেদি আসিয়াছ মাংসে পাও নাশ ।
মাংস চোষী জরায়ুজ ধরেছ আকার,
মাংস ঘর্ষি চিরকাল গেল যে তোমার ।
মাংস হয়ে মাংস খাও মাংসে রতি তোর,
মাংস মূর্ত্তি নরনারী মিলনে বিভোর ।
মাংস ব্যবসায়ী তুমি শ্বপচ চামার,
পুত্র কন্যা বিবাহেতে প্রমাণ তাহার ।
পশু পক্ষী মাংসজীবী ঘৃণ্য যদি এত,
তনয় বিক্রেতা দোষী বল হয় কত !

মাংস ছাড়িবার শক্তি আছে কি তোমার ?
প্রণব সাধন কর মর্ম্ম বুঝ তার।
দ্বিজ মুনি যোগী ঋষি মাংস ছাড়া যিনি
ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দে সাম্যভাবে তিনি।
ওঁ নারায়ণেতি—
চামার—
আমি।

ঠাকুর ঘরে কুকুর।৫

তুলসী চন্দন চুয়া কুসুম শোভিত,
ধূপ ধুনা গুগ্‌লের গন্ধে আমোদিত,
রঘুনাথ মন্দিরের শোভা মনোহর,
সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকর শান্তির আকর।
শ্রীরাম জানকী সনে ভরত লক্ষ্মণ
লবকুশ হনুমান পবন-নন্দন।
দেবগৃহে জ্বলে দীপ বিশুদ্ধ উজ্জ্বল,
সিংহাসনে স্থিত যত দেবতা মণ্ডল।
এক দেব ভিন্ন রূপ বিভূতি প্রকাশি,
অভয় শাসন দান করিতেছে হাসি।
প্রণমিতে দেবতায় দেবের মন্দিরে,
দেখিলাম অলিন্দতে শ্বানৈক প্রবীরে।
ঠাকুর মন্দিরে দেখি কুকুর শায়িত,
বিচলিত হ'ল মন হইলাম ভীত।
ঘৃণার কারণ নাই দেখিলাম ভেবে,
দেবগৃহ এই দেহ, দেখ সবে সেবে।
পরমাত্মা নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন,
প্রতি দেহ মন্দিরেতে করিয়া শয়ন।

দেবের মন্দিরেতে দেবতা না দেখি,
উচ্ছিষ্ট আমিষ বিষ্ঠা ভোজী শ্বাণ পেখি।
কামনা জড়িত অহং জীবাত্মা কুকুর,
অপবিত্র করিয়াছে যথায় ঠাকুর।
ঠাকুরের ঘৃণা নাই সর্ব্বগত তিনি,
ঘৃণিত বলিয়া আমি ঘৃণাভাব আনি।
কুকুরের দোষগুণ দেখিনু ভাবিয়া,
আমা হ'তে হীন নয় পাইনু বুঝিয়া।
শীঘ্র আসে ভাঙ্গে নিদ্রা অন্নভোজী শ্বাণ,
প্রভুভক্ত নাহি জানে অপমানে মান।
যথাকালে ঋতু মত মৈথুনের চেষ্টা,
প্রভু ভক্তি নষ্ট কিন্তু মাংস খণ্ডে লোভটা
ভাঙ্গে না আমার নিদ্রা জড়ের মতন,
চৈতন্য প্রভুকে ছাড়ি মাংস-লোভী মন।
স্বজাতি বিদ্বেষী আমি কুকুরের মত,
নীচ স্বার্থ অহং ভাবে ডাকি অবিরত।
হৃদয়ে না স্থান দেই প্রভুকে কখন,
অকৃতজ্ঞ হয়ে মোর হয়েছে পতন।
শব মাংস ভক্ষণেতে কুকুরের লোভ,
সদ্য মাংস বিনা মোর নিদারুণ ক্ষোভ।
জীবাত্মাই প্রকাশেতে মন বিদ্যমান,
জয় করি রাখ তারে করি হনুমান।
বানর-মানস জয়ে অহং ভাব হনু,
সোহং ভাব আত্মারাম পূজিবেক তনু।
জ্ঞান প্রেম দয়া সহ্য দীনতা প্রসূন,
পুষ্প দিয়া পূজ দেবে ভাব পুনঃ পুনঃ।
অহং ভাব সারমেয় দূর করি দাও,
সোহং ভাব আনি দেহ-মন্দিরে বসাও।

সর্ব্ব ঘটে প্রভু মোর আমি মাত্র কামী,
ভুল বুঝে ভুল জেনে মত্ত ভবে আর।
সাধন সাধন কর জ্ঞান মান তার,
নিদ্রাঘোরে মিছে কাজে শুধু দিন যায়।
আত্মজ্ঞান লাভ করি নিজ ভাবে থাক,
ব্রহ্মময় এই বিশ্ব জেনে ধরে রাখ।
সৎ-চিৎ আনন্দেতে ভরা এ ভুবন,
অহং ভাবে মায়া সেবি দুঃখী অকারণ।
নীচ কর্ম্ম অনুরাগে ত্যজ মন,
জ্ঞান-সূর্য্য প্রেমচক্ষে কর দরশন।
সর্ব্ব ঘটে এক আত্মা বলে কুলগুরু,
কারে নিন্দা কারে বন্দ হয়ে ধীর ভীরু।
সতী শিব জেনে জল এক পাত্রে রয়,
সোহং ভাব অহং ভাব দ্বিবিধ্যে নয়।
এক ভুলে সর্ব্বনাশ করিয়াছ মন,
প্রভুকে ভুলিয়া মিছে কর আস্ফালন॥

ওঁ

অধমাধম ঠাকুর দাসের—
কুকুর মহাশয়।

হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠতা।

কোন দুই জাতির এক জাতীয় [illegible] তুলনা করিলেই জাতীয় প্রকৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা হিন্দু মুসলমান এই ভারতবর্ষে প্রতিবাসী ভাবে বহু দিন বাস করিয়া আসিতেছি। ব্যক্তিগত ভাবে হিন্দু মুসলমানে বহু স্থানে সৌহৃদ্য বিদ্যমান থাকিলেও জাতিতে জাতিতে [illegible]

প্রকৃতির অসামঞ্জস্য। এক জাতীয় কার্য্যের সমাধানেও উভয় জাতির কত বিভিন্নতা, হৃদয়ের কত অসমতা। মুসলমান যেন সর্ব্বদাই রজঃগুণ ... হিন্দুর রজঃগুণের উপর সর্ব্বদাই যেন সত্ত্বগুণ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আ... উভয় জাতির এক শ্রেণীর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ উভ... জাতির প্রকৃতির পরিচয় লাভ করুন।

প্রথম আদর্শ

পুরাকালে এক বাদসাহের রাজত্বে হাতেম নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় দাতা, তাঁহার ন্যায় আতিথেয়, তাঁহার ন্যায় সাধুসজ্জন, তদানীন্তন কালে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না বলিলেই হয়। বাদসাহও আপনাকে দানশীলাগ্রগণ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। একদা বাদসাহ বহু ভিখারীকে অর্থ বিতরণ করিতেছিলেন। তাঁহার যশোগানে গগন মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, সকলের মুখেই এক কথা—"বাদসাহের মত বদান্য আর দুনিয়ার জন্মে নাই।" কিন্তু একটী নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ ভিখারী বলিল—"বাদশাহ, হাতেমের তুল্য ন... নহে।" বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন, 'সে হাতেম কে?' হাতেম তাঁহারই রাজ্যের একজন প্রজা যখন ... জানিতে পারিলেন তখন ... লোচনে তাঁহার যশের প্রতিদ্বন্দ্বী দাতা-প্রধান হাতেমের ছিন্ন শির যে আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। গ্রামে ... নগরে নগরে পুরস্কারপ্রার্থীগণ হাতেমের অনুসন্ধানার্থ ...র্গত হইল। জনৈক পুরস্কারপ্রার্থী অনুসন্ধান করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগত দর্শনে হাতেমের গৃহেই অতিথি হইল। হাতেমকে সে জানিত না—হাতেমকে সে চিনিল... হাতেম দেবোচিত হৃদয় লইয়া অতিথি সংকার করিলেন—অতিথি বিমুগ্ধ ... প্রভাতে অতিথি বিদায়-প্রার্থী হইলে হাতেম তাহাকে আহারাদি অন্তে ... জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তখন অতিথি, হাতেম সম্বন্ধীয় বাদ... আদেশের কথা হাতেমকে বলিয়া দ্রুত গমনোদ্যত হইল। হাতেম আত্মপরিচয় দিয়া অতিথির সম্মুখে আতিথ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার উদ্দে... শিরচ্ছেদের জন্য মাথা পাতিয়া দিলেন। অতিথি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই... তাহার হস্তের অসি হাতেমের শিরে পতিত হইল না। অত...

বাদশাহ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে হাতেমের প্রতি সদয় হইলেন—শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন।

দ্বিতীয় আদর্শ।

প্রাচীনকালে জানশ্রুতি নামে এক হিন্দুরাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় দাতা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এক দিন একদল হংস জানশ্রুতি রাজভবনের সন্নিকট দিয়া গমন করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, "জানশ্রুতির ন্যায় বদান্য পৃথিবীতে দুইটী নাই।" কেহ কেহ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"না হে না, জানশ্রুতি রৈক্কের সমকক্ষ নহে।" রাজা জানশ্রুতি ইহা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। বহু ধন রত্ন পশ্বাদি ও সালঙ্কারা পরমাসুন্দরী এক কন্যা রৈক্ককে দান করিবার জন্য তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ঋষি রৈক্ক জানশ্রুতি প্রদত্ত ধন রত্ন পশ্বাদি গ্রহণে অসম্মত হইলেন, পরিশেষে কন্যারত্ন গ্রহণ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান না করিয়া পারিলেন না। রৈক্ক জানশ্রুতির দান গ্রহণে তাঁহার ক্ষোভ বিদূরিত করিলেন।

মুসলমান বাদসাহ আপনার যশের প্রতিদ্বন্দ্বী দাতাকে ইহ সংসার হইতে অপসারিত করিয়া আপন সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা বজায় রাখিতে অভিলাষী হইলেন। হিন্দুরাজা ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু ঘৃণিত উপায় অবলম্বনে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না—তিনি দানের দ্বারা রৈক্ককে পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। হিন্দুর চরিত্রাদর্শ এইরূপই উন্নত ছিল। হিন্দু সহিষ্ণু ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বীকে কর্ম্মবলে পরাস্ত করিবারই প্রয়াসী হইত। অধুনা যে হিন্দুজাতিতে নরহত্যা সংসাধনে কিয়ৎ পরিমাণে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে পূর্ব্বে এরূপ ছিল না—যুদ্ধ ব্যতীত নরহত্যায় তাহারা ঘৃণা প্রকাশ করিত। হিন্দু-প্রকৃতির এ বিকৃতি শুধু হিন্দু আদর্শের অনুকরণ ও আলোচনার অভাব হেতু। আচারভ্রষ্ট হিন্দু! তোমার আদর্শের উচ্চতা ও মূল্য হৃদয়ঙ্গম কর—পূর্ব্ব গৌরব উদ্দীপ্ত হইবে। প্রতিবাসী জাতিকে তোমার উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত কর। এক দেশে এতকাল পাশাপাশি বাস সত্ত্বেও মিশামিশ না হওয়া অশান্তির কথা। আদর্শের একতা ও হৃদয়ে

সমতা হইলেই মিলনের অন্তরায় অন্তর্হিত হইবে,—মিলন হইবে। পরের অনুকরণেই তোমার অধঃপতন। অধঃপতনের প্রতিরোধ করিয়া হিন্দুনাম সার্থক কর। (ক)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

(ক) তুলনা করিলে, কোন কোন স্থানে মুসলমান-আদর্শ হিন্দু-আদর্শ হইতে উচ্চতর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আজ প্রায় ১০ বর্ষ অতীত হইল, কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি ফরিদপুর অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমায় গিয়াছিলাম। মাদারীপুর মসজিদ নদীর ঘাটে আমার নৌকায় একজন মুসলমান বন্ধুর সহিত উপবিষ্ট ছিলাম। বেলা অবসান প্রায়—আমার উক্ত মুসলমান বন্ধু তাঁহার আলবোলায় তামাক খাইতেছিলেন। একজন মুসলমান ফকির অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করত ধীরে ধীরে আমাদিগের নৌকার নিকট নদীতীরে উপবেশন করিল; ভিক্ষার্থী দেখিয়া তাহাকে একটী পয়সা দিলাম সে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানেই বসিয়া রহিল। আমি বলিলাম,"ফকির দেওয়ান, ভিক্ষা পাইয়াছেন, আর বসিয়া কেন?" ফকির কহিলেন "খোন্দকার সাহেবের তামাক খাইতে ইচ্ছা করি" বলিবামাত্র সেই উচ্চপদস্থ মৌলবী তাঁহার হাতে থাকা আলবোলা ফকিরকে দিলেন। ফকির মুখনলটী খুলিয়া লইয়া প্রাণ ভরিয়া তামাক সেবন করত মুখনলটি যথাস্থানে রাখিয়া মৌলবী সাহেবকে উহা প্রত্যার্পণ করিয়া চলিয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এ দেশের মধ্যে একজন খোন্দকার বংশীয় উচ্চপদস্থ মুসলমান; আপনি এই অপরিচিত দরিদ্র ফকিরকে আপনার নিজের হুকার তামাক খাইতে কি প্রকারে দিলেন?" তিনি হাস্যমুখে বলিলেন,"আমরা মুসলমান একজাতি, বাদসা হইতে ফকিরের মধ্যে কোন বৈষম্য নাই।" ইহা কি একটী উচ্চ আদর্শ নহে? হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণকে তামাক দিলে, হুকাটী ব্রাহ্মণের কি না, না জানিয়া তিনি উহা সেবন করেন না। এই বর্ণগত জাতিভেদ হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতেছে। হিন্দু যখন স্বাধীন ছিল, তখন বর্ত্তমান কালের ন্যায় জাতিভেদ তাহাদের মধ্যে ছিল না—তাহারা সকলেই এক ছিলেন।

সম্পাদক।

দেশ-সেবা। [ক]

(গল্প)

অধ্যাপক বসু মহাশয় যখন তাঁহার চোগাচাপকান আচ্ছাদিত বিশাল বপুটীকে ব্লাকবোর্ডের সন্মুখে স্থাপিত করিয়া "সমীকরণের" জটিল প্রশ্নগুলি আমাদিগকে বুঝাইতে আরম্ভ করিতেন, তখন দেখিতে পাইতাম, আমাদের একজন সহপাঠী এক কোণে বসিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণের মরক্কো চর্ম্মাবৃত পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। এক দিন দু'দিন নয়, অনেক দিন লক্ষ্য করিয়াছি. তিনি অঙ্কের ঘণ্টায় শুধু ঐ পুস্তকখানি পাঠ করিতেন। অনেক দিন মনে করিয়াছি তাহাকে ঐ পুস্তকটীর কথা জিজ্ঞাসা করিব। একদিন ইচ্ছা করিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম, এবং অতি সন্তর্পনে পুস্তকের নামটি পড়িয়া ফেলিলাম। কাল মলাটের উপর সোনার জলে লেখা 'অশোক গুচ্ছ।' সুবিখ্যাত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোক গুচ্ছের' বিজ্ঞাপন মাসিক পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম। একদিন ছুটির পর সহপাঠী ভদ্রলোককে বলিলাম, "মহাশয়, আপনার এই বইখানা আমাকে ধার দিতে পারেন?" তিনি বলিলেন "বেশ, নিয়ে যান, কিন্তু মনে করে কাল ক্লাশে নিয়ে আসবেন।" আমি সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক পুস্তকখানি বাসায় আনিলাম, এবং রাত্রি জাগরণ করিয়া আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিলাম।

পর দিন ধন্যবাদের সহিত পুস্তকখানা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন দেখি, আপনার কোন্ কবিতাটী বেশ ভাল লেগেছে?" আমি বলিলাম, "কেন? ইহার সকল কবিতাই উত্তম। দেবেন্দ্র বাবু একজন উচ্চশ্রেণীর কবি। তাঁহার রচনা আমি খুব পছন্দ করি।" ভদ্রলোক বলিলেন, "মহাশয়, আজ হ'তে আপনি আমার বন্ধু হলেন, আপনার মত ঠিক আমারই মতের ন্যায় দেখছি। আচ্ছা বলুন দেখি এই যে 'বিধবার আরসী' কবিতাটী, এর মূল্য লক্ষ টাকা নয় কি? আর্ত্তের প্রতি এরূপ আন্তরিক

[ক] সত্য ঘটনা মূলক গল্প। লেখক।

সমবেদনা আছে ব'লেই ত লোকে কবিকে এত শ্রদ্ধা করে। দেখুন, আমি প্রত্যহ এই কবিতাটী পাঠ করি।" আমি বলিলাম, "তা বেশ, কিন্তু বইখানা প্রত্যহ কলেজে আনেন কেন?" বন্ধুবর উত্তর করিলেন,"কলেজের ঘণ্টাগুলি, বিশেষতঃ এই অঙ্কের ঘণ্টাটী বড়ই নীরস বোধ হয়, একটী ঘণ্টা যেন একটী দিন বলে বোধ হয়, "একনাই 'কাব্যামৃত রসাস্বাদ' গ্রহণ ক'রে থাকি।" আমি বলিলাম, "সে ত উত্তম কথা, কিন্তু পরীক্ষাও যে পাশ কর্ত্তে হবে।" তিনি বলিলেন "তা বাঙ্গালীর পরীক্ষা পাশ করাই ত জীবনের লক্ষ্য, কিন্তু সেটা ক্রমে হবে যাবে, আপাততঃ কাব্যালোচনা করা যাউক।"

যথাসময়ে ফাষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা হইয়া গেল। আমি কায়ক্লেশে সে অতল জলধিতে কূল পাইলাম,কিন্তু আমার কবিবন্ধু তাহাতে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, ক্রমে বি, এ পাশ করিলাম, কিন্তু কাব্য-কাননের সেই রসিক-ভ্রমর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতেই রহিয়া গেলেন।

* * * * * *

তার পর দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে; পোণে ষোল আনা বাঙ্গালী যুবকের যে গতি, আমারও তাহাই হইয়াছে—অর্থাৎ দস্তুর মত সংসারী হইয়া ছা-পোষা বাঙ্গালী বাবুতে পরিণত হইয়াছি। পাঠাবস্থায় যাহারা অন্তরের নিকটতম ছিল, এখন তাহারা দূরতম প্রদেশে স্থান হইয়াছে। সংসার চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া অর্থগুমগুলাকার রজত বিকাশকেই একমাত্র কাম্যবস্তু বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছি। আমার বর্ত্তমান জীবন নিতান্ত গদ্যময় বলিয়া অন্তরে কবিতার বীণা একেবারে নীরব হইয়াছে। কবিতা বা কবিবন্ধুর কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছি।

কার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের অনেক জেলায়ই ঘুরিয়াছি। বাঙ্গালীর চির সহচর ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণ দেহযন্ত্রটাকে কীটদষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় অন্তঃসার-শূন্য করিয়া দিয়াছে। দৃষ্টিহীনতা, কেশের অকাল-পক্কতা প্রভৃতি বাঙ্গালীর অকালবার্দ্ধক্যের যতগুলি লক্ষণ আছে, তাহা আমার শরীরে প্রকাশ পাইতেছে। এ অবস্থায় একবার তিন মাসের ছুটী লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইলাম। এক ঢিলে দুই পাখী মারিব বলিয়াই অর্থব্যয় করিয়া পশ্চিমে গেলাম। স্বাস্থ্য-লাভ ও তীর্থদর্শন এক যাত্রায় উভয় ফলই লাভ হইল।

ছুটির দিন ফুরাইয়া আসিল, আমিও তল্পিতল্পা গুছাইয়া গৃহ-যাত্রা করিলাম। রেলগাড়ীতে দুই রাত্রি ক্রমাগত জাগরণ ও দুই দিন অর্দ্ধাশন করিয়া কলিকাতা পৌঁছিলাম। এক বন্ধুর গৃহে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া, অতি প্রত্যূষে শিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া চাঁদপুর মেলে আরোহণ করিলাম। গাড়ী সাতটায় ছাড়িবে,—এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা বাকী আছে। প্রাতঃকাল, বড় কুয়াসা করিয়াছে, শীতও বেশ পড়িয়াছে। আমি একখানা ইণ্টার ক্লাশের কামরায় চড়িয়া কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলাম। বড়দিনের ভিড় বলিয়া ইণ্টার ক্লাশে তৃতীয় শ্রেণীর চেয়েও জনতা হইয়া উঠিল। আরোহীরা সকলেই ভদ্রলোক, সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া উঠিতে হইল। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, গার্ড তাহার বাঁশী বাজাইলেন।

এমন সময় একজন ভদ্রলোক ঝটিতি আমাদের কামরায় ঢুকিয়া পড়িলেন; কিন্তু স্থানাভাব দেখিয়া তিনি গাড়ীর সম্মুখস্থ গলিতে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটীর আকৃতি বেশ সভ্য-ভব্য, মুখমণ্ডল দাড়ি-গোঁপ মণ্ডিত, নাসিকার উপরে স্বর্ণফ্রেমে চসমা। এ দারুণ শীতেও র‍্যাপারখানা ভাঁজ করিয়া গলায় বাঁধিয়াছেন। শরীরে মাত্র একটী ফ্লানেলের সার্ট, পায়ে মোজা! মস্তক আবরণ শূন্য, দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি সর্ব্বদা হ্যাট্ ব্যবহার করেন, কেশের উপরে যেন একটা গোল দাগ পড়িয়াছে। আমরা পৌষ মাসের শীতে এক প্রকার জড়সড় হ'য়ে আছি, কিন্তু এই ভদ্রলোকের পোষাক পরিচ্ছদ, চলনভঙ্গী, এবং ততোধিক তাঁহার শান্ত সমুজ্জ্বল মুখচ্ছবি স্পষ্টই যেন বলিয়া দিতেছিল যে তাঁহার মনটী বড়ই তাজা, শোণিত প্রবাহে একটুকুও ভাটা পড়ে নাই।

আমার সম্মুখস্থ বেঞ্চে একজন ভদ্রলোক অতি মনোযোগের সহিত একখানা ইংরেজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি উহা বেঞ্চে রাখিয়া ব্যাগ হইতে একটী আরসী বাহির করিলেন, এবং কেশ শ্মশ্রু প্রসাধনে মনোযোগ দিলেন। এমন সময়ে বাহির হইতে পূর্ব্ববর্ণিত ভদ্রলোকটি কামরায় প্রবেশ করিলেন। আমি একটু সরিয়া চড়িয়া তাহার জন্য একটু স্থান করিয়া দিলাম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে সম্মুখ হইতে সংবাদপত্রখানা তুলিয়া উপরের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন গুলিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একটি বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করিয়া তিনি পত্রিকার অধিকারীকে বলিলেন, "মহাশয় আপনার কাগজটুকু হইতে এই অংশটুকু কেটে নিতে পারি কি? ইহা একটি বিজ্ঞাপন, কাগজের কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু আমার বিশেষ উপকার হ'বে।" অধিকারী কোন আপত্তি করিলেন না। পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া বিজ্ঞাপন টুকু কাটিতে কাটিতে ভদ্রলোক বলিলেন "আমি কাগজের ম্যানেজারকে চিঠি দিয়েছি, বিজ্ঞাপনের এই লাইন কটা তুলে দিতে, কিন্তু তারা এখনও ছাপ্‌ছে।" এই বলিয়া তিনি আমাকে তিনটি পংক্তি দেখাইলেন:—"The repair work is entirely done by American experts, and the materials are dictley imported from Europe and America" তারপর বলিলেন "আমরা আর বিদেশ হইতে জিনিষ-পত্তর আনি না, এ দেশেই প্রস্তত করি, আর মেরামতের কাজও দেশী মিস্ত্রী দ্বারা চালাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি মেরামতের কথা বল্‌ছেন?" ভদ্রলোক বলিলেন, "কেন? এই টাইপ রাইটার আর ডুপ্লিকেটিং মেসিনের কথা বল্‌ছি? আপনি Rattle & Coর নাম শুনেন নি কি?" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করিয়া আমার হস্তে দিলেন।

ভদ্রলোক বলিলেন, "দেখুন, আমাদের র‍্যাটল কোম্পানি টাইপ রাইটারের ব্যবসায় খুব নাম করেছে। গভর্ণমেণ্ট আফিসেও আমাদের মেসিন ব্যবহার হয়। আর আমরা যে নূতন প্যাটার্ণে Cyclostyle করেছি, তা যেমন দরে সস্তা, তেমনি টেক্‌সই। এই র‍্যাটল কোম্পানি আমার নিজের হাতে গড়া। কলেজের বিদ্যা আমার বেশী নয়। অবশ্য চাকুরী করে ৬০।৭০ টাকায় মার্চেণ্ট আফিসে ঢুকিতে পারিতাম। চাকুরী না করেছি তাও না। তারপর খবরের কাগজে রিপোর্টারি ক'রে বেশ দু পয়সার যোগাড় করেছিলাম। কিন্তু এক খবরের কাগজের ইংরেজ সম্পাদকই আমাকে ব্যবসায় কর্ম্মে পরামর্শ দেন। তাঁর উপদেশে এবং তাঁর সাহায্যেই আমি ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।"

আমি বলিলাম, "আপনি প্রথমে কি কারবার করেন, বল্‌তে কোন আপত্তি আছে কি?" ভদ্রলোক বলিলেন "প্রথম এক বৎসর কাগজের ব্যবসা করি। তার পর টাইপ রাইটারের কারবার খুলি। প্রথম প্রথম কেবল

মাত্র দরখাস্ত ও চিঠিপত্র টাইপ করিতাম। তখন দুইটি মেসিন নিয়ে কাজ আরম্ভ করি। অর্থের অভাবে নূতন মেসিন কিনিতে পারি নাই, পুরাতন মেসিন নিয়ে কাজ করেছি। উহা রীতিমত মেরামত করি এমন ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং বাধ্য হইয়া নিজেই মেরামতের কাজ শিক্ষা করি। তার পর টাইপের কাজ ছেড়ে, শুধু মেরামত নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি। পূর্ব্ব বর্ণিত সেই সদাশয় সম্পাদক মহাশয় আমাকে একজন আমেরিকাবাসী অংশীদার জুটাইয়া দেন। তিনি মেরামতের কাজ খুব ভাল জানিতেন। তিন বৎসর পর তিনি দেশে চ'লে যান। তখন হইতে আমি দেশী মিস্ত্রির সাহায্যে সকল কাজ চালাইতেছি। নিজে মিস্ত্রির কাজ বেশ জানি, কিন্তু কোন পুস্তক পড়ে কিছু শিখি নাই। নিজে হাতে কলমে সকলি শিখেছি। দেখুন, এই র‍্যাটল কোম্পানীকে দাঁড় করাইতে কত পরিশ্রম করেছি, তা আর কি বল্‌ব। সময় মত খেতে শুতে পারি নাই, দোকান ঘরেই অনেক সময় কাটিয়েছি। আমার একমাত্র মুরুব্বী সেই সম্পাদক মহাশয় বলিতেন, 'Work and it will pay' তাঁহার কথা আজ ধ্রুব সত্যে পরিণত হয়েছে।"

আমি বলিলাম, "আপনি কত টাকা মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন?" ভদ্রলোক বলিলেন "দেখুন, র‍্যাটল কোম্পানীর মূলধন আমার নিজের উপার্জ্জিত মাত্র তিন শত টাকা। আজ উহা পনর হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। আমার নিজের হাতে গড়া, দশ জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক-মিস্ত্রি খাটিতেছে। কেরাণীও তাহারা, মিস্ত্রিও তাহারা। বাঙ্গালী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট্‌ হয়ে পঞ্চাশ টাকার চাকুরীর জন্য দেশে-বিদেশ ঘুরিয়া মরে। আর আমার তিন জন মিস্ত্রি মাসে সাড়ে তিনশ টাকা বেতন পায়।"

ট্রেণের কামরাশুদ্ধ সকল যাত্রী মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতে ছিল। তাঁহার বাক্যে আত্মশ্লাঘার ভাব একটুকুও দেখিতে পাইলাম না। সকল কথাই যেন প্রাণের আবেগে সরলভাবে বলিয়া যাইতেছেন। যতক্ষণ তিনি ট্রেণে ছিলেন, আমরা তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনিও নিজের অভিজ্ঞতা হইতে অনেক কথা কহিলেন। "Dignity of labour" সম্বন্ধে তিনি যে সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা করিলেন, পুথি পড়িয়া তাহা পাওয়া যায় না। ব্যবহারিক শিল্প সম্বন্ধে তাহার গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম।

[নদী]য়া জেলার কোন এক ষ্টেশনে তিনি নামিয়া গেলেন। যাইবার [সম]য় নিজ নামাঙ্কিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কার্ড তিনি আমাদিগকে দিয়া গেলেন। [ত]াহার মুখ দেখিয়াই তাহা যেন পরিচিত, আমার নিকট এরূপ বোধ হইয়াছিল। [অ]তীত জীবনের পরিচিত মুখগুলির কোন একটীর সহিত যেন উহার সাদৃশ্য [আ]ছে, তাহা আমার মনোগতই বোধ হইতেছিল। তিন ঘণ্টা একত্র উপবেশন [কর]িয়াও লজ্জার অনুরোধে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই। [এখ]ন কার্ড খানী দেখিয়া তাঁহাকে বাস্তবিকই চিনিয়া ফেলিলাম। তিনি [নিশ্]চয়ই আমাদের সেই এফ, এ, ক্লাসের কবিবন্ধু, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ [রহ]িল না। কিন্তু যাঁহাকে একদিন লেখাপড়া বিষয়ে ঐরূপ উদাসীন দেখিয়া[ছি]লাম, আজ সেই যুবক এরূপ কর্ম্মপটু হইয়াছে! আর আমরা?

সেই পুরাতন মুখ খানা পুনরায় দেখিবার জন্য গাড়ীর জানালায় ঝুকিয়া [পড়]িয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। ভদ্রলোক যেন ষ্টেশনের মালঘর ছাড়িয়া সদর [রা]স্তায় গিয়া পড়িয়াছেন। দূর হইতে শুধু তাঁহার পীতবর্ণের র‍্যাপারখানা [দে]খা গেল।

শ্রীবসন্তকুমার দাস বি,এ,বি,টি।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।—শারদীয় পূজা সন্নিকট, এই সময়ে আমাদের [সম]স্ত দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। এজন্য আমাদের সানুনয় নিবেদন গ্রাহক [মহ]োদয়গণ দয়া করিয়া আপনাপন দেয় মূল্য সত্বর মণিঅর্ডার দ্বারা পাঠাইয়া [বা]ধিত করিবেন। এবং ভিঃ পিঃ গুলি যেন কেহই ফেরত না দেন। যুদ্ধে [কা]গজের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় এবং মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় বেশী হওয়ায় প্রতিভার [প]রিভন ছোট করা হইয়াছে। ইহাতেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কাগজ চালাইতে [হ]ইতেছে। যুদ্ধাবসানে কাগজের মূল্য কম হইলে প্রতিভার আকার পুনর্ব্বার [বর্দ্ধ]ন করা যাইবে।

১। রুসিয়া রাজ্যে প্রজা-তন্ত্র।—বিগত ১৬ই সেপ্টেম্বর রয়টর, রুসিয়ার [রা]জধানী পেট্রোগ্রাড হইতে সংবাদ দিয়াছেন যে রুসিয়াতে প্রজা-তন্ত্র শাসন [ঘো]ষণা করা হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব জার মহোদয়কে সপরিবারে সাইবেরীয়াতে [আ]বদ্ধ রাখা হইয়াছে। পেট্রোগ্রাডে ৫ জন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রীসভা সংগঠিত

হইয়াছে। মসিয়েকেরেন্স্কী প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। অন্যান্য সকলে কেহ বা সমর সচিব, কেহ নৌ সচীব, কেহ বা পররাষ্ট্র সচীব ইত্যাদি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সেনা ও শ্রমজীবীদিগের নায়কগণ রুষ সাধারণকে এবং সেনাগণকে শান্তি সংস্থাপন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

২। কায়স্থের প্রতি অত্যাচার।—আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার বিগত আষাঢ়-সংখ্যা বিবিধ প্রসঙ্গে ১৩২ পৃষ্ঠায় ফরিদপুর জিলান্তর্গত পাঁচ্চর হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত মত যে কায়স্থোপনয়ন এবং তজ্জন্য বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা উপনীত কায়স্থদিগের প্রতি যে অত্যাচার কাহিনী মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা মীমাংসার জন্য বন্ধুবর পাঁচ্চর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেন মহাশয়কে অনুরোধ করি। তিনি যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আমি প্রায় তিন বৎসর বাড়ী আসিয়াছি, দেশের সামাজিক বিষয়ে নির্লিপ্ত ভাবেই অবস্থান করিতেছি। পাঁচ্চর বন্দরগোলায় বহু সম্প্রদায়ের বাস, তন্মধ্যে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণই প্রধান। এমন কোন দলপতি নাই যিনি এই সমাজকে শাসনে রাখিতে পারেন। আপনি যে বিষয়ের ভার আমাকে দিয়াছেন তাহাতে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব এরূপ আশা নাই। তবে প্রকৃত অবস্থা ঘটিত বিবরণ লিখিলাম। উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে কোন মনোবাদ আরম্ভ হয় নাই। কায়স্থ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত জনৈক ব্যক্তি কোন প্রকার দোষ করায় তাহাকে শাসন করিবার জন্য এবং তাহার পক্ষীয় কয়েক জন কায়স্থ, যাঁহাদিগের কার্য্যে ব্রাহ্মণ সমাজ অপমানিত মনে করেন তাহাদিগের পৌরোহিত্য কার্য্য ব্রাহ্মণগণ ত্যাগ করায়, এই গোলমাল উপস্থিত। এই সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে তত আপত্তি করেন না। তাহারা বলেন যে, দোষী যজমানকে সমাজে চলন করিবার অভিপ্রায়ে স্থানীয় পুরোহিতকে পরিত্যাগ করত ব্রাহ্মণদী হইতে জনৈক পুরোহিত আনায় তিনি এই কায়স্থগণকে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন ; তদনুসারে কেহ কেহ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে দোষী ব্যক্তির সংস্রবে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে এই মনোমালিন্য ক্রমশঃ বিস্তারিত হয়। ফলতঃ, বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থগণ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সমাজের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি পাঁচ্চর নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় আমাদের সহিত

সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে স্থানীয় বৈশ্য সম্প্রদায়ের সহিত কায়স্থগণের কোন মনান্তর হয় নাই। কায়স্থ সমাজের কোন ব্যক্তি কোন প্রকার দোষ করে নাই। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপবীত দিতে অস্বীকৃত করায় গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। কায়স্থগণ বাধ্য হইয়া রাজনগর হইতে পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা মজুমদার মহাশয়কে আনাইয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী সামাইল গ্রামের শ্রীযুক্ত গুরুনাথ সরকার প্রমুখ কয়েক জন বিরোধী কায়স্থ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। আমরা আশা করি সমাজের মঙ্গলার্থে উক্ত সরকার মহাশয় অবিলম্বে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন।

৩। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতির বক্ষে বিগত ৩২শে আষাঢ় ফরিদপুর জিলান্তর্গত গৌরচর গ্রামে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হইয়া নিম্ন লিখিত চতুর্দ্দশ জন কায়স্থ যথা প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে আচার্য্য ছিলেন, মাইচাল নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়, তন্ত্রধার মিথিলানিবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত ঝাঁ, উদ্গাতা অধ্বর্য্য যথাক্রমে স্থানীয় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এই কেন্দ্র সংস্থাপনে যাহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভাঙ্গার উকিল প্রচার সমিতির স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত উমাচরণ ন্যায়রত্নের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

উপবীতীগণের নাম ও ধাম। ১ শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্র। ২ প্রভাসচন্দ্র গুহরায় ৩ প্রফুল্লকুমার গুহরায়। ৪ অম্বিকাচরণ বক্সী অধিকারী। ৫ সুরেন্দ্রনাথ বক্সী অধিকারী। সর্ব্ব সাকিন্ যাত্রাবাড়ী। ৬ যদুনাথ দত্ত। ৭ উপেন্দ্রনাথ দত্ত। ৮ মহেন্দ্রকুমার দত্ত। ৯ ডাক্তার সারদাপ্রসাদ মজুমদার। ১০ যদুনাথ বসু। ১১ উমেশচন্দ্র গুহ। ১২ রসিকলাল দত্ত। সর্ব্ব সাকিম গৌরচর। ১৩ শরচ্চন্দ্র দেব। সাং সরিপাবাদ। ১৪ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। সাং লস্করদিয়া।

৪। কায়স্থোপনয়ন।—দিনাজপুর হইতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় মহাশয় লিখিতেছেন—

বিগত ২৭শে ও ৩০শে শ্রাবণ, দিনাজপুরে আমার বাড়ীর ২টী কেন্দ্রে ৩৩জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের ব্যয়ে এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত

২৭শে শ্রাবণ দিনাজপুর জিলান্তর্গত বোলকেড় গ্রামে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাষ মহাশয়ের বাটীতে আর একটী ক্ষেত্রে মহারাজ বাহাদুরের ব্যয়ে এবং স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ২৮ জন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরকিশোর ভট্টাচার্য্য, রামগোপাল ভট্টাচার্য্য এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ উক্ত তিনটী ক্ষেত্রে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। স্থানাভাববশতঃ উপনীত কায়স্থগণের নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

৫। কৃষ্ণনগরের ... পুর হইতে পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—

"বিগত ১৭ই ভাদ্র রবিবার আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর ৺ গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার আদ্যকৃত্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২৯শে হইতে ৩১শে ভাদ্র তিন দিবস মহাশয় সবান্ধবে আমাদের কাশীপুরস্থ বাটীতে শুভাগমন করত জল গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যের সমাধান করাইবেন। কোন প্রকার লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ। ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।" শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী বহু দিবস পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্তা হইয়া শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। পরলোকগতা সাধ্বী মহিলার আত্মার সদ্গতির জন্য আমরা শ্রীভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করিতেছি এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির সান্ত্বনার জন্য আমাদিগের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

৬। উপনয়নের আবশ্যকতা।—যশোহর জিলান্তর্গত গ্রাম ও পোঃ রায়ড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বসু মহাশয় লিখিতেছেন :—

বর্ষাধিক পূর্ব্বে জনৈক পরিব্রাজক কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াও কোন সুফলপ্রাপ্ত হয়েন নাই। গ্রামস্থ কয়েকজন উদারচেতা যুবক গুরুজনদিগের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও উপনয়ন গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই। আমাদের রায়ড়া গ্রাম শৈলকুপা থানার অনতিদূরে কুমার নদীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রাম নিবাসী কায়স্থগণ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের পথপ্রদর্শক। তজ্জন্য আমরা গ্রামবাসী কায়স্থগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা সত্বর উৎসাহ সহকারে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন। আমরা রায়ড়া লাইব্রেরী হইতে একখণ্ড আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা ১৩২৪ সন হইতে গ্রহণ করিতেছি। গ্রামবাসী কায়স্থ মহোদয়গণ আমাদিগের পুস্তকাগারে আগমন পুরঃসর উহা পাঠ করিবেন।

৭। কায়স্থোপনয়ন।—কলিকাতা ১৯। ৩নং ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড,মাণিকতলা হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ রাহা দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—

বিগত ৩০শে শ্রাবণ উক্ত ঠিকানায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসু, কার্ত্তিকচন্দ্র দেব ও অমৃতলাল কর যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী ৺ পূজার সময় শতাধিক কায়স্থ উপনীত হইতে পারেন।

৮। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে মিঃ কিরণচন্দ্র দেব বাহাদুর চট্টগ্রাম বিভাগের কমিসনার পদে নিযুক্ত আছেন। দেশীয় সিভিলিয়নদিগের মধ্যে উক্ত পদ অতীব দুষ্প্রাপ্য। পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় উড়িষ্যা প্রদেশের কমিসনার ছিলেন, কিন্তু তিনি স্থায়ীরূপে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই। তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত [illegible] গুপ্ত, রাজসাহী প্রদেশের কমিসনারের পদে সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা আশা [illegible] দেব মহোদয়ের ন্যায় গুপ্ত মহোদয়ও উক্ত পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইবেন।

৯। প্রতিভার পাঠকগণ অবগত আছেন—মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড মহোদয়ের আদেশে শ্রীমতী বেসাণ্ড, মিঃ য়্যারণ্ডেল এবং মিঃ ওয়াডিয়া ভারতরক্ষা আইন অনুসারে নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রধান শাসনকর্ত্তার আদেশে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আগামী ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের বন্ধোপলক্ষে কলিকাতা নগরীতে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) অধিবেশন হইবে। তাহাতে উক্ত মহিমাময়ী মহিলা শ্রীমতী বেসান্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন। উক্ত মহাসমিতির প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে সভাপতির আসনে মনোনীত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে তিনি অনেক কার্য্য করিয়াছেন; ভারতের সামাজিক অবস্থা,অধঃপতিত শ্রেণীদিগের(Depressed classes)লাঞ্ছনা হিন্দুমহিলা-সমাজের প্রতি অবিচার এবং সর্ব্বোপরি জাতিগত বৈষম্যে দেশের মধ্যে যে অশান্তি বহ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, এই সকল বিষয় নিরাকরণ না হইলে পূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসন আমরা পাইতে পারি কিনা,তদ্বিষয় সকলের বিবেচনা করা আবশ্যক।

১০। ৺ সারদাচরণ মিত্র।—বিগত ভাদ্রসংখ্যা প্রতিভার শেষ ভাগে আমরা উক্ত মিত্র মহোদয়ের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছিলাম কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ উহা শেষ করিতে পারি নাই।—তিনি ৭০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া স্বদেশের জন্য সর্ব্বতোমুখী কল্যাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। কিন্তু সামাজিক সর্ব্ববিধ

উন্নতি বিষয়ে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। নানাবিধ ভাষা বৈষম্যে ভারতীয় হিন্দুজাতি মধ্যে বিষম অনর্থ উৎপাদন করিতেছিল। তজ্জন্য এক লিপি বিস্তারসমিতি সংস্থাপন করে তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য দেশ সমূহে একই ফরাসী ভাষা ব্যবহৃত হইয়া যেমন তাহাদিগের মধ্যে জাতিগত বৈষম্যের একত্ব সম্পাদন করিয়াছে, তদ্রূপ ভারতীয় হিন্দুজাতীর একত্ব সম্পাদন জন্য তিনি পরিবর্ত্তিত লিপি ভাষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে এই ভাষা যে প্রচলিত হইবে তদ্বিষয় কেহই সন্দেহ করেন না। অধঃপতিত জাতিগুলির উন্নতি সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। ভারতীয় কায়স্থ জাতিকে একসূত্রে পরিণত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় কায়স্থ মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য এবং পণ-প্রথার উচ্ছেদন করিবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে বিনা পণে বঙ্গজ সমাজে বিবাহ দিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতীয় কায়স্থজাতির মিলন জন্য তিনি যে কায়স্থ মহাসমিতির সংস্থাপন করেন, তাহা তাঁহার জীবনের একটী মহতী কীর্ত্তি। হাইকোর্টের বিচারকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তদীয় জীবনের অবশিষ্ট দশ বর্ষকাল বিশেষ পরিশ্রম সহকারে দেশের মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদারচেতা, মহাজ্ঞানী, কর্ম্মী ভারতে অতি বিরল। সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় অজাতশত্রু পৃথিবীতে অতি বিরল। তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য আমরা শ্রীভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, এবং তাঁহার বিয়োগে তাঁহার সন্তপ্ত পুত্রপৌত্রাদি ও আত্মীয় পরিজনবর্গকে আমরা কায়মনোবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছি। অলমিতি বিস্তারেণ।

১১। বিগত ৫ই আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যাকালে মনোমোহন নাট্যশালা মন্দিরে ৺ সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন। কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় পরলোকগত মিত্র মহোদয়ের গুণ কর্ম্মাবলী পরিত্যাগ করিয়া সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ বাহাদুরকে প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পরলোকগত সারদাচরণ মিত্রমহোদয়ের মৃত্যুতে এই সভা তাহাদিগের হৃদয়োত্থিত

গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার উন্নত চরিত্র, সামাজিক মঙ্গলার্থে তাঁহার স্বার্থত্যাগ এবং বিচারকার্য্যে তাঁহার নিরপেক্ষতা ও অপূর্ব্ব স্বাধীনতা সকলের একবাক্যে প্রশংসা করিতেছেন। এবং তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ করা অসাধ্য মনে করিয়া সকলেই শোকপ্রকাশ করিতেছেন। উক্ত প্রস্তাব একবাক্যে পরিগৃহীত হইলে সভাপতি মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উক্ত প্রথম প্রস্তাবের এক খণ্ড প্রতিলিপি তদীয় শোকাকুলিত পরিবারের সান্ত্বনা জন্য তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হউক।

১২। ভারতে শঙ্করাচার্য্য।—প্রতিভার বিগত ভাদ্র সংখ্যার ২১৯ পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দীর শেষ-ভাগে স্বামী শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাব কালে ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নিতান্ত নিষ্প্রভ ও জড়তা সম্পন্ন হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ও ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্ত প্লাবিত হয়।

হিন্দুধর্ম্মের এই অধোগতির সময়ে শঙ্করাচার্য্যের মহাপ্রভাব সম্পন্ন কর্ম্মশীল জীবনের বিরাট কম্পনে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। ভারতের চারিটি প্রধান স্থানে বৌদ্ধদিগের অনুকরণে তিনি চারিটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বারকায় যে মঠ স্থাপন করেন, তাহার নাম সারদামঠ। ভারতের দাক্ষিণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে যে মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন তাহার নাম সিঙ্গেরী মঠ। পুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধন মঠ এবং হিমালয়ের এক দুর্গম প্রান্তে বদরিকাশ্রম যাওয়ার পথে যোশী মঠ (জ্যোতি-র্মঠ) সংস্থাপিত হয়। এই চারিটী মঠ অদ্যাবধি ভারতে তাঁহার অমর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তীর্থ দর্শনোপলক্ষে আমরা কায়স্থ মহোদয়গণকে এই চারিটী মঠ প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করি। এই সমস্ত মঠে অদ্যাপি হস্তলিখিত কীটদষ্ট, জীর্ণ প্রাচীন গ্রন্থ অনেকগুলি আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সকল পুঁথির সাহায্যে প্রাচীন গুপ্ত সত্যকথা অনেক আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা দেশেরও অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে।

১৩। নমঃশূদ্রজাতি।—যশোহর জেলার অন্তর্গত উমেদপুর গুরু ট্রেনিং স্কুলের হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ হালদার মহাশয় লিখিতেছেন:—আপনার আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায় নমঃশূদ্রজাতির উন্নতিকল্পে কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। আমার বিশ্বাস মহামনা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় এ জাতির দুঃখদর্শনে আপনাদিগের অন্তঃকরণ বিগলিত হইয়াছে। আপনাদিগের দ্বারা এ জাতির যে উন্নতি হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। আমি নমঃশূদ্র; এ জাতি সম্বন্ধে

আমাদেরও বিশেষ ভাবে জানাইতে পারি। আমার বাসস্থান বরিশাল, বরিশালে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার নমঃশূদ্র বাস করিতেছে। আমি ও আমার সহকারীবর্গ সভাসমিতি করিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। আমরা যাহা করিব, তাহাতে ঢাকা, খুলনা, ফরিদপুর বাধ্য। শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সরকার মহাশয় আমার গ্রামবাসী। তিনি বহুকাল এ বিষয় আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। নেতার অভাবে আমরা কিছু সুযোগ পাইতেছি না। তবে জাতীয় শিক্ষার প্রসার বিষয়ে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বৃহৎ জাতিটি হিন্দু সমাজের একটী বৃহৎ অঙ্গ। ইহাকে ত্যাগ করিলে হিন্দুসমাজ অঙ্গহীন হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। আমরা আপনাদিগের সমাজ-দ্বারে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সমাজের নিকট ভিক্ষার্থী। আপনারা কৃপা করিয়া আমাদের অন্নচল করিয়া লউন। সংস্কারবিহীন অধঃপতিত পৌরাণিক চণ্ডাল জাতি হইতে আমরা অনেক শ্রেষ্ঠ। আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ শাস্ত্রানুসারে দশবিধ সংস্কার করিয়া থাকেন আমি প্রাচীন হইয়াছি কিন্তু আমার আশা ফলবতী হইতেছে না। আমরা কতকগুলি ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। যদি লিখিতে আদেশ করেন আরও জানাইতে পারি।

১৪। কায়স্থোপনয়ন।—পূর্ববঙ্গ কায়স্থসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত দেববর্ম্মা মহোদয় লিখিতেছেন:—বিগত ৭ই আশ্বিন পূর্ববঙ্গ কায়স্থ সভার উদ্যোগে ঢাকা, মাণিকগঞ্জ অন্তর্গত আটিপাড়া, মুষ্টিগ্রাম নিবাসী উকীল শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দাস রায় মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ছত্রধারী পাণ্ডে তার্কিকসিংহ মহোদয় আচার্য্য ছিলেন। উকীল মহাশয় ২।৩ দিনের মধ্যে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইবেন। অসংস্কৃত অবস্থায় তীর্থে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া উপনীত হইয়াছেন।

১৫। কায়স্থাচার্য্যের প্রতি অত্যাচার।—বিগত আষাঢ় সংখ্যা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় বিবিধ প্রসঙ্গে ৩ দফায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পত্রানুসারে যে ৩০ জন কায়স্থ মহাত্মার উপনয়ন সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে পাঁচের বন্দরখোলা নিবাসী বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। উক্ত মহেন্দ্র বাবু তাঁহার ২৮।৯।১৭ তারিখের পত্রে লিখিতেছেন:— গত ৬ই আশ্বিন পাঁচর নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল মহাশয়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদী নিবাসী আমাদের আচার্য্য গুরু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। ৭ই আশ্বিন রবিবার রাত্রে তিনি উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দেব মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণের পোতার টিনের ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন। রাত্রি অনুমান ৩ ঘটিকার সময় সিঁদ দিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছুরিকার ন্যায় তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা তাঁহার বাম পায়ে আঘাত করে। অতিরিক্ত রক্তস্রাব জন্য মজুমদার মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন পরে শুশ্রূষা করিলে চৈতন্য হয়। শিবচরের পুলিশ এই মোকদ্দমা তদন্ত করিতেছে। তদন্তাধীন থাকায় আমরা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবায় নমঃ

আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম খণ্ড। কার্ত্তিক, ১৩২৪ সাল। ৭ম সংখ্যা।

আগমনী।

ওঁ আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবী অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।
পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্ব্বকল্যাণকারিণি॥ ১

এহ্যেহি ভগবত্যম্ব, শঙ্করস্য মনঃপ্রিয়ে।
ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং, নবদুর্গে সুরার্চ্চিতে॥ ২

আনন্দময়ী দুর্গাদেবীর ভারতে আবির্ভাব, আমাদের একটি পরম আনন্দের সময়। আকুমেরিকা হিমালয় সমগ্র ভারতভূমির মধ্যে এই সময় যে একাধারে একটি অপূর্ব্ব আনন্দ হিল্লোল প্রবাহিত হয়, তাহা অন্য কোন সময়ে অসম্ভব। এই সময় জাতীয় উন্নতি যে প্রকারে সম্প্রসারিত হয়, তাহা অন্য কোন সময়ে হয় না। বস্ত্র-বয়ন প্রমুখ যে সমস্ত শিল্পকার্য্য ও কলাবিদ্যার জন্য ভারতবর্ষ প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত, তাহার প্রত্যেকটী এই মহোৎসবের আকর্ষণে উন্নত ও সর্ব্বত্র সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। এই সময়ে আমাদের বর্ণাশ্রম সমাজে

তীব্র তূর্য্যধ্বনি নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া নিদ্রালস কাপুরুষব্যক্তিগণকে জাগরিত করিয়া দিতেছে ; দুর্ব্বল ব্রাহ্মণগণও এই সময় উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে মনোযোগী হইতেছেন। অসিজীবী ও মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণ আপন আপন কার্য্যে অধিকতর মনোযোগী হইতেছে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ীগণ প্রচুর অর্থাগমের আশায় নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে জনসাধারণের সহিত অনবরত পরিশ্রম করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। ফলতঃ এমন সার্ব্বজনীন মঙ্গলময় উৎসব ভারতে কেন, সমস্ত জগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

২। প্রাবীটের ঘনঘটা অপসারিত হইয়াছে ; প্রকৃতি সতী আনন্দময়ীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়াই যেন কি এক অপূর্ব্ব মনোরম বেশে সুসজ্জিত হইতেছেন ; ষড়ঋতু মধ্যে শরৎকাল অতি মনোরম সময়, সদ্যোস্নাত প্রকৃতি রাণী হরিতাম্বরে সমাবৃতা হইয়া হীরকখণ্ডেরন্যায় সমুজ্জ্বল নক্ষত্র ও তারকারাজি দ্বারা পরিশোভিত হইতেছেন, দিবসে রবিকরোদ্ভাসিত ও রাত্রিকালে নির্ম্মল চন্দ্রমার বিমল কৌমুদী দ্বারা সমলঙ্কৃত হইতেছেন। জলে স্থলে পুষ্পরাজি বিকসিত হইয়া মাতাকে সুন্দর সুন্দর কুসুমাভরণে সুসজ্জিত করিতেছে। শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার উন্মুক্ত প্রান্তরে হরিদ্বর্ণ ধান্য মন্দ মন্দ সমীরণে হিল্লোলিত হইতেছে। কাশকুসুম স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হইয়া শারদাগমন সূচিত করিতেছে। এমন সুখের সময়, এস মা আনন্দময়ি! প্রকৃতির রমালীলা-নিকেতন বঙ্গে তোমার অভ্যুদয় হউক।

৩। মা আমাদের বঙ্গে আসিতেছেন. তাঁহার সুবর্ণনির্ম্মিত চতুর্দ্দোল চারিটি শ্বেতহস্তী দ্বারা বাহিত হইতেছে। এবার দেবীর গজে আগমন ; ইহার ফলে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইবেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু মাতার ভক্তগণের গৃহে আজ অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব। আজ পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম তিনবর্ষ কাল জগতকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়েছে। কোন কোন স্থানে জলোচ্ছ্বাসে প্রজার বিষম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। এই দুঃখদৈন্য প্রপীড়িত আমার দেশে, অশান্তিগ্রস্ত আমার পরিবারে, ব্যাধি-শোক জর্জ্জরিত দেহে, মা আনন্দময়ি! তুমি এস এবং তোমার রমণীয় মূর্ত্তি দর্শনে, তোমার রাতুল চরণ স্পর্শে, মাগো সর্ব্ব মঙ্গলময়ি! তোমার আশীর্ব্বাদে নিখিল জগতের সর্ব্বদুঃখ বিদূরিত হউক।

৪। আমরা বহুকাল বঙ্গে শক্তিপূজা করিয়া আসিতেছি। আমাদের কবিও গাহিয়াছেন——

"তুমি মা বাহুতে শক্তি
তুমি মা হৃদয়ে ভক্তি
তোমার প্রতিমা পূজি মন্দিরে মন্দিরে।"

কিন্তু লিখিতে হৃদয় অবসন্ন হয়, বঙ্গসন্তানগণের হৃদয়ে ভক্তি নাই, বাহুতে শক্তি নাই, মন্দিরে মন্দিরে গৃহে গৃহে প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তি পূজা হইতেছে না। ফলতঃ শক্তিপূজা কথার কথা মাত্র। ছাগ, কুমড়া, মহিষবলি আমাদের মা চাহেন না, যে বলিতাঁহারা তাঁহাকে প্রসন্ন করা যায়, সে আত্মবলি। হে বঙ্গীয় কায়স্থগণ! নির্দোষ জীবরক্তে তোমার পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গন কলঙ্কিত করিও না, সর্বস্ব মায়ের চরণে অর্পণ করিবা মায়ের পূজা করিতে হইবেক। নারায়ণের প্রকৃত পূজা করিতে হইলে, মায়ের পূজা করিতে হইবে; কেননা তিনি বড় সন্তান ভক্ত।

৫। আমাদের প্রভু ইংরাজজাতি কি প্রকারে বর্তমান যুদ্ধের সময়ে স্বদেশের পূজা করিতেছেন, তাহা দেখুন। সর্বপ্রকার মতভেদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যতদিন একটী অখণ্ড বর্ণে পরিণত না হইব, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই, ততদিন এক মুষ্টি অন্ন ও একখানি বস্ত্রের জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব।

৬। বৎসরের এই সন্ধিকালে, বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের অবস্থা একবার নিরীক্ষণ করুন। এই বিংশ শতাব্দীর সার্বজনীন মহামিলনের দিনে আমরা কায়স্থগণ ভারতের নানাস্থানে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া রহিয়াছি। ভারতে আমরা আনুমানিক ৮০ লক্ষ কায়স্থ, কোথায় কে কি ভাবে আছি, একবার মানচিত্র অবলোকন করুন। (ভারতীয় কায়স্থগণের পরিচয় মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৯ পৃষ্ঠা দেখুন।) শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশমালা পর্যবেক্ষণ করুন। কায়স্থোৎপত্তি প্রসঙ্গে কমলাকর ও নাগোভট্টাদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে —

"ব্রহ্ম কায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থ বর্ণ উচ্যতে।
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যা কায়স্থাভুবিসংস্থিতৈঃ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্ম-কায় হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া 'কায়স্থ' নাম হইয়াছে। এই কায়স্থ জাতি নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া এই ভূমণ্ডলে বাস করিতেছেন। এই বিরাট জাতির মোট একবিংশতি শাখা। প্রত্যেকে বিংশ বিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৪২০ বংশ। এক প্রদেশের কায়স্থের সহিত অপর প্রদেশের কায়স্থের মিলন নাই, যে মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র এই বিরাট জাতিকে একত্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি আজ স্বর্গে। বঙ্গে আমাদের শ্রেণীগত পার্থক্য আজিও অপসারিত হইল না। আমরা স্বার্থ সেবায় এতদূর মুগ্ধ, যে পরার্থে ত্যাগ কাহাকে বলে তাহা আমরা জানি না।

৭। এক সময়ে জীবনের মেঘাচ্ছন্ন দিবাবসানে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, স্ববর্ণোচিত আচারাদি পালনে আমরা ভারতীয় কায়স্থগণ এক ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত হইতে [illegible] কিন্তু হায়! আমি বা[illegible]কো সেই স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে! এ[illegible] সুখসম্ভোগ বিধাতা আমাদের ভাগ্যে লিখেন নাই; একটী কন্যারত্নকে পাত্রস্থ করিতে আমাদের প্রাণান্ত হইতেছে। ঋষি-চালিত প্রাচীন হিন্দু সমাজে বর কন্যাকেই অনুসন্ধান ও নির্ব্বাচন করিত, বরের অনুসন্ধানে কন্যাকে সালঙ্কৃতবাসে বরের দ্বারে দ্বারে দীনার ন্যায় প্রদর্শন করিতে হইত না। জিজ্ঞাসা করি, কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! এই ভাবে কায়স্থকুল-মহিলাগণের অবমাননা কেন করিতেছ? এই নারীর অবমাননা-কারকের প্রতি সমুচিত কি দণ্ডবিধান করিতে হইবে? হিন্দুর ঐতিহ্য পাঠ করিলে দেখিবেন যে, নারীর অবমন্তার প্রতি দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী এক মহাত্মার নারায়ণ অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই নারীর অবমন্তা [illegible]র প্রতি যে ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা শুনুন— "তাহার পুত্রাদিকা সহিত সবংশে সর্ব্বনাশ।" কিন্তু আজ আমরা স্বয়ং নারীর অবমন্তা!

কায়স্থের গৃহে গৃহে যে চণ্ডীপাঠ হইতেছে তাহাতে পড়িয়া থাকি—

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—

অর্থাৎ—জগতের সমস্ত স্ত্রীলোক আমারই কলা সম্ভূত। আমরা ত চণ্ডী

পাঠ করি না, পুরোহিত মহাশয় আজি ষষ্ঠাদি করাইতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর পাতা উল্টাইয়া যান! চণ্ডীর অর্থ বুঝিতে হইলে কায়স্থগণের নিজে অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

৮। আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার ১৩২২ সনের ভাদ্র ও আশ্বিন যুগ্ম সংখ্যায় "ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে একজন কায়স্থ খেদোক্তি করিয়াছিলেন—"কলিকাতা মহানগরে কায়স্থ জাতির নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ আজিও শূদ্রাচারী—

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত। শোভাবাজারের রাজা ও রাজকুমারগণ ইত্যাদি।" •

উক্ত চন্দ্রদ্বীপ ও টাকী সমাজের দুরবস্থা দেখিয়াও আমরা শোক প্রকাশ করি। উক্ত খেদোক্তির পর দুই বৎ কাল অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন করিতেছেন না। কলিকাতায় গত কায়স্থসভার অধিবেশনে যে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্র প্রচার হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় ৫০ জন শূদ্রাচারী কায়স্থের নাম ছিল। বর্ত্তমান সময় কলিকাতা নগরী কায়স্থের শূদ্রাচারের একটী প্রকাণ্ড দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও কলিকাতা নগরে ভগবান্ চিত্রগুপ্তের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিলাম না। ১০।১২ হাজার টাকা হইলেই এই শুভকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এবং সন্তোষের রাজা যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় একটু চেষ্টা করিলেই এই মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

৯। বর্ত্তমান বর্ষে, ৬ই কার্ত্তিক রবিবার, দেবীর শারৎ-সন্ধ্যা বোধন ও আমন্ত্রণ অধিবাস; কার্ত্তিক মাস হইলেও ইহা বাস্তবিক পক্ষে মুখ্যচান্দ্র আশ্বিন। হিন্দুর সমস্ত ক্রিয়াকলাপাদি চান্দ্রমাস হিসাবে হয়। এই চান্দ্রমাসের সহিত সৌরমাসের বিশেষ কোন সংস্রব নাই। তবে সৌরমাসের সহিত চান্দ্রমাস সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে, যে মাসে ২টী অমাবস্যা হইয়া থাকে, তাহাকে মলমাস বলিয়া বাদ দিতে হয়। এ বর্ষে ভাদ্র মাসে ২টী অমাবস্যা হওয়ায় মলমাস বলিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। তজ্জন্য দুর্গাপূজা সৌরকার্ত্তিকে

পড়িয়াছে। সৌরমাস ৩১॥০ দিনে ১ মাস হয়। আর চান্দ্রমাস ২৯ দিন হইতে ৩০ দিনে মাস হয়, তজ্জন্য চান্দ্রমাস ও সৌরমাস মধ্যে প্রতি বৎসর ১১ হইতে ১২ দিবস কম পড়ে এবং তৃতীয় বর্ষে ৩১ দিন কম পড়ে, তজ্জন্য উভয় মাসের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য তৃতীয় বর্ষে ১ মাস মলমাস বলিয়া বাদ দিতে হয়। বর্ত্তমান বর্ষে আশ্বিন মাস মধ্যেই বোধন ও দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইবে। ফলতঃ ১৫ই আশ্বিন হইতে ১৩ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চান্দ্র আশ্বিন মাস ধরা হইয়াছে। এই সময় মধ্যেই লক্ষ্মীপূজা শেষ।

১০। উপসংহারে—সমগ্র ভারতে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য আনন্দময়ী মাতাকে আমন্ত্রণ করিতেছি। ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং॥

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব তত্ত্ব।

(আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)

এতদ্দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল পূজা-পার্ব্বণাদি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে দুর্গোৎসবই সর্ব্বপ্রধান। সাধারণের মধ্যে একটী বিশ্বাস আছে যে, এই দুর্গোৎসবেই গৃহস্থ-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে। যিনি যাবজ্জীবন এই পূজা করিতে অসমর্থ হন, তিনি যেন আপনাকে বৃথা দেহধারী মনে করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হন।

২। এই দুর্গোৎসব গভীর তত্ত্ব। ইহার নিগূঢ় মর্ম্মোদ্ঘাটন করিলে এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে পারিলে বস্তুতই মানব-জীবনের সকল কর্ত্তব্য সাধন করা হয়, এবং অনায়াসেই অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ লাভ হইতে পারে। ক্রিয়াকাণ্ড মধ্যে ইহার সদৃশ যজ্ঞ আর নাই। শাস্ত্রে দুর্গোৎসবকে কলির রাজসূয় যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, অনেকে তাহার তাৎপর্য্য সহজে অনুধাবন করিতে পারেন

না। পূজার পূর্ব্বে বিল্ববৃক্ষ মূলে বোধন, পরে নবপত্রিকা প্রবেশ, তদনন্তর তিন দিবস পূজা এবং অবশেষে প্রতিমা বিসর্জ্জন, এইসকল কার্য্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। এই মহোৎসব বৎসরের মধ্যে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে সম্পাদিত হয়, ইহার কারণ কি? আবার বাসন্তী পূজায় বোধন হয় না কিন্তু শারদীয়া দুর্গাপূজায় বোধন করিতে হয় কেন, এই সকল তত্ত্ব অতীব রমণীয় এবং ইহা জ্ঞাত হইতে পারিলে অশেষ প্রকার সন্তোষ ও পরিণামে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হয়। এই নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণ, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় মণ্ডলীর উপকারার্থে এতদ্বিষয়ক নিগূঢ় রহস্য যাহা শাস্ত্রাদি আলোচনা সহ গভীর চিন্তাদ্বারা অনুধাবন করা যায়, তাহা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

৩। এতদ্বিষয়ে সন্দিহান ব্যক্তিগণের সর্ব্বপ্রথমে ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, পরমতত্ত্ব-জ্ঞানী মহর্ষিগণ যে কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার হিতসাধন বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। আমাদিগের নিকট ঋষিবাক্য ও বেদবাক্যে প্রভেদ নাই। বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ ঈশ্বরভক্তিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে, ঋষিগণও তাহাই প্রকাশ করেন; কেবল ভ্রান্ত অজ্ঞানীগণই মোহবশে তাহাতে বৈষম্য দেখিতে পায়। প্রকৃতপক্ষে এই উভয় ঋতুতে দুর্গাপূজার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব পরমাত্মার উপাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেবল নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণে অনিপুণ সাধারণ লোকের উপকারার্থে মহর্ষিগণ এই সাকার প্রতিমা পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন—অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্মার তত্ত্ব জানিবার সামর্থ্য নাই, যে ব্যক্তি কেবল লোভ-মোহাদিতে অভিভূত থাকিয়া সংসারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির আকাঙ্খা করে, তাদৃশ ব্যক্তিও এই দুর্গোৎসব উপলক্ষে মা ব্রহ্মাণ্ডময়ীর অর্চ্চনা করে; তবে সে ব্যক্তি ক্রমশঃ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া যোগসমাধি লাভ করত বিষ্ণুর পরমপদ লাভের যোগ্য হয়।

৪। এইক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। সূর্য্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ দুইটী পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধকের আধ্যাত্ম পক্ষে প্রাণবায়ু বহনের পিঙ্গলা ও ইড়া (ক) অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ এই

(ক) পিঙ্গলা=শরীরের দক্ষিণদিকের নাড়ী বিশেষ।
ইড়া—শরীরের বামদিকের নাড়ী বিশেষ। সম্পাদক।

দুই পথ বর্ত্তমান আছে। আশ্বিনের কৃত্য দক্ষিণায়নের প্রবৃত্তিমার্গে এবং চৈত্রের কৃত্য উত্তরায়ণের নিবৃত্তিমার্গে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও বলেন যে দেবতাদিগের দিবা উত্তরায়ণ ও রাত্রি দক্ষিণায়ন, সুতরাং রাত্রিকালে দেবতাগণের পূজা করিতে হইলে জাগ্রত করিয়া লইতে হয়, ইহার নাম বোধন। উত্তরায়ণে দেবতাদিগের চৈতন্য থাকে, তজ্জন্য বোধনের আবশ্যক হয় না। অতএব প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিতি করিয়া নিবৃত্তিমার্গের কার্য্যলাভ প্রত্যাশা করিলেই, উক্ত প্রবৃত্তিমার্গকেই, নিবৃত্তিমার্গ করিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ সকাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে নিষ্কাম পরায়ণ হইবেন। বোধন শব্দের ইহাই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কর্ম্ম-বন্ধন সংসারকে প্রবৃত্তিমার্গ বলে এবং সংসার সন্ন্যাস ধর্ম্মকে নিবৃত্তিমার্গ বলে। কুণ্ডলিনী-শক্তির নিদ্রিতাবস্থাকে প্রবৃত্তিমার্গ ও তাহার জাগ্রত অবস্থাকে নিবৃত্তিমার্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তজ্জন্য ব্রহ্ম-প্রাপ্ত্যেচ্ছু যোগীগণ সর্ব্বদা প্রণব সহ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে চৈতন্য অর্থাৎ বোধন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তিমার্গস্থিত ব্যক্তিগণ ঐশ্বর্য্য ও সুখসম্পত্তি লাভার্থে অশ্বমেধানুকল্প যজ্ঞরূপে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করিয়া পবিত্র স্বর্গলোকে আগমন করেন। পৌরাণিক ইতিহাসে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সুরথ ও সমাধি উভয়ে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। প্রবৃত্তিমার্গ সাধক রাজা ফলস্বরূপ মহাদেবী সুরথরাজাকে মনুত্বপদ প্রদান করিয়াছিলেন; নির্ব্বাণার্থী সমাধি নিবৃত্তিমার্গে দুর্গোৎসব করেন, এ জন্য ভগবতী তাঁহাকে স্বকীয় জ্ঞানযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শাস্ত্রানুসারে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করিলেই তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়। এই উভয়মার্গ-পরিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ দুর্গোৎসবকে পৌত্তলিক ব্যাপার মনে করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ফলতঃ এইরূপ অবজ্ঞাই তাহাদিগকে পরমপথে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

৫। এইক্ষণে বিল্ববৃক্ষমূলে দেবীর বোধন করিবার তাৎপর্য্য কি? বিল্ববৃক্ষ অর্থাৎ শ্রীফল-বৃক্ষ। 'শ্রী' শব্দে ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য্যই যাহার ফল তাহার নাম শ্রীফল; সুতরাং শ্রীফল-বৃক্ষ বলাতেই ঐশ্বর্য্যরূপ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপন্ন হইতেছে। ঐশ্বর্য্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মাণ্ডশক্তিকে জাগ্রত করিবার নামই শ্রীফল মূলে বোধন। এই রূপক বিশ্লেষণ করিতে পারিলেই আমাদিগের মধ্যে প্রসুপ্ত চৈতন্য শক্তির উদ্বোধন করিতে পারিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী।
গোয়ালচামট, ফরিদপুর।

বিজয়া।

অদ্য ৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, "বিজয়াদশমী।"—সর্ব্বসাধারণে অবগত আছেন শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব স্মরণার্থ এই বিজয়া দশমী সমগ্র ভারতে সম্পাদিত হয়। আজি বিশ্ববিশ্রুত শুভ বিজয়া দশমীর রাত্রি। শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত সংসার আলোকিত। এই জ্যোৎস্নালোকিত রাজপথ এবং পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ দিয়া দলে দলে উৎসব-যাত্রার শোভা-যাত্রীদিগকে দেখিতেছি। সকলেই নববস্ত্র পরিধান করিয়া আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে জন সমাগমে প্রবেশ করিতেছে। আশ্বিন মাসে শুক্লা দশমী তিথিতে লঙ্কার বিজয়া সমাপ্ত হয় এবং সীতাদেবী স্বামীসদনে আনীত হন। সেই লঙ্কা-বিজয় স্মরণার্থ আজি সমগ্র ভারতে বিজয়োৎসব।

২। এই বিজয়ার প্রধান বিশেষত্ব এই যে সম্বৎসর মধ্যে এই দিনে ভারতের সমস্ত জাতি, জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতেছে। শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণ অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন শুভমুহূর্ত্তে এই মহাধর্ম্ম ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। রামরূপে ভারতের অগ্রে নারায়ণ বশিষ্ঠ মুখে বলিতেছেন—

"হের আর্য্যগণ!
ব্রহ্মাবর্ত্ত বলি যার খ্যাতি মর্ত্তলোকে,
দেব ঋষি প্রিয়দেশ; দানে, যজ্ঞে, ব্রতে,
নিরুপম ধরাধামে; জ্ঞানে সমুজ্জ্বল;
কি দুর্দ্দশা আজি তার; জাতি-ধর্ম্মদ্বেষে
জর্জ্জরিত; ভ্রাতৃভেদে ছিন্ন, বিখণ্ডিত।
না পারি দেখিতে আর, ইচ্ছা হয় মনে,
অবতরি মর্ত্ত্যলোকে, প্রচারি আবার,
ভারতে সে মহাধর্ম্ম,
পৃথ্বীরাজ, প্রমথনাথ।"

এই মহাধর্ম্ম শ্রীরামচন্দ্র ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু আজি সেই ধর্ম্ম শূন্যে বিলীন হইয়াছে। আজি আবার জাতিধর্ম্ম-দ্বেষে ভারত জর্জ্জরিত ও বিখণ্ডিত। এমন শক্তিবান্ মহাপুরুষ দেশে আজিও জন্মগ্রহণ করেন নাই যাহা দ্বারা সেই মহামিলনের পথে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। যে ব্রাহ্মণ সমাজের আধিপত্যে আজ বঙ্গদেশ চালিত হইতেছে, তাঁহারা এই মহাধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন—

"না ব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্মবর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥"

মনু ৯ অঃ, ৩২২।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ শিবসম্পন দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন এবং ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্ব প্রকারে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশে কোন কোন ব্রাহ্মণ (সকলে নহে) কায়স্থদিগের ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন না। তাঁহাদিগকে এখনও কি বলিয়া দিতে হইবে যে বঙ্গের কায়স্থই ক্ষত্রিয়জাতি? সমগ্র ভারতে এই বিরাট কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া অবধারিত, ইহা কি তাঁহারা জানেন না? নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম—

"রক্ষাকার্য্যে ক্ষত্রিয়ঃ কায়স্থো বর্ণসঙ্করঃ।
ভবেচ্চ ক্ষত্রিয়স্তস্য দৈব জপযজ্ঞাদিকং ভবেৎ॥"

ব্যোমসংহিতা।

অর্থাৎ—রক্ষিত্ব্য ধর্ম্ম উপাধিকারী কায়স্থই ক্ষত্রিয়, তাঁহারা ব্রহ্মার কায়া হইতে সমুৎপন্ন ও জপ যজ্ঞাদিতে সংযুক্ত। পদ্মপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে দেখিতে পাইবেন যে অক্ষরজীবক (মসীজীবী) কায়স্থই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়। শরৎকালে দুর্গাপূজার সময় মসীজীবী ক্ষত্রিয় গণেশ, সকল দেবতার অগ্রে পূজিত হন। এই বিজয়ার শুভদিনে আমরা ব্রাহ্মণ সমাজকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করুন। কায়স্থগণও তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিবেন। এই মহামিলনের সময়ে কেহই যেন এই মিলনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হন।

৩। আমরা এই সময়ে কায়স্থকুলের আদিদেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের শ্রীচরণ সরসিজে বারংবার প্রণত হইতেছি। তিনি কৃপা করিয়া বঙ্গীয়

কায়স্থ সন্তানের হৃদয়ে [illegible] আশীর্ব্বাদ করুন; পরাৎপর প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালনের শক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন। আমরা তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি!

আজ বঙ্গমাতার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সন্তানগণ একযোগে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া স্তব করিতেছেন—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ।
কুরুষ মম কল্যাণমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥
গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে।
যৎ পূজিতং ময়া দেবী পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥
গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি মহেশ্বরঃ।
সম্বৎসর ব্যতীতেতু পুনরাগমনায় চ॥"

তৎপরে বিসর্জ্জন।

৫। অদ্য শুভ বিজয়ার প্রদোষকালে [illegible] বিসর্জ্জনের পরে আকৃষ্ট হইয়া [illegible] সকলকেই আলিঙ্গন [illegible] এবং [illegible] চরণে প্রার্থনা করি, [illegible] সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এই পাশ্চাত্য যুদ্ধে জয়লাভ করুন। শ্রীভগবানের [illegible] সমগ্র জগতে [illegible] পরিস্থিত হউক এবং "ক্ষাত্র-কায়স্থ-প্রতিভার প্রাণস্বরূপ [illegible] আমরা অবনত মস্তকে নমস্কার এবং বাঙ্গবন্ধ [illegible] করিয়া [illegible] কোলাকুলি [illegible]।

সম্পাদক।

প্রতিবাদ!

গত শ্রাবণ মাসের "নব্যভারত" পত্রিকায় বরিশাল [illegible] নিবাসী পঞ্চকেশ উপবীতী কায়স্থ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়, "রাধা পাগল" শীর্ষক এক প্রবন্ধে রাধা পাগল নামক নমঃশূদ্র জাতীয় ব্যক্তি [illegible] বর্ণের ধর্ম্ম প্রচারের বিষয় বিবৃত

করিতে গিয়া অপ্রাসঙ্গিকভাবে কায়স্থ বিষয়ক কতকগুলি কথার অবতারণা করিয়া, ধান ভানিতে শিবের গীত গাইয়াছেন এবং বরিশালকে সকল বিষয়েরই অগ্রণী বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বরিশাল অগ্রণী হয় হউক, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু তিনি কায়স্থ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাই বিবৃত করিব। তিনি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"বরিশালের কায়স্থ ছাত্রেরা আবার আর একটী সংস্কারে ব্রতী হইয়াছে। তাহারা ঠিক কায়স্থ শব্দের প্রকৃতার্থ গ্রহণ করিয়াছে ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছে। কথাটা আমি খুলিয়া লিখিতেছি।—

কদমতলা নামে বরিশালের একখানি বারুজীবী-প্রধান গ্রাম আছে বলা বাহুল্য, বারুজীবী, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি আধুনিক ১৩টী জাতি, যাহাদিগকে তেরশাখ বলে, তাহারা বিশ বা বৈশ্য। সকলেই জানেন, বিশ্-ক্ষত্র ব্রাহ্মণের যোনি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বিশ্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। (ক) এই বৈশ্য গ্রামে মহাপ্রাজ্ঞ উকিল শ্রীগোপালচন্দ্র বিশ্বাস বারুজীবী মহাশয়ের যত্নে একটী উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে প্রায় ২৭৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। তন্মধ্যে যাহারা কায়স্থ ছাত্র তাহাদের

(ক) বারুজীবী গন্ধবণিক ইত্যাদি জাতিগুলিকে নবশায়ক বলে, লেখক মহাশয় তেরশাখ শব্দটী কোথায় পাইলেন? তেরশাখ শব্দটী তাঁহার মনগড়া কথা, উহা কোন শাস্ত্রেই নাই। সরকার মহাশয় লিখিতেছেন—"ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণজাতি বৈশ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে" ইহা একটি আশ্চর্য্য উপকথা। মুখ হইতে ব্রাহ্মণ এবং বাহু হইতে ক্ষত্রিয় এবং উরু হইতে বৈশ্য ইহাই ত বেদবাক্য। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতি বৈশ্য হইতে সমুৎপন্ন, এইরূপ অশাস্ত্রীয় প্রলাপ বাক্য লিখিয়া সরকার মহাশয় 'নব্যভারত'কে কলঙ্কিত করিতেছেন কেন? নব্যভারতের সম্পাদক মহাশয় ইদানীং এই সকল প্রবন্ধ তাঁহার কাগজে স্থান দিতেছেন কেন বুঝিতে পারি না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি সরকার মহাশয়ের এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া কি বুঝিতে পারেন নাই যে লেখক মহাশয় আজকাল রাধাপাগলার একজন শিষ্য হইয়াছেন। সম্পাদক

অনেকে বারুজীবীগণের গৃহে অন্নাহার করে এবং কোন কোন কায়স্থ-শিক্ষক ও বারুজীবীর গৃহে পানভোজন করেন। ইহাতে বোধ হয় অচিরকাল মধ্যে কায়স্থ ও বারুজীবীতে অর্থাৎ বৈশ্য সম্প্রদায়ে বৈবাহিক সংযোগ হইয়া পণপ্রথার কঠোরতার পেটেন্ট ঔষধের আবিষ্কার হইবে। * * * এইত দেখুন, কায়স্থ ছাত্র শিক্ষকেরা নীরবে যে সমাজ সংস্কারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাতে কেহই আপত্তি করিতেছেন না। আপত্তি করিলেও তাহা কেহ-কিছু কেহ শুনিবে না। তবে এতাদৃশ কার্য্যের বিস্তার জন্য বরিশালবাসীর ন্যায় প্রকৃত সাহস চাই। পরের কথায় নৃত্য করিয়া কেহ প্রকৃত উপকার সাধন করিতে পারে না। * * * এদিকে কায়স্থ-পুঙ্গবেরা সনাতনধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি নানা সুললিত বাক্যচ্ছলে জাতিভেদের কঠোরতা, ঘৃণা-বিদ্বেষের বীজ সমুদায় দেশে বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুত্থানই শূদ্রজাতির প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের প্রশস্ত বর্ত্ম। মনুর পাতাগুলি উল্টাইলে তাহা যে সে বুঝিতে পারে। তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। একজন কায়স্থ ধুরন্ধর ব্রাহ্ম-কাণ্ড, রাজন্য-কাণ্ড ও বৈশ্য-কাণ্ড লিখিয়া শূদ্রকাণ্ড লিখিবার কল্পনা করিয়াছেন তাহাতে শাস্ত্র হইতে যে পদাঘাতের ব্যবস্থা তাহাকে করিতে হইবে, নমঃশূদ্র জাতির মস্তকই তাহার আদাস্থান। বিধাতাও এই সব দুরভিসন্ধি-প্রধান উচ্চ বর্ণের প্রতিকূলে কার্য্যকরী বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের দর্পচূর্ণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।”

এখন আমাদের কথা বলিতেছি।—সরকার মহাশয় লিখিতেছেন—‘তাহারা ঠিক কায়স্থ শব্দের প্রকৃতার্থ গ্রহণ করিয়াছে।’—এই প্রকৃতার্থটা কি, তাহা আমরা এতদিন বুঝি নাই সুতরাং তিনি অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। তাঁহার প্রবন্ধে যে মত প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যে ছত্রিশ বর্ণের অন্ন ভোজন করাই কায়স্থ শব্দের প্রকৃত অর্থ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ জাতীয় সর্ব্ববিধ উন্নতি-কামনায় কায়স্থ-সভা সংস্থাপিত করিয়াছেন। সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূলে অন্যান্য স্থানের কায়স্থ নেতাগণ থাকিলেও, কলিকাতার স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ, স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেব ভাবসাগর প্রভৃতি নেতৃবৃন্দই যে পথ-প্রদর্শক তাহা সম্ভবতঃ

অনেকেই অবগত আছেন। কায়স্থের অতীত সম্মানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও যাহাতে কায়স্থগণ পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণের অব্যবহিত নিম্নে আসন পাইতে পারেন তদুদ্দেশ্য লইয়াই নেতৃবৃন্দ সভার প্রতিষ্ঠা করত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং এখনও সভা সেইরূপ উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করিতেছেন ও করিবেন। কায়স্থের জাতীয় উন্নতি, জাতীয় মর্য্যাদা লাভ ও সংরক্ষণ করাই যখন সভার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত, জাতীয় রীতি-নীতি, প্রথাপদ্ধতি ও আচার-ব্যবহার সংশোধন করাই যখন সভার সম্ভ্রান্ত সভ্যবৃন্দের ইপ্সিত, তখন সরকার মহাশয় কোন্ সাহসে সমাজের আচার ব্যবহারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বৈশ্য বারুজীবীর অন্নে কায়স্থ-ছাত্র ও শিক্ষকদিগের দগ্ধোদর পূর্ণ হইতেছে বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে নৃত্য করিতেছেন, তাহা ত ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন আমরা বুঝিতে পারিলাম না। স্বকীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্যই যখন সরকার মহাশয় কায়স্থ সভার অনুমোদিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কোন্ বিবেচনায় অন্য জাতি বা অন্য বর্ণীয়ের অন্ন ভোজনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কায়স্থ জাতির জাতীয় উন্নতির মস্তক চর্ব্বণ করিতেছেন, তাহাও আমাদের ধারণার বহির্ভূত। ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার গুরুভার স্কন্ধে লইয়াই যদি সভার নেতৃবর্গ সভাকে পরিচালিত করিতে থাকেন, তবে সভাকে উপেক্ষা করিয়া, সভার উদ্দেশ্যাবলীর দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, কোন কায়স্থই যথেচ্ছাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন বা পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং বরিশালী ছাত্রবৃন্দের সমাজকে উপেক্ষার ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপোষণ করা শোভনীয় নহে বরং জাতীয় সম্মানের হানিজনক এবং ছাত্রবৃন্দের সেই উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারের সাহায্য করা সরকার মহাশয়ের ন্যায় বয়োবৃদ্ধের কখনই কর্ত্তব্য নহে।

কায়স্থের জাতীয় অধিকার রক্ষার জন্যই না সরকার মহাশয় সময় সময় কায়স্থকে নিজে দেব পূজা করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া থাকেন? যদি তাহাই হয় তবে, নিজেদের অধিকার লাভ না করিতেই কোন্ বিবেচনায় অন্য জাতির সহিত পংক্তিভোজন ও অন্য জাতীয়ের অন্ন আহারের পোষাকতা করেন ও জাতীয় শক্তির মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করেন? বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে বহুদিন হইতে ৪টী সম্প্রদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই চতুর্ধা বিভক্ত সমাজকে একটীতে

পরিণত করিবার জন্য সভা প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত যথোচিত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন কিন্তু ১৫।১৬ বৎসরের চেষ্টাতেও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। এখন পঙ্কেশ সরকার মহাশয়কে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে' তিনি আগে নিজের ঘর ঠিক না করিয়া কোন্ প্রাণে পরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে চাহেন? মানিলাম তাঁহার "বেদ-সংহিতা" কায়স্থকে বৈশ্যের অন্নাশনে বাধা দেয় না বা বৈশ্যের সহিত কোন সম্বন্ধ পাতাইতে আপত্তি করে না কিন্তু তিনি কি বলিয়া দিতে পারেন, হিন্দু সমাজ বর্ত্তমানে কোন্ শাস্ত্রানুযায়ী শাসিত হইতেছে? তিনি কি দেখাইয়া দিতে পারেন তাঁহার বেদসংহিতার মত হিন্দুগণ গ্রহণ করিয়াছে! যদি তাহা না হয়, তবে বর্ত্তমানকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার Dead Letter বেদসংহিতাকে কয়জন গ্রহণ বা মান্য করিবে? ইহাতে অন্তঃসার শূন্য সমাজে যে আরও বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে তাহা সামাজিক মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। বৈশ্য বরুজীবীর সহিত যৌন সম্বন্ধ পাতাইলে "পণ প্রথার কঠোরতার পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার হইবে কেমন করিয়া, তাহাও আমরা বুঝিলাম না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে সমাজে আরও পণ প্রথা বাড়িয়া উঠিবে, কারণ বৈশ্য গোপাল বাবু যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে, যে সকল কায়স্থ ছাত্র তাঁহার অন্ন ধ্বংস করিয়া পাঠ করে তাহাদিগকে লইয়া যে স্বজাতীয় অবিবাহিতা কন্যাগণের বিবাহ দিবেন না তাহা কে বলিল? সুতরাং কায়স্থ সমাজ হইতে বরের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে পণ-প্রথার কঠোরতা আরও বর্দ্ধিত হইবে এবং পণ-প্রথার পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কৃত না হইয়া পণ প্রথার পূতিগন্ধপূর্ণ ম্যালেরিয়া বিষ দেশময় সংক্রামিত হইয়া দেশে এক অভিনব প্রথার ও বহুতর কুপ্রথার সূত্রপাত হইবে।

এই যে কায়স্থের সামাজিক সম্মানের এতদূর লাঘব হইয়াছে, আচার ব্যবহারের শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার মূলে অন্যান্য কারণ বিদ্যমান থাকিলেও ইহা ধ্রুব সত্য যে, কলিকাতার পূর্ব্ববঙ্গীয় কমলালেবু, চিনের বাদাম প্রভৃতি ফেরিওয়ালা ও পূর্ব্ববঙ্গের মাঝিমাল্লারাও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় বলিয়া কোন স্থান-বিশেষের নাম করিব না, পূর্ব্ববঙ্গের তথাকথিত কুলীন কায়েত মহাশয়েরা নাকি টাকার লোভে জাতীয় সম্ভ্রম ও গৌরবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কায়স্থেত র জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দের পুত্র কন্যার সহিত আপনাদের

কন্যা পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থার্জ্জন ও ভুনি খিচুড়ির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আমরা শুনিতে পাই—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার আন্দোলনের ফলে কোন কোন স্থানের ঈদৃশ জঘন্য প্রথা রহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহাদের দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজ পরিচালিত হইত তাঁহাদের কার্য্যের দোষে, বুঝিবার দোষে, বুদ্ধির ভুলে, তত্রত্য সমাজ কতদূর অবনমিত হইয়াছে, তাহা সমাজ-রক্ষণশীল ব্যক্তিবৃন্দের বুঝিতে বাকী নাই। এই হতভাগ্য অবনমিত জাতিকে উন্নয়নে সর্ব্বথা সচেষ্ট সভাকে উপেক্ষা করিয়া যদি সরকার মহাশয় ম্যালেরিয়া মিক্‌স্‌চার প্রস্তুত করিয়া এ সময় বরিশালের কায়স্থ সমাজকে তাহার বিজাতীয় আস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ করেন, তবে তাঁহার পৈতা লওয়ায় ধিক্! এবং তাহার সার্থকতাই বা কোথায় থাকিবে, আর সভার আন্দোলনই বা কতদূর ফলবতী হইবে? অল্পবর্ণীয় কায়স্থ ছাত্র ও শিক্ষকদের বারুজীবীর অন্নগ্রহণ করিতে দেখিয়া, কায়স্থ শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সরকার মহাশয় আনন্দে অধীর হইয়াছেন। কিন্তু কয়জন বৈশ্য বারুজীবী শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতেছেন, সে সংবাদটা তাঁহার নিকট হইলে পাইলে শোভনীয় হইত। বৈশ্যাম্ন গ্রহণ করিয়া নিজেদের কোন কোন বিষয়ের সুবিধা করিয়া লওয়া ব্যতীত তত্রত্য তথা কথিত উন্নতিকামী কায়স্থ ছাত্রগণের অন্য কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না এবং তাহাতে সামাজিকতার নাম গন্ধও নাই।

সরকার মহাশয় যখন কায়স্থ সমাজে লুপ্ত ক্ষাত্র ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন তখন স্বেচ্ছায় স্বমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া বুকে হাটিয়া সমাজকে অন্যের পদলেহন করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে জাতিভেদ মানিতে হইলে অন্নভেদ মানিতেই হইবে। তবে যদি তিনি বা তাঁহার দেশের কায়স্থ সমাজ জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী হন, তবে তাঁহাদের পৈতা লওয়া নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে।

সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন ——"কায়স্থ ছাত্র শিক্ষকেরা নীরবে সমাজ সংস্কারের অনুষ্ঠান করিতেছেন"। বলি,—ইহাই কি নীরবতা নাকি? সরকার মহাশয়ই উচ্চরব তুলিয়া উহাকে সরব করত হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং গোপনে গোপনে যাহা চলিতেছিল তাহা প্রকাশ করিয়া নীরবতার মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নীরব শব্দের সার্থকতা কোথায়? তৎপর

তাঁহার স্বজাতীয়ের উপর আক্রোশের মাত্রা অতিমাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে যে,—'কায়স্থেরা সনাতন ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, প্রভৃতি সুললিত * * * দর্প চূর্ণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।' সনাতন ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি যদি সুললিত বাক্যই হয়, তাহা হইলে ঐ শব্দ দ্বারা কিরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হয় তাহা আমরা মধু বাবুকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই যে আশ্রম বিভাগ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইহার মূলে কি কোনই উপকারীতা নাই? আমাদের ত তাহা বোধ হয় না। আমরা জ্ঞানের সংকীর্ণতা প্রযুক্ত উহা সম্যক বুঝিতে না পারিলেও উহার অন্তঃস্থলে যে গূঢ় সত্য ও মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে মান্য করিয়া আসিতেছি ও করিব। উহাতে কোন দোষের বিষয় থাকিলে সরকার মহাশয় তাহা প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব। বিশেষতঃ আমরা দেখিতেছি মধু বাবু মনে-মুখে মিল রাখিতে পারিতেছেন না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই না তাঁহার উপবীত গ্রহণ? বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই না তিনি কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনে কলিকাতায় যোগদান করিয়াছিলেন? বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই না তিনি শূদ্রাচারী কায়স্থকে উপবীত গ্রহণ করাইবার জন্য বহুতর উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া থাকেন? কায়স্থের স্বাধিকার লাভ করিবার জন্যই না তিনি বহুবার দেবদেবীর পূজা নিজেদের করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন? সুতরাং আমরা বর্ত্তমানে মধু বাবুর কোন্ মত গ্রহণ করিব তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করিতেছি এক্ষণে অনুপনীত কায়স্থকুল কোন্ কূলে দাঁড়াইবে? স্বকীয় বর্ণধর্ম্ম রক্ষার জন্য উপবীত গ্রহণ করিবে, না একাকারের খরস্রোতে গা ঢালিয়া দিবে? মধু বাবু বলিয়াছেন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুত্থানই শূদ্রজাতির প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের প্রস্তাব?" আমাদের মনে হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুত্থানই শূদ্রজাতির প্রতি অমানুষিক অত্যাচার নিবারণের প্রকৃত প্রস্তাব। তৎপর বৃদ্ধ লেখক মহাশয়, বঙ্গের কায়স্থ সমাজের একজন দেশমান্য হিতৈষী বন্ধুকে কেমন প্রাণ ভরিয়া গালাগালি দিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধকে দেখিবার জিনিষ বটে! যিনি বঙ্গের অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক, বিখ্যাত প্রত্ন-তাত্ত্বিক, বিখ্যাত শব্দবিদ্যাবিৎ, বিখ্যাত সাহিত্যিক, বিখ্যাত বক্তা, যিনি অনেকগুলি মূল্যবান্ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন ও যশস্বী হইয়াছেন, যিনি ব্রাহ্মণকাণ্ড

থাকিলেও, তাহাতে প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে মলিনতা উপস্থিত হয়, কেননা যিনি বিশ্বমাতা, তিনি কি পশুবধের জন্য লালায়িতা? কখনই ইহা সম্ভব নহে। যদি জীবের রক্ত পান করিতেই ইচ্ছা করিতেন, তবে তাহাকে ব্রহ্মাণ্ডময়ী জগজ্জননী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় কেন? পরদুঃখ-কাতর মহর্ষিগণ মহাশক্তির সাত্ত্বিক আরাধনার নিমিত্ত যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু বিষয়াসক্ত মানবগণ ঐশ্বর্য্য বাসনার অধীর হইয়া সাত্ত্বিকপূজা অতি কঠোর ও অসম্ভব বিবেচনা করেন। তাঁহারা আমোদ প্রমোদ মিশ্রিত রাজসিক ও তামসিক পূজার অনুশীলনে একান্ত অনুরক্ত।

৩। আধ্যাত্মিক ভাবে সাত্ত্বিক পূজা করিতে বাহ্যিক উপচারের প্রয়োজন হয় না। এই শরৎকালের রমণীয় নৈসর্গিক শোভা মধ্যে মাতার সাত্ত্বিক পূজার আয়োজন করিতে হইবে। হৃদয়াকাশে চিন্ময়ী মহাশক্তির আরাধনায়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি কিছুই চাহি না। ছাগ-মেষ-মহিষাদি পশুবলির প্রয়োজন হয় না। তবে চাই, জ্যোতির্ম্ময়ী মাতার জ্যোতিঃ। স্বর্গীয় সুধা সুরভি গন্ধ। চাই, মন, প্রাণ, জীবন, এই ত্রি-সত্তার একীভূত শক্তির নৈবেদ্য, আর চাই প্রীতি-পুষ্প ও ভক্তি-চন্দন ও নর-নারায়নের পূজা। এই সময়ে মায়ের নিকট পাশববৃত্তিসমূহ বলি দিতে হইবে। বিশেষতঃ, দম্ভ, দ্বেষ, হিংসা ও কাম ইহাদিগেরও বিনাশ সাধন আবশ্যক। * পাশব প্রবৃত্তির তিরোধান এই সময়ে অতীব সাধু-সংকল্প, কেননা উহা দ্বারা মানব প্রকৃতি কলুষিত হইলে হিতাহিত জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না। মানুষ, কাম ক্রোধ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অবলীলাক্রমে লোকনিন্দিত অতি ঘৃণিত কার্য্য সকল করিতে অগ্রসর হয়। অতএব এই সকল পাশবর্বৃত্তি শাস্ত্রে 'পশু' নামে অভিহিত হইয়াছে। উহাকে বলি দিতে পারিলে তখনই বিশ্ব-জননী দুর্দ্দান্ত মোহ-মহিষকে অব্যর্থ শক্তিশেল প্রয়োগে নিধন করিয়া জগদ্ধাত্রী মহিষমর্দ্দিনী নামে মহাশক্তিরূপে প্রকাশিত হন। ভক্ত যখন ভক্তিপ্রেমে আত্মহারা হইয়া যান তৎকালে তাহার মনে পার্থিব ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা থাকেনা।

৪। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মৃন্ময়ী মাতৃপূজা, রাজসিক ও তামসিক ভাবে বিজড়িত। তজ্জন্য উহাদ্বারা সাত্ত্বিক জ্ঞানোদয় সম্ভবে না। এই বিষয়

শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে যে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, গুণত্রয়ের বিভিন্নতা বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। অনেই সুধীগণ পূজার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং, ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু, তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥২০॥
গীতা ১৮ অঃ।

অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সর্ব্বভূতে এক অবিনাশী অভিন্নভাব লক্ষিত হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। মহর্ষিগণ ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যে এই মৃণ্ময়ী দুর্গাপ্রতিমা, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবতার মূর্ত্তি স্থাপিত থাকিলেও তাহারা এক অভিন্ন পরব্রহ্মের প্রতিমা। সাধকের মনে যখন সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়, তখন তিনি সত্ত্বগুণ নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার দুঃখ পরিশূন্য হইয়া সুখ ও জ্ঞানের সহিত আবদ্ধ হন। পাঠক এই স্থলে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক আলোচনা করুন। তাহার পর শ্রীভগবান্ রাজসিক পূজার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন—

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং, নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু, তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা প্রতিমাদিতে (সর্ব্বভূতে) বিভিন্ন প্রকার নানাভাবের অনুভব হয়, সেই জ্ঞান রাজস বলিয়া জানিবে। ইহাকেই মহর্ষিগণ দ্বৈত দর্শন বলিয়া থাকেন। এই দ্বৈত দর্শন দ্বিবিধ, রাজসিক ও তামসিক যে জ্ঞান দ্বারা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি প্রতিমায় দেবদেবীর মৃণ্ময় দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অস্তিত্ব অনুভব হয়। এই স্থলে পাঠক ১৪শ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক আলোচনা করুন, তৎপরে শ্রীভগবান্ তামসিক জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন—

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্, কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ, তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা কোন একটী পদার্থবিশেষে (প্রতিমাদিতে) পরিপূর্ণ একাত্মার বিদ্যমানতা অনুভব হয়, সেই অযথার্থ স্বল্প জ্ঞানকে তামসিক বলিয়া থাকি। এই স্থলে পাঠক ১৪শ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক আলোচনা করুন।

৫। এই ত্রিবিধ পূজার মধ্যে সাত্বিক পূজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেননা ইহার মধ্যে কোন প্রকার মলিনতা নাই। যোগী, ভক্ত এবং সাধক সকলেই শ্রীভগবানের ঐ মীমাংসায় বাধ্য। যাহার যে প্রকার সাধনাশক্তি, তিনি তাহা দ্বারা জগন্মাতার আরাধনা করুন, কিন্তু ঐ আরাধনা যেন নির্দ্দোষ পশুরক্তে কলুষিত না হয়। মহর্ষিগণ স্থূল যোগাভ্যাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন সত্য, এইরূপ পূজাই প্রথম সোপান বলিয়া জানিবে। অলৌকার ন্যায় ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলেই সাধক সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত দেখিবেন। ফলতঃ যিনি যে ভাবে পূজা করুন শনৈঃ শনৈঃ মহাভাবের মহামণ্ডলে উপনীত হইতে পারিলেই এ চিন্ময়ী মহাশক্তি 'মা' ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না। মৃৎ পদার্থ জাত প্রতিমাদি সমস্তই কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে; তখন অখণ্ড চৈতন্যময়ীর জ্যোতিঃমণ্ডলে সাধকের মহামিলন, এইস্থানে মহাশক্তির ভক্ত যোগিগণ সিদ্ধিলাভ করিবেন এবং ধ্যানস্থ হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃরূপ দর্শন করতঃ ধন্য হইবেন॥ সেই স্থানটী কোথায়? উহা সমাধিস্থ যোগীদিগের হৃদয়। আহা! যোগসিদ্ধ যোগীর হৃদয়াকাশের প্রসার অনন্ত। আমরা বাহ্যভাবের তরঙ্গাভিঘাতে মায়ের রূপে স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত। সেরূপও নিরাকার। কেহ কেহ বলেন যে নিরাকারের ধারণা অসম্ভব। এস্থলে রূপ দর্শনের ধারণা সম্বন্ধে লেখক মহাশয় যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন অদ্য তাহার স্থানাভাব। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস
কাঞ্চন তলা।

নবীন আলোক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ২য় প্রবন্ধ)

(৩)

নারদীর সিদ্ধ মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের নাম পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত। যে সোনার গাঁ এক সময়ে বঙ্গের মুসলমান নৃপতিগণের লীলাভূমি

ছিল, যে স্থানের গৌরব ভারতের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ, সেই সোনারগাঁর অনতিদূরে মেঘনাদ নদীর পশ্চিম তীরে বারদী গ্রাম অবস্থিত। এখানকার রায় চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণ সর্ব্বত্র পরিচিত। তাঁহাদের আবাসস্থল হইতে একটু উত্তরদিকে একটী ছোট নদী আছে। উহার তীরে বারদী বাজারের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পবিত্র আশ্রম। হাট বাজারের বিচিত্র কোলাহল ছাড়িয়া এই পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইলে মন প্রাণ শীতল হয়। সামান্য ধরণের দুই তিনখানি গৃহ। ইহারই একটীতে সেই পক্ব শ্মশ্রু, উন্নতকায়, দীর্ঘবাহু, দিব্যকান্তি মহাপুরুষ বসিয়া আছেন। প্রতিদিন কত রোগী, শোকী, তাপী ধনী, নির্ধন আশ্রমে উপস্থিত হইতেছে। বিশাল করুণা-বারিধি ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ সহস্র রশ্মির ন্যায় সর্ব্ব সাধারণকে করুণা-কিরণ দান করিতেছেন। বিষয়ী লোক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতেছেন। কত লোকের মনে দেব দ্বিজ অতিথির সেবা, দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে। মহাপুরুষের আবির্ভাবে বারদী আজ অমৃতধামে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত ক্রোড়পতি মতিলাল রায় চৌধুরী পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে কোস নৌকায় চড়িয়া বারদী আসিয়াছেন। সুদীর্ঘমাস্তুলাগ্র প্রলম্বিত সর্পাকৃতি বৃহৎ পতাকা, স্থূল উষ্ণীষ, সূচ্যগ্র গুম্ফ ও কর্ণোপরিবিন্যস্ত শ্মশ্রুবিশিষ্ট প্রতীহারীগণ মতিলাল বাবুর বিপুল ঐশ্বর্য্যের ঘোষণা করিতেছে। বাজারের ঘাটে বৃহৎ কোস ভিড়িয়াছে; সুদীর্ঘ কাষ্ঠ-সোপান তীরে ঠেকিয়াছে। মতিলাল বাবু স্বয়ং নৌকায় রহিলেন। দেওয়ানজী পুন্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি অভিবাদন পূর্ব্বক সুদীর্ঘ ভূমিকার সহিত স্বীয় প্রভুর আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া কোন্ সময়ে মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে পারে জানিতে চাহিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার উত্তর হইল, "একটু পরে বলিব।" মতিলাল বাবু তিন দিবস তথায় ছিলেন, কিন্তু তিনি মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেন না। কর্ম্মচারীগণ সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে মহাপুরুষের উত্তর হইত, "একটু পরে বলিব।" এই তিন দিবসের মধ্যে শত শত লোক বাবার পাদপদ্ম দর্শন পাইল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যপতির জন্য সময় হইল না। বিষণ্ণ মনে মতিলাল বাবু চলিয়া গেলেন। শুনা যায় তিনি পুনরায়

বিনীতভাবে পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়া মহাপুরুষের করুণাবিন্দু লাভ করিয়াছিলেন।

মতিলাল বাবু যে দিন ফিরিয়া গেলেন সেইদিনই অপরাহ্নে বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার সস্ত্রীক মহাপুরুষ-দর্শনে আসিলেন। একখানি সাধারণ নৌকায় [illegible] আসিয়াছেন, পাত্র মিত্র দাস দাসীর ঘটা কিছুই নাই। ব্রহ্মচারী [illegible] পূর্ব্ব হইতেই বলিতেছিলেন, জমক রাজা আসছে।" বৈকুণ্ঠপুরের [illegible] কিশোর বাবুকে দেখিয়া ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের বাণী [illegible] গ্রহণ করিলেন।

বাবা ব্রহ্মচারী ও নবীনকিশোর বাবুতে অনেক আলাপ হইল। অতিথি শালা কেমন চলিতেছে, পুষ্করিণী তড়াগাদি রীতিমত [illegible] কিনা, দরিদ্র প্রজার কর মাপ করা হইতেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের কথা [illegible] হইল। নবীন বাবুর আদর্শ পত্নী পুত্রকে লইয়া ব্রহ্মচারীর পাদ বন্দনা করিলেন। সে দিন আশ্রমে বিরাট মহোৎসব হইল। শত শত নরনারী প্রসাদ পাইয়া মানবজীবন ধন্য করিল। বাটী প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে হেমেন্দ্রকিশোরের মস্তকে কর রাখিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, "বাবার নাম রাখতে হবে, আরও পড়াশুনা কর্ব্বে; যা, পড় গিয়ে, দেখিস্ বাপ দাদার নাম ভুলে সাহেব হয়ে যাস্‌নে।"

(৪)

আষাঢ় মাস। গ্রীষ্মাবকাশের পর কলিকাতার কলেজ খুলিয়াছে মেসের বাড়ীগুলি দুই মাস শূন্য পড়িয়াছিল। ইহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহস্থগণ এতদিন একটু আরামে ছিলেন। আবার মেসবাসী যুবকগণের স্নান সময়ের হট্টগোল, সন্ধ্যাকালীন সঙ্গীত ও নিশীথকালীন অধ্যয়নের দৌরাত্ম্যে প্রতিবাসীর শান্তিভঙ্গ হইবে,—প্রায় দুই মাস তাহারা দুরন্ত শিশু নিদ্রিত হইলে জননী যেমন আরাম পান, তেমনি আরাম ভোগ করিয়াছেন। কলেজ খোলার দুই একদিন পূর্ব্ব হইতেই আবার সোপান শ্রেণীতে আরোহণ অবরোহণের চটপট্ ধ্বনি আরম্ভ হইয়াছে এবং হাবড়া শেয়ালদহের কেরাঞ্চি গাড়ীর যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে এবং নমস্কার প্রতি-নমস্কার প্রভৃতির কোলাহলে প্রতিবাসী বুঝিতে পারিয়াছেন—

"The mighty giant is awake"

আমাদের হেমেন্দ্রকিশোর কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। ধনাঢ্যের সন্তান বলিয়া তাহাকে হোষ্টেলে বা মেসে থাকিতে হয় নাই। মিরজাপুর ষ্ট্রীটের একটা দ্বিতল বাড়ীতে নবীনকিশোর বাবু পুত্রের জন্য বাসা করিয়া দিয়াছেন। হেমেন্দ্র, জননী ও পুত্রের সহিত কলিকাতা রহিলেন; তাঁহাদের অভিভাবক রূপে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও থাকিতে হইল। কলেজের একজন নামজাদা অধ্যাপক হেমেন্দ্রের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। জমিদার-কুমার মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন আরম্ভ করিল। তাঁহার মুখশ্রী যেমন উজ্জ্বল ও লাবণ্য-মণ্ডিত, হৃদয়খানিও তেমনি করুণা-মিশ্রিত।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর চলিয়া গেল। ভারতের তদানীন্তন রাজধানী বিচিত্র-বিলাসময়ী কলিকাতা নগরীতে অবস্থান করিলেও হেমেন্দ্রকিশোরের প্রকৃতিতে আশ্চর্য্য রকমের কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। নগরীর সভ্যতার কুহকে পড়িয়া মানুষ যেমন প্রাচীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং আপাত-মনোহর রীতিনীতির উপর আসক্ত হইয়া পড়ে, হেমেন্দ্রের চরিত্রে তেমন কিছু লক্ষিত হয় নাই। বৈকুণ্ঠপুরের গৃহশিক্ষাই উহার প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ, নূতন স্থানে স্বাধীনভাবে থাকিবার কোনও সুবিধা তাহার পক্ষে হয় নাই।

পূর্ব্বে পল্লীগ্রাম হইতে যুবকগণ অভিভাবকহীন, অসহায় অবস্থায় কলিকাতা আসিয়া সমবয়স্ক কয়েকজনে মিলিয়া মেস্ করিয়া থাকিত। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ মেস্গুলির প্রতি কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ পূর্ণ মাত্রায় আকৃষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। এ কথা খাঁটি যে, আমাদের বর্ত্তমান গণ্য মান্য ব্যক্তিগণের অনেকেই এক সময়ে কলিকাতার মেসের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু মেসের দোষগুণ উভয়ই ছিল, এবং সংসারে অন্যত্র যেমন হয়, গুণের চেয়ে দোষের ভাগই মানব সমাজে সংক্রামিত হইত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান কলিকাতার ন্যায় বড় সহরের আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া থাকে। যে সকল স্থান ব্যবসায়-কেন্দ্র, তাহা শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হইলে, প্রকৃত শিক্ষার অনেক ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। বিলাতের অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ শিক্ষা-কেন্দ্র বলিয়াই প্রসিদ্ধ, লণ্ডন এ হিসাবে তাদৃশ বিখ্যাত নয়। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে

টাকা, আনা, পাইএর যেমন আদর, যেমন আকর্ষণ, অন্য কিছুর তদ্রূপ নহে। ব্যবসায়ীর মন কেবল মাত্র লাভের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, আর লাভের মাত্রা অধিক হইলে তাহার ব্যয়ের পথও নানাপ্রকার হইয়া থাকে। যেখানে রাজপথের চতুর্দ্দিকে ব্যবসায়ী মায়াজাল পাতিয়া বসিয়াছে—যে দিকে চাও তোমাকে শুধু আকর্ষণ করিবে—চা, চুরুট, সোডা, লেমনেড, সরবৎ, বরফ, সন্দেশ, মিষ্টান্ন, কেক্, চপ, কাটলেট, হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট, জামা, জুতা, রেশম, পশম, এসেন্স, তৈল, সাবান, নাটক, নভেল, সার্কাস, থিয়েটার, ঘোড়দৌড়, বক্তৃতা, করতালী, প্রভৃতি যতপ্রকার সংযম সাধনের অন্তরায় আছে, ছিল, বা হইবে, ব্যবসায়-কেন্দ্রের গলিতে গলিতে সেগুলি তোমাদিগকে ডাকিতে থাকিবে। তোমার মন কিরূপ আকৃষ্ট হইতে পারে এজন্য বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞান, ক্রয়-বিক্রয়-বিজ্ঞান প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশীয় নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এই অবস্থায় বিদ্যালয়ে সংযম শিক্ষার যতই ছড়াছড়ি হোক না কেন, ব্যবসায়-কেন্দ্রে বিদ্যার্থীর সংযম শিক্ষা অসম্ভব। তবে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, সভাসমিতি ও ধর্ম্ম সমাজ আছে সত্য, কিন্তু বিলাস কেন্দ্রে উহা কৌতুক ও সময় কর্ত্তনের স্থানমাত্র, তাহাতে কয়জনে শিক্ষার উদ্দেশ্যে যোগদান করিয়া থাকি? কেহ হয়ত বলিবেন—

"অরণ্যে ঋষির লাভ গৌরবের নহে,
জীবন-সংগ্রাম তথা নিতান্ত বিরল।"

তপোবনে বৃক্ষমূলে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিলে, পুথিগত বিদ্যাশিক্ষা হয় সত্য কিন্তু কার্য্যকালে উহা উপকারে আসে না। এ বিষয়ে যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি এস্থলে উদ্দেশ্য নহে। মাসিক চল্লিশ টাকা খরচ করিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি পাশ করিয়া, পরে চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকার চাকুরীতে ভর্ত্তি হওয়া নীতি-বিজ্ঞান বা অর্থ-বিজ্ঞান, কোনটাতেই অনুমোদন করিবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার দাস বি, এ, বি, টি।

আবাহন।

—:*—*:—

উঠ, জাগ মা আমার, এস ধরাতল।
তুমি না আসিলে হেথা,
অভাগার কা'র ব্যথা,
কৃপায় করুণাময়ী কে নাশিবে বল?
সম্বৎসর পরে মাগো এস একবার।
এস মাতঃ! মহাশক্তি,
অধমে শিখাও ভক্তি,
দুর্ব্বলের প্রাণে কর শক্তির সঞ্চার॥
ভকতি বিহীন দীন অধম দুর্জ্জন।
আঁধার এ দগ্ধ দেহ,
অপবিত্র পাপদেহ,
ষড় রিপু সদা তাহে করিছে গর্জ্জন॥
না মানে শাসন তারা উন্মত্ত বারণ।
তাহাদের অত্যাচারে,
অভাগা কম্পিত ডরে,
অভয়া ব্যতীত ভয় কে করে মোচন
এস মা সঙ্কটহরা শঙ্কর মোহিনী।
তুমি না আসিলে হায়,
কে রক্ষিবে অভাগায়?
এস মাতঃ! দুঃখহরা দুর্গতিনাশিনী
হৃদয়-শোণিত রঞ্জি, চারু বিল্বদল,
শ্রদ্ধার কুসুম দামে,
পবিত্র শ্রীদুর্গানামে,
উৎসর্গ করিব পদে অশ্রু-গঙ্গাজল।

ষড়্‌রিপু মহাছাগে দিব বলিদান।
মা তোমার রাঙ্গা পায়,
ডালি দিব বাসনায়,
করিব না আমিত্বের অঞ্জলি প্রদান॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবীন্দ্র।

কৈলাসের টেলিগ্রাম।

পূজা আসিতেছে, আনন্দময়ীর আগমন উল্লাসে বঙ্গের গৃহে আনন্দের বাজার বসিয়াছে! কিন্তু বৃথা এ আনন্দ উল্লাস; কৈলাস হইতে নন্দীকেশর টেলিগ্রাম করিয়াছেন, এবার মর্ত্তে মায়ের আগমন হইবে না।

২। মহাযোগী মহেশ্বর মহাধ্যানে নিমগ্ন! তিনি ধ্যানস্থ হইয়া যুরোপের প্রলয় পয়োধির অনন্ত লহরীমালা গণিতেছেন! মহেশ্বর ধ্বংসের কর্ত্তা, তাই পাশ্চাত্য রণক্ষেত্রে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নন্দীকেশ অবিরত সিদ্ধি ঘুটিতেছেন, ধ্যানভঙ্গ হইলে আশুতোষ সিদ্ধিপান করিবেন। মা তিনটী দিনের বিদায় গ্রহণ মানসে ভিখারী শিবের নিকট যোগিনী মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা। কিন্তু মহাদেবের ধ্যান আর ভাঙ্গে না, অনুমতি দিবে কে?

৩। কার্ত্তিকেয় দেব সেনাপতি। তিনি বাঙ্গালী সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন, তাঁহার প্রবল ইচ্ছা তিনি বীরপণা প্রদর্শনে শত্রু জয় করিয়া নরপতির নিকট যশঃ ভাজন হইবেন, বিশ্ব-বাসী, ইংরাজের জয়—ভারতের জয়—বাঙ্গালীর জয় গাহিবে; রাজভক্ত বাঙ্গালী-সৈন্যের জন্মগ্রহণ সার্থক হইবে।

৪। সিদ্ধিদাতা গণেশও আর কৈলাসে বসিয়া নাই। তিনি সম্মিলিত শক্তির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া, বাঙ্গালী সৈন্যপুঙ্গবে উৎসাহিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, মাভৈঃ—সিদ্ধি এই দিকে—সিদ্ধি ইংরাজের দ্বারে, বাঙ্গালার ঘরে। বাঙ্গালী-সন্তান! তোমরা

অসীম উৎসাহে এ রণযজ্ঞে ধনপ্রাণ উৎসর্গ কর ; রাজভক্তি প্রদর্শনের শক্তি সাধনের এমন মহেন্দ্রক্ষণ—এমন স্বর্ণ সুযোগ আর পাইবে না।

৫। লক্ষ্মীদেবী বহুকাল সমুদ্রের পরপারে পাশ্চাত্যজাতির গৃহে বাস করিতেছেন। মায়ের প্রদত্ত বহুমূল্য মোটাকাপড় পরিধান করিতে তিনি কিছুতেই আর রাজী নহেন। তাই বাঙ্গালী আজ লক্ষ্মীছাড়া, কপালপোড়া! তাই বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের আজ এত দুর্দ্দশা! তাই বাঙ্গালী আজ দিগম্বর হইবার ভয়ে অস্থির য়ুরোপভূমে ভীষণ কামান গর্জ্জন, আর বঙ্গভূমে শরতের নিষ্ফল মেঘগর্জ্জন! লক্ষ্মী এ সময় আর স্থান ত্যাগ করিবেন কোন্ সাহসে? সুতরাং বঙ্গে লক্ষ্মীর উপাসনা এ বৎসর মেঘগর্জ্জনের মতই নিষ্ফল! বঙ্গে কে এমন নীরব সাধক—কে এমন মহাকর্ম্মী মহাপুরুষ আছেন, যিনি যোগবলে আবার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে আনিতে সমর্থ হইবেন? বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা আবেদন ও নিবেদন।

৬। সরস্বতী ঘরের মেয়ে ঘরে থাকিলেও থাকিতে পারিতেন। কিন্তু এখন ঘরে ঘরে সরস্বতী, পথে ঘাটে পণ্ডিত-দর্প, কবি সম্রাট ও পণ্ডিতরাজ! বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী ও সর্ব্বাধিকারী বিদ্যাগজেন্দ্রদের তত্ত্বাবধানে প্রশ্নচুরীর বিষম ভয়—ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র আধ-ইংরেজী আধ বাঙ্গালা আধ-হিন্দি বুলি। বিষম বিভীষিকায় সরস্বতী বহুদিন এ দেশ ছাড়িয়া গিয়াছেন; বীণাপাণির পুণ্যগৃহ টোলে-চতুষ্পাঠীতে এখন আর তাঁহার সাধের বীণা বাজে না।

৭। সুতরাং কার্ত্তিক, গণেশ, কি লক্ষ্মী-সরস্বতী কেহই আর এবার ভক্ত গৃহের পূজা গ্রহণ জন্য বঙ্গে আগমন করিতে সমর্থ হইবেন না। এবার এক নবশক্তি স্বায়ত্বশাসন বাঙ্গালীর পূজা গ্রহণ করিবেন। বাঙ্গালী এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইলে, কংগ্রেসের মহাযজ্ঞে মোক্ষ ফল ফলিবে, ঘরে ঘরে ডবল ত্রি ডবল সরস্বতীর আবির্ভাব হইবে, বঙ্গের মহাপণ্ডিতেরা পঞ্চাননে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবেন ; তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা হইবে, বোলপুরে কাব্যনির্ঝরিণী প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বঙ্গ শীতল করিবে, সে স্নিগ্ধ-শীতল নীরপ্রবাহে 'সবুজপত্রের' তরুণ তরী ভাসিয়া বেড়াইবে, বড় সাহিত্যিক ইন্দ্র, রবি, চন্দ্র, বরুণ, সে কাব্যস্রোতে হাবুডুবু খাইবেন, দেশ মহা, শান্তিসুখে আকণ্ঠ ডুবিয়া নিয়ত শান্তিমন্ত্র গাহিবে; চতুর্দ্দিকে রব উঠিবে—শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

৮। মা আসিবেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ এবং স্বয়ং সদাশিব কেহই এবার আর বঙ্গের গৃহে উপনীত হইবেন না। মায়ের নিত্যসঙ্গিনী ডাকিনী যোগিনী এবং ভূতপ্রেত, পিশাচ-পিশাচিনী সকলই এবার পাশ্চাত্য-রণক্ষেত্রে শোণিত পিপাসা মিটাইতেছে। ঐ দেখ, সহসা মহাকালের ভৈরববিষাণ বাজিল, সে বিকটধ্বনির ভীষণ ইঙ্গিতে মা যোগিনীমূর্ত্তি পরিহার করিয়া রণ-চণ্ডীকার বেশে সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বৃটিশ সিংহের মঙ্গলকামনায় য়ুরোপীয় রণপ্রাঙ্গণে কেমন শত্রু নিপাত করিয়া বেড়াইতেছেন! ঐ দেখ, মায়ের চামুণ্ডামূর্ত্তি! একি বিষম শোণিতলিপ্ত লোল রসনা! একি দারুণ সংহারমূর্ত্তি!

৯। ঐ দেখ, রণদুর্গার আগমনে সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ যেন মহাশক্তি লাভ করিয়া মহাবলে বলীয়ান হইয়া প্রাণপণে শত্রু নিপাত করিতেছেন। মায়ের ইঙ্গিতে অযুতসংখ্যক বাঙ্গালী-সৈন্য কেমন বীরমদে মত্ত হইয়া মিত্র শক্তিপুঞ্জের সম্মুখে দাঁড়াইবার জন্য তীব্র গতিতে ছুটিয়াছে। অহো! কি ভীষণ যুদ্ধ! কি উন্মাদ রণতাণ্ডব! যেন মহাকালের প্রলয় দুন্দুভি বাজিতেছে। এ বিশ্ব রসাতলে যাইবে কি ?

১০। মা ভৈঃ! পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, সম্মিলিত শক্তির মধ্যে অদূরে দাঁড়াইয়া ঐ শিব! মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিয়াছে, রণ-পয়োধির লহরীমালা গণনা শেষ হইয়াছে, এখন তিনি পরম শান্ত-বিশ্ব শিবময়। যুদ্ধের অবসান হইল, রুদ্রদেব শান্ত হইয়াছেন, বিশ্বে অনন্ত শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, বিশ্ববাসী সমস্বরে গাহিতেছে "জয় ইংরেজের জয়! জয় ভারতের জয়! জয় মিত্র শক্তির জয়! জয় বাঙ্গালীর জয়।" ঐ দেখ, মা মহাশক্তি ভক্তের পূজা মন্দিরে দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে মাতৃভক্ত সন্তানের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। সার্থক বঙ্গালীর শক্তিপূজা।

১১। সহসা কাক ডাকিল; সুষুপ্তির সহিত প্রভাত-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। এ স্বপ্ন ত মিথ্যা হইবার নহে। মা ভৈঃ! এ যুদ্ধে ইংরেজের জয়, মহাশক্তি সুনিশ্চিত

শ্রীবঃ।

ইলুহারে সৈন্যসম্বর্দ্ধনা

আমার জন্মভূমি ইলুহার গ্রাম হইতে ৫টী যুবক সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিয়াছে; আরও তিনটী প্রবেশার্থে দরখাস্ত করিয়াছে, ইহারাও সত্বরই করাচিতে রওনা হইবে। যাহারা করাচিতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে তিনটী গৃহে প্রত্যাগত হইলে, গ্রামস্থ সকলে সভা করিয়া তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাহারা এক্ষণ বস্‌রা যাইবেক। নিম্নের কবিতাটী তাহাদের মঙ্গলার্থে তিনটি কায়স্থ-বালিকা সুললিত স্বরে পাঠ করিয়াছিল। বালিকা তিনটির নাম লাবণ্যবালা দেবী, নির্ম্মলাবালা দেবী ও প্রফুল্লবালা দেবী। কবিতা পাঠান্তে পুরবাসিনীরা হলুধ্বনি দিয়াছিল। এই প্রকারে গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব মুকুলিত হউক।

(কবিতা)।

যাও যাও সৈন্যগণ সমর প্রাঙ্গনে,
বঙ্গ-জননীর মুখ করহ উজ্জ্বল,
লাভ ক'র যশোরাশি যুঝি প্রাণপণে,
দেখাও বাঙ্গালী নহে ভীরু ও দুর্ব্বল।১

যাও যাও যুবগণ ইলুহার হ'তে
বক্ষেতে ক্ষত্রিয় তেজ করিয়া ধারণ,
ধন্য কর গ্রাম নাম সমগ্র ভারতে,
সুরেশের মত কর সমর ভীষণ।২

জান না বাঙ্গালী-বীর সুরেশ বিশ্বাস,
নেথ্‌রের মহাযুদ্ধে সুদূর ব্রেজিলে
অল্প সৈন্য সহ, করি অসংখ্য বিনাশ,
লভিলা অক্ষয় যশঃ অপূর্ব্ব কৌশলে।৩

উপরে বিধাতা, হস্তে অনলের বাণ,
ভিতরে সাহস আর অদম্য উৎসাহ,
লইয়া সমরক্ষেত্রে কর অভিযান,
প্রত্যাগত হও গৃহে পুষ্পমালা সহ।৪

করুন দেবতা সবে পুষ্প বরিষণ,
জননী ভগিনী সবে হুলুধ্বনি দাও,
সম্রাটের জয় কয় সকলে প্রার্থনা,
বঙ্গে বীর-ধর্ম্মাত্রয়ে সকলে সাজাও।৫

জয় সম্রাটের জয়, ভারতের জয়,
জয় বঙ্গ-জননীর করি সংকীর্ত্তন,
ইলুহার নিবাসীর হৌক শত জয়,
ঈশ্বরের কাছে ইহা করি আকিঞ্চন।৬

শ্রীমধুসূদন সরকার।
(পিরোজপুর রেজিমেণ্ট কমিটীর মেম্বর)।

শারদোৎসব।

শারদীয় শুভ্র সুনীল গগণে শশধর হাসিতেছে; নদীর জলে, সুনির্ম্মল সরসী সলিলে অসংখ্য তারকারাজি সহ চাঁদ-প্রতিবিম্ব জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে; বর্ষার ঘনঘটা দূর হইয়াছে, আকাশে মেঘ নাই, নভোমণ্ডল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, তাই শরচ্চন্দ্রের এত রূপ, এমন অনুপম শোভা। নীলনভঃ সুগভীর নীলসাগরের ন্যায় অতি উর্দ্ধে আপন শোভা বিস্তার করিতেছে। শারদ চন্দ্রিমার নির্ম্মল কিরণে বর্ষা বিধৌত বিরাট বিশ্ব উদ্ভাসিত হইয়াছে। স্থলে স্থল কমল এবং সরোবরে সরসীজ আনন্দময়ী জননীর আগমন প্রতীক্ষায় প্রস্ফুটিত; ক্ষুদ্র

শেফালিকা মাতৃচরণে স্থানলাভের জন্য ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় মাটিতে লুটাইতেছে; অনন্ত আকাশের অনন্ত নক্ষত্রমালার ন্যায় কাননে উদ্যানে কুন্দ, কেতকী, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি কত ফুল ফুটিয়াছে; প্রস্ফুটিত কুসুম সৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে, জলে স্থলে কাননে প্রান্তরে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সর্ব্বত্রই সকলে যেন আনন্দময়ী জননীর আগমন-আনন্দে সদা উৎফুল্ল। সকলেই যেন সমস্বরে বলিতেছে—"আর বিলম্ব নাই, ঐ মা আসিতেছেন।"

আহা মরি মরি! প্রকৃতির কি অতুলনীয় অনির্ব্বচনীয় রূপ! সে অতুল অনন্ত রূপরাশি যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করিয়া অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী মাতার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। এ বিশ্ব যেন মহামায়ার মহাপূজার মহা আয়োজনের আপনার বিশাল সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির কি মহিমাময়ী অতুল অনন্ত রূপ। যাহার কণা-কণা পাইয়া নিসর্গের এত রূপ, সে বিশ্ব-জননী কত অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যই না জানি ধারণ করিতেছেন। মা আমার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার—অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, তাই মায়ের নাম ভগবতী।

এস মা আনন্দময়ী! এস, সমগ্র বিশ্ব সুসজ্জিত, তোমার পূজার জন্য প্রস্তুত। নির্ম্মল জল, শ্যামলশস্যপূর্ণ বসুন্ধরা ফলে ফুলে সজ্জিতা, তোমারি পূজার জন্য প্রস্তুত, বিশ্ববাসী তোমার পদারবিন্দ অর্চ্চনার জন্য তোমার আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। এস মাতঃ ভগবতী! এ বিশ্বে তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের একটুকু ছড়াইয়া দাও; পৃথিবী ধনধান্যে পূর্ণ হউক। এস মা! শক্তিময়ী! এ শক্তিহীন ভারতে তোমার অসীম শক্তিবিন্দু প্রদান কর। এস মা! এ রোগ-শোক-দুঃখ-দৈন্য পূর্ণ অধমের গৃহে আবির্ভূতা হইয়া—মা সর্ব্বমঙ্গলা! আমাদের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া প্রতি গৃহে মঙ্গলঘট সংস্থাপিত কর। এ পাপ-তাপময় বিশ্ব হইতে সকল অমঙ্গল দূর হউক, আমরা পবিত্র হই, ধন্য হই,——সর্ব্বমঙ্গলার পূজার যোগ্য সুসন্তান হইয়া উঠি, তোমার সর্ব্বমঙ্গলা নাম সার্থক।

মা আসিতেছেন——আনন্দময়ী জননী আসিতেছেন, তবে আমার এ অবোধ প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে কেন? আমার এ পাপ পঙ্কিল গৃহে আনন্দময়ীর আবির্ভাব হইবে কি? হায়! পাপের অগ্নিতে যে, এ

দেহ প্রাণ প্রতিনিয়ত জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছে। এ দাবদাহের ভিতরে শান্তিময়ীর আগমন হইবে কি? হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অসূয়া ও অহঙ্কাররূপ বিষম আবর্জ্জনায় এ হৃদয়-মণ্ডপ যে সদা আচ্ছাদিত! কোথায় মাতার পবিত্র আসনের প্রতিষ্ঠা হইবে? মা আসিয়া কোথায় দাড়াইবেন? কামাদি ষড়্ প্রহরী যে এ মন্দিরের পাহারায় সদা নিরত—সদা জাগ্রত! মা আমার এ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন কি? এ পাপ-গৃহে কি জননীর আবির্ভাব হইবে? এ মন্দির চুড়ায় যে শকুনি গৃধিনী উড়িতেছে, বায়সকুল কা-কা রবে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিতেছে, কালপেচক ডাকিতেছে,—"নিম নিম্, নিম্!" চারিদিকে ফেরুপাল চিৎকার করিতেছে, ডাকিনী ডাকিতেছে শঙ্খিনী নাচিতেছে, এ অমঙ্গল গৃহে সর্ব্বমঙ্গলার আবির্ভাব হইবে কি? এ পূতিগন্ধময় শবাস্থিপূর্ণ বীভৎস গৃহে পবিত্রময়ী জননী ব্রহ্মময়ীর পদার্পণ হইবে কি? নরকে মৃত্যুর যন্ত্রণা—প্রতিনিয়ত মরণের আকাঙ্খা! দেহে সর্ব্বাবয়বে মৃত্যুর কালচ্ছায়া! ভিতরে বাহিরে—অনন্ত কালিমা, ঘোর বিপদ-মলিন ছায়া অসীম অমা অন্ধকার! উঃ! পাপের স্মৃতি ও কলঙ্কের দারুণ মলিনতায় এ গৃহ যে সমাবৃত! এ সজীব শ্মশানে—এ পূতিগন্ধময় অশুচি গৃহে চির মঙ্গলময়ীর আবির্ভাব হইবে কি? তাই প্রাণে বড় ভয়, মা বুঝি আসিলেন না।

দগ্ধ কর অনুতাপ-অনলে তোমার ঐ হৃদয়-গৃহের অনন্ত আবর্জ্জনা রাশি ধৌত কর, ভক্তি-গঙ্গাজলে ঐ শ্মশান ভস্মস্তূপ শান্ত কর, সংযত কর, নিপীড়িত কর তোমার ঐ পঙ্কিল গৃহের দুরন্ত দ্বারপাল কামাদি রিপুগুলিকে দূর করিয়া দাও হিংসা দ্বেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি ঘৃণিত প্রবৃত্তি গুলিকে, শান্ত কর উহাদিগকে নিরন্তর অমৃত নির্ঝরিণীর সুশীতল সুপবিত্র সলিল সেচনে, জ্বালিয়া দাও প্রেমের সুরভি ধূপ—স্নেহের পবিত্র আলো, প্রবাহিত কর বিশ্বপ্রীতির অমৃত-প্রবাহ—চিরশান্তির মধুর মলয়ানিল, ধ্বনিত হউক চির মধুর মাতৃনামের বিজয় শঙ্খ, প্রাণ ভরিয়া গাও "বন্দে মাতরম্—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং মাতরং"। ঐ ত বিশ্বজননীর প্রকট রূপ, ঐ মায়ের মঙ্গলময়ী স্নেহ মূর্ত্তি! তোমরা অবনত মস্তকে ভক্তিভরে ঐ মাতৃমূর্ত্তির চরণতলে লুটিয়া পড়।

মন্দির পবিত্র হইয়াছে—অমঙ্গল গৃহে সর্ব্ব মঙ্গলার পবিত্র আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গল কুম্ভ, ভক্তি-গঙ্গাজল ও শ্রদ্ধার পুষ্প-বিল্বদল স্তরে স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়াছে; বলির জন্য কামাদি পশুগুলি যূপকাষ্ঠে দৃঢ় বদ্ধ। ঐ দেখ, মণ্ডপে দুর্গতি নাশিনী দুঃখহরা দুর্গার আবির্ভাব হইয়াছে, ঐ দেখ জগজ্জননী জগদম্বা কেমন হাসিতেছেন। আহা! মায়ের কি অনন্ত রূপ!

পুণ্য গন্ধ বহ, গন্ধবহ! দাও আলিপনা পুরাঙ্গনাগণ! কর হুলুধ্বনি যত কুলনারী! পুতঃ মন্ত্র পড়, পুরোহিত! বাজাও মঙ্গলবাদ্য বাদকের দল! বাজুক মঙ্গল-শঙ্খ মন্দিরে মন্দিরে। ঐ সর্ব্বমঙ্গলা আসিতেছেন। আহা! কি আনন্দ! আনন্দময়ীর আগমনে এ বিশ্ব যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! ঘরে ঘরে আনন্দ!—পূজার মন্দিরে আনন্দ দীপ—আনন্দ জ্যোতিঃ!—ভিতরে বাহিরে কি গভীর আনন্দ সঙ্গীত! আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখে আনন্দ আর ধরে না! বিশ্বময় আনন্দময়ীর আনন্দ জ্যোতিঃ—অসীম আনন্দরাশি যেন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাতৃভক্ত সন্তানগণ সমস্বরে গাহিতেছেন,—

সর্ব্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্ব সার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন।

শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পদ্ধতি।

এই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রতি গৃহে গৃহে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কার্ত্তিক মাসের ১২ই তারিখ সোমবার পূর্ণিমার প্রদোষ কালে

এই পূজা সম্পন্ন হইবে। প্রত্যেক উপনীত কায়স্থের এই পূজা নিজে করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য পদ্ধতিটী সম্পূর্ণ সরলভাবে মুদ্রিত করা হইল। বঙ্গ-গৃহে প্রত্যেক উপাসনায় এই পূজা পদ্ধতির মূলাংশ গৃহিত হয়। অতএব কায়স্থগণ যদি এই পূজার পদ্ধতি কণ্ঠস্থ করিতে পারেন, তবে অন্যান্য যাবতীয় পূজাই নিজে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। এই প্রকার যজনকার্য্য চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থদিগের স্বধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণীয় রেণুকা মাহাত্মে পরশুরামের উক্তি দ্রষ্টব্য। এই পূজাকে কোজাগর লক্ষ্মী পূজা বলিয়া থাকে।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে :—

"নিশীথে বরদালক্ষ্মীঃ কোজাগর্ত্তি মহীতলে।
জগৎ প্রক্রমতে তস্যাং লোকচেষ্টাবলোকিনী॥
নারিকেলোদকং পীত্বা অক্ষৈর্জ্জাগরণং নিশি।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি কোজাগর্ত্তি মহীতলে॥"

অর্থাৎ আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা নিশীথে লক্ষ্মী বরদাত্রী হইয়া জগতে বিচরণ করিয়া দেখেন, কোন্ ব্যক্তি নারিকেল জল পান করিয়া অক্ষক্রীড়ায় রাত্রি জাগরণ করিতেছে, তাহাকেই তিনি সমৃদ্ধি প্রদান করেন।

অপিচ :—

"নারিকেলৈশ্চিপিটকৈঃ পিতৃন্ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
বন্ধুংশ্চ প্রীণয়েৎ স্বয়ং তদশনো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ নারিকেল জল ও চিড়াদ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণকে, পূজা করিবে, এবং তদ্দ্বারা আত্মীয় স্বজনদিগকে আহার করাইয়া নিজেও ভোজন করিবে।

লক্ষ্মী পূজা আরম্ভ।

প্রথমতঃ হস্তপদাদি ধৌত করত দক্ষিণ হস্তের তলদেশে একটী মাষকলাই ডুবিতে পারে অর্থাৎ অল্প পরিমাণ জল গ্রহণ করিয়া তাহা দর্শন করত তিন বার পান করিয়া তদ্দ্বারা আচমন করিবে। পরে হস্ত ধৌত করিয়া মস্তকে ও পদে জলের ছিটা দিবে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ-মূল দ্বারা মুখ মার্জ্জন করিবে। পরে

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ॥" (ক)

তদনন্তর নিম্নলিখিত পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিবে যথা :—

"নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥"

অর্থাৎ অপবিত্র বা পবিত্র সকল প্রকার অবস্থায় যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন তাহার বাহ্য-অন্তরদেশ শুচি হয়।

দেহ মন পরিশুদ্ধ হইবার পর যজুর্ব্বেদীয় স্বস্তিবাচন পাঠ করিবে যথা :—

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥

স্বস্তি বাচনের পর আতপ তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যথা :—

"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যাভূতান্যহঃক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহসন্নিধিম্॥
ওঁ তৎ সৎ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

পরে সচন্দন পুষ্প লইয়া প্রত্যেক শব্দের পূর্ব্বেই ওঁ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দিবে যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীগুরবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এই বলিয়া

(ক) অন্বয় :—চক্ষুঃ আততম্ (মহোজসা বিস্তৃতম্ সূর্য্যম্) ইব, দিবি সূরয়ঃ বিষ্ণোঃ তৎ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি।

অর্থাৎ—চক্ষু যে প্রকারে ইহলোকে আলোকময় সূর্য্যকে স্পষ্টভাবে দর্শন করে তদ্রূপ স্বর্গে বিদেহি মহাত্মাগণ বিষ্ণুর সেই পরমপদ সর্ব্বদা দর্শন করেন। এই স্থলে গীতার ১৫শ অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোক আলোচনা করুন যথা—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৬॥"

প্রত্যেককে একটী করিয়া পুষ্প নারায়ণ শিলায় অর্পণ করিবে। এই সময় নিম্নলিখিত দুইটী স্তোত্র পাঠ করিবে যথা—

(১) ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিত শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণে নমোঽস্তুতে ॥

(২) ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

তৎপর তিল, তুলসী, হরিতকী অথবা একটী রম্ভা এবং ত্রিপত্র ও কিঞ্চিৎ জল কুশীতে লইয়া সঙ্কল্প করিবে যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাধিনে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুক দেববর্ম্মা লক্ষ্মীপ্রীতি কামো গণপত্যাদি দেবতা পূজাপূর্ব্বক লক্ষ্মীমহং পূজয়িষ্যে। তদনন্তর কুশীর জল ও পুষ্পাদি টাটের উপর ঢাল এবং কুশীখানি উবুড় করিয়া নিম্নলিখিত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে যথা—

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু ॥

তদনন্তর কুশীখানি উঠাইয়া—সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধ : সন্তু—এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে—ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। তৎপরে 'ফট্' এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া পরে ত্রিপদিকার উপর স্থাপন করিবে। "ওঁ" এই মন্ত্রে সেই পাত্র জলপূর্ণ করিয়া পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ॥ তৎপরে কোশাস্থ জলে চন্দন, পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রভৃতি প্রদান করিয়া ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতি-করণ করিয়া, মৎস্যমুদ্রাদ্বারা আচ্ছাদন করত অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা (খ) সেই কোশাস্থ জলে তীর্থ সকলের আবাহন করিবে যথা—

(খ) পূজা করিবার অগ্রে পূজক-কায়স্থ মহাশয়কে মুদ্রাগুলি শিক্ষা করিতে হইবে অর্থাৎ দেবতাবিশেষের প্রীতি সম্পাদনার্থ অঙ্গুলি দ্বারা রচিত যন্ত্রকে মুদ্রা বলে।

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

তৎপরে "ং" এই মন্ত্রে অর্ঘ পাত্রের উপর দশবার জপ করিয়া, সেই জলের ছিটা মস্তকে ও পূজার উপকরণে দিবে। তদনন্তর ঘটস্থাপন করিবে একটী সুলক্ষণ ঘটে ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, পঞ্চপল্লব, সিন্দূর ও চন্দনাদি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। প্রথমতঃ ভূমি স্পর্শ করত বলিবে—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধাত্রীং পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসী॥

ধান্য ধরিয়া—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।

ঘট ধরিয়া—ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারাঃ পয়স্বতীঃ পুনর্ম্মাবিশতাদ্রয়িঃ।

জল ধরিয়া—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনীমাসীদ।

পল্লব ধরিয়া—ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিঞ্জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদোজয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতু ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম।

ফল ধরিয়া—ওঁ যা ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্তং হসঃ।

সিন্দূর—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনা সো বাত প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বা। ঘৃতস্য ধারা অরুষোহন বাজীকাষ্ঠাভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।

দূর্ব্বা—ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পুরুষঃ পুরুষঃ পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ।

পুষ্প—ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চপত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্ ইষ্ণন্নিষাণ মুম্ময়ীশান সর্ব্বলোকম্ময়ীশান।

তৎপর ঘটে কিঞ্চিৎ জল দিয়া পাঠ করিবে যথা—

ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেব সমন্বিতম্।
ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠদেবগণৈঃ সহ॥

স্থাং স্থীং স্থিরোভব। তদনন্তর গায়ত্রী পাঠ করিবে।   (ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। কায়স্থদিগের প্রতি অত্যাচার। বিগত আষাঢ় মাসের আর্য্যকায়স্থ প্রতিভায় ৩ ও ৪ দফায় এবং বিগত আশ্বিন সংখ্যার ১৫ দফায় পাচ্চর বন্দরখোলায় কায়স্থদিগের প্রতি তত্রস্থ বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণদিগের যে অত্যাচারের বিবরণ আমরা লিখিয়াছি তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক চটিয়া ছিল, তাহা হইতে বঞ্চিত করায় কায়স্থদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের বিরাগ হইতে পারে কিন্তু বৈদ্য ভ্রাতৃগণের সহিত আমাদের কোন প্রকার মনোমালিন্য নাই, বরং ব্রাহ্মণ নির্য্যাতন প্রসমিত করিতে বৈদ্য সম্প্রদায় কোন কোন স্থলে কায়স্থদিগের সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু পাঁচ্চর বন্দরখোলার বৈদ্য মহাশয়দিগের নিকট সাহায্য পাইব প্রত্যাশায় আমি তত্রস্থ অবসর প্রাপ্ত উকিল শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেন মহাশয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনিও আমাদের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা শ্রাবণ মাস মধ্যে হয় কিন্তু ৭ই আশ্বিন এক ভীষণ সংবাদ আমরা পাইলাম। পাঁচ্চর নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পত্রে জানিতে পারিলাম যে আমাদিগের সর্ব্ব প্রধান কায়স্থাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা মজুমদার মহাশয়কে প্রাণে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দস্যুগণ তাঁহাকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে জখম করিয়াছে। এই সম্বন্ধে কলিকাতা হইতে কায়স্থ কুলভাস্কর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার বিগত ১৮ই আশ্বিন তারিখের পত্রে লিখিতেছেন :— পাঁচ্চরের লোমহর্ষণ দুর্ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। তত্রস্থ উপবীতী কায়স্থবৃন্দের প্রতি সমগ্র কায়স্থ সমাজের সমবেদনা এবং তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা করা আমাদের সকলের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, নচেৎ আমাদের দুর্গতির আর পরিসীমা থাকিবে না। কলিকাতাস্থ কায়স্থ সভার কায়স্থ মহোদয়গণকে জানান উচিত এবং প্রতিকার জন্য অর্থ সাহায্য তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। এই বিষয় আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র দেববর্ম্মা, যিনি বহরমপুরে

সরকারী ডাক্তার, তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়াছি। তাঁহা দ্বারা যতদূর সাহায্য সম্ভব অবশ্যই তিনি করিবেন। আপনার পত্র শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়কে দেখাইয়াছি। তিনিও তাঁহার উকিল শ্রীযুক্ত গোপেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছেন। এ বিষয় কি করা হইল না হইল, আমাকে জানাইবেন।

২। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কলিকাতার কায়স্থ সভার অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে আমরা পত্র লিখিয়াছি এবং এই বিষয় প্রতিকারের জন্য অর্থভাণ্ডার খুলিতে অনুরোধ করিয়াছি। এই গুরুতর ব্যাপারে সমগ্র কায়স্থ সমাজের অন্তঃস্থল অতি নিদারুণ ভাবে আলোড়িত হইয়াছে। সমাজের এই উত্তপ্ত অবস্থায় ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনা হইতে না পারে তদ্বিষয়ে আলোচনা সমীচীন।

৩। নিঃসহায় কাইসার জার। যে সমগ্র রুষিয়ার অধিপতি সম্রাট্, যাঁহার অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র জগত অবনত হইত, তিনি বর্ত্তমানে সুদূর সাইবেরিয়া দেশে তত্রস্থ শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে টোবল্‌স্ক নগরে বন্দীর ন্যায় কাল যাপন করিতেছেন। প্রজাপুঞ্জের সহিত তাঁহার সামঞ্জস্যশক্তি সংঘর্ষণ, ইহার মূল কারণ। ভারতে ত্রেতা যুগে রাম রাজ্যেও ইহার নিদর্শন রহিয়াছে। মহা মহিমান্বিতা সাম্রাজ্ঞীও প্রজাপুঞ্জের সমবেত শক্তির নিকট ভূতলে লুণ্ঠিতা হন। যখন কায়স্থ মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় ভূষণা প্রদেশের বঙ্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য করিতেছিলেন, তখনও তাঁহার রাজমহিষীকে বিচারার্থ উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। উদার নৈতিক দয়াবান বৃটিশ-সাম্রাজ্যে ভারতবাসীগণ যে প্রকার সুখে অবস্থান করিতেছেন তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তথাপি ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু আমাদের অভাব জানিবার জন্য আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতে শুভাগমন করিতেছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার আগমনে আমাদের অভাব সকল বিদূরিত হইবে।

৪। বিগত ৪ঠা আগষ্ট পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকার সময় শ্রীমতী আনি বেসান্ত এবং তাঁহার সঙ্গীয় দুইজন মহাত্মা মাদ্রাজ হইতে রেলে হাবড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য লক্ষাধিক জনসংঘ হাবড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছিল। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রমুখ কলিকাতাস্থ বহু গণ্যমান্য লোক তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সান্ধ্য একাদশটিকার সময় একটি ১৬ ঘোড়ার গাড়ীতে ঐ প্রাচীনা মহিলাকে বাহিত করত যে পথাও শোভাযাত্রা হইয়াছিল তাহা সম্যক জানিবার জন্য পাঠকগণ কলিকাতা দৈনিক পত্রিকা পাঠ করিবেন। স্থানাভাব বশতঃ আমরা সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতে পারিলাম না।

৫। কায়স্থোপনয়ন। যশোহর জেলান্তর্গত খেজুরা দুর্গাপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রলাল মিত্রবর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন—উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীর ক্ষেত্রে বিগত মহানবমী পূজার দিবস নিম্নলিখিত ১৪ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। গ্রাম দুর্গাপুর ১। জ্যোতিষ-চন্দ্র বসু, ২। যোগেশচন্দ্র বসু, ৩। শিবনাথ বসু, ৪। রাজেন্দ্রনাথ বসু, ৫। খগেন্দ্রনাথ বসু। ৬। মোহিতচন্দ্র বসু। ৭। কিরণচন্দ্র বসু, ৮। কৃষ্ণচন্দ্র বসু। ৯। অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ১০। সতীশচন্দ্র মিত্র, ১১। অমরচন্দ্র মিত্র। ১২। প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ১৩। নগেন্দ্রনাথ মিত্র. ১৪। [illegible] বসু। এই উপনয়নের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সহিত যে দলাদলি হয় তাহা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

৬। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর জিলান্তর্গত কাচোল গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসুমজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন:—বিগত ১লা কার্ত্তিক রবিবার ৺শ্যামাপ্রসন্ন বসু মহাশয়ের বাটীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ৫জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। ১। মনোমোহন বসু মজুমদার, ২। যোগেন্দ্রমোহন বসু মজুমদার, ৩। কামিনীকুমার বসু, ৪। ক্ষেত্রগোপাল ঘোষ, ৫। মনোরঞ্জন সোম। এই উপনয়নে গ্রামের দলাদলি নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

৭। বিবাহ-বিভ্রাট।—বিগত আষাঢ় সংখ্যা প্রতিভার বিবিধ প্রসঙ্গের ২ দফায় এবং ভাদ্র সংখ্যার ৩ দফায় যে বিবাহ বিভ্রাটের বিষয় আমরা পাঠকগণকে জানাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা অবগত হইলাম যে, এই বিবাহ সম্বন্ধে [illegible] গ্রামনিবাসী পরম কল্যাণাস্পদ শ্রীমান্ উপেন্দ্রনারায়ণ [illegible] কোন দোষ নাই। কন্যাপক্ষের অভিভাবকগণের উপেক্ষা বশতঃ এই শুভকার্য্যটী সম্পাদিত হয় নাই। আমরা উভয় পক্ষের

নিকট হইতে পত্রাদি পাইয়াছি। এবং উক্ত শ্রীমানকে সানন্দে অনুরোধ করিয়াছি যে তিনি অবিলম্বে উক্ত বড়গ্রামে যাইয়া পূর্ব্বের সঙ্কল্পানুসারে শুভকার্য্যটী সুসম্পন্ন করিবেন।

৮। কায়স্থোপনয়ন।—ঢাকা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় দত্ত রায় বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:— উক্ত কায়স্থ সভার উদ্যোগে পাঁচথুপী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বারীপ্রসন্ন দত্ত রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত ভগবতী পাঠক ঠাকুর সিংহ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

৯। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—আসাম প্রদেশস্থ আটাপীপাট 'টি' ষ্টেট হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুহ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন—বিগত ১৩ই আশ্বিন শনিবার উক্ত চা বাগানের ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ... মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতা কায়স্থ সভা হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষাল মহাশয় পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়া বিশুদ্ধভাবে উক্ত শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন।

১০। কায়স্থ সভা।—বিগত ২৭শে ভাদ্র ফরিদপুর জেলান্তর্গত ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাসাবাটীতে একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ভাঙ্গার অনেক গণ্যমান্য কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত রায়চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করার পর নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণগুলি পরিগ্রহণ করা হয়। (১) এই সভা ভাঙ্গা আর্য্যকায়স্থ সভা নামে অভিহিত হইল। (২) সমগ্র ভারতীয় মহাসম্মিলনের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মার মৃত্যুতে এই সভা শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গলকামনা করিতেছেন। ভাঙ্গা ও তন্নিকটস্থ গ্রামসমূহে কায়স্থগণের মধ্যে সহানুভূতি সংবর্দ্ধন মানসে এবং কায়স্থ সমাজের উন্নতিকল্পে এই ভাঙ্গা আর্য্যকায়স্থ সভা সংগঠিত হইল। নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উক্ত সভার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী সভাপতি। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু রায় চৌধুরী বর্ম্মা, সহ-সভাপতি। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, সম্পাদক। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহঠাকুরতা বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর মহলানবীশ বর্ম্মা, সহসম্পাদক।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষবর্ম্মা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মা এবং আর কয়েকজন কায়স্থ সভ্য হইলেন (৪) এই সভা পরিচালনের জন্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষবর্ম্মা প্রমুখ কয়েকজন সভ্য যে সকল নিয়মাবলী আবশ্যক তাহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দুই সপ্তাহ মধ্যে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অর্পণ করিবেন। (৫) প্রত্যেক সভ্য বার্ষিক ১৲ টাকা হারে চাঁদা দিবেন। আবশ্যক হইলে মফঃস্বলে যাইয়া সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে ৩।০ আনা চাঁদা আদায় হইল। "আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা"র সম্পাদক আশা করেন যে এই সভার সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য কার্য্যকারকগণ যাহারা আজও শূদ্রাচারী আছেন, তাঁহারা শীঘ্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন।

১১। কায়স্থ সভা।—জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত সামাইল গ্রামে বিগত ১৪ই আশ্বিন ৺কালীনাথ দেব সরকার মহাশয়ের বাটীতে তত্রস্থ আর্য্যকায়স্থ সভার একটী অধিবেশন হয়। ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পাঁচ্চর এবং তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের ৫৮ জন কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় সমবেত কায়স্থগণের নিকট ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এবং তাহার সাধনা প্রণালী বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করেন। সাবিত্রী এবং উপনয়ন গ্রহণ জন্য সকলকেই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অনুরোধ করেন। সমবেত কায়স্থ মণ্ডলী অচিরাৎ উপনয়ন গ্রহণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হন। পাঁচ্চর ও বন্দরখোলা নিবাসী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক স্থানীয় কায়স্থগণ যে প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের আচার্য্যগুরু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার [illegible] মহাশয়কে দস্যুগণকে যে প্রকার গুরুতর আঘাত করিয়াছিল তদ্বিষয় সভাগণ মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া উক্তরূপ দৌরাত্ম্য এবং অত্যাচার নিবারণ জন্য তাঁহাদিগের সমবেত শক্তি নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সামাইল, গুয়াডাঙ্গা, কমলাপুর, বাহাদুরপুর, পাঁচ্চর বন্দরখোলা, সত্তরশি গ্রামের কায়স্থগণ একটী স্থায়ী আর্য্যকায়স্থসভা সংগঠন করিলেন। পরলোকগত মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করেন। তৎপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

১২। ভাঙ্গা আর্য্যকায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের নিকট হইতে অমরা পাঁচার নিবাসী কায়স্থগণ যে প্রকার গুরুতর ভাবে তত্রস্থ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই অত্যাচার সম্বন্ধে পাঠকগণ বিস্তারিত বিবরণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এই অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া মাত্র ভাঙ্গার সভার পক্ষ হইতে যোগেশ বাবু ঐ স্থানে যাইয়া তত্রস্থ বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণের অত্যাচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ কায়স্থগণকে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত করিতেছে। গ্রাম্য ধোপা-নাপিত এবং হাট-বাজারের মাঠকে এবং পুষ্করিণী হইতে জল লইতে অর্থাৎ নানা প্রকারে কায়স্থগণকে নির্যাতন করিতেছে। উক্ত স্থানের কায়স্থগণ বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে সংখ্যায় কম। সুতরাং দুর্ব্বল বিধায় তাহারা একদিন কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। কলিকাতার কায়স্থ সভাকে ইতিপূর্ব্বে জানান হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ যাবৎ কোন প্রতিকার করা হয় নাই। ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণী হইতে কায়স্থাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয়কে পাঁচারে আনা হয় এবং রাত্রিযোগে দুর্বৃত্তগণ সিঁদ কাটিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করত তাঁহাকে সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত করে। তদ্বিষয় প্রতিভায় বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা হউক আমি তথায় ৩ দিন থাকিয়া পাঁচার কলতাগোলা এবং তৎসান্নিধ্য গ্রাম সকলের কায়স্থগণকে একত্রিত করিবার মানসে একটী কায়স্থ সভা সংস্থাপিত করিয়া আসিয়াছি। এই সকল গ্রাম মধ্যে কায়স্থোপনয়ন কার্য্য পরিণত হইলে বিশেষ উপকার হইবে। আগামী পূজার বন্ধে কলিকাতা হইতে কায়স্থ প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয় এখানে আসিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ সকল গ্রামের কায়স্থগণ মধ্যে যেরূপেই হউক একটী সুদৃঢ় একতা বন্ধন সংস্থাপন করা আবশ্যক। আশা করি এই বিষয় আপনি কলিকাতা কায়স্থ সভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিবেন।

১৩। সারদামঙ্গল।—আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা এই দুর্দ্দিনে সারদামঙ্গল লইয়াই ব্যস্ত। সে দিন কায়স্থ সমাজের গৌরব সারদাচরণ মিত্র

বর্ম্মা মহাশয়ের স্বর্গারোহণে সমগ্র বঙ্গ দীন নয়নে রোদন করিয়াছে, অদ্য বৈদ্য সমাজের গৌরব স্তম্ভস্বরূপ ফরিদপুরের প্রধান বিচারক রায় সারদাপ্রসাদ সেন বাহাদুর মহোদয়ের রাজ কার্য্যে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে আমরা ফরিদপুর বাসী সকলেই অতীব শোকাকুলিত হৃদয়ে তাঁহাকে বিদায় দিতেছি। রায় বাহাদুর সারদাপ্রসাদ বঙ্গমাতার একজন কৃতী সন্তান; বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া নিরপেক্ষ বিচারে, মিষ্টভাষায় বিচার আদালতে সকল প্রার্থীগণকে তিনি সন্তুষ্ট করিয়াছেন। গত ২৬শে আশ্বিন ফরিদপুর বারলাইব্রেরীতে তাঁহার জন্য যে সাক্ষাসম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে ফরিদপুরের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ২৭শে আশ্বিন শনিবার সন্ধ্যাকালে ফরিদপুর বাসী বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি সমবেত হইয়া অত্রস্থ নাট্য মন্দিরে জজ মহোদয়কে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

১৪। কায়স্থোপনয়ন।—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—যশোহর জিলার বারাসিয়া উপনয়ন সম্মিলন কেন্দ্রে উক্ত গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু এবং তাঁহার পুত্র অমূল্যপ্রসাদ বসু এবং ফরিদপুর জিলার মাঝবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভৌমিক মহাশয় যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৫। শোকসভা।—খোজাপাড়া রাজসাহী হইতে উত্তর কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—কায়স্থকুলগৌরব সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের লোকান্তর গমনে শোক প্রকাশার্থে রাজসাহী কায়স্থ সভার বিগত ২৪শে ভাদ্র সন্ধ্যার সময় রাজসাহী কায়স্থ পুস্তকালয় গৃহে একটী শোকসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি, এল প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ শ্রীযুক্ত গোবিন্দরায় বি, এল প্রমুখ বৈদ্যমহোদয়গণ সভাস্থ হইয়া সভাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ রায় বি, এল মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিলে শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রসুন্দর মজুমদার বর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মজুমদার এম, এ, শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষ বি, এল, শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দত্ত উকিল প্রভৃতি সভ্যগণ স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলীর কথা উত্থাপন করিয়া শোকপ্রকাশ করেন এবং তাঁহার অভাবে বঙ্গসমাজ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহাও প্রকাশ

করেন। সমবেত সভ্যগণ স্বর্গীয় সারদাবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। ইহাও স্থির করেন যে, এই অধিবেশনের মন্তব্য তাঁহার শোকার্ত্তা পত্নীর নিকট প্রেরিত হউক ও স্বর্গীয় মহাত্মার আত্মার শান্তি ও প্রীতির জন্য সভার ব্যয়ে অদ্যই ভাগবত পাঠ করান হউক। অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতবিহারী ভট্টাচার্য্য ভাগবতভূষণ মহাশয়ের ভাগবত পাঠান্তে রাত্রি ১০॥টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। পূজনীয় কালীপ্রসন্ন আচার্য্য মহাশয়ও শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সারদাবাবুর আরও কতদিনের অনেক আগের কথা প্রকাশ করেন।

১৬। চন্দ্রনাথ তীর্থ। এই তীর্থস্থানটী প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুদের বহু মনীর ন্যায় সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। আমাদের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে এত তীর্থ অতি নিকট। প্রাচীন কালে কাশীধামের শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে কাশী স্থাপনকর্ত্তা ব্যাসদেব তথা হইতে আসিয়া চন্দ্রনাথ তীর্থকে তাঁহার সাধনাক্ষেত্রে পরিণত করেন। অদ্যাপি তাঁহার এই সাধনাক্ষেত্রের অন্যতম নাম ব্যাসকুণ্ড। চন্দ্রনাথ একটী পীঠস্থান, এখানে সতীর অঙ্গ পতিত হইয়াছিল। স্থানটী অগম্য পর্ব্বত ও দুর্ভেদ্য জঙ্গলে সমাবৃত। তজ্জন্য অনেক সাধু ইহাকে তপস্যার উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে রেল ও ষ্টীমারে সুবিধা সত্ত্বেও অন্যান্য অনেক তীর্থের সহিত তুলনায় এখানে লোক সমাগম অনেক কম হয়। তীর্থস্থান যত নির্জ্জন হয়, ততই সাধনার সুবিধা; তজ্জন্য আমরা কুমিল্লা থাকিবার সময় অনেক সাধু সন্ন্যাসীকে শিবরাত্রির সময় তথা যাইতে দেখিয়াছি।

১৭। এই মহাপীঠের ভৈরবচন্দ্র নাথ, কোন মহাপুরুষ দ্বারা স্থাপিত শিবলিঙ্গ। কিন্তু ক্রমদীশ্বর নামে পূজিত। এখানে যে স্বয়ম্ভুনাথ লিঙ্গ আছেন তাঁহাকেই লোকে অনাদি লিঙ্গ বলিয়া থাকে তিনি কাহার দ্বারা স্থাপিত নহেন। পর্ব্বত শিখরস্থ ৺চন্দ্রনাথ এ স্থলে অষ্ট মূর্ত্তিতে বিরাজিত। এ স্থলের নৈসর্গিক ভাব মনোযোগের সহিত দেখিলে প্রতীয়মান হইবে পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত এই চারিটী মহাভূত দ্বিধাকৃত হইয়া অষ্টমূর্ত্তিতে এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। কোন স্থানে তেজ অর্থাৎ অগ্নি ব্যাপকরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। আবার কোথায় ভগবানের জলমূর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছে। এত

প্রকার ফল ফুলশোভিত বৃক্ষ লতা আর কোন স্থানেই দেখা যায় না। ইহাই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের ক্ষিতি তত্ত্বের অভিব্যক্তি। আবার কোন স্থানে পর্ব্বত গাত্র হইতে বাষ্প উদ্গীর্ণ হইয়া সমস্ত পর্ব্বতটীকে যেন মহাদেবীর শ্বেতাঞ্চলে সমাবৃত করিতেছে। ইহাই এই স্থানের মরুত-তত্ত্বের প্রকাশ বা অর্থব্যক্তি।

১৮। এখানে কোথায় অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। কোথায় বা আবার বাড়বানল সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া জলপূর্ণ কুণ্ডমধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। তন্মধ্যে অবগাহন করিয়া যাত্রীগণ স্নান তর্পণাদি করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিল্বপত্র সকল পট্ পট্ শব্দে দগ্ধ হইতেছে. কিন্তু গাত্রে বেশী উত্তাপ লাগে না বিস্তীর্ণ পর্ব্বত রন্ধ্রে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভূতত্ত্বাবিত পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন চন্দ্রশেখর পর্ব্বতটী একটী প্রাচীন আগ্নেয় গিরি। আবার কেহ কেহ বলেন পর্ব্বতাভ্যন্তর হইতে একটা বাষ্প আপনা হইতে নির্গত হইতেছে। উহা বায়ুর অম্লজানের সহিত মিশ্রিত হইবামাত্র জ্বলিয়া উঠে। এখানে জলপ্রপাত রূপে ঝর্ ঝর্ ধারে বারি নিপতিত হইতেছে তাহাকে লোকে পাতাল গঙ্গা বলিয়া থাকে। শীতকালে আমাদের দেশে যেরূপ কুজ্ঝটিকা হয় তদ্রূপ চন্দ্রনাথে মেঘ বৃষ্টির সময় পর্ব্বত গাত্র হইতে একটা বাষ্প নির্গত হইয়া সমস্ত পর্ব্বতটী বাষ্পময় করিয়া ফেলে। এখানে ঝড় বৃষ্টির সময় যে ভীষণ দৃশ্য উপস্থিত হয় তাহা মনে হইলে বোধ হয় যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। চন্দ্রনাথ তীর্থ অতি পবিত্র এবং প্রত্যেক হিন্দুর দর্শন যোগ্য। সাহিত্য-সংবাদ আশ্বিন, ১৩২৪।

১৯। ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতির আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের চাঁদা আদায়ের হিসাব :—

(গত ভাদ্র সংখ্যা ২৩৪ পৃষ্ঠা হইতে)	৩৮।৶০
১। জনৈক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মহাত্মা	১০৲
২। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বিশ্বাস সাং ঈশিবপুর	।০
৩। " কালীমোহন বিশ্বাস সাং ঐ	॥০
৪। " চারুচন্দ্র সিংহ দেববর্ম্ম সাং নন্দীবানেশ্বর, কাঁদি মুর্শিদাবাদ	১৲
৫। " বিহারীলাল গুহ সাং কাগদা	১৲
৬। " রাধাগোবিন্দ বোসবর্ম্মা, সাং সরাইদহ	২৲
৭। " প্রিয়নাথ সোমবর্ম্মা, সাং নগাইল	॥০
৮। " জনৈক মহাত্মা বিজয়া উপলক্ষে	১৲
৯। " রাসবিহারী দত্ত ৫৩ বোং ১৬নং মানিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট	১৲
মোট	৫৫৸৶০

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবায় নমঃ

আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম খণ্ড। { অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ সাল। } ৮ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পদ্ধতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ।)

তদনন্তর গণেশের পূজা।—একটী পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে :—

ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরসুন্দরম্,
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ লুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরম্,
বন্দেশৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু।

উক্ত মন্ত্র পাঠান্তে পুষ্পটী মস্তকে রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

এষঃ গন্ধ ওঁ গণেশায় নমঃ
এতৎ পুষ্পং ওঁ গণেশায় নমঃ
এষঃ ধূপ ওঁ গণেশায় নমঃ
এষঃ দীপ ওঁ গণেশায় নমঃ

পরে ওঁ গণেশায় নমঃ … করিয়া জপফল গোযোনী মুদ্রা যোগে নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিবে।

গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিবে।

ওঁ দেবেন্দ্র-মৌলি মন্দার-মকরন্দ কণা-করুণাঃ
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ॥

তৎপরে আবরণ পূজা—শিবাদি পঞ্চদেবতা।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ॥

বিষ্ণু পূজা। কূর্ম্ম মুদ্রা যোগে পুষ্প গ্রহণ করতঃ নারায়ণের ধ্যান করিবে যথা :—

ওঁ ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ
সরসিজাসনঃ সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী
হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খ চক্রঃ

গণেশের ন্যায় পঞ্চোপচারে নারায়ণের পূজা করিবে এবং "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া নারায়ণের পূজা শেষ করিবে।

পরে লক্ষ্মীর ধ্যান :—

ওঁ কান্ত্যা কাঞ্চন সন্নিভাং হিমগিরি প্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈঃ
হস্তোৎক্ষিপ্ত হিরণ্ময়ামৃত ঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং
ক্ষৌমাবদ্ধ নিতম্বভাগললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্॥

তদনন্তর পঞ্চোপচারে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করিতে হইবে যথা :—

এতৎ পাদ্যং ওঁ লক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ
এষঃ অর্ঘ্যঃ ওঁ লক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ

ইদং আচমনীয় জলং ওঁ লক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ

ইদং স্নানীয় জলং ওঁ লক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ

ইদং পুনরাচমনীয় জলং ওঁ লক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ।

অনন্তর লক্ষ্মী দেবীকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে যথা :—

ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।

যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ॥

পরে প্রণাম করিবে, প্রণামের মন্ত্র যথা :—

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।

সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥

পরে দক্ষিণান্ত।

কাঞ্চন, রৌপ্যখণ্ড, তাম্রখণ্ড, অথবা হরীতকী টাটের উপর রাখিয়া বামহস্ত দ্বারা উহা স্পর্শ করতঃ এতে গন্ধপুষ্পে হিরণ্যগর্ভায় নমঃ মন্ত্রে তিনবার অর্চনা করিবে।

ততঃপরে—বিষ্ণুরোম তৎসদদ্যৈতস্মিন্ মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেববর্ম্মা কৃতৈতৎ শ্রীলক্ষ্মী পূজা কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথা সম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ।—

কৃতৈতৎ লক্ষ্মীপূজা কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ইতি লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি সমাপ্ত। (ক)

সম্পাদক।

(ক) যে যে কায়স্থ মহাত্মা এই পদ্ধতি [illegible] লক্ষ্মীপূজা নিজে করিবেন তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের জানাইবেন। সঃ

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। [ক]

ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় বিশ্বোৎপত্ত্যাদিহেতবে।
তাপত্রায়বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ংনমঃ॥

অধুনা অনেক ব্রাহ্মণই বলেন যে বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়বর্ণ লোপ পাইয়াছে। ভার্গব পরশুরাম এবং মহাপদ্ম নন্দপ্রমুখ ক্ষত্র-শত্রুদিগের অবদান পরম্পরা কীর্ত্তন করিতে এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে নিখিল ক্ষত্রজাতির অন্তর্দ্ধান সপ্রমাণ করিতে বর্ত্তমান কালের অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান বেশ একটু তৃপ্তি এবং গৌরব অনুভব করেন। পঞ্চশতবর্ষাধিক মুসলমান আধিপত্যের প্রভাবে ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিতান্ত অবনতি উপস্থিত হইলে এবং বিবিধ উপধর্ম্মের সংঘর্ষে আমাদের মধ্যে বিষম ভেদবুদ্ধির প্রাচুর্য্য উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে পরস্পর প্রীতি এবং পাল্য-পালকের ভাবের পরিবর্ত্তে এক অস্বাভাবিক এবং বিজাতীয় হিংসার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাই আজ আমরা মন্বাদি স্মৃতিবাক্যের এবং পুরাণ-কথিত উপদেশের অবমাননা পদে পদে দেখিতে পাইতেছি এবং ব্রাহ্মণেরা সমাজ হইতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের একান্ত অভাবের ঘোষণা করতঃ গর্ব্ব এবং প্রীতি অনুভব করিতেছেন! হায় দুর্দ্দৈব! সমাজে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের একান্ত অভাব নিবন্ধন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যেরই যে অভাব অনিবার্য্য হইয়া উঠে, এই নিতান্ত সরল কথাটির প্রতিও আমাদের পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিতেছেন না।

বর্ত্তমান সময়ে যাহাই হউক, কিন্তু আর্য্য সভ্যতার সুসময়ে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার কালে, সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ বড় সুন্দর ছিল। ব্রাহ্মণ নিজ তপোবিদ্যাবলে এবং চরিত্রগুণে ক্ষত্রিয়ের গুরু এবং শিক্ষক ছিলেন এবং

(ক) বায়ুপুরাণ অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া সর্ব্বজন স্বীকৃত। খৃষ্টঃ ৭ম শতাব্দীর মহাকবি বাণভট্ট তদীয় বিশ্ববিখ্যাত কথাগ্রন্থ "কাদম্বরী"তে এই বায়ুপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন আমরা তাই মুখ্যতঃ এই পুরাণ অবলম্বনে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সংকলন করিয়াছি। লেখক।

ক্ষত্রিয়েরা প্রাণপনে ব্রাহ্মণদিগকে নিজের উত্তমাঙ্গবৎ সযত্নে পালন করিতেন। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বায়ু এবং অনলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়ের শক্তি এই উভয়ে একত্রে যুক্ত হইয়া আর্য্য-সভ্যতাকে পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী করিয়া তুলিয়াছিল।

সে কালে ব্রাহ্মণত্বও এ কালের মত একেবারে জন্মগত ছিল না। যদিও ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয় হওয়াই সাধারণ নিয়ম ছিল তথাপি কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে হীনবর্ণে অবনমিত হইতে হইত এবং কর্ম্মফলের গুণে হীনবর্ণ ও উচ্চবর্ণে উন্নীত হইত। ক্ষত্রিয়বর্ণের অনেকে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, অত্যল্প সংখ্যক বৈশ্য এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক ব্রাহ্মণগণ এ সম্বন্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে কোনও হীনবর্ণের ব্যক্তি কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে নাই। তাঁহারা বলেন রাজর্ষি জনক, মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেব, মহাভক্ত বিদুর ইঁহারা বিদ্যায় ও জ্ঞানে খুব উচ্চস্থান অধিকার করিলেও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই তবে একমাত্র বিশ্বামিত্রের সম্বন্ধে সন্দেহ আছে বটে ইত্যাদি।

সত্যকথা কি তাহাই? আমরা বেদ অথবা উপনিষদের প্রমাণ উপস্থিত করিব না, কারণ উহা ব্রহ্মজ্ঞানের বিদ্যা, আর ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে জাতিবিচার অনেকেই স্বীকার করেন না। আমরা পৌরাণিক প্রমাণ উদ্ধার করিয়াই দেখাইব যে একাকী বিশ্বামিত্র নহেন, অনেক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন যথা বায়ু মহাপুরাণে,——(খ)

প্রশ্ন। কিং লক্ষণেন ধর্ম্মেণ তপসেহ শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুপ্রাপ্তং বিশ্বামিত্রাদিভি র্নৃপৈঃ ॥১০৪॥
যেন যেনাভিধানেন ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়া গতাঃ।
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামস্তপসো দানতস্তথা ॥১০৫॥

উত্তর। দানাচ্ছ্রেয়স্তথা যজ্ঞো যজ্ঞাচ্ছ্রেয়স্তথা তপঃ।
সন্ন্যাসস্তপসঃ শ্রেয়াং স্তস্যাজ্জ্ঞানং গুরুঃ স্মৃতম্ ॥১১৯॥

(খ) বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মৎস্যপুরাণ, হরিবংশ, মহাভারত প্রভৃতি সকল মাননীয় পৌরাণিক গ্রন্থেই এই বিষয় উক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধাতিশয্যতা ভয়ে সকল প্রমাণ সংকলিত হইল না। লেখক।

শ্রূয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
বিশ্বামিত্রশ্চ মান্ধাতা সঙ্কৃতিঃ ॥ ১৫ ॥
কপিশ্চ পুরুকুৎসশ্চ সত্যশ্চানুহবানৃথুঃ। [illegible]
আর্ষ্টিষেণোহজমীঢ়শ্চ ভ[illegible]॥ ১৬॥
কক্ষীবাংশ্চৈব শিঞ্জয়শ্চ মহাযশাঃ।
রথীতরশ্চ [illegible] মুদ্গলো [illegible] ॥ ১৭॥
ক্ষত্রোপেতাঃ স্মৃতাঃ [illegible] তপসা ঋষিতাং গতাঃ।
এতে মহর্ষয়ঃ [illegible] সিদ্ধিং [illegible] গতাঃ ॥ ১৮॥

([illegible] অধ্যায়।)

বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বঙ্গানুবাদ। (প্রশ্ন) বিপ্রগণ কিরূপে কি কি কর্ম্ম, তপস্যা বা শাস্ত্রজ্ঞানে ক্ষত্রিয় সম্প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? তাঁহাদের যে যে জ্ঞান বা যেরূপ তপস্যায় বা দানে তাঁহারা ফললাভ করিয়াছিলেন তাহা আমরা বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। (উত্তর) দান হইতে যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, যজ্ঞ হইতে তপস্যা, তপস্যা হইতে সন্ন্যাস এবং সন্ন্যাস হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। বহু ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি তপস্যা বলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা সঙ্কৃতি, ক[illegible] (কেহ [illegible] হইয়াছে) পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান্, ঋভু, আর্ষ্টিষেণ, অজমীঢ়, কক্ষীব, সিঞ্জয়, রথীতর, কন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল রাজর্ষি সমধিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

এই অনুবাদে একটু গোলযোগ আছে। "শ্রূয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ" ইহার অনুবাদ হইয়াছে "বহু ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি তপস্যার ফলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন,"—ইহা অনুবাদ নহে, ফাঁকি। প্রশ্নানুসারে উত্তর হইতেছে যে তপঃসিদ্ধ বহু ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করত অনেক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া

(ক) শ্রীধর স্বামীর বিষ্ণুপুরাণ টীকাধৃত পাঠ "কবি" স্থলে বাধ্র্যশ্বঃ "পুরুকুৎসশ্চ ভাগবান্ গৃৎসমদঃ প্রভুঃ। আর্ষ্টিষেণোহজমীঢ়শ্চ ছাগোগার্গ্যস্তথৈব চ কক্ষীবাংশ্চাঙ্গিরসশ্চ মুদ্গলো হরিতস্তথা॥ রথীতরশ্চ কথশ্চ বিষ্ণুবৃদ্ধাদয়ো নৃপাঃ [illegible] ব্রাহ্মণত্বং তপসা চ যথা গতাঃ॥" "এই পাঠই শুদ্ধ বলিয়া মনে হয় লেখক

ছেন তাহা জানিতে পারা যায়। এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে যথা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি। অনুবাদক মহাশয়ের শেষ আবার সেই শিল্পকার্য্য অনুবাদে শোভা পাইতেছে। সংস্কৃত পাঠ এইরূপ—"তপসা ভাবিতাঃ সর্ব্বে এতে নৃপাঃ ক্ষত্রোপেতাঃ (দ্বিজাঃ—ব্রাহ্মণাঃ) ইতি স্মৃতাঃ" অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত এই নরপতিদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে; অর্থাৎ ইহারা ক্ষত্রকুলজাত হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যাহাই হউক, এইপ্রকার শিল্পকার্য্যের দ্বারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই, পরন্তু অনুবাদক মহাশয়ের উদ্দেশ্যও সাধিত হয় নাই,—ইহাতে কেবলমাত্র অপব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পুরাণ এই ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণের তালিকা দিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই,—সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশের নৃপতিগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম ও বংশাবলী বিবৃত করিয়া দিয়াছেন। আমরা দেখাইব যে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশ বলিয়া পরিচিত অনেক বংশ এইরূপ ক্ষত্রোপেত বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রথমেই সূর্য্যবংশের কথা দেখুন—

যথা বায়ুমহাপুরাণে—

"ইক্ষ্বাকুর্নৃগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তস্তথা প্রাংশুর্নাভাগোদিষ্ট এব চ॥
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ নবৈতে মানবাঃ স্মৃতাঃ॥৩। ৮৫ অধ্যায়।
শর্য্যাতের্মিথুনং ত্বাসীদানর্ত্তো নাম বিশ্রুতঃ।
পুত্রঃ সুকন্যা কন্যা চ ভার্য্যা যা চ্যবনস্য তু॥২২
আনর্ত্তস্য তু দায়াদো রেবো নাম তু বীর্য্যবান্।
আনর্ত্তো বিষয়ো যস্য পুরী চাপি কুশস্থলী॥২৩
রেবস্য রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্মী নাম ধার্ম্মিকঃ।
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতৃশতস্যাসীদ্রাজ্যং প্রাপ্য কুশস্থলীম্॥ ৫।৮৬ অধ্যায়।
ককুদ্মিনস্তু তং লোকং রৈবতস্য গতস্য তু।
হৃতা পুণ্যজনৈঃ সর্ব্বা রাক্ষসৈঃ সা কুশস্থলী॥১
তদৈতৎ তু শতং তস্য ধার্ম্মিকস্য মহাত্মনঃ।
নিবধ্যমানা রক্ষোভির্দিশঃ সম্প্রাদ্রবন্ত হ॥

ত্রিসাহস্রস্য সগণং ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্ ।
নভগস্য চ দায়াদো নাভাগোনাম বীর্য্যবান্ ॥ ৫
অম্বরীষস্তু নাভাগি বিরূপস্তস্য চাত্মজঃ ।
পৃষদশ্বো বিরূপস্য তস্য পুত্রো রথীতরঃ ॥ ৬
এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ
রথীতরাণাং প্রবরা ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥৭ (ঘ)

মান্ধাতা যৌবনাশ্বো বৈ ত্রৈলোক্য বিজয়ী নৃপঃ ॥৬৭
তস্য চৈত্ররথী ভার্য্যা শশবিন্দো সুতাস্তভবৎ ।
সাধ্বী বিন্দুমতী নাম রূপেণাপ্রতিমাভুবি ॥৭০
তস্যামুৎপাদয়ামাস মান্ধাতা ত্রীন্ সুতান প্রভুঃ ।
পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচকুন্দঞ্চ বিশ্রুতম্ ॥ ৭১
অম্বরীশশ্চ দায়াদো যুবনাশ্বোঽপরঃ স্মৃতঃ ॥৭২
হরিতো যুবনাশ্বস্য হারিতাঃ শূরয়ঃ স্মৃতাঃ ।
এতে হ্যাঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥৭৩
বিষ্ণুবৃদ্ধঃ সুতস্তস্য বিষ্ণুবৃদ্ধাঃ যতঃ স্মৃতাঃ ।
এতে হ্যাঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ ক্ষাত্রোপেতাঃ সমাশ্রিতাঃ ॥৭৯॥৮৮ অধ্যায়

চন্দ্রবংশে সোম, সোমের পুত্র বুধ, বুধ হইতে পুরুরবা, পুরুরবার ছয় পুত্র, যথা বিশ্বায়ু, শতায়ু, আয়ু, অমাবসু, গতায়ু, এবং ধীমান্। অমাবসুর পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র কাঞ্চনপ্রভ, তাঁহার পুত্র, সুহোত্র তাঁহার পুত্র জহ্নু, জহ্নুর পুত্র সুহোত্র (২য়) তাঁহার পুত্র অষ্টক, তাঁহার পুত্র বলকাশ্ব, বলকাশ্বের তিনপুত্র গয়, শীল এবং কুশ। কুশের চারিপুত্র কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরয়শ এবং বসু কুশের পুত্র কৌশিক গাধি ও গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র। ৯১ অধ্যায় বায়ু পুরাণের প্রথম হইতে ৮৭ শ্লোক। এই বিশ্বামিত্র

"প্রাপ্যব্রহ্মর্ষিসমতাং জগাম ব্রহ্মণাবৃতঃ ॥৮৭॥৯১ অধ্যায়।"

এই বিশ্বামিত্র হইতে বহু গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সুবিখ্যাত ব্রহ্মবিৎ যাজ্ঞবল্ক্য, জগৎপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, পাণিনি, প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণর্ষভ বিশ্বা-

(ঘ) বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২য় অধ্যায়, ১০ শ্লোক ও ঠিক এই।

মিত্র বংশ হইতে উদ্ভূত। বেদমাতা সাবিত্রি গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁহার পুত্র মধুচ্ছন্দা ও কৃতক পুত্র শুনঃসেফকে দেবরাত পরিত্যাগ করিলে বেদের অঙ্গ যেমন বিকল হইয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মক্ষত্র বাস্কবংশকে পরিত্যাগ করিলে বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণভাগ এবং ঔপনিষদিক অংশ নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। আর পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী না থাকিলে সংস্কৃতভাষাই মেরুদণ্ডহীন হইয়া যায়। এই বিখ্যাত বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশীয় নরপতি এবং তিনি ভারতের সুপ্রসিদ্ধ কৌশিকগোত্র সমূহের জন্মদাতা। (৬)

পুরুরবার পুত্র অমাবসুর বংশজাত বিশ্বামিত্রের ন্যায় পুরুরবার জ্যেষ্ঠপুত্র আয়ুর বংশ ও ব্রাহ্মণবংশ প্রবর্ত্তক নৃপতিদিগের আবির্ভাব হইয়াছে। আয়ুর পুত্রগণের মধ্যে নহুষ, তাঁহার পুত্র ক্ষত্রবর্ম্মা, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মবৃদ্ধ, তৎপুত্র সুতহোত্র সুতহোত্রের তিনপুত্র কাশ, শল, এবং গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র শৌনক। শলের পুত্র আর্ষ্টিসেন। এই শৌনক এবং আর্ষ্টিসেন ব্রহ্মণগোত্র প্রবর্ত্তক, যথা

"শৌনকাশ্চার্ষ্টিসেনাশ্চ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥"৬॥ ৯২ অধ্যায়।

পুনশ্চ সুতহোত্রের পুত্র কাশের বংশে রাজর্ষি ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ বেণুহোত্রের পুত্র গার্গ্য, গার্গ্যের দুই পুত্র ভর্গভূমি (গর্গভূমি) এবং বৎস; গর্গভূমি হইতে গার্গ্যগোত্রীয় এবং বৎস হইতে বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। যথা—

"বেণুহোত্র সুতশ্চাপি গার্গো বৈ নাম বিশ্রুতঃ।
গার্গস্য গর্গভূমিস্তু বাৎস্যো বৎসস্য ধীমতঃ ॥৭৩॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ সিংহতুল্য পরাক্রমাঃ ॥৭৪

৯২ অধ্যায়, বায়ুপুরাণে।

বিখ্যাত পুরুবংশে দুষ্মন্তের জন্ম হয় ইহা সর্ব্বজন সুবিদিত। দুষ্মন্ত পুত্র। (শকুন্তলা তনয়) ভরত নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি বৃহস্পতি ও মমতার অপবিদ্ধ (পরিত্যক্ত) পুত্র ভরদ্বাজকে পুত্রত্বে গ্রহণ করেন এবং তিনি মহারাজ বিতথ নামে বিখ্যাত হন। এই বিতথের বংশে বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য,

(৬) বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ, ৭ম অধ্যায় হইতে ৮ম অধ্যায়। মৎস্যপুরাণ ১৮ অধ্যায়। লেখক।

নর ও গার্গ্য ; মহাবীর্য্যের পুত্র কপি, নরের পুত্র সাংকৃতি। এই কপি, সাংকৃতি এবং গার্গ্য এই তিনজনের বংশই ব্রাহ্মণবংশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল, যথা,—

কপেঃ ক্ষত্রবরাঃ হ্যেতে তত্ত্ব প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ

গার্গ্যাঃ সস্কৃতয়ো বীর্য্যাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ। ১৬৩—১৬৪ ॥"

বায়ুপুরাণে ৯৯ অধ্যায়।

পুনশ্চ বৃহৎক্ষত্রের বংশে অজমীঢ়, তাঁহার পুত্র কণ্ঠ ও তাঁহার পুত্র মেধাতিথি জন্মগ্রহণ করেন,—এই অজমীঢ়ের বংশ ও "কণ্ঠায়না ব্রাহ্মণা" নামে পরিচিত হইয়াছে, যথা—

"অজমীঢ়স্য কেশিন্যাং কণ্ঠঃ সমভবৎ কিল।

মেধাতিথিঃ সুতস্তস্য তস্মাৎ কণ্ঠায়নাদ্বিজাঃ ১৬৯—১৭০ ॥"

ঐ ৯৯ অধ্যায়

আবার ঐ বংশে দ্বিতীয় এক অজমীঢ়ে পুত্র নীল, তাঁহার পুত্র সুশান্তি তাঁহার পুত্র রিক্ষ এবং রিক্ষের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে মুদগল অন্যতম। মুদ্গলের পুত্র মৌদগল্য হইতে ঐ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের ধরা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—

মুদ্গলস্যাপি মৌদ্গল্যাঃ ক্ষাত্রোপেতাদ্বিজাতয়ঃ ॥ ৯৮।

ঐ ৯৯ অধ্যায়।

পুনশ্চ মুদ্গলদাসের বংশে দিবোদাস রাজর্ষির জন্ম হয়, তাঁহার মিত্রয়ু নামে এক পুত্র হয়, তাঁহার পুত্র মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা যথা— দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মিষ্ঠো মিত্রয় নৃপঃ।

মৈত্রেয়স্ত ততো জজ্ঞে স্মৃতা এতেঽপি সংস্মৃতাঃ॥

এতেঽপি সংশ্রিতাঃ পক্ষং ক্ষাত্রোপেতা স্তভার্গবাঃ ॥২২৬॥"

ঐ ৯৯ অধ্যায়।

আমরা এই পৌরাণিক আলোচনা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে সূর্য্যবংশের নরপতিগণের মধ্যে রথীতর, পুরুকুৎস, অম্বরীশ বংশীয় হারীত এবং বিষ্ণুবৃদ্ধ ও তত্বদ্বংসধরগণ ব্রাহ্মণলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ অদ্যাপি ব্রাহ্মণ বলিয়া গৌরব অনুভব করেন।

চন্দ্রবংশীয় নরপতিদিগের মধ্যে গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র, শুনক পুত্র শৌনক, শংপুত্র আষ্টিসেন, গর্ভভূমির পুত্র গার্গ্য, বৎসের পুত্র বাৎস্য,নরের পুত্র সাংকৃতি

মহাবীর্য্যের পুত্র কপি, গার্গ্য, অজমীঢ় পুত্র কণ্ঠ (পাঠান্তর কণ্ব) মুদ্গলের পুত্র মৌদ্গল্য এবং মিত্রয়ুর পুত্র মৈত্রেয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশের প্রবর্ত্তক হইয়া গিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন মৎস্যপুরাণের মতে চন্দ্রবংশীয় উক্ত মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষবের তিন পুত্রের সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

যথা— "মহাবীর্য্য সুতশ্চৈব ধীমানাসি দুরুক্ষব ॥ ৩৮

তস্য ভার্য্যা বিশালা তু সুষুবে পুত্রকত্রয়ম্।

ত্র্যারুণং পুষ্করিশ্চৈব কবি শ্চৈব মহাযশাঃ ॥৩৯

উরুক্ষবাঃ সুতা হেতে সর্ব্বে ব্রাহ্মণ তাং গতাঃ।

কাব্যানাং বরা হেতে ত্রয়ঃ প্রোক্তা মহর্ষযঃ ॥৪০ ॥"

মৎস্যপুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

উল্লিখিত পাঠ হইতে মনে হয়, কণ্ঠ এবং কণ্ব একই ব্যক্তি, তদ্রূপ কপি এবং কবি একই ব্যক্তি কি না সন্দেহ। যাহা হউক প্রচলিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল গোত্র অথবা প্রবর দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে এই রাজর্ষি বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণের অভাব নাই। নিম্নে আমরা একটী ক্ষুদ্র তালিকা দিতেছি।

১। ভার্গবগোত্রের মূল গোত্রকার ঋষি ভৃগু (ক) তাঁহার গোত্রের অন্তর্গত জামদগ্ন্য গোত্রের পঞ্চ প্রবরের মধ্যে (ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান্, আর্ষ্টি-ষেন ও অনুপ) আর্ষ্টিষেন চন্দ্রবংশীয় মহারাজ পুরুরবার পুত্র অনাবসুর বংশজ শলের পুত্র। (খ) ভৃগুঋষি হইতে জাতি—মিত্রয়ু গোত্রের প্রবর্ত্তক মিত্রয়ু চন্দ্রবংশীয় রাজা। (গ) ভৃগুঋষি হইতে উৎপন্ন শুনক গোত্রের প্রবর্ত্তক শুনক এবং প্রবর গাৎসমদ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ।

২ক। অঙ্গিরা ঋষির বংশীয় গোতম (যিনি উতথ্য অথবা অশিজ পুত্র দীর্ঘতমা নামে প্রথমে বিদিত ছিলেন) গোত্রের অন্তর্গত রহুগণ গোত্রের প্রবর্ত্তক শ্রীমদ্ভাগবত-প্রসিদ্ধ নৃপতি রহুগণ।

২খ। অঙ্গিরা ঋষির বংশীয় (ক) ভরদ্বাজ (যিনি বৃহস্পতির অপবিদ্ধ পুত্র ও শকুন্তলা পুত্র ভরতের পুত্রত্বে পরিগৃহীত হইয়া রাজা বিতথ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন) গোত্রের অন্তর্গত মুদ্গল গোত্রের প্রবর্ত্তক মুদ্গল এবং প্রবর মৌদ্গল্য উভয়ে চন্দ্রবংশীয় রাজা এবং পিতা পুত্র। (খ) ঐ গোত্রের অন্তর্গত

বিষ্ণুবৃদ্ধ (গ) গর্গ (ঘ) হারীত (ঙ) সাংকৃতি (চ) কপি ও (ছ) বধ্র গোত্র সমূহের প্রবর্ত্তক এবং ঐ সকল গোত্রের প্রবর মান্ধাতা, আম্বরীষ, যৌবনাশ্ব, সাংকৃত্য প্রভৃতি সকলেই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজা। (চ)

৩। বিশ্বামিত্র ঋষির ধারা হইতে (ক) চিকিত (খ) গালব (গ) কাশ্যপ (ঘ) অঘুতন্তু (ঙ) কুশিক (চ) শ্রোতকামকায়ন (ছ) ধনঞ্জয় (জ) অজ (ঝ) রোহিণ (ঞ) অষ্টক (ট) পূরণ (ঠ) বারিধাপয়ন্ত্য (ড) কত (ঢ) অঘমর্ষণ (ণ) রেণু (ত) বেণু, (থ) শালঙ্কায়ন (দ) শালক্ষ (ধ) লোহিতাক্ষ এবং (ন) লোহিতজহ্নু, এই কুড়িটী গোত্র উৎপন্ন হইয়াছে। বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশজ ক্ষত্রিয়রাজ।

এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশ প্রচলিত কাত্যায়ন ও মৌদ্গল্য, যাজ্ঞবল্ক্য, রথীতর, বাৎস্য ও শৌনক গোত্রের প্রবর্ত্তকগণও ক্ষত্রিয়রাজ। ভরদ্বাজ নিজে যে ক্ষত্রিয়বংশে গৃহীত হইয়া বিতথনামা ক্ষত্রিয়রাজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই প্রবন্ধ লিখিত বিবরণ হইতে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে এখনও এই বঙ্গদেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যত আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয়রাজ বংশজাত এবং তদ্ভিন্ন যাহারা আছেন তাঁহারাও যৌন সম্বন্ধদ্বারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং ইহা তাঁহাদিগেরপক্ষে আদৌ অগৌরবের বিষয় নহে। দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগকে আর সমুচিত প্রীতি এবং সম্মানের চক্ষুতে দেখিতে পারিতেছেন না। শ্রীভগবানের নিকট আমরা যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি যে বঙ্গের ভূদেবব্রাহ্মণ নরদেব ক্ষত্রিয়ের সহিত সৌহার্দ্দ এবং প্রীতিবন্ধনে মিলিত হইয়া পূর্ব্ববৎ পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করুন। তাহা হইলেই ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে, যোগে এবং যাগে, জ্ঞানে এবং বিদ্যায় সিদ্ধকাম হইয়া বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসী জগতে নিজপদ এবং সম্মানের পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন। তখন আমরাও বলিতে পারি।।

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥" ইতি শুভমস্তু

শ্রী[illegible] ভারতীভূষণ।

---

(১) বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়বংশ হইতে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ উদ্ভূত হন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। সম্রাট্ পুরুর বংশে অজমীঢ়, তাঁহার ধূমিনী পত্নীর গর্ভজাত ৮ম পুরুষে মুদ্গল দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইতে মৌদ্গল্য চন্দ্রচূড় দাস। এই মৌদ্গল্য এবং মিত্রায়ুর পুত্র মৈত্রেয় হইতে ব্রাহ্মণ বংশ সমুৎপন্ন হন। এই মৌদ্গল্য বংশে আমার জন্ম। সঃ

শাস্ত্রাদেশ ও সমাজের উপযোগিতা।

ভারতের আর্য্যজাতি অতি প্রাচীন। আর্য্যসমাজ বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রোপদেশ বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় অনুরূপ ও প্রতিকূল মত বহুল হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সমাজের উপযোগিতায় যাহা এক সময় সমাজে প্রচলিত ছিল; অন্য সময় প্রয়োজনাভাবে তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। (ক) তৎপরিবর্ত্তে নববিধি সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে। তাহা বিভিন্ন সময়ের প্রচলিত শাস্ত্র বিধি ব্যবস্থা অনৈক্য দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের আর্য্যসমাজে বিভিন্ন প্রদেশে এমন কতক গুলি প্রথা অবলোকন করা যায় কি প্রাচীন কি আধুনিক কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুমোদিত নহে অথচ সমাজে প্রচলিত আছে, সমাজ প্রয়োজন বোধে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছে, নীতি-বিরুদ্ধ, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ, প্রথাও শুধু সমাজের উপযোগিতায় সমাজ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে না। যাহারা বুদ্ধিমান সমাজ সংস্কারক তাহারা সমাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝেন, কেবল শাস্ত্রের আদেশের দোহাই দিয়া সমাজের অনুপযোগী কোন বিধি সমাজে প্রচলনের প্রয়াসী হন না। অথবা উপযোগী বদ্ধমূল প্রথাকেও শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া ধ্বংস করিতে চাহেন না। সংস্কারকের কার্য্য সমাজ বিপ্লব সংঘটন করা বা সমাজের পবিত্রতা নষ্ট করা নহে যাহাতে সমাজে শান্তি পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থাকে সে পক্ষে সংস্কারকের দৃষ্টিপাত অতীব প্রয়োজন। (খ) সংস্কারক সমাজের অনুপযোগী প্রথার ধ্বংস ও উপযোগী

(ক) কিন্তু বৃহস্পতি বলিয়াছেন :—"যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।" অর্থাৎ যাহা যুক্তি এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীক্রম করে এইরূপ নিয়ম সমাজে প্রচলিত করিবার কাহারও কর্ত্তব্য নহে তাহা করিলে সমাজের অবনতি ও অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সম্পাদক

(খ) এই স্থানে লেখক মহাশয় একটী পাদ মন্তব্যে লিখিয়াছেন যে বম্বে প্রদেশের কঙ্কণ ব্রাহ্মণ সমাজে ও মাদ্রাজে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে মাতুল কন্যা পরিণয়ের প্রথা প্রচলিত আছে। উৎকলে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নিম্ন শ্রেণীস্থ হিন্দু-

প্রথার প্রবর্ত্তনের জন্য যত্ন করিলেই তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হয়। সমাজের যে প্রথার উচ্ছেদ বা যে প্রথা প্রচলনের আবশ্যকতা সংস্কারক উপলব্ধি করিবেন, সমাজের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনুপযোগিতা বা উপযোগীতা প্রমাণই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য তৎপরে শাস্ত্রাদেশ তাহার সাহায্য করিবে। একমাত্র শাস্ত্রাদেশের দোহাই দ্বারা কোন প্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিলে সমাজে ঘোরতর অশান্তির উদ্ভব হওয়াই সম্ভব। আপনি সংস্কার সংসাধিত হওয়া আশাতীত। অধুনা দেখা যাইতেছে শাস্ত্রাদেশের নাম করিয়া কেহ বিধবা বিবাহ, কেহ অসবর্ণ বিবাহ, কেহবা অনাচরণীয় জাতির জলচল প্রভৃতি প্রথা হিন্দু সমাজে প্রবর্ত্তনের জন্য মস্তিষ্কের শক্তি অপব্যয় করিতেছেন। প্রবন্ধে বক্তৃতায় কঠোর ভাষায় সমাজকে আক্রমণ করিতে স্ব স্ব সহানুভূতি রূপ উচ্চ বস্ত্র বিধবা ও অনাচরণীয় জাতি প্রভৃতির প্রতি বর্ষণ করিয়া উদারতার মহিমা

দিগের মধ্যে বড় ভ্রাতার বিধবা পত্নীকে পাণিগ্রহণের রীতি আছে। মালাবার অঞ্চলে ভাগীনেয় মাতুলের বিষয়াধিকারী হয় পুত্র নহে। বিবাহের পরে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ থাকে না। স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী অবস্থায় উচ্চবর্ণের পুরুষদ্বারা সন্তান উৎপাদন করেন ইত্যাদি।

এই টীকা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে, মালাবার অঞ্চলে পুত্রের স্থলে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হয় ইহা সর্ব্বৈবমিথ্যা। তাহার পর লিখিয়াছেন বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ থাকে না। এরূপ কখন হইতে পারে না ও কুত্রাপি নাই। লেখক মহাশয় এ সব কুপ্রথা বিবরণ কোথায় পাইলেন পাঠকগণকে জানাইবেন, সমাজের উপযোগিতার অনুসারে শাস্ত্রাদেশ প্রতিপাল্য ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, এবং অনাচরণীয় জাতিদিগের জলচল সম্বন্ধে লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে শাস্ত্রাদেশ থাকিলেও বর্ত্তমান সমাজে ইহার উপযোগিতা নাই। এখন দেখা আবশ্যক এই সকল বিষয়ে শাস্ত্রাদেশ কি আছে। শাস্ত্র কাহাকে বলে মনু বলিতেছেন :—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥১০৬। ১২শ অঃ।

অর্থাৎ—বেদ এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি ধর্ম্মোপদেশ যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা অনুসন্ধান করেন কেবল তিনিই ধর্ম্মকে জানিতে পারেন অপরে নহে স্মার্ত্ত বলিয়াছেন :—

প্রকাশ করিতেছেন। আমরা ইহাতে বিস্মিত না হইলেও ক্ষুব্ধ না হইয়া পারি নাই। নানাবিধ ব্যবস্থাপূর্ণ অগাধ হিন্দুশাস্ত্ররূপ কামদুঘা (ধেনু) রহিয়াছে হিন্দুস্থানে হিন্দু রাজা নাই। হিন্দুর সমাজ-বারিধির শিথিল ভাব ধরিয়াছে, এমত অবস্থায় যাহার যেমন রুচি তেমন প্রথা সমাজে প্রবর্তনের অভিপ্রায় নির্ভয়ে আলোচিত হইতেছে। ফল এই হইতেছে সমাজের শান্তি ও পবিত্রতা দূরে পলায়ন করিতেছে। সমাজ সংস্কার না হইয়া সমাজ ধ্বংসপথে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন শাস্ত্রাদেশ কি অমান্য করিতে চাহেন? হিন্দুসন্তান হইয়া শাস্ত্রাদেশ অমান্য করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এমন কথা আমরা কখনও মুখে আনিতে পারি না। তবে আমাদের মনের কথা এই যে, শাস্ত্রাদেশ দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া মান্য করিতে হইবে। মান্য করিব বলিয়া প্রতিবিধানই অন্ধভাবে সমাজে চালাইবার পক্ষপাতী আমরা হইতে পারি না। অন্ধভাবে যদি প্রত্যেক পুরাতন শাস্ত্রবিধির অনুসরণ করিতে যাই তাহা হইলে হিন্দুসমাজ অতি ঘৃণারূপে প্রতীয়মান

"দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশর স্মৃতঃ ॥" ২৩

পরাশরস্মৃতি ১ম অধ্যায়

অর্থাৎ—কলিযুগে পরাশর স্মৃতি বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী। পরাশর লিখিতেছেন পতির মৃত্যু হইলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করিতে না পারেন তিনিই কেবল অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারেন। সকল বিধবা রমণীগণের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রেও নাই। আমরাও সমর্থন করি না। পুত্রবতী বিধবা নারী কখনও বিবাহ করিবেন না। এবং তাহারাও বিবাহ করিতে চান না। পুত্রের জন্যই ভার্য্যা অতএব যে নারী এবং পুরুষের পুত্র আছে তাহাদের পুনর্বিবাহ শাস্ত্র বিরোধী এবং সমাজ বিরোধী। অক্ষত যোনী কিশোরী বিধবা হইলে তাহার পুনর্বিবাহ শাস্ত্র সম্মত এবং সমাজের উপযোগী। শরৎ বাবুর কোন যুক্তি অনুসারে এইরূপ বিবাহ নিবারণ করিতে চান? এইরূপ বিবাহ নিবারণ করিলেই সমাজ ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি মহাপাপে কলুষিত হইবে। অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে মনুর ৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক অর্থাৎ শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিবাহযোগ্যা হইবে। আর্য্যঋষিগণ এইরূপভাবে সমাজমধ্যে আত্মীয়তা এবং একতা রাখিয়াছিলেন। সম্পাদক।

হইবে। দুই একটা উদাহরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে মহাভারতের সময়েও ক্ষেত্রজ পুত্র সমাজে স্থান লাভ করিত। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বর্ত্তমানে তাহা পত্তনের চেষ্টা করিলে কেমন হইবে? তাহা হইলে বিধবা ও ক্লীব পতির পত্নীর একটা সদুপায় হইতে পারে (গ) আজ কালকার হিন্দুরা যেরূপ মাংশাসী বঙ্গদেশে মৎস্যের যেরূপ আদর হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বৈদিক প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়া পশুদিগের মাংস সমাজে প্রচলন করিলে কি ক্ষতির সম্ভাবনা আছে? কথায় কথায় যাহারা শাস্ত্রের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকেন তাহারা কি বলেন? উল্লিখিত প্রথা দুইটী যে অশাস্ত্রীয় কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইহা বলিতে পারিবেন না। বিধবা বিবাহের সমর্থনকারী বন্ধুগণ বলিতে পারিবেন না। তাহাদের সকলেই পক্ষে উপযোগী নহে। অহিতকর কাজেই অচল। বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও অনাচরণীয় জাতির জলগ্রহণ প্রথাও সমাজের উপযোগীতার অভাবে সমাজ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যদি ইহার উপযোগীতা প্রমাণ করা যায় তবে সমাজে প্রবর্ত্তনের প্রয়াস অসঙ্গত বলিতে পারি না। উপযোগিতা প্রতিপন্ন হইলে শাস্ত্রাদেশের সদ্ভাব প্রদর্শনের সুযোগ পাওয়া যাইবে। আমরা সর্ব্বাগ্রে বিধবা

(গ) দেশ কাল পাত্রানুসারে শাস্ত্রাদেশ মান্য করিয়া সমাজের সংস্কার সাধন করিতে হইবে ইহা আমরা স্বীকার করি। বিধবা বিবাহ এবং অধঃপতিত জাতিগণের মধ্যে জলচলের বিষয় আমরা যাহা লিখিলাম তাহাতে শরৎ বাবুর কি উত্তর আছে আমরা জানিতে চাহি। শরৎবাবু বোধ হয় জানেন না যে ক্ষেত্রজ সন্তানের ব্যবস্থা পুরাকালে কেবল রাজাদের মধ্যে নিরুদ্ধ ছিল। সাধারণের মধ্যে ছিল না। শরৎবাবু এইরূপ অসম্বন্ধ অপ্রাসঙ্গিক বিষয় সকল প্রবন্ধে লিখিয়া প্রবন্ধ সুদীর্ঘ করিয়াছেন। আমরা কি কখনও ক্ষেত্রজ পুত্রের বিষয় কোন স্থানে লিখিয়াছি? তবে তিনি এইরূপ কথা প্রবন্ধে উল্লেখ করিতেছেন কেন? প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোচনা না করিলে সকলেই তাহার কথা উপেক্ষা করিবে। গোমাংস ভোজন পুরাকালে নিয়ম ছিল তখন কৃষিকার্য্যের এতদূর প্রচলন ছিল না লোক সংখ্যাও কম ছিল, এখন লোকসংখ্যা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে গোহত্যা করিলে কৃষিকার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে তজ্জন্যই গো হত্যার নিষেধ।

সম্পাদক।

বিবাহের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। তাহাতে উহার উপযোগিতা অনুপ-যোগিতা উপলব্ধি হইবে।

বিধবা বিবাহের সমর্থকগণ কি কি যুক্তির অবতারণা করিয়া বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে চাহেন তাহার উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে, তাঁহাদের যুক্তি কিরূপ অদ্ভুত! তাহাদের যুক্তি এইরূপ—

(১) বিধবা বিবাহ না হওয়ায় ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপে হিন্দুসমাজ দূষিত ও কলুষিত হইতেছে।

(২) নরনারী উভয়েই ভগবানের সৃষ্ট, উভয়েরই রক্ত মাংসের শরীর। পুরুষ বার্দ্ধক্যেও ভোগস্পৃহার পরবশ হইয়া বিবাহ করিতে পারিবে, আর নারী বালাবিধবা হইয়াও আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের নামে কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিবে, ইহা অতীব হৃদয়হীন ব্যবস্থা। পুরুষের ন্যায় নারীগণেরও ভোগস্পৃহার পরিপূরণের সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৩) বিধবা বিবাহ সমাজে অপ্রচলিত থাকায় আজীবন বিধবাগণকে পর মুখাপেক্ষী হইয়া দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। অতএব বিবাহপদ্ধতি সমাজে প্রবর্ত্তন হইলে তাহাদের দুঃখের হ্রাস হইতে পারিবে।

(৪) শাস্ত্রাদেশ যখন প্রতিকূল নয়, তখন বিধবাদের বিবাহ দেওয়া হিন্দু-সমাজের আপত্তির কারণ হইতে পারে না। (গ)

(গ) যাহারা বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন তাহাদের যুক্তিগুলি শরৎবাবু ঠিকভাবে দেন নাই। পরাশর স্ত্রীলোকগণকে ২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উত্তমা এবং অধমা। প্রথমতঃ পুত্রবতী বিধবা নারীদিগকে এককালে বাদ দিতে হইবে। তাহাদের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে। অবশিষ্ট বিধবা স্ত্রীলোক গণের মধ্যে যাহারা উত্তমা অথচ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করেন তাহাদিগের সম্বন্ধে পরাশর বলিতেছেনঃ—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ২৭ ৪র্থ অঃ।

অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু হইলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করেন। তিনি দেহ ত্যাগে ভর্ত্তার অনুগমন করিয়া স্বর্গে সুখভোগ করেন। অধমা বিধবাগণ যাঁহারা নিবৃত্তিমার্গে অবস্থান করিতে পারেন না তাহাদিগের পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত

উপরের লিখিত যুক্তি কয়েকটী শ্রবণ মাত্র অতি মনোহর মনে হয় কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া বুঝিতে গেলে সমাজের অহিতকর বলিয়াই বিবেচিত হইবে। হিন্দুসমাজের হিন্দুশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য কি? ধীরে ধীরে প্রবৃত্তিমার্গ পরিহার করিয়া সংযমের বলে নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিতে করিতে মোক্ষলাভ করা। প্রবৃত্তির চুল্লীতে ইন্ধন যোগান হিন্দু সমাজের আদর্শ নহে। প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তির দিকে আশক্তি প্রদর্শনই হিন্দুর শিক্ষা। সংযমের গুণেই হিন্দু জাতি ও হিন্দুসমাজ বহু ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়াও স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়া আজও জীবিত আছে।

পতিহীনা নারীর আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা জগতের ইতিহাসে এক] অপূর্ব্ব অত্যুচ্চ আদর্শ। পৃথিবীর মধ্যে কোন কোন স্থানে কোন কোন সময় মুষ্টিমেয় নারী হৃদয়ে পতিহীনা হইয়া এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই, এমন নারীজাতি নাই। পরন্তু হিন্দুজাতির মধ্যে প্রত্যেক বিধবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চ আদর্শ উন্মুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ উচ্চাদর্শ, পবিত্র আদর্শের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া হিন্দুজাতি কি ক্ষতিগ্রস্থ হইবে না? (ঘ) পবিত্রতা কি হিন্দু সমাজকে

নচেৎ সমাজ ব্যভিচার ভ্রূণ হত্যাদি পাপে কলুষিত হয়। আমরা কখন স্ত্রীলোক গণকে পুরুষের সহিত এক পর্য্যায় রাখিতে ইচ্ছা করি না। পুরুষদিগের যে শক্তি সামর্থ্য আছে তাহা রমণীগণের নাই। পুরুষ এক বিবহের স্থলে ২।৪টী বিবাহ করিতে পারেন কিন্তু স্ত্রীলোক তাহা পারেন না এমতাবস্থায় শরৎবাবুর লিখিত (২।৩) যুক্তি বিধবাবিবাহ সমর্থনকারীগণ আদৌ গ্রহণ করেন না।

সম্পাদক।

(ঘ) বিধবা বিবাহ সমর্থনকারীগণ হিন্দুবিধবার উচ্চাদর্শ ব্রহ্মচর্য্য বিলুপ্ত করিতে চাহেন না। বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে শরৎবাবু বড়ই উচ্চকণ্ঠে আদর্শের ঘোষণা করিতেছেন! কিন্তু হায়! হায়! বঙ্গদেশে পুরুষদিগের ব্রহ্মচর্য্য কে বিলুপ্ত করিল! বেদশূন্য বঙ্গে ব্রাহ্মণ সমাজেও ব্রহ্মচর্য্য নাই। পঞ্চবিংশতি বর্ষে যে সমাবর্ত্তন হইত, অদ্য উপনয়নের ৭দিন পরে সমাবর্ত্তন হইতেছে। বিধবা রমণীগণ কাহার নিকট ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিবেন? বঙ্গে ত ব্রহ্মচর্য্য নাই। শরৎবাবু নিজে উপবীতী কায়স্থ, তিনি কি কখনও ব্রহ্মচর্য্য পালন

পরিহার করিয়া হিন্দুর মুখ মসীলিপ্ত করিবে না? কতিপয় কালাপাহাড়ের তাহাই ইচ্ছা। বিধবাদের মধ্যে কিয়দংশ হয়ত ব্যভিচারে কলঙ্কিত, ভ্রূণহত্যা পাপে কলুষিত দুষ্ট পুরুষগণের পশু প্রবৃত্তির প্রলোভনে কুলচ্যুত; তাই বলিয়া কি স্বর্গের দেবী ত্যাগের মহিমায় মহিয়সী বিধবাগণকে ভোগের প্রাঙ্গনে টানিয়া আনিবার চেষ্টা প্রশংসনীয়? ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা কি শুধু বিধবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ? চরিত্রহীনা সধবাগণ কি ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা দোষে সমাজকে অল্প দূষিত করিতেছে? ভ্রষ্টা সধবাবৃন্দের জন্য সমাজ কি ব্যবস্থা করিয়া সমাজের পবিত্রতা অব্যাহত রাখিতে পারেন? প্রথা বা আইন উপাদেয় হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি যে সে প্রথা বা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে এমন আশা করা যায় না। তাই বলিয়া প্রথা বা আইনটী বাতিল করিলে সমাজ শৃঙ্খলা ও লক্ষ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। বিধবাগণের কতকাংশ ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করে বলিয়া সমগ্র বিধবাসমাজের ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ চুরমার করিবার যুক্তি সমর্থন-যোগ্য নয়।

নরনারী উভয়েই ভগবানের সৃষ্ট, উভয়েরই রক্ত মাংসের শরীর, উভয়েরই ভোগ বাসনা সমান। একে বার্দ্ধক্যেও ভোগের সাগরে সাঁতার কাটিবে, বালিকার পতি হইবে; অন্যে বাল্যকালেও কপাল ভাঙ্গিলে প্রবৃত্তির প্রবাহে ডুব দিতে পারিবে না—পতিলাভে বঞ্চিতা থাকিবে; ইহা স্বার্থপরতার হিসাবে সমাজের বড়ই অত্যাচার, বড়ই অসাম্যের পরিচায়ক বলিতে হইবে! এ যুক্তিটী কি উদার! যেহেতু পুরুষ অসংযমের পরিচয় দিয়া নিজের জীবনের অপচয় করিতেছে, নরককুণ্ডে স্বীয় চরিত্র আহুতি দিয়া পশুত্বের লীলা বিকাশ করিতেছে, কাজেই নারীদিগকেও সে রাস্তায় বিচরণ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। (ঙ)

করিয়াছেন? ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে? মনু বলিতেছেন:—'বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ॥ ইত্যাদি ১৭৭ শ্লোক ২য় অধ্যায়।

অর্থাৎ ব্রহ্মচারী মদ্য মাংস গন্ধদ্রব্য গুড় প্রভৃতি রস দধি শুক্ত দ্রব্য ইত্যাদি প্রাণী হিংসা পাদুকা ও ছত্র ধারণ কাম ক্রোধ ইত্যাদি সমস্তই পরিবর্জ্জন করিবেন। সঃ

(ঙ) 'লেখক মহাশয় যতই চীৎকার করুন না কেন পুরুষদিগের চরিত্রের উন্নতি না হইলে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে না, কারণ স্ত্রীলোক পুরুষের সহধর্ম্মিণী। সঃ।

না হইলে যে ন্যায় বিচারে দোষ স্পর্শে ! এমন নির্ব্বোধ কে আছে, যে দক্ষিণ হস্তে ক্ষত হইলে বাম হস্তেও ক্ষত উৎপন্ন করিবার প্রয়াস করে ? পুরুষের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও চরিত্র-হীনতার নজির দেখাইয়া নারী জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ বিধবাদিগকে উচ্চমঞ্চ হইতে নিম্নে অবতরণ করাইয়া কূপে নিক্ষেপ করার সঙ্কল্প যে অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়, তাহা চিন্তাশীল সামাজিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। পুরুষেরা যথেচ্ছাচার করিবে, সমাজ তাহা সমর্থন করিবে ; ইহা কেহই বলে না। যদি সমাজে পবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত করিতে, সমাজকে সজীব করিতে অভিপ্রায় থাকে ; তবে সংস্কারক মহাশয়দের কর্ত্তব্য নিজেদের ঘর আগে পরিস্কার করা। পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা পুরুষের চরিত্রহীনতা দমন কল্পে তাহাদের উদ্যম প্রকাশ করা আবশ্যক। পুরুষ হইয়া পুরুষকে সংশোধনের শক্তি যদি না থাকে ; তাহা হইলে নারী সমাজের দুঃখে নয়নজল সিক্ত করিলে কি ফল হইবে ? নারী জাতির সর্ব্ববিধ দুঃখের কারণই পুরুষ জাতি। পুরুষেরাই ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বিধবার পূত অঙ্গে কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত করে —তাঁহারাই বৃদ্ধ বয়সে বালিকার পরিণয় করে—তাহাদের দোষের জন্য ভ্রূণ-হত্যার পাপে পৃথিবী দগ্ধীভূত হয় পুরুষের চরিত্র দোষেই সতীলক্ষ্মী গৃহিণী সারা জীবন সধবা হইয়াও বিধবার ন্যায় বা ততোধিক দুঃখপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে। পুরুষই সমাজের অশেষ যন্ত্রণার হেতু, ইহা কি কল্পিত বা অতিরঞ্জিত কথা ? যাহার জ্ঞান নেত্র আছে সে বলুক, ইহা সত্য কিনা ? পুরুষ-ষণ্ড গুলিকে সংযত করিলেই সমাজে পবিত্রতার বাতাস প্রবাহিত হইবে। বিধবা সমাজের প্রতি আরোপিত দোষ গুলি আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে। পুরুষের অবাধ ভোগ বিলাসের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া ভোগ বিলাসের পথে বিধবাদিগকে টানিয়া আনিবার যুক্তি মূল্যহীন। সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর।

বিধবাগণ আজীবন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন ; ইহা কিছুদিন পূর্ব্বে ছিল না, ইদানিং স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে স্বামীর কুলে বা পিত্রালয়ে বিধবারা প্রায় কর্ত্তৃত্ব পরিচালন করিতেন। বাড়ীর কর্ত্তা বা গৃহিণী সর্ব্বদা বিধবাগণের মনোতুষ্টির চেষ্টা করিতেন। ঘরে ঘরে চরকা ছিল বিধবাগণ সূতা কাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন—সঞ্চয় করিতেন, তীর্থ দর্শন করিতেন—ব্রত করিতেন

ব্রাহ্মণ সজ্জনকে আহার করাইয়া, দান করিয়া তৃপ্ত হইতেন। যিনি একবেলা কিছু আতপ তণ্ডুল ও সামান্য ডাল তরকারী হইলেই তৃপ্ত বোধ করিতেন; তিনি বড় পরের মুখাপেক্ষা করিতেন না, করিবার দরকার হইত না।

আজকাল শিক্ষিত পরিবারে বিধবাদের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। ইহা সত্য। পুরুষেরা যত্ন করিলে ইহার প্রতিকার করিয়া দিতে পারেন আর এক কথা—বিবাহ হইলেই যে তাহারা স্বাধীনভাবে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারিবেন, তাহারই বা স্থিরতা কি? এমন অনেক সধবার কথা কি আমরা জানি না যাহারা স্বামী সত্ত্বেও পথের কাঙ্গালের ন্যায় শোচনীয় জীবন যাপন করিতেছে; সকল সমাজেই সকল ব্যক্তি সমান সুখভোগ করিবার অধিকারী হইতে পারে না। বিধবাদের জীবন দুঃখভোগের জন্য—ত্যাগের মহিমা প্রদর্শনের জন্যই সৃষ্ট। বিধবাজীবনে কঠোর নিয়ম পালনের ফলে যে কতগুলি সদ্বৃত্তি প্রস্ফুটিত এবং কতগুলি শিক্ষা আয়ত্ত হয়—অন্যের পক্ষে তাহা দুর্লভ। শুধু পর[illegible] থাকিতে হয় বলিয়াই বিধবার বিবাহ কখনই সমর্থন যোগ্য হ[illegible] না।

শাস্ত্রাদেশ অনুকূল কি প্রতিকূল সে কথা উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। সমাজের উপযোগিতার [illegible] ভাবে শাস্ত্রাদেশের কোন মূল্য নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

কবিতাগুচ্ছ

আবাহন।

(১)

মরি কি মধুর শারদ-সুষমা ঢালিছে সুধার ধারা গো;
নির্ম্মল নীল আকাশে উজ্জ্বল রবি শশী গ্রহ তারা গো;
কাহারে বরিতে এত শোভারাশি ফুটিছে প্রকৃতি অঙ্গে,
আনন্দময়ী মা আমাদের আসছেন চারু রঙ্গে।
বাজুক শঙ্খ, আগমনী-গীত উঠুক আকাশ ছাপিয়া;
মাতৃ-আগমনে মেদিনীর বুক উঠুক হর্ষে কাঁপিয়া।

(২)

শারদ শুভ্র শেফালী-কুঞ্জে, স্নিগ্ধ সমীর মন্দ,
কাঁপা'য়ে সুধীরে বনউপবন ছড়ায় মরি কি গন্ধ ;
উজলি' নলিনী সরসীবক্ষ, খেলিছে কত না রঙ্গে,
আনন্দ-ছলে, জানায় সকলে জগজ্জননী বঙ্গে।
বাজুক শঙ্খ, আগমনী-গীত উঠুক আকাশ ছাপিয়া;
মাতৃ আগমনে মেদিনীর বুক উঠুক হর্ষে কাঁপিয়া।

(৩)

উজল করিয়া হে মাতঃ বঙ্গ, আঁধার বক্ষ তব,
দানিছেন চির জ্যোতির্ম্ময়ী মা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নব ;
তুলনা যদি মা করা যায় এবে স্বর্গ তোমার সঙ্গে,
তুমিই ধন্য, সুরগগর্ব্ব তব বুকে আজি, বঙ্গে !
বাজুক শঙ্খ, আগমনী-গীত উঠুক আকাশ ছাপিয়া ;
মাতৃ আগমনে মেদিনীর অঙ্গ উঠুক হর্ষে কাঁপিয়া।

(৪)

কোন্ দেশ আর তোর মত মাগো, প্রতিবৎসর হর্ষে,
ধন্য হয় মা জগজ্জননী শ্রীপদ কমল স্পর্শে ?
প্রবাহিত আজি কি আনন্দধারা বাঙ্গালী হৃদয় সঙ্ঘে ;
ধন্য আমরা, তবুও জন্ম-লভেছি এ চারু বঙ্গে।
বাজুক শঙ্খ, আগমনী গীত উঠুক আকাশ ছাপিয়া ;
মাতৃ আগমনে মেদিনীর বুক উঠুক হর্ষে কাঁপিয়া।

(৫)

এস তবে মাগো, জগজ্জননী, চিরকল্যাণ দায়িনী !
জননীর স্নেহ, জনম অবধি, কভুও মা আমি পাইনি ;
আজি তো পেয়েছি মায়েরে, রেখ' মা অভাগারে সদা সঙ্গে,
অবোধ ছেলের আবদার কি মা, জননী কভুও লঙ্ঘে ?
বাজুক শঙ্খ, আগমনী-গীত উঠুক আকাশ ছাপিয়া,
মাতৃ আগমনে মেদিনীর বুক উঠুক হর্ষে কাঁপিয়া।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন দেববর্ম্মা।

মহামায়ার আগমনে

(১)

এস মাগো মহাশক্তি, দে'খি তব পুত মূর্ত্তি
মাতৃরূপা আত্মাশক্তি স্নেহ করুণার।
বাঙ্গলার ঘরে ঘরে' এস মাতঃ দয়া করে
দেখ আসি দুঃখ ক্লেশ শুন হাহাকার।
মা বিনা কে আছে আর, পাপময় এ ধরার
মুছাইতে সন্তানের নয়ন-আসার,
দেখাইতে এ জগতে করুণা অপার।

(২)

তাই ডাকি মা তোমারে, এস বারেকের তরে
দুঃখের সাগরে মোরা সবে নিমগন।
নাহি শিক্ষা নাহি দীক্ষা, তাই মাতঃ এই ভিক্ষা
নিজগুণে দয়া কর এই আকিঞ্চন—
জুড়াও যন্ত্রণাময় বাঙ্গালী জীবন।

(৩)

এস মাগো দেখ আসি হৃদয় আমার
মরমের স্তরে স্তরে, যে আগুণে দগ্ধ করে
অস্থি মজ্জা ভেদি শিখা লেলিহান্ তার।
উৎসাহ উদাম আশা, প্রেম প্রীতি ভালবাসা
ভস্মীভূত সব (ই) হায় সকল (ই) অঙ্গার।
ধর্ম্ম নাই কর্ম্ম নাই, সুখ শান্তি নাহি পাই
এ বিষম দুঃখ-শেল সহে না যে আর,
দয়া কর দয়াময়ী জননী আমার।

(৪)

তব দয়া যদি ছুটে, সব দুঃখ যায় টুটে,
শান্তির পবিত্রোচ্ছ্বাস উছলে হিয়ায়।

এত দুঃখ এত ক্লেশ, নাহি থাকে লবলেশ,
উড়ে যায় পবন যেন ক্ষুদ্র কণিকায়।
এস তবে মা আমার দুঃখার্ত্ত ধরায়।

(৫)

এস তবে মা আমার, এস দেবী করুণার
তব পরশনে হব পবিত্র নির্ম্মল।
হতাশা সহস্র কলি, ফেলিব চরণ দলি,
যদি শতমুখে দুঃখ গ্রাসে ধরাতল—
তথাপি রহিব মোরা অচল অটল।

(৬)

চাল দেবী দাবদাহে, মরুভূমি সম দেহে,
শান্তি সঞ্জীবনী সুধা নব পরিমল।
পাইয়া প্রাণের শান্তি, যাইবে মনের ভ্রান্তি
দুঃখ কষ্ট—শোক তাপ যাবে রসাতল!
ধর্ম্মের কিরণে হবে দেহ সমুজ্জ্বল।

(৭)

অজ্ঞান মাদৃশ জন, মায়ামুগ্ধ অনুক্ষণ,
দুঃখ রাহু গ্রাসে তার দুর্ব্বহ জীবন।
অভয়ে দে মা বর, হই মহাশক্তিধর,
চরণে দলিয়া ফেলি দুঃখ অগণন।
লইয়া সে স্মৃতি বুকে, মহানিদ্রা যাই সুখে
মর্ত্তভূমে দেখি যেন স্বর্গের স্বপন,
জুড়াইতে পারি যেন দগ্ধ প্রাণমন।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

বিজয়াস্তু।

আমাদের পূজো সাঙ্গ হোলো।

থেমে গেল　　রোসন চৌকি,
থেমে গেল ঢোল,
থেমে গেল　　কাঁসর ঘণ্টা
থেমে গেল রোল। ১

থেমে গেল　　ছেলে মেয়ের
নাচন কাঁদন সব,
থেমে গেল　　ছুটো ছুটী
থেমে গেল রব। ২

থেমে গেল　　পুজো বাড়ীর
গন্ধ লুচি ভাজার
থেমে গেল　　বেচা কেনা
বন্ধ পুজোর বাজার ৩

থেমে গেল　　অজ কুলের
মর্ম্মান্তিক চীৎকার
থেমে গেল　　নেমন্তন্ন
খাদের সারাৎসার। ৪

থেমে গেল　　পুরুত দলের
উপোস করার দায়
থেমে গেল　　মা দুর্গার
ভোগের গন্ধ বায়। ৫

থেমে গেল　　সাম্মিক বডিস
হিড়িক জুতো কেনার
থেমে গেল　　সাবান এসেন্স
সুর বাড়লো দেনার। ৬

থেমে গেল　　রং তামাসা
যাত্রা থিয়েটারে

থেমে গেল বাজে খরচ
দু'চার দিনের তরে। ৭
শেষ হল মায়ের ভাবনা
ছেলে এলেন বাড়ী
আর নাই বধূর চিন্তা
বুকের ধড় ফড়ি। ৮
থেমে গেল ধান্যেশ্বরীর
মোহন মূরতি
নিস্তরঙ্গ বারাঙ্গনার
কটাক্ষের জ্যোতী। ৯
থেমে গেল সভাসমিতি
আফিস আদালত
থেমে গেছে উকিল আমলার
আফিস যাতায়াত।১০
পূজোর সবই থেমে গেছে
থামলো না কেবল
অনাহারে মরছে যারা
তাদের চোখের জল।১১
থামলো না আর শূদ্রাচারী
কায়েত গুলোর মান
করবে তারা জেনে শুনে
পৈতার অপমান। ১২
থামলো না ভাই! ছেলে বেচা
বাবাগুলার পণ
থামলো না হায়! আশা তাদের
কশাই চালচলন। ১৩
মা দুর্গার পূজোর ভাষাণ
এমনি ক'রেই হলো

তোমরা সবাই মনের সুখে
মাভৈঃ মাভৈঃ বলো। ১৪
ছোট হও আর বড় হও ভাই
যে হও সে হও
এই দুনিয়ার দীন অভাজনের
কোলাকুলি লও। ১৫
হাহাকারের মাঝে মোদের
সাঙ্গ হলো পূজা
এই পতিতজনে দয়া করে
তরাও দশভূজা। ১৬

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা।

কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার [ক]

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ ১২ মনু ২য় অঃ।

বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মপ্রসাদ এই চারিটীকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলিয়া মহর্ষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং উপনয়নাদি সদাচার পালন করতঃ ইহকাল এবং পরকালে সুখভোগ করাই প্রত্যেক

(ক) এই প্রবন্ধটী কায়স্থ পত্রিকার ১৩২৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "প্রচারপত্রে" শীর্ষক প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে। এইরূপে পত্রিকায় এবং প্রতিভায় একই প্রবন্ধ পাঠাইয়া প্রচারক মহাশয় অন্যায় করিয়াছেন। আমরা জানিলে এইরূপ উচ্ছিষ্ট প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া বহু মূল্যবান কাগজ ও পরিশ্রম অপব্যয় করিতাম না। অতঃপর প্রচারক মহাশয় যে প্রবন্ধ কায়স্থ পত্রিকায় পাঠাইবেন তাহা প্রতিভায় মুদ্রণ জন্য পাঠাইবেন না। সম্পাদক

কায়স্থের কর্ত্তব্য। কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া এই সকল বিষয় বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে প্রতিপন্ন করাই আমাদিগের প্রচারের চরম উদ্দেশ্য। তজ্জন্য বিগত ১৩ই আশ্বিন আমি ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায় বর্দ্ধা শিয়ালদহ (শিয়ালদহ) হইতে খুলনা লাইনে দৌলতপুর রওনা হই। রাত্রি ১০টা ২৬ মিনিটে ট্রেন ছাড়িল আমরা মধ্যম শ্রেণীতে আমাদের স্থান ঠিক করিয়া লইলাম। সেই গাড়ীখানি পূর্ণ যাত্রী হইয়া প্রান্তরস্থ নৈশ নীরবতা ভেদ করিতে করিতে গন্তব্য পথে প্রধাবিত হইল। কয়েকটী ষ্টেশন অতিক্রম করিলে আমাদের গাড়ীর মধ্যে একটী কলরব হইয়া উঠিল। তন্দ্রাভিভূত নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম এক শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী নামাবলী বস্ত্রাবৃত পক্ক কেশ বৃদ্ধের সহিত আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মিষ্টালাপ চলিতেছিল। তাহাদের আলাপে বুঝিলাম প্রৌঢ় একজন সদ্বংশজাত কায়স্থ। দেব দ্বিজ ভক্ত এবং স্বধর্ম্ম পরায়ণ তাহার ব্যবহারে ও আলাপে যথেষ্ট বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি দেখিতে শ্যাম বর্ণ হস্তে কয়েকখানি মাসিক পত্রিকা। পক্ককেশ বৃদ্ধটি ব্রাহ্মণ, বিষহীন বিষধরের ন্যায় কুলপদমান চক্রের অভাব ছিল না। ইহাদের মিষ্টালাপের মিষ্টত্ব ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যে কলরব সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে অনেক যাত্রীর চক্ষু সেই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দিকে পতিত হয়। কায়স্থ যে গ্রামে বাস করেন সেই গ্রামের কয়জন তাহার স্বজাতি পৈতা লইয়াছেন বলিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কায়স্থ মহাশয়ের কায়স্থ ধর্ম্মে তাদৃশ জ্ঞান না থাকায় ব্রাহ্মণের বাক্য বিন্যাসের বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। তিনি প্রাণ খুলিয়া তাহার প্রতিপালক কায়স্থের পৈতা লওয়া উপলক্ষ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহার প্রায়শ্চিত্ত আয়োজন করিতেছিলেন। আজকাল ট্রেনে স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যাচার হয় বলিয়া অনেকে পুরুষ দিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগকে নিজ কামরায় লইয়া থাকেন। আমাদের কামরায় একজন সধবা মহিলা তাহার অল্পবয়স্ক দেবরের সহিত শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলেন। তাহাদের ভ্রাতা অনেক বিজ্ঞবর্গ এবং আর দুইজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাহাদের সঙ্গে ছিল। উক্ত কায়স্থের কথোপকথনে নব পরিণীতার দক্ষ দেবরটী বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। তিনি দক্ষিণবঙ্গবাসী, কায়স্থ জাতির প্রতি দাসত্ব কলঙ্ক আরোপে তাহার আনন্দিত হইবারই কথা। কারণ তাহার ... প্রবর্ত্তক আচার্য্য ... পুরুষোত্তম দত্ত

মহাশয় "অন্ত কারো ভৃত্য নয়" এই অত্যুচ্চ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। (খ) তিনি ব্রাহ্মণদিগের দাসত্ব স্বীকার না করায় কায়স্থ রাজা বল্লালসেন কর্তৃক কৌলিন্য বঞ্চিত হইয়া সম্মৌলিক স্থান লাভ করেন। সেই পুরুষোত্তমের বংশধর যে নিজের পিতৃপুরুষের উপর দাসত্ব আরোপ করিয়া পিতৃভক্তি তথা ব্রাহ্মণ ভক্তির পরিচয় দিবেন তাহাই আশ্চর্য্য।

২। দত্তমহাশয় যেমন ব্রাহ্মণ কর্তৃক কায়স্থ নিন্দায় সন্তুষ্ট হইতেছিলেন সেই পরিমাণে তাহার নূতন ক্ষত্রিয় কুটুম্বের প্রতি নিন্দাবোধে সুখানুভব করিতেছিলেন। তাহার ভগিনীর বিবাহ সময়ে পৈতা লইয়া তাহার স্বজাতি ও ব্রাহ্মণের মধ্যে একটী দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ মহাশয় যখন পৈতাধারী কায়স্থকে উদ্দেশ করিয়া "দামু ঘোষের বেটা শিশু পাল" "শূদ্রের ছেলে ব্রাহ্মণ" (গ) প্রভৃতি বলিতেছিলেন দত্ত বংশীয় দেবর মহাশয় তাহার ভ্রাতার নূতন সম্বন্ধীর দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন "এই যে মশাই" এখানে এক দামু ঘোষের বেটা শিশু পাল বিবাহ করিতেছে, কন্যার ভ্রাতার বয়স ১৯।২০ বৎসর হইবে। সেই এক কাঁথনা লোকের মধ্যে কুটুম্বের এই শ্লেষোক্তিতে তাহার মুখে যে বেদনার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল তাহা আর আমার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। এই স্থানে সংক্ষেপে তাহাদের কথাটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গত শ্রাবণ মাসে উক্ত মহাশয়ের দাদার সহিত উপরি লিখিত কন্যার বিবাহ হয়। কন্যার ভ্রাতা পৈতাধারী ছিলেন। পিতা বর্ত্তমান নাই। বিধবা মাতা বৃদ্ধ মাতামহ এবং এক মাতুল ব্যতীত তাহার আর কেহ নাই। কন্যার বিবাহ দিবসে উভয় পক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয় বালকের পৈতা ফেলাইতে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু তাহার দৃঢ়তায় বিরুদ্ধবাদীগণের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। তখন তাহারা পৈতা না ফেলিলে মন্ত্র পড়াইবে না এই স্থির করায় পাত্রপক্ষ কন্যার মাতামহকে তাঁহার দৌহিত্রকে পৈতা ফেলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। বিবাহ সভায় এই প্রকার বিড়ম্বনা দেখিয়া বৃদ্ধ একটু বিচলিত হইলেন এবং মিষ্ট ভাষায় নিজ দৌহিত্রকে অন্ততঃ সেই দিনের জন্য পৈতা লুকাইয়া রাখিতে (কোমরে ধারণ

(খ) তিনি বলিয়াছেন—এতেষাং রকণাদীয় আসতোহস্য ভবালয়ে। সঃ

(গ) শূদ্রের ছেলে ব্রাহ্মণ নহে। কিন্তু কায়স্থের ছেলে যে ব্রাহ্মণ তাহা শাস্ত্র প্রমাণ করিতেছেন। সম্পাদক

করিতে) অন্তঃরালে বলিয়াছিলেন, কিন্তু যুবক তাহাতেও রাজী হয় নাই। অবশেষে যখন প্রায় বিবাহ লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখন কন্যার ভ্রাতা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, এবং কন্যার মাতুল কন্যা সম্প্রদান করিয়া কোন প্রকারে বিবাহ সম্পন্ন করান। বলা বাহুল্য ২।৪ জন পৈতাধারী যাহারা ছিলেন, তাহারাও কন্যার ভ্রাতার সহিত চলিয়া যান। তাহারা ঐ পাড়ার অন্য এক বাড়ীতে থাকিয়া বিবাহ শেষে বিবাহ বাটীতে আগমন করেন। এই ঘটনার পর হইতে বর ও কন্যাপক্ষ একটু মনান্তর চলিতেছিল। আজ আবার ট্রেণে সেই পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটিয়া কন্যার দেবর মহাশয় কুটুম্বের অপমানে বেশ একটু সম্মান বোধ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কায়স্থ বিদ্বেষাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছিলেন।

৩। এই ভাবে ট্রেণের কামরাখানি যখন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন চক্ষু চাহিয়া একবার উঠিয়া বসিলাম আমার সঙ্গে ফণীন্দ্র ছিল তাহার সহিত তাহার বাটী যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত বারাসিয়া গ্রামে প্রচার কার্য্যে যাইতেছিলাম। বারাসিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রাজা বংশীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মণ মহাশয় ফণীন্দ্রের খুল্লতাত। তাঁহারই চেষ্টা ও যত্নে এতদঞ্চলে কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার জন্য আমি আনীত হইয়াছিলাম। ফণীকে কহিলাম তুমি আর ঘুমাইও না উঠিয়া বস। আমরা দুইজনে পাশাপাশি দুই বেঞ্চের উপর শুইয়াছিলাম। উঠিয়া বসায় আমাদের বেঞ্চেতে অনেক বসিবার স্থান হইল। তখন রাত্রি ১১০টা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও প্রৌঢ় কায়স্থ উঠিয়া আসিয়া আমাদের পার্শ্বে বসিতে আসিলেন। আমি অমনি বলিয়া উঠিলাম মহাশয় ঐ সামনে বেঞ্চে বসুন। আমি শূদ্রের সহিতও শূদ্রযাজী বামুনের সহিত একাসনে বসিয়া এত গভীর রাত্রে গঙ্গায় যাইয়া আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত গায়ত্রীযপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করি না, এবং করাও সম্ভবপর নহে। তখন তাহারা উভয়ে আমাদের সম্মুখের বেঞ্চেতে বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ—আপনার নাম?

আমি—সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

ব্রাঃ—অগ্নিহোত্রী কি জাতি?

আমি—অগ্নিহোত্রী যজ্ঞ:পরায়ণ সাগ্নিক বিশেষ।

ব্রা:—আপনার কথা আমি বুঝিলাম না।

আ:—তা বুঝবেন কেন? কায়স্থ যে দামুঘোষের বেটা শিশুপাল তাতো বেশ বুঝেন। আপনি যদি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ বুঝিতেন তা হ'লে কি আজ এই গাড়ীর মধ্যে কলরব করে এত লোকেরে নিদ্রার ব্যাঘাত করিতেন?

ব্রা:—আপনার পরিচয় দিতে কিছু বাধা আছে কি?

আ:—কিছু না। তবে শুনুন, আমি একজন:কনোজিয় অর্থাৎ আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কনোজবাসী ছিলেম। আমি হিন্দুস্থানী ছাতুখোর তবে অনেক দিন বাঙ্গলায় বাস করে বাঙ্গালী হইয়াছি। কিন্তু বংশগত ছাতু খাবে কোথা তাই কথাগুলি একটু কাঠ খোট্টা গোছ তার উপর জাতে ক্ষত্রিয় আবার অগ্নিহোত্রী এই জন্য শূদ্র ও শূদ্রযাজীর সহিত একাসনে বসে বসে প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত নহি।

ব্রা:—এ গাড়ী ত আপনার নিজস্ব নহে?

আ:—গাড়ী নিজস্ব নয় বলে আমার ধর্ম্মটা যে পরস্ব তার তো কোন প্রমাণ নাই।

ব্রা:—আপনি ব্রাহ্মণকে শূদ্রযাজী বলেন কোন্ হিসাবে?

আ:—যে হিসাবে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের পৈতার বিরোধী।

ব্রা:—কায়স্থের পৈতার বিরোধী তো নিশ্চয় শূদ্র বেটারা যদি গলায় পৈতা দেয় প্রত্যেক স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের তাতে প্রতিবাদ করা উচিত। কায়স্থ চিরকাল শূদ্র তবে সৎশূদ্র, পৈতা লইলে তাহাদের পিতৃপুরুষ নরকস্থ হইবে। যারা ত্রিশ দিনে আবহমান কাল বাপের পিণ্ডি দিয়েছে আজ ১২ দিনে কেমনে তাহাদের পিতৃলোকে পিণ্ড পৌছিবে? ব্রাহ্মণ চিরকাল ধর্ম্ম রক্ষা করে এসেছে আজ এই ধর্ম্মবিপ্লব দিনে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কে ধর্ম্মরক্ষা কর্ত্তে সক্ষম। যা কোন কালেই নাই তা কেমনে হবে। কবে আবার কায়েতের পৈতা ছিল। কায়স্থ চিরকাল শূদ্র, তাদের পৈতার যারা ব্যবস্থা দেয় তাহারাও তেমনি বামুন। ইত্যাদি।

আ:—অধুনা আপনাদের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ আর ঐ আপনার সহযাত্রী কায়স্থ আর ঐ দত্তবংশীয় মহাশয়গণের ন্যায় পণ্ডিতগণ যেখানে স শরীরে বিরাজ

মান্ সেখানে কায়স্থ যে শূদ্র হবে তাতে বিচিত্র কি ? আপনি ব্রাহ্মণ, চক্ষে বোধ হয় আজ অবধি বেদের দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটে নাই। আর আপনার ন্যায় বেদ ভ্রষ্ট, (ঘ) মন্ত্র ভ্রষ্ট ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট, ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যে সন্তুষ্ট কায়স্থগণ যে আপনার ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন হবেন তাতে বিচিত্র কি ? ব্রাহ্মণজাতি চিরকাল ক্ষত্রিয় বিদ্বেষী। প্রমাণ সত্যযুগের নরপতি বেণ, ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র ও রাবনের যুদ্ধ (রাবন ব্রাহ্মণ পুত্র) ও শ্রীরাম কর্ত্তৃক পরশুরামের দর্প চূর্ণ, দ্বাপরে রাজা অম্বরীশ ও দুর্ব্বাসা শেষে দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক রাজ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা, ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরশুরাম পরাজয়। ব্রাহ্মণ ভবানন্দ মজুমদার ও প্রতাপাদিত্য। রাজা লক্ষণসেনের সময় ব্রাহ্মণ মন্ত্রণার কৌশলে সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহী লইয়া মুসলমানের বঙ্গবিজয়, শিবাজী ও কঙ্কন দেশের ব্রাহ্মণ সংঘর্ষ এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বিরোধ ; এই সমস্ত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক প্রমাণই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ। সিংহের পশ্চাতেই ফেউ লাগিয়া থাকে। নরসিংহ কায়স্থজাতির পশ্চাতেই যে মহাফেরপালগণ কলরব করিতেছে, তাহাও একটী কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ। আপনি অত ব্রাহ্মণের বড়াই করিতেছেন গলায় এক গাছা সূত্র থাকিলেই কি ব্রাহ্মণ হয় ? অত্রি মহাশয় বলিয়াছেন :—

"ব্রহ্মতত্বং ন জনাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিত।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্র পশুরুদাহৃতঃ ॥৩৭১

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য না জানিয়া গলার পৈতা দেখাইয়া ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব করিলে তাহাকে বিপ্রপশু কহিয়া থাকে। অতো ব্রাহ্মণের বড়াই করিতেছেন, শাস্ত্রখানা উল্টাইয়া দেখুন, ভগবানের আত্মা যখন ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তখন নরহত্যা ভ্রূণহত্যা মাতৃহত্যা, করিয়া থাকেন। আর যাঁর সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন তাঁকেও রসাতলে পাঠাইয়া দেন। প্রমাণ পরশুরাম ও বামন। ব্রাহ্মণ যখন ঋষি হন যেমন বশিষ্ট, একটা গরু বিশ্বামিত্র চেয়েছিলেন তা না দিয়ে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করিলেন প্রমাণ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র বিবাদ।

(ঘ) যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদ মন্যত্র কুরুতেশ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সন্বয়ঃ ॥১৬৮ মনু ২য় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ যখন ঋষি হন যথা দুর্ব্বাশা, জানিয়া শুনিয়া দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় অর্থাৎ লোভে বনগত দরিদ্র পঞ্চ পাণ্ডবের নিকট ষাটহাজার শিষ্য লইয়া একাদশীর পারণ প্রার্থী হন। কিন্তু ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যখন যোদ্ধা হন যেমন দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা। একজন সপ্তরথী দ্বারা বেষ্টন করিয়া বালক হত্যার পরামর্শ দেন এবং নিজে হত্যাকারীর মধ্যে একজন থাকেন, আর একজন নিদ্রিত পঞ্চশিশুর মস্তক কাটিয়া আনন্দে নৃত্য করেন। আর ভগবান্ যখন ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন তখন শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধরূপে জগতের মঙ্গল [illegible] ইহকালের পরিত্রাতা ও পরকালের কাণ্ডারী হন। নামে-শিলা জলে [illegible]। পাদস্পর্শে এ স্থল কুলকলঙ্কিনী পাষাণ দেহ বিমুক্তা হয়ে দিব্যধামে [illegible]। ধর্ম্মবিদ্বেষী দেববিদ্বেষী হিংসাপরায়ণ, পরস্ত্রীহরণকারী, ব্যাভিচারী ব্রাহ্মণ[illegible] রাবণের বংশ ধ্বংশ করে পৃথিবী রক্ষা করেন। পাপীকে শাস্তি দেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে স্বধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করে গীতামৃত দ্বারা মৃত জাতিকে সঞ্জীবিত করেন। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে বনবাসী হন। প্রজা রঞ্জনের জন্য নিজের সাধ্বী স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করেন। বাক্য পালন জন্য ভ্রাতৃবর্জ্জন। সহধর্ম্মিণী বর্জ্জিত হয়েও স্বর্ণসীতা পার্শ্বে রেখে যজ্ঞ করেন। আবার নিদারুণ জীবহত্যা করে জীবের ব্যথার ব্যথী হয়ে মায়াবদ্ধ জীবকে নির্ব্বাণের আলোক দেখাবার জন্য বুদ্ধরূপে আগমন করেন। ক্ষত্রিয় অবতারের ২ নাম "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হরে হরে, হরেরাম, হরেরাম, রাম, রাম, হরে হরে।" তারকব্রহ্ম মন্ত্ররূপে জীবের মোক্ষলাভের বীজরূপে সাধকের কণ্ঠে কণ্ঠে কাতরের কর্ণকুহরে বিরাজ করিতেছেন। ক্ষত্রিয় যখন যোদ্ধা হন তখন লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম, অভিমন্যু প্রভৃতি দয়া ক্ষমা তিতিক্ষা ও পরাক্রম একাধারে বিরাজ করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসারদচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক।

ত্রিতাপ

এই ভূমণ্ডল পরম রমণীয় ও অশেষবিধ সুখের স্থান বলিয়া বিবেচিত হইলেও বিজ্ঞের নিকট ইহা দুঃখেরই আগার ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। কেননা, ইহ সংসারের সুখ কদাচ স্থায়ী নহে। এখানে স্থায়ী সুখলাভের আশা করা কল্পনা মাত্র। মায়া-মোহাচ্ছন্ন মানবগণ এই অশেষ শোক-তাপপূর্ণ দুঃখময় সংসারে, সুখের নিমিত্ত নিয়তই লালায়িত। সুখ লাভের লালসায় সকলেই বিশেষ ভাবে ব্যগ্র; কেহই কষ্টভোগ করিতে সম্মত নহে। কিন্তু ইহ সংসার কেবলই যে সুখময় হইবে, দুঃখের লেশমাত্র রহিবে না, ইহা কখনই হইতে পারে না। হিতোপদেশ কহেন,—

"সুখদুঃখে হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে।
নহ্যনন্তং সুখং কশ্চিৎ প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ॥"

অর্থাৎ মানব পর্য্যায়ক্রমে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কেহই নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। অপিচ দৃষ্ট হয়—

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥"

অর্থাৎ—সুখের পর দুঃখ, এবং দুঃখের পর সুখ হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখ প্রতিনিয়তই এই রূপ চক্রবৎ বিঘূর্ণিত হইতেছে।

বাস্তবিক, সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখের উদয় হইয়া থাকে। ইহাই জাগতিক সাধারণ নিয়ম, কদাচ এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দৃষ্ট হয় না। ইহ সংসারে, আজীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভের, অর্থাৎ আজীবন অখণ্ড ভাবে সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। সুখলাভের বাসনা করিতে হইলেই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না; কারণ দুঃখ ভোগ ব্যতিরেকে সুখভোগের উপায় নাই, বরং বাধা আছে। দুঃখের হ্রাসতা বা দুঃখের অবিদ্যমানতাই সুখ; ইহা ব্যতীত, সুখ নামক অপর কিছু বস্তু ইহ সংসারে নাই। এই মায়িক সংসারে, মানবে যে সুখ উপভোগ করিয়া থাকে, তাহা

কেবল ক্ষণিক তৃপ্তিসাধন মাত্র। তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তুমি পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া উত্তম তৃপ্তিলাভ করিলে, সুতরাং তাহাতে তোমার অন্তঃকরণে ক্ষণিক সুখোদয় হইল। কোন সুহৃদ, সখা বা মিত্রকে দর্শন করিবার লালসা একান্ত বলবতী হইলে, দর্শন লাভ ঘটিল। কোনও গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের বাসনা হইলে, বিশেষ যত্নে তাহা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলে;—সুতরাং তাহাতে তোমার কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত বড়ই সুখবোধ হইল। কিন্তু এই সকল সুখ কি প্রকৃত সুখ? প্রকৃত পক্ষে সুধীগণ ইহাকে সুখ মধ্যে পরিগণিত করেন না। কেননা ইহা স্থায়ী বা অখণ্ড সুখ নহে। সাধারণতঃ তুমি দেখিতে পাও যে, দুই দণ্ড কাল দণ্ডায়মান থাকিলে, তোমার উপবেশন করিবার বাসনা প্রবলা হইয়া থাকে; এবং ঐ সময়ে উপবেশন করিতে পারিলে, তোমার সুখ ও তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। আবার এই উপবেশনও অধিককাল তোমার ভাল লাগিবে না। এই উপবেশনে পূর্ব্বে [illegible] পাইয়াছিলে, এক্ষণে তাহা দুঃখে পরিণত হইল;—এখন তোমার শয়ন করিবার বাসনা হইল। শয়ন করিয়া আপাততঃ সুখ লাভ করিলে বটে, কিন্তু তাহাও স্থায়ী হইল না। অল্পক্ষণ পরে এই শয়নাবস্থাও তোমার পক্ষে কষ্টের কারণ হইয়া উঠিল; তুমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া সুখ লাভ করিলে।

এইরূপ শারীরিক, মানসিক ও ঐন্দ্রিয়িক সুখ সম্বন্ধে যেরূপ অবস্থায় হউক না কেন, একই প্রকারে কেহ কোন অধিক কাল থাকিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তোমার আহার, বিহার প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যই পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। ভাবিয়া দেখ, অবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারাই তুমি সুখানুভব করিয়া থাক; সুতরাং তোমার এই সকল ক্রিয়া দ্বারা তোমার অখণ্ড সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই। বাহ্য বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাতে লিপ্ত রহিয়া, তুমি যদি সহস্র চেষ্টা কর, তাহা হইলেও কদাপি অখণ্ড সুখ বা শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহার প্রকৃত কারণ এই যে অখণ্ড সুখ বাহ্য জগতে নাই। সুখ আপনার মনে; সেই মনের চাঞ্চল্য বশতঃই তোমার সুখের কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থা নাই। তোমার মনে যখন যে বিষয়ের ইচ্ছা হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই বিষয়টী সম্পন্ন হইলেই "সুখলাভ হইল" বলিয়া মনে হয় মাত্র। পরন্তু, যে পর্য্যন্ত চঞ্চল বা অস্থির মনের চঞ্চলতা একেবারে নিবারণ না হয়, যাবৎ সম্পূর্ণভাবে স্পৃহা শূন্য হইতে

না পারা যায়, এবং যতদিন সুখদুঃখকে সমভাবে আনিতে না পারা যায়, ততদিন এ সংসারে দুঃখ নিবারণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সুখলাভের উপায় নাই। জ্ঞানিগণ কহেন,—এই সংসার কেবল দুঃখময়; এখানে প্রকৃত সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। তুমি যদি ইহসংসারে সুখ এবং দুঃখ এতদুভয়কেই তুল্য জ্ঞান করিতে পার, তাহা হইলেই চিরসুখী হইবে; নচেৎ দুঃখ তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না। সুখ ও দুঃখ, দুইটী ভ্রাতাই, ত্রিতাপের অধীন, সুতরাং ত্রিতাপকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে না পারিলে, সুখ ও দুঃখকে সমভাবাপন্ন করিবার ক্ষমতা আর কিছুতেই হইবার নহে।

ত্রিতাপ কি বস্তু? কাহাকে ত্রিতাপ কহে সংক্ষেপে তাহার আলোচনাও করা যাইতেছে। সুবিজ্ঞ শাস্ত্রকার মহোদয়গণ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক এই তাপত্রয়কেই "ত্রিতাপ" বলিয়া গিয়াছেন।

আধ্যাত্মিকং নাম?—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক তাপ কাহাকে কহে? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র কহিতেছেন—"আত্মানং দেহমধিকৃত্য যদ্ভবতি তৎ আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি।" অর্থাৎ দেহীর দেহকে অবলম্বন পূর্ব্বক যে দুঃখ হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক তাপ; অর্থাৎ দৈহিক পীড়াদি দ্বারা যে উদ্বেগবিশিষ্ট দুঃখ হয়, তাহাকেই আধ্যাত্মিক তাপ বলে। এই আধ্যাত্মিক তাপ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক।

শারীরিক তাপ।—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মারূপ ধাতুত্রয়ের বৈষম্য [illegible] জ্বরাদি [illegible] পত্তি হেতু, দেহ হইতে যে সমুদায় কষ্ট [illegible] দুঃখের উৎপত্তি [illegible] শারীরিক তাপ কহা যায়। দেহ সম্বন্ধীয় দুঃখ অনেক প্রকারে [illegible] হইয়া থাকে। অপরিমিত পান ভোজন করিলে দৈহিক পীড়া [illegible] থাকে। রোগাক্রান্ত [illegible] অবস্থায় থাকা [illegible] কারণ। [illegible] পরিশ্রম করিলে, যামিনী জাগরণ করিলে, প্রচণ্ড আতপ তাপে অধিকক্ষণ ভ্রমণ কারণে, অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে [illegible] এবং [illegible] অনভ্যস্ত কার্য্যে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, মানবের শরীর সহজেই [illegible] হইয়া পড়ে। ঋতু পরিবর্ত্তনসময়ে অসাবধান হইলে [illegible] দেহ সহজে ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। ব্যাধি [illegible]—[illegible], [illegible], [illegible] উদরাময়, প্লীহা, যকৃত, সর্দ্দি, [illegible] ইত্যাদি। উহা আবার বাতিক, [illegible] এবং শ্লৈষ্মিক

ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির যেরূপ প্রকৃতি, অনিয়ম বশতঃ তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম সংঘটিত হইলেই শারীরিক পীড়ার সঞ্চার হইয়া থাকে। দেহকে আশ্রয় করিয়া যে সকল পীড়া হয়, তাহাদিগকে দৈহিক পীড়া কহা যায়, এবং ঐরূপ পীড়া সমূহের মধ্যে শরীরে কোন হইলেই তদ্ধেতু যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাকেই শারীরিক তাপ বলা যায়।

মানসিক তাপ।—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ ও প্রিয় বস্তুর অদর্শন নিবন্ধন, এবং স্বজন ও বান্ধবাদি প্রভৃতি ব্যক্তির মৃত্যুজনিত গুরুতর শোক ভোগ দ্বারা তাহাদের বিচ্ছেদ জন্য হাহুতাশ করা; কোন প্রকার আশা ভঙ্গ হেতু ঘোরতর মনস্তাপ প্রাপ্ত, রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হওয়া, সমাজের অপ্রিয় বা বিরাগ ভাজন হওয়া, লোকালয়ে অপমানিত হওয়া, দরিদ্রতা-নিবন্ধন অর্থাভাবে হতাশ হওয়া, রিপু বিশেষের পরবশ হইয়া দুষ্কর্ম করা, ঈর্ষা, দ্বেষ ঘৃণা, লজ্জা, প্রভৃতি দ্বারা বহুবিধ মনস্তাপ সহ্য করাকে মানসিক তাপ বলা যায়।

আধিভৌতিকং তাপ ?—আধিভৌতিক তাপ কাহাকে বলা যায় ? ইহার উত্তরে শাস্ত্র কহিতেছেন—"ভূতমধিকৃত্য প্রবৃত্তং আধিভৌতিকং ব্যাঘ্রচৌরাদি-জন্যং দুঃখং।" অর্থাৎ—চৌর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক প্রাণীকে অবলম্বন পূর্ব্বক যে দুঃখ জন্মে, তাহাই আধিভৌতিক। অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্প বৃশ্চিক ও তাহাদিগের দ্বারা যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিভৌতিক তাপ বলে।

এই ভূমণ্ডলের যাবতীয় পদার্থই ভৌতিক পদার্থ। পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, বৃক্ষ, লতা, স্বর্ণাদি ধাতু সমূহ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, পতঙ্গ, ইহাদের দেহ সকলই ভৌতিক পদার্থ। এই ভৌতিক পদার্থ হইতে যে সকল ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহাই আধিভৌতিক তাপ। এই আধিভৌতিক তাপ হইতে নানাপ্রকার দুঃখ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি কর্তৃক হত হওয়া, সর্প দংশন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করা, কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হওয়া, হস্ত পদাদি ভগ্ন হইলে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করা, অগ্নিতে দগ্ধ বা জলে মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করা, কোন হিংস্রক পশু দ্বারা আহত হওয়া, বিষপান দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করা, অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিয়োগ হওয়া, গৃহাদির পতনে দেহে ক্লেশভোগ করা এবং এই প্রকারের অপর বহুবিধ কষ্টভোগ করাকে আধিভৌতিক তাপ কহে।

আধিদৈবিকং নাম? আধিদৈবিক তাপ কাহাকে বলে? শাস্ত্র উত্তর দিতেছেন—"দেবতাধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিদৈবিকং দুঃখমশনিপাতাদিজন্যং।" অর্থাৎ দেবতাকে অবলম্বন করিয়া, কুলিশাদি পতন নিবন্ধন যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাকেই আধিদৈবিক বলে। যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক এবং গ্রহাদি হইতে প্রাপ্ত দুঃখকেও আধিদৈবিক তাপ বলা হইয়া থাকে।

প্রবল ঝটিকা, বৃষ্টি, বজ্রপাতাদি হইতে দারুণ কষ্টভোগ হইয়া থাকে। গ্রহগণের গতির দ্বারা মনুষ্য যে যে দশা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতেও সময় বিশেষ নানাবিধ মনঃকষ্ট ধনকষ্ট, বিবিধ পীড়া ইত্যাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন মঙ্গল গ্রহ কোন ব্যক্তির জন্য রাশির দ্বাদশ স্থানে উপস্থিত হইলে, তাহার রোগ অর্থনাশ, শত্রু বৃদ্ধি ও বধবন্ধনাদি ভয় হইয়া থাকে। ইহাকেও আধিদৈবিক তাপ বলে।

এই দুঃসহ ত্রিতাপ হইতে পূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করিয়া, যে মহাত্মা জীবন যাপন করেন, এই পাপ তাপ ও অশেষ ক্লেশময় সংসারে তিনিই প্রকৃত সুখভোগ করিতে সমর্থ হন। জনসাধারণ মনুষ্য যেরূপ অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ত্রিতাপের অধীনতায় তাহাকে থাকিতেই হইবে। যিনি ইহা হইতে নিস্তার পাইয়াছেন, তিনি যথার্থ জীবন্মুক্ত পুরুষ, অন্যে নহে। সাধুগণ সর্ব্ব প্রযত্নে এই সরণিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মূঢ়েরা পার্থিব কষ্ট হইতে আত্মোদ্ধারে অসমর্থ হেতু প্রতিনিয়তই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং কস্মিন্‌কালে তাহাদের সুখের আশা থাকে না। চিরদিনই নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া যারপর নাই দুঃখে জীবন শেষ করে। সাধু মহাত্মারা বারংবার এই ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক এই দুঃসহ এবং অনিবার্য্য যন্ত্রণা ভোগ করা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, তাহা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেননা মুক্তিলাভ করিলে, পুনর্ব্বার ইহসংসারে আগমন করিতে হয় না। যে সাধু পুরুষ এসংসারে পূর্ব্বোক্ত ত্রিতাপ হইতে আপনাকে উদ্ধার করেন, তাঁহার ইহ জীবনে জীবন্মুক্তি লাভ হয়; এবং দেহান্তে তিনি পরমপদে লীন হইয়া অনন্ত শান্তি উপভোগ করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা
কাব্যরত্নাকর

প্রতিবাদ (ক)

বরিশাল ইলুহার আমার স্বগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় "রাধাপাগল" শীর্ষক প্রবন্ধে "নমঃশূদ্র জাতির মস্তকই পদাঘাতের আদাস্থান" এই বলিয়া অপমান সূচক ভর্ৎসনা করিয়াছেন। উদারচেতা, পরদুঃখ কাতর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী মহাশয় ও পরহিতৈষী শ্রদ্ধেয় সম্পাদক, মহাশয় কার্ত্তিক মাসের প্রতিভায় তাহার সূক্ষ্ম প্রতিবাদ করিয়া ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন তর্জ্জন্য সমগ্র নমঃশূদ্র সমাজ চিরকৃতজ্ঞ। আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে রাধাপাগলের পাগলামীতে রাধাপাগলই দোষী ও তিরস্কার যোগ্য। সমস্ত নমঃশূদ্র জাতি লাঞ্ছনা ভোগ করিবে কেন? ইলুহার, স্বরূপকাঠি ও বানরিপাড়া এই তিন স্থানের নমঃশূদ্রের আনুমানিক সংখ্যা পঁচিশ সহস্রের কম নহে। বরিশাল জেলায় সর্ব্বসমেত ৩১৮১৮৮জন নমঃশূদ্রের বাস। সরকার মহাশয় বলিতে পারেন রাধাপাগলের কত পাগল শিষ্য হইয়াছে? শুনিলাম পিরোজপুর মহকুমার অধীনস্থ অল্প সংখ্যক নমঃশূদ্র রাধাপাগলের শিষ্য হইয়াছে। নমঃশূদ্র সমাজ নেতৃগণ উক্ত বিষয়ে উদাসীন থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই দোষের কারণ হইত কিন্তু তাহারা নিশ্চিন্ত নহেন, সর্ব্বদা সমাজ সংস্করণে সচেষ্ট। যিনি আজি নমঃশূদ্র জাতিকে অবজ্ঞাজনক বাক্য প্রয়োগে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তিনিই একদিন এজাতির উন্নতি মানসে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইনি যখন মাগুরা মহকুমায় স্কুল সব্ ইনেস্‌পেক্টর ছিলেন তখন এজাতির উন্নতি কল্পে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছেন। পরন্তু আমার বেশ মনে পড়ে বিগত ১৯০৭ সনের জুন মাসে ইলুহার উত্তরপাড়া রায়দের বাটীতে ইনি একটী মহতী সভার অধিবেশন করেন। বিদ্বৎকুলতিলক ৺কালীনাথ তর্ক পঞ্চানন, ৺জগচ্চন্দ্র তর্কবাগীশ, অধ্যাপক ৺বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এবং আমরাও ৩০০ নমশূদ্র উপস্থিত ছিলাম।

(ক) এই প্রবন্ধের সহিত বিগত কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। সঃ।

২৭। সরকার মহাশয় তদানীং সময়ে এজাতির হিতার্থে নানাবিধ প্রস্তাবনা করেন কিন্তু তখন প্রবলতর আন্দোলন ছিল বলিয়া কোন সুফল উৎপাদনে সক্ষম হন নাই। আজ আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় চিরহিতাকাঙ্ক্ষী সরকার মহাশয় কেন যে হঠাৎ বিমুখ হইলেন তাহা ধারণার বহির্ভূত। ইঁনি একজন বরিশাল আর্য্য সমাজের প্রধান নেতা, ইঁহার ভাবান্তরে আমরা দুঃখ-সাগরে ভাসমান। পরম দয়াল শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব মাধাইয়ের কলসীর কানায় আহত হইয়াও রক্তাক্ত কলেবরে জগাই মাধাইকে পবিত্র ও মুক্ত করিয়াছেন। পতিতকে উদ্ধার করিতে হইলে সদ্গুণ ব্যবহারই সমীচীন। সরকার মহাশয় গণ্য, মান্য, সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত লোক তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া দুঃখেরই কারণ; উহাতে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক।

পরন্তু পূর্ববঙ্গীয় নমঃশূদ্র সমাজ আবহমান কাল পর্য্যন্ত আর্য্য সমাজের অনুরূপ, পরিমার্জ্জিত না হইলেও উপেক্ষনীয় নহে। গুণ ও কর্ম্মবলে ক্ষত্র কুলোদ্ভব গাধিরাজ পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইলেন এবং যবন নেতা হরিদাস আর্য্য সমাজে সাদরে পরিগৃহীত হইলেন। আর আমরা হিন্দু হইয়াও হিন্দু অধিকারে বঞ্চিত। আমরা পূর্ব্ব বঙ্গীয় দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নমঃশূদ্র আর্য্যসমাজ পীড়নে তুষানলবৎ দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছি। (গ) প্রকাশ করিতে অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া যায় সমাজে স্থান না পাওয়ায় বরিশাল-অসংকোর ও বারপাইকা হইতে ৬০০ ঘর নমঃশূদ্র খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, আজ তাহারা বি, এ; এম, এ পাশ করিয়া কত সমুন্নত। গোপালগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে অপ্রচুর নহে। আর ইলুহারের অতি নিকটবর্ত্তী "বরছাকাঠী" গ্রামে ৪০০ ঘর নমঃশূদ্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। (জনশ্রুত)। বৈষ্ণবের ত সংখ্যাই নাই। উহা কি পদাঘাতের ফল নহে? আমি কত শত মহাত্মার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মকাহিনী

(খ) সমগ্র বঙ্গদেশে আমরা কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রায় ১২।১৩ লক্ষ। নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা প্রায় তদ্রূপ। এই বিরাট জাতি হিন্দু সমাজের একটী প্রধান অঙ্গ। শিক্ষায় দীক্ষায় ইহারা ক্রমশঃ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে! ইহাদিগের পুরোহিত আছে এবং ইহাদিগের দশবিধ সংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন—গুণ ও কর্ম্মদ্বারা জাতিবিভাগ হইয়াছে অতএব ইঁহাদিগকে জলচল করা আবশ্যক। — সম্পাদক

নিবেদন করিয়াছি, কোথায়ও সূচাগ্র পরিমাণ আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হই নাই। তখন স্বগৃহে বসিয়া কত নীরব কান্না কাঁদিয়াছি। তাই এতকাল পরে প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় ও কায়স্থ সমাজ, এ অধঃপতিত জাতির প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিয়াছেন। (গ)

যে রাধাপাগলের বিষয় লইয়া কথা উঠিয়াছে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পিরোজপুর-খেজুরতলা গ্রামে পাগলের বাসস্থান; ইনি নিরক্ষর তন্ত্রাদি যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা নাই ইঁহার প্রধান ধর্ম্ম পিতা মাতার চরণপদ্ম অর্চনা করা। তদনন্তর রাধাকৃষ্ণের নিরাকার মূর্ত্তির ধ্যান। ক্রিয়াকাণ্ডে বৈষ্ণববৎ। ইনি ভাবপূর্ণ সুমধুর সহস্র সহস্র গান রচনা করিয়াছেন। তাহা শ্রবণে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। শিষ্য মণ্ডলী মাতোয়ারা হইয়া অহর্নিশ নিত্যানন্দের প্রেমের হাট বসায়। ইনি সমাগত শিষ্যগণকে খাইতে দেন না তাহারা বাড়ী হইতে চাল, ডাল, খরচ পত্র সহ গুরু গৃহে উপস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসে বিভোলা হয়। অশিক্ষিত শিষ্যবর্গ এক নিঃশ্বাসে টাং, টুং, হ্রীং, ক্রীং, ক্লোং ইত্যাদি হিজি বিজি বলিতে থাকে, ইহাই উহাদিগের যোগ কথন। পরম্পর শুনিতে পাই এখানে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। পাগলের অজ্ঞাতে অশিক্ষিত শিষ্য মধ্যে অনেক দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সমাজ বন্ধনে অনেকেই সদাচারী ও বেদাচারী হইয়াছে। আর কতক ঐ ধর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছে। অনেক উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সাহা, নমঃশূদ্র প্রভৃতি পাগলের নিকট গমন করতঃ চুম্বকে লৌহবৎ আকৃষ্ট হইতেছেন। কাহার দোষারোপ করিব? আমরা পাগলের নিকট উপস্থিত হইয়া সমাজের অনিষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞাপন করিয়াছি। তিনি উত্তরে বলেন যে আমি পাগল, আমার কর্ম্মে আমি লিপ্ত। আমি জগতের কাহাকেও ডাকি না। আমি কাহারও গৃহে যাই না। আপনাদের সমাজ আপনারা রক্ষা করুন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়

(গ) আমরা কায়স্থ সমাজ নমঃশূদ্র জাতিকে জলচল করিতে বদ্ধপরিকর। আশা করি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই জাতির উৎপত্তি ও বংশ গৌরব পরিকীর্ত্তন করিয়া কায়স্থ সমাজে এই মহতী জাতির প্রকৃষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। সম্পাদক।

নমঃশূদ্র জাতিই পাগল, কিন্তু অপরাপর জাতি পাগল হয় কেন উহাও এক বার চিন্তনীয় বিষয়। আমার শেষ নিবেদন এই যে, সরকার মহাশয় বহুকাল হইতে এ জাতির পরম হিতাভিলাষী, আশা করি তিনি ও তাঁহার সহকারীবর্গ এবং সমস্ত কায়স্থ সমাজ, আমাদিগের প্রতি কৃপায় নেত্রপাত করিবেন। আর ব্রাহ্মণ সমাজ সন্নিধানে আমরা চির ভিখারী। ব্রাহ্মণগণ কৃপাগুণে রাতুলচরণেঃ স্থান দেন ইহাই করপুটে বিনীত প্রার্থনা।

শ্রী শ্রীনাথ হালদার হেড্‌পণ্ডিত।
বরিশাল-ইলুহার।

সমালোচনা

১। ১৩২৪ শ্রাবণ ও ভাদ্র "ব্রাহ্মণ সমাজ"। এই দুইটী সংখ্যা মধ্যে ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত কবিমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ শীর্ষক প্রবন্ধটি বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের লিখিত জাতীয় উত্থান শীর্ষক প্রবন্ধটী অতিশয় নিকৃষ্ট ভাষা ও অতিশয় নিকৃষ্ট আশয়ে লিখিত হইয়াছে। সান্যাল মহাশয় বঙ্গের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের উত্থান সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি উদীয়মান বঙ্গীয় সমাজের জাতীয় উত্থান, হিংসা ও বিদ্বেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। বৈদ্য এবং কায়স্থ সমাজ বঙ্গের অলঙ্কার; উহাদিগকে গালি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণ সমাজ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি মহাশয় কি অভিপ্রায়ে তাঁহার পত্রিকার অঙ্গদেশ কলঙ্কিত করিতে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

২। জাতীয় তত্ত্বের গূঢ় রহস্য ভালরূপে অবগত না হইয়া যাহারা সেই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া নাম জাহির করিতে চান, সেই সকল অবিমৃষ্য লেখকদিগের মধ্যে সান্যাল মহাশয় অন্যতর, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি কায়স্থ তত্ত্ব অধ্যয়ন না করিয়া কায়স্থদিগের সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা,

করিয়া ফেলিয়াছেন। বিগত ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য যে "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ" প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন তিনি সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতেছেন— "বুদ্ধদেব কেবল জাতি ব্রাহ্মণকে না মানিলেও সত্যাদি গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে সম্মান করিতেন। ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ এবং বুদ্ধতত্ত্ব বোধশালী শ্রমণ, এই দুই অর্থের বিভেদতা অল্প ইত্যাদি।" সান্যাল মহাশয় সর্ব্বাগ্রে কায়স্থ শব্দকে বিশ্লেষণ করিলেই জানিতে পারিতেন, কায়স্থ কোন্ জাতি। তত্ত্বাম্বুধি কোষ শাস্ত্রে এই শব্দের যথার্থ দেওয়া হইয়াছে। যথা :—

ক্ষত্র শব্দেন কায়ং স্যাদিয়েতি স্থিতিবাচকঃ।
ততঃ ক্ষত্রিয়শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে॥

অর্থাৎ ক্ষত্র শব্দে (ক্লীবলিঙ্গে) কায়, ইয় শব্দ স্থিতিবাচক, তজ্জন্য ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ কায়স্থ। "কায়েতিষ্ঠতি যঃ সঃ কায়স্থ।" ইহাই কায়স্থ শব্দের বুৎপত্তি। বড়ই দুঃখের ১০৮০ বৎসরের পরে সান্যাল মহাশয়কে কায়স্থ তত্ত্বের ক, খ আমাদিগকে শিখাইতে হইতেছে। (ক) বঙ্গদেশীয় কোন ব্রাহ্মণই তাঁহার ন্যায় কায়স্থ তত্ত্বে এতদূর অনভিজ্ঞ নহে। পদ্ম পুরাণে লিখিত আছে :—

মম কায়াৎ সমুৎপন্ন স্থিতিঃ কায়েহভবদ্ যতঃ।
কায়স্থ ইতি তস্যাপ নামচক্রে পিতামহঃ॥

ক্ষত্রোবর্ণোচিত ধর্ম্মঃ পালনীয় যথাবিধি।

ইহা হইতে সান্যাল মহাশয় জানিতে পারিবেন যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ শ্রেষ্ঠ মসীজিব ক্ষত্রিয়। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতে প্রায় ৮০ লক্ষ কায়স্থ, তন্মধ্যে প্রায় ৬৫ লক্ষ উপবীত-ধারী ও ১৩ দিনে অশৌচ পালন করেন। সান্যাল মহাশয় ইহা সত্বেও কায়স্থকে শূদ্র বলিতেছেন।

৩। সান্যাল মহাশয় লিখিতেছেন—কায়স্থগণ এদেশে আসিয়া শূদ্র বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কে ও কোথা হইতে আসিয়াছ" ইত্যাদি। কিন্তু রাজা তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। কোলাঞ্চ হইতে পঞ্চ কায়স্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আদিশূর রাজার বঙ্গে আসিবার আগে কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের নিকট আদিশূরের দূত বলিয়াছিল :—

যজ্ঞার্থে যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ নরাধিপ। মিশ্র কারিকা

অর্থাৎ আদিশূর রাজা যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণকে চাহিতেছেন। কবি ভট্টশালী বাহন কৃত কুল শাস্ত্রে লিখিত আছে :—

বঙ্গেশ্বরো মহারাজো পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থেঃ প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশ॥

অর্থাৎ বঙ্গেশ্বরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য ১০ জন দ্বিজ প্রেরিত হইল। যদি সান্যাল মহাশয় হিন্দু শাস্ত্রপ্রমাণ মানেন, তবে নিশ্চয় জানিতে পারিবেন যে কায়স্থ রাজাদিগের রাজত্ব কালে কানাকুব্জ, অযোধ্যা এবং দাক্ষিণাত্য হইতে বহু কায়স্থ বঙ্গে উপনিবিষ্ট হন, ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয়। শূদ্র নহেন। আমরা ক্ষিতীশ বংশাবলী গ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকি যে যখন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন তখন তিনি বঙ্গীয় কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়াসনে বরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কায়স্থগণ যজ্ঞরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পূজায় নিযুক্ত হইতেন। এবং ব্রাহ্মণগণ আচার্য্য, হোতা ইত্যাদি যজ্ঞের কার্য্য করিতেন।

আগ্নিহোত্র মহ যজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে
ববার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপাধিপঃ সুধীঃ॥

ক্ষিতীশ বংশাবলী।

৪। সান্যাল মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা :—

"রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে যূয়ং নাম কিম্বা কথমত্র কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপিদেশাৎ

অর্থাৎ হে কান্তিবান্ মহাপ্রাণী, আপনারা কে, কি নাম এবং আপনারা কোন দেশ হইতে আমার সভায় শুভাগমন করিলেন। এই শ্লোকে যুষ্মদ্ শব্দ, কৃতিনঃ এবং স্বাগতা তিনটী শব্দ মহারাজা যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কখন শূদ্রের সম্বন্ধে এইরূপ ভাষা প্রয়োগ হয় নাই। তদুত্তরে ঘোষাদি কায়স্থগণ বলিয়াছিলেন—কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ অত্রা ইত্যাদি। তাঁহারা কখনই শূদ্র শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাহার পর সান্যাল মহাশয় বসু, ঘোষ কায়স্থগণকে শূদ্র আখ্যায় ভূষিত করিবার জন্য কুলশাস্ত্রকারেরা যে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। গৌতম গোত্রীয় দশরথ

বসু শুক্রদেবের শিষ্য। চন্দ্রবংশীয় চেদীরাজ উপরিচর বসুর বংশোদ্ভব মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৬৩ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই পরম রমণীয় চেদীরাজ্যে উপরিচর বসু নামা একজন পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার ঔরসে অনৈকা শাপগ্রস্ত আদ্রিকা নাম্নী ধীবর কন্যার গর্ভে সত্যবতীর জন্ম হয়। এই সত্যবতী, যাহার পূর্ব্বনাম মৎস্যগন্ধা ছিল। তাঁহার কানীন পুত্র মহাতপা পরাশরের ঔরসে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তদনন্তর শান্তনু রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিলে, তাঁহারই গর্ভে বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হয় এবং সেই বংশ হইতেই ভারতবংশের অভ্যুত্থান। উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতীয় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়বংশের মূলপুরুষ বসু। এই বসুবংশ পবিত্র ক্ষত্রিয় শূদ্র নহে এই সমালোচনা আর দীর্ঘ করিবার আবশ্যক করে না। আশা করি সান্যাল মহাশয় অদ্য হইতে কায়স্থ-ক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে দিব্যচক্ষু লাভ করিবেন; বৃহদারণ্য কোপনিষদে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণের অগ্রে ক্ষত্রিয় বংশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। উঁহারা দেব ক্ষত্রিয়; সেই জন্য মহামতি কায়স্থপ্রবর ভীষ্ম শান্তি পর্ব্বের ৬৪ অধ্যায়ে বলিয়াছিলেন:—

সর্ব্বধর্ম্মপরং ক্ষাত্রং লোকশ্রেষ্ঠং সনাতনম্।

অর্থাৎ সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, কেননা ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করেন। (ক)

৫। সান্যাল মহাশয় হিন্দুর বর্ণবিভাগের কর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আলোচনা করুন।

চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥১৩॥

অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে গুণ এবং কর্ম্ম, তাহার বৈচিত্র্য অনুসারে যাহার যে প্রকার প্রকৃতি তদনুসারে বর্ণবিভাগ হইয়াছে। সম্পাদক

(ক) ব্রাহ্মণ সমাজ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের সংখ্যায় উক্ত সান্যাল মহাশয় ৬১ পৃষ্ঠায় এ ভুল শ্লোকটী লিখিয়া কায়স্থ যে শূদ্রজাতি তাহা তাহা ঘোষণা করিতেছেন কিন্তু যখন উক্ত কায়স্থ জাতি হইতেই ব্রাহ্মণের জন্ম হইল তখন ব্রাহ্মণ কোন্ জাতি হিসাব করিয়া দেখিবেন। সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। আমার পীড়ার চিকিৎসার্থে কলিকাতা প্রায় একমাস কাল থাকিতে হইয়াছিল তজ্জন্য অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রতিভা বিলম্বে বাহির হইল। গ্রাহকগণ ক্ষমা করিবেন। যে মাসের প্রতিভা সেই মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবার নিয়ম; তবে কোন কোন সময়ে উহার ব্যতিক্রম হয়।

২। গ্রাহকগণের সমীপে নিবেদন।—আমাদের গ্রাহক ও পাঠকগণের অবিদিত নাই যে বস্ত্রাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের ন্যায় কাগজ, কালী, ও ছাপাখানা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যের মূল্য পাশ্চাত্য যুদ্ধের জন্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের ব্যয় ভার যে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" পত্রিকার পরিচালনায় যে আমাদের বিন্দুমাত্র লাভ হয় নাই বরং বহু টাকা ক্ষতি দিয়াছি। প্রত্যুত দিন দিন ক্রমশঃ ক্ষতির পরিমাণ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে পাঠকগণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। মাসিক পত্রিকার প্রায় সকলেই বার্ষিক মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা ব্যয়ভারে নিপীড়িত হইয়াও দরিদ্র কায়স্থ সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এ যাবৎ বার্ষিক মূল্য বৃদ্ধি করি নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রাহকগণ যে প্রকার নির্ম্মমভাবে ভিঃ পিঃ গুলি ফেরৎ দিতেছেন তাহাতে কায়স্থ সমাজের চিরআদরের এই পত্রিকাখানির অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিতেছি না। এইক্ষণে গ্রাহকগণের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে আমাদের প্রতিভার বার্ষিক যৎসামান্য চাঁদা ১৷৹ টাকা মাত্র, ভিঃপিঃ প্রাপ্ত মাত্রেই গ্রহণ করিবেন। পোষ্ট-পিয়ন পত্রিকাখানি গ্রাহকগণের নিকট উপস্থিত করিলেই তৎক্ষণাৎ—১৷/৹ দিয়া গ্রহণ করিবেন। নচেৎ বিলম্ব করিলে পোষ্ট আফিস হইতে এইরূপে, ফেরৎ আসিবে। এইরূপে অনেক ভিঃপিঃ ফেরৎ আসিতেছে। এই ভিঃপিঃ গুলি যাহাতে ফেরৎ না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিলে এই পত্রিকার মৃত্যু অবধারিত। এই পত্রিকাখানি যাহাতে বন্ধ না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

সম্পাদক—শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা

৩। কায়স্থোপনয়ন :—যশোহর জেলার অন্তর্গত পরমেশ্বরপুর হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র নাগবর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—বিগত ১৮ই কার্ত্তিক উক্ত গ্রামের সীতানাথ বসুর বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ২৬ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু। ২। ত্রৈলক্যনাথ বসু, ৩। নিবারণচন্দ্র বসু, ৪। ষষ্ঠীচরণ বসু, ৫। কেশবলাল বসু, ৬। যতীশচন্দ্র বসু, ৭। শরচ্চন্দ্র নাগ, ৮। রমেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ, ৯। রাধিকাপ্রসাদ বসু, ১০। হেমলাল বসু, ১১। যাদবচন্দ্র বসু, ১২। ভুবনমোহন বসু, ১৩। শরৎচন্দ্র বসু, ১৪। বিষ্ণুপদ বসু, ১৫। মহিমচন্দ্র বসু, ১৬। সন্তোষকুমার বসু, ১৭। হরিপদ বসু, ১৮। আশুতোষ বসু, ১৯। অবিনাশচন্দ্র বসু। ২০ মাখমলাল ঘোষ, ২১। হরেশচন্দ্র ঘোষ, ২২। অমরকুমার বসু, ২৩। অন্নদাকুমার বসু, ২৪। সুধীরচন্দ্র বসু, ২৫। যোগেন্দ্রনাথ বসু, ২৬। নিরঞ্জনকুমার বসু।

৪। কায়স্থোপনয়ন।—পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার উদ্যোগে বিগত ২৫শে কার্ত্তিক রবিবার বিক্রমপুর তেউটিয়া নিবাসী রায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দত্তবর্ম্মা বাহাদুরের ঢাকাস্থ বাসাবাটীতে কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ৭ জন কায়স্থ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। গ্রাম তেউটিয়া—১। শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত এম, এ। ২। রঞ্জিৎকুমার দত্ত, ৩। হিল্লোলকুমার দত্ত, ৪। অরুণকুমার দত্ত, ৫। অনিলকুমার দত্ত, ৬। অজিতকুমার দত্ত। গ্রাম বাইসারি বরিশাল। ৭। চারুচন্দ্র গুহরায় বি, এল।

৫। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর জিলান্তর্গত নিবাচ গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত খুদিরাম সরকার বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ১৪ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। গ্রাম নিবাচ—১। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সরকার। ২ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৩। মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৪। লালনচন্দ্র বর্দ্ধন, ৫। হেমচন্দ্র বর্দ্ধন। ৬। পূর্ণচন্দ্র দাস, ৭। যোগেন্দ্রনাথ দেব, গ্রাম নওপাড়া। ৮। যতীন্দ্রচন্দ্র সেন, ৯। অতুলচন্দ্র সেন, ১০। কালীপদ সরকার। ১১। দীনবন্ধু

সরকার, গ্রাম মাছপাড়া। ১২। দেবেন্দ্রনাথ পাল ১৩। জগবন্ধু পাল, গ্রাম বড়ুরিয়া। ১৪। বনমালী বিশ্বাস।

৬। বিবাহ।—আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্রবর্ম্মা মহাশয় বিগত ১৩২২ সনের ১৫ই মাঘ কোন্নগর গ্রামে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নলিনীনাথের শুভ বিবাহোপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী কুমুদকামিনী দেবী সস্নেহ শুভাশীর্ব্বাদ যাহা নবদম্পতিকে প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত কবিতাটী উদ্ধৃত করিলাম।

এস নলিনী কমল সনে,
তব পিতার আবাস ভবনে।
যেই বংশে তুমি লভেছ জনম,
দেবের বাঞ্ছিত বংশ অনুপম,
জানিবে কি তুমি সে কুলের খ্যাতি;
বিশ্বামিত্র ঋষি বিদিত সংসার,
তাঁর পুণ্যবংশে জনম তোমার,
রচিত যাহার এ ব্রহ্ম গায়ত্রী।

যে বিশ্বামিত্রের বংশ হইতে শত শত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়বংশ উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই বংশ হইতে শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্যাপি জাতীয় ব্রহ্মসূত্র গ্রহণ করেন নাই ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। হায়! হায়! বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ আজিও শূদ্রাচারী অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন ইহা অতীব দুঃখের বিষয় আমরা আশা করি, শৈলেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার বংশধরগণ সত্বর যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া স্বজাতির সম্মান রক্ষা করিবেন।

৭। কংগ্রেস।—আগামী ২৬শে হইতে ২৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ দিন কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কয়ার অথবা গোলদীঘির মাঠে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। যে প্যাণ্ডাল নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে ১০ হাজার লোকের স্থান হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদিগের চাঁদা ২৫৲ টাকা, প্রতিনিধিগণের ১০৲ টাকা ও দর্শকদিগের ৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ।

মাসিক পত্রিকা ।

১০ম খণ্ড । { পৌষ, ১৩২৪ সাল । } ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রতিনাথ মজুমদার মহাশয় গত শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের প্রতিভায় "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব" প্রবন্ধের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিয়াছি কারণ এরূপ সমালোচনায় কেবল সত্যেরই আবিষ্কার হইয়া থাকে । জগন্নাথাদি মূর্ত্তিত্রয় কলিয় প্রথমে স্থাপিত হইয়াছে—সত্যযুগে নহে, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার যুক্তি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না, সেইজন্য পুনরায় এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম ।

শ্রীযুক্ত রতিনাথ মজুমদার মহাশয়ের বারাণসীদাহ সম্বন্ধীয় উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠে আমরা বুঝিতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা কাশীরাজকে বধ ও কাশীদাহ করেন এবং মহেশ্বর উপস্থিত হইলে তাঁহার পাশুপত অস্ত্রকে নিস্তেজ করিয়া তাঁহাকে স্তম্ভিত করেন এবং ভীত ভবানীপতিকে আদেশ করেন "তুমি আর কাশীতে থাকিতে পারিবে না, এখন হইতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অন্তর্গত একাম্রকাননে (ভুবনেশ্বরে) অবস্থান কর।" এই বারাণসী দাহ ব্যাপারটী

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশের ৩৪শ অধ্যায়েও বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল ;—

"পৌণ্ড্রবংশীয় বাসুদেব নামে এক রাজা আপনাকে বিষ্ণুবোধে সকল প্রকার বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করিতেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে সেই রাজা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই বলিয়া দূত পাঠাইলেন যে, তুমি আমার চিহ্ন ও নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে প্রণতি কর। দূত গিয়া এই প্রকার বলিলে ভগবান্ জনার্দ্দন হাস্য পূর্ব্বক দূতকে কহিলেন, তুমি তোমার প্রভুকে গিয়া বলিও যে, আমি নিজ চিহ্ন (অস্ত্র) সত্বরই তোমার প্রতি পরিত্যাগ করিব। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সত্বর তৎপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া রাজা পৌণ্ড্রক কাশীরাজের সৈন্যগণের সহিত স্বকীয় মহতী সেনা যোগ করিয়া কেশবাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাহার পর ভগবানের সহিত পৌণ্ড্রকের (বাসুদেবের) ভয়ানক যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে পৌণ্ড্রক নিহত হইলে কাশীরাজ ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ কাশীরাজের মস্তক ছেদন করিয়া কাশীপুরীতে নিক্ষেপ করতঃ দ্বারকায় আগমন করিলেন। এদিকে সেই কাশীপতির পুরীতে কাশীরাজের ছিন্ন মস্তক পতিত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার পুত্র, এই কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা হইয়াছে জানিতে পারিয়া পুরোহিতের সহিত শঙ্করের উপাসনা করিতে লাগিল। মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে কাশীরাজপুত্র "শ্রীকৃষ্ণের বধের জন্য কৃত্যা উৎপন্ন হউক" এই বর প্রার্থনা করিল। মহাদেব প্রার্থিত বর দিলেন। অনন্তর দক্ষিণাগ্নি সমাপ্ত হইলে মহাকৃত্যা-শক্তি উত্থিত হইলেন এবং "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই প্রকার সম্বোধন করিতে করিতে দ্বারাবতীতে প্রস্থান করিলেন। সেই কৃত্যাকে দেখিয়া লোক সকল অত্যন্ত ভীত হইয়া মধুসূদনের শরণ লইল। শ্রীকৃষ্ণ কৃত্যাকে সংহার করিবার জন্য সুদর্শন চক্র পরিত্যাগ করিলেন। মাহেশ্বরী-কৃত্যা বিষ্ণুচক্র প্রতাপে বিধ্বস্তা হইয়া অতিবেগে পলায়ন করিলেন এবং সুদর্শনও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কৃত্যা অবশেষে বারাণসী পুরীতে প্রবেশ করিলেন। সুদর্শন চক্র কৃত্যার সহিত বারাণসীপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল।"

যদি শ্রীকৃষ্ণ ভবানীপতিকে কাশী হইতে বাহির করিয়া দিতেন এবং মহাদেব আসিয়া ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে অবশ্যই

একটু উল্লেখ থাকিত কিন্তু তাহা নাই। হরিবংশে পৌণ্ড্রক বধের কথা আছে কিন্তু বারাণসীদাহের কথা নাই। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে মহাদেবকে কাশী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন তাহা হরিবংশে কিংবা মহাভারতেও নাই। আর এক কথা,—শত্রুকে নিহত করা অধর্ম্ম নহে কিন্তু নগর দাহ ধর্ম্মানুমোদিত নহে। আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যে এরূপ গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি? বারাণসী দাহ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ না করিতে পারি কিন্তু কিজন্য বারাণসী দাহ হইয়াছিল তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে অধিক লিখা বাহুল্য। "ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগের রাজা" ইহাই প্রক্ষিপ্ত কিম্বা "শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রাগ্নিতে বারাণসী দাহ ও মহাদেব কৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভুবনেশ্বরে বাস করিতেছেন" এই ঘটনাটী প্রক্ষিপ্ত তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যের ঊনবিংশ অধ্যায়ের ৩৮ হইতে ৪২ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রতিনাথবাবু বলিয়াছেন :—

"এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ভদ্রাদেবীকে দ্বাপরযুগে রোহিণী গর্ভজাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এখন আমরা শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি রামকৃষ্ণ নামই যেন ঈশ্বরার্থে ব্যবহৃত বলিয়া উহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন কিন্তু সুভদ্রা নাম ত দ্বাপরের পূর্ব্বে কোথায় ব্যবহৃত হয় নাই। আবার এখানে তাঁহাকে রোহিণী গর্ভজাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সত্যযুগে কেমন করিয়া হইল? তিনি রাম না জন্মিতে রামায়ণের সৃষ্টি করিতে চাহেন।" সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী কি না তাহা ৪৫ শ্লোকটী বিশেষ বিবেচনা করিয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। শ্লোকটী এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম :—

"তয়োর্ম্মধ্যস্থিতাং লক্ষ্মীং সুভদ্রাং ভদ্ররূপিণীম্।
বিকচাম্ভোজবদনাং বরাভয়ধারিণীম্॥"

"এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বমঙ্গলময়ী লক্ষ্মী অবস্থান করিতেছেন ইঁহার বদন মণ্ডল বিকশিত সরোজের ন্যায় ও হস্তদ্বয়ে বরপদ্ম অভয় ধারণ করিতেছেন।" 'সুভদ্রাং' 'ভদ্ররূপিণীম্' এই দুইটী শব্দই লক্ষ্মীর বিশেষণ" সর্ব্বমঙ্গলা এবং মঙ্গল-রূপিণী ইত্যাদি অর্থে উপরিউক্ত শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং "সুভদ্রাং

এই শব্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীর কোন সম্বন্ধ নাই। সুভদ্রা অর্থে শ্রীদেবী এবং এই অর্থে পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যের অন্যান্য স্থানেও ব্যবহৃতা হইয়াছে, ব্যাকরণ দোষ ছাড়িয়া দিলেও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী এবং অর্জ্জুনের স্ত্রী সুভদ্রা কখনই লক্ষ্মী নহেন, হইলে বিষ্ণুপুরাণাদিতে থাকিত "রুক্মিণীই" লক্ষ্মী ইহাই আমরা জানি যদি কৃষ্ণাবতারের পর জগন্নাথাদি মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে এক মূর্ত্তির নাম রুক্মিণী হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং মূর্ত্তিত্রয় যে কৃষ্ণাবতারের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

"রাম না জন্মিতে রামায়ণের সৃষ্টি" এই উপমা হইতে আর একটী প্রকৃত ঘটনা স্মরণ হইল, তাহা এই প্রবন্ধের বিষয় না হইলেও পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে লিখিতে বাধ্য হইলাম। নবদ্বীপের নিকট দোগাছি গ্রামে কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য শিরোমণি নামে এক নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাশীধামে জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়া জ্যোতীরত্ন উপাধি পান। তিনি কলিকাতায় ৫২ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে থাকিতেন, তিনি আমার গুরুদেব এবং কতিপয় বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ৺জ্যোতিরত্ন মহাশয়ের গুরুদেবের এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে সন্তান জন্মিবামাত্র তাহার নিজের ও তাহার পত্নীর কোষ্ঠী লিখিয়া দিতে পারিতেন। আমার গুরুদেব কিন্তু তাহা পারিতেন না—অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষের কোষ্ঠী একসঙ্গে তাঁহার নিকট দিলে কে কাহার স্ত্রী তিনি তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন। সুতরাং রাম না জন্মিতে রামায়ণের সৃষ্টি" এই বাক্যটি যে অসত্য তাহা রতিনাথবাবু বলিতে পারেন না।

আমরা দেখিতে পাই যে বেদের পূর্ব্ব মীমাংসায় মন্ত্রময় দেবতার এবং উত্তর মীমাংসায় সর্ব্বব্যাপক পাদপাণাদিরহিত নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা প্রকটিত হইয়াছে। ওঁ মূর্ত্তি নিরাকার ব্রহ্মের পূর্ণ বিরাট মূর্ত্তির পরিচায়ক। কালক্রমে বোধ হয় লোকের নিরাকার উপাসনাতে শ্রদ্ধার হ্রাস দেখিয়া মন্ত্রবরের একতা প্রতিপাদক ওঙ্কার বর্ণানুকারী জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ওঙ্কার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ত্রিমূর্ত্তির সংগঠন হইয়াছে। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ম্মকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডাত্মক নবভিত্তিতে এই মূর্ত্তিত্রয় স্থাপন করিয়াছিলেন, মহেশ শঙ্কর প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়দিগের আদর

নির্ব্বিবাদে প্রাপ্ত হইত না। এই দারুমূর্ত্তি ওঙ্কাররূপে যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ উৎকলখণ্ডে আছে—

জৈমিনিরুবাচ—

"ইতিস্তুত্বা সুরেশানাং দেবং প্রণবরূপিনম্।
প্রণতঃ প্রণবং মন্ত্রং জজাপ পুরতো হরেঃ॥"

"জৈমিনি কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণ এইরূপে সুরেশ্বর প্রণবরূপী দেব জগন্নাথকে স্তব করিয়া পুরোভাগে প্রণতভাবে উপবেশন করিয়া প্রণব মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।" এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে বৈদিকযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ওঙ্কার মন্ত্ররূপেই জগন্নাথাদি মূর্ত্তিত্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার পর পৌরাণিক যুগে জগন্নাথদেবের প্রতিমা চক্র যন্ত্রে, বলভদ্রের প্রতিমা শঙ্খ যন্ত্রে সুভদ্রাদেবীর প্রতিমা পদ্ম যন্ত্রে ও সুদর্শনদেবের আকার গদা যন্ত্রে গঠিত হইয়াছে স্কন্দসংহিতান্তর্গত নীলাদ্রিমহোদয়ান্তর্ভূত প্রতিমানির্ম্মাণাধ্যায়টী পাঠ করিলে ইহা জানিতে পারা যায়। কোন্ অঙ্গ কত যব পরিমাণ হইবে তাহাও উক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীর সময়ে মূর্ত্তিত্রয় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ইহাই আমাদিগের ধারণা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের স্থাপিত নহে, তাহা গত ১৩২৩ সালের শ্রাবণমাসের প্রতিভায় আমরা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। মন্দির সম্বন্ধে এ স্থানেও সংক্ষেপে লিখিতেছি। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের স্থাপিত মন্দির কোন্ সময় নষ্ট হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব নবম দশম শতাব্দীতে শোভনদেব নামধেয় একজন হিন্দুরাজা ৪৫ হস্ত পরিমিত একটী মন্দির সেই স্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহা মাদলা পঞ্জিকায় আছে। উক্ত মন্দির চতুর্থ শতাব্দীতে রক্ত বাহুবংশীয়দিগের রাজত্ব সময়ে ভূমিসাৎ হইয়াছিল। তাহার পর মহারাজা যযাতিকেশরী পূর্ব্বস্থানে ৩৫ হস্ত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তদনন্তর সেই মন্দির জীর্ণ হইলে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাবংশীয় ষষ্ঠ নৃপতি মহারাজ অনঙ্গভীমদেব ১২৮ হস্ত উচ্চ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন যে সত্যযুগের রাজা এবং দারুব্রহ্মমূর্ত্তি যে

সত্যযুগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় শ্লোক এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"(১) শ্রীরুবাচ—

"ইন্দ্রদ্যুম্নো নাম রাজা যুগে সত্যে ভবিষ্যতি।
বৈষ্ণবঃ সর্ব্বযজ্ঞানামাহর্ত্তা শাস্ত্রকোবিদঃ।
অত্রাগত্য মহাভক্তিং করিষ্যতি নৃপোত্তমঃ॥

উৎকলখণ্ড ৪র্থ অধ্যায় ৬৫।৬৬ শ্লোক

লক্ষ্মী কহিলেন—

সত্যযুগে বিষ্ণুপরায়ণ ও সকল যজ্ঞের আহর্ত্তা এবং শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন তিনি তৎকালে এই স্থানে আগমন করিয়া এই ক্ষেত্রে মহাভক্তি প্রকাশ করিবেন।"

(২) জৈমিনিরুবাচ—

আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রা ইন্দ্রদ্যুম্নো মহানৃপঃ
সূর্য্যবংশে স ধর্ম্মাত্মা স্রষ্টুঃ পঞ্চম পুরুষঃ॥

উৎকল খণ্ড ৭ম অধ্যায়, ৬ শ্লোক।

"জৈমিনি কহিলেন, হে মুনিগণ! সত্যযুগে সূর্য্যবংশে জাত ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা ছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মার পঞ্চম পুরুষ।" ইন্দ্রদ্যুম্ন যদি ব্রহ্মার পঞ্চম পুরুষ হন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই সত্যযুগের রাজা হইবেন।

(৩) ব্রহ্মা উবাচ—

"পূর্ব্বেপরার্দ্ধে ভো দেবাঃ ক্ষেত্রং তৎ পুরুষোত্তমম্।
নীলাশ্মবপুরাস্থায় তত্ৰাস্তে জনার্দ্দনঃ॥
সাম্প্রতং মে দ্বিতীয়স্তু পরার্দ্ধং সমুপস্থিতম্।
মনুস্বায়ম্ভুবো নাম শ্বেত বরাহ কল্পকে॥
প্রবর্ত্তেঽহয়ং লোকে বৈপ্রাতরস্ত-দিনস্যচ।
দারুমূর্ত্তিরয়ং দেবো ভুবনানাং হি মধ্য মে॥

উৎকলখণ্ড ২৩ অঃ ৪২।৪৩।৪৪ শ্লোক।

"ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ! ইতিপূর্ব্বে আমার এক পরার্দ্ধকাল ব্যাপিয়া সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভগবান জনার্দ্দন নীলকান্ত মণিময় শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক

অবস্থান করেন। সম্প্রতি আমার দ্বিতীয় পরার্দ্ধকাল উপস্থিত আমার এই দিনের প্রাতঃকালে শ্বেত বরাহ কল্পে স্বায়ম্ভুব নামে মনু প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন প্রভু জনার্দ্দন এই প্রাতঃ সময় হইতে ভুবন মধ্যে ভূর্লোকে দারুমূর্ত্তিতেই অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।”

(৪) ভগবানুবাচ—

“অনেন দারুবপুষা স্থাস্যামাত্র পরার্দ্ধকম্।
দ্বিতীয়ং পদ্ম যানেস্ত যাবৎ পরিসমাপ্যতে ॥
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাংশে দ্বিতীয়েতু চতুর্যুগে।
কৃতস্য প্রথমেহেয়েতৎ দর্শেতে ক্রতুসংস্থিতিঃ ॥

উৎকলখণ্ড ২৯ অঃ ১৪।১৬ শ্লোক।

“ভগবান্ কহিলেন, হে রাজন্! পদ্মযোনির দ্বিতীয় পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত আমি এই দারুময় দেহে অবস্থিত থাকিব। স্বায়ম্ভুব মনুর সত্যাদি চতুর্যুগান্বিত দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের মদীয় দর্শনপ্রদ এই প্রথমাংশে তদীয় যজ্ঞ প্রভাবেই আমার আবির্ভাব জানিবে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চতুর্যুগের সহস্র পরিমাণ অর্থাৎ চারিসহস্র যুগ ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দ্দশ মনু হন। তাহা হইলে কিঞ্চিদধিক দুইশত পঞ্চাশীতি যুগে প্রত্যেক মনুর আয়ুঃ—ইহারই নাম মন্বন্তর। ব্রহ্মার পরমায়ু শতবর্ষ তাহার পর, তদর্দ্ধের নাম পরার্দ্ধ। ব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম কল্প চলিতেছে—এই কল্পের নাম শ্বেতবরাহ কল্প। বিষ্ণুপুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে এই শ্বেতবরাহ কল্পের (১) স্বায়ম্ভুব মনু (২) স্বারোচিষ মনু (৩) উত্তমি মনু (৪) তামস মনু (৫) রৈবত মনু এবং (৬) চাক্ষুষ এই ছয় মনু অতীত হয়েছেন। এক্ষণে সূর্য্য তনয় বৈবস্বত নামে মনুর অধিকার। এই বৈবস্বত মনুর ৭১টী সত্যযুগের মধ্যে ২৮টি সত্যযুগ অতীত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মা ও ভগবানের উক্তি দ্বারা বুঝিতে পারি যে স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা দারুব্রহ্মমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যদি শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে দারুব্রহ্মমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর ৪৫৬টী সত্যযুগ অতীত হইয়াছে। কিন্তু এতগুলি সত্যযুগ যে অতীত হইয়াছে তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না এবং আমাদের

ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের বিশ্বাস হইতেও পারে না। সে যাহা হউক যদি অন্ততঃ একটী সত্যযুগও অতীত হইয়া থাকে তাহা হইলেই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সত্যযুগেই দারুব্রহ্ম-মূর্ত্তি রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(২) ইন্দ্রদ্যুম্ন যে সত্যযুগের রাজা এবং দারুব্রহ্মমূর্ত্তি যে সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা মহাভারতের বনপর্ব্বের ১৯৮ অধ্যায় পাঠ করিলেও বুঝিতে পারা যায়। উক্ত অধ্যায়ের বিষয়টী অতি সংক্ষেপে লিখিলাম—

"যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সহ কাম্যবনে কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় তথায় বহুসংস্র বর্ষজীবী ধর্ম্মাত্মা মার্কণ্ডেয় ও দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহার পর পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! আপনার অপেক্ষা অন্য কেহ কি চিরজীবী আছেন? মার্কণ্ডেয় যে উত্তর করিলেন তাহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ত্রিদিব হইতে প্রচ্যুত হইয়া মার্কণ্ডেয় সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং হিমালয় পর্ব্বতস্থ প্রাবার কর্ণ উলুক, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর তীরস্থ নাড়ীজঙ্ঘ বক, উক্ত সরোবরস্থ অকুপার কচ্ছপ এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা মার্কণ্ডেয় অপেক্ষা চিরজীবী—ইহাদিগের মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা সর্ব্বাপেক্ষা চীরজীবী।

উপরিউক্ত ঘটনার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীকৃষ্ণের বহু পূর্ব্বের লোক এবং তিনি সত্যযুগেই দারুব্রহ্মমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

(৩) তৈত্তিরীয় শ্রুতি :—

'আদৌযদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃপারে অপুরুষম্।
তদালভস্ব দুর্হনো তেন যাহি পরং স্থলং॥'

উক্ত শ্রুতির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দারুমূর্ত্তি আছেন তাহার উপাসনার দ্বারা বিষ্ণুলোকে গমন হয়। ঋক্ ও অথর্ব্ব বেদে উক্তপ্রকার দারুব্রহ্মের উল্লেখ আছে। সুতরাং বেদেও যেখানে দারুব্রহ্মের উল্লেখ আছে সে স্থলে দারুব্রহ্মমূর্ত্তি যে সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রীযুক্ত রবিনাথ বাবু যদি এখনও

বলেন যে দারুব্রহ্মমূর্ত্তি বর্ত্তমান কলিযুগের প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা হইলে আমরা নিরুপায়। পূর্ব্বে এবং এখন দারুব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহা নিজের কল্পনাপ্রসূত নহে। শাস্ত্র পাঠ করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি, বিশ্বাস করা না করা পাঠকবর্গের উপর নির্ভর করিতেছে।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সশরীরে স্বর্গে যাইয়া ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ইহা যে অতি প্রাকৃত নয় তাহা পাতঞ্জলদর্শন পাঠ করিলে বুঝিতে পারাযায় আমরা এস্থলে একটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

"কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধ সংযমাল্লঘুতুল সমাপত্তেশ্চাকাশ গমনম্।"

পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ, ৪৩ সূত্র।

শরীর ও আকাশ এই দুয়ের যে সম্বন্ধ আছে তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করিয়া যোগীলঘু অর্থাৎ তুলার ন্যায় লঘু হইয়া আকাশে গমন করিতে পারেন।" ধ্যান ধারণা ও সমাধি এই তিন কার্য্যকে সংযম বলে। সংযম কার্য্যটী যখন শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হয় তখন যোগী সংযম সিদ্ধ হইয়া থাকেন। সংযম সিদ্ধ হইলে অণিমাদি অষ্টমহাশক্তি ক্রমশঃ লাভ হইয়া থাকে।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন যেখানে শরীর সেইখানেই আকাশ। আকাশ এই ভৌতিক দেহকে অবকাশ অর্থাৎ থাকিবার স্থান দিতেছে। সুতরাং আকাশের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ কি? না—অবকাশ দান। আকাশ এই দেহকে সর্ব্বস্থানেই স্থান দিতে পারে, যোগী ইহা নিশ্চয় করিয়া উক্ত উভয়ের (কায়ার ও আকাশের) কথিত প্রকার সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ করেন। ক্রমে উক্ত উভয়ের সম্বন্ধে তাঁহার জয় আপনার ইচ্ছাধীন হইয়া আইসে। তখন তিনি আপনার শরীরকে তুলা অপেক্ষা লঘু এরূপ অনুধ্যান করেন। ধ্যানবলে বা সমাধি বলে তাঁহাদের দেহ লঘু ভাবাপন্ন হইয়া যায় তখন তাহারা বিনাক্লেশেই আকাশে গমনাগমন করিতে পারেন। পশ্চাৎ তাঁহারা সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধাকাশে সঞ্চরণ করিতে শিখেন। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত আছে শুক-দেব গোস্বামী সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করতঃ সর্ব্বজন সমক্ষে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন ও সেইরূপ ভগবৎ আরাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া যোগের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি সশরীরে ব্রহ্মলোকে যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যোগের যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে তাহা অনেকে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না আমরা জানি বাক্যের দ্বারা ইহার সাফল্য সপ্রমাণ করা যায় না। যদি বল যুক্তি দ্বারা তর্কের দ্বারা বিজ্ঞানের দ্বারা জানিব। আমরা বলি তাহা ভ্রম। যে কখনও অলৌকিক দৃশ্য দেখে নাই কি প্রকারে সে অলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করিবে? যাহা হউক ফলকথা এই যে আমরা যখন যোগী নহি, যোগ করি নাই, যোগী দেখি নাই, তখন যোগ ফলকে মিথ্যা বলা কর্ত্তব্য নহে। যোগ ফলকে মিথ্যা না বলিয়া তাহার অবশ্য কোন সত্য ফল আছে ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া তদ্বোধার্থে যত্নবান হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। (ক)

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু।

পুরী

প্রত্যাবর্ত্তন।

(১)

যখন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া মহাত্মাগণ কায়স্থের উপনয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন দেশে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা ভাবিলেন বুঝি দেশের সর্ব্বনাশ হয়। কায়স্থগণও উক্ত মহাত্মাগণের কার্য্য কলাপকে 'বাতুলতা' বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। অপরাপর জাতিরা ভাবিল 'বাবা এ আবার কি?' যখন কোন মহাপুরুষ কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন—দেশের অজ্ঞ মূর্খগণ তখনই একটা বিভ্রাট বাধাইয়া বসে। চৈতন্য মহাপ্রভুকেও অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। যীশুখ্রীষ্ট বর্ব্বরগণের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, মহম্মদ দেশত্যাগ করিতে বাধ্য

(ক) প্রণায়ামের অসাধ্য কিছুই নাই। আজ ১৫।১৬ বৎসর অতীত হইল কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন চিফ জাষ্টিস যোগ শক্তি দেখিতে কাশীতে যাইয়া একজন যোগীকে আকাশমার্গে উঠিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি নিজহস্তে সে বিবরণ Englishman কাগজে প্রকাশ করেন তাহা আমরা পাঠ করি।

সম্পাদক।

হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্য বহুতর ব্যক্তি হইয়াছিল। মহাপুরুষগণের পরহিতে এই আত্ম বিসর্জ্জন পরলোকে বুঝিতে পারিয়াছিল। অধুনা এই শূদ্রাচারী কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া যে মহাজনেরা তাহাদিগকে শূদ্রাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপনয়ন জন্য অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও কম নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া কায়স্থ সমাজের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ করিতেছেন। সৌভাগ্যের বিষয় অনেকেই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শূদ্রাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতেছেন। কিন্তু এখনও বহু ব্যক্তি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। কি আশ্চর্য্যের বিষয়!! মানুষ সকল বিষয়েই আপন আপন উন্নতি প্রয়াসী কিন্তু এই জাতীয় অধঃপতন কেন যে নিরুপবীতী কায়স্থগণ দৃষ্টিগোচর করেন না তাহা বলিতে পারি না। কায়স্থ সামাজিক ব্রাহ্মণের নিকটে 'শূদ্র' নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন, কিন্তু কায়স্থগণ, তজ্জন্য কোন দিন একটী প্রতিবাদও করেন নাই। অম্লানবদনে তাহারা সে অপমান সহ্য করিয়াছিলেন। তাহারা যে কি তাহারা নিজেই তাহা জানে না, তা প্রতিবাদই বা করিবে কি? অধিকাংশ কায়স্থেরাই নিজকে শূদ্র বলিয়া জানে। জাতীয় উন্নতির প্রয়াসী কেহই নয়। যে জাতির আদিপুরুষগণের মহিমান্বিত কীর্ত্তি অদ্যাপিও ভারতকে গৌরবান্বিত করিতেছে তাহাদের সন্তান আজি ইচ্ছা পূর্ব্বক এই অবনতির নিম্ন সোপানে দাড়াইয়াছে। আবার যাঁহারা এই জাতীয় উন্নতির জন্য সচেষ্টিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন দানে ও ত্রুটী করিতেছেন না।

যখন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব লইয়া প্রথম আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন নলিনী কান্ত বসু বি, এ পড়িতেছিল। নলিনী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ সন্তান নলিনীর পিতা ২৪ পরগণার মধ্যে একজন জমিদার ছিলেন। নলিনী পিতার একমাত্র পুত্র, সে জন্য সে পিতামাতার অত্যন্ত আদুরে ছিল, নলিনীর আর একটী কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিল, তাহার নাম সুপ্রভা। নলিনী যখন এণ্ট্রান্স পড়িতেছিল তখনই নলিনীর পিতা নলিনীর এবং সুপ্রভার বিবাহ দিয়াছিলেন। পুত্র-কন্যার বিবাহের অল্পদিন পরেই তিনি হঠাৎ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। অতি অল্প বয়সেই নলিনীর উপর সংসারের

ভার পড়িল। পিতৃবিয়োগে নলিনী বড়ই কাতর হইয়া পড়িল, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কিন্তু পিতা প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন যে জন্য নলিনীর কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা হইল না, এবং পাঠের ব্যাঘাত হইল না। নলিনীর মাতা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন তাঁহার গুণে নলিনীর গায়ে সংসারের আঁচটীও লাগে নাই। নলিনী অতি সচ্চরিত্র এবং অধ্যয়নে তাহার একান্ত অনুরাগ ছিল প্রতিবারেই সে সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত। কিন্তু এ সকল থাকিলে কি হয় জাতীয় ইতিবৃত্ত সে কিছুই অবগত ছিল না। কয়জনই বা আমাদের জাতীয় ইতিহাস অবগত আছেন? আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃ-বৃন্দের মধ্যে কয়জন আমাদের আদিপুরুষের নাম অবগত আছেন? নলিনীও তাহার কিছুই অবগত ছিল না। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ঐ 'কেমিষ্ট্রী' 'ফিলজফি' পর্য্যন্ত। তাহার দর্শন বিজ্ঞানে ত জাতীয় কথা কিছু লেখে না? তাই সে কায়স্থের উপনয়নের কথা শুনিয়া হাসিল। কায়স্থ ক্ষত্রিয় শুনিয়া বিদ্রূপ করিল। তাদের ছোকরার দলে একটা মজলিস বসিয়া গেল, কায়স্থের উপনয়ন বিরুদ্ধে তথায় ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। তাহাতে অনেক বৃদ্ধও যোগদান করিল। হায়! বাঙ্গালী যদি এমন সংকীর্ণমনা না হইবে তাহা হইলে আজি তাহাদের এ অধঃপতন ঘটিবে কেন?

একদিন অপরাহ্ণে তাহাদের মজলিসে এইরূপ তর্ক বিতর্ক ও গল্প গুজব চলিতেছিল এমন সময় নলিনীর সহাধ্যায়ী যোগীন এক খণ্ড সংবাদ পত্র হস্তে তথায় প্রবেশ করিল। কাগজখানিতে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিত ছিল। যোগীন বলিল ওহে শোন শোন আজকার কাগজে কেমন শোন লিখেছে! আমাদের নীচ শূদ্রাচারে থাকিতে নিষেধ করেছে।

নলিনী হাসিয়া বলিল তোর বুঝি গলায় দড়ি দিবার সখ হয়েছে?

করেন বলিল তা' আমরা শূদ্র নয় কি বামুন নাকি?"

যোগীন বলিল নাহে না! ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয়! তা মন্দ লিখেছে কি বল? বামুনরা ত কায়তকে 'শূদ্র' বলে নাক সেটকান্—তাদের কাছে চণ্ডাল বাগদীও শূদ্র! তা পৈতে নিলে যদি তা থেকে একটু উঁচু হওয়া যায় তা মন্দ কি? এই বাগ্দিরা ত চিরকাল কায়েতের নীচে ছিল জানতুম, পৈতের জোরে তারা কায়েতকে ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠে গেছে।

নলিনী বলিল "যদি এত পৈতে নেবার সখ হয়ে থাকে তা, যাওনা বাবা, সভায় গিয়ে নাম লেখাওগে না! গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়গে, এখানে বসে আক্ষেপ করলে ত কোন ফল হবে না"।

যোগীন হাসিয়া বলিল "আমি যদি গলায় দড়ি দেই, তোদেরও দেওয়াব, আমি কি একলা ঝুলব?"

নলিনী। কার দায় পড়েছে গলায় দড়ি দেবার জন্য? আহা! গলায় একগাছা সুতো ঝোলালে একেবারে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হবে আর কি?

হরেন। নাকে একটা বিষয়ে খুব সুবিধা আছে বটে! অশৌচ হলে কেবটা দিন মাছ মাংস না খেলেই চলবে। একমাস অশৌচ পালন যে একটা মহাবিপদ। বাপ! এই কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। যাহার যাহা মনে আসিল সে সেই কথাই বলিল। এইরূপে তাহাদের নিজেদের বংশগৌরব লইয়া নিজেরাই অযথা আমোদে কালাতিপাত করিত।

(২)

নলিনী কায়স্থজাতির উপনয়ন লইয়া বিদ্রূপ করিত বটে কিন্তু তাহার শ্বশুর বাড়ীতে তাহার শ্বশুর ও শ্যালক, এবং অপর সকলেই উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য নলিনীর সহিত তাহার শ্যালকগণের মনের মিল ছিল না। প্রায়ই তাহাদের এ বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিত। নলিনী যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিয়া শ্যালকদিগকে উপহাস করিত। তাহারাও আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত যুবক নলিনীর বিদ্রূপ তাহারা নীরবে সহ্য করিত না। একদিবস নলিনী কোন কার্য্য উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্বশুর বাড়ীতে গিয়াছিল। নলিনীর শ্বশুর সম্প্রতি কলিকাতায় বাড়ী খরিদ করিয়া সপরিবারে সেইখানেই বাস করিতেছিলেন। আহারাদির পর দিবা দ্বিপ্রহর কালে নলিনী ও তাহার শ্যালকগণ এবং আরও কয়েকজন বন্ধু বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করিতে ছিলেন। কথায় কথায় কায়স্থের দ্বিজত্বের কথা উত্থাপিত হইল। শুনিয়া নলিনী আর নীরবে থাকিতে পারিল না! তাহার অভ্যাসমত সে যথেচ্ছা অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল তাহার এরূপ অনধিকার চর্চ্চা, এবং অযথা বিদ্রূপ সকলের পক্ষে অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

নলিনীর জ্যেষ্ঠ শ্যালক বিপিনচন্দ্র ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া

কহিলেন "তুমি একটা আস্ত জানোয়ার! নেহাত বোকা! তোমার বিদ্যাবুদ্ধি সব বৃথা! মানুষ সকলেই নিজকে শ্রেষ্ঠ সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে আর তুমি নিজকে হীন নীচ শূদ্র বলে পরিচয় দিয়ে দম্ভ করিতে থাক। ধিক্ তোমাকে! যাও আজ থেকে আমরা তোমার সঙ্গে একত্রে আহার করিব না, তুমি নীচ শূদ্র, আমরা ক্ষত্রিয়! তোমাদের মত জাতিদ্রোহীকে এমনি শাস্তি দেওয়াই উচিত। এই কথা বলিয়া বিপিন তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। নলিনীও এ কথা শুনিয়া ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞান রহিত হইল। সেও ক্রোধভরে উঠিয়া সুষমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজের বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া তাহার পত্নী সুষমা কিছু বিস্মিত হইল জিজ্ঞাসা করিল "তাড়াতাড়ি করে কোথায় যাচ্ছ?

নলিনী কোন উত্তর করিল না। সুষমা পুনর্ব্বার ঐরূপ প্রশ্ন করায় নলিনী ক্রোধভরে বলিল "বাড়ী যাচ্ছি। তোমার দাদা আমায় ভারী অপমান করেছে। আর আমি এজন্মে তোমাদের বাড়ী আসব না। সুষমা ভীতা হইল কহিল "দাদা অপমান করে থাকেন দাদার দোষ; আমি কি অপরাধ করেছি? আমার মুখ চাও না হয় আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

নলিনী তদ্রূপ "ভাবেই বলিল" না। আমি আর তোমার মুখদর্শন করিব না। যেন-আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত! আমি নীচ শূদ্র আমি তোমার বাড়ীতে গেলে তোমার জাত যাবে যে।

এই কথা বলিয়া নলিনী তাড়াতাড়ি জুতা পায় দিতে লাগিল। সুষমা নলিনীর একখানি হাত চাপিয়া ধরিল। নলিনী তাহা সজোরে ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিতে লাগিল।

"আমার মাথা খাও শোন" বলিয়া সুষমা নলিনীর উত্তরীয় খানি চাপিয়া ধরিল কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত নলিনী ফিরিয়াও চাহিল না। উত্তরী খানি সুষমার হাতেই রহিয়া গেল। সুষমা নলিনীর কথার ভাবার্থ বা তাহার ক্রোধের কারণ কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। এবং দাদা কি বলিয়াছেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। দাদাকে কি কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়? ছি! তাই সে বিপিনকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। নলিনী চলিয়া গেলে পর সে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে

লাগিল ক্রন্দনই রমণীর একমাত্র সম্বল। ক্রন্দন ভিন্ন আর দুঃখিনী বঙ্গ রমণীর কি সহায় আছে? সুষমা নলিনীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে বড় কান্নাটাই কাঁদিল। বিনা কারণে স্বামীর নিকটে এরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাহার হৃদয়ে বড়ই বাজিয়াছিল। তাই সে কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন তাহার হৃদয়ের বেগ একটু প্রসমিত হইল তখন সে উঠিয়া বসিল। মুক্ত কেশ সম্বদ্ধ করিয়া নয়নের অশ্রু মুছিল। তাহার পর আপন মনে বলিল কোথায় যাবে? আবার তোমাকে ফিরে আসিতেই হবে। আমি তোমার কাছে এমন কোন অপরাধ করিনি যাতে তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে যেতে পার। না, না, তোমাকে ফিরে আসতেই হবে। আবার আমাকে আদর করে তোমাকে ডাকতে হবে। আমাকে নিতে এসে তুমি নিয়ে যাবে—যেতেই হবে। তা যদি না হয় তাহলে জগৎ মিথ্যা সতীর সতীত্ব মিথ্যা নারীর পতিভক্তি মিথ্যা।

(৩)

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—ক্রমশঃ বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গেল নলিনী আসিল না। সুষমাকে লইয়াও গেল না সুষমা নলিনীর কোন সংবাদই পাইল না। প্রথমে অভিমান করিয়া সে নলিনীকে কোনও পত্র লিখিল না। কিন্তু পতিগত প্রাণা সরলা বালিকার হৃদয়ে বহুদিন এ অভিমান স্থায়ী হইতে পারিল না। নলিনীর সংবাদের জন্ত তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তখন সে নলিনীকে পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লিখিতে লিখিতে অশ্রুজলে তাহা সিক্ত হইয়া গেল! সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অপর একখানি কাগজ লইয়া আবার লিখিতে বসিল। সেখানিও ঐ দশা প্রাপ্ত হইল। ঐরূপে কয়েকখানি কাগজ নষ্ট হইবার পর একখানি পত্র প্রস্তুত হইল। তাহার পর ঠিকানা লিখিয়া টিকিট আঁটিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিবার জন্ত ভৃত্যকে আদেশ করিল। পত্র লিখিয়া সুষমা আশা করিয়াছিল উত্তর পাইবে। আশায় আশায় দিন গনিতে লাগিল। বাতায়ন পথ হইতে পিয়নের গল বিলম্বিত ব্যাগটী দর্শন করিয়া তাহার হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইয়া উঠিত। ঐ বুঝি পত্রের উত্তর আসিতেছে! যদি অপর কাহারও পত্র লইয়া পিয়ন দ্বারপার্শ্বে আসিয়া "চিঠি" বলিয়া হাঁক দিত অমনি তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। ভাবিত এ নিশ্চয়ই তাঁরই চিঠি। কিন্তু হায়! বালিকার আশা আকাশ কুসুমে পরিণত হইয়া

ভার পড়িল। পিতৃবিয়োগে নলিনী বড়ই কাতর হইয়া পড়িল, চতুৰ্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কিন্তু পিতা প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন যে জন্য নলিনীর কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা হইল না, এবং পাঠের ব্যাঘাত হইল না। নলিনীর মাতা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন তাঁহার গুণে নলিনীর গায়ে সংসারের আঁচটীও লাগে নাই। নলিনী অতি সচ্চরিত্র এবং অধ্যয়নে তাহার একান্ত অনুরাগ ছিল প্রতিবারেই সে সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত। কিন্তু এ সকল থাকিলে কি হয় জাতীয় ইতিবৃত্ত সে কিছুই অবগত ছিল না। কয়জনই বা আমাদের জাতীয় ইতিহাস অবগত আছেন? আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে কয়জন আমাদের আদিপুরুষের নাম অবগত আছেন? নলিনীও তাহার কিছুই অবগত ছিল না। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ঐ 'কেমিষ্ট্রী' 'ফিলজফি' পর্য্যন্ত। তাহার দর্শন বিজ্ঞানে ত জাতীয় কথা কিছু লেখে না? তাই সে কায়স্থের উপনয়নের কথা শুনিয়া হাসিল। কায়স্থ ক্ষত্রিয় শুনিয়া বিদ্রূপ করিল। তাদের ছোকরার দলে একটা মজলিস বসিয়া গেল, কায়স্থের উপনয়ন বিরুদ্ধে তথায় ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। তাহাতে অনেক বৃদ্ধও যোগদান করিল। হায়! বাঙ্গালী যদি এমন সংকীর্ণমনা না হইবে তাহা হইলে আজি তাদের এ অধঃপতন ঘটিবে কেন?

একদিন অপরাহ্নে তাহাদের মজলিসে এইরূপ তর্ক বিতর্ক ও গল্প গুজব চলিতেছিল এমন সময় নলিনীর সহাধ্যায়ী যোগীন এক খণ্ড সংবাদ পত্র হস্তে তথায় প্রবেশ করিল। কাগজখানিতে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিত ছিল। যোগীন বলিল ওহে শোন শোন আজকার কাগজে কেমন শোন লিখেছে! আমাদের নীচ শূদ্রাচারে থাকিতে নিষেধ করেছে।

নলিনী হাসিয়া বলিল তোর বুঝি গলায় দড়ি দিবার সখ হয়েছে?

হরেন বলিল তা' আমরা শূদ্র নয় কি বামুন নাকি?"

যোগীন বলিল নাহে না! ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয়! তা মন্দ লিখেছে কি বল? বামুনরা ত কায়েতকে 'শূদ্র' বলে নাক সেটকান্—তাদের কাছে চণ্ডাল বাগদীও শূদ্র! তা পৈতে নিলে যদি তা থেকে একটু উচু হওয়া যায় তা মন্দ কি? এই বাদ্যিরা ত চিরকাল কায়েতের নীচে ছিল জানতুম, পৈতের জোরে তারা কায়েতকে ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠে গেছে।

নলিনী বলিল "যদি এত পৈতে নেবার সখ হয়ে থাকে তা, যাওনা বাবা, সভায় গিয়ে নাম লেখাওগে না! গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়গে, এখানে বসে আক্ষেপ করলে ত কোন ফল হবে না"।

যোগীন হাসিয়া বলিল "আমি যদি গলায় দড়ি দেই, তোদেরও দেয়াব, আমি কি একলা ঝুলব ?"

নলিনী। কার দায় পড়েছে গলায় দড়ি দেবার জন্ত ? আহা! গলায় একগাছা সুতো ঝোলালে একেবারে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হবে আর কি ?

হরেন। নাহে একটা বিষয়ে খুব সুবিধা আছে বটে! অশৌচ হলে কেবল দিন মাছ মাংস না খেলেই চলবে। একমাস অশৌচ পালন যে একটা মহাবিপদ। বাপ! এই কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। যাহার যাহা মনে আসিল সে সেই কথাই বলিল। এইরূপে তাহাদের নিজেদের বংশগৌরব লইয়া নিজেরাই জঘন্য আমোদে কালাতিপাত করিত।

(২)

নলিনী কায়স্থজাতির উপনয়ন লইয়া বিদ্রূপ করিত বটে কিন্তু তাহার শ্বশুর বাড়ীতে তাহার শ্বশুর ও শ্যালক, এবং অপর সকলেই উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্ত নলিনীর সহিত তাহার শ্যালকগণের মনের মিল ছিল না। প্রায়ই তাহাদের এ বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিত। নলিনী যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিয়া শ্যালকদিগকে উপহাস করিত। তাহারাও আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত যুবক নলিনীর বিদ্রূপ তাহারা নীরবে সহ্য করিত না। একদিবস নলিনী কোন কার্য্য উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্বশুর বাড়ীতে গিয়াছিল। নলিনীর শ্বশুর সম্প্রতি কলিকাতায় বাড়ী খরিদ করিয়া সপরিবারে সেইখানেই বাস করিতেছিলেন। আহারাদির পর দিবা দ্বিপ্রহর কালে নলিনী ও তাহার শ্যালকগণ এবং আরও কয়েকজন বন্ধু বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করিতে ছিলেন। কথায় কথায় কায়স্থের দ্বিজত্বের কথা উত্থাপিত হইল। শুনিয়া নলিনী আর নীরবে থাকিতে পারিল না! তাহার অভ্যাসমত সে যথেচ্ছা অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল তাহার এরূপ অনধিকার চর্চ্চা, এবং অযথা বিদ্রূপ সকলের পক্ষে অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

নলিনীর জ্যেষ্ঠ শ্যালক বিপিনচন্দ্র ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া

কহিলেন "তুমি একটী আস্ত জানোয়ার! নেহাত বোকা! তোমার বিদ্যাবুদ্ধি সব বৃথা! মানুষ সকলেই নিজকে শ্রেষ্ঠ সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে আর তুমি নিজকে হীন নীচ শূদ্র বলে পরিচয় দিয়ে দম্ভ করিতে থাক। ধিক্ তোমাকে! যাও আজ থেকে আমরা তোমার সঙ্গে একত্রে আহার করিব না, তুমি নীচ শূদ্র, আমরা ক্ষত্রিয়! তোমাদের মত জাতিদ্রোহীকে এমনি শাস্তি দেওয়াই উচিত। এই কথা বলিয়া বিপিন তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। নলিনীও এ কথা শুনিয়া ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞান রহিত হইল। সেও ক্রোধভরে উঠিয়া সুষমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজের বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া তাহার পত্নী সুষমা কিছু বিস্মিত হইল জিজ্ঞাসা করিল "তাড়াতাড়ি করে কোথায় যাচ্ছ?

নলিনী কোন উত্তর করিল না। সুষমা পুনর্ব্বার ঐরূপ প্রশ্ন করায় নলিনী ক্রোধভরে বলিল "বাড়ী যাচ্ছি। তোমার দাদা আমায় ভারী অপমান করেছে। আর আমি একদম তোমাদের বাড়ী আসব না। সুষমা ভীতা হইল কহিল "দাদা অপমান করে থাকেন দাদার দোষ; আমি কি অপরাধ করেছি? আমার মুখ চাও না হয় আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

নলিনী তদ্রূপ "ভাবেই বলিল" না। আমি আর তোমার মুখদর্শন করিব না। জেন-আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত! আমি নীচ শূদ্র আমি তোমার বাড়ীতে গেলে তোমার জাত যাবে যে।

এই কথা বলিয়া নলিনী তাড়াতাড়ি জুতা পায় দিতে লাগিল। সুষমা নলিনীর একখানি হাত চাপিয়া ধরিল। নলিনী তাহা সজোরে ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিতে লাগিল।

"আমার মাথা খাও শোন" বলিয়া সুষমা নলিনীর উত্তরীয় খানি চাপিয়া ধরিল কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত নলিনী ফিরিয়াও চাহিল না। উত্তরী খানি সুষমার হাতেই রহিয়া গেল। সুষমা নলিনীর কথার ভাবার্থ বা তাহার ক্রোধের কারণ কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। এবং দাদা কি বলিয়াছেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। দাদাকে কি কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়? ছি! তাই সে বিপিনকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। নলিনী চলিয়া গেলে পর সে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে

লাগিল ক্রন্দনই রমণীর একমাত্র সম্বল। ক্রন্দন ভিন্ন আর দুঃখিনী বঙ্গ রমণীর কি সহায় আছে? সুষমা নলিনীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে বড় কান্নাটাই কাঁদিল। বিনা কারণে স্বামীর নিকটে এরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাহার হৃদয়ে বড়ই বাজিয়াছিল। তাই সে কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন তাহার হৃদয়ের বেগ একটু প্রসমিত হইল তখন সে উঠিয়া বসিল। বুক কেশ সম্বদ্ধ করিয়া নয়নের অশ্রু মুছিল। তাহার পর আপন মনে বলিল কো'থায় যাবে? আবার তোমাকে ফিরে আসিতেই হবে। আমি তোমার কাছে এমন কোন অপরাধ করিনি যাতে তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে যেতে পার। না, না, তোমাকে ফিরে আসতেই হবে। আবার আমাকে আদর করে তোমাকে ডাকতে হবে। আমাকে নিতে এসে তুমি নিয়ে যাবে—যেতেই হবে। তা যদি না হয় তাহলে জগৎ মিথ্যা সতীর সতীত্ব মিথ্যা নারীর পতিভক্তি মিথ্যা।

(৩)

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—ক্রমশঃ বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গেল নলিনী আসিল না। সুষমাকে লইয়াও গেল না সুষমা নলিনীর কোন সংবাদই পাইল না। প্রথমে অভিমান করিয়া সে নলিনীকে কোনও পত্র লিখিল না। কিন্তু পতিগত প্রাণা সরলা বালিকার হৃদয়ে বহুদিন এ অভিমান স্থায়ী হইতে পারিল না। নলিনীর সংবাদের জন্ত তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তখন সে নলিনীকে পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লিখিতে লিখিতে অশ্রুজলে তাহা সিক্ত হইয়া গেল! সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অপর একখানি কাগজ লইয়া আবার লিখিতে বসিল। সেখানিও ঐ দশা প্রাপ্ত হইল। ঐরূপে কয়েকখানি কাগজ নষ্ট হইবার পর একখানি পত্র প্রস্তুত হইল। তাহার পর ঠিকানা লিখিয়া টিকিট আঁটিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিবার জন্ত ভৃত্যকে আদেশ করিল। পত্র লিখিয়া সুষমা আশা করিয়াছিল উত্তর পাইবে। আশায় আশায় দিন গনিতে লাগিল। বাতায়ন পথ হইতে পিয়নের গল বিলম্বিত ব্যাগটী দর্শন করিয়া তাহার হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইয়া উঠিত। ঐ বুঝি পত্রের উত্তর আসিতেছে! যদি অপর কাহারও পত্র লইয়া পিয়ন দ্বারপার্শ্বে আসিয়া "চিঠি" বলিয়া হাঁক দিত অমনি তাহার বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। ভাবিত এ নিশ্চয়ই তাঁরই চিঠি। কিন্তু হায়! বালিকার আশা আকাশ কুসুমে পরিণত হইয়া

যাইত। তাহার চিঠীর উত্তর আসিল না। এক এক খানি করিয়া তিন চারি খানি পত্র লিখল কিন্তু কোন পত্রেরই উত্তর আসিল না। তখন সে তাহার শাশুড়ীকে পত্র লিখিল। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহার শাশুড়ীও তাহার পত্রের উত্তর দিলেন না। বলা বাহুল্য নলিনীর মাতা বধূর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। সুষমার বিবাহের অল্পকাল পরেই নলিনীর পিতার মৃত্যু হয় সেই কারণে "অলক্ষণা" "অপয়া" বৌ বলিয়া তাহার পুত্রবধূর প্রতি তাঁহার কেমন একটা বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। পরে নলিনীর প্রমুখাৎ নলিনীর অপমানের কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন অবশ্য নলিনী নিজের দোষটুকু বাদ দিয়াই মাতার নিকট বলিয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিলেন অমন বৌকে আর এ মুখো হতে দেওয়া হবে না। এবং মনে মনে পুত্রের বিবাহ দিবার সঙ্কল্পও স্থির করিয়া ফেলিলেন। বধূর যে কি অপরাধ তাহা মানব বুদ্ধির অগোচর। তবে অপরাধীর মধ্যে বধূ বঙ্গবালা। বঙ্গবালা। বঙ্গ মহিলাকে পদে পদে নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। তাই তিনি সুষমার পত্রের উত্তর দিবেন না। পত্র লেখা দূরে থাক্ 'ছোট লোকের মেয়ে' 'লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে' 'অমন মেয়েকে ঘরে এনে আমার ঘরে এসে আমার সর্ব্বনাশ হল'! ইত্যাদি ইত্যাদি।

বধূর উদ্দেশে অনেক কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সুষমা নলিনীর জন্ত বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। এক একবার মনে করিতে লাগিল কাহাকে সঙ্গে লইয়া সে নিজেই শ্বশুরবাড়ী যাইবে। স্বামীর গৃহে যাইবে তাহাতে তাহার মান অপমানই বা কি? লজ্জাই বা কি? কিন্তু পিতামাতার নিকট মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। কেমন করিয়া নিজে এ কথা পিতামাতার কাছে বলিবে? তাকি বলা যায়? ছিঃ!

এদিকে নলিনী রাগারাগি করিয়া শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গেল কয়েক বৎসর থাকিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। কএক বৎসর বিলাতে থাকিয়া তাহার চরিত্রে একটা দোষ জন্মিয়া গেল। তাহার সাহেবিয়ানা না হলে আহার চলিত না, হাব ভাব পোষাকাদি সমস্তই পুরা সাহেবি ধরণের হইয়াছিল। তাহার চরিত্রে এইরূপ সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় দেখিয়া আত্মীয় বন্ধুগণ হাসিত। সাহেবরা অনুকরণপ্রিয় বলিয়া ঘৃণা

করিত। নলিনী কিন্তু মনে কিছুতে শান্তি পাইল না। সে দেখিল সাহেবি আনাতেও সুখ নাই। বাঙ্গালী সাহেব সাজিলে "নেটিভ" বলিয়া, সাহেবেরা ঘৃণা করেন, আবার সাহেব বলিয়া স্বদেশবাসীরা বিদ্রূপ করেন। তবে আর সাহেব সাজায় সুখ কোথায়?

একদিন পথে বাহির হইতে যাইতে নলিনী শুনিতে পাইল। তাহার প্রিয়বন্ধু অতুল কয়েকজন বন্ধুকে বলিতেছে "নলিনীটা বিলেতে গিয়ে একেবারে বয়ে গেল। হিঁদুর ছেলে হিঁদুয়ানীতে একেবারে জলাঞ্জলী দিয়ে পুরো সাহেব হয়ে পড়েছে। নলিনীর বাল্যকালের বক্তৃতা শুনে ভাবতুম নলিনী একটা মানুষ হবে—দেশের মুখউজ্জ্বল করবে কিন্তু তা' হোলনা একেবারে সেটা অধঃপাতে গেল।

কথাটা নলিনীর কর্ণে পৌঁছিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। নলিনী চলিয়াগেল বটে, কিন্তু অতুলের কথাটা তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল বিদ্ধ হইয়া গেল। "হিন্দুসন্তান হইয়া হিন্দুত্বে জলাঞ্জলী দিয়াছে। হাঁ ঠিক কথাই ত। আজ আমরা অনুকরণ প্রিয় হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের নাম লোপ করিতে বসিয়াছি। জাতীয় আচার ব্যবহার, রীতিনীতি বজায় না রাখিলে সকলের নিকটেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে নলিনী গৃহে গমন করিল। গৃহে গিয়া আর একটী ঘটনা দর্শনে তাহার মন আরও বিচলিত হইয়া উঠিল। নলিনীর কনিষ্ঠা ভগ্নী সুপ্রভা বহুদিবস পরে শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছে তাহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে, তাহার বাল্যকালের খেলার সাথীরা এবং প্রতিবাসী বহু মহিলা তাহাকে দেখিতে আসিলেন সুপ্রভার শ্বশুর সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী করিতেন। তিনি সপরিবারে তথায় থাকিতেন। সুপ্রভাও সেইখানেই থাকিত। কিছুদিন হইল সুপ্রভার শ্বশুর কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছেন। তাই সুপ্রভা পিত্রালয়ে আসিবার অবকাশ পাইয়াছে। নচেৎ সচরাচর তাহার আসা ঘটিয়া উঠে না। প্রতিবেশিনীগণ দলে দলে সুপ্রভাকে দেখিতে আসিলেন। সুপ্রভাও যথাযোগ্য ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিল। বর্ষীয়সী "পুষ্কণ্ড-পিসী"ও একখানি পাটের কাপড় পরিধান করিয়া রুদ্রাক্ষের মালা জপিতে জপিতে নলিনীর বাটিতে আসিয়া দর্শন দিলেন। এবং নলিনীর

মাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"কইগো বৌমা! তুমি কোথায় গেলে?"

পুরুত গিন্নীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নলিনীর মাতা দ্বিতল হইতে অবতরণ করিলেন এবং এস মা এস! কি ভাগ্যি আজ পায়ের ধুলো পোড়ল, বলিয়া অতি যত্নে কক্ষ মধ্যে একখানি সুপরিষ্কৃত আসন বিছাইয়া দিয়া গললগ্নবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী ইচ্ছামত আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন শুনলুম খুকি এসেছে—তাই মনে করলুম যাই বাছাকে একবার দেখে আসি! কতদিন দেখিনি! যে দেশে যে দিয়েছ বাছার ত দেখা পাবার যো নেই!

আমারই কি বেরুবার অবসর আছে মা! যে সংসার আমার গলায়! সমস্ত দিন কেবল কাজ—কাজ—কাজ। এ কালের বৌ ঝিরা ত সব অপদার্থ। যেন সব এক একটী বিবি। না জানেন একটা গৃহকর্ম্ম করতে না জানেন কিছু! তাঁরা কেবল পুথি (পুস্তক) আর উল নিয়ে থাকতেই ভালবাসেন। আমি যাই এখনো বেঁচে আছি তাই সংসার বজায় রেখেছি নইলে দেখবে সব হাতে দুর্গা গড়াবে! বুঝলে বৌমা!"

এইরূপে বৃদ্ধা আত্ম প্রশংসা নিরত হইলেন। নলিনীর মাতা "তাত বটেই মা! তাত বটেই!" বলিয়া তাঁহার কথার সমর্থন করায় তিনি ভারি সন্তুষ্ট হইলেন। নলিনীর ধনবৃদ্ধি ও আয়ুর্বৃদ্ধি এবং পুনশ্চ একটী বিবাহের আশীর্ব্বাদ করিয়া সুপ্রভাকে দেখিতে চাহিলেন। সুপ্রভা তখন দ্বিতলস্থ একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া বয়স্যাগণের সহিত রহস্যালাপে রত ছিল। মাতার আহ্বানে দ্রুতপদে আসিয়া মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইল। মাতা বলিলেন তোর বামুনদিদি এসেছেন যে! দেখিসনি? প্রণাম কর না হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কি? বোকা মেয়ে! সুপ্রভা অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি বামুনদিদিকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণে উদ্যত হইল। বামুনদিদি সভয়ে বামহস্ত বিস্তারিত করিয়া ত্রস্তে বলিয়া উঠিলেন—"উঁ—হুঁ—উঁ—হুঁ—থাক্ থাক্ হয়েছে, ঐ খান থেকে পেন্নাম কর পায়ে হাত দিও না। বামুনের মেয়ের পায়ে হাত দিতে আছে কি তোমরা যে শূদ্দুর!" (আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-মহিলাগণের মনে একটা ধারণা আছে যে তাঁহাদের পদস্পর্শ করিয়া অপরজাতি পদধূলি গ্রহণ করিলে

তাঁহাদের অবমাননা করা হয়। ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ এবং অপর নীচজাতি সকলকেই শূদ্র বলিয়া অভিহিত করেন। বাবুদিদির কথা শুনিয়া সুপ্রভা লজ্জায় জড়সড় হইয়া চলিয়া গেল। নলিনীও ঠিক এইসময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া তাহার শিরায় শিরায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ওঃ কি দারুণ অপমান! কায়স্থ ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণেরও অযোগ্য! এতদূর! অবশ্যই এর প্রতিকার করা আবশ্যক। এত হীনতা এত দীনতা নীরবে সহ্য করা মানবের সাধ্যাতীত। বিদ্যাজ্ঞানহীন মূর্খ, মাত্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণ সেও শূদ্রবলিয়া কায়স্থকে ঘৃণা করে। নিরক্ষর নিরুপবীতী ব্রাহ্মণ যাঁহারা তাঁহাদের নিকটেও কায়স্থ নীচ হীন শূদ্র নামে অভিহিত হয়। ইহার প্রতিবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃথা বর্ণ অভিমানটুকু লইয়া লোকে অভিমান করে। তপঃ জ্ঞান কর্ম্মগুণে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বর্ণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আবার কর্ম্মদোষে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের শতপুত্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মানব লোভান্ধ হইয়া সে সকল কথা বিস্মৃত হইয়াছে। সংসারকে আবার দেখান উচিত মানব কর্ম্মগুণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে শুধু বর্ণ অনুসারে নহে!

অতি সত্বর নলিনী রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিল। সেই হইতেই তাহার স্বধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিল। তাহার চিত্ত ও অতি প্রসন্নতা লাভ করিল। তখন সে গীতার সেই শ্লোকটা—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। হায় জানি না কত দিনে বাঙ্গলার প্রত্যেক কায়স্থ নিজেদের এই শূদ্রত্ব হীনতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন! জানি না কত দিনে কায়স্থের জাতীয় অধঃপতন বিদূরিত হইবে! কতদিনে বাঙ্গলার গৃহে গৃহে আনন্দ ভেরী নিনাদিত হইবে! নলিনী তখন বুঝিতে পারিল যে সে বিনা কারণে স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। একদিন সে নিজেই স্ত্রীকে আনিবার নিমিত্ত শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। এবং অপরাধীর মত শ্বশুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাকে নিজের বাটীতে লইয়া আসিল। নলিনীর প্রত্যাবর্ত্তনে সকলেই আনন্দিত হইলেন। সুষমার

পিতামাতা অতি যত্নে নানাবিধ দ্রব্যাদি সহ কন্যাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইলেন। বহু দিবস বিচ্ছেদের পর পতি সহ মিলনে সুষমার প্রাণে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়েছিল তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু সে এ বিষয় লইয়া নলিনীকে পরিহাস করিতে ছাড়িত না।

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

তামাকের চাষ।

(আলোচনা)

বঙ্গদেশে রঙ্গপুর জিলাতেই তামাকের চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে সমগ্র বঙ্গদেশে ১১১৫০০০ বিঘা জমিতে তামাকের চাষ হইয়া থাকে তন্মধ্যে কেবল রঙ্গপুর জিলাতেই ৫৮২০০০ বিঘাতে তামাক জন্মে। তামাকের ফসল মোটামুটি বিঘা প্রতি ৩৷০ মণ ধরিলে ও প্রতি মণের মূল্য গড়ে ১২৲ টাকা হইলে এক রঙ্গপুর জিলাতেই প্রতি বৎসর ২৫৫০০০০০ টাকার তামাক উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই জিলায় অর্থাগমের হিসাবে তামাক একটী বেশ লাভকর শস্য।

২। রঙ্গপুরের পরেই জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জিলাতে তামাকের চাষ বেশী হইয়া থাকে। কুচবিহারের অনেক স্থানের তামাক খুব প্রসিদ্ধ। জলপাইগুড়িতে যে তামাক জন্মে উহা রঙ্গপুরী তামাক হইতে কিছু নিকৃষ্ট বটে কিন্তু উহার চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যশোহর, নদীয়া, মালদহ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি জিলাতেও তামাকের আবাদ নিতান্ত কম নহে। চট্টগ্রামের তামাকও প্রসিদ্ধ। সেখানে চুরুট প্রস্তুতের উপযুক্ত ও বেশী উচ্চ রকমের তামাকেরই যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম ব্যতীত বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে চুরুটের তামাকের চাষ দেখা যায় না। এই দেশের মহাজন ও স্থানীয় অন্যান্য অধিবাসীগণ বর্ম্মা চুরুট ব্যবহার করিয়া থাকে এই

কারণেই এই চুরুটের উপযোগী এক প্রকার তামাকের চাষ হইয়া থাকে। রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার হইতে বহুল পরিমাণে তামাক ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। অনেক ব্রহ্মদেশীয় ব্যবসায়ী এদেশে আসিয়া স্থানীয় মহাজনদের সাহায্যে তামাক খরিদ করিয়া রাখে এবং পরে উহা রপ্তানি করে। আমাদের দেশে তামাকের এত অধিক আবাদ হয় বটে কিন্তু ইংরেজদের ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী চুরট ও সিগারেটের তামাকের আদৌ আবাদ নাই। রঙ্গপুর জিলার পাঁচ মাইল উত্তরে বুড়িরহাট নামক স্থানে একটী সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে তথায় ১০।১২ বৎসর যাবৎ নানাপ্রকার চুরট, সিগারেট ও দেশী তামাকের পরীক্ষা চলিতেছে। গত কয়েক বৎসর হইতে সুমাত্রা তামাক বেশ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ১৯১৪ সনে উৎকৃষ্ট তামাকের দোর ২৫০ টাকা হইয়াছিল এবং ৩ বিঘা ৭ কাঠা জমিতে ১৭১২ সের তামাক জন্মিয়াছিল তাহার মূল্য ২৭৫৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। এই তামাক উৎপন্ন করিতে ২৫০৲ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই। মধ্যে ২।৩ বৎসর এই তামাকের দর কমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু এই বৎসর অতি উৎকৃষ্ট মূল্য পাওয়া গিয়াছে প্রায় ৭৷০ বিঘা জমিতে ৪০ মণ তামাক ও তাহার মূল্য ৪২০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার এক ইংরাজ কোম্পানি ইহার সমস্ত খরিদ করিয়া লইয়াছেন। অন্যান্য আরও অনেক কোম্পানীই এই তামাক কিনিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু উহা সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। এই কৃষিক্ষেত্রে তুরস্ক দেশীয় তামাকের আবাদ করিয়াও বেশ সন্তোষ জনক ফল পাওয়া গিয়াছে। থবের বেয়ার্ড বেক পলো এণ্ড কোং এই তামাক প্রতি মণ ৮২৲ দরে খরিদ করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই দেশে ও তুরস্ক দেশীয় তামাক হইলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। বর্ত্তমান বৎসর হইতে স্থানীয় কৃষকদের দ্বারা এই তামাকের চাষের চেষ্টা করা যাইতেছে।

৩। এ যাবত কেবল রংপুর জিলাতেই এই পরীক্ষা চলিতেছে অন্যান্য জিলায় এইরূপ তামাকের পরীক্ষা করিলে যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না কে বলিতে পারে? চট্টগ্রাম জলপাইগুড়ি, যশোহর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মালদহ, ফরিদপুর, প্রভৃতি জিলাতেও ইহার পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। রংপুরের ন্যায় উৎকৃষ্ট চুরটের তামাক না হউক, ভাল সিগারেটের তামাক উৎপন্ন করা যাইতে

পারিবে এবং ইহাতে যে আমাদের বিশেষ লাভ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রঙ্গপুর কৃষিক্ষেত্রে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই জিলার তামাক অন্যান্য জিলার তামাক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুতরাং এই বংশ গুলির তামাকের প্রচলন করাও আবশ্যক। ২০ বৎসর হইল এই কৃষিক্ষেত্রে তামাকের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে এই পরীক্ষা বন্ধ হইলে এ দেশের যে একটী লাভজনক শস্যের আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইত তাহার সন্দেহ নাই। অনেক বৎসর পূর্ব্বে কুচবিহারের তামাকের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও অর্থব্যয় করা হইয়াছিল ২।৩ জন সাহেব কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছিলেন দুঃখের বিষয় বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। কুচবিহার রংপুরেরই নিকটবর্ত্তী সুতরাং এখানে বিশেষ সুব্যবস্থা না হওয়াই সম্ভব। ইহা ব্যতীত কাণপুর, বম্বে, নাড়িয়াদ, পুষা প্রভৃতি স্থানে তামাকের পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু বুড়িরহাট কৃষিক্ষেত্রে যেরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে এরূপ ফল অন্য কোথাও পাওয়া যায় নাই বুড়িরহাট কৃষিক্ষেত্রে যে প্রথায় চাষ সফল হইয়াছে অন্যান্য স্থলে উহার অনুরূপ আবাদে কিরূপ ফল দাঁড়ায় তাহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমাদের আবাদ ও উৎকৃষ্ট করার প্রণালী অতিশয় কঠিন; সামান্য ক্রটীতেই সমস্ত নষ্ট হইতে পারে সুতরাং জলবায়ু ও আবাদের প্রণালীর উপরই তামাকের উন্নতি কতদূর নির্ভর করে ঠিক করা আবশ্যক। অন্যান্য প্রদেশের মাটি রংপুরের জাত সুমাত্রা তামাকের আবাদ কতদূর সফল হইবে কি না তাহা এমন কি ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বেও ঠিক ধারণা করা যায় নাই।

১৯০৯ সন হইতে ১৩।১৪ বৎসরের বুড়িরহাট কৃষিক্ষেত্রের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদের মনে বড়ই নিরাশার উদয় হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান পরীক্ষার ফল দেখিয়া আমাদের সে ভুল ধারণা দূর হইয়াছে।

৪। বুড়িরহাট কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস তামাকের চাষে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং তাঁহার অধ্যবসায়ের ফলেই উক্ত কৃষি ক্ষেত্রে তামাকের চাষের এইরূপ উন্নতি হইয়াছে। যামিনীবাবু "তামাকেরচাষ" নামক একখানি পুস্তকও লিখিয়াছেন। প্রতিভা পৌষ সংখ্যায় ইহার সমালোচনায় দ্রষ্টব্য। যাহারা তামাকের চাষ সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ জানিতে চান তাঁহাদিগকে উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্য্য।

(শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বাঙ্গলা রচনা পদ্ধতি হইতে উদ্ধৃত)

১। "পুরাকালের মানবশিল্পকার যে সকল অত্যাশ্চার্য্য স্থাপত্য পদার্থ বর্ত্তমান সময়ে মানুষের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে সাতটী অত্যাশ্চার্য্য পদার্থ ছিল যথা (১) আগরার তাজমহল, (২) চীনের বিখ্যাত প্রাচীর (৩) পোর্সিলেন দ্বীপের পিরামিড(৪) মিসরের পিরামিড (৫) বাবিলনের শূন্যোদ্যান। (৬) ফ্যারোস দ্বীপের আলোকস্তম্ভ। (৭) টেমস্ নদীর সুড়ঙ্গ।

(১) তাজমহল।—সম্রাট সাজাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের সমাধিক্ষেত্রের উপর এই বিশ্ব বিখ্যাত মসজিদটী নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্রাট মমতাজমহলকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। কথিত আছে মহিষী একটী কন্যা প্রসব করিয়া পরেই পরলোকে গমন করেন। গর্ভাবস্থায় মহিষী একদিন রহস্যচ্ছলে সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন প্রাণাধিক্ আপনার এত ভালবাসা আমার দেহাবসানের পরেও কি থাকিবে? সম্রাট বলিলেন প্রিয়তমে তুমি স্থির নিশ্চয় জানিও—তোমার স্মৃতি আমার হৃদয় হইতে কখনও বিলুপ্ত হইবে না। অধিকন্তু আমি অর্থ দ্বারা তোমাকে এরূপ অমর করিয়া রাখিব যে চিরকালই লোকে তোমাকে স্মরণ করিবে। কিছু দিন পরে মমতাজমহলের মৃত্যু হইল। সম্রাট মহাসমারোহে তাঁহার মৃত দেহ যমুনার তটে সমাহিত করিলেন। এই সমাধির পর বিবিধ কারুকার্য্য খচিত মনোহর একটী সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া প্রিয়তমা পত্নীর নামানুসারে উহার নাম তাজমহল রাখিলেন। সমচতুষ্কোণ ভূভাগের উপর এই মসজিদটী নির্ম্মিত। ইহার চতুর্দ্দিকে লোহিত প্রস্তরে দীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এবং প্রত্যেক দিকে এক একটী উচ্চ সিংহদ্বার আছে। উহা পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৮৬০ ফিট দীর্ঘ। এবং উত্তর দক্ষিণে ১০০০ ফিট প্রস্থ। প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিলেই ফল পত্রাদিশোভিত নানাবিধ শ্যামল পাদপরাজি পূর্ণ উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের চারিদিকে চারিটী উচ্চ সুধাধবলিত

মিনার দেখিতে পাওয়া যায় মধ্যস্থলে সুন্দর সিঁড়ি সহ বিস্তীর্ণ একটী তোরণ উন্নত শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বিখ্যাত তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন ২২ হাজার শিল্পী অহর্নিশ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ২২ বৎসরে উহা শেষ করিয়াছিল। মন্দিরের ভিত্তি গাত্রে বৃক্ষ লতা পুষ্প পত্রাদি এরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে এখনও দেখিলে সজীব বলিয়া বোধ হয়। প্রায় ৩০০ বৎসর অতীত হইয়া গেল তথাপি মর্ম্মর প্রস্তরগুলির সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয় নাই। তাজ মহলের নিম্নতলে বাদশাহের এবং তৎপার্শ্বেই তাঁহার প্রিয় মহিষী চিরনিদ্রায় অভিভূত। ইহার ঠিক ঊর্দ্ধভাগে দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে আরও দুইটী সমাধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ঐ দুইটি প্রকৃত সমাধি নহে প্রতিরূপ মাত্র।

(২) চীনের বিখ্যাত প্রাচীর।—এসিয়া খণ্ডের পূর্ব্বদিকে সমুদ্র পার্শ্বে চীনরাজ্য অতীব প্রাচীন ও সুবিস্তীর্ণ। এই দেশের অন্তর্গত সান্সী নামক প্রদেশে কোফি নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই চীনের প্রথম সম্রাট্। তাঁহার পর বহু বর্ষ পরে ছিন বংশে চীং নামে ভূপতি আবির্ভূত হন তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ২০৬ অব্দে সিংহাসন অধিরূঢ় হন। তাঁহার রাজত্ব কালে দুর্দ্ধর্ষ তাতারগণ সময়ে সময়ে তাঁহার রাজ্যে আপতিত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের উপর অতিশয় দৌরাত্ম্য করিত। তাতারদিগের অত্যাচার নিবারণকল্পে সম্রাট স্বীয় মন্ত্রীমাং চীনের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমানায় এক প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। এই প্রাচীরের দৈর্ঘ প্রায় ১০০০ ক্রোশ উচ্চ ২২ হাত এবং পরিসর প্রায় ৮৮ হাত। কথিত আছে ১২ জন অশ্বারোহী সৈন্য পাশাপাশিভাবে এই প্রাচীরের উপর দিয়া অনায়াসে গমন করিতে পারে। এইরূপ বিশাল প্রাচীর জগতে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা কোথাও দুর্ভেদ্য শিলমালা ভেদ করিয়া কোথাও বা বিস্তীর্ণ উচ্চ নীচ ক্ষেত্রের উপর সগর্ব্বে আজ ২ সহস্র বর্ষ অতীত হইল বীরের ন্যায় স্ফীত বক্ষে ও অক্ষত শরীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

(৩) রোডস্ দ্বীপের পিত্তল মূর্ত্তি।—ভূমধ্য সাগরের মধ্যে রোডস নামে একটী ক্ষুদ্রদ্বীপ আছে। ইহার পরিধি প্রায় ১২০ মাইল। ইজিপ্ত বাসীদের

সহিত রোডস্ বাসীগণের একটী দ্বাদশ মাস ব্যাপী যুদ্ধ হয় ঐ যুদ্ধে রোডস্ বাসীগণের জয় হয়। তাহাদিগের বিজয় গৌরব চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য ঐ যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র বিক্রয় করিয়া যে বিপুল অর্থ তাঁহারা সংগ্রহ করেন তদ্বারা প্রকাণ্ড এক পিত্তলমূর্ত্তি তাহারা নির্ম্মাণ করেন। রোডস্ বাসীগণের উপাস্য দেবতা এপেলো (সূর্য্যদেব) তাঁহারই প্রীত্যর্থে উহা নির্ম্মিত হয়। দ্বাদশ বর্ষ কাল গুরুতর পরিশ্রমে এই পিত্তল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটী এইরূপ বিশাল যে ইহার তুল্য পৃথিবীতে আর কুত্রাপি নির্ম্মিত হয় নাই। রোডস্ বন্দরে প্রবেশ পথে দুই পার্শ্বে দ্বার স্বরূপ দুই প্রকাণ্ড দৃঢ় স্তম্ভের উপর পদদ্বয় রাখিয়া এই বৃহৎমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। মূর্ত্তিটী বিশুদ্ধ পিত্তলে নির্ম্মিত। কিন্তু কি কৌশলে যে ঐ ধাতু দ্রব করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। ইহার পৃষ্ঠদেশে বাণপূর্ণ তূণীর ও বৃহৎ এক কার্ম্মুখ সংবদ্ধ ছিল এবং ইহার হস্তস্থিত প্রকাণ্ড একটী আলোকাধার বহুক্রোশ পর্য্যন্ত আলোক মালা বিস্তীর্ণ করিয়া পোতাদি গমনাগমন সুগম করিয়া দিত। এই মূর্ত্তির আয়তন এতই বৃহৎ ছিল যে অত্যুচ্চ মাস্তুল যুক্ত অর্ণবযান সকল অনায়াসেই ইহার পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিত। রাত্রিতে এই মূর্ত্তি আলোক প্রদান এবং দিবাভাগে সমুদ্র বক্ষে বিশাল স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়া সন্তপ্ত নাবিকগণের অবসাদ নিবারণ করিত। খ্রীষ্ট জন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এই পিত্তলমূর্ত্তি বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়া প্রায় অশীতিবর্ষ কাল নিরাপদে দণ্ডায়মান ছিল। পরে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২২৪ অব্দে ভূমিকম্পে ইহার কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া যায় এবং এই ভগ্নাবস্থাতেই প্রায় ৮৯৪ বর্ষ কাল নিরাপদে দণ্ডায়মান ছিল। ৬৭২ খৃষ্টাব্দে আরবগণ কর্ত্তৃক রোডস্ দ্বীপ অধিকৃত হইলে তুরুস্কেরা একজন বণিকের নিকট প্রায় ৯ হাজার টাকা মূল্যে উক্ত পিত্তল মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিক্রয় করে। কথিত আছে প্রায় ৯০০ শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া এই ভগ্নমূর্ত্তির উপাদান গুলি স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

ক্রমশঃ।

সম্পাদক।

ভারতের জাতীয় মহাসমিতি

(Congress)

উক্ত মহা সমিতির দ্বাত্রিংশ অধিবেশন। বিগত ২৬শে ডিসেম্বর বাঙ্গলা ১১ই পৌষ বুধবার অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় কলিকাতা মহানগরে ওয়েলিংটন স্কয়ারে একটী প্রকাণ্ড সুসজ্জিত প্যাণ্ডালে উহার একটী অধিবেশন হয়। উক্ত প্যাণ্ডালে প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক ব্যক্তির বসিবার স্থান ছিল। বাঁশ এবং কাঠের দ্বারা উহা নির্ম্মিত হয় এবং টিনের অভাবে হোগলা দ্বারা আবৃত হয়। মধ্যস্থলে উচ্চ মঞ্চোপরি অভ্যর্থনা সমিতির সভাগণ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজনৈতিকগণ উপবিষ্ট ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ প্রতিনিধিগণের জন্য এক একটী পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যথা—বঙ্গদেশ হইতে ১৮৯৬ বোম্বাই ৮৭০, উত্তর পশ্চিম ৭৩০ মান্দ্রাজ ৬৩৪, বেহার ৪২০, মধ্য প্রদেশ ১৯২, পঞ্জাব ১১৪, বেরার ১১৪, ব্রহ্মদেশ ৪২, মোট ৭১৬২ জন। সর্ব্ব প্রথমে স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজীতে একটী কবিতা পাঠ করেন পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীমতী আনি বেসান্ত কংগ্রেসের আসন গ্রহণ করেন।

২। প্রথমদিনের জন সংখ্যা এত অধিক কখনও হয় নাই। প্রতিনিধি সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। এবারকার অধিবেশনের বিশেষত্ব এই যে এতাধিক মহিলাগণ কখনও এই সমিতিতে উপস্থিত হন নাই। ইংরেজ, বাঙ্গালী পার্শী, মারাঠী, হিন্দি এবং মান্দ্রাজি ইত্যাদি বহু দেশীয় ভদ্রলোকগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতের সুদূর প্রান্তবর্ত্তী স্থান হইতেও মহিলাগণ আসিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজনৈতিক সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ মিঃ গান্ধী, পণ্ডিত মালব্য, মিঃ তিলক, স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী আনি বেসান্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা অপরাহ্ণ বেলা ৩া তিনটার সময় পড়িতে আরম্ভ করেন। ৫॥ টার সময়

তাঁহার বক্তৃতা শেষ হয়। এই দুই ঘণ্টা কাল তাঁহার বীণাবিনিন্দিত স্বর সুবৃহৎ পাণ্ডাল অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার আবৃত্তির বিরাম হয় নাই। এই অসাধারণ মহিমাময়ী রমণীর বাগ্মিতা শক্তি শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রকার বাগ্মী স্ত্রীলোক জগতে আর কুত্রাপি নাই। তাঁহার বক্তৃতা ইংরাজী, বাঙ্গলা, উর্দ্দু নানা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। দিবাবসানে সভা কর্ত্রী মহোদয়া প্রতিনিধিবর্গকে সভাতে কোন কোন বিষয় বক্তৃতা হইবে তজ্জন্য বিষয় সমিতি (Subject committee) নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ করিলেন এইরূপে প্রথম দিবস অতীত হইল।

৩। দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ তৃতীয় চতুর্থ দিবসে যে যে বিষয়ে বক্তৃতা হইবে তাহা নিরূপন করেন। তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ ১৩ই পৌষ শুক্রবার কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক যে সকল ষড়যন্ত্রকারীদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক প্রধান নেতা মিঃ মহম্মদআলীর আবদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তৎকালে তাহাদিগের বৃদ্ধমাতা উক্ত কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তাহার প্রধান কথা এই যে ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব ষ্টেট মিঃ মণ্টেগু যিনি ভারতে স্বায়ত্ব শাসন দিবার জন্য ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার নিকট নিরুদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে সকলকেই মুক্তি দিবার প্রার্থনা করা হইবে। তৃতীয় দিবসে অস্ত্র আইন মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে আইন ইত্যাদি অনেক আলোচিত হয়। তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ শনিবারের অধিবেশনে ভারতে স্বায়ত্বশাসন (Home Rule) সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। কংগ্রেসের প্রথমদিনের অধিবেশনে প্রায় ৬ হাজার লোক পাণ্ডালে স্থানাভাব জন্য প্রবেশাধিকার লাভ করিতে না পারিয়া কলিকাতার কলেজ স্কয়ারে একটী প্রকাণ্ড সভার অধিবেশন করে। দিবাবসানে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মিঃ ওয়াডিয়া এবং মিঃ খাপার্ডে স্বায়ত্ব শাসন সম্বন্ধে এই বিরাট মুক্ত সভায় বক্তৃতা করেন।

কংগ্রেসের শেষ দিবস স্বায়ত্ব শাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলে মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক উপনিবেশে ভারতবর্ষীয়গণের অবস্থা সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়। তদনন্তর হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণির (Depressed classes)

উন্নতি সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। মান্দ্রাজ হইতে জনৈক প্রতিনিধি এই প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন।

সম্পাদক।

শাস্ত্রাদেশ ও সমাজের উপকারীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ২য় প্রবন্ধ)

আমরা দেখিয়াছি বিধবাবিবাহের সমর্থকগণের যুক্তিবলে সমাজে বিধবা বিবাহের উপকারীতা প্রতিপন্ন হয় না। আমরা আরও কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করতঃ বর্ত্তমান সমাজে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়াভাব প্রমাণিত করিব।

(১) বর্ত্তমান সমাজে বিবাহার্থী পুরুষের সংখ্যা যদি কুমারীগণের সংখ্যা অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী হইত অনূঢ়া কন্যার অভাবে অনেক পুরুষের বংশলোপ হইবার সম্ভাবনা ঘটিত। (২) পুরুষের সংখ্যা এত হ্রাস প্রাপ্ত হইত যে জাতির চিহ্ন মুছিয়া যাইবার আশঙ্কা জন্মিত, তাড়াতাড়ি পুরুষের সংখ্যা বর্দ্ধনের জন্য জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন না করিলে জাতীয় প্রভূতক্ষতি সংঘটিত হইত। তাহা হইলে আমরা বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতে পারিতাম না। (ক) কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে উপরের লিখিত উভয় কারণের একটীও বর্ত্তমান সমাজে

(ক) শরৎবাবু বলিতেছেন যে সমাজ মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বর্দ্ধনের জন্য অথবা হিন্দুজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিধবা বিবাহ প্রচলন আবশ্যক মনে করেন, তিনি কি কর্ণেল ইউ, এন, রায় লিখিত (The dying Race) গ্রন্থখানী পাঠ করেন নাই? পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন পুরুষের সংখ্যা দিন দিন যে ভাবে কমিয়া যাইতেছে তাহাতে হিন্দুজাতি শীঘ্র মরণের পথে উপস্থিত হইবে। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে কত শত সহস্র লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে পল্লীগ্রামের পচাজল খাইয়া মরিতেছে তাহার সংখ্যা কে করিবে? আমাদের

বিদ্যমান নাই। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই অনূঢ়া কন্যার সংখ্যা নাই লো বর সংঘটন কষ্টকর হইয়াছে। সামাজিক নিন্দার ভয়ে দ্বিতীয়বার ও কন্যা সম্প্রদান করা হইতেছে সুতরাং বিধবাদিগের বিবাহের জন্য বর কোথায় মিলিবে? পুরুষের সংখ্যাও সৌভাগ্যক্রমে এরূপ অবচ্ছন্ন হয় নাই যে অনন্যগত্যা বিস্তৃতির ছলে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তিত করণ সঙ্গত হইতে পারে আরও একটী ভাবিবার কথা আছে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে লোক সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। দেশের দারিদ্র্যের বিষয় চিন্তা করিলে জীবন সংগ্রামের কাঠোরতার আলোচনা করিলে অত্যন্ত লোক বর্দ্ধন যে জাতীয় জীবনের পক্ষে সুখকর হইবে না। বরং জাতীয় দুঃখের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিবে, ইহা কি যথার্থ নহে?

আমাদের বিবেচনায় নানাদিক ভাবিয়া দেখিলে বর্ত্তমান সমাজে বিধবা বিবাহ অনুমোদন করা সম্ভবপর নহে। অসবর্ণ বিবাহ বর্ত্তমান সমাজে চলিত হইবার সময় এখনও আসে নাই। প্রত্যেক বর্ণের অবান্তর শ্রেণীভেদ করিয়া চতুর্ব্বর্ণ গঠন করিতে পারিলে দূর ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয় তবে তৎসম্বন্ধে কথা কহিতে অধিকার জন্মিবে। (খ) যে সমাজে এক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন

বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থায় পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিতান্ত আবশ্যক। কত যুবতী বীর প্রসবিনী বিধবাবৃন্দকে আমরা নির্দ্দয়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি তাহা না হইলে কত শত বলিষ্ঠকায় পুরুষ আমাদের সমাজে আবির্ভূত হইত। তাহা কে বলিতে পারে। শ্রীভগবান্ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ১০ম শ্লোকে বলিতেছেন:—

"অনেন প্রসবিষ্যধ্বং, এষবোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিলেন— "হে মানবগণ! ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া তোমরা উত্তরোত্তর বংশবৃদ্ধি কর তাহাতে তোমাদিগের বলবীর্য্য রক্ষিত হইবে। আমরা বঙ্গদেশে ৪॥০ কোটী লোক তন্মধ্যে ৩ কোটী হিন্দু এবং ১॥ কোটী মুসলমান ছিল। আমাদিগের সমাজের কুসংস্কার বশতঃ বর্ত্তমানে হিন্দু ২কোটী এবং মুসলমান ২॥ কোটী হইয়াছে ইহার একটী ঔষধি বিধবাবিবাহ।

সম্পাদক

(খ) আজ পঞ্চাশত বর্ষ তীব্র আলোচনার বলে বঙ্গে চাতুর্ব্বর্ণ সমাজ

শ্রেণী পরস্পরকে সুণার চক্ষে দেখে বৈবাহিক আদান প্রদান করে না এমন কি একের রন্ধিত অন্ন অন্যে ভোজন করিতে সঙ্কোচ প্রকাশ করে সেই সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়। প্রথমতঃ আন্তর্গণিক বিবাহ প্রবর্ত্তন নির্দ্দোষ হইয়া চতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা করার পরে অসবর্ণ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সমাজের বিবেচনার বিষয় হইলেও হইতে পারিবে। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইলে যে সমাজের কল্যাণ হইবে এমন কথা কখনও জোর করিয়া বলা যায় না। (গ)

অসবর্ণ বিবাহ চালাইতে গেলে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত করিতে হইবে

গঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, বৈদ্যগণ বৈশ্য এবং নিম্ন জাতিগুলি শূদ্র। সম্পূর্ণ রূপে চারিটী বর্ণ গঠিত না হইলে নমঃশূদ্রদিগের জলচল হইবেনা, শরৎবাবুর একটী আশ্চর্য্য তর্ক। এইরূপ যুক্তিহীন বিচার কেহই সমর্থন করিবে না। শতসহস্র নমঃশূদ্র জাতি খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। অবিলম্বেই উহাদিগকে জলচল করিয়া লওয়া আবশ্যক নচেৎ বঙ্গে হিন্দুসমাজের শক্তি কমিয়া যাইবে। এই প্রবন্ধের (ক) টীকা দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক।

(গ) অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা আমরা অবাধ বিবাহ মনে করি। অর্থাৎ নিম্ন জাতি হইতে কেবল কন্যাই লইব এমন কথা নহে কন্যা পুরুষ উভয়েই লইব। বর্ত্তমানে অসবর্ণ বিবাহের কথা আমরা বলি না কিন্তু সকল জাতির সহিতই আহার বিহার করা কর্ত্তব্য ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গে ব্রাহ্মণ দিগের সহিত কায়স্থ এবং বৈদ্যদিগের মিলন হউক বর্ত্তমানে এই তিন জাতির সামাজিক অবস্থা সমপর্য্যায় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে আহার বিহার আদান প্রদান করিতে শরৎ বাবুর আপত্তি কি? বর্ত্তমানে কয়েকজন পাণ্ডা আমাদিগের সমাজে আছেন যাহারা সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে বিরোধী। ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং বৈদ্য সমাজে আহার বিহার ও আদান প্রদান চলিলে সকল বিষয়েই মঙ্গল। আজকাল উক্ত তিনটী সমাজ মধ্যে যে প্রকারে আত্মাভিমান এবং পরশ্রীকাতরতা বৃদ্ধি পাইয়া দলাদলিতে জাতীয় একতার বিশেষ ক্ষতি করিতেছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন।

সম্পাদক।

প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ। অনুলোম বিবাহের ফল কি হইবে। নীচবর্ণের কন্যা উচ্চবর্ণের গৃহিণী হইতে পারিবে। নীচবর্ণের উচ্চবর্ণের কন্যা গ্রহণের অধিকার থাকিবে না। নীচবর্ণ যে উচ্চবর্ণের রক্তলাভে লাভবান হইবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তবে উচ্চ বর্ণের সহিত রক্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এইমাত্র লাভ। আরও ক্ষতি আছে উচ্চবর্ণের যে আপনাপেক্ষা হীনবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিবে তাহাতে তাহার কোনরূপ বিশেষ প্রলোভন থাকা প্রয়োজন হইবে। হয়ত তিনি সুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া অথবা ধন সম্পত্তির লোভ বশতঃ অসবর্ণ বিবাহ করিবেন, তাহাতে কন্যার স্ববর্ণের ক্ষতি হইবে, তাহা কে নিবারণ করিবে? একে ত উচ্চবর্ণের কন্যা বিবাহ করিয়া স্বীয়বংশের রক্তের উৎকর্ষ বিধান করিবে, তাহা হইতে তাহারা (নীচবর্ণের লোকেরা) বঞ্চিত অধিকন্তু সুন্দরী কন্যা ও ধন সম্পদও উচ্চবর্ণের হস্তগত হইয়া তাহাদিগকে অধিকতর দুরবস্থায় আপতিত করিবে। উচ্চবর্ণেরও যে অল্পাধিক অপচয় ঘটিবে না এমনও নহে। উচ্চবর্ণের কতগুলি লোক নীচবর্ণে বিবাহ করিলে স্ববর্ণে বরের অভাবে উচ্চ বর্ণের অনেক কন্যার চিরজীবন অনূঢ়া থাকিতে হইবে। নীচবর্ণের রক্তে উচ্চবর্ণের বর্ণবৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অনেকে মনে করেন, রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত না হইলে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হইবে না। এ কথার কিঞ্চিৎ মূল্য আছে স্বীকার করিলেও রক্ত সম্পর্ক বিহনে যে একতা অসম্ভব তাহা প্রমাণ করা যায় না। পাশ্চাত্য দেশেও রাজ পরিবারের সহিত সাধারণ পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। আভিজাত্যাভিমান যে পাশ্চাত্য দেশেও আছে, ইহা অনেকেই জানেন। কই উচ্চশ্রেণীর বিশেষ রাজার বিপদে উচ্চ, নীচ, সমস্ত দেশবাসী এক পতাকার অধীনে সম্মিলিত হইতে ত কুণ্ঠা প্রকাশ করে না। আমাদের দেশেও এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। হিন্দুরাজার মুসলমান সেনা ও মুসলমান সম্প্রদায়ের হিন্দু সেনা ও সেনাপতির কাহিনী ইতিহাস প্রচার করিতেছে—রক্তের সম্বন্ধ এখানে একতা বা আনুগত্যের কারণ নহে। দেশাত্মবোধ বা রাজভক্তির সদ্ব্যবহার ইহার কারণ। আজিও লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান ইংরাজরাজের পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছে রাজভক্তির জাতিগত ধর্ম বৈষম্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে জাতি বিভাগও বিবাহ পদ্ধতি যেরূপ

বিদ্যমান তাহা যে একতার অন্তরায় তাহা বলা যায় না। শুধু কল্পিত আশঙ্কায় কম্পিত হৃদয়ে বিরাট জাতীয় একতা স্থাপনের নাম করিয়া জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের জন্য চীৎকার করিলে কোন ফল হইবে না। কেহ শুনিবে না। একতার কারণ জন্মিলে শতমত ভেদ সত্ত্বেও একতা সংঘটিত হইবে। প্রবল ঝড় বহিলে উচ্চ নীচ সকল বর্ণ বিনাবিচারে গায় গায় মিশিয়া একগৃহে সমবেত হইতে দ্বিধা মনে করে না! সময় মানুষকে প্রস্তুত করে। আমরা আলোচনা ফলে বুঝিলাম অসবর্ণ বিবাহ সমাজের পক্ষে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের ন্যায়ই অনুপযোগী সুতরাং প্রচলিত হইবার অযোগ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) হইতে ব্রাহ্মণের উদ্ভব।

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ॥" ১১, ৪র্থ ব্রাহ্মণ ১ অধ্যায়।

ঐ শ্রুতির ভাবার্থ এই যে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন, তৎপর তিনি প্রজা সকলের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পালনের নিমিত্ত কর্ম্ম সমর্থক ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিলেন। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, সেই ক্ষত্রিয় হইতেই ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। বেদের শ্রেষ্ঠাংশ জ্ঞানকাণ্ড (উপনিষদ) হইতে প্রমাণ করিতেছি যে ঋগ্বেদোক্ত দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত যাহাকে পুরুষ সূক্ত কহে। তাহাতে:—"ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যকৃতঃ" ইত্যাদি যাহা লিখিত আছে তদনুসারে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্ট হইবার বহু পূর্ব্বে শ্রীভগবান জীব রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করেন। সেই জন্য "মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৬৪ অধ্যায়ে ভীষ্ম বলিয়াছেন:—

সর্ব্বধর্ম্মপরং ক্ষাত্রং লোকশ্রেষ্ঠং সনাতনম্।
শশ্বদক্ষরপর্য্যন্তমক্ষরং সর্ব্বতোমুখম্ ॥৩০॥

অর্থাৎ—সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয় সকল ..... সৃষ্টি হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে লোকশ্রেষ্ঠ বলে। উক্ত ধর্ম্ম শাশ্বত অক্ষর এবং সর্ব্বতোমুখী। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণগণ একমাত্র জ্ঞানেরই উপাসক কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ জ্ঞান ও বল উভয়ই লাভ করিয়া প্রজাসমূহের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ যে ব্রহ্মবিদ্যার নাম করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিতেছেন সে ব্রহ্মবিদ্যাতে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় জাতিরই একমাত্র স্বত্ব ছিল ব্রাহ্মণগণ উক্ত বিদ্যালাভার্থে ক্ষত্রিয়রাজার শুশ্রূষা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রমাণ সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫ম খণ্ড ৫ম অধ্যায় ১।৫।৬ এবং ৭ শ্রুতি। মূল শ্রুতিগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। উহার ভাবার্থ এই যে অরুণ মুনির পুত্র শ্বেতকেতু তদীয় গুরু গৌতমের আশ্রমে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পাঞ্চালরাজ জিবলকুমার প্রবাহণের সভায় উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে ৫টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু শ্বেতকেতু উহার একটীরও উত্তর দিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তদীয় গুরু গৌতমের নিকট আসিয়া বলিলেন "হে গুরুদেব ক্ষত্রিয়াধম পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ আমাকে এই ৫টী প্রশ্ন করিয়াছিল তাহার একটীরও উত্তর দিতে পারি নাই। গৌতম কহিলেন বৎস তুমি যে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক ৫টী প্রশ্ন বলিলে আমি উহার কিছুমাত্র জানি না। জানিলে তোমাকে ঐ সম্বন্ধে অবশ্যই উপদেশ দিতাম। অনন্তর মহাতপা গৌতম ঋষি স্বয়ং উক্ত পাঞ্চালরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে রাজা বলিলেন এই মহতী বিদ্যা শুশ্রূষা ব্যতীত কাহাকে প্রদান করা যায় না। বিশেষতঃ এই বিদ্যা এ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের নিকটই আছে ব্রাহ্মণের নিকট গমন করে নাই। তখন গৌতম বহুদিন পাঞ্চালরাজের নিকট অবস্থান করিয়া শুশ্রূষা দ্বারা রাজাকে সন্তুষ্ট করিলে রাজা ঐ বিদ্যা মহর্ষি গৌতমকে প্রদান করেন। তাহার প্রমাণ—

ইমং বিবস্বতে যোগং, প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং, ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ
স কালেনেহ মহতা, যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২

স এবায়ং ময়াতেহদ্য, যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি, রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩

গীতা ৪র্থ অধ্যায় ;

অর্থাৎ—শ্রীভগবান্ বলিলেন হে অর্জ্জুন আমি এই অক্ষয় ফলদায়ক কর্ম্ম-যোগ প্রথমে সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু ইক্ষ্বাকুর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরাগত এই কর্ম্মযোগ অন্যান্য রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কর্ম্মযোগ কালবশাৎ ইহলোকে বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা বলিয়া অদ্য সেই পুরাতন সাংখ্য এবং কর্ম্মযোগের উত্তম গূঢ়তত্ত্ব তোমাকে প্রদান করিলাম। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা যাহা ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং যে বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণ তাহার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, তাহা তাহারা ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণের নিকট হইতে প্রথমে পাইয়াছিলেন।

২। এইক্ষণ ক্ষত্রিয়বংশ হইতে ব্রাহ্মণগণ যে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বের অংশাবতরণের ৬৩ অধ্যায় পাঠ করিলে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে উপরিচর বসু নামক রাজা যিনি ইন্দ্রাদেশে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকার করেন এবং যিনি চৈদ্যবসু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহার ঔরসজাত কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে পরাশরের ঔরসে মহাতপা বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। এই বেদব্যাস চৈদ্যবসুর দৌহিত্র। এই বেদব্যাস হইতে শুকদেব গোস্বামী এবং ভারতবংশ কুরুপাণ্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রমাণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক্রমশঃ)
সম্পাদক

উৎক্রান্তি ও ঊর্দ্ধদৈহিক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৪র্থ প্রবন্ধ)

এতক্ষণে আমাদের প্রধান বক্তব্য যাহা তাহাই বলিব। ত্রিশ দিনে আদ্য শ্রাদ্ধ হইতে পারে কিনা তাহারই মীমাংসার জন্য অশৌচ সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছি এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রতিপাদন করিয়াছি। অশৌচ পরিবর্ত্তনীয় অপরিহার্য্য সংস্কার নহে, উহা সময়বিশেষে ও ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিতেছে, সুতরাং অদূরদর্শী আধুনিক স্মার্ত্তগণের মতানুযায়ী শূদ্রাচার পরিহার করিলে কায়স্থগণের ঐহিক পাতিত্য বা পারত্রিক অগতির কোন আশঙ্কা নাই। কায়স্থগণ গভীর গবেষণা ও তীক্ষ্ণ তত্ত্বানুসন্ধান বলে পূর্ব্বাচরিত ভ্রান্ত সংস্কার পরিহার পূর্ব্বক লৌকিক ক্ষত্রাচার গ্রহণে কৃতকার্য্য ও কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিবৃন্দের বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত কোপানল ও শ্লেষ বিপ্লব নির্ব্বাপিত ও প্রতিহত করিয়া তাঁহারা যথার্থই পুরুষত্বের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতে তাহাদের আত্মপ্রসাদ হইয়াছে কি? যাঁহারা ক্ষত্রাচারে উপনীত হইয়া শূদ্রবৎ মাসাশৌচ পালন ও মাসান্তে মৃতাত্মীয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতেছেন পরলোকগত তাঁহাদের আত্মীয়গণের কি ক্ষত্রোচিত শ্রেয়ঃ বা আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ হইতেছে, উদার ধর্ম্মশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন "না"। শাস্ত্রের এই অস্বীকৃতির কারণ অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

২। ইতি পূর্ব্বে আমরা যোগবাশিষ্ঠের প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কর্ম্মময় প্রাণ বায়বীয় আকার প্রাপ্ত হয় ইহাকে সূক্ষ্ম দেহ বলে। এই অবস্থায় পূরকপিণ্ড প্রদত্ত না হইলে প্রেত প্রাক্তক্ত লাভে বিমুখ হইয়া চিরদিন বায়ুভূত নিরাশ্রয় ভাবে শূন্যমার্গে ভ্রমণ করে। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে—

ধর্ম্মার্থ কামং চিরমোক্ষ সঙ্কটং।
অন্তাং দ্বিতীয়াং যমমার্গগামিনাং॥
প্রবিক্ষতে জন্তু সমে তত্রৈব॥

উত্তর : অ: ২২ অধ্যায়

অর্থাৎ যম মার্গগামীদিগের ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ সকল স্বরূপ দ্বিতীয় দেহ সংগঠিত হয় মৃত ব্যক্তির আত্মা অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। ইহাকে লিঙ্গ দেহ বলে। জীবের এই লিঙ্গ দেহ গঠন তদীয় আত্মীয়ের পূরকপিণ্ড দানের অপেক্ষা করে। শাস্ত্রে উক্ত আছে পূরক পিণ্ড দ্বারা প্রেতের বায়বীয় দেহ-লিঙ্গ দেহে পরিণত হয়, শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে পূরকের এইরূপ সংজ্ঞা করা হইয়াছে— "প্রেতদেহে নিষ্পাদকাশৌচকাল দেয় দশপিণ্ডং পূরকম্।"

তদ্যথা ঃ—

পূরকেণ তু পিণ্ডেন দেহোনিষ্পাদ্যতে যতঃ।
কর্ত্তব্য করণা যোগ্যাৎ পুনর্নাবর্ত্তয়েৎ ক্রমাম্॥

বায়ুপুরাণ

যথা শূর বলেন ঃ—"এই পূরক প্রদান কালে মৃতের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করিতে হয় না, কেবল মৃতের নামোল্লেখে তদীয় দেহ পূরক এইরূপ নির্দ্দেশই যথেষ্ট। যথা ঃ—

ন স্বধাঞ্চ প্রযুঞ্জীত প্রেতপিণ্ডে দশাহিকে।
নাম্নৈব তত্তৈব পিণ্ডং যদ্দেহস্য পূরকম্॥ (ক)

পূরক প্রদানের প্রাগুক্ত নিষেধবাক্য দৃষ্টে প্রতিপন্ন হয় প্রেতের লিঙ্গ দেহ গঠনের জন্য পূরক পিণ্ডদান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রে এই প্রয়োজনীয়তা এতদূর গুরুতর রূপে বর্ণিত আছে যে উহার অকরণে মৃতাত্মার শ্রাদ্ধ ফল ভোগে অসমর্থ হইয়া উত্তর গতিলাভে বঞ্চিত হয় এবং বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থায় আকাশে অহর্নিশি ভ্রমণ করে যথাঃ—

বায়ব্যোৎপাদিত দেহ যাবচ্ছ্রাদ্ধৈর্ন প্রীণনম্।
ক্ষুধা বিক্লবমানসো দশাহেন চ তর্পিতঃ।
পিণ্ডদানং ন যস্যাস্ত্যাকাশে ভ্রমতে তু সঃ॥

গরুড়পুরাণম্

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বন্ধুহীন ব্যক্তিকে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহাকে আত্ম শ্রাদ্ধ বলে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে, শ্রাদ্ধ দ্বারা যেমন পরলোকে

(ক) এই স্থলে লেখক মহোদয় রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্ত্তগণের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাঁহার যথার্থ দেওয়া হয় নাই তজ্জন্য আমরা উদ্ধৃত করিলাম না।

—সম্পাদক

প্রাণ, বল ও পুষ্টি সম্পাদন হয়, পূরক দ্বারা সেইরূপ দেহ গঠন হইয়া থাকে। প্রেতের লিঙ্গ দেহ গঠন যে কেবল প্রাচ্য দেশীয় সংস্কার তাহা নহে। এতদ্বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও অনুশীলন ও অনুমোদন করেন। অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিত লোকের ধারণা এই যাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমোদন করেন না, তাহা সহজেই বিশ্বাস করিতে সম্মত নহেন, সেই জন্য প্রতীচ্য প্রমাণ দর্শন জন্য একটী বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। জীবের দেহ ত্যাগ ও সূক্ষ্ম দেহ গঠন সম্বন্ধে মহাত্মা অমূলব বলিতেছেন—"তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। যে কক্ষে তিনি শায়িত ছিলেন সেখানেই তাঁহার দেহের উপরিভাগে মেঘবৎ কৃষ্ণবর্ণাকারে, জড় দেহের মধ্য হইতে একটী দেহ যন্ত্রের উদ্ভব হইতেছে দেখিয়া উহাই তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ বলিয়া মনে করিলেন ধূমাকার পদার্থ ক্রমশঃ মনুষ্যাকার ধারণ করিল বটে, কিন্তু উহার কোনরূপ জ্ঞান আছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরই ছায়ামূর্ত্তিটী হঠাৎ যেন জলিয়া উঠিল এবং মূর্ত্তিটী জীবন্ত জ্ঞানবান্ ভাবে পরিণত হইল তখন তিনি কোথায় আছেন বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহাকুঞ্চিত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃতদেহের চতুঃপার্শ্বস্থ রোরুদ্যমান আত্মীয় বান্ধব দিগের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাহাদের দিকে স্নেহাপ্লুত সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। কিছুদিন পর তিনি অপর কতিপয় আত্মীয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া এক আলোক তরঙ্গের উপর দিয়া দোলায়মান অবস্থায় বহুদূরে নীত হইয়া প্রায় অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তখনও তিনি তদীয় পার্থিব আত্মীয়গণের প্রতি প্রচুর স্নেহ ও আনন্দসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ঊর্দ্ধারোহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ উড্ডীয়মান অবস্থায় তিনি সময় সময় অত্যন্ত উজ্জ্বল ও আনন্দপূর্ণ আত্মীয়দিগের সাক্ষাৎলাভ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে বহুদূরে গিয়া দৃষ্টির অন্তরাল হইবার সময় তিনি আত্মীয় গণের প্রতি যে অন্তিম প্রীতিজ্ঞাপন করিলেন তাহা মরজগতে একান্ত দুর্লভ। এখন পাঠক এই পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্বের সহিত প্রাচ্য পারলৌকিক তত্ত্বের তুলনা করুন। পূর্ব্বের লিখিত ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ ও শ্রীমদ্ভাগবত গীতার সামঞ্জস্য সমালোচনা করুন। প্রতীচ্য দেশে যাহা এখনও প্রবাদ প্রাচ্য দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে অতি প্রত্যক্ষবৎ প্রতিপন্ন হইয়াছে সে যাহা হউক এখন বেশ বুঝা যাইতেছে পূরক দ্বারা প্রেতের লিঙ্গ দেহ গঠন হইলে তাহার ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও ক্ষুৎপিপাসাদি বোধগম্য হয়। সেই সময়

[illegible]

বায়বীয় প্রেতাত্মার লিঙ্গ দেহ গঠন হয় তাহাকেই পূরক পিণ্ড বলে। পূরক পিণ্ডের দ্বারা প্রেতাত্মার লিঙ্গ দেহ গঠিত হইবার পূর্ব্বে অসময় বা অনুপযুক্ত সময়ে পিণ্ড দান করিলে ভস্মে ঘৃতাহুতি হয় মাত্র তথাহি গরুড় পুরাণে

গর্ত্তে পিণ্ডা দশাহঞ্চ দাতব্যাশ্চ দিনে দিনে।
জলাঞ্জলিঃ প্রদাতব্যাঃ প্রেতমুদ্দিশ্য নিত্যশঃ॥
অহোরাত্রৈস্তনবভিঃ প্রেতোনিষ্পত্তি মাপ্নুয়াৎ।
জন্তোর্নিষ্পন্নদেহস্য দশমে বলবৎক্ষুধা॥
দেহং প্রাপ্তঃ ক্ষুধাবিষ্টো গৃহদ্বারে চ তিষ্ঠতি।
ত্রয়োদশেহ্নি স প্রেতো নীয়তে চ মহাপথে।
পিণ্ডজং দেহ মাশ্রিত্য দিবানক্তং বুভুক্ষিতঃ॥

অর্থাৎ—মৃত্যুর পর প্রেতের উদ্দেশে গর্ত্তে পিণ্ড ও জলাঞ্জলি দান করিতে হয়। এইরূপ নয়টি দিন রাত্রিতে প্রেতের দ্বিতীয় দেহ নিষ্পন্ন হইলে দশম দিনে উহার বলবতী ক্ষুধার উদ্রেক হয়। দেহ প্রাপ্ত প্রেত ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া গৃহদ্বারে অবস্থান করিতে থাকে। এইরূপ দ্বাদশদিন অপেক্ষা করিয়া ত্রয়োদশ দিনে পিণ্ডজ দেহাবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষুধিতভাবে মহাপথে অর্থাৎ পরলোক প্রস্থান করে।

এইসকল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে পূরকপিণ্ড অশৌচকাল মধ্যে দেয়, উহার সময় দশদিন মাত্র। মৃত্যুর দিন হইতে প্রত্যহ এক একটী করিয়া দশদিনে দশটী পিণ্ড প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য। অপর, শ্রাদ্ধের নির্দ্দিষ্টকাল ১৩দিন (মতান্তরে ১৬দিন) দশদিন পৃথক পিণ্ড প্রদান করিয়া প্রেতের লিঙ্গদেহ গঠন ও ক্ষুধোদ্রেক সাধন করিয়া ত্রয়োদশদিনে (মতান্তরে—ষোড়শদিনে) শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রের অভিমত (খ) সুতরাং যাঁহারা মরণাশৌচ পালন

(খ) মৃত্যুর পর দশদিন পর্য্যন্ত পূরকপিণ্ড দিতে হইবে এই পিণ্ড বলেই প্রেতাত্মা বায়বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্গ দেহ ধারণ করিবে। তাহারপর ১০।১২।১৫ দিন পরে শ্রাদ্ধ করিলে প্রেতাত্মা সন্তুষ্ট হইয়া পরলোকে প্রস্থান করেন শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী কায়স্থগণের মধ্যে পূরক পিণ্ড প্রতিদিন ১২ দিবস পর্য্যন্ত দেওয়া হয় কিনা তাহা আমরা ঠিক জানিনা। ১৩দিনের মধ্যেই যখন লিঙ্গদেহ পরলোকের মহাপথে প্রস্থান করেন তখন ১মাস পরে শ্রাদ্ধ করিলে প্রেতাত্মার কোন লাভ হয় না। অতএব কায়স্থগণের পক্ষে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া

করিয়া মাসান্তে পূরক পিণ্ড দান ও শ্রাদ্ধ করেন তাঁহাদের প্রেতাত্মীয়গণ তাহার কোনই ফলভোগ করিতে পারেন না। যথা সময়ে পূরকপিণ্ড দ্বারা প্রেতের দেহ গঠন হইলেও যদি মাসান্তে শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয় তবে উক্ত প্রেত ১২ দিন পর্য্যন্ত জলপিণ্ডের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া ক্ষুণ্ণমনে নিরাশ্রয় ভাবে ত্রয়োদশ দিনে মহাপথে চলিয়া যায়। তারপর তদীয় কুলপাবন কুলধরগণ কুল পুরোহিত মহাশয়ের উপদেশ মত, মাসান্তে পিতৃশ্রাদ্ধ ব্যপদেশে মহাসমারোহে টাকার বাপের শ্রাদ্ধ করিতে বসেন। পুরোহিত মহাশয়ের তখন পোয়াবার। পাথরে পাঁচ কিল। আনন্দে, আর্কফলা আন্দোলিত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আতপ চাল কাঁচাকলার মাত্রাও বাড়িয়া যায়। এখন বলুন পাঠক মহাশয় পিতৃশ্রাদ্ধ না আমাদের নিজের শ্রাদ্ধ? ইহাতে কি প্রেতের পারলৌকিক শান্তি হইয়া থাকে? এখন জিজ্ঞাস্য ইহার জন্য দায়ী কে? কায়স্থ মহোদয়গণ স্বীয় পুরোহিতের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। কিন্তু ভ্রাতৃগণ! তাহাতে ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরব রক্ষা হইবে না। যাঁহারা যথার্থ সমাজ ও স্বজাতি হিতৈষী তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বপ্রথমে এই মাসাশৌচ পরিহার পূর্ব্বক জাতীয় মঙ্গল বিধান ও জাতীয় গৌরব বর্দ্ধন করুন। কায়স্থ জাতির বিজয় ডঙ্কার বাজিয়া উঠুক। পিতৃপুরুষ ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের মঙ্গল শঙ্খনাদের সহিত পিতৃলোকের জয় জয় নাদ বিঘোষিত হউক, দেবতাগণ কায়স্থগণের মস্তকে আশীর্ব্বাদ পূর্ণ পুষ্প চন্দন বর্ষণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ কাব্যতন্ত্র বিদ্যানিধি।

ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করাই সঙ্গত। অসভ্য বর্ব্বর শূদ্রজাতি মধ্যে ১মাস অশৌচের পর শ্রাদ্ধের নিয়ম প্রচলিত আছে। ইহাতে প্রেতাত্মার কোন তৃপ্তি সাধন হয় না।

সম্পাদক।

পুলিনানন্দের পত্র।

সম্পাদক মহাশয়, আমি সন্ন্যাস অভ্যাস করিতেছি; সুতরাং কাহাকেও নমস্কার করি না। (ক) আশা করি অসন্তোষ পোষণ করিবেন না। প্রার্থনা করি আনন্দে বিরাজ করুন। সন্ন্যাস অভ্যাস করিলেও কিন্তু আমি অভ্যাস দোষে সমাজের নানা কথা হৃদয়ে উত্থিত হইতে বিরত হয় না—হৃদয় চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ করে। 'পুনর্মূষিক' হইতে ইচ্ছা হয়। একবার ভাবি সমাজের কথায় আমার প্রয়োজন কি? মন আমার কথা ঠেলিয়া ফেলিয়া সমাজ কথায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। বড়ই অনুপায় দেখিতেছি! সম্প্রতি আপনার পরিচালিত—আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার 'প্রতিবাদ' নাম দিয়া আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ রাধিকাপ্রসাদ বাবু এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টান মধুবাবুর লিখিত বিষয়ের প্রয়াস। মধুবাবু কত কথাই লিখেন, কত মতই তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হয়, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। প্রতি কথার প্রতিবাদ সম্ভব নহে। কায়স্থ বংশে জন্মিয়া কায়স্থ জাতির সম্মানের দিকে যাহাদের দৃষ্টি নাই; কায়স্থেতর জাতির অন্ন যাহারা ভক্ষণ দোষাবহ মনে করে না; তাহাদের কথা সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করা অবৈধ। উহার ফলে নিম্নজাতীয় ব্যক্তিরা কায়স্থের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে পারে। কে গোপনে কি করিল না করিল সকল বিষয় আন্দোলন করিলে শুভ না হইয়া অশুভই হয়। অবশ্য সব কথাই গুপ্ত রাখাও কর্ত্তব্য নয়। অধুনা স্বেচ্ছাচার সব জাতির

(ক) কুমার পুলিনানন্দ সন্ন্যাসী হইয়াছেন বড়ই আনন্দের কথা। তিনি কুমার ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী। শ্রীভগবান গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায় ধ্যানযোগে প্রথমে বলিয়াছেন—"যিনি কর্ম্মফলের প্রত্যাশী না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী।" স্বদেশের এবং স্বীয় সমাজের উন্নতি চিন্তা করা এবং কার্য্যে পরিণত করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। অতএব আশা করি সমাজের কল্যাণ সাধনে বিরত থাকিবেন না। সম্পাদক

মধ্যেই দৃষ্ট হয় কায়স্থ ব্যক্তিতে কিছু অধিক। কোন কোন ব্রাহ্মণ সন্তান যে কায়স্থ গৃহিণীর হস্তপক্ক অন্ন ভোজন করিতে দ্বিধা করেন না, ইহা আমরা জানি। সুতরাং ব্রাহ্মণসন্তান নিয়মের ব্যতিচার করিলে ব্রাহ্মণ সমাজের কিছুই যায় আসে না। তাহা লইয়া ঢাক পিটাইলে লোক হাসে মাত্র। রাধিকাবাবুর নব্যভারতের প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রতিভায় না দিলেই ভাল হইত। সে যাহা হউক বন্ধুবর মধুবাবুকে আক্রমণ করিতে যাইয়া পূর্ববঙ্গের কায়স্থ সমাজকে বিশেষরূপে আক্রমিত ও অপমানিত করিয়াছেন। ইহা যে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে তাহা লেখক অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"ইহা এবং সত্য যে, কলিকাতার পূর্ববঙ্গীয় কমলালেবু, চীনের বাদাম প্রভৃতি ফেরীওয়ালা ও পূর্ববঙ্গের মাঝিমাল্লারাও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। বলিয়া কোন স্থান বিশেষের নাম করিব না, পূর্ববঙ্গের তথাকথিত কুলীন কায়স্থ মহাশয়েরা নাকি টাকার লোভে জাতীয় সম্ভ্রম ও গৌরবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কায়স্থেতর জাতীয় বা বর্ণসঙ্কর পুত্র-কন্যার সহিত আপনাদের কন্যা-পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থার্জন ও তুর্ক-খচুড়ির সৃষ্টি করিয়া থাকেন।" মানুষ যতই ভাল হউক, মাত্রা ঠিক রাখিয়া সব সময় কাজ করিতে পারে না। নিরপেক্ষতা অনেক সময় ভাসিয়া যায়। রাধিকাবাবু পূর্ববঙ্গীয় সমাজকে আক্রমণ না করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পশ্চিম বঙ্গের পবিত্রতার গর্ব হৃদয়ে রাখিয়া বিনা বিচারে পূর্ববঙ্গের মস্তকে পদাঘাত করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। সত্য বটে কমলালেবু চীনের বাদাম বিক্রেতারাও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, ইহাও সত্য যে শূদ্রজাতীয় লোক অধিকাংশ হইলেও পেটের দায়ে যে কতকগুলি ভদ্র কায়স্থও ঐ সব ব্যবসায় অবলম্বন করে নাই তাহা নহে। পশ্চিম বঙ্গের কায়স্থগণের সকলেই যে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হয় তাহা নহে। অনেক কায়স্থ অনেকরূপ কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পানবাড়ীওয়ালা কত পশ্চিমে কায়স্থের উদরান্নের সংস্থান করিতেছে; তাহা কে না জানে? ব্যবসায় ঘটিত নিন্দা করা বর্ত্তমানে শোভা পায় না—ব্রাহ্মণের সন্তান পাচকবৃত্তি করিতেছে; পাউরুটী বেচিতেছে, মুদি দোকান চালাইতেছে, ইহা মিথ্যা কথা নহে। পূর্ববঙ্গীয় সমাজে

অর্থলোভে কায়স্থেতর জাতির কন্যাপুত্রের সহিত কুলীনেরা বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেছেন তাহাতে ভুঁইখিচুড়ির সৃষ্টি হইতেছে। এই কথার উত্তর দিতে অপ্রিয় সত্যের আরোপ করিতে হইতেছে। আমি স্বীকার করিয়া লইলাম পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজে ভুঁইখিচুড়ির সৃষ্টি হইয়া সমাজকে অবনত করিয়াছে; পশ্চিম বঙ্গের সমাজ কি নির্ম্মল? ভুঁইখিচুড়ি কি পশ্চিম বঙ্গের কায়স্থ সমাজে সৃষ্ট হয় নাই এখনও হইতেছে না? বিস্তীর্ণ সমাজে বহু ভেজাল মিশিবার সুযোগ থাকায় সমাজ-শরীর পবিত্র রাখা একরূপ অসম্ভব। তাই কি কায়স্থ কি ব্রাহ্মণ (অন্য জাতির কথা নাই তুলিলাম) শোণিতের পবিত্রতার স্পর্দ্ধা কেহই করিতে পারেন না। পশ্চিম বঙ্গে সর্ব্বত্র একটা প্রবাদ আছে; অবশ্য লেখক রাধিকাবাবু তাহা জানেন—"কীর্ত্তি হল মিত্তির, অক্রূর হল দত্ত; আমি যে কৈবর্ত্ত সেই কৈবর্ত্ত।" পশ্চিম বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ প্রবাদোক্ত বংশীয়দের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া কি বিশুদ্ধত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছেন? এইরূপ বড় কথা ছাড়িয়া দিলেও আজও যে ছোট ছোট কীর্ত্তি মিত্তিরের ন্যায় উদ্ভূত কত কায়স্থ উপাধিধারী ব্যক্তি পশ্চিম বঙ্গীয় সমাজের বিস্তৃতি বর্দ্ধন করিতেছে তাহা অনুসন্ধিৎসু কে না জানে? অবশ্য পশ্চিম বঙ্গের সম্ভ্রান্ত বনিয়াদী কায়স্থেরা তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। তবে অর্থলোভে না হউক কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া কোন কোন গরিব ভদ্রলোক যে কুলে কালি মাখেন, তাহা যথার্থ। পূর্ব্ববঙ্গীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয় উভয় সমাজই পবিত্রতার সমান স্পর্দ্ধা করিতে পারেন। একের অন্যের দোষোদ্ঘাটনের চেষ্টা নির্ব্বোধের কার্য্য। প্রেম ও প্রীতির প্রতিকূলাচরণ মাত্র। ইতি। কুমার পুলিনানন্দ।

সমালোচনা।

তামাকের চাষ। রংপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত যামিনী কুমার বিশ্বাস বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ১।০ টাকা মাত্র। ঢাকা তেজগাঁ ঠিকানায় যামিনী বাবুর নিকট প্রাপ্তব্য। মোগল সম্রাটদিগের সময় হইতে ভারতবর্ষে তামাকের ব্যবহার আরম্ভ হয়। বাঙ্গলা দেশে স্ত্রী, পুরুষ

অনেকেই নানাভাবে তামাকের সেবক সুতরাং এদেশে তামাকের আবাদও বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। কিন্তু আবাদ সম্বন্ধে এযাবৎ বাঙ্গলা ভাষায় কোন ভাল পুস্তক রচিত হয় নাই। যামিনী বাবু উক্ত অভাব দূরীভূত করিয়াছেন। ১৪২ পৃষ্ঠায় এই পুস্তকখানি উত্তম কাগজে ভাল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। বহু চিত্রপট দ্বারা এই গ্রন্থখানি সুশোভিত হইয়াছে। ইহাতে ৬টী অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে তামাকের ইতিহাস, আবাদের পরিমাণ, উন্নতির চেষ্টা। রংপুরের সরকারী কৃষিক্ষেত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তামাকের বিভিন্ন জাতি, মৃত্তিকা, সার ইত্যাদি তৃতীয় অধ্যায়ে রংপুরে দেশী তামাক; চতুর্থ অধ্যায়ে চুরুট ও সিগারেটের উপযোগী তামাক প্রস্তুত ইত্যাদি। পঞ্চম অধ্যায়ে তামাকের রোগ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে তামাকের ব্যবসা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। প্রতিভার এই সংখ্যায় "তামাকের চাষ" শীর্ষক একটী (আলোচনা) প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে বঙ্গদেশে বিশেষ যত্ন সহকারে আবাদ করিতে পারিলে ৭॥ বিঘা জমিতে ৪০/ মণ তামাক উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহার মূল্য ৪২০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। তামাকের চাষ এবং তামাকের পাতাগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে প্রস্তুত (cure) করিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। এযাবৎ কায়স্থ মহাত্মাগণই এই তামাকের চাষে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি কায়স্থ ভ্রাতৃগণ এই পুস্তক পাঠে চাষের বিবরণ অবগত হইয়া তামাকের চাষে লিপ্ত হইবেন।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। আত্মকাহিনী। আমাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ভিঃ পিঃ ভিন্ন গ্রাহক মহোদয়গণ মনি অর্ডারে চাঁদা প্রায় কেহই দেন না। অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১০০ খানি ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয় তন্মধ্যে অদ্য পর্যন্ত ৩৫ খানির টাকা পাওয়া গিয়াছে ৫খানি ফেরৎ বাকী ৬০খানির সংবাদ এখনও জানা যায় নাই।

এইরূপ পাঠক মহাশয় গণ দেখিবেন যে এইরূপ প্রায় অর্দ্ধেক ভিঃ পিঃ গ্রাহক মহোদয়গণ যদি নিরুপণ ভাবে ফেরৎ দেন তবে প্রতিভা কি প্রকারে রক্ষা করা যায়। ভিঃ পিঃ পৌঁছা মাত্রই যদি আমাদের বৎসামান্য চাঁদা ১॥/০ আনা তখনই না দেন তাহা হইলে পোষ্টম্যান নোটীশ দিয়া ভিঃ পিঃ গুলি ফেরৎ দিয়া থাকে। তাহারা ১০ দিনের অতিরিক্ত পোষ্ট আফিসে ভিঃ পিঃ রাখে না তজ্জন্য আমরা নির্বন্ধাতিশয় সহকারে গ্রাহক মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে ভিঃপিঃ গুলি প্রাপ্ত মাত্রেই তৎক্ষণাৎ মূল্য দিয়া গ্রহণ করিবেন। পোষ্ট-ম্যান নোটীশ দিয়া ভিঃপিঃ গুলি পোষ্টাফিসে লইয়া গেলে উহারা অবশ্যই ফেরৎ দিবে কারণ ভিঃপিঃর কথা গ্রাহকগণের মনে থাকে না।

২। লবণ ও কাপড়ের মূল্য অতিশয় দুর্মূল্য হওয়ায় বঙ্গদেশের নানাস্থানে দরিদ্র কৃষকগণ হাট বাজার লুট করিয়া কাপড় ও লবণ জোর করিয়া খাইতেছে বিগত ১১শে নবেম্বর হইতে ৮ই জানুয়ারী ১৯১৮ পর্য্যন্ত প্রায় ১মাস ২০ দিনের মধ্যে প্রায় ৫০টী হাট বাজার এরূপ ভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের মান চেষ্টার বাসীগণ দরিদ্র প্রজাবৃন্দকে কাপড় যোগাইতেছেন। চেসায়ার হইতে অধিক সংখ্যক লবণ আমাদের দেশে রপ্তানী হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতেও কাপড় এবং লবণের আমদানী হইতেছে। ইঁহারা সকলেই যদি দয়া করিয়া কাপড় এবং লবণের মূল্য কিছু কমাইয়া দেন তবে ভারতীয় দরিদ্র প্রজাবৃন্দের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

৩। এবার বড় দিনের নূতন বর্ষের বন্দোবস্তে কলিকাতায় প্রায় ৫০টী সভা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নে কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি (১) জাতীয় মহাসমিতি (Congress) (২) ভারতের জাতীয় সামাজিক সমিতি ৩০শে ডিসেম্বর রবিবার কংগ্রেস প্যাণ্ডেল সভাপতি ডাক্তার পি, সি, রায় (৩) সমগ্র ভারতের মুসলমান লীগ। ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর হ্যালিডে ষ্ট্রীট। সভাপতি মানাবর মহম্মদাবাদের রাজা। (৪) ভারতীয় শিল্প সমিতি ৩০শে ৩১শে ডিসেম্বর কংগ্রেস প্যাণ্ডেল সভাপতি মহীশুরের দেওয়ান মাননীয় মাধব রাও। (৫) বঙ্গীয় কৃষি সমিতি ৩০শে ডিসেম্বর হ্যালিডে ষ্ট্রীট সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, (৬) সমগ্র ভারতের মুসলমান শিক্ষা সমিতি ২৭শে ডিসেম্বর হ্যালিডে ষ্ট্রীট সভা-পতি মিঃ এ হায়দারি (৭) থিয়সফিক্যাল সমিতি ২৭শে ডিসেম্বর

সভাপতি শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট। (৮) সমগ্র ভারতের গোরক্ষা সমিতি। ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি মিঃ উডরফ কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউট। (৯) সমগ্র ভারতে মেডিকেল সমিতি ২৮শে ডিসেম্বর সভাপতি রাঘবেন্দ্র রাও এম, ডি কংগ্রেস প্যাণ্ডাল। ১০। সমগ্র ভারতের জাতিয়া সমিতি ২৮শে ডিসেম্বর সভাপতি মাননীয় খাঁ বাহাদুর কল্যাণজী যোরাজী ১৫নং লোয়ার চিৎপুররোড। (১১) জাতীয় শিক্ষাসমিতি ৩১শে ডিসেম্বর রামমোহন লাইব্রেরী সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (১২) থিয়জফিক্যাল সমিতি ২৭শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর সভাপতি শ্রীমতী আনি বেসান্ত কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউট। (১৩) সমগ্র ভারতের প্রেস সমিতি ২৯শে ডিসেম্বর সভাপতি মিঃ হর্ণিম্যান কংগ্রেস প্যাণ্ডাল। (১৪) সমগ্র ভারতের টেম্পারেন্স সমিতি ২৭শে ডিসেম্বর ৭৮নং অপার সার্কুলার রোড সভাপতি রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর (১৫) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন ২৭শে ডিসেম্বর (১৬) সমগ্র ভারতের নিষ্ঠাবান হিন্দু সম্মিলন। (১৭) বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি। (১৮) ভারতীয় মহিলা সমিতি। ৩০শে ডিসেম্বর। সভানেত্রী কুচবিহারের রাজমাতা। (১৯) সারদাচরণ স্মৃতি সভা ৩০শে ডিসেম্বর পাথুরিয়াঘাটা রমানাথ ঘোষের বাটী সভাপতি দিনাজপুরের মহারাজা। (২০) তিলি জাতির সম্মিলনী ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতা মাননীয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের বাটীতে—

৪। প্রচারের আবশ্যকতা।—সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাববর্ম্মা মহাশয় চট্টগ্রাম সারছটা জমিদারী কাছারী হইতে লিখিতেছেন :—

সম্পাদক মহাশয় মাদারীপুর মহকুমায় শ্রীনদী নাম্নী একটী গ্রাম আছে এখানে ১৫।১৬ ঘর কায়স্থ এবং ২ ঘর ব্রাহ্মণ আছেন। উক্ত গ্রামের কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণের সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহারা বলেন "আমরা পূর্ব্ব পুরুষের পদানুসরণ করিতেছি নিকটবর্ত্তী ইশিবপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহের অনেকেই উপবীতী মহাশয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র স্মৃতিরত্ন অথবা শ্রীযুক্ত ভাবমদাস ধরবর্ম্মা কাহাকে উক্ত গ্রামে প্রচার করিতে বলিবেন।

শ্রী নদী গ্রামের গুহ মহাশয়েরা কি জানেন না যে বর্ত্তমান রাজস্থানের অন্তর্ভুক্ত উদয়পুরের প্রাচীন নাম মিবার। উক্ত রাজ্যে শিলাদিত্য নামক জনৈক সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষী রাণী পুষ্পবতী গুহা মধ্যে যে বালক প্রসব করেন তাঁহারই নাম গুহ। ইহারা রাজস্থানের প্রধান ক্ষত্রিয় বংশ। আদিশূরের যজ্ঞে বিরাট গুহকে নির্দ্দেশ করিয়া ভট্টকবি বলিয়াছিলেন ইহারা অগ্নি কুলোদ্ভব এবং ইহারা বেদ বিদ শ্রীহর্ষের শিষ্য। মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে :—

ঘোষ বসু গুহ মিত্রা দত্তশ্চ আদি কুলীনাঃ।
মহাত্মৈস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশ সমুদ্ভবাঃ॥

অতএব গুহ মহাশয়দিগের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা অতীব কর্ত্তব্য উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দেব মহাশয় ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত তাঁহারা চিত্রগুপ্তদেবের সুচারু বংশোদ্ভব শ্রীগৌড়রাজা মুচুন্দদেবের বংশধর। অতএব তাঁহাদের সকলেরই উপনীত হওয়া প্রয়োজন। (ক)

৫। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা।—বিগত ৩০শে কার্ত্তিক শুক্রবার শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবসে ক দপুর অন্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামে ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মার বাটীতে উক্ত দেবতার নবম বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পূজান্তে কায়স্থপুরাণ পাঠ এবং অন্যান্য লোকদিগকে ভুরি ভোজন করা হইয়াছিল।

৬। বঙ্গীয় স্বাস্থ্যমন্দির সমিতি অধিবেশন—বিগত ২২শে পৌষ রবিবার শ্রদ্ধাস্পদ নাড়ীজ্ঞানী কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়ের ৭৮নং রাজবল্লভ ষ্ট্রীট ভবনে উক্ত সমিতির এক বিরাট অধিবেশন হয়। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় সভাপতি ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষবর্ম্মা কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ভাবসাগর তথা অধ্যাত্মী তথা শ্রীযামিনী হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব সাহিত্যসাগর মহাশয়গণ দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। এই সভায় নির্দ্ধারিত হয় আগামী বৈশাখ হইতে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। আমরা আশাকরি

(ক) কার্ত্তিকের ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সম্পাদক।

বঙ্গীয় "স্বাস্থ্যমন্দির" সমিতি দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি করিতে পারিবে।

৭। যশোহর জিলান্তর্গত পোঃ চৌগাছা গ্রাম মাধবপুর সাধারণ পুস্তকাগারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ দেবশর্ম্মা মহাশয় জনৈক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা প্রস্তুত একগাছি যজ্ঞোপবীত আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। বর্ত্তমানে তাহা আমি ব্যবহার করিতেছি। প্রত্যেক পৈতা বাণ্ডিলের মূল্য ৩২৮ পয়সা, উহাতে জিনগাছী হইবে। আমরা কায়স্থ মহোদয়গণকে উক্ত পৈতা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

৮। ফরিদপুর প্রচার সমিতির আবশ্যকের হিসাব।—বিগত কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত তহবিল— ৫৫৮৵

শ্রীযুক্ত	হিরণ্যকুমার বড়ুয়া সাং জটাবীথাট দরং আসাম		২৲
"	মধুসূদন গুহবর্ম্মা সাং দোলকুণ্ডী ...		২৲
"	যোগেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা, আটাবীঘাট		১৲
"	উপেন্দ্র ইন্দুভূষণ সরকার,	ঐ	১৲
"	বি রায়	ঐ	১৲
"	দুর্গারাম দাস	ঐ	১৲
"	পি চৌধুরী	ঐ	১৲
"	যোগেশচন্দ্র দাস	ঐ	১৲
"	টি দাস	ঐ	১৲
"	বিশ্বনাথ দত্ত	ঐ	১৲
"	রাজেন্দ্রনারায়ণ কোঁয়ার	ঐ	।০
"	ভোলানাথ কোঁয়ার	ঐ	।০
"	বিনোদবিহারী রায়	ঐ	।০
"	দধিরাম দাস	ঐ	।০
"	নিধিরাম ঠাকুরিয়া	ঐ	।০
"	মঙ্গলাল দাস	ঐ	।০
"	বিশ্বনাথ দত্ত	ঐ	।০
"	ঐ শর্ম্মা	ঐ	।০
"	কবীন্দ্রভূষণ বসু, বরুপাখুলি চা বাগান দরং আসাম		৫৲
"	জনৈক কায়স্থ		১৲

মোট টাকা— ৭৭৸৵

বাদ বার জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ পোষ্টেজ— ১৸৵

প্রচারকের বেতন জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৫৲ টাকা হিসাবে— ৩০৲

কমিশন— ।৴০

তহবিল— ৩২৲

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

৯। উক্ত প্রচার সমিতির সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন :—খালিয়া গ্রাম ফরিদপুর জিলা মধ্যে একটী সুশিক্ষিতা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণপল্লী হওয়ায় কায়স্থ সমাজ ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিকূলাচরণের পতিরোধ করিয়া কোন প্রকার উন্নতিকর কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারেন না। সুখের বিষয় খালিয়ার কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিলেও উক্ত স্থানের উদারচেতা ব্রাহ্মণ সমাজ কায়স্থদিগের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই বরং বিগত দুর্গাপূজা উপনীত কায়স্থ ভবনে ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণগৃহে কায়স্থগণ নিমন্ত্রিত হইয়া যাতায়াত করতঃ পূর্ব্ব প্রীতি বজায় রাখিয়াছিলেন। খালিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে উদারতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রশংসনীয় সর্ব্বত্র এই ব্যবহার অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১০। কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১১ই কার্ত্তিক প্রচার সমিতির স্বেচ্ছা প্রচারক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টায় খালিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ দাস মহাশয়ের বাটীতে উপনয়নক্ষেত্রে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন মজুমদার আচার্য্য শ্রীযুক্ত উগ্রকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী তন্ত্রধার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ আচার্য্য হোতা এবং শ্রীযুক্ত শ্রীধর চক্রবর্ত্তী উদ্গাতা নিযুক্ত হইয়া শ্রীযুক্ত মতিলাল মজুমদার মহাশয়ের পরিশ্রমে নিম্নলিখিত ১১ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস, ২। কামিনীকুমার দাস, ৩। রজনীকান্ত দাস, ৪। বিষ্ণুচরণ নাগ, ৫। যোগেশচন্দ্র নাগ, ৬। বিশ্বেশ্বর সেন, ৭। চাঁদমোহন দাস, ৮। যাদবচন্দ্র নন্দী সাং খালিয়া, ৯। দ্বারকানাথ রায়, ১০। অবিনাশচন্দ্র তপাদার সাং গঙ্গারামপুর ১১। সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ সাং বগাইল।

সম্পাদক

১১। আমরা অতীব দুঃখিতহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে ভারত মাতার কৃতি পুত্র এবং কায়স্থ সমাজের স্তম্ভস্বরূপ সাধু চন্দ্রমাধব ঘোষ বিগত ৬ই মাঘ শনিবার রাত্রে ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, জরাজনিত দৌর্ব্বল্যই তাঁহার মৃত্যুর প্রধান কারণ; তাঁহার জীবনী মাঘ সংখ্যা প্রতিভায় পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

সম্পাদক

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম খণ্ড। মাঘ ১৩২৪ সাল। ১০ম সংখ্যা।

রাসলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, প্রতিভা ১৩২২ সনের শ্রাবণ সংখ্যা ১৫০ পৃষ্ঠা হইতে)

আমি পূর্ব্বেই উক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছি পরম ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিত যৎকালে মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেবের মুখে ভাগবত শ্রবণ করিতেছিলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন প্রভো! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ গোপিদিগের সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ করিয়াও কিরূপে তাহাদিগকে লইয়া রাসলীলায় পরদারাভিমর্ষণ রূপ নিন্দিত কার্য্য করিলেন? আপনি আমাদিগের এই সন্দেহ নিবারণ করুন (ভাগবত ৩৩ অধ্যায় ২৬,২৭ ২৮ শ্লোক) এই প্রশ্ন পরীক্ষিতের সভাস্থিত ব্যক্তিগণের সন্দেহ অপনয়ন করণার্থে মহারাজ পরীক্ষিত নিজেই করিয়াছিলেন। ফলতঃ মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় পরম বৈষ্ণবের এই বিষয় কোন সন্দেহ ছিল না, অপিচ সে শুকদেব কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তনে শ্রেষ্ঠ এবং যাহার স্ত্রী পুংভেদ জ্ঞান ছিল না তাঁহার মুখ হইতে কখনও দোষাবহ কথা বহির্গত হইতে পারে না তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে:—

"বদরিকাশ্রমে মহান্তপশ্চরণাৎ ভগবান বাদরায়ণঃ বেদব্যাসঃ হৃষ্টতপাঃ শ্রীকৃষ্ণো-

পাসন লক্ষণমেব সর্ব্বজ্ঞস্য তস্য পরমোত্তমে তস্মিন্নেব ব্যবসায়ৌচিত্যাৎ তস্য তাদৃশ তপঃ ফলরূপঃ পুত্রইতি সর্ব্বজ্ঞত্ব শ্রীভগবৎ প্রেম রসময়ত্বাদিকং তত্রাধিকং যদ্যপি স্ফুরতি তথাপি তন্নাম নিরুক্তেৰ্ম্মাহাত্ম্য পর্য্যবসানমত্রৈবে জ্ঞাতং ততস্তাদৃশ ভক্তৈ্যৈবৈতৎ শ্রোতব্য মিতি ব্যঞ্জিতং।" শ্রীমজ্জীব গোস্বামী কৃত বৈষ্ণবতোষণী। অর্থাৎ রাসধ্যায়ের প্রথমেই "শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ" শব্দ প্রয়োগ আছে। তাহাতে তোষণীকার অর্থ করিয়াছেন যে এই শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে ভগবান্ বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে অবস্থান করিয়া পুত্র কামনায় শ্রীকৃষ্ণের উপাসনারূপ যে মহাতপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে কারণ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পুরুষোত্তম ব্যাসদেবও সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ। শুকদেব সেই তপস্যার ফল স্বরূপ। সেই শুকদেব যদিও সর্ব্বজ্ঞত্ব ও শ্রীভগবৎ প্রেমরস ময়ত্বাদি ভক্তোচিত নানাবিধ গুণে অধিক মাত্রায় স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে তথাপি বাদরায়ণি নামের ব্যুৎপত্তি হেতু এই রাসলীলাতেই তাঁহার মাহাত্ম্যের পর্য্যবসান হইয়াছে। অতএব তাঁহার ন্যায় ভক্তি পরায়ণ ভক্তগণই এই রাসলীলা শ্রবণ করিবেন ইহাই ব্যঞ্জিত হইল।

শ্রীরাসধ্যায়ের প্রথমে কোন কোন পুস্তকে "শ্রীশুক উবাচ" শব্দ প্রয়োগ আছে তাহাতে শ্রীধনপতি সূরি তৎকৃত গূঢ়ার্থ দীপিকায় করিয়াছেন :—
"শ্রীশুক উবাচ" ইত্যনেন কোমলালাপবচ্ছুকোক্তিঃ এবমিদং ভাগবতং কোমল চিত্তৈরেব শ্রোতব্যং চিত্তাকর্ষকঞ্চ তত্রাপি রাস ক্রীড়োৎসব বর্ণনং সর্ব্বস্যাপি শ্রীমদ্ভাগবতস্য সারভূত মিতি ধ্বনিতং পরমহংস শিরোমণিনা শ্রীশুকেন পরম প্রেম্না বর্ণিতোঽয়ং রাস ক্রীড়োৎসবঃ অতঃ পরমহংসৈরপ্যাদরেণ শ্রোতব্য ইত্যপি সূচিতং। শ্রীশুক কহিলেন "এই শব্দের তাৎপর্য্য যে শুকপক্ষী যেরূপ কোমল আলাপ করিয়া থাকে শুকদেবের কথাও তদ্রূপ কোমল; তজ্জন্য এই রাসলীলোৎসব যাহা সমুদয় শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে সারভূত ও গূঢ় হইতেও গূঢ়তম এজন্য চিত্তাকর্ষক তাহা পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব পরম প্রেম সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং তাহা পরমহংসগণই আদরে শ্রবণ করিবেন ইহাই সূচিত হইল। এই রাসলীলা প্রাকৃত কামাতুর অসজ্জনের পক্ষে শ্রবণ নিষিদ্ধ কারণ এই লীলা অপ্রাকৃত প্রেমময়ী, ইহাতে প্রাকৃত রসের ন্যায় বর্ণনা আছে বলিয়া সহসা অসদ্ভাবের উদয় হইতে পারে। আরও গোপাঙ্গনাগণ নিজের

সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ভজনা করেন নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিতেন।

আত্ম সুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সঙ্কেত বিহার॥
শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

যদি তাঁহারা নিজের সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিতেন তাহা হইলে তাঁহারা কখনও বলিতেন না

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ,
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।
শ্রীভাগবতে ১০।৩১।১৯

অর্থাৎ—পরিশেষে গোপাঙ্গনাগণ প্রেমধর্ষিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল চরণপদ্ম আমরা আমাদের কঠিন স্তনের উপরে সম্মর্দ্দন আশঙ্কায় ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি। তুমি সেই চরণ দ্বারা এক্ষণে রাত্রিতে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ তাহাতে কি তোমার চরণ-কমল সূক্ষ্ম পাষাণাদি (কাঁকর) দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? এই সকল চিন্তা করিয়া আমাদের মতি অতিশয় বিমোহিত হইতেছে কারণ তুমিই আমাদের জীবন।

গোপাঙ্গনাগণের এই উক্তির অন্য কোন কারণ নাই কেবল প্রেম। নরলোকে যাহাকে কাম বলে, গোপাঙ্গনাগণের তাহাই প্রেম নামে কথিত হইয়া থাকে।

প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥
গৌতমীয় তন্ত্রে।

অর্থাৎ—গোপরমণীগণের শুদ্ধ প্রেমকেই কাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণ ঐ কামবাঞ্ছা করিয়া থাকেন। প্রেমের লক্ষণ যথাঃ—

বায়ুপুরাণ অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া সর্ব্বজন স্বীকৃত। খ্রীষ্ট সপ্তম শতাব্দীতে মহাকবি বাণভট্ট তদীয় বিশ্ববিখ্যাত কথাগ্রন্থে "কাদম্বরী" তে এই বায়ুপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ইত্যাদি হইতে শ্লোক সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে :—

"শ্রূয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধা ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ। (ক)
বিশ্বামিত্র নরপতির্মান্ধাতা সঙ্কৃতিঃকপিঃ। ১৫॥

অর্থাৎ—তপঃসিদ্ধ বহু ক্ষাত্রোপেতা ব্রাহ্মণের কথা শুনিতে পাওয়া যায় যথা বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সঙ্কৃতি, কপি ইত্যাদি, ইহা ব্যতীত আরও বহু ক্ষত্রিয় নরপতি ছিলেন যাহারা তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন এবং তাহারা অনেক সম্মানিত ব্রাহ্মণবংশের প্রতিষ্ঠাতা। উল্লিখিত বিশ্বামিত্র নরপতি ব্যতীত নিম্নলিখিত বহু ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজ তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন যথা কাব, পুরুকুৎস, সত্য, দিবোদাস, অনুহবান্, ঋথ, আষ্টিসেন, অজমীঢ়, মুদ্গল, কক্ষীব, সিঞ্জয়, রথীতর, রুন্দ, বৃহদশ্ব ইত্যাদি। পুরাণ এই সকল ক্ষাত্রোপেতা ব্রাহ্মণের নাম দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশের নরপতিগণের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহাদিগের নাম ও বংশাবলী বিশেষ করিয়া বিবৃত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র হইতে বহু গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সুবিখ্যাত ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্য, জগৎপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনী প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ বংশ ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হইতে উদ্ভূত। বেদমাতা সাবিত্রী গায়ত্রিমন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁহার পুত্র মধুচ্ছন্দা ও কৃতকপুত্র শুনঃসেফকে পরিত্যাগ করিলে বেদের মন্ত্রভাগ যেরূপ বিকল হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যকে পরিত্যাগ করিলে বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণভাগ এবং ঔপনিষদিক অংশ নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী না থাকিলে সংস্কৃত ভাষাই মেরুদণ্ড হীন হইয়া পড়ে। এই বিখ্যাত বিশ্বামিত্র যেমন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতিদিগের প্রতিষ্ঠাতা তেমনই তিনি ভারতের সুপ্রসিদ্ধ কৌশিক গোত্রজ ব্রাহ্মণ সমুহের জন্মদাতা।

২। উক্ত সমস্ত বিবরণ আমরা ভারতীভূষণ মহাশয়ের উল্লিখিত "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। ক্ষত্রিয়রাজা পুরুরবা উর্ব্বশীর সহিত

(ক) ক্ষত্র+উপেতা—ক্ষাত্রোপেতা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতে উদ্ভব। সম্পাদক

মিলন এবং তদ্‌গর্ভজাত পুত্রগণের বিবরণ পাঠকগণ বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশ সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে দেখিবেন। উক্ত বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে রাজর্ষি পুরুরবার ৬পুত্র তন্মধ্যে অমাবসুর ভীমনামে পুত্র ছিল তাহার পুত্র জহ্নু, ইনি ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। ইহার যজ্ঞবাটী গঙ্গাজলে প্লাবিত দেখিয়া ক্রোধ সংরক্তনয়নে পরম সমাধিবলে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সমারোপণ পূর্ব্বক সমুদয় গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। তখন দেবর্ষিগণ তাহাকে প্রসন্ন করতঃ গঙ্গাকে তাহার দুহিতা স্বরূপে স্বীকার করা হয়। সেই হইতে গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী। এই জহ্নুবংশে কুশাশ্বের জন্ম হয়। তাহার গাধি নামক এক পুত্র ছিল। গাধিরাজের সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা হয় অনিন্তর যথাসময়ে সত্যবতী যমদগ্নিকে প্রসব করেন। ইনি ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব রেণু নামক রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিলে। তাহার বংশে ক্ষত্রিয়বংশ উচ্ছেদকারী পরশুরামের জন্ম হয়। সত্যবতীর মাতার গর্ভে গাধিরাজের ঔরষে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। পুরুরবার পুত্র আয়ু তাহার নহুষাদি ৬ পুত্র ছিল। উক্ত বংশে অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ধন্বন্তরীর জন্ম হয়। পূর্ব্বজন্মে ভগবান নারায়ণ ইহাকে বরপ্রদান করেন যে তুমি কাশীরাজ গোত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত আয়ুর্ব্বেদকে ৮ ভাগে বিভক্ত করিবে।

৩। বিষ্ণুপুরাণের এই সকল বংশাবলীর বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়বংশ একই সময়ে একবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবান ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি অত্রির ৬ষ্ঠ উত্তর পুরুষে মহারাজাধিরাজ যযাতি জন্মগ্রহণ করেন। নহুষের যে ৬টী পুত্র হয় তন্মধ্যে যযাতি অন্যতম। উক্ত যযাতি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এবং দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা রাজার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। যযাতির ৬ পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদু এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু। এই উভয় রাজার বংশ ক্ষত্রিয় সমাজে বরণীয়। সম্রাট পুরুর বিংশোত্তর পুরুষে প্রতাপশালী অজমীঢ় ভারত-সিংহাসন অধিকার করেন তাঁহার তিন বিবাহ, প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের অষ্টম পুরুষে মুদ্গল দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। ইনি বেদমন্ত্র দ্রষ্টা ও কায়স্থ গোত্র প্রবর্ত্তক। ইনি অনার্য্যদিগকে পরাস্ত করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার করেন। ইহার পুত্র বৃদ্ধশ্ব তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার পৌত্র

দর্শযোগে সিদ্ধকাম দিবোদাস নাম প্রাপ্ত হন। মহাবাহু অজমীঢ়ের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নবম পুরুষে পুণ্যশ্লোক উপরিচর বসু জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাবাহু কুরু ইঁহার অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহ তন্নামে কুল প্রবর্ত্তিত না হইয়া অধ্যাত্ম প্রাণে সিদ্ধকাম বসুর নামে কুল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইনি চৈদ্য বসু নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান কায়স্থ বসুবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। বসু বংশ হইতে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বংশের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার প্রমাণ মহাভারতের ৬৩ অধ্যায় হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি :—

রাজোপরিচরো-নাম ধর্ম্মনিত্যো মহীপতিঃ।
বভুব মৃগয়াং গন্তুং সদা কিল ধৃতব্রতঃ॥ ১।
স চেদিবিষয়ং রম্যং বসুঃ পৌরবনন্দনঃ।
ইন্দ্রোপদেশাজ্জগ্রাহ রমণীয়ং মহীপতিঃ॥ ২।
সর্ব্বে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মস্থাঃ সদা চেদিষু মানদ।
নতেহস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু যদ্ভবেৎ॥ ১২
দৈবোপভোগ্যং দিব্যং ত্বামাকাশে স্ফাটিকং মহৎ।
আকাশ গং ত্বাং মদ্দত্তং বিমানমুপপৎস্যতে॥ ১৩
অভ্যদ্রবচ্চ তং সদ্যো দৃষ্ট্বৈবামিষশঙ্কয়া।
তুণ্ড যুদ্ধমথাকাশে তাবুভৌ সম্প্রচক্রতুঃ॥ ৫৭
যুধ্যতোরপতদ্রেতস্তচ্চাপি যমুনাম্ভসি।
তত্রাদ্রিকেতি বিখ্যাতা ব্রহ্মশাপাদ্বরাপ্সরাঃ॥ ৫৮
মীনভাবমনুপ্রাপ্তা বভুব যমুনাচরী।
শ্যেনপাদ পরিভ্রষ্টং তদ্বীর্য্যমথ বাসবম্॥ ৫৯
জগ্রাহ তরসোপেত্য সাদ্রিকা মৎস্যরূপিণী।
কদাচিদপি মৎসীং তাং ববন্ধুর্মৎস্যজীবিনঃ॥ ৬০
মাসে চ দশমে প্রাপ্তে তদা ভরতসত্তম।
উজ্জহ্রুরুদরাৎ তস্যাঃ স্ত্রীং পুমাংসঞ্চ মানুষম্॥ ৬১

৫। উক্ত মহাভারতীয় নয়টী শ্লোকের ভাবার্থ :—

উপরিচর বসু নামে ধর্ম্মনিষ্ঠ এক মহীপতি ছিলেন। মৃগয়া গমনে তাঁহার

অতিশয় অনুরাগ ছিল। ১। সেই পৌরব-নন্দন বসু নৃপতি দেবরাজ ইন্দ্রের উপদেশে রমণীয় চেদীদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ২। হে মানদ! এই চেদী দেশে সর্ব্বদা সকল বর্ণই স্বধর্ম্মে নিরত ছিল, ত্রিলোকের মধ্যে যাহা যাহা সংঘটিত হয় তাহা তোমার কিছুই অবিদিত নাই। ১২। আমি তোমাকে দেবোপভোগ্য আকাশ গামী দিব্য স্ফটিকময় মহৎ বিমান (zepplin) প্রদান করিতেছি। ১৩। সেই রাজা একদা বসন্তকালে মৃগয়ার্থে গমন করিলে তদীয় ঋতুস্নাতা মহিষী স্মরণ পড়িলে তাহার রেতঃ স্খলন হয়। রাজা ঐ বীর্য্য শ্যেন পক্ষী মুখে নিজ গৃহে পাঠাইবার সময় উহা যমুনা জলে নিপতিত হয়। অদ্রিকা নাম্নী এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া ঐ জলে ছিল। বসু নৃপতির বীর্য্য মৎস্যরূপিণী (ধীবরপত্নী) কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ৫৭।৫৮।৫৯।৬০

হে ভারত সত্তম! তাহার পর দশম মাসে উক্ত ধীবর পত্নী একটী পুত্র ও কন্যা যুগল সন্তান প্রসব করেন। ৬১

৬। উক্ত কন্যা মৎস্য গন্ধার গর্ভে পরাশর ঋষির ঔরষে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বসু নৃপতির দৌহিত্র। তাঁহার পুত্র মহাতপা শুকদেব চির কৌমার্য্যধারী এবং ভাগবত গ্রন্থের বক্তা। দ্বৈপায়ন দেখিলেন যে যুগে যুগে ধর্ম্মের একপাদ করিয়া হ্রাস হইতেছে এবং যুগ প্রভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। তখন তিনি বেদরক্ষার নিমিত্ত তদীয় শিষ্য সুমন্ত জৈমিনি পৈল ও বৈশম্পায়ন দ্বারা বেদকে সাম, ঋক্‌, যজুঃ, অথর্ব্ব, চারিটী ভাগে বিভক্ত করিলেন। অনন্তর শান্তনু রাজা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। উক্ত শান্তনুর ঔরষে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য ২টী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদ সম্রাট পদে অভিষিক্ত হওয়ায় গন্ধর্ব্বরাজের সহিত যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদনন্তর বিচিত্রবীর্য্য সম্রাট হন। ভীষ্মদেব কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকা হরণ করিয়া আনিলে বিচিত্রবীর্য্য উহাদিগকে বিবাহ করেন। তাহার পর যক্ষ্মারোগে বিচিত্রের মৃত্যু হইলে বংশনাশ সম্ভাবনা দেখিয়া সত্যবতী বিচিত্রের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিতে মহামতী ব্যাসকে নিযুক্ত করেন। অম্বিকার গর্ভে ব্যাসের ঔরষে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। এইরূপে বসু নৃপতির বংশে এক দিকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণ বংশ এবং অপর দিকে ক্ষত্রিয়বংশ কুরু-পাণ্ডব বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল।

২

৭। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে মহাভারতের আদিপর্ব্বে যে উপরিচর বসুর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে সেই বংশ হইতেই যে কায়স্থ বসু বংশের উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে আদিশূরের সময় যখন পঞ্চ ক্ষত্রিয়ের পরিচয় দেওয়া হয় তখন ভট্টকবি ব্রাহ্মণগণের পরিচয় দিবার পরে পঞ্চ ক্ষত্রিয়ের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তন্মধ্যে কায়স্থ বসু বংশের আদিপুরুষ দশরথ বসুর পরিচয়ে বলা হইয়াছিল :— (মিশ্রকারিকা দ্রষ্টব্য)

"বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসু তুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবৈঃ নিয়তং তেজস্বিনো ভবন্তু ॥ ১
দশরথোবিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃকুলে।
স চ চৈতন্যকুলাম্বুজ সূর্য্যসমঃ গৌতমগোত্রজঃ শ্রীদক্ষিণ ঘোষ মহাত্মা।

মহাভারতেও উক্ত, ৬৩অধ্যায় নানাস্থানে উপরিচর বসুকে "বসুশ্চে দশরথোনৃপঃ বলা হইয়াছে। অত্রাবস্থায় সুধী পাঠকগণ দেখিবেন যে মহাভারতীয় বসু এবং আদিশূরের সভায় সমাগত বসু একবংশ সম্ভূত। ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ক্রমশঃ

সম্পাদক।

সীতারাম স্মৃতি।

যশোহর জিলান্তর্গত মাগুরা মহকুমাস্থিত মহম্মদপুরের স্বর্গীয় রাজা সীতারাম রায়ের নাম, গুণ এবং কীর্ত্তি বহুদিন হইতে শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। আমরা স্বচক্ষে তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ যাহা এইক্ষণ দেখিতেছি তাহা আরও শত শত বর্ষ বর্ত্তমান থাকিবে। সীতারাম রায়ের বাটীর চারিদিকে জলপূর্ণ গড়, রামসাগর নামক অতি বিস্তীর্ণ জলাশয়, সুখসাগর নামক জলাশয়ের মধ্যস্থ বিশ্রামাগার, কানাই নগর নামক স্থানে কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রার মন্দির ঠাকুর বাটী,

লক্ষ্মীনারায়ণের বাটী, দুর্গা বাড়ী, অষ্টকোণ দোলমন্দির, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমানের মূর্ত্তি স্থাপিত ঠাকুর বাটী এই প্রকার বহু দেব দেবীর মন্দির দ্বারা সমাচ্ছন্ন স্থান সকল এখনও বর্ত্তমান আছে। একখানা অতি উচ্চ রথ অদ্যাপি মহম্মদপুরে আছে। উক্ত রথ উপলক্ষে মহাসমারোহে কয়েকদিন একটী মেলা হইয়া থাকে।

আর কয়েক বৎসর হইল মাগুরা মহকুমার উকিল ও রাজ কর্ম্মচারিগণ মিলিত হইয়া সীতারাম উৎসব নামক একটী মহামেলার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৎসর রথ যাত্রার সময় এই মেলা হয়। মহম্মদপুর রাজ্যের সৈনিক বিভাগের প্রধান সেনাপতি স্বনাম খ্যাত মৃণ্ময় ঘোষের (মেনাহাতীর) স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটী বেদী অদ্যাপি তথায় দৃষ্ট হয়। তাঁহার বংশধরগণ মহম্মদপুরের দক্ষিণদিকে প্রায় ৪ মাইল দূরে রায় গ্রামে বাস করিতেছেন; কায়স্থ কুলতিলক স্বর্গীয় ডাক্তার সীতানাথ ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। উক্ত মৃণ্ময় ঘোষের ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত জোড় বাঙ্গলা নামক গৃহ অদ্যাপি নবগঙ্গা নদীর তীরে বর্ত্তমান আছে। সীতারাম রায়ের জ্ঞাতি ও বংশধরগণ উক্ত নবগঙ্গার পারে কুড়ুলিয়া নামক গ্রামে এখনও বাস করিতেছেন। সন্নিকটবর্ত্তী চালিতাতলা নামক গ্রামের তাঁতি, কুড়ুলিয়া গ্রামের কুম্ভকার ও চণ্ডীবরপুর গ্রামের কর্ম্মকার প্রভৃতি বহু জাতীয় লোক সীতারাম রাজার অধিবাসী বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। যখন মহম্মদপুর রাজ্যে শ্রীবৃদ্ধি ছিল তখন কালীগঙ্গা নামক একটী নদী মহম্মদপুরের নিম্নে শত্রুজয়ারি নামক গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত। ঐ নদীর শুষ্ক খাদ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শত্রুজয়ারি গ্রাম মহম্মদপুর হইতে ২ ক্রোশ ব্যবধান। এই স্থানে রাজা বহু শত্রু পরাজয় করেন। যখন মুসলমান নবাব কর্ত্তৃক সীতারাম পরাজিত হন তখন মহম্মদপুরের হিন্দু অধিবাসীগণ নৌকা যোগে [illegible] কালীগঙ্গা নদী দিয়া বহু দূরে জঙ্গলপূর্ণ বিলের ধারে আসিয়া বসবাস করেন। কেবল ২।৩ ঘর ব্রাহ্মণ এখনও ঐ গ্রামে আছেন। নিকটবর্ত্তী ৫০ খানি গ্রামে সমস্তই মুসলমানগণ বসবাস করিতেছেন।

নবগঙ্গা নদীর ধারে কালাচাঁদপুর নামক গ্রামে রাজা সীতারামের একটী কাছারী বাটী ছিল। এখনও কালাচাঁদপুরের ২টী মন্দির ও রাজাপুরের খেওয়া ঘাটের সম্মুখে সেই কাছারী বাটীর ভগ্নাবশেষ চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। কালাচাঁদপুরের

এক ক্রোশ দূরে বাগডাঙ্গা নামক গ্রামে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে চারিদিকে জলাশয় বেষ্টিত ভূগর্ভস্থিত একটী সেনা নিবাসের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহাকেই লোকে রাজার পাতালভেদী বাটী বলিয়া থাকে। শুনা যায় ঐ স্থানে কতকগুলি সৈন্য নবগঙ্গার জলপথ রক্ষার জন্য রক্ষিত হইত। কালাচাঁদপুরের মধ্যে বারুইপাড়া নামক স্থানে রঘো ও রামা নামক ২জন বিখ্যাত ডাকাত ছিল। তাহাদের অনেক কুকীর্ত্তি শুনা যায়; ঐ ২জন ডাকাতকে শাসন করিতে মহারাজা বিব্রত হইয়া তাঁহাকে বাগডাঙ্গা দুর্গে আশ্রয় লইতে হইত। ঐ রঘু ও রামা ডাকাতি করিয়া এত নাম করিয়াছিল যে তাহাদের নাম শুনিলেই মনে আতঙ্ক হইত। ইহাদের বংশধরগণ এখনও বারুইপাড়ায় বিশ্বাস নামে অভিহিত। ইহারা দাক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিল অর্থবলে সমাজে তাহারা যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সীতারামের বংশধরগণ অদ্যাপি নবগঙ্গার ধারে কুড়লিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। উক্ত গ্রাম নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে মৃত কাশীনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যা নারায়ণী দেবীর একখানি বাটী ও জমা জমি শক্রহাজারী গ্রামে ছিল। সেই সকল জমি বর্ত্তমানে অনেক লোকে নিষ্করে ভোগ করে। তত্রস্থ একজন অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট অবগত হইলাম যে তিনি উক্ত নারায়ণী দেবীর ভ্রাতা ত্রিলোচন বিশ্বাসকে দেখিয়াছেন।

এই ত্রিলোচন কুড়লিয়াতে বসবাস করিতেন। বিগত ১৩২৩ আষাঢ় মাসে মৃত প্রিয়নাথ বিশ্বাসের মাতার নিকট অবগত হইলাম যে উক্ত নারায়ণী দেবী তাহার ননদ ছিলেন। মৃত জগচ্চাদ বিশ্বাস তাহার শ্বশুরের পিতামহ। তাঁহার শ্বশুরের নাম ছিল ৺কাশীনাথ বিশ্বাস। কাশীনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল রবিলোচন বিশ্বাস। কাশীনাথের পুত্র ত্রিলোচন বিশ্বাস। ত্রিলোচনের দুই পুত্র প্রিয়নাথ এবং ক্ষীরোদচন্দ্র। প্রিয়নাথ নিজের প্রতিভা বলে বি, এ পাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীন চাকরী পাইয়াছিলেন কিন্তু অল্প বয়সে পরলোকে গমন করেন। ক্ষিরোদচন্দ্র বিশ্বাস এখনও জীবিত আছেন। ইঁহারাই সীতারাম রায়ের বর্ত্তমান বংশধর। বর্ত্তমান সময়ে কুড়লিয়া গ্রামে জনৈক বৈদ্য এম, এ আছেন। তাঁহার সহিত ক্ষীরোদ বাবুর বড় সদ্ভাব আছে। গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কুম্ভকার, নাপিত, ধোপা ও মুসলমান

সর্ব্বশ্রেণীর লোক বাস করে। ইহাদের মধ্যে সখ্যতা নাই কেবল বিবাদ মোকর্দ্দমা ও দলাদলি। উক্ত গ্রামের অনেকেই মূর্খ ছিল, মহিলাগণ লেখাপড়া জানিতেন না। মূর্খ অভিভাবকদিগের মানিয়া চলিত। এইক্ষণ বিনাবেতনে স্কুল বসাইয়া ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করিতেছেন। তাহাতে ফল ভাল হইতেছে না। সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ক্ষীরোদ বাবুকে ঘৃণা করে কিন্তু রাজকর্ম্মচারীগণ রাজা, জমিদার সকলি তাহাকে মান্য করেন এবং ভালবাসেন। ক্ষীরোদবাবু এই গ্রামের মালেক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ প্রফেসর তাহাকে এবং শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দত্তকে লইয়া একটী কমিটী গঠন পূর্ব্বক গ্রামের পথ ঘাট বিনা-বেতনে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি করিতেছেন।

নড়াইলের স্বনামধন্য মাননীয় শ্রীযুক্তভবেন্দ্রচন্দ্র রায় জমিদার মহাশয় দীঘাপতিয়ার রাজকুমার ও মাননীয় শ্রীযুক্ত সুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী মহাত্মাগণ এই গ্রামের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কুড়লিয়া বিশ্বাস পরিবারের বিবরণ যাহা আমি জানিতাম তাহা লিখিলাম প্রতিভায় স্থান দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। সীতারাম রায় সম্বন্ধে অন্য কোন সংবাদ যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি আমার নামে পত্র খুলনা জেলান্তর্গত দৌলতপুর হিন্দু কলেজের ছাত্র শ্রীমান দীনবন্ধু কুরীকে লিখিলে আমি পাইব ইতি—

শ্রীযজ্ঞেশ্বর দেববর্ম্মা।

শর্ম্মিষ্ঠার অদৃষ্ট।

দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার নন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা। শর্ম্মিষ্ঠা জনকের আদরিণী-আত্মীয়বর্গের নয়নরঞ্জিনী। সদা হৃষ্টচিত্তা, সঙ্গিনীগণ সহ ক্রীড়াকৌতুকে নিরতা। বিষাদ কাহাকে বলে জানে না—কাপট্যের ধার ধারে না সখীবৃন্দের অবস্থা পার্থক্য বিচার করে না। সকলকে লইয়া আনন্দ সাগরে সাঁতার কাটিতেই ভালবাসে শুক্রাচার্য্য দৈত্যরাজের কূটরাজনৈতিক মন্ত্রী ও গুরু। দৈত্যরাজের দক্ষিণ

হৃৎ বা হৃদপিণ্ড বলিলেও বলা যায়। শুক্রাচার্য্যের প্রভাব প্রতিপত্তির দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা এতটা অধীন যে উঠিতে বলিলে উঠেন—বসিতে বলিলে বসিয়া পড়েন—বহু শক্তিপুঞ্জের প্রভু হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়াও সম্যকরূপে শুক্রাচার্য্যের করতলগত—তিনি ভৃত্য শুক্রাচার্য্যই প্রভু। সেই কারণে সর্ব্বময় প্রভু শুক্রাচার্য্যের একমাত্র দুহিতা দেবযানী। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার সখিগণের মধ্যে অন্যতমা একদা রাজতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা সখিগণ সমভিব্যাহারে রাজধানীর কিঞ্চিৎ দূরে কানন মধ্যস্থিত এক সরোবরে জল বিহার করিতেছিলেন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব পরিধেয় বসন তীরে রাখিয়া বিবস্ত্রা হইয়া জলে অবতরণ করিয়াছিলেন। কেহ সাঁতার কাটিতেছে, কেহ ডুবিয়া ডুবিয়া হঠাৎ ভাসিয়া উঠিতেছে কেহ ভাসিয়া স্থির হইয়া কিছুক্ষণ এক স্থানে রহিয়াছে—কেহ কেহবা কত ডুব দিতে পারে পরীক্ষা করিতেছে—কেহ কেহবা নীরবে নীরবে ডুব দিয়া অন্যকে হাত ধরিয়া টানিতেছে-কখনও বা প্রতিযোগিতায় সাঁতার কাটিয়া একজন অপর সকলকে পরাস্ত করিতেছে—কোন সময় বা দুই দল হইয়া জল ছিটাছিটি করিয়া এক দল অন্য দলকে স্থানচ্যুত করিতেছে! এইরূপ নানাবিধ সুখময় জলক্রীড়ায় তাহারা স্বর্গীয় সুখানুভব করিতেছিল। অকস্মাৎ প্রচণ্ড বাতাসে তাহাদের পরিধেয় বসনগুলি উড়াইয়া লইয়া তীরের কিছু অন্তরে মিশাইয়া ফেলিল। তাহাদের বস্ত্র বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে দেখিতে পাইয়া তাহারা তাড়াতাড়ি সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বসন সন্ধানে গেল। এবং যে যেখানে পাইল সেইখানেই পরিধান করিয়া আশু লজ্জা নিবারণ করিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আপন বসন বাছিয়া লইতে সময় না পাইয়া শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর পরিধেয় বসনখানা পরিয়া ফেলিলেন। আর যায় কোথায়! আহত ফণিনীর মত শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব জাগ্রত হইয়া উঠিল! ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে দেবযানী কহিলেন—"এতদূর স্পর্দ্ধা! বামন হইয়া চাঁদে হাত?" আপনার ওজন না বুঝিয়া তুই কোন্ সাহসে আমার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিলি? তুই কি আমাকে তোর সমকক্ষা মনে করিস্? তোর এ ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়।" শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর বাক্য শ্রবণে নীরব থাকিতে পারিলেন না। রাজকন্যা হইয়া কাহারও তিরস্কার সহ্য করা তাঁহার স্বভাব ছিল না—সেভাবে অভ্যস্তও হন নাই। বিশেষ যে রূপ রূঢ় ও অহঙ্কারসূচক ভাষায় দেবযানী ভর্ৎসনা

করিলেন তাহা সহ্য করা আবশ্যক মনে করিলেন না। তিনি বলিলেন—"বটে, আমার স্পর্দ্ধা! আমি তোর কাপড় পরায় তোর গৌরব হানি হইয়াছে বুঝি? তা হবেই, তোর পিতা আমার পিতার অন্নদাস—তুই তাহার কন্যা! বড় সম্মানিতা তুই! আমার পিতার গৌরব কত তা জানিস্ তোর পিতা আমার পিতার নিম্নাসনে উপবেশন করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ পালন করে—তুই তাহারই কন্যা হইয়া আমার সঙ্গে বড়াই করিস্; তোর গর্ব্বকে ধিক্!" কথায় কথা বাড়িয়া যায়—ঝগড়ার সময় মাত্রা ঠিক রাখা অনেকের পক্ষেই অসাধ্য; দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা উভয়ে কেহই কাহাকে বাক্যযন্ত্রণা দিতে ক্রটী করিলেন না—অবশেষে এত উত্তেজিত হইলেন যে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলেন—নিকটে জলশূন্য একটী কূপ ছিল, দেবযানী তাহার মধ্যে পতিত হইলেন। শর্ম্মিষ্ঠা অন্য সখিগণ সহ রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল। এই ঘটনাই রাজবালা শর্ম্মিষ্ঠার কৃষ্ণবর্ণ অদৃষ্টকে গড়িয়া তুলিল।

*

কূপ-পতিতা দেবযানীর অতঃপর ক্রন্দন শ্রবণে অদূরেস্থিত মহারাজা যযাতি তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন। দেবযানী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া জনক সমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। অপমান ভোগ করিয়া এ রাজ্যে বসতি করা অপেক্ষা বনবাসও সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ শুক্রাচার্য্যকে এইরূপ উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। শর্ম্মিষ্ঠার কৃত-কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য প্রথমতঃ পণ্ডিতের ন্যায় নীতিকথা আওড়াইয়া কন্যাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রতিহিংসার অবৈধতা প্রতিপন্ন করিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তনয়ার নানাবিধ উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যপতি সকাশে উপনীত হইলেন। দৈত্যরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন:— "তোমার রাজ্য উত্তরোত্তর পাপ পঙ্কিল হইতেছে— আমার প্রতিও অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছ—পূর্ব্ববৎ আমার প্রতি আর তেমন সম্মান বুদ্ধি নাই; তোমার এ পাপ রাজ্যে আমি আর ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিব না। তুমি সুখে রাজ্য করিতে

থাক।" গুরু শুক্রাচার্য্যের দেহে ক্রোধের পূর্ণ বিকাশ দর্শনে এবং রোষ জাত কঠোর বচন শ্রবণে বৃষপর্ব্বা স্তম্ভিত হইলেন তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিয়ৎকাল পরে সভয়ে গুরুকে এইরূপ ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানী ঘটিত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। ধীর ও মধুর বচনে শুক্রাচার্য্যকে কহিলেন :— গুরুদেব আপনার রোপিত তরুকে উন্মূলিত করিবার সঙ্কল্প কেন করিতেছেন? আপনার কোন্ আদেশ প্রতিপালনে এদাস অবহেলা করিয়াছে? শর্ম্মিষ্ঠার অপরাধের বিচার আপনিই করুন, আপনার আদেশ সে নত মস্তকে পালন করিবে। ক্রোধ পরবশ হইয়া আমাকে পরিহার করিয়া শত্রুর মুখ হাসাইবেন না।" শুক্রাচার্য্য দৈত্য-পতির বাক্যে শান্তভাব ধারণ করিলেন এবং বলিলেন, "যদি তোমার নন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা আমার কন্যা দেবযানীর আজীবন দাসী হইয়া কর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হয়; তবে তোমার আশ্রয় পরিত্যাগ করিব না।" এ নিদারুণ বাণী শুনিয়া দৈত্যরাজের অন্তরে যে কিরূপ শোচনীয় ভাব তরঙ্গের সৃষ্টি হইল তাহা মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণই বুঝিতে সক্ষম। মনের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিলেও কোন লাভের সম্ভাবনা নাই; গুরুর আদেশ প্রতিপালিত না হইলে রাজ্যের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কায় অধীর হইয়া, দৈত্য-রাজ মর্ম্মান্তিক দুঃখ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া স্বাভাবিক স্বরে গুরু শুক্রাচার্য্যের ইচ্ছার অনুমোদন করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজ সভায় আনয়ন করিয়া এ অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন :— যাও শর্ম্মিষ্ঠা নিজ দুঃশীলতার ফল ভোগ কর গে— মনে রাখিও রাজ-নন্দিনীও স্বীয় দুষ্কৃতির ফলভোগ না করিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। তুমি রাজ-নন্দিনী, রাজ-রাণী না হইয়া কিঙ্করীর জীবন লাভ করিলে; ইহাই তোমার অদৃষ্ট-লিপি।" শর্ম্মিষ্ঠা পিতৃ-বাক্যাবসানে নীরব নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সভাজন আশা করিতেছিলেন, শুক্রাচার্য্য আপন প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার করিয়া উদারতা দেখাইবেন— বালিকা সুলভ বুদ্ধি চাঞ্চল্যে অনুষ্ঠিত দুষ্কর্ম্মের জন্য নীতিজ্ঞপ্রধান শুক্রাচার্য্য একটী রাজকন্যার সর্ব্বনাশ সংসাধন করিবেন না, ভাগ্য-বিপর্য্যায় ঘটাইবেন না। বস্তুতঃ তাঁহাদের আশা বিফল হইল। রাজা ও রাজকন্যার মলিন বদন দর্শনেও শুক্রাচার্য্যের সঙ্কল্পচ্যুতি সংঘটন হইল না, সহানুভূতি তাহার হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া গেল, তিনি পাষাণের ন্যায়

পাষাণ হৃদয় লইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। সত্য সত্যই শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর কিঙ্করী হইতে হইল। তখন দেবযানী গর্ব্বোন্নত বক্ষে, উৎফুল্ল মুখে বিদ্রূপের ভাষায় শর্ম্মিষ্ঠার "কাটা ঘায়ে লেবুর রস" দিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, "কেমন দেখলেত তুমি কত বড়, আমি কত ছোট; এখন রাজকন্যার অহঙ্কার চূর্ণ হইল ত? আর কখনও ব্রাহ্মণের সমতার স্পর্দ্ধা ও অনিষ্টের চেষ্টা করবে? মজা দেখ!" শর্ম্মিষ্ঠা মনের ব্যথায় ব্যথিতা থাকিলেও দেবযানীর বিদ্রূপোক্তির উত্তর প্রদান না করিয়া পারিলেন না। তিনি কহিলেন—"আমি আমার শোচনীয় অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য তোমার বিদ্রূপের পাত্রী হইতে বসিয়াছি। কিন্তু তুমি মনে রাখিও, ক্ষত্রিয় কন্যার জ্ঞাতিবৃন্দের কল্যাণের জন্য—দেশের মঙ্গলের জন্য, অকরণীয় কিছুই নাই—আত্মনাশ করিতে সে সর্ব্বদা প্রস্তুত। আমার এ হীনতা স্বীকার দেশের ও জ্ঞাতিবর্গের কল্যাণ উদ্দেশে। ইহাতে উপহাসের অবসর নাই—সে কেবল নীচতা প্রকাশ মাত্র। সভাস্থ জনবৃন্দ শর্ম্মিষ্ঠার বচন বিন্যাসে আনন্দানুভব করিল; তাঁহার প্রতি শুক্রাচার্য্যের বজ্র নিক্ষেপের কথা মনে মনে অন্দোলন করিতে করিতে বিমর্ষবদনে সভাস্থল পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণের জয় হইল—রাজশক্তি ব্রাহ্মণের পদতলে পিষ্ট হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ শাসনের স্বার্থপরতায় মন্দভাগিনী শর্ম্মিষ্ঠা আজীবন অনূঢ়া থাকিলেন। রাজরাণী হইবার যাঁহার সম্ভাবনা ছিল, তিনি সামান্য গৃহীরও গৃহিণী হইতে পারিলেন না—দেবযানীর সঙ্গে তাঁহার স্বামী যযাতির রাজপ্রাসাদে নীত হইলেন। যযাতির অবৈধ ভোগের পাত্রীরূপে গণ্য হইয়া জীবন ধন্য করিলেন। সারাজীবন দেবযানীর কঠোর শাসনে শর্ম্মিষ্ঠা যে কি প্রকার অশান্তিময় জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা হিংসাপ্রবণ হৃদয়া নারীর অধীনতায় তপ্তহৃদয়া রমণী ভিন্ন অন্যের সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি নাই। শর্ম্মিষ্ঠা শেষ জীবনে দেবযানীর কিঙ্করী হইয়াও রাজমাতা হইয়াছিলেন সত্য; পরন্তু তাহাতে তাঁহার লাঞ্ছিত হৃদয়ের অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। যযাতির কাছে প্রভূত প্রেম প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও সমাজে দাসী যোগ্য অসম্মানের হস্ত হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি ঘটে নাই। রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা কুশাসনের অধীন হইয়া তাঁহার হৃদয় উপবন শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন—লাঞ্ছিত জীবন তাঁহার

(৩)

আশা আকাঙ্ক্ষাকে বহন করিতে না পারায় চুরমার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল তিনি ভোগের সহস্র উপাদানের মধ্যে থাকিয়াও বৃশ্চিক দংশনে মর্ম্ম-বেদনানুভব করিতেছিলেন। স্বাধীনতা হারাইয়া বংশগৌরব মুছিয়া ফেলিয়া কে সুখী হইতে পারে? কেহই পারে না—শর্ম্মিষ্ঠাও পারেন নাই। শর্ম্মিষ্ঠার এই জীবন-ব্যাপী মর্ম্মদাহের জন্য দায়ী কে? বোধবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ একবাক্যে উত্তর করিবেন—ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের পতাকাধারী কুটরাজনীতিজ্ঞ একচক্ষু শুক্রাচার্য্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

শর্ম্মিষ্ঠার অদৃষ্ট প্রবন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

লেখক মহাশয় কি উদ্দেশে এই যযাতি উপাখ্যান মহাভারতের আদিপর্ব্ব ৭৯ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিলেন তাহার জন্য এই মন্তব্য। দেবযানী-শর্ম্মিষ্ঠা উপাখ্যান হইতে মহাভারতকার দুইটী বিষয় প্রমাণ করিতেছেন। (১) ভৃগু-শ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্য তপোবলে ঐশ্বরিক ব্রহ্মবল লাভ করিয়া মৃত ব্যক্তিকে পুনঃ সঞ্জীবন করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান সময়ে এই সঞ্জীবনী বিদ্যা জগতে কাহারও নিকট নাই। চিকিৎসকগণ বর্ত্তমানে যাহা অসম্ভব মনে করিতেছেন পূর্ব্বে তপোবলে তাহা সিদ্ধ হইত। আমার বোধ হয় এই বিদ্যা মানুষী লোকে প্রাপ্ত হইবে কিন্তু তাহার বিলম্ব আছে। (২) ক্ষত্রিয় রাজগণ তপোবলান্বিত ব্রাহ্মণের কতদূর বশীভূত ছিলেন দেবযানীর নিকট শর্ম্মিষ্ঠার আজীবন দাসীত্ব তাহা প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু এই উপাখ্যানে কতকগুলি অমূল্য উপদেশ নিহিত রহিয়াছে তজ্জন্য মূল মহাভারত হইতে আমরা কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। শুক্রাচার্য্য সামান্য লোক ছিলেন না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—কবীনামুশনা কবিঃ অর্থাৎ কবিদিগের মধ্যে আমি উশনা। (শুক্রাচার্য্য)

শুক্র উবাচ:—

য পরেষাং নরো নিত্যমতিবাদাংস্তিতিক্ষতে।
দেবযানি! বিজানীহি তেন সর্ব্বমিদং জিতম্॥১

যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং নিগৃহ্লাতি হয়ং যথা।
স যন্তেত্যুচ্যতে সন্তির্ন যো রশ্মিষুলম্বতে ॥২

যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধমক্রোধেন নিরস্যতি।
দেবযানি! বিজানীহি তেন সর্ব্বমিদং জিতম্॥৩

যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়েহ নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং সবৈ পুরুষ উচ্যতে ॥৪

যঃ সন্ধারয়তে মন্যুং যোঽতিবাদাংস্তিতিক্ষতে।
যশ্চ তপ্তো ন তপতি দৃঢ়ং সোঽর্থস্য ভাজনম্ ॥৫

যো যজেদপরিশ্রান্তো মাসি মাসি শতং সমাঃ।
ন ক্রুধ্যেদ্‌যশ্চ সর্ব্বস্য তয়োরক্রোধনোঽধিকঃ ॥৬

যৎ কুমারাঃ কুমার্য্যশ্চ বৈরং কুর্য্যুরচেতসঃ।
নতৎ প্রাজ্ঞোঽনুকুর্ব্বীত ন বিদুস্তে বলাবলম্ ॥ ৭।

অর্থাৎ :— শুক্র কহিলেন, যিনি অন্যব্যক্তি কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াও নিন্দা-বাক্য সহ্য করেন, হে দেবযানি! তুমি জানিবে যে, তাহাতেই তাঁহার এই সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। ১। যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে নিগৃহীত অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করেন, তিনিই সাধুগণ কর্ত্তৃক সারথি বলিয়া উক্ত হন, প্রত্যুত অশ্বের রশ্মিমাত্র অবলম্বন করিলেই যে তিনি সারথি বলিয়া উক্ত হন, এমত নহে। ২। যিনি ক্ষমা দ্বারা সমুদিত ক্রোধ নিরাস করেন, দেবযানি! তুমি জানিবে যে, তাহাতেই তাঁহার এই সমস্ত জগত জয় করা হয়। ৩। যিনি সর্পের নির্ম্মোক পরিত্যাগের ন্যায় ক্ষমা দ্বারা সমুৎপন্ন ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। ৪। যিনি ক্রোধকে সংযত করেন ও কেহ নিন্দা করিলে যিনি তাহা সহ্য করেন এবং স্বয়ং সন্তপ্ত হইলেও অন্যকে তাপিত না করেন, তিনিই পুরুষার্থের ভাজন। ৫। যিনি অপরিশ্রান্ত হইয়া শতবর্ষকাল মাসে

মাসে যাগক্রিয়া করেন, আর যিনি সর্ব্ব প্রাণীতে ক্রোধশূন্য হন উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। ৬। অজ্ঞান বালক বালিকাগণ যে পরস্পর অনিষ্টাচরণ করে, তাহাতে প্রাজ্ঞগণ তাহার অনুকরণ করেন না, কারণ বালক বালিকাগণ বলাবল জ্ঞাত নহে। ৭।

সম্পাদক।

পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্য্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ।)

৪। মিসর দেশের পিরামিড। আফ্রিকার উত্তরাংশে স্থিত মিসর দেশের মধ্য দিয়া নীল নদ (Nile) প্রবাহিত হইয়াছে, উহার তীরে গীজা নামে একটী রাজ্য ছিল। চিয়প্স ও সিফ্রন্স নামক ভ্রাতৃদ্বয় বহুকাল ঐ দেশে রাজত্ব করেন তাহাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য প্রস্তর ময় দুইটী পিরামিড (স্তূপ বা মন্দির) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মিসর দেশে আরও অনেকগুলি পিরামিড আছে কিন্তু ঐ দুইটীর সহিত কোনটীর তুলনা হয় না। মিসরের উত্তরাংশ হইতে নীল নদ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম তীরে মিসরের রাজধানীর সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে ৬০।৭০ ক্রোশ পর্য্যন্ত ঐ সকল ক্ষুদ্র পিরামিড শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান আছে। বড় যে দুইটী পিরামিডের কথা পূর্ব্বে বলা হইল তাহা উক্ত নীল নদীর তীরে গীজা নামক একটী রাজ্য ছিল। তাহাতে উহা নির্ম্মিত হয়। ঐ পিরামিডের আকার চতুষ্কোণ এবং উহা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া চূড়ার ন্যায় উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। কথিত আছে খ্রীষ্টাব্দের নয়শত বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৩৬০০০০ লোক ক্রমাগত বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উক্ত দুই পিরামিডের নিম্নেই অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ এবং কূপ আছে উহার কোন গৃহে ভূপতি চিয়প্সের মৃত দেহ সমাধিস্থ আছে। পিরামিডের সোপান শ্রেণী এক অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মিত। এই পিরামিড দ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত গৃহাদির বিবরণ ঐ দেশের লোকেরা অতি অল্পই জানিতেন। পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ হিরডোটাস এবং প্লিনী এবং ষ্ট্যারিসটাইডিস এই সকল

পিরামিডের বিবরণ অনেক আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন পিরামিডের উচ্চতার যতফিট ভূগর্ভেও ঠিক ততফিট প্রথিত আছে।

৫। বাবিলনের শূন্যোদ্যান। বিস্তীর্ণ সলিলা ইউফ্রেটিস নদী এসিয়া মাইনরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পারস্যোপসাগরে পতিত হইয়াছে। সুরম্য বাবিলন নগর ইহার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। খ্রীষ্টপূর্ব্ব বহুদিন হইতেই আসিরীয়গণ এই নগরে তাহাদিগের রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর নেবুকাড্‌নেজার নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি উক্ত রাজ্য স্বাধিকার ভুক্ত করেন। উক্ত নৃপতির অমিতস্ নাম্নী সর্ব্বগুণ সম্পন্না সুন্দরী এক মহিষী ছিল। একদা রাত্রিযোগে রাজ্ঞী স্বপ্ন দেখিলেন যেন তিনি মিড দেশীয় কোন পর্ব্বতোপরি বিবিধ ফল পুষ্প ভারাবনত পাদপ সঙ্কুল একটি দোদুল্যমান উদ্যানে স্বীয় প্রিয়তম সহ সুখে বিচরণ করিতেছেন। পরদিন প্রত্যুষে তিনি এই অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্ত নৃপতির কর্ণগোচর করাইয়া ঐরূপ একটী উদ্যান নির্ম্মাণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা মহিষীর প্রার্থনানুসারে অবিলম্বে মিডদেশে গমন পূর্ব্বক স্বপ্নদৃষ্ট উদ্যানের প্রতিকৃতি লইয়া আসিলেন এবং বহুতর চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে কৃত্রিম অরণ্যাদি ভূষিত ৬০০ ফিট আয়ত এক আশ্চর্য্য উদ্যান প্রস্তুত করাইলেন। সর্ব্ব প্রথম উপর্য্যুপরি কয়েকটী প্রস্তর নির্ম্মিত খিলান নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি ১৬ ফিট দীর্ঘ ও ৪ ফিট প্রস্থ শীলা খণ্ড সকল বিস্তৃত করাইয়া দিলেন। ঐ সমস্ত শীলা খণ্ড দুই স্তবক ইষ্টক ও শিলাজতু দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি গলিত সীসক দিয়া সর্ব্বোপরি মৃত্তিকা ক্ষেপণ করাইলেন। মৃত্তিকার স্তর এইরূপ উচ্চ হইয়াছিল যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরূহ পর্য্যন্তও উহাতে উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপে উদ্যান প্রস্তুত হইলে উহাতে বিভিন্ন দেশজাত নানাবিধ বৃক্ষলতা গুল্মাদি রোপণ করিয়াছিলেন।

৬। ফ্যারোস্ দ্বীপের আলোক স্তম্ভ। সমুদ্রে গমনাগমন মানবের পক্ষে একটী দুরূহ কার্য্য, একে অপার অতলস্পর্শ জলরাশি, তাহার উপর পর্ব্বত প্রমাণ উর্ম্মিমালা সুতরাং উৎকৃষ্ট অর্ণবযান ব্যতীত সমুদ্র মধ্য দিয়া যাতায়াত অসম্ভব। সমুদ্রের অভ্যন্তর ভাগে অসংখ্য পর্ব্বত নিমজ্জিত রহিয়াছে উহাদের সহিত জাহাজ সংঘর্ষ হইবা মাত্র সর্ব্বনাশ আরোহী সহিত সমস্ত পোত বিদীর্ণ হইয়া ধ্বংস মুখে পতিত হয়। অর্ণবযান সকলকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বহু ব্যয়ে ও বিবিধ

শিল্প কৌশলে সাগর বক্ষে কতগুলি আলোক স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রাচীন আলোক স্তম্ভের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে ফ্যারোস্ দ্বীপের আলোক স্তম্ভই সমধিক প্রসিদ্ধ, কি উচ্চতা কি নির্ম্মাণ প্রণালী সকল বিষয়েই ইহা শীর্ষ স্থানীয়। ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী আফ্রিকা খণ্ডের উত্তরাংশে আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরের সন্নিকটে ফ্যারোস্ দ্বীপের উপর উক্ত আলোক স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। আলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর পর তদীয় প্রধান সেনাপতি টলেমী যখন মিসর দেশের শাসন কার্য্য করেন সেই সময় উক্ত আলোকস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। আলোক স্তম্ভটী বহুতল বিশিষ্ট এবং সর্ব্বোচ্চ তলগুলি চুড়াকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিম্নতল হইতে ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য অভ্যন্তর ভাগে মণ্ডলাকারে সোপান শ্রেণী ছিল। কথিত আছে উক্ত স্তম্ভটী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ২৪৭৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে এই সৌন্দর্য্যশালী অনুপম আলোকস্তম্ভের কিছুই আর পরিলক্ষিত হয় না। কিরূপে যে ইহার বিলোপ সাধন হইল তাহা কেহই বলিতে পারে না।

৭। টেমস্ নদীর সুড়ঙ্গ। পাশ্চাত্য সভ্যতার লীলা ভূমি লণ্ডন নগরী টেমস্ নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদী সহজে পারাপার হইবার জন্য ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মার্ক ব্রুনেল নামক একজন অসাধারণ অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি উক্ত নদীর তলদেশে একটী সুড়ঙ্গ প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত হন। ব্রুনেল উক্ত নদীর অনতিদূরে মৃত্তিকার নিম্নে ইষ্টক নির্ম্মিত ১৮হাত ঊর্দ্ধ এবং ৩২হাত প্রশস্ত এক দ্বার প্রস্তুত করিয়া সুড়ঙ্গ খননে নিযুক্ত হইলেন। প্রথমতঃ তাহার কার্য্যে কোন ব্যাঘাত হয় নাই কিন্তু শ্লথ মৃত্তিকা খনন কালে নদীর তলদেশ ভগ্ন হইয়া জল ও বালুকা ঐ সুড়ঙ্গ পথে পতিত হইতে লাগিল। ইহা নিবারণ করিতে তিনি কতকগুলি কর্দ্দম পূর্ণথলি নদীর তলদেশে নিক্ষেপ করিয়া ঐ সকল ছিদ্র রুদ্ধ করিলেন। পরে লৌহ নির্ম্মিত বৃহৎ এক আবরণ দ্বারা সুড়ঙ্গ মধ্যস্থ ছিদ্রপথ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তদনন্তর খনন কারীরা অনায়াসেই সুড়ঙ্গ মধ্যে কার্য্য করিতে সক্ষম হইল। স্ক্রু যন্ত্রের দ্বারা ঐ আবরণ ইচ্ছামত চালিত হইতে পারিত। এইরূপে উক্ত আবরণটীকে সম্মুখ দিকে অল্প অল্প চালিত করিয়া পশ্চাৎদিক হইতে ইষ্টক দ্বারা সুদৃঢ় প্রাচীর ও খিলান নির্ম্মাণ করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। এত কৌশল ও চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকবার আবরণটী ভগ্ন হইয়া বহু

লোকের প্রাণ নাশ হইয়াছিল। পরিশেষে কয়েক বৎসর পরে এই কার্য্য পরিসমাপ্তি করিয়া জগতের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রবল জলস্রোতের নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গ সাহায্যে জন সাধারণ নদীর এক পার হইতে অন্য পার যাইতে লাগিল। এই সুড়ঙ্গ ১২০০ ফিট দীর্ঘ। প্রাচীর দ্বারা সুড়ঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ লোকের যাতায়াতের ও অপর ভাগ শকটাদি গমনাগমনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সুড়ঙ্গ (tunnel) নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রায় অর্দ্ধকোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

সম্পাদক।

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিগত ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা জিলান্তর্গত বিক্রমপুর মধ্যে লোনসিং গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ডেপুটী কালেক্টর রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের তিনিই একমাত্র পুত্র ছিলেন। উক্ত রায় বাহাদুর একজন বিচক্ষণ ডিপুটী কালেক্টর ছিলেন। বঙ্গদেশের দক্ষিণ ভাগস্থ চর জমি সমূহের বন্দোবস্তে তিনি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পুরাতন কলিকাতাস্থ হিন্দু কলেজে চন্দ্রমাধব ঘোষ সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একবিংশতি বর্ষে সুখ্যাতির সহিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমতঃ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হন কিন্তু কয়েক বর্ষ পরে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করতঃ ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। বর্দ্ধমানের সরকারী উকিল কার্য্যে তিনি বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দেন। অনন্তর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য (fellow) মনোনিত হন, এবং কয়েক বৎসর আইন সমিতি (faculty of law) সভাপতির কার্য্য করেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং পরবর্ষে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকের পদে উন্নীত হন। বিচারকের পদে তিনি বিশেষ ক্ষমতা, নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতা দেখাইয়াছিলেন। হাইকোর্টের

বিচারপ্রার্থীগণ তাঁহার দ্বারা মোকদ্দমার বিচার প্রার্থনা করিতেন। যে ফুলবেঞ্চে প্রসিদ্ধ পিনাল সাহেবের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় সেই বেঞ্চে তিনি একজন বিচারক ছিলেন। তাৎকালিক প্রধান শাসনকর্ত্তা লর্ড ডফারিণ তাঁহাকে বিশেষ মান্য করিতেন, এবং অনেক জটিল বিষয়ে সাদরে তাঁহার অভিমত গ্রহণ করিতেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উক্ত আদালতের প্রধান বিচারক (chief justice) পদে উন্নীত হন। এবং পর বৎসর একটী মোটা পেন্‌সেন্‌ লইয়া সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় সামাজিক সম্মিলনের সভাপতি হন। কলিকাতা কায়স্থ সভার তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং কায়স্থ সমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন সম্বন্ধে তিনিই প্রথমে উহার অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার বলবতী চেষ্টায় বঙ্গজ এবং দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমাজে আদান প্রদান সর্ব্বত্রই চলিতেছে। বিবাহক্ষেত্র এইরূপে সম্প্রসারিত করিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত কায়স্থকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বিলাত প্রত্যাগত কায়স্থকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে গ্রহণ করিবার নিদর্শন তিনিই সর্ব্ব প্রথমে দেখাইয়াছিলেন। এই সকল সংস্কার কেবল কথায় নয় কার্য্যের দ্বারা পরিণত করিয়া মহাত্মা চন্দ্র মাধব ঘোষ দেশের এবং সমাজের কতদূর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্যক্ প্রকারে কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ। শ্রীমতী আনি বেসান্তের মুক্তির জন্য কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি অসুস্থ শরীরে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার দেহ এতদূর অবসন্ন হয় যে তিনি স্বগৃহে আগমন মাত্রেই পীড়িত হইয়া পড়েন। এই পীড়া হইতেই তাঁহার অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি। শ্রীমতী আনি বেসান্ত সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্য ব্যতীত রাজনৈতিক কোন ব্যাপারেই তিনি কখনও যোগদান করেন নাই। আজ অল্পদিন হইল তিনি যখন শয্যাশায়ী ছিলেন তৎকালে তাঁহার বাটীতে মধ্য এবং চরম পন্থী এই উভয় দলের একটী মিলন হয়। বিগত ২০শে অক্টোবর তারিখে জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য তিনি দেওঘরে যান। সেখানে কয়েক দিবস ভাল ছিলেন কিন্তু সহসা বিগত ২৮শে পৌষ ১২ই জানুয়ারী শনিবার পীড়িত হইয়া পড়েন। পরে ৩রা মাঘ তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর তাঁহাকে বিগত ৫ই মাঘ শুক্রবার

হইতে তাঁহাকে বাটী আনয়ন করেন। পরদিন ৬ই মাঘ শনিবার রাত্রি
৯টার সময় নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার আত্মা পরলোকে প্রস্থান করে। হিন্দু
প্রথানুসারে রাত্রিযোগে গঙ্গাতীরে আনা হয়। গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানঘাটে নিম-
তলায় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
সার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত, রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর
প্রভৃতি বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীভগবান সমীপে আমরা তাঁহার আত্মার
সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। তিনি অশীতি বর্ষে পরলোকে প্রস্থান
করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রায় বাহাদুর এবং
পরিবারবর্গ সকলেই আমাদের সান্ত্বনা গ্রহণ করুন।

সম্পাদক

বড়দিনের ছুটী।

২২শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় ষ্টীমার যোগে রাজসাহী হইতে রওনা হইয়া
রাত্রি প্রায় ১১টার গোদাগাড়ীঘাটে পৌঁছি। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ট্রেণ
যোগে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বেলা ৮টার সময় রাণাঘাট ষ্টেসনে অবতরণ
করি। একজন কুটুম্বের বাড়ী আশ্রয় লই। ষ্টেসনের নিকটেই তাঁহার বাড়ী।
স্নান আহার করিবার পর মধ্যাহ্নে তাঁহার সহিত আমাদের জাতীয়
উন্নয়ন বিষয়ক প্রস্তাবগুলির অবতারণা করি। গত বৎসরও উপবীত গ্রহণ
সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছিলাম। ইনি বয়ঃবৃদ্ধ হইলেও উপবীত
গ্রহণ সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী। গত বৎসর ইঁহার নিকট হইতে রাণাঘাটের
কায়স্থগণের তালিকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, তথায় শতাধিক কায়স্থ আছেন।
তাঁহাদিগের মধ্যে উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে সকলেই নিরুৎসাহ। কেহ কেহ
কায়স্থগণ বর্ণে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন। আবার কেহ কেহ
ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু অসুবিধার অছিলায় উপবীত লয়েন

বিচারপ্রার্থীগণ তাঁহার দ্বারা মোকদ্দমার বিচার প্রার্থনা করিতেন। যে ফুলবেঞ্চে প্রসিদ্ধ পিনাল সাহেবের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় সেই বেঞ্চে তিনি একজন বিচারক ছিলেন। তাৎকালিক প্রধান শাসনকর্ত্তা লর্ড ডফারিণ তাঁহাকে বিশেষ মান্য করিতেন, এবং অনেক জটিল বিষয়ে সাদরে তাঁহার অভিমত গ্রহণ করিতেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উক্ত আদালতের প্রধান বিচারক (chief justice) পদে উন্নীত হন। এবং পর বৎসর একটী মোটা পেন্‌সেন্ লইয়া সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় সামাজিক সম্মিলনের সভাপতি হন। কলিকাতা কায়স্থ সভার তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং কায়স্থ সমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন সম্বন্ধে তিনিই প্রথমে উহার অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার বলবতী চেষ্টায় বঙ্গজ এবং দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমাজে আদান প্রদান সর্ব্বত্রই চলিতেছে। বিবাহক্ষেত্র এইরূপে সম্প্রসারিত করিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত কায়স্থকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বিলাত প্রত্যাগত কায়স্থকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে গ্রহণ করিবার নিদর্শন তিনিই সর্ব্ব প্রথমে দেখাইয়াছিলেন। এই সকল সংস্কার কেবল কথায় নয় কার্য্যের দ্বারা পরিণত করিয়া মহাত্মা চন্দ্র মাধব ঘোষ দেশের এবং সমাজের কতদূর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্যক প্রকারে কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ। শ্রীমতী আনি বেসান্তের মুক্তির জন্য কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি অসুস্থ শরীরে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার দেহ এতদূর অবসন্ন হয় যে তিনি স্বগৃহে আগমন মাত্রেই পীড়িত হইয়া পড়েন। এই পীড়া হইতেই তাঁহার অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি। শ্রীমতী আনি বেসান্ত সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্য ব্যতীত রাজনৈতিক কোন ব্যাপারেই তিনি কখনও যোগদান করেন নাই। আজ অল্পদিন হইল তিনি যখন শয্যাশায়ী ছিলেন তৎকালে তাঁহার বাটীতে মধ্য এবং চরম পন্থী এই উভয় দলের একটী মিলন হয়। বিগত ২০শে নবেম্বর তারিখে জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য তিনি দেওঘরে যান। সেখানে কয়েক দিবস ভাল ছিলেন কিন্তু সহসা বিগত ২৮শে পৌষ ১২ই জানুয়ারী শনিবার পীড়িত হইয়া পড়েন। পরে ৩রা মাঘ তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর তাঁহাকে বিগত ৫ই মাঘ শুক্রবার

দিগেথর হইতে তাঁহাকে বাটী আনয়ন করেন। পরদিন ৬ই মাঘ শনিবার রাত্রি ঘটিকার সময় নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার আত্মা পরলোকে প্রস্থান করে। হিন্দু প্রথানুসারে রাত্রিযোগে গঙ্গাতীরে আনা হয়। গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানঘাটে নিম্ন-লিখিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রমুখ বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীভগবান সমীপে আমরা তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। তিনি অশীতি বর্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রায় বাহাদুর এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই আমাদের সান্ত্বনা গ্রহণ করুন।

সম্পাদক

বড়দিনের ছুটী

গত ২২শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় ষ্টীমার যোগে রাজসাহী হইতে রওনা হইয়া রাত্র প্রায় ১১টায় দালগোলাঘাটে পৌঁছি। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ট্রেণে চড়িলে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বেলা ৮টার সময় রাণাঘাট ষ্টেসনে অবতরণ করতঃ একজন কুটুম্বের বাড়ী আশ্রয় লই। ষ্টেসনের নিকটেই তাঁহার বাড়ী। তথায় স্নান আহার করিবার পর মধ্যাহ্নে তাঁহার সহিত আমাদের জাতীয় আন্দোলন বিষয়ক প্রস্তাবগুলির অবতারণা করি। গত বৎসরও উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছিলাম। ইনি বয়ঃবৃদ্ধ হইলেও উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী। গত বৎসর ইঁহার নিকট হইতে রাণাঘাটের কায়স্থের তালিকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, তথায় শতাধিক কায়স্থ আছেন।

ইঁহাদিগের মধ্যে উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে সকলেই নিরুৎসাহ। কেহ কেহ ধারণা বশে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন। আবার কেহ কেহ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু অসুবিধার অছিলায় উপবীত লয়েন

নাই শুনিলাম যুবকগণের অনেকে এ বিষয়ে খুব উৎসাহী কিন্তু সুযোগ অভাবে ও কর্তৃপক্ষের ভ্রম ধারণার জন্য এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আত্মীয়ের মুখে যেরূপ শুনিলাম তাহাতে রাণাঘাটে একাধিকবার প্রচারক পাঠাইলে যথেষ্ট কার্য্য হয়। প্রচারক সরল বাবু রাণাঘাট হইয়াই যশোহরে যাতায়াত করিতেছেন, তিনি একবার তথায় নামিয়া প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে প্রভূত সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় তাঁহার থাকিবার অন্যান্য বিষয়ের সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া দিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি কর্তৃপক্ষগণ এবং প্রচারক মহাশয় একবার রাণাঘাটে প্রচার কার্য্যের চেষ্টা করিবেন কি? অবশ্য করিবেন? করিলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইলে যথা কর্ত্তব্য করিব।

রাণাঘাটে উক্ত আত্মীয়ের মুখে শুনিলাম যে, যশোহরের অন্তর্গত সুখপুখরিয়া গ্রামের বসু ও [illegible] পরিবারের কয়েকজন কায়স্থ জাতীয় চিহ্ন উপবীত গ্রহণ করিয়াও পরিত্যাগ করিয়াছেন। (ক) আর বিশেষ কিছু তাঁহার নিকট শুনিতে না পাইয়া বড়ই দুঃখ অনুভব করিলাম। অতঃপর সন্ধ্যার সময় [illegible] অনুমান সওয়া [illegible] ট্রেণে বনগ্রাম অভিমুখে রওনা হইলাম। রাত্রি প্রায় ৮টায় বনগ্রাম ষ্টেসনে নামিয়া তত্রস্থ সবরেজিষ্টার সরলহৃদয় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরীমহাশয়ের গাড়ীতে উঠিয়া বনগ্রাম সহরে তথাকার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বাসায় আশ্রয় স্থান গ্রহণ করিও তথায় দুইদিন অবস্থিতি করি। এখানেও অনেকগুলি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত কায়স্থ আছেন ইঁহারা সকলেই শূদ্রাচারী—কাহাকেও ক্ষত্রিয়াচারী দেখিলাম না। কথাবার্ত্তায় যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে এখানকার কায়স্থগণ যে উপনয়ন সংস্কারের বিরোধী তাহা বোধ হইল না। উপবীত গ্রহণ না করার কারণ দুই চারি জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—এখানে এখনও কোনরূপ আন্দোলন হয় নাই—সুতরাং উপবীত গ্রহণ প্রথাও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এখানকার প্রচারক্ষেত্রও বেশ উর্ব্বরা বলিয়া বোধ হইল। যদি যশোহর সভার নেতৃবৃন্দ

(ক) এই সকল অকাল-কুষ্মাণ্ড, সমাজ পাষণ্ডদিগের নাম ও ধাম আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহাদের গুরুতর সামাজিক বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করিব। সম্পাদক।

প্রচারক সরল বাবুকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়া ডই একবার এক স্থানে জাতীয় সভার অধিবেশনের উদ্যোগ করেন তাহা হইতে অতি অল্প সময় মধ্যে বনগ্রামে যথেষ্ট কার্য্য হয়। উক্ত সব রেজিষ্টার বাবু অনুপনীত, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—আমাদের ওদিকে আদৌ আন্দোলন নাই। ফলতঃ বনগ্রাম প্রচার কার্য্যের একটী উপযুক্ত ক্ষেত্র।

তৎপর ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে তথা হইতে রাত্রি ১২॥০টা কি ১টার ট্রেণে উঠিয়া অনুমান ২টায় ঝিকরগাছাঘাট ষ্টেসনে অবতরণ করতঃ শীতে থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে 'গহনা নৌকার উদ্দেশে' ঘাটে নামিয়া, নৌকাখানিকে মাঝি ও দাঁড়িদিগের 'বাবু আসুন বাবু আসুন' শব্দে মুখরিত দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম এবং হুঁকা, তামাক, টিকা ও মাত্র একখানি কাপড় সম্বলিত মূল্যবান পুটুলি লইয়া শিশির সিক্ত মাদুরের উপর গিয়া বসিলাম। এই ঘাটে "স্বদেশী" "বিদেশী" দুইখানি ডিঙ্গি দেখিলাম। দুইখানিই একস্থানে গমন করে। পূর্ব্বে বিদেশীই সম্বল ছিল। প্রায় দুই বৎসর হইল স্বদেশী আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতেছে। "বিদেশী" বড় ও ভাড়া কম, "স্বদেশী" ছোট ও ভাড়া বেশী কিন্তু স্বদেশীতে এত লোক হয় যে, তিলধারণের স্থান থাকেনা। কিছুক্ষণ লোক ডাকাডাকির পর ৬।৭ জন আরোহী লইয়া হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে "গহনা" ধীরে ধীরে উজান দিকে চলিতে লাগিল। আমরাও ২।১ ছিলিম তামাকের সৎকার করিয়া কথঞ্চিৎ শীত নিবারণের আশায় যাহার যাহা সম্বল ছিল মুড়ি দিয়া পড়িলাম ও শীতের কম্পনে ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে, দাঁড়িদের জোরে দাঁড় টানার শব্দের সহিত তাহাদের "হেঁইয়া হেঁইয়া" শব্দ শুনিতে শুনিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মাঝি ভায়া প্রদত্ত তামাকের সদ্ব্যবহারও মধ্যে মধ্যে চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর একমাত্র সম্বল গাত্রবস্ত্র দোলাইখানি খুলিয়া মাথা তুলিয়া দেখি প্রাচী দিক অরুণরাগ রঞ্জিত হইয়া প্রভাতের ঘোষণা করিতেছে। তখনও ভোর ভোর আছে কিন্তু দিঙ্মণ্ডল কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। কোন রকমে মাথাটা বস্ত্রে ঢাকিয়া গাত্রবস্ত্রে হাত দিয়া দেখি যেন উহা জল হইতে উঠাইয়া আনা হইয়াছে। নৌকায় মাধবপুরের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামের এক বৃদ্ধ কায়স্থ ছিলেন। তিনি কলিকাতায় কোন এক স্কুলে পণ্ডিতি করেন—বড় দিনের বন্ধে বাড়ী আসিতেছিলেন।

তাঁহার সঙ্গে বিরাগী সিকা ওজনের প্রকাণ্ড এক পুটুলি বা কাপড়ে বাঁধা মোট ছিল। তিনি ভোরে তামাক খাইয়াই নৌকা কিনারায় লাগাইতে বলেন। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলাম তাঁহার এক (naturea call) গুরুতর কার্য্যের জন্য তলব হইয়াছে। মাঝি এ কথা শুনিয়া বিলম্ব হইবে বলিয়াই হউক অথবা বৃদ্ধকে একটু ব্যতিব্যস্ত করিবার জন্যই হউক "এই একটু পরে বাবু একটু পরে লাগাইব" বলিয়া চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ আবার থামাইতে বলিলেন উত্তর হইল এ ঘাটে নয় বাবু ঐ ঘাটে একটু বসুন। রূপে এখানে নয় ওখানে, এ ঘাটে নয় ওঘাটে করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। এবার বৃদ্ধ অধীর আতঙ্ক হইয়া খুব গালাগালি আরম্ভ করিলে হাস্য মুখে আনন্দগদ্‌গদ কণ্ঠে মাঝি মহাশয় এই ভিড়াই বাবু বলিয়া একই ঝিঁকায় নৌকা কিনারায় লাগাইল; বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি নামিয়া স্বকার্য্য সাধন করতঃ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে নৌকায় আসিলেন ও পা ধুইয়া নৌকার ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ইাণ্ডাপ প্রসিদ্ধ নির্ম্মল, স্বচ্ছ, পুণ্য সলিলা কপোতাক্ষীর তীরে অমৃতবাজার গ্রাম অবস্থিত। অমৃত বাজারের নাম শুনিয়াই মনে পড়িল—বৈষ্ণব চূড়ামণি অমৃত বাজারের শিশিরকুমার ও মতিলাল প্রভৃতিকে আইনের হাত এড়াইবার জন্য রাতারাতি ইংরেজী অমৃতবাজারের আবির্ভাব— মনে পড়িল পিতৃ মাতৃ ভক্ত কায়স্থ কুলগৌরব অমৃত বাজারের ঘোষজগণকে— আর মনে পড়িল এই ঘোষজগণের বিনাড়ম্বরে কর্ত্তব্যের প্রেরণায় কলিকাতার বাসায় উপবীত গ্রহণ। এমন কর্ত্তব্য প্রাণতা না হইলে কি ইহারা জগন্মান্য হইতে পারেন। আরও মনে পড়িল কায়স্থকুলভাস্কর স্বজাতির সম্ভ্রম রক্ষাকারী উদারতচেতা পূর্ণ মহামনা শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহুত— শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতি পদে বরিত বিগত ১৩০৮।২১ আষাঢ় তারিখের "বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড়" সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রমুখ মহা মহা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে জাতীয়সম্ভ্রম রক্ষা। ফলতঃ সে দিনকার সেই যুদ্ধে কায়স্থবীর মতিলাল প্রভৃতি কালীনাথ না থাকিলে এই দিন কায়স্থ সমাজের যে কি দুর্দ্দশা হইত—কায়স্থ সমাজকে কতদূর অপদস্থ হইতে হইত তাহা চিন্তাশীল কায়স্থ মাত্রেই বুঝিয়াছেন। উহূর্ণ

মহানুভবগণকে ও তাঁহাদের সাধের অমৃত বাজারকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া দেখিলাম সূর্য্যদেব কিরণজাল বিস্তার করিয়া হাসামুখে পূর্ব্বগগন ভালে উদিত হইয়াছেন। আমরা বৃদ্ধ পাণ্ডত মহাশয়ের সহিত উপবীত গ্রহণ বিষয়ক গল্প আরম্ভ করিয়া দিলাম। তিনিও কথা প্রসঙ্গে সুখ পুখারিয়ার উপবীত ত্যাগের কথা বলিলেন। কেন ও কাহার প্ররোচনায় গৃহীতোপবীতীগণ উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহাও তখন শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। মনে হইল উঃ কি ভয়ানক! স্বার্থের জন্য জাতীয় উন্নতির মূলে পদাঘাত! স্বার্থের জন্য জাতীয় বর্ণধর্ম্মে উপেক্ষা! স্বার্থের জন্য স্বেচ্ছায় অকর্ত্তব্যে আস্থা স্থাপন করতঃ অন্যের উপরও অন্যায় আবদার! যে সমাজের এতদূর অধঃপতন সে সমাজের উন্নতি কোথায়! (খ)

তৎপর বেলা প্রায় ১০॥ টায় নির্দ্দিষ্ট ঘাটে পৌঁছিয়া মাধবপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সিংহ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলাম। তৎপুত্র কনিষ্ঠপ্রতিম সোপবীতী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ ভায়া পীড়িত হইলেও যথেষ্ট আদর আপ্যায়নে নবাগত অতিথির সৎকার করিলেন। এখানেও অনেকগুলি উপবীতী কায়স্থ আছেন। এখানেও সুখপুখরিয়ার কায়স্থ জ্ঞাতিগণের উপবীত ত্যাগের কারণ ও বিবরণ অবগত হইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। ভাবিলাম অর্থের জন্য, স্বার্থের জন্য মানুষ ধর্ম্মের বুকে পদাঘাত করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। এখানে আর এক কায়স্থ বন্ধুর পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিলাম। ইনি উপবীতী এবং "গুণঃ কর্ম্ম বিভাগশঃ" মানিয়া কার্য্যক্ষেত্রে চলিয়া থাকেন। ইনি বলেন মানুষ কর্ম্মদোষে ও কর্ম্মগুণে শূদ্রত্বে অবনমিত ও ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হয়। তদনুসারে তিনি সাত্ত্বিক ভাবে আহার বিহারাদি করিয়া থাকেন। হবিষ্যাশী ও একাহারী। বাড়ীতে শালগ্রাম শীলা আছেন প্রত্যহ নিজেই তাঁহার ভোগ রন্ধন করেন ও ঠাকুরের ভোগযুক্ত প্রসাদ পাইয়া থাকেন— পূজাও

(খ) লেখক মহাশয় কাহাকে এই সকল কথা কি বলিতেছেন বুঝিলাম না। তিনি পাষণ্ডদিগের দুষ্কৃত গোপন করিয়া এই মহা পাপকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? আমাদের বিশেষ অনুরোধ কোন ব্যক্তিদ্বারা কিপ্রকার স্বার্থের প্রেরণায় উপবীত ত্যাগরূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। সম্পাদক

নিজেই করিয়া থাকেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া আরত্রিকাদি করেন। ইহার অনেকগুলি শিষ্য আছেন। সন্ধ্যার আরতীর পর, কিছুক্ষণ করতাল বাজাইয়া সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শুনিলাম ইঁহার মাতৃবিয়োগে, ইনি দশ দিন অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। (গ) (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

(গ) এই মহাজনের নাম প্রকাশ করা কর্ত্তব্য ছিল। সঃ

নমঃশূদ্র—নাপিত সংবাদ।

বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য স্থানের নাপিতগণ তত্রত্য নমঃশূদ্রগণের ক্ষৌরকার্য্য করেন কি না জানিনা; কিন্তু রাজসাহীর সদর রামপুর বোয়ালিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সে প্রথা নাই। এখানকার নাপিতেরা নমঃশূদ্রদের ক্ষৌর কার্য্য করেন না। ন্যূনাধিক দশ বৎসর পূর্ব্বে রামপুর বোয়ালিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের কতিপয় নমঃশূদ্র ভাতৃবর্গ একযোগে, বোয়ালিয়ার ধর্ম্ম সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সমাগত কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট, ধর্ম্মসভার তাৎকালিক আচার্য্য মহাশয়ের যোগে এক আবেদন বা প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করেন। উহার মর্ম্ম এই যে, স্থানীয় নাপিতগণ তাঁহাদের ক্ষৌরকার্য্য করিবার পক্ষে শাস্ত্র সম্মত কোন আপত্তি বা বাধা আছে কিনা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে উক্ত আচার্য্য ও ৩।৪ জন পণ্ডিত পাতি দেন যে, নাপিতেরা নমঃশূদ্রের ক্ষৌরকার্য্য করিলে "দোষ বিশেষোনাস্তীতি বিদুষাম্পরামর্শ" কিন্তু শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ বা দোষগুণের উল্লেখ না থাকায় নাপিতেরা এই পাতি মানিতে স্বীকৃত হন না। পরন্তু তাঁহারা পণ্ডিতগণের প্রদত্ত এই পাঁতিকে অসরল বিবেচনা করেন ও বলেন যে, যেখানে "বিশেষ দোষ নাই" সেখানে "অবিশেষ দোষ" নিশ্চয়ই আছে; পণ্ডিতেরা উহা উল্লেখ না করিয়া অসরল ভাবে পাঁতি দিয়াছেন। এই অসরলতার উল্লেখ

করিয়া তাঁহারা "অবিশেষ দোষ আছে কিনা থাকলে কি আছে তাহা অবগত হইবার জন্য এক প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখিয়া ধর্ম্মসভার মুখপত্র 'হিন্দু রঞ্জিকায়' উহা প্রকাশের জন্য সভার তাৎকালিক সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রদান করেন তিনি উহা সভার মুখপত্র হিন্দু রঞ্জিকায় প্রকাশের অনুমতি না দেওয়ায় উহা প্রকাশিত হয় না। ইহাতে স্থানীয় নাপিতগণ ব্যাপার বা রহস্য বুঝিতে পারিয়া নমঃশূদ্রদিগের নিকট হইতে প্রণামী আদায়কারী উক্ত আচার্য্য ও তাঁহার ২।১ জন পৃষ্ঠপোষকের উপর অসন্তুষ্ট হন নাপিতগণের এই অসন্তোষের বেগ পণ্ডিত মহাশয়গণ ২।৩ মাস বেশই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নমঃশূদ্রগণও তাঁহাদের অর্থব্যয় বিফলে পর্য্যবসিত হইতে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

নাপিতদিগকে তাঁহাদের আপত্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে যখন তাঁহারা কখনই নমঃশূদ্রদিগকে 'কামান' নাই তখন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা না জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া এই নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। এবং যখন পণ্ডিতেরাও প্রকৃত কথা গোপন করিয়া পাঁতি দিয়াছেন অর্থাৎ কোন দোষ নাই উল্লেখে পাতি দেন নাই, তখন তাঁহাদের নমঃশূদ্রদিগকে ক্ষৌরী করিতে পারেন না বলিয়া চিরপোষিত ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। নমঃশূদ্রদিগের নিকট হইতে পণ্ডিত মহাশয়েরা যে টাকাগুলি লইয়াছেন ঐ টাকাগুলি তাঁহারা পাইলে স্ব সমাজ মধ্যে এই বিষয় উত্থাপন ও আন্দোলন করিতে পারিতেন।

ফলতঃ জাতীয় উন্নতি করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। নমঃশূদ্রগণ যদি এ সময় সাধ্যানুসারে 'জলচল' হইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই ২।৪ দিন অগ্র পশ্চাৎ সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রত্যেক নমঃশূদ্র প্রধান স্থান হইতেই 'জলচল' হইবার জন্য আন্দোলন ও চেষ্টা করিতে হইবে এবং শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণের সহিত কোনরূপ মনোমালিন্যের সৃষ্টি না করিয়া তাঁহাদের কথামত কার্য্য করিতে হইবে আমরা আশা করি হিন্দু সমাজের অতি আবশ্যক অংশ বিশেষ বহুদিনের উপেক্ষিত—অনাদৃত নমঃশূদ্রগণ জাতীয় উন্নতির জন্য সর্ব্বথা সচেষ্ট হইবেন। হিন্দুসমাজের উত্তমাঙ্গ ব্রাহ্মণদিগকেও আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি এই উপেক্ষিত প্রবল জাতিটীকে আলিঙ্গন দান করিয়া হিন্দু সমাজকে পুষ্টি দান

করিতে পশ্চাৎপদ হইয়া সংকীর্ণতার পরিচয় দিবেন না। ব্যক্তি বিশেষে সম্প্রদায় বিশেষে বা, দেশ বিশেষের উপর রাগ করিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা বুদ্ধিহীনতা ও ধর্ম্মদ্রোহীতার পরিচায়ক।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় যখন বাজসাহীতে ওকালতী করিতেন সেই সময় তিনি নমঃশূদ্রগণকে 'জলচল' করিয়া লইবার জন্য চেষ্টিত ও ইচ্ছুক ছিলেন। নমঃশূদ্র-নেতাগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সহিত বহুদিন হইতে আমাদের সম্বন্ধ থাকায় উল্লিখিত ঘটনা সম্বন্ধে বক্তৃ। সাগর হইতে শুনিয়াছিলাম তাহাই যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলাম ইহাতে রঞ্জিত বা স্বকপোলকল্পিত কিছুই লিখিত হয় নাই। (ক)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা।

(ক) নমঃশূদ্র জাতি দণের জলচল সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মনে করি নমঃশূদ্রগণ বঙ্গের সমস্ত জেলা হইতে একবাক্যে চেষ্টা করিতে পারিলে তাহাদিগের বাসনা সিদ্ধ হইবে।

সম্পাদক।

শাস্ত্র দেশ ও সমাজের উপযোগিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত, শেষ)

১। মুদ্রণের দোষে পৌষমাসের দ্বিতীয় প্রবন্ধে উপযোগিতা স্থলে ভুলক্রমে উপকারীতা হইয়াছে পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

২। অনাচরণীয় জাতির জলচল সম্বন্ধে দু একটা কথা বলিয়াই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যেকোন অজ্ঞাত কারণেই হউক অনাচরণীয়

জাতির জলচল রহিত হইয়াছে। (ক) এক পুরুষ দুই পুরুষ নহে বহু পুরুষ যাবৎ তাহারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের নিকট অনাচরণীয় আখ্যা লাভ করিয়াছে; আজ এমন কোন কারণ হঠাৎ উপস্থিত যে তাহাদের প্রতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত সম্মান ও অধিকার প্রদান করিতে বাধ্য? কারণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে অধিকার লাভ হইতে পারে না। তাহারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সন্তোষকর এমন কি কার্য্য করিয়াছে সমাজ তাহাদের সেবায় কতদূর কৃতজ্ঞ, আচার ব্যবহারে তাহারা কতটুকু উন্নত হইয়াছে; সর্ব্বোপরি তাহাদের মধ্যে কি পরিমাণে শিক্ষা বিস্তার ঘটিয়াছে এবং তাহারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কাছে অধিকার লাভের যোগ্যতা কি পরিমাণে প্রমাণ করিতে পারে; তাহা অবগত না হইলে তাহাদের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ কখনও করুণার দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না। অনাচরণীয় জাতি সমূহের মধ্যে কয়েকটী জাতি অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়া আসিতেছে—শিক্ষায় ও সভ্যতায় উৎকর্ষ লাভ করিতেছে; ইহা আমরা জানি; তাহাদিগকে সমাজ শুধু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারেন কি? জলচল করিলে অনাচরণীয় জাতি সমূহকেই চল করিয়া লইতে হইবে। তাহা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। কতগুলি জাতি এত অনুন্নত যে অনাচরণীয় জাতি সমূহের মধ্যে শিক্ষা সভ্যতায় যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত; তাহারাও তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। আর এক প্রতিবন্ধক এই অনাচরণীয় জাতি সমূহের মধ্যে এক জাতি অন্য জাতির স্পর্শিত জল পান করে না। কিন্তু তাহারা প্রত্যেক জাতিই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগকে

(ক) ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে লেখক মহাশয় দেখিতে পাইবেন যে কায়স্থ রাজা বল্লালসেনের সময় কৈবর্ত্ত সাহাদি প্রমুখ কয়েকটী জাতির জলচল বন্ধ হইয়াছিল। লেখক মহোদয় অনাচরণীয় জাতির জলচল করিতে যে দুইটী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার কতকটা সত্য হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। ব্রাহ্মণগণ যেমন ক্ষত্রিয়ের শুশ্রূষা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দেশধর্ম্মের শুশ্রূষা ভিন্ন অনাচরণীয় জাতিগুলি কখনও উন্নত হইতে পারিবেন না এবং সেই জন্যই তাহাদের মধ্যে শিক্ষা এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগ নিতান্ত প্রয়োজন।

সম্পাদক

স্পৃষ্ট জল পান করাইতে ব্যাকুল! দুই উপায়ে অনাচরণীয় জাতির জলচল হইতে পারে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা জলচল করিয়া লইলে অনাচরণীয় জাতি-গণের পরস্পরের জল গ্রহণের বাধা অপসারিত হইতে পারে। (২) অনাচরণীয় জাতি সমূহ একযোগে পরস্পরের জলচল করিয়া লইয়া এক বৃহৎ দল গঠন করিতে সমর্থ হইলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগকে তাহাদের স্পৃষ্ট জল পান করাইতে বাধ্য করিতে পারে। কিন্তু এই দুই উপায়ই বিঘ্ন-সঙ্কুল। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা যে সহজে এতদিনের অপ্রচলিত একটা প্রথার বিলোপ সাধন করিতে সম্মত হইবেন; এমন বোধ হয় না। অনাচরণীয় জাতি সমূহ স্ব স্ব জাতির মধ্যে শিক্ষায় প্রসার করিলে সমাজ সেবায়, দেশের সেবায়, শরীর রক্তসম প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলে, আচার ব্যবহারে উচ্চবর্ণের সন্তোষ জন্মাইলে হয়তঃ একদা তাহা-দের প্রতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ প্রসন্ন হইবেন। তাহাদের জলচল করিয়া লইবেন। সমগ্র অনাচরণীয় জাতি সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিয়া দলবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তাহারাও কেহ কাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে চাহে না। একজন সুবর্ণবণিক সাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখে না আপনাকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। একজন সাহাও তদ্রূপ একজন নমঃশূদ্রকে আপনা অপেক্ষা অপকৃষ্ট মনে করে। কপালী যুগী প্রভৃতি সমস্ত জাতি সম্বন্ধেই এই কথা খাটে পরস্পরের ঘৃণার ভাব বিদূরিত না করিতে পারিলে এক বৃহৎ দল গঠনে অনা-চরণীয় জাতিনিচয় কখনই কৃতকার্য্য হইবে না। কাজেই এ পথও নিরাপদ নহে। আমরা দেখিলাম উভয় উপায়ের একটীও সহজে সিদ্ধ হইবার নহে। অনাচরণীয় জাতি যুগের সমাজ সেবায়, আত্মনিয়োগের ফলে, দেশের কার্য্যে আত্মদানের পুণ্যবলে তাহারা একদিন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের সহানুভূতি লাভে সমাজে সম্মানিত হইবে; আকাঙ্ক্ষিত অধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে এইরূপ আশা পোষণ করা যাইতে পারে। আর বিনা ত্যাগে বিনা-সাধনায় শুদ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া মাত্রেই তাহারা সমাজের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না—কিছুদিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে—সমাজে স্ব স্ব যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়া সামাজিক সুবিধা লাভ করিতে হইবে। অনাচরণীয় জাতি সমূহের প্রতি সমাজ সংস্কারকগণের বর্ত্তমানে তদ্রূপ

উপদেশ দান করা সমীচীন। শুধু অধিকার প্রদানে প্রলুব্ধ করিয়া শক্তিহীনতা হেতু তাহা দিতে না পারায় সমাজে বিক্ষোভ সঞ্চারিত করা অকর্ত্তব্য। ইহার ফলও শুভ নহে। একে অনাচরণীয় জাতিগুলির আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয় না—হইতে পারে না। পক্ষান্তরে উচ্চশ্রেণীর হৃদয় বিষাক্ত হইয়া উঠে। প্রস্তাবক গণের কার্য্য তাহারা সন্দেহের নেত্রে দর্শন করে—প্রস্তাবক গণের বাক্যে তাহারা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্যান্য সংস্কার কার্য্য আবদ্ধ হইয়া সহানুভূতির অভাবে অর্দ্ধ পথে বিনষ্ট হইয়া যায়। তাই আমাদের মনে হয়, যখন যে কথাটী বলা প্রয়োজন, তখনই বলিতে হয়; তাহার পূর্ব্বে নহে। অসময়ে কোন আন্দোলন ফল প্রসূ হয় না। উপযোগিতার অপেক্ষা করিয়া আন্দোলন স্থগিত রাখা বিধেয়। আমরা কোন প্রথা বিশেষের পক্ষপাতী বা বিরোধী নহে। সমাজে উপযোগিতা দেখিলে আমরা যে কোন প্রথা প্রচলনের সমর্থনকারী—উপযোগিতার অভাবে কোন প্রথা প্রবর্ত্তনের আমরা পক্ষপাত করিতে পারি না। আমাদের স্থির লক্ষ্য সমাজের উপযোগিতার প্রতি। সেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া আমরা অন্ধভাবে শাস্ত্রের আদেশ বা পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, অথবা উদারচেতার ঔদার্য্য শিরোধার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। (খ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

(খ) লেখক মহাশয় বলিতেছেন সমাজের উপযোগিতা অনুসারে শাস্ত্রাদেশ পালন করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে আমরা অব্যমত নহি। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। নিম্নজাতির জলচল সম্বন্ধে লেখক মহাশয় বলেন সাহা, কৈবর্ত্ত নমঃশূদ্র ইত্যাদি জাতিবৃন্দের জলচলের সময় এখনও হয় নাই। এইমত আমরা গ্রহণ করিতে পারি না কারণ ঐ সকল জাতির দীক্ষা শিক্ষা এবং সামাজিক অবস্থা এরূপ উন্নত হইয়াছে যে ঐ সকল জাতির জল ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য সকলে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন। এই ফরিদপুরে যে সকল সাহা জমিদারগণ বাস করিতেছেন তাহারা উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকেন এবং তাহাদের অধীনস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য কর্ম্মচারিগণ নিম্নাসনে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন। ফরিদপুরে অন্তর্গত ভাঙ্গা মুন্সেফীতে নমঃশূদ্র উকিলগণ তথা ফরিদপুরের জজ আদালতের বি, এল নমঃশূদ্র উকিল সম্ভ্রান্তবংশীয় হিন্দুদের সহিত একত্রে বসিয়া জলযোগ করিয়া থাকেন।

ঢাকাপাড়ার রাজবংশীয় কায়স্থ বিবরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৫ম প্রবন্ধ, বিগত ভাদ্র সংখ্যা ২১৭ পৃষ্ঠা হইতে)

বঙ্গবিনোদের এইরূপ মধুর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন এই ব্যক্তিকে কাননগোর উপযুক্ত খেলাত এবং "বঙ্গাধিকারী" উপাধির একটী পৃথক সনন্দ প্রদান করা হউক। সম্রাটের আদেশে বঙ্গবিনোদকে পরিচ্ছদ গৃহে (robing room) লইয়া গেল এবং তাহাকে উক্ত খেলাতের সাজসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তরবারী প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিয়া পুনরায় রাজসভায় সম্রাটের সম্মুখে আনীত হইলেন। সেই সময় বঙ্গবিনোদ পুনরায় সম্রাটকে ১০০ আসরফী নজর ধরিলেন সম্রাট দ্বিতীয় বার আদেশ করিলেন যে এই কাননগোর সহিত একটী সজ্জিত উষ্ট্রোপরি একটী রাজডঙ্কা দিয়া ঘোষণা করা হউক যে ঢাকার নবাব সুবেদারের অধীনে তিনি কাননগোর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

২। এইরূপে সম্মানিত হইয়া বঙ্গবিনোদ সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং দরবারস্থ প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণকে যথাযোগ্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া তিনি ১২ জন অশ্বারোহীর সহিত তাহার নিজ আবাস স্থলে গমন করিলেন। কতিপয় দিবস দীল্লিতে অবস্থান করিয়া তাহার গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জ্বালামুখী প্রস্থান করিলেন। যখন তাঁহার গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে গুরুকে ১০০ শত স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন। গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন বঙ্গবিনোদ আমার অর্থের কোন প্রয়োজন নাই। তবে এই অর্থ দ্বারা একটী কালীমন্দির নির্ম্মাণ

শরৎবাবু ছাত্র দাগর মেসে গেলে দেখিতে পাইবেন এই সকল জাতির সতীর্থগণ কিরূপে একত্রে পান ভোজন করিতেছেন। অতএব বক্তলোর আর বাকী নাই। শরৎবাবুর ক্রন্দন অরণ্য রোদনের ন্যায় বিফল হইবে।

সম্পাদক।

করিয়া দিবে। তুমি অদ্য এই স্থানে প্রসাদ পাইয়া রজনীতে মায়ের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করতঃ কার্য্য স্থানে গমন করিবে।

৩। অতঃপর ঐ দিবস ইষ্ট মন্ত্রের জপ সমাধানে রজনীর শেষভাগে স্বপ্নে দেখিলেন মা বলিতেছেন এই আশ্রমের অনতিদূরে একটী বটবৃক্ষমূলে আমার যে মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে সেই মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া যে স্থানে তুমি বসবাস করিবে তথায় উহা প্রতিষ্ঠিত করিবে। যতদিন ঐ মূর্ত্তি তথায় থাকিবে ততদিন তোমার বংশাবলীর প্রতি আমার সম্পূর্ণ কৃপাদৃষ্টি থাকিবে। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গুরুকে প্রণাম করিয়া রজনীর সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। অতি প্রত্যূষে গুরু ও শিষ্য আশ্রমের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তখনও পার্ব্বতীয় কুহেলিকা দিগ্বলয় সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আশ্রম হইতে অনতিদূরে একটী বটবৃক্ষমূলে পাষাণময়ী চতুর্ভুজা দক্ষিণাকালী স্থাপিত রহিয়াছে দেখিলেন। তদনন্তর বঙ্গবিনোদ উক্ত কালীমাতার মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে লইয়া কুশলে স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

৪। কিয়দ্দিবস পরে বঙ্গবিনোদ গৌড় নগরের নিকটবর্ত্তী ভাগিরথী তীরে একটী জঙ্গলপূর্ণ উচ্চস্থান মনোনীত করিয়া তথায় নিজের বাসোপযোগী একটী গৃহ এবং কালীমাতার জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কালীমাতাকে স্থাপন করেন। এই সকল কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া বঙ্গবিনোদ ঢাকা নগরে সুবেদারের দরবারে উপস্থিত হইয়া পীর বাদশাহী সনন্দ আদি দেখাইলেন এবং নবাব সুবেদারের অধীনে কাননগো কার্য্যের ভার এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবানচন্দ্র মিত্র রায় বহুদিন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার পর ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবিনোদ মিত্র রায় বঙ্গাধিকারী লোকান্তরে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী পদে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এই সময় বঙ্গবিনোদের পূর্ব্ব নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অধীন খাজুডিহি গ্রামে তত্রস্থ স্থাপিত দেবসেবাদির জন্য লাটমান্তল নামক ১২০০০ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী বঙ্গাধিকারী খরিদ করেন এবং হরিনারায়ণ বঙ্গাধিকারী উক্ত গ্রামে হরিসাগর নামক এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে উক্ত পুষ্করিণী হরিনা[illegible]

মহাশয়ের রাণী একদা জ্যোৎস্না রজনীতে যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন ততদূর দীর্ঘ হইয়াছিল।

৫। বঙ্গাধিকারী হরিনারায়ণের লোকান্তর গমনের পর তদীয় পুত্র শিবনারায়ণ বঙ্গাধিকারী কাননগোর পদে নিযুক্ত হইয়া সরকারী কার্য্য বিশেষ প্রশংসার সহিত নির্ব্বাহ করেন। এই সময় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ক্ষীর গ্রামস্থ কালীমাতার সেবার জন্য উক্ত ক্ষীর গ্রামের নিকটবর্ত্তী নন্দনপুর নামক বার্ষিক ১৬০০ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি উক্ত শিবনারায়ণ দান করিয়া ঐ সেবা নির্ব্বাহের ভার তাহার নিজ গুরুদেব মানকর নিবাসী শিবনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অর্পণ করেন। ইহা ব্যতীত মুর্শিদাবাদের অধীন কিরীটেশ্বরীর সেবা নির্ব্বাহার্থে সম্রাট প্রদত্ত উক্ত ১৬০০ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি নিষ্কর দেবোত্তর নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত শিবনারায়ণ বঙ্গাধিকারী জেলা মালদহের অধীন শ্যামপুরস্থ পাহাড়পুর মহল নিষ্কর দেবোত্তর স্বরূপ সরকার হইতে প্রাপ্ত হন। তাহার রাণী উক্ত মালদহের অন্তর্গত রাণীহাট্টী ও রাণীনগর নিষ্কর দেবোত্তর প্রাপ্ত হইয়া পুখুরিয়ার কালী সাগর গ্রামে স্থাপিত কালীমাতার সেবার্থে নিযুক্ত করিয়াছেন।

৬। শিবনারায়ণ বঙ্গাধিকারী লোকান্তরে গমন করিলে তৎপুত্র রাজা দর্পনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী উক্ত কাননগোর পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। মুর্শিদ-কুলি খাঁ বাঙ্গালার রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য জমিদার দিগের উপর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করায় দর্পনারায়ণ রায় মহাশয় তাঁহাকে পরামর্শদেন যে এইরূপে রাজস্ব বৃদ্ধি করিলে প্রজা সাধারণের বিশেষ অনিষ্ট ও কষ্ট হইবে এবং পরিণামে জমিদার দিগের সহিত প্রজাগণ মিলিত হইয়া রাজবিপ্লব উপস্থিত করিতে পারে। তিনি অন্যরূপে রাজকর বৃদ্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই পরামর্শের ফলে রাজা দর্পনারায়ণের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। তাহা পর প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইবে।

(ক্রমশঃ)

কুমার প্রতাপনারায়ণ রায়।

সমালোচনা।

সাহিত্য ১৩২৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যা। উক্ত পত্রের ৫৪৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা এবং আমাদের সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তদ্বিষয় আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সকলেই জানেন যে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "সাহিত্য" বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের মুখপত্র। আমরা প্রায়সঃ দেখিতে পাই যে যখন কোন বহুভাষী লেখক কায়স্থদিগের সম্বন্ধে সমালোচনা করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কায়স্থদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ নহেন। তাঁহারা জানেন না যে কায়স্থ একটী বিরাট জাতি সমগ্র ভারতে আকুমারী হিমাচল বিস্তৃত এবং বহুশাখায় বিভক্ত ইহাদিগের মোট সংখ্যা প্রায় ৭৫ লক্ষ কালীপদ বাবুর ন্যায় লেখক মনে করেন যে কায়স্থগণ একাদশ লক্ষ এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই যজ্ঞোপবীত নাই। ইহারা স্মরণ রাখেন না যে বঙ্গের বাহিরে যে ৫০ লক্ষ কায়স্থ আছেন তাহারা সকলেই দ্বিজ, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মা এবং ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। উক্ত প্রবন্ধে কালীপদ বাবু বলিতেছেন :—

"হিন্দু সমাজে কায়স্থদের মধ্যে দুইটী দল হইয়াছে। একদল উপবীত লইয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছেন অপর দল যথা পূর্ব্বং শূদ্র" উপরোক্ত মন্তব্য সর্ব্বৈব মিথ্যা। কায়স্থ কখনও শূদ্র হইতে পারে না। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এ যাবৎ সমগ্র কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় শূদ্র নহে। স্বল্প বিদ্যা প্রলয়ঙ্করী (Little learning is a dangerous thing) যেমন ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" "তেমনি কায়ে তিষ্ঠতি যঃ সঃ কায়স্থ" তত্থাখুধি কোষকার কায়স্থ শব্দকে বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতেছেন :—

ক্ষত্রশব্দেন কায়ং স্যাদিদেতি স্থিতিবাচকঃ
ততঃ ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে।

অর্থাৎ ক্ষত্র শব্দে কায় ইয় শব্দ স্থিতিবাচক তজ্জন্য ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ

কারণ। যে বৌদ্ধ উৎপাতে ব্রাহ্মণ সমাজ দ্বিজত্ব হইতে ভ্রষ্ট হন সেই উৎপাতে বঙ্গের কতকগুলি কায়স্থ যজ্ঞোপবীত হীন হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুত্থান না হইলে ব্রাহ্মণগণকে এইক্ষণ আমরা শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতে পারিতাম কি? অভিসপ্ত যদুবংশ সত্যযুগের শেষ হইতে কলিযুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারেন নাই তজ্জন্য তাহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সময়ে ইহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন উক্ত মহাজন পদাঙ্কিত প্রথা অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন। কতকগুলি অনুদার কায়স্থতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া গালি দিয়া মনের প্রসন্নতা লাভ করেন। যদু ও বৃষ্ণিবংশ বহুকাল যজ্ঞোপবীত হীন থাকিলেও কখনও শূদ্র হন নাই। ক্ষত্রিয় সমাজে উভয় বংশই বরণীয় ছিল। যজ্ঞোপবীত একটা জাতীয় চিহ্ন বিশেষ। তাহা না থাকিলে জাতীয়তা নষ্ট হয় না। সাবিত্রী ভ্রষ্ট দ্বিজদিগকে উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপ হেতু পতিত সাবিত্রিক অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকে। অতএব কায়স্থ কখনই শূদ্র হইতে পারে না।

২। কালীপদ বাবু বলিতেছেন:—

"ক্ষত্রিয়-কায়স্থেরা সকলকে ছাড়িয়া এখন ব্রাহ্মণজাতির আভিজাত্য চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন অসিধারা নহে, মসীর দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতির অপরাধ, তাঁহাদের সভা ও সমাজ অশাস্ত্রীয় বোধে কায়স্থের উপনয়নের ব্যবস্থা দেন নাই, দিতেছেন না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সিদ্ধান্ত ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া যে সকল কায়স্থ উপবীত লইয়াছেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁহাদের সহিত সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন।"

কালীপদ বাবু আমাদের প্রতি বড় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন বঙ্গদেশীয় ছোট বড় কোন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক, কায়স্থকে শূদ্র বলেন নাই। তাঁহারা সমস্বরে কায়স্থকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ বঙ্গীয় কায়স্থ সভার অধিনায়কগণ বহু অর্থব্যয়ে সমগ্র ভারতের অভিমত সঙ্কলন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত কায়স্থ তত্ত্ব গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেখিবে...

সর্ব্বপ্রথমে ভট্টপল্লী নিবাসী...

চূড়ামণি প্রমুখ ৩৯ জন বঙ্গীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ আন্দুল নিবাসী কায়স্থ রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরকে বিগত ১২৫৩ সনের ২২শে আশ্বিন তারিখে যে ব্যবস্থাপত্র দেন তাহা "কায়স্থ-কৌস্তুভ" নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। তাহাতে চারিটী ব্যবস্থা আছে তাহার প্রথম ব্যবস্থা :—"দক্ষিণ-রাঢ়ীয়োত্তর রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বঙ্গজাখ্যাঃ এতে ক্ষত্রিয় বর্ণাঃ"। সে আজ একাত্তর বৎসরের কথা। কালীপদ বাবু কি জানেন না যে অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত যে কোন সামাজিক বিষয় আলোচিত হইলে তাহার একটী শেষ মীমাংসা হইয়া থাকে। সুতরাং কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ালোচনা ঐক্ষণ তামাদি দোষে বাধিত হইয়াছে। কায়স্থ যে শূদ্র তাহার একটীমাত্র প্রমাণ যদি কোন অধ্যাপক দিতে পারেন তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

৩। প্রমাণ প্রধানতঃ ত্রিবিধ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র। কায়স্থ যে প্রত্যক্ষ ক্ষত্রিয় তাহা বঙ্গদেশীয় যজ্ঞোপবীত গৃহীত ক্ষত্রিয় বাদ দিলেও ভারতীয় কায়স্থজাতি অর্থাৎ চান্দ্রসেনী সূর্য্যবংশীয় প্রভু কায়স্থ এবং চন্দ্রবংশীয় প্রভু কায়স্থ ইহারা সকলেই উপবীতী। ইহাদের সংখ্যাও কম নহে ৩০।৪০ লক্ষ, কালীপদ বাবু বলিতেছেন—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ ক্ষত্রিয় কায়স্থদের সহিত সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন ইহা সত্য নহে, অনেক ব্রাহ্মণ আমাদিগের কার্য্য করিতেছেন। তিনি বলেন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া ইত্যাদি। লেখক মহাশয় দয়া করিয়া এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমরা গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত কেহ দেয় নাই ও কখনও হইতে পারে না কারণ অসত্য বস্তুর অস্তিত্ব কখনও থাকিতে পারে না। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

অর্থাৎ—অবিদ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। এবং নিত্য পদার্থের অভাব হয় না। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব তাহার অভাব কখন হয় নাই ও হইতে পারে না।

৪। কালীপদ বাবুর সমালোচনা অতি দীর্ঘ সকল বিষয় উত্তর দিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ মিতাক্ষরা প্রতিভায় স্থানাভাব। ফাল্গুনমাসের সমালোচনায় ইহার অবশিষ্টাংশ দিতে ইচ্ছা করি। কালীপদ বাবু আমাদের সভক্তি শত শত প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ

১। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার গ্রাহকদিগের মধ্যে ভিঃপিঃ গুলি ফেরৎ দেওয়ার সংখ্যা দিন দিন এতই বাড়িতেছে যে আমাদের অনবরত কাঁদাকাটা সত্ত্বেও গ্রাহক মহাশয়দিগের ইচ্ছা যেন বলবতী হইতেছে। অদ্য ৪ঠা ফাল্গুন ১৩২৩, ৯ খানি ভিঃপিঃ যাহা হস্তগত হইল তন্মধ্যে ৬ খানি ফেরৎ এবং ৩ খানির মূল্য পাওয়া গেল। আমরা পৌষ সংখ্যা প্রায় ১০০ ভিঃপিঃ করিয়াছি তন্মধ্যে এই হারে ৩৩ খানির মূল্য পাওয়া গেল। এবং অবশিষ্ট প্রায় ৬৭ খানি ভিঃপিঃ ফেরৎ আসিলে প্রতিভার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা কায়স্থ সমাজের মুখপত্র সমাজের কল্যাণ কামনায় আজ দশবর্ষ প্রচারিত হইতেছে। কাগজের মূল্য চতুর্গুণের অধিক বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও আমরা মূল্য বৃদ্ধি করি নাই। যখন প্রতিরিম ১৸০ ছিল, তখনও যেরূপ বার্ষিক মূল্য এইক্ষণ প্রতিরিম ৬৲ মূল্য হওয়াতেও বার্ষিক মূল্য সেই ২৷০ আছে। এই যৎসামান্য চাঁদা মাসিক ৶০ হিসাবে প্রত্যেক দীনহীন কায়স্থগণ ভিক্ষাস্বরূপ দিতে পারেন। কিন্তু অদ্য যে ৬ খানি ভিঃপিঃ ফেরৎ পাইলাম তাহার বিবরণ নিম্নে দিতেছি। ফরিদপুরের অন্তর্গত ঢাকা জজ আদালতের ১ জন প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দাস দেববর্ম্মা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা। ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা

কবিরাজ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মজুমদার। শ্রীযুক্ত নদীয়ারচাঁদ দত্ত বি, এ, বি এল। শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন রায় মিরবহর। এইক্ষণ আমরা বিনীত ভাবে গ্রাহক মহোদয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি উক্ত ৬ জনের মধ্যে ৩ জন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা। ২জন মিরবহর। এবং আর এক ১ জন দত্তবংশ সম্ভূত লক্ষ্মীপুরের রাজষ্টেটের দেওয়ান। ইহারা সকলে কৃতবিদ্য ধনী এবং কুলীন। কি মনে করিয়া তাঁহারা যে নিষ্করুণভাবে ভিঃপিঃগুলি ফেরৎ দিতেছেন তাহা আপনারা বিচার করিবেন। এইক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি প্রতিভার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

২। ৺কাশীধামে বিশ্বস্তুর যজ্ঞ।—৺কাশীধামে ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের তত্ত্বাবধারণে বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার হইতে ২৪শে অগ্রহায়ণ সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীবিশ্বস্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নরসিংহ গড়ের মহারাজা স্যার অর্জ্জুন সিংহ বাহাদুরের কল্যাণার্থে সম্পাদিত হইয়াছে। তিনি উহার যজ্ঞ ব্যয় বহন করিয়াছেন। প্রকৃত বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের অভাবে আর্য্যজাতির বর্ত্তমান রোগ শোকের প্রধান কারণ। বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার পূর্ণিমা-তিথিতে ঋত্বিকগণ মণিকর্ণিকাঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রত্যেককে এক একটী গো দান করিলেন। তদনন্তর ঐ দিবস হইতে প্রায় শতাধিক ঋত্বিক মণ্ডলী যজ্ঞ-মণ্ডপ সমীপে সমাগত হইয়া সংযম পূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপ্তি পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত যজ্ঞ সমাপনান্তে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ সমারোহের সহিত ভোজন ও প্রতি ব্রাহ্মণকে ।০ আনা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল। বিগত ১২।১৩।১৪।১৫ই পৌষ বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও রবিবার তারিখে মহামণ্ডলের জগৎগঞ্জস্থিত বিশাল ভবনে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

৩। কায়স্থোপনয়ন।—যশোহর জিলান্তর্গত পোঃ গৌড়নগর নেবুতলা গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রলাল মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত কায়স্থ উপনয়ন সংবাদটী প্রেরণ করিয়াছেন ;—গত ৭ই অগ্রহায়ণ উক্ত জিলান্তর্গত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখি ৮জন কায়স্থ মহাশয় আপনাপন কুল পুরোহিতের দ্বারা উপবীতী হইয়াছেন।

গ্রাম রামকৃষ্ণপুর—১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ২। নিশিকান্ত ঘোষ

৩। হিরণ্ময় ঘোষ, ৪। ক্ষুদীরাম ঘোষ, ৫। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৬। যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র, ৭। সতীশচন্দ্র চন্দ্র, গ্রাম জমদীয়া। ৮। অমৃতলাল দত্ত;

৪। যশোহরে চিরুণী, বোতাম ও মাদুরের কারখানা বিগত ১৯০৯ সনে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয় যখন যশোহরে ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ছিলেন তৎকালে নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেবরায়, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের পরামর্শে উক্ত কারখানার প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। ১৯০৯ এবং ১৯১০ কারখানার গৃহাদি নির্ম্মাণে অতিবাহিত হয়। তাহার পর বৎসর অর্থা-ভাবে কারখানার অবস্থা ভাল ছিল না। ১৯১১ সনে নড়াইলের জমিদার স্বদেশহিতৈষী মাননীয় শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় মহোদয় প্রচুর অর্থ দানে এই কারখানার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন এবং তিনি এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কার্য্য গ্রহণ করেন। কোম্পানী সর্ব্বপ্রথমে ৫০০০৲ হাজার টাকা দিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তাহার পর ২৫০০০৲ হাজার টাকা এবং পরে দুই লক্ষ টাকা এই কোম্পানীর মূলধন হয়। ১৯১২ সনে মিঃ মন্মথনাথ ঘোষ যিনি জাপানে তদনন্তর লণ্ডনে শিল্পবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। সুপারিণ্টেণ্ড পদে নিযুক্ত হইয়া এই কারখানার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। ১৯১৫ সনের ১৫ই জানু-য়ারী তারিখে বঙ্গেশ্বর প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর সস্ত্রীক সপার্শদ এই শিল্প গৃহ পর্য্যবেক্ষণ করেন। তৎকালে নলডাঙ্গার কুমার বাহাদুর ভবেশ বাবু এবং মিঃ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গেশ্বর তাহার পরি-দর্শন মন্তব্যে এই কারখানার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং লিখিয়াছিলেন যে তাহার নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত চিরুণী আদি এই কারখানা হইতে লইয়াছেন। চিরুণী প্রস্তুতের প্রধান উপাদান সেলুলইড যুদ্ধের অগ্রে জার্ম্মাণী হইতে আমদানী হইত। এইক্ষণ উহা আর পাওয়া যাইতেছে না তজ্জন্য মিঃ ঘোষ নিজের কারখানায় সেলুলইড (celluloid) প্রস্তুত করিতেছেন। ছিন্ন বস্ত্র কাগজাদি আবর্জ্জনা রাশি হইতে কি প্রকারে সুন্দর সেলুলাইড প্রস্তুত হইতে পারে তাহা তিনি বঙ্গেশ্বরের সম্মুখে প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছেন। কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থা সমৃদ্ধজনক। মাদুর প্রস্তুত জন্য কোম্পানীগৃহের চতুষ্পার্শ্বের জমিতে মিঃ ঘোষ মাদুরের গাছের চাষ করিতেছেন। উহাকে আমাদের দেশে নলকিভুরুঙ্গা বলিয়া থাকে। অনেক হিন্দু মুসলমান এই

কোম্পানীতে কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। দরিদ্র বালক-বালিকা এবং স্ত্রীলোকগণকে তাহাদের নিজ নিজ গৃহে কার্য্য দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে এই কোম্পানী দ্বারা স্বদেশের বিশেষ উপকার সাধন হইতেছে, ইহার উন্নতি এবং প্রসার আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি। এই কোম্পানীর ১০৲ টাকা করিয়া অংশ অদ্যাপি বিক্রয়ার্থে পাওয়া যায়। আমরা আশা করি কায়স্থ মহোদয়গণ প্রত্যেকেই, ইহার এক একটী অংশ কিম্বা ততোধিক খরিদ করিবেন এবং তজ্জন্য উক্ত কারখানার তত্ত্বাবধারক মিঃ ঘোষের নিকট আবেদন করিতে হইবে। মিঃ ঘোষ জাপান হইতে কর্পূর বৃক্ষের বীজ এই দেশে আনিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া সাধারণের নিকট বিক্রয় করিতেছেন। কর্পূর বৃক্ষের ন্যায় মূল্যবান চাষ ভারতবর্ষে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গদেশে উচ্চ জমির দোয়াস মাটীতে এই গাছ ভাল হইবে। প্রতিভার পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

৫। যুদ্ধে মজুর আবশ্যক।—বছরা এবং মেসোপটমিয়ার জন্য অনেক মজুর আবশ্যক। ইহারা ভারতবর্ষে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতন পায় কিন্তু বছরায় থাকিলে মাসিক ২০৲ টাকা বেতন পাইবে ইহা ব্যতীত পোষাক, খাদ্য এবং জ্বালানী কাঠ বিনামূল্যে পাইবে। যাহারা যাইতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকে মহকুমার হাকিমের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

৬। প্রচারের বিবরণ।—কায়স্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাধবলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় ১৫ই পৌষ তারিখের পত্রে লিখিতেছেন:—আমি ইতিমধ্যে প্রচারার্থে ভাঙ্গা অঞ্চলে গিয়াছিলাম। গত ৬ই পৌষ তারিখে বাইশরশি গ্রামে স্বর্গীয় শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের সপিণ্ডকরণ দানসাগর শ্রাদ্ধে কয়েক দিবস তথায় ছিলাম। উক্ত শ্রাদ্ধে বিরাট আয়োজন হয় এবং সুশৃঙ্খলতার সহিত নির্ব্বাহ হইয়াছিল। আমাদের স্বদেশস্থ ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগকে আবাহন করিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন। এবং প্রত্যেককে ২৲ টাকা করিয়া ভোজন দক্ষিণা ও পাথেয় দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে উপাধিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-অধ্যাপকদিগকে পাথেয় ব্যতীত ৫৲ টাকা বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম দিবস কায়স্থ ১৫০০ হাজার ভোজন করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ কর্ম্ম ক্ষেত্রে ভাঙ্গার কায়স্থ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী এবং সম্পাদক

এবং সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। তাহারা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে ফরিদপুর প্রচার সমিতিতে কিছু দান করা হউক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। আমি দুরন্ত রোগগ্রস্ত হইয়াও কাইচাল মোচনা প্রভৃতি স্থানে নিজে নৌকা ভাড়া দিয়াও প্রচার করিয়াছি। গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে অদ্য ১৫ই পৌষ পর্য্যন্ত এই ৭ মাসের মধ্যে প্রচার ফণ্ড হইতে বেতন বলিয়া ৩২৲ টাকা পাইয়াছি। কঠিন রোগে শয্যাগত অবস্থায় স্বজাতি বান্ধবগণ নানা স্থান হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাদিগকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। আমার প্রতি কায়স্থ সমাজ কৃপাবান না হইলে জীবন ধারণ আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। অদ্য প্রচারার্থে বরহানগঞ্জ অঞ্চলে রওনা হইতেছি। তথা হইতে উমেদপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া ভাঙ্গা অঞ্চলে যাইতে হইবে। এদিকে দক্ষিণ ভাগড়ায় স্বজাতি মহাশয়দিগকে সংস্কারান্বিত করিতে পারিলে অনেকটা সুবিধা হয় এবং একটী ভয়ানক বিরোধের শান্তি হয়। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মাঘ মাসে উপনয়ন গ্রহণ করিবেন এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আপনার দৌহিত্র শ্রীমান সুরেশকুমার ঘোষ সত্বর উপনীত হইলে ঐ দেশের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। মালীগ্রাম, ঘারুয়া, চোমরদী, হোসেনপুর প্রভৃতি স্থানের কার্য্য অতি সত্বর সম্পন্ন করিতে হইবে। হোসেনপুরের শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুকে সংস্কার কার্য্যে মনযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করিবেন। আমি পাঁচের বন্দরপোলার কার্য্যে সাহায্য পাইবার জন্য বরহানগঞ্জ যাইতেছি। আমার বাটীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও কায়স্থ আদি পিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা মহা উৎসবের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। আমি যে ভগবানের কৃপায় দুরন্ত ক্ষয় রোগ হইতে মুক্ত লাভ করিয়াছি তজ্জন্য আপনি একটু বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

৭। ক্ষত্রমাচারে শ্রাদ্ধ। বীরভূম জিলার অন্তর্গত হিলোড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু তারাদাস দাষ বর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী পরলোক গমন করায় গত ৬ই মাঘ তারিখে ত্রয়োদশ দিবসে তাহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রাদ্ধে চন্দনধেনু মহাসমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এবং বহু কাঙ্গালী তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিল।

৮। কায়স্থোপনয়ন। বিগত ১০ই মাঘ বুধবার ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার

সমিতির উদ্যোগে বর্ণি নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস মহাশয়ের কলিকাতা ৫নং কৃপানাথ লেনস্থিত ভবনে তাহার সম্পূর্ণ ব্যয়ে একটী উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত ২২জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপবীতী হইয়া কায়স্থ সমাজের মুখ প্রদীপ্ত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্য এবং তাহার ভ্রাতা তন্ত্রধার ছিলেন। দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা কুলভাস্কর প্রমুখ কতিপয় জন ধন্যবাদের পাত্র। ১, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মা ২, বিজয়কুমার দেববর্ম্মা ৩, মণীন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা ৪, হরেন্দ্র কুমার দেববর্ম্মা সাং বর্ণি ফরিদপুর। ৫, নগেন্দ্রচন্দ্র গুহবর্ম্মা ৬, সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, শিরখড়া। ৭, রমেশচন্দ্র বিশ্বাস ৮, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ৯, অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস শিরখাড়া ১০, সুরেন্দ্রমোহন বসু ১১, মনীন্দ্রমোহন মহলানবীশ আর্যাদত্তপাড়া ১২, সিদ্ধেশ্বর সরকার রাঘদী, ১৩, মহেন্দ্রনাথ দাস, হোগলপাতিয়া ১৪ মণিমোহন দাস, আমগ্রাম, ১৫, লোকনাথ দেব বাকারী, শ্রীনদী ১৬, ক্ষিতীশচন্দ্র দাস দীঘলিয়া কাশীমপুর, ১৭, বনমালী দাস, নিজড়ী, ১৮ তুলসীকুমার ঘোষ বাগাইল, ১৯ বিহারীলাল সরকার সমমঙ্গল ২০, কুলচন্দ্র দাস গালিয়া ২১, মণীন্দ্রমোহন দেব ইশিবপুর ২২, শরচ্চন্দ্র গুহ আস্কারাবাদ

৯। ম্যালেরিয়া নিবারণোপায়। আজ কতিপয় দিবস হইল আমাদের লোকপ্রিয় বঙ্গের শাসনকর্ত্তা লর্ড রোণাল্ড্‌সের সভাপতিত্বে ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সহিত একটি পরামর্শ সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সকলেই অবগত বঙ্গের পূর্ব্ব এবং পশ্চিম প্রদেশস্থ পল্লীগ্রাম সমূহে ম্যালেরিয়ার কি প্রকার নিদারুণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কত লক্ষ লক্ষ নরনারী বালক বালিকা এই ম্যালেরিয়া জ্বরের নিধনপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার সংখ্যা অবধারণ করা অসম্ভব। শাসনকর্ত্তা মহোদয় তদীয় সভাপতির আসন হইতে যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করা হইয়াছিল কিন্তু ম্যালেরিয়ার কি প্রকার প্রকৃত নিদান অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ প্রকৃতরূপে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল কি? এ রকম মশকজাতীয় কীট দ্বারা এই পীড়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সংক্রামিত হইতেছে ইহা স্বীকার করিলেও এই জাতীয় মশক কি

প্রকারে উৎপন্ন হইল তাহা জানা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই যে বিগত ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এই পীড়ার প্রথম আবির্ভাব বঙ্গদেশে লক্ষিত হয়। পূর্ব্ব ভারতীয় (East India) এবং পূর্ব্ব বঙ্গীয় (Eastern Bengal) দুইটী রেললাইন বিগত ১৫৮৪ এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছিল। একটী বহু বিস্তৃত এবং অত্যুচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ (Embankment) পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বঙ্গের মধ্য দিয়া নির্ম্মিত হওয়ায় বর্দ্ধিত জলরাশী নির্গমনের পথ সকল রুদ্ধ হইয়া যায়। অবশ্য রেলকর্ত্তৃপক্ষগণ নদী নালা হইতে জল নির্গমের পথ কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিস্তীর্ণ নিম্নভূমিস্থ ময়দানের জলরাশি রেললাইন নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে যে প্রকার স্বাধীনভাবে চলাচল করিত কোম্পানী কর্ত্তৃক সেতু নির্ম্মাণ করা সত্বেও ঐ সকল নিরুদ্ধ জল বাহির হইতে পারিতেছে না। সেই কারণ জল পচিয়া লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ প্রকার জল জঙ্গল হইতে যে ম্যালেরিয়ার বীজ মশক উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জল নির্গমের উপায় সর্ব্বপ্রথমে অর্থাৎ রেললাইন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে অবধারণ না করা একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছে। মুসলমান রাজত্বে বহু বিস্তীর্ণ রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু তাহারা জল নির্গমের পথ রুদ্ধ করিয়া সেতু নির্ম্মাণ করেন নাই। আমরা তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা মহোদয়গণকে প্রশংসা করিতে বাধ্য। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত রেলকোম্পানীদ্বয় নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া জল নির্গমের যে ব্যাঘাত করিয়াছেন তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ম্যালেরিয়া ব্যাধি দেশ হইতে উন্মূলিত করিবার জন্য যে ব্যয়ের আবশ্যক হইবে তাহার অধিকাংশ ব্যয় উক্ত দুই কোম্পানীর দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ কতটাকা আবশ্যক এবং কত টাকা রেলকোম্পানী দিবেন জানিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

১০ স্যার উইলিয়ম ওয়েডার বার্ণ ভারতবর্ষে একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (Indian congress) তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার স্মরণার্থ শীঘ্রই কলিকাতা টাউনহলে একটী শোকসভার অধিবেসন হইবে।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীচৈতন্যপ্রভুদেবায় নমঃ ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম খণ্ড। { ফাল্গুন ১৩২৪ সাল। } ১১শ সংখ্যা

রাসলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ।)

কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তদীয় চরিতামৃতের মধ্যলীলায় ৮ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন :—

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রিয়া সাম্যে তাকে কহে কাম নাম॥

উপরোক্ত পদ্যে "সহজ" শব্দের অর্থ "স্বাভাবিক" অর্থাৎ "অপ্রাকৃত"। গোপীর প্রেম অপ্রাকৃত। গোপাঙ্গনাগণের দেহও অপ্রাকৃত কারণ তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা সুতরাং তাঁহাদিগের সাধারণ জীবের ন্যায় লিঙ্গ দেহ নাই যথা :—

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণ ধ্বস্ত জীব কোশাস্তমধ্যগন্॥

শ্রীভাগবতে ১০।৮২।৪৭

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্বরূপ শিক্ষা দ্বারা শিক্ষিতা হইয়া গোপিগণ তাঁহার অনুধ্যান দ্বারা লিঙ্গ শরীররূপ উপাধি ধ্বংস করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইল

সূর্য্যোপরাগে কুরুক্ষেত্রে যখন ব্রজবাসিগণ একত্র সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণকে তাঁহার স্বরূপ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই তাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে শুকদেব পরীক্ষিতকে কহিয়াছিলেন যে গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্বরূপ শিক্ষা দ্বারা শিক্ষিত হইয়া তাঁহার স্মরণ নিবন্ধন তাঁহাদের জীবকোশ ধ্বংস পাইয়াছিল। উপরোক্ত জীবকোশ শব্দের অর্থ স্বামিপাদ কহেন যে 'লিঙ্গদেহ", কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহেন যে :—

জীবকোষ লিঙ্গদেহ ইতি ব্যাখ্যানন্তু ন সঙ্গচ্ছতে নিত্য সিদ্ধানাং সত্যাং লিঙ্গদেহাভাবাৎ।

অর্থাৎ নিত্য সিদ্ধাগণের লিঙ্গদেহ অসম্ভব বশতঃ "জীবকোশ" অর্থে লিঙ্গদেহ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যুক্তি সঙ্গত নহে। তজ্জন্য তিনি অর্থ করেন :—

তদনুস্মরণেন তদ্বিরহোত্থ তীব্র নিরন্তর ধ্যান সূর্য্যেন ধ্বস্তো জীবন কুমুদস্য কোশোহন্তর্ভাগো যাসাং তাঃ তৎপ্রাপ্ত্যাশা মাত্র রক্ষিত কিঞ্চিন্মাত্র জীবনাঃ।

অর্থাৎ তাঁহার অনুস্মরণ বশতঃ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিরহোৎপন্ন নিরন্তর ধ্যানরূপ প্রখর সূর্য্যদ্বারা যে গোপাঙ্গনাগণের জীবনরূপ কুমুদের অন্তর্ভাগ ধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলনের আশায় কিঞ্চিন্মাত্র জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে লিঙ্গদেহের কথা কথিত হইয়াছে। লিঙ্গদেহ যথা :—

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্॥

সাংখ্যদর্শনে ৩য় অধ্যায়ে ৯ম সূত্রম্।

ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু কহেন :—

একাদশেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ তন্মাত্রাণি বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশ। একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) পঞ্চ তন্মাত্রা ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ বিশিষ্ট দ্রব্যকে লিঙ্গদেহ কহে অন্যত্র :—

বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ পঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গ মুচ্যতে॥

পঞ্চদশীতত্ত্ব বিবেকে ২৩।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ মন ও বুদ্ধি। সুতরাং গোপাঙ্গনাগণের নিত্যসিদ্ধ দেহ বশতঃ তাঁহাদের চিন্ময় দেহ :—

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি,
স্বাভিস্ব এব ... কলাভিঃ।
গোলক এব ... নিবসত্যখিলাত্মভূতো।
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩৭ ব্রহ্মসংহিতা

এস্থলে "আনন্দ চিন্ময় রস" ... হইয়াছে তাহার অর্থ" পরম প্রেমময় উজ্জ্বল শৃঙ্গার নামক রস"। সুতরাং ইহা অপ্রাকৃত, তজ্জন্য কহিয়াছেন :—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বর ধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ॥ শ্রীভাগবত ১০।৩২।২

গোপাঙ্গনাগণের রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভগবান শৌরি শ্রীকৃষ্ণ বদনারবিন্দ বিভূষিত হইয়া সহাস্য বদনে তাঁহাদিগের সম্মুখে এইরূপে আবির্ভূত হইলেন যেন বোধ হইল তিনি মন্মথেরও মন্মথ। মন্মথের মন্মথ শব্দ দ্বারা ইহাই বলা হইল যে শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পকেও জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাতে কোন কামভাব থাকে নাই পূর্ব্বে বলা হইল যে গোপাঙ্গনাগণের দেহ চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণের দেহও যে চিন্ময় তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চিন্ময় দেহ যে কিরূপ ... যাঁহার ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই তিনি যেন রাসলীলার প্রসঙ্গ না করেন। এই লীলা সাধারণের বোধ গম্য নহে। তজ্জন্য এই লীলা সকলকে কহিতে নিষেধ করিয়াছেন

ইদং বৃন্দাবনে যৎ তু রহস্যং মম বৈ শুভম্।
ন প্রকাশ্যং কদাচিত্তু বক্তব্যং ন পশৌ কচিৎ॥

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৭৫ অধ্যায়ে

শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন যে বৃন্দাবনে যে সকল আমার শুভ রহস্য বিষয়ক লীলা আছে তাহা কখনও কোথায়ও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে ও কোথাও কোন পশুকে বলা কর্ত্তব্য নহে কারণ পশুবুদ্ধি মনুষ্য ইহা শ্রবণ করিলে কদর্থ করিবে।

এই বিষয়ে জীবগোস্বামী প্রভুও কহিয়াছেন যে এ লীলা আপনার অধিকার বিবেচনা করিয়া ধ্যান করিতে হয় ইহা অন্যের নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে :—

তদেতৎ গোবিন্দ ব্রজবিপিনকান্তা সুচনং মদদ্য গাথাসা প্রবসি পশুস্পর্শীং ন বদ স। গোপাল চম্পূঃ পূর্ব্বভাগে ২৩ পূরণে

৪২৭ উক্ত শ্লোকের অর্থ ১৩২২ সনের শ্রাবণ পত্রিকা ১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৪২

অর্থাৎ তজ্জন্য ব্রজ মধ্যে নির্জ্জনে গোবিন্দ সহিত গোপাঙ্গনাগণের সেই কথোপকথন যাঁহারা হৃদয়ে ধারণা করিবেন কেবল তাঁহারাই যোগ্য ব্যক্তির কর্ণে সেই পরম রমণীয় বাক্য অর্পণ করিবেন। কিন্তু সভাতে বলিবেন না।

এই লীলা অনুভবের বস্তু; ইহা শ্রবণ করিলে যদি কামের গন্ধও আসে তাহা হইলে শ্রোতার পাষণ্ডিত্য ঘটিয়া থাকে। সিদ্ধ দেহ ভিন্ন ইহার অনুভব বা এই লীলাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরুষদেহ ত্যাগ না করিতে পারিলে ও প্রকৃতি না হইতে পারিলে এ লীলারস আস্বাদন করা যায় না তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যদেব সিদ্ধদেহে প্রার্থনা করিয়াছেন। (ক) (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

ওলাউঠা এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের নিবারণোপায়।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা উক্ত ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়া জ্বর নিবারণোপায় সম্বন্ধে লিখিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত হইতেছে।

২। ম্যালেরিয়া জ্বর অপেক্ষা ওলাউঠা পীড়া স্বল্পায়াসে নিবারিত হইতে পারে, ভেদ, বমি, প্রস্রাব বন্ধ, হাত পায়ে খাল ধরা এবং পেটে অত্যন্ত বেদনা এ সকল উপসর্গ ওলাউঠা রোগের প্রধান লক্ষণ। পীড়া উৎপত্তির কীটাণু, অর্থাৎ বিসূচিকা কীট অণুবীক্ষণ ব্যতীত সামান্য চক্ষে দৃষ্টি গোচর হয় না, ইহা জীবাণু নহে উদ্ভিদাণু এবং ইহার আকার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যাহা দেখা যায় তাহা একটী কমার ন্যায় ',' তজ্জন্য ইহাকে বলে কমা ব্যাসিলি এই সকল ব্যাসিলি ওলাউঠা রোগের প্রধান কারণ। পানীয় জল, দুগ্ধ কিম্বা অন্য কোন আহার্য্য বস্তুর সহিত ইহা শরীরে প্রবেশ করিলেই ঐ ভয়ানক রোগের

(ক) দুই রাসলীলা ও ৩ অধ্যায়, পাঠক রাসলীলার ব্যাখ্যা দর্শন করিবেন। সঃ

উৎপন্ন হয় এবং রোগীর বমি বাহ্যে ইত্যাদিতে ঐ সকল কীটাণু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। নদীর জলে পুষ্করিণীতে এবং কূপে মলমূত্রের সহিত এই "কমা" কীটাণু পতিত হইলেই ঐ সকল জল দূষিত হয়।

৩। এই জন্য এই রোগ বিস্তারিত না হইতে পারে তাহার প্রধান উপায় যে ঐ সকল কীটাণু কোন মতে নদী পুষ্করিণী কূপাদি জলে পতিত না হয়। ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল মূত্র বস্ত্রাদি সমস্তই ভস্মীভূত করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত করা আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি এরূপ রোগীকে শুশ্রূষা করিবেন তাঁহারা বিশেষ সাবধানে হস্ত, পদ, বস্ত্রাদি ধৌত করিবেন নচেৎ তাহাদের ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তি দেহ নদীর তীর হইতে বহুদূরে বিশেষ সাবধান পূর্ব্বক ভস্মসাৎ করিতে হইবে।

৪। বিশুদ্ধ জল রোগীকে প্রচুর পরিমাণে পান করিতে দিলে কোন ক্ষতি নাই বরং উপকার আছে। দূষিত জলকে অগ্নি সংযোগে ফুটাইতে পারিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে রোগীকে ঘন ঘন এইরূপ বিশুদ্ধ শীতল জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক ইহাই উক্ত রোগের মহৌষধ। বিশুদ্ধ শীতল জলের সহিত লেবুর রস ও লবণ মিশ্রিত করিয়া উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যে পর্য্যন্ত পরিমাণ পান করিতে পারে দেওয়া উচিত বর্ত্তমান সময়ে সেলাইন্ ইন্‌জেক্‌সান্ অর্থাৎ লবণাক্ত জলের পিচকারী গুহ্যদ্বার দিয়া কিম্বা দেহের মধ্যে পিচকারীদ্বারা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া এই রোগের প্রধান ঔষধ বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। চিকিৎসক ব্যতীত এইরূপ চিকিৎসা হইতে পারে না।

৫। বিসূচিকা কীটাণু অগ্নির উত্তাপে বিনষ্ট হয় সেজন্য জল কিম্বা দুগ্ধ কিম্বা অন্য কোন পানীয় দ্রব্য সাবধান পূর্ব্বক আগুনে জ্বাল দিয়া পান করা আবশ্যক। ভগবানের কৃপায় ওলাউঠা কীটাণু সূর্য্যের উত্তাপে দশ পনর দিন মধ্যেই আপনা আপনিই মরিয়া যায়। যে পুষ্করিণী কিম্বা কূপের জলে উক্ত কীটাণু প্রবেশ করিয়া থাকিবে দশ পনর দিন ঐ জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। এই সময়ের মধ্যেই সূর্য্যের উত্তাপে ঐ সকল কীটাণু বিনষ্ট হয়। পুষ্করিণীর ধারে ধারে চূণ ফেলিয়া দিলে জল বিশুদ্ধ হয়। পটাশিয়ম্ পারম্যাঙ্গানেট্ দ্বারা জল বিশুদ্ধ করা যায় কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় উক্ত জল শীতল করিয়া পান করাই প্রশস্ত। ওলাউঠা রোগীর মল মূত্রে মাছি বসিয়া উহাদ্বারাও গৃহান্তরে এই রোগ সংক্রামিত

হইতে পারে তজ্জন্য বিশে[illegible] রোগীর বমি মলমূত্রাদি তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করা আবশ্যক নচেৎ গৃহ[illegible] অপকারের সম্ভাবনা। মলমূত্র পরিত্যাগ করিবামাত্রই ছাই দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়াই আবশ্যক। ওলাউঠা প্রাদুর্ভাবের সময় বাটীতে নিজের গৃহে আহার্য্য প্রস্তুত না হইলে তাহা ভোজন করা উচিত নহে। কোন দুগ্ধ কিম্বা জল বিশেষভাবে উত্তপ্ত না করিয়া পান করা কর্ত্তব্য নহে।

৬। এক্ষণে ম্যালেরিয়া জ্বরের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। আমরা যদি একটু বিশেষ [illegible] যত্ন করি তবে এই রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। এই পীড়া এক প্রকার কীটাণু রক্তের মধ্যে থাকিলেই উক্ত রোগ উৎপন্ন হয়। অ্যানোফিলিস্ নামক এক প্রকার মশকের দ্বারা উক্ত রোগ দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়। শীতকালে এই রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। জীর্ণ শরীরে এই রোগের প্রাধান্য [illegible], রাত্রিতে মশারি ব্যবহার করা এবং কুইনিন্ সেবন করাই এই রোগের হস্ত হইতে মুক্তির প্রধান উপায়। ম্যালেরিয়া জ্বর যখন দেশে প্রাদুর্ভাব হয় তখন বিশুদ্ধ জল পান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস এবং পুষ্টিবর্দ্ধক আহার এই রোগ নিবারণের প্রধান উপায়। নিম্নলিখিত উপায় গুলি অবলম্বন করিলে গৃহস্থগণ উক্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন :—

(ক) গৃহের নিকটে কোন প্রকার বৃক্ষাদি রোপন করা কর্ত্তব্য নহে, বঙ্গদেশে অনেকেই আম, কাঁটাল, সুপারী ঘন ঘনভাবে বাটীর চারিদিকে রোপণ করেন ইহাদ্বারা গৃহস্থ ম্যালেরিয়াকে গৃহ মধ্যে ডাকিয়া আনেন। আম কাঁটাল অনেক শাখা বিস্তার করিয়া থাকে যাহাতে মশা মাছি ঐ সকল বৃক্ষ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ না করে তদ্বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বাটীর চতুর্দ্দিকে জল যাহাতে বাহিরে চলিয়া যায় তাহার উপায় করা আবশ্যক।

(খ) গৃহ মধ্যে মাকড়সার জাল ইত্যাদি অপরিষ্কার ভাবে না থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ঐ সকল অপরিষ্কৃত স্থানে মশকাদি আশ্রয় গ্রহণ করে। সূর্য্যাস্তের সময় গৃহের সমস্ত দরজা বন্ধ করা আবশ্যক, দুই এক ঘণ্টা রাত্রি হইলে দরজা খুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ধুনা গুগ্‌গুল্ দ্বারা সন্ধ্যাকালে প্রত্যহ গৃহে ধূপিত করা আবশ্যক।

(গ) বাড়ীর নিকটবর্ত্তী সমস্ত খাল খন্দ ভরিয়া দেওয়া আবশ্যক। যদি মৃত্তিকা দ্বারা ভরিতে না পারেন এবং বর্ষাকালে ঐ সকল গর্ত্তে জল জমিয়া গেলে একটা বাঁশের অগ্রে কেরোসিন তৈলে সিক্ত বস্ত্র খণ্ড বাঁধিয়া ঐ সকল গর্ত্তের চারিপার্শে এইরূপ ভাবে টানা আবশ্যক যে মশকাদি না জন্মিতে পারে। এই সকল গর্ত্তের মধ্যে মশকের ডিম হয় এবং তাহা হইতেই মশকের এবং জ্বরের উৎপত্তি। ঐ সকল গর্ত্ত মধ্যে জীবন্ত কইমাছ ছাড়িয়া দিলে ঐ মাছ মশা নষ্ট করিয়া ফেলে। পরিত্যক্ত হাঁড়ী মালসা ইত্যাদি এমন ভাবে ফেলিবেন যে তাহাতে জল জমিতে না পারে।

(ঘ) সকল সময়ে সকল অবস্থায় রাত্রে মশারি ব্যবহার করিবেন। দরিদ্র ব্যক্তিগণ পুরাতন ধুতি সাড়ী দ্বারা মশারি প্রস্তুত করিতে পারেন। যদি মশারি আপনার না থাকে তবে হাতে পায়ে গায়ে সরিষার তৈল মালিশ করিয়া শয়ন করিবেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক শয্যায় পৃথক মশারিতে রাখিবেন।

(ঙ) ম্যালেরিয়া জ্বরের সময় যাহাতে বাহ্যে পরিষ্কার থাকে তাহার উপায় করা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে কাষ্টর অয়েল তৈল ব্যবহার করা আবশ্যক। বালক-বালিকাগণের জিহ্বা প্রত্যহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। জিহ্বা সাদা দেখা গেলে বুঝিতে হইবে যে বাহ্যে পরিষ্কার হইতেছে না তখন তাহাকে জোলাপ দিতে হইবে।

(চ) জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইলে প্রত্যহ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক গ্রেণ কুইনাইন সেবন করা আবশ্যক তাহা হইলে জ্বরের আশঙ্কা কমিয়া যাইবে। ইহার অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবন করিতে হইলে চিকিৎসকের মত লওয়া আবশ্যক। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কলিকাতার ডাক্তার কার্ত্তিক-চন্দ্র বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধি সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

সম্পাদক।

কাক সংবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ১৩২১ সনের আশ্বিন সংখ্যা ২৫৯ পৃষ্ঠা হইতে)

সম্পাদক মহাশয় নমস্কার। ভাল আছেন ত? দীর্ঘকাল পরে আজ আপনাকে দেখিতে ও মনের কথা কিছু বলিতে আসিয়াছি; আশা করি মনোযোগ দিয়া শুনিবেন। এরূপ বলিবার কারণ আপনাদের মনুষ্যজাতির প্রকৃতি অতি বৈচিত্রময়ী! উচ্চশ্রেণীর মানুষ নামে যাহারা আখ্যাত, তাহারা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মানুষের কথাই কাণে তুলেন না—শুনিয়াও শুনেন না—তাহাদের কথার যে একটা মূল্য থাকিতে পারে, এ বিশ্বাসই তাহাদের নাই। তাতে আমি একে পক্ষী—কোকিলও নয়, ময়ূরও নয়! স্বরের লোভে বা রূপের মোহে আমাকে আদর করার হেতুও নাই—আমার আকৃতি দর্শনে, কণ্ঠস্বর শ্রবণে মনে মনে মানব মাত্রেই বিরক্ত হয়। কেহ কেহ মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়নেও ত্রুটী করে না! আপনার সহিত আজ বহুদিনের আলাপ পরিচয়; আপনার প্রকৃতি আমি জানি—বিরক্ত হইলেও আমার বক্তব্য শ্রবণের ধীরতা আপনার আছে। তবে কি জানেন, মানুষজাতিকে আমরা কখনও প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি না—মানুষের সরলতা বড়ই অল্প। "ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট" স্বভাববিশিষ্ট নরজাতিকে বিশ্বাস করিয়া আমাদের কাকগোষ্ঠীর অনেকেই লাঞ্ছিত হইয়াছে—কেহ কেহ প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। তাই আপনার ন্যায় বর্ষীয়ান পুরুষকেও সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত মনে করিতে পারি না। প্রয়োজনে দেখা করি—কিন্তু সর্ব্বক্ষণই সতর্ক থাকি; এমন ভাবে থাকি বিপদের সম্ভাবনা বুঝিলে যাহাতে অনায়াসে উড়িয়া প্রাণ মান বাঁচাইতে পারি। পক্ষীজাতি স্বভাবের নিয়মে চলে; বায়স-গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর কর্কশ হউক কর্ণে তৃপ্তিপ্রদ না হউক, তবু তাহারা প্রকৃতি দত্ত বিরক্তিকর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক ব্যবহার না করিয়া পারে না। মানুষের ন্যায় প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে তাহারা অভ্যস্ত নহে।

২। যে স্বাধীনতা পক্ষীদের ও বৃত্তি গত ধর্ম্ম মানব সমাজে তাহা শিষ্ট

চার বিরুদ্ধ। সুসভ্য মানব সমাজের শিষ্টাচার নামে জিনিষটার প্রকৃত অর্থ সম্যক রূপে আমি আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই; এ জীবনে পারিব কিনা সন্দেহ স্থল! আমার বোধ হয়, শিষ্টাচারের অনেক নিয়ম যেন কপটতার নামান্তর! আধুনিক শিষ্টাচার অনেক স্থলে কপটতার উপরে ভদ্রতার সামান্য প্রলেপ মাত্র। আমার পাখীর বুদ্ধিতে বোধ হয়, সমাজের সারল্যের বিলোপ সাধন শিষ্টাচার নামক লোভনীয় বস্তুটাই করিতেছে! প্রাণের কথা মনের ব্যথা মুখ খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিবার অভ্যাস উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। ফল হইতেছে, শিষ্টাচারের ভয়ে গোপনে সর্ব্ববিধ পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া সমাজ-শক্তিকে নির্ব্বাপিত করিতেছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য চীৎকার অনবরত শ্রুত হইতেছে; পরন্তু শিষ্টাচারের কৃত্রিমতার কবলে পড়িয়া প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক সমাজ দিন দিন নানাবিধ নূতন নূতন অধীনতার শৃঙ্খলে সাদরে আবদ্ধ হইতেছে।

সত্যনিষ্ঠা, স্পষ্টভাষিতা, কর্ত্তব্যকর্ম্মে নির্ভীকতা, সরলতা, প্রভৃতি স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভের নানারূপ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় মানব-সমাজ এক অনৈসর্গিক জীব-সমাজ রূপে পরিণত হইয়াছে। মানবেতর জীব-সমাজ প্রকৃতি জননীর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই চলিতেছে; তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে। আমিও প্রকৃতি-জননীর আজ্ঞাকারী সন্তান সুতরাং আমার সন্নিধানে মানব সমাজের শিষ্টাচারের আশা না করিয়া বায়সকুলের চিরাচরিত ব্যবহার পাইবার জন্যই প্রস্তুত হউন। আমার কণ্ঠস্বর অপরিবর্ত্তনীয়—বলিবার বিষয় সরল ও সত্য—বলিবার ভঙ্গী স্বাভাবিকতায় আচ্ছাদিত কেহ সুখী হইবে কি দুঃখী হইবে, এ চিন্তার আমার অবসর নাই। শুধু প্রকৃতির আদেশে কর্ত্তব্য কর্ম্মে লিপ্ত হওয়াই আমার বংশগত ধর্ম্ম।

৩। সম্পাদক মহাশয় মনে করিতেছেন; "এ কাকটা এত বকে কেন? যাহা বলিবার বলিয়া ফেলিলেই ত হয়? সময় নষ্ট! পাখী সময়ের মূল্য বুঝিবে কি?" এরূপ মনে করা অন্যায় নহে—সঙ্গত বটে কিন্তু শিষ্টাচার প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, ইচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিতেছেন

পারিতেছেন না—মনে মনে ... প্রকৃতি দেখাইতেছেন। ইহা আমি বুঝিয়া ... —আর বিলম্ব ... নহে। বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করা যাক।

৪। মাননীয় মহাশয়, ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে দেশে নানা অভাব দেখা দিয়াছে। ... বস্ত্রের অভাব ... ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই অনু-... করিতে হইতেছে—আর সকলেরই ... প্রাপ্ত হইয়াছে—বঙ্গের সর্ব্বত্র ... হাহাকার। তবে সুখের বিষয় এবার ধান চাউলের বাজার আশাপ্রদ। ... থাকুক বা আলুনী ... থা'ক দুবেলা দুমুঠো অন্ন প্রত্যেক বঙ্গ সন্তানেরই জুটিতেছে। নানা অভাবের মধ্যে ইহাই আশার কথা। আমি দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই, নানা অবস্থার কথাই আমার কাণে আসে শুনিলাম ইউরোপে ... অশ্রুত পূর্ব্ব দুঃখ দুর্দ্দশা যাইতেছে। একে যুদ্ধের ফলে ... ধ্বংস হইয়া দেশকে জনশূন্য করিয়া তুলিতেছে ... নরনারীকুল অসহ্য যন্ত্রণাময় জীবন ... চোখে জল আসে দুঃখে বুক ফাটিয়া ... ইউরোপবাসী, তাহারাও ত ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। "আমার ... কি তাদের প্রাণ, এক প্রাণ ভিন্ন কাহারও।" ... ভাবিলাম ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরিয়া তাহাদের ভ্রান্তি বুঝাইব ... যাইবার জন্য সব বন্দোবস্ত ... ঠিক করিয়া শুনিলাম, যুদ্ধের সময় ইউরোপ যাওয়া বিপদজনক। জার্ম্মাণী 'সবমরণ' (সাবমেরিণ) নামক একপ্রকার জলযান প্রস্তুত করিয়াছে উহা জাহাজের তলদেশে ছিদ্র করিয়া ডুবাইয়া দেয়—আরোহীরা ডুবিয়া মরে। পরার্থে বিদেশ গমনের অভিপ্রায় থাকিলেও দৈহিক প্রাণটাকে অত সহজে বিনাশ করিতে ইচ্ছা না থাকায় সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইয়াছি। (আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষু বলিতেছে—কাকের আবার জাহাজের প্রয়োজন কি? উড়িয়া গেলেই হইত। বালক বুঝেনা—... উড়িবা ... বয়সের কর্ম্ম নহে।) আপনি ... ভাবেন, আমি ... কর্ম্মহীন জীবন বহন করা ... পক্ষে ... । ইউরোপে ভ্রমণ সঙ্কল্প পরিহারের সঙ্গে

সঙ্গেই একবার বঙ্গের পূ\[illegible] ভ্রমণের \[illegible] উঠিল। কিছুদিন হয় পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণের \[illegible] বঙ্গের নদ নদী প্রান্তর কানন নর \[illegible] নয়নের যেরূপ তৃপ্তিবিধান করিয়াছে, তাহা \[illegible] বর্ণনা\[illegible] পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে সমাজ বিক্ষোভ দর্শন করিয়াছি ইউরোপের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গেও যেন একটা ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হই\[illegible]ছে। এ যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় নহে সামাজিক কায়স্থ-ব্রাহ্মণে \[illegible] ইউরোপের \[illegible] উদ্দেশ্যও যেমন, একপক্ষের নূতন অধিকার \[illegible] আকাঙ্ক্ষা—অন্য পক্ষের পূর্ব্ববৎ অবস্থা\[illegible] নিয়মিত রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প—একদল আপনাকে প্রসারিত করিতে চাহিতেছে; অন্যদল সঙ্কুচিত অবস্থার অপনোদনে বাধা উৎপাদন করিতেছে; \[illegible] ব্রাহ্মণের সংঘর্ষও তদ্রূপ সামাজিক অধিকারের প্রস\[illegible] সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার অভিপ্রায় সংজাত।

৫। আপনাদের কায়স্থজাতি \[illegible] অকাট্য-রূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকিলেও \[illegible] প্রদেশে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়াচারে \[illegible] জানি না কোন্ দুষ্কৃতি ফলে বঙ্গের কায়স্থ \[illegible] করিয়াছিল! বহু পুরুষ ব্রাহ্মণজাতি \[illegible] ন্যায় দেখিয়া আসিতেছে—আপনারাও অতি অল্পদিন হইল (ক) \[illegible] ধরিতে পারিয়া

(ক) বড় অল্প দিন নহে, \[illegible] ১২ বৎসর অতীত হইল \[illegible] কায়স্থ রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর \[illegible] নিবাসী \[illegible] দেশের ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণের গুরু মহা মহোপাধ্যায় \[illegible] তর্কচূড়ামণি \[illegible] জন বঙ্গীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের ব্যবস্থাপত্র সংগ্র\[illegible] কায়স্থ-কৌস্তভ নামী পুস্তক মুদ্রিত করেন। সেই \[illegible] কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় সে আন্দোলন আরম্ভ হয়। উক্ত ব্যবস্থাপত্রে শাতাতপ বচন উদ্ধৃত করা হয় যথা—

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য \[illegible] ক্ষত্রিয়স্য"

দক্ষিণ রাঢ়ীয়োত্তর রাঢ়ীয় \[illegible] ক্ষত্রিয় বর্ণাঃ

তদনন্তর অদ্যাবধি সমগ্র ভারতের \[illegible] সমস্বরে বঙ্গীয় কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। সম্পাদক

আত্মোচিত অধিকার লাভের জন্য যত্ন করিতেছেন। ইহা মিথ্যা বলিবার উপায় নাই। নূতন অধিকার লাভ করিতে হইলে শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়—বাধা প্রদান কারীর সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হয়। অধিকার সঙ্কোচন করিয়া রাখিতে প্রয়াসীগণের প্রভুতাকে সংঘবদ্ধ হইয়া উপেক্ষা করিতে হয়—শুধু উপেক্ষা করিলে চলে না—বিপক্ষকে শক্তি প্রদর্শনে চমকিত করিতে হয়। শক্তির উদ্দামতা দেখাইয়া ভীত করিয়া ফেলিতে হয়। যখন প্রতিপক্ষ বুঝিতে পারে, জয়ের আশা অল্প—অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া রাখা অসম্ভব—স্বীয় প্রভুতা হ্রাস হওয়া অনিবার্য্য, তখনই সন্ধি হইতে পারে—শান্তি স্থাপিত হয়। শুধু ক্রন্দন করিয়া অনুরোধ উপরোধ করিয়া কোন ব্যক্তি বা জাতি আভাপ্সিত অধিকার কখনও লাভ করিতে পারে নাই পারা সম্ভবও নয়। যুদ্ধ ব্যতীত কোন অধিকারই লাভ হয় না সংগ্রাম ভিন্ন শান্তি মিথ্যা কথা। মানব জীবন মানবের জাতীয় জীবন একমাত্র সংগ্রামের ফল। সংগ্রাম না করিয়া একদিনও জীবিত থাকার আশা করা যায় না। যে মানুষ হইয়া সংগ্রামের নিন্দা করে সে নিতান্ত অজ্ঞ। জগতের প্রত্যেকেই উদ্দেশ্য লইয়া অহর্নিশ যুদ্ধ করে। উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলেই রণক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কায়স্থ জাতি বর্ত্তমানে জাতীয় অধিকার লাভের জন্য যে, সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে; আপনি তাহা জানেন জানেনই বা বলি কেন? আপনি সেই যুদ্ধ ঘোষণাকারী বীরবৃন্দের অন্যতম। আপনার পতাকা নিম্নে জাতীয় অধিকার প্রসারণ লোলুপ শত শত কায়স্থ-বীর (খ) ব্রাহ্মণ সমাজের তীব্র প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণকে অঙ্গুলী প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছে ব্রাহ্মণ পক্ষের তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের লেখা বুক পাতিয়া লইয়া জাতির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। সেই সকল কায়স্থ বীরগণের মহানাম। কাঁহার দৃষ্টান্তে অধুনা পূর্ব্ববঙ্গে জাতীয় অধিকার লাভাকাঙ্ক্ষী বীরের সংখ্যা অগণ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের এমন গ্রাম নাই বলিলেই হয়, যেখানে জাতীয় সংস্কার স্পৃহা জাগে নাই আত্ম-মর্য্যাদা বোধ উদ্বোধিত হয় নাই। এমন মাস নাই, যেমাসে উপবীতী কায়স্থের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে না। কায়স্থ ব্রাহ্মণের এ সংগ্রামের পরিণাম যে কি হইবে; তাহা আমি বলিব না আপনারা দেখিতে পাইবেন। কায়স্থ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে; ব্রাহ্মণেরা

(খ) ইহাদের মধ্যে [illegible] মহাশয় প্রধান সঃ।

নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছে, এমন যদি কেহ মনে করেন ; তবে তিনি চিন্তাহীন ব্যক্তি সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণেরাও শূল শেল মুষল ও মুদগর প্রভৃতি নানা প্রহরণে সুসজ্জিত হইয়া কায়স্থ যোদ্ধাদিগকে পরাস্ত করিতে লাঞ্ছিত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। উপবীতী কায়স্থগণের দশবিধ সংস্কার ও পূজা পার্ব্বণ পণ্ড করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অনেক স্থলেই উপবীতীগণকে বিড়ম্বিত করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, সত্য কিন্তু তাহাতে তাহাদের বীর গরিমার লঘুতা সম্পাদিত হয় নাই। তাহাদের যুদ্ধের প্রণালী অদ্ভুত আস্ফালন অপরিমেয় নিষ্ফলতা যথেষ্ট তবু প্রাণে নিরুৎসাহের চিহ্ন নাই—ষড়যন্ত্রের অন্ত নাই ; কায়স্থের অধিকার লাভের আশাকে চূর্ণ করিতেই হইবে—শূদ্র করিয়া রাখিতেই হইবে—হারিতে হারিতে জিতিতেই হইবে—যতদিন হয় হউক পরন্তু সন্ধি করা হইবে না। (গ) ব্রাহ্মণ সমাজের বৃদ্ধদলের যুদ্ধ পিপাসা এত অধিক যে, তাহারা যুক্তিতর্ক মানেন না——দেশের ও সমাজের কল্যাণ ভাবেন না—ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কায়স্থ সমাজের সহিত তাহারা তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত। কায়স্থ সমাজ যদি ব্রাহ্মণ সমাজের ভয়ে ভীত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন—অধিকার বাড়াইতে না চাহেন—পূর্ব্ববৎ শূদ্র হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া থাকিতে চাহেন ; তবে এই মুহূর্ত্তেই ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিরোধের শেষ হইতে পারে। কায়স্থ পণ্ডিত (কাপুরুষ যোগ্য

(গ) বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কায়স্থ ব্রাহ্মণের যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা প্রাচীন কালে অমরাসুরের যুদ্ধের ন্যায়। অমরগণ বহুকাল স্বাধিকার লাভার্থে দৈত্য এবং দানবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন পরিণামে ধর্ম্মের জয় অর্থাৎ অমরগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন। "সত্যাৎ নাস্তি পরোধর্ম্মঃ" অর্থাৎ সত্য হইতে উচ্চতর ধর্ম্ম জগতে আর নাই। বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ সমাজ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবেন যে কায়স্থগণ প্রকৃত পক্ষে ক্ষত্রিয় জাতি। ব্রাহ্মণ সমাজের অনভিজ্ঞ লেখক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল মহাশয় কায়স্থকে উক্ত পত্রিকায় শূদ্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তাহার লিখিত ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রাবণ সংখ্যায় জাতীয় উত্থান প্রবন্ধটি সমালোচনা করিয়াছি উহা দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক।

শাস্তি) ব্রাহ্মণ প্রভৃতির অধীনে সঙ্কুচিত স্বাধিকার লইয়া জীবন কাটাইতে পারেন আপনার কায়স্থ সমাজ কি এরূপ শাস্তি চাহেন ? আমার বিশ্বাস কখনই নহে। পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থ সমাজ যে অলন্ত সম্মান বৃদ্ধ—সমাজ সংস্কারে নির্ভীকতা, লাঞ্ছনা গঞ্জনাকে সাদরে স্বীকার করিবার মত মনের বল প্রতি পক্ষের প্রতিকূল চেষ্টাকে ক্ষুণ্ণ করিবার যোগ্য কৌশল সন্দর্শন করিয়া আসিয়াছি ; তাহাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা আজ না হউক অনতিবিলম্বে কায়স্থ জাতির বাঞ্ছিত অধিকার সসম্মানে প্রদান না করিয়া পারিবেন না। যতদিন যাইতেছে ব্রাহ্মণেরা যত কায়স্থের সমাজ সংস্কার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন ততই ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব ও প্রেমের শৃঙ্খল কায়স্থের গলদেশ হইতে খুলিয়া পড়িতেছে! ইহা অধিকাংশ ব্রাহ্মণের চিন্তার বিষয় হইতেছে না ; তাহারা পুরাতন ক্ষমতাগর্ব্বে দৃপ্ত হইয়া রণপ্রিয়তা দেখাইতেছেন ফলে তাহাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য যে ক্রমে ক্রমে বিফলতাকে আলিঙ্গন দিতেছে ; তাহা ব্রাহ্মণ সমাজের কিয়দংশ উপলব্ধি করিতে পারিয়া কায়স্থ সংস্কার কার্য্যের পক্ষপাতী হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহারা দূরদর্শী। যদি কখনও উভয় জাতিতে সন্ধি হয় তবে ইঁহাদের দূরদর্শীতাই তাহার হেতু হইবে। কায়স্থ সংস্কার পক্ষপাতী এই সকল ব্রাহ্মণেরা ইংরেজ জাতির মহানুভব চিন্তাশীল ইংরাজগণের মত বুদ্ধিমান। যে সকল ইংরেজ মহাত্মা ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত শাসন দিতে ইচ্ছা করেন। আর কায়স্থ বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ সমাজ কতকগুলি ইংরাজের মত, যাহারা ভারতবাসীর স্বায়ত্ত শাসন কথার "শ" শুনিয়াই রক্তচক্ষু হন—স্বায়ত্ত শাসন অধিকার দেওয়াত তাহাদের কল্পনায়ও স্থান দিতে পারে না। আমি পক্ষী আমার ভয় কি ? আমি নির্ভয়ে বলি—ব্রাহ্মণ ও ইংরাজ উভয় জাতির শেষোক্ত সম্প্রদায় স্বার্থপর ও অদূরদর্শী অচিন্তাশীল। সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ চিন্তা করিবার মত মস্তিষ্ক ইহাদের নাই। ক্রমশঃ

বিনীত

শ্রীকাক্।

ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) হইতে ব্রাহ্মণের উদ্ভব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি তৃতীয় প্রবন্ধ)

মহাভারতের আদিপর্ব্বে উপরিচর বসু রাজার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তদ্বিষয় পাঠকগণকে জানান হইয়াছে। এইক্ষণ শান্তি পর্ব্বের ৩৩৮ অধ্যায়ে বিষ্ণু ভক্ত রাজা উপরিচর বসুর সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে তাহা হইতেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে আকুমারী হিমাচল বিস্তৃত আর্য্য হিন্দুজাতির নান্দীমুখ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বিবাহাদি শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানের সময় প্রাচীর গাত্রে যে "বসুধারা" দেওয়া হয় তাহা উক্ত বসু চেদিরাজের উপাসনা মাত্র। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণই মহাভক্তি সহকারে উক্ত বসুধারা অঙ্কিত করিয়া থাকেন, উক্ত "বসুধারা" বিবরণ উক্ত ৩৩৮ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

২। মহাভারতের মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিবার অগ্রে বসুধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, আশা করি কায়স্থ মহোদয়গণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। এই বিবরণ "মহর্ষি—ত্রিদশ সংবাদ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে একদা সত্যযুগে সুরগণ (দেবতাগণ) ব্রাহ্মণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন—অজচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য, শাস্ত্রানুসারে ছাগ পশুকেই অজ বলিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এবং যজ্ঞাদি বীজ অর্থাৎ অজ দ্বারা অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য, অতএব যজ্ঞে ছাগ পশু চ্ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

৩। একদিকে মহর্ষিগণ অপরদিকে ত্রিদশাধিপতি দেবতাগণ এইরূপে বাদানুবাদ করিতেছেন এমন সময়ে মহারাজ উপরিচর বসু আপনার বল ও বাহনের সহিত আকাশ মার্গ দিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষই তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিলেন মহারাজ আপনি সর্ব্বজ্ঞ আমাদের এই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবেন। মহারাজ বসু উভয় পক্ষের মতামত অবগত হইয়া

কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—হে ব্রাহ্মণগণ! ছাগ ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়। তখন সেই ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ স্ফটীক বিমানস্থ বসু মহারাজকে কহিলেন :—

৪। আপনি নিশ্চয় দেবতাগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এরূপ অন্যায় করিতেছেন অতএব অচিরাৎ আমাদের অভিশাপে আপনি দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিবেন। এই শাপ প্রভাবে বসু মহারাজ পাতালপুরে প্রবেশ করিলেন। দেবতাগণ এই ব্যাপারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার শাপ মোচনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাকে বর দিলেন যে যতদিন আপনি ভূগর্ভে বাস করিবেন ততদিন আপনার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি জন্য তাঁহাদের অভ্যুদয়িক কার্য্যে সমগ্র ভারতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দ্বিজাতিগণ গৃহের প্রাচীর গাত্রে যে ঘৃত ধারা দিবেন এবং আমাদের প্রদত্ত বর্চ্চ অর্থাৎ তেজঃ প্রভাবে আপনার ক্ষুৎ পিপাসা নিবৃত্তি হইবে; এই ঘৃতধারাকে বসুধারা বলিয়া থাকে।

৫। তদনুসারে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সময় গৃহ প্রাচীরে পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে নাভি পর্য্যন্ত উচ্চে পাঁচ বা সাতটি সিন্দুরের ও চন্দনের দাগ দিয়া কুশি দ্বারা ঘৃত এইরূপ ভাবে ঢালিয়া দিতে হইবে যে সেগুলি ভূমিতে সংলগ্ন হয়।

মন্ত্র :— "ওঁ বসবর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বাবর্চ্চো গবামুত।
সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মাং সংসৃজামসি"॥

অর্থাৎ হিরণ্যের প্রভা তথা গবীদিগের প্রভা তথা সত্য স্বরূপ ব্রহ্মণ্যদেবের প্রভা দ্বারা আমাকে অর্থাৎ বসুধারাকে সৃষ্টি করা হইল।

তৎপর চেদিরাজের পূজা যথা :—

ওঁ চেদিরাজবসো ইহা গচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ মম পূজা গৃহাণ মন্ত্রে আবাহন করিয়া— ওঁ চেদিরাজ,বসবে নমঃ। মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করিবে। তাহার পর প্রণাম করিবে। তাহার মন্ত্র—

ওঁ চেদিরাজ নমস্তুভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে।
ক্ষুৎপিপাসাসুবেদাত্ত চেদিরাজ নমোঽস্তুতে॥"

অর্থাৎ হে মহামতি চেদিরাজ তোমাকে নমস্কার, আপনার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্য আপনি দাত্ত, আপনাকে নমস্কার করি

৬। অনন্তর রাজা উপরিচর বসু ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুর পূজা এবং তাঁহার উদ্দেশে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, কিয়দ্দিবস পরে নারায়ণ চেদিরাজের ভক্তি দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া মহা বেগবান পক্ষিরাজ গরুড়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৈনতেয়! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল উপরিচর বসু রোষাবিষ্ট ব্রাহ্মণের অভিশাপে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি আমার আদেশানুসারে অবিলম্বে তাঁহাকে পাতাল হইতে ব্রহ্মলোকে আনায়ন কর তদনুসারে গরুড় মহারাজ বসুকে ব্রহ্মলোকে লইয়া গেলেন।

৭। উক্ত বিবরণ হইতে পাঠকগণ দেখিবেন মাঙ্গলিক কার্য্যে যে বসুধারা ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ সত্যযুগ হইতে এ যাবৎ দিয়া আসিতেছেন তাহা উক্ত বসুরাজার একটী অর্চ্চনা বিশেষ। অতএব কায়স্থ সমাজ মধ্যে বসু বংশ ব্রাহ্মণাদির ন্যায় শ্রেষ্ঠ বংশ তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। এই বংশের কীর্ত্তি প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৮। মহাত্মা বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন তদ্বিবরণ আমরা কীর্ত্তন করিতেছি। তাঁহার বংশধরগণ বিপ্রকুল পরিবর্দ্ধক এবং ব্রাহ্মণের ও কায়স্থের বংশ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। উক্ত বিবরণ মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন।

(ক্রমশ)

সম্পাদক।

তিন।

শিশুরা ধারাপাতে "একে চন্দ্র", "দুয়ে পক্ষ", "তিনে নেত্র" বলিয়া এক দুই তিন সংখ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। চন্দ্র এক সূর্য্যও এক। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র দেখিতে অতি মনোহর. সূর্য্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারা যায় না কিন্তু বহুক্ষণ চন্দ্রকে দেখিলেও দর্শনাকাঙ্ক্ষার কিছুমাত্র লাঘব হয় না সম্ভবতঃ সেই জন্যই 'একেচন্দ্র' বলিয়া এক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকিবে

অন্য কারণও থাকিতে পারে কিন্তু তাহা বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় বলিয়া বিরত হইলাম। একণে জিজ্ঞাস্য 'দুয়ে নেত্র' না বলিয়া 'তিনে নেত্র' কেন বলা হইল? আমরা চতুর্দ্দিকে যে সকল জীবজন্তু দেখিতে পাই তাহাদের সকলেরই দুইটী করিয়া চক্ষু, তিনটী চক্ষু ত কাহারও দেখিতে পাই না। যাহা দেখিতে পাই সে শিক্ষা না দিয়া যাহা দেখিতে পাই না সে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য কি? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে হিন্দু ঈশ্বর ভক্ত বাহিরের দ্রব্য অপেক্ষা অন্তরের দ্রব্য অধিক ভালবাসেন এবং নিজ নিজ চরিত্র দেবভাবে গঠিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন, সেই জন্যই অনেক সময় তাঁহারা বহির্জগতের জ্ঞান শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্জ্জগতের শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা বাল্যকালেই শুনিয়াছি যে দেবতার তিন চক্ষু, মহাদেব ত্রিলোচন, এবং ভগবতী, ত্রিলোচনী,। সম্ভবতঃ এইজন্যই "তিন নেত্র" বলিয়া তিন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকিবে। ইহা ভিন্ন অন্য বিশেষ কারণও আছে—মহাদেব ও ভগবতীর ন্যায় ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যে আমাদেরও একটী করিয়া গুপ্ত চক্ষু আছে, সেই তৃতীয় চক্ষুর প্রতি লক্ষ্য থাকিলে অতিসত্বর মনস্থির হইয়া ঈশ্বর এবং অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। প্রত্যক্ষ চক্ষু দুটী অপেক্ষা তৃতীয় গুপ্ত চক্ষুর কার্য্য ও উপকারিতা অধিক। এই তৃতীয় চক্ষুর নাম "দিব্যচক্ষু" অর্থাৎ "জ্ঞান চক্ষু"। ভগবান্ গীতার ১১শ অধ্যায় ৭।৮ শ্লোকে এই "দিব্য চক্ষুর" বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য স চরাচরম্।
মমদেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥
নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

"হে গুড়াকেশ! আমার এই শরীরে একত্রস্থিত সমুদায় চরাচর জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা এখনি দেখ। কিন্তু এই চক্ষু দ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না অতএব তোমাকে দিব্য (জ্ঞানময়) চক্ষু দিতেছি, আমার অসাধারণ অঘটন ঘটন সামর্থ্য দেখ।" আমাদের দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আত্মজ্ঞান দ্বারা দেহতত্ত্ব জানিতে পারিলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়। উপরিউক্ত শ্লোক দ্বারা ভগবান অর্জ্জুনকে এই

শিক্ষাই দিয়াছেন। তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষেরই তিনটি করিয়া চক্ষু আছে এই তৃতীয় চক্ষুর বিষয় বহুকাল হইতেই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় পরম কারুণিক ধারাপাতকার তিনের অন্য উদাহরণ না দিয়া "তিনে নেত্র" শিক্ষা দিয়াছেন।

২। তিনের অনেক উদাহরণ মিলে। বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ পড়িবার সময় সকল অক্ষর একটী কিম্বা দুইটী পাই। কিন্তু "স" তিনটী— শ, ষ, ও স, তিনটী "স" এর বিষয় চিন্তা করিয়া মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছিলেন শ, ষ, স,— বস্ত পার সঁহয়া যাও। আহা কি অমূল্য উপদেশ! এই উপদেশ অনুসারে জীবন গঠিত করিতে পারিলে দুঃখের কে আর অধিকার থাকে? ক্রমশঃ সুখ দুঃখে সমভাব হয়। তাহার পর ব্যাকরণ পড়িবার সময় তিন বচন, তিন লিঙ্গ, তিন পুরুষ, ও তিন কালের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের শরীরে যদি কোন পীড়া হয় এবং তাহার কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি যে বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিন ধাতুর কোন এক কিম্বা দুইটীর দোষ হইয়াছে, আর যদি পীড়া সাংঘাতিক হয় তাহা হইলে তিনটাই দূষিত হইয়া থাকে—ইহাকে ত্রিদোষ বলে। এই সকল দোষ নিবারণের জন্য অনেক সময় ত্রিফলা, ত্রিকুট, ত্রিমধু, প্রভৃতি অনুপান দ্বারা ঔষধ সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। আর যদি শরীর সুস্থ ও ধর্ম্মে মতি থাকে তাহা হইলে অনেকেই ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন। গঙ্গাস্নান করিবার ইচ্ছা হইলে যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী একত্র মিলিত হইয়াছেন সেই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিতে পারিলে হিন্দু মাত্রেই জীবনকে ধন্য মনে করেন। কোন তীর্থ স্থানে গমন করিলে সকলেই অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস করিয়া থাকেন। আর যদি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করা হয় তাহা হইলে বজ্রপাত নিবারণের জন্য তাহার চূড়াদেশে ত্রিশূল পুঁতিয়া রাখিতে কেহই ভুলিয়া যান না। এইরূপ সর্ব্বত্র তিনের আদর দেখিলে আপনা হইতে মনে উদয় হয় যে তিন সামান্য অঙ্ক নয়—ইহার মধ্যে কি এক গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

৩। আমরা পূর্ণব্রহ্ম ভগবানকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার 'সৎ' 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই তিন ভাব বর্ণনা করিতেছি। তিনি 'সৎ' অর্থাৎ সর্ব্বত্র

সমানাবস্থায় নিত্যকাল আছেন—কোন সময়েও কোন স্থানে তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি কিংবা অভাব হয় না। এই সৎভাবেই সমস্ত সৃষ্টি আশ্রিত। তিনি 'চিৎ' অর্থাৎ চিরজীবন্ত জাগ্রত পুরুষ—কোন সময় এবং কোন অবস্থায় তাঁহার চৈতন্য কিংবা জ্ঞানের অভাব হয় না। আর যে শক্তিতে প্রেম, আনন্দ আশ্রিত তাহার নাম 'আনন্দ' শক্তি। এই আনন্দ শক্তিও তাঁহাতে নিত্য বিরাজিত। ভগবানকে আমাদের শাস্ত্রে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়া থাকে। সত্তা, জ্ঞান ও প্রেম এই তিন দিক হইতে আমরা সেই পূর্ণব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার সত্তাকে মুখ্য ধরিয়া জগৎ ও জীবন দেখা যায়। তাঁহার চৈতন্যকে মুখ্য ধরিয়া জগৎ ও জীবন দেখা যায়, আবার তাঁহার আনন্দকে মুখ্য ধরিয়া জগৎ ও জীবন দেখা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ষটসন্দর্ভ গ্রন্থে এই 'সৎ' ভাবকে ব্রহ্মভাব 'চিৎ' ভাবকে পরমাত্ম ভাব ও 'আনন্দ' ভাবকে ভগবান ভাব বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের ইহাই মত।

৪। সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের একটী বীজমন্ত্র আছে ওঁ। অ, উ, ম এই তিন বর্ণ মিলিত হইয়া ওঁ এই মন্ত্র হইয়াছে। অকারের অর্থ জগৎপাতা বিষ্ণু, উকারের অর্থ সংহারকর্তা মহেশ্বর এবং মকারের অর্থ জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। আদ্যাশক্তিতে উপহিত ব্রহ্মচৈতন্যই জীবের উপাস্য। আদ্যাশক্তি তিন গুণ অনুসারে তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ইচ্ছাশক্তি (গৌরী) ক্রিয়াশক্তি (মহাসরস্বতী) ও জ্ঞানশক্তি (মহালক্ষ্মী) হইয়াছেন। আদ্যাশক্তিতে উপহিত চৈতন্য ও প্রকৃতির তিনগুণ অনুসারে তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হইয়াছেন। উক্ত শক্তিত্রয় একমাত্র আদ্যাশক্তির অংশ মাত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও আদ্যাশক্তিতে উপহিত তুরীয় ব্রহ্মের অংশ মাত্র। সুতরাং প্রণব দ্বারা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা মূল প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন। তাঁহাকেই সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্তা বলা যাইতেছে। যদি ব্রহ্ম প্রকৃতিতে উপহিত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার কর্তৃত্ব ও প্রকৃতির চৈতন্য থাকিত না। পরস্পর অনুপবিষ্ট হওয়াতে প্রকৃতি ব্রহ্মের চৈতন্য এবং ব্রহ্ম প্রকৃতির কর্তৃত্ব পাইয়াছেন। পরস্পর পৃথক হইলে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির চৈতন্য থাকে না সুতরাং তৎকালে উভয়েই জড়বৎ বলিতে পারা যায়। যাহা হউক মহাশক্তিযুক্ত চৈতন্যময় ব্রহ্মই প্রণবের অভিধেয়।

৫। সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনন্ত গুণরাশির মধ্যে তিনটী গুণ প্রধান—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিন গুণের সূক্ষ্মাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। সৎকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু আবির্ভূত হয় তাহা পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাতে সৎএর প্রকাশ আছে—সত্ত্বও আছে। প্রকাশের প্রতিবন্ধক আছে তমঃও আছে এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিবার চেষ্টা আছে বজঃও আছে। মুকুলে পুষ্পের ভাব যেমন কতকাংশে প্রকাশ পাইতেছে তেমনি প্রকাশের প্রতিবন্ধকও বর্ত্তমান আছে এবং সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টাও বর্ত্তমান আছে। মুকুলে যদি প্রকাশের প্রতিবন্ধক না থাকিত তাহা হইলে মুকুল এক মুহূর্ত্তেই পূর্ণ বিকশিত হইয়া পুষ্প হইয়া উঠিত এবং যদি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিত তবে মুকুল অল্প অল্প প্রকাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারিত না। মুকুলে পুষ্পের ভাব যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহাই সত্ত্বগুণ, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই তমঃগুণ এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই রজঃগুণ। এই তিনগুণ জগতের সর্ব্ব পদার্থেই পরিব্যাপ্ত আছে। মূল প্রকৃতিতে জগতের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। প্রকৃতিতে এই তিনগুণ আছে বলিয়া জগতের প্রত্যেক পদার্থে এই তিনগুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। (ক)

(ক) এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির প্রপঞ্চ মাত্র। সুতরাং সকল বস্তুতে এই ত্রিগুণের বিকাশ। পঞ্চ মহাভূত ত্রিগুণে চারিটী বিরাট ভাগে বিভক্ত হইয়া সময় ও সীমা (Time and space) আবৃত্ত করিয়া রহিয়াছে। আর্য্য মনীষিগণ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন :—

এষা তু মানসী সৃষ্টি সর্ব্বস্যোচ চতুর্বিধা।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি পৃথক পৃথক॥
সুরাসুর নরাপক্ষী পশুভ্রম লতাদয়।
এবং চতুর্ব্বিধা সর্ব্বে প্রজা বর্ণ চতুষ্টয়ী॥

অতএব সমস্ত জাগতিক পদার্থে যে তিনের প্রাধান্য হইবে তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। সম্পাদক।

৬। উপরিউক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া নির্ব্বিকার দেহীকে সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে সংশ্লিষ্ট করে রজোগুণ কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট করে এবং তমঃগুণ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করে। জীবের যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় তখন তিনি প্রত্যেক বিষয় হইতেই প্রকৃত জ্ঞানের আভাস পান এবং তাঁহার পক্ষে আত্মজ্ঞান অতি সুলভ হয়। রজঃগুণ বৃদ্ধি হইলে জীবের লোভ, কর্ম্মকরণেচ্ছা, নানাদ্রব্যে স্পৃহা জন্মিয়া থাকে এবং তমঃগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বিবেকভ্রংশ উদ্যমহীনতা, প্রমাদ, মোহ, ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির সময় মৃত্যু হইলে জীব উত্তমগতি প্রাপ্ত হয় রজোগুণ বৃদ্ধির সময় মৃত্যু হইলে মনুষ্য লোকে জন্ম হয় এবং তমঃগুণ বৃদ্ধির সময় মৃত্যু হইলে পশ্বাদি যোনিতে জন্ম হয়। কিন্তু যিনি একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবানের সেবা করেন তিনি এই সকল গুণ বিশেষরূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন।

৭। সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনন্তকার্য্যের মধ্যে তিনটি কার্য্য প্রধান,—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি কেন জগৎ সৃষ্টি করিলেন? "আমি এক আছি বহু হইব" ইহা ভিন্ন জগৎ সৃষ্টির অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। আমরা ইতিপূর্ব্বে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিন গুণের বিষয় লিখিয়াছি। এই তিন গুণই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের মূল কারণ। সত্ত্বগুণ রজঃগুণের সাহায্যে তমঃগুণ ভেদ করিয়া জগৎ প্রকাশ করে এবং প্রলয় কালে তমঃগুণ বিস্তৃত হইয়া রজঃগুণ ও সত্ত্বগুণকে পরাভব করিয়া সমুদায় জগৎ সংহার করে। সর্ব্বভূতের বিনাশে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় সকল তন্মাত্রে, তন্মাত্র সকল অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে, অব্যক্ত অক্ষরে, অক্ষর তমঃশক্তিতে এবং তমঃশক্তি পরব্রহ্মে বিলীন হয়। সুতরাং সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের মূল কারণ।

৮। জীবের শরীরও ত্রিবিধ—কারণ শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর। পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সূক্ষ্মাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি দুই প্রকার—মায়া ও অবিদ্যা। সত্ত্বগুণের নৈর্ম্মল্যহেতু প্রথম প্রকারের নাম

মায়া এবং মালিন্য প্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিদ্যা। মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সেই অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীবশব্দে কথিত হয়। অবিদ্যার নৈর্ম্মল্য ও মালিন্যের তারতম্য বিশেষে দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জীবও অনেক প্রকার হয়। এই অবিদ্যার নাম কারণ শরীর।

৯। তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে জীব সমূহের ভোগের জন্য প্রথমতঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। পঞ্চভূতের প্রত্যেক পঞ্চসত্ত্ব গুণাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং সমুদায় পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণ সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে দুই প্রকার—মন ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মক বৃত্তিকে মন এবং নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। পঞ্চভূতের প্রত্যেক পঞ্চ রজঃগুণাংশ হইতে যথাক্রমে বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সমুদায় পঞ্চভূতের রজঃগুণ সমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। সেই প্রাণ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, এবং ব্যান। উপরিউক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম লিঙ্গ অথবা সূক্ষ্ম শরীর।

১০। মূল পঞ্চভূত দ্বারা সৃষ্টি কার্য্য সম্পূর্ণ সুসম্পন্ন না হওয়াতে ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে পরিণত হয়। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে নিজের আটআনা এবং অপর চারিভূতের দুইআনা করিয়া আটআনা থাকে। এবম্বিধ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ডেতে ভূলোকাদি পাতাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন ভোগ্য পদার্থ সকল এবং তত্তৎ ভোগের উপযুক্ত, শরীর সকল উৎপন্ন হয় এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে যে শরীর উৎপন্ন হয় তাহার নাম স্থূল শরীর। এই ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে জীব বাস করেন।

১২। উপরিউক্ত চতুর্দ্দশ ভুবনের সংক্ষিপ্ত নাম ত্রিলোক। ত্রিলোক বলিলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল বুঝা যায়। ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই ছয় লোককে স্বর্গ, ভূর্লোককে মর্ত্ত্য এবং অতল

বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল, সুতল ও পাতাল এই সপ্ততলকে পাতাল বলে। পৃথিবীই ভূর্লোক। পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ভুবর্লোক সূর্য্য ও ধ্রুবলোকের মধ্যবর্ত্তী স্থলকে স্বর্লোক, ধ্রুবলোক হইতে এককোটী যোজন উর্দ্ধে মহর্লোক, মহর্লোক হইতে এককোটী যোজন উর্দ্ধে জনলোক, জনলোক হইতে আটকোটী যোজন উর্দ্ধে তপোলোক এবং তপোলোক হইতে চারিকোটী যোজন উর্দ্ধে সত্যলোক। ভূ, ভুঃব ও স্ব এই তিন লোক প্রতিকল্পে সৃষ্টি হয়। মহর্লোক কল্পান্তে বিনষ্ট হয় না কেবল জন শূন্য হয়। জনলোক তপোলোক ও সত্যলোক মহাপ্রলয় ভিন্ন ধ্বংস হয় না। অবশিষ্ট সপ্ত পাতাল (ভূবিবর) প্রত্যেক দশসহস্র যোজন পরিমিত। এই সকল স্থানে দৈত্য, দানব যক্ষ প্রভৃতি বাস করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু।

'আলোচনা'র আলোচনা।

১৩২৪ অগ্রহায়ণ সাহিত্য পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'আলোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে যে অযথা উক্তি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিলাম। আশাকরি ইহাতে কালীপদ বাবুর মনের অন্ধকার তিরোহিত হইবে। আমাদের বক্তব্য বলিবার অগ্রে পাঠক সাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্য, কালীপদ বাবুর মূল প্রবন্ধের মধ্যে আমাদের আলোচ্য অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

"+ + + হিন্দু সমাজে কায়স্থদের মধ্যে দুইটী দল হইয়াছে। একদল উপবীত লইয়া 'ক্ষত্রিয়' হইয়াছেন, অপর দল যথা পূর্ব্বং শূদ্র। অর্থাৎ একদল উন্নতিশীল, অন্য দল স্থিতিশীল। এই ক্ষত্রিয়-কায়স্থদের সহিত বৈদ্যদের মনোমালিন্য আছে। প্রশ্ন—ঐ রাম বড়া কি ভোম বড়া শক্ত

কায়স্থদের দলটীও সামান্য শক্তিশালী নহে। উপবীত লইয়া আলোকে আসার চেয়ে পিতৃ-পিতামহের আঁধার কুটীরে পড়িয়া থাকাই সুখের বিষয়, ইহাই শূদ্র কায়স্থদের বিশ্বাস। ক্ষত্রিয়-কায়স্থেরা সকলকে ছাড়িয়া এখন ব্রাহ্মণজাতির আভিজাত্য চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন—অসি দ্বারা নহে—মসী দ্বারা। ব্রাহ্মণজাতির অপরাধ, তাঁহাদের সভা ও সমাজ অশাস্ত্রীয় বোধে কায়স্থের উপনয়নের ব্যবস্থা দেন নাই, দিতেছেন না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের সিদ্ধান্ত ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া যে সকল কায়স্থ উপবীত লইয়াছেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহাদের সহিত সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণের হুঙ্কারের কারণ ইহাই।

"+ + + সমাজে স্বস্থানে থাকিয়া যত উন্নত হইতে পার, হও; ইহাই ব্রাহ্মণ-সমাজের সরল উপদেশ। কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজের উপদেশ কায়স্থ-ক্ষত্রিয়েরা মানেন না। + + + এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য তত্ত্বের ও ক্ষত্রিয়ত্ব বিচারের শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রেরণায় উচ্চতর বর্ণের প্রতি অযথা কটূক্তি প্রয়োগ না করিলে কি চলে না? ব্রাহ্মণজাতির কথা যাঁহারা গুরুবাক্যের মত শিরোধার্য্য করেন না, ব্রাহ্মণের কাছে অনুকূল ব্যবস্থা না পাইয়া ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রতি তাঁহারা খড়্গহস্ত হইলেন কেন? ক)

এখন আমাদের বক্তব্য বলিতেছি :—

কে বলিল কায়স্থদের মধ্যে দুইটী দল হইয়াছে? আমরা বলি দল নাই। তবে এখনও সমাজের ২।১ জন আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিয়াও উপবীত গ্রহণ করিতেছেন না—কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা উৎপীড়নের ভয়ে ইচ্ছাসত্ত্বেও উপবীত লইতে পারিতেছেন না। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, এ পর্য্যন্ত উপবীতী ও অনুপবীতীর মধ্যে কোনরূপ দলাদলি হয় নাই। কালীপদ বাবু কি অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন যে, কোথাও দলাদলি নিবন্ধন পরস্পরকে লইয়া পংক্তি ভোজন হয় নাই? অথবা উপবীতীর সহিত অনুপবীতীর পংক্তি ভোজনে কেহ কাহাকেও "একঘরে" হইতে দেখিয়াছেন

(ক) প্রবন্ধের অন্য অংশের উত্তর প্রতিভার সম্পাদক মহাশয় সমালোচনায় স্বয়ং দিয়াছেন। লেখক

কি ? এই দলাদলি কথাটা লেখক মহাশয়ের ঈর্ষ্যা প্রণোদিত স্বকপোলকল্পিত এবং কায়স্থগণের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করিয়া দিবার জন্যই বোধ হয় লিখিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় অনেকদিন পূর্ব্বে 'হিন্দুত্ব' প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পৈতা লওয়ার আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই,—কিন্তু তিনি নিজকে শূদ্র বলিয়াও স্বীকার না করিয়া 'কায়স্থ' বলিয়াই স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের স্বর্গীয় বৈবাহিক সাহিত্য জগতে সুপরিচিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও ঐরূপ মত প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং সে দিনও মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের আত্মীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহাশয় কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াও কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। এই ১৬।১৭ বৎসরের মধ্যে আমরা মাত্র এই তিন জনকে উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে শুনিয়াছি। বিরাট কায়স্থ-সমাজের মধ্যে এই তিনজনের মত কি গ্রহণীয় আর সকলের মত উপেক্ষার যোগ্য ? লেখক মহাশয় কি প্রমাণ করিতে পারেন যে এই তিনজন উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা অস্বীকার করিলেও উপবীতী কায়স্থের সহিত দলাদলি করতঃ পংক্তি ভোজন কি উপবীতীর সহিত যৌন সম্বন্ধ সংস্থাপিত করেন নাই ? আমাদের বিশ্বাস লেখক কালীপদ বাবু এই ভিত্তিহীন কথার অবতারণা করিয়া সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাঁহার এই 'দলাদলি'র মধ্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোন স্বার্থ বিজড়িত আছে বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলনে মাননীয় বসুজ ভূপেন্দ্রনাথের বাড়ী, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ উপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থের একত্রে জলযোগ এবং তৎপরে এক অধিবেশনে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাড়ীতে অন্যূন দেড়হাজার উপবীতী অনুপবীতী কায়স্থের পংক্তি ভোজনে কি বিরাট ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা হয়ত লেখক মহাশয়ের জানা নাও থাকিতে পারে কিন্তু কৈ ? সেখানেও ত কোন দলাদলির পরিচয় পাই নাই ! এই যে প্রতিবৎসর বিভিন্ন জেলায় বঙ্গীয় কায়স্থ সভার অধিবেশন হইতেছে সে সকল স্থানেও ত কোনদিনই উপবীতী ও লেখকের কথিত 'কথা পূর্ব্বং' শূদ্রের সহিত দলাদলির কোন লক্ষণ সূচিত হয় নাই ! সুতরাং

লেখক মহাশয়ের এই 'দলাদলি'কে তাঁহার মনগড়া না বলিয়া পারিলাম না। এবং তিনি কোন গূঢ় অভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য 'দলাদলি'র অবতারণা করিয়াছেন বলিয়াই কায়স্থ সাধারণের ধারণা। তবে এখনও যদি তিনি কোন-কাণে-তুলা-দেওয়া কায়স্থের শূদ্র বলিয়া স্বীকার উক্তি শুনিয়া থাকেন, উহা নিশ্চয়ই সে কালের ভ্রান্ত ধারণা অথবা ব্রাহ্মণের কঠোর শাসনের শেষ নিদর্শন! লেখক মহাশয় উপনীত কায়স্থগণকে উন্নতিশীল ও অনুপ-কায়স্থগণকে স্থিতিশীল বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার এই উক্তিরও সার্থকতা নাই। কারণ তিনি প্রতিমাসের 'কায়স্থ-পত্রিকা' ও "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" পাঠ করিয়া দেখিবেন, উপনয়ন গ্রহণ স্রোত দিন দিন কি ভাবে চলিয়েছে এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে কি না! আরব্ধ কার্য্য যখন এখনও চলিতেছে—শেষ সীমায় পৌছে নাই তখন লেখক মহাশয়ের স্থিতিশীল শব্দ বিন্যাস অশোভন হইয়াছে। যখন কায়স্থ সমাজের ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ ব্যাপার শেষসীমায় পৌছিবে—আর কেহ উপবীত লইবে না, সেই সময় যাঁহারা অবশিষ্ট থাকিবেন তাঁহাদিগকেই 'স্থিতিশীল' বলিয়া আপ্যায়িত করিবেন কিন্তু ভগবানের কৃপায়,এবং শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে সে সময় আসিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে! যে কারণে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে উপনয়ন গ্রহণ প্রথা পুনরায় চলিতে আরম্ভ হয়, সে সময় যেমন একই দিনে—রাতারাতি সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজ উপনীত হন নাই অনেকদিন লাগিয়াছিল—অনেক সুযোগ অনুসন্ধান করিয়াছিল আমাদেরও সেইরূপ হইবে ও হইতেছে তাহাতে লেখক মহাশয়ের রাগের বা সন্দেহের কোন কারণ আছে বা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

তৎপর কালীপদ বাবু বলিয়াছেন,—ক্ষত্রিয় কায়স্থদের' সহিত বৈশ্যদের মনোমালিন্য আছে; তাহাতে আপনার কি মহাশয়? আপনি যে নির্ব্বাণ আগুন জ্বালাইয়া দিতেছেন না তাহা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিব? মনে পড়ে কি লেখক মহাশয়! বঙ্গের যুগী বা যোগীরা যখন পৈতা লইতে আরম্ভ করে তখন অন্য কোন জাতির সহিত মনোমালিন্য না হইয়া আপনাদের সহিত হইয়াছিল কেন? এবং সেই মনোমালিন্য ক্রমে বহির্মুখ হইয়া হাতে হাতে হইবার সূচনা হইয়াছিল কেন? মনে পড়ে কি কালীপদ বাবু!

বৈদ্যেরা যখন রাজা রাজবল্লভের সময় পৈতা লইতে আরম্ভ করেন তখন আপনারাই কি তাঁহাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না? আপনারাই কি সাধ্যানুসারে বৈদ্যের পৈতা গ্রহণের বিপক্ষতাচরণ করেন নাই? আপনাদের অত্যাচারের ভয়েই কি বৈদ্যেরা আজ হইতে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পৈতা কোমরে রাখিতে বাধ্য হন নাই? পৈতা গ্রহণ ব্যপদেশে অন্যান্য জাতির সহিত আপনাদের যেরূপ মনোমালিন্য হইয়াছিল ও হইতেছে কায়স্থদের সহিত বৈদ্যদের তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই এবং যে টুকু হইয়াছে তাহা মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী 'মল্লারমালা' সম্পাদকের দ্বারাই হইয়াছে। সুতরাং লেখক মহাশয় বৈদ্যদের সহিত মনোমালিন্যের কথা তুলিয়া ভাল করেন নাই; অন্ততঃ আত্মছিদ্রের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে তিনি ভাল করিতেন, তাহা না করাতেই আমরা এই পুরাতন কাসুন্দির হাঁড়ির আবরণ উদ্ঘাটিত করিতে বাধ্য হইলাম।

তৎপর লেখক মহাশয় 'শূদ্র-কায়স্থ' বলিয়া অনুপনীত কায়স্থদের নামকরণ করিয়া স্বকীয় অনুদারতা ও সম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। এই 'শূদ্র-কায়স্থ' কথাটী তিনি কোন্ শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? কোন কায়স্থই আপনাকে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করেন না—কোন শাস্ত্রই কায়স্থকে শূদ্র আখ্যা দেন নাই। আমাদের কথায় নির্ভর না করিয়া যদি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শাস্ত্র পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখেন তবে বড়ই আপ্যায়িত হইব। আর লেখক মহাশয়ের কথিত শূদ্র-কায়স্থদের বা ক্ষত্রিয় কায়স্থদের পৃথক পৃথক দলের অস্তিত্ব আমরা আদৌ স্বীকার করি না। এই উক্তি লেখকের উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভটকল। আমাদের স্বকীয় অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আঁধার কুটীরে পড়িয়া থাকা কি ভাল? আর শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলেই বা চলিবে কেন? যদি কায়স্থ-সমাজে এই মতাবলম্বী আর কেহ থাকেন তবে তাঁহাকেও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক লেখক মহাশয়ের অবগতির জন্য আমরা চাক্ষুস প্রমাণের অবতারণা করিতে পশ্চাৎপদ নহি। যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, আমরা গ্রন্থাদির অবতারণা করিয়া দেখাইব যে, কায়স্থ শূদ্র হইতে পারে না অসম্ভব! সিংহ কি শৃগাল হইতে পারে? সুতরাং তথাকথিত আঁধার কুটীরে চিরকাল থাকিলে নির্জ্জন কারাবাসের আসামীর

মত হাঁপাইয়া মরিতে হইবে এবং তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্বও চিরদিনের জন্য জগৎ হইতে মুছিয়া যাইবে—কায়স্থের কায়স্থত্ব আর থাকিবে না ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। সুতরাং এস অনুপনীত কায়স্থ! আঁধার হইতে আলোকে আসিয়া জগতের হাসি ভরা মুখখানি দেখিয়া কায়স্থ জন্ম সার্থক—জাতীয় উন্নতি—আর সনাতন শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা কর! বিষকুম্ভ-পয়োমুখ উপদেষ্টাদলের অযাচিত উপদেশে কর্ণপাত করিও না!

লেখক মহাশয় বলিতেছেন—"ক্ষত্রিয়-কায়স্থেরা সকলকে ছাড়িয়া এখন ব্রাহ্মণজাতির আভিজাত্য চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন—অসিধারা নহে—মসীধারা।" উদ্ধৃত অংশের 'সকলকে' শব্দের অর্থ আমরা বুঝিলাম না। লেখক মহাশয়ের ন্যায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত কোন বিবাদ বিসম্বাদ বা মনোমালিন্য হইয়াছে বলিয়াত আমরা জানি না এবং মানি না। কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ দেখিয়া যদি লেখকের ন্যায় অন্য কোন জাতি হিংসা বশতঃ মর্ম্মে মরিয়া থাকেন,—থাকুন; তাহা কিন্তু প্রকাশ নাই—সামান্য—অতি সামান্য যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও হিংসা-জর্জ্জরিত ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায়। কায়স্থ সমাজ তাদৃশ হিংসাকে উপেক্ষা করিয়াছেন—পদদলিত করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন সুতরাং আর কাহারও সহিত যখন মনোমালিন্যের বিষয় আমরা অবগত নহি ও স্বীকার করি না তখন লেখক মহাশয়ের 'সকলকে' শব্দের সার্থকতাও স্বীকার করি না! ক্ষত্রিয়-কায়স্থেরা অসিধারা নহে—মসীধারা ব্রাহ্মণজাতির আভিজাত্য চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন ইহা ঠিক কথা নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থজাতির আভিজাত্য চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন ক্ষত্রিয়-কায়স্থেরা মাত্র তাঁহাদেরই হিংসার মাত্রা কমাইবার জন্য 'উত্তোর' গাহিতেছেন। কায়স্থেরা লেখনী মুখে—মসীধারা যে টুকু করিতেছেন তাহা ব্রাহ্মণগণের কৃতকর্ম্মের পালটা জবাব মাত্র। 'ব্রাহ্মণজাতির' সহিত 'কায়স্থজাতির' বিরোধ ঘটাইবার জন্য লেখকের এ কৌশল মন্দ নহে। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে ও হইবে। ব্রাহ্মণজাতির সহিত আমাদের কোন মনোমালিন্য নাই বা ব্রাহ্মণজাতির আভিজাত্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার সাহস আমাদের নাই তবে যাঁহারা আমাদের অযথা নিন্দা

করিবেন শত্রুতা করিবেন—গালি দিবেন, স্বকীয় জাতির গৌরব বিস্মৃত হইয়া হিংসাপরতন্ত্রতা নিবন্ধন আমাদের উন্নতির পথে অকারণে কণ্টক আরোপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন ও করিবেন, আমরা কেমন করিয়া আমাদের এই জাত্যুন্নতির সময় তাহা উপেক্ষা করিব? সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের কার্য্যেরও উক্তির প্রতিবাদ করিতেইহইবে। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছি ও করিতেছি তাহা কিল খাইয়া কিল চুরি না করতঃ তাহার জবাব দিতেছি মাত্র। তদতিরিক্ত কিছুই করি নাই—করিবও না। কারণ আমরা জানি ব্রাহ্মণ আমাদের জাতির গৌরব, ব্রাহ্মণ গুরু, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, ব্রাহ্মণ আমাদের উপদেষ্টা এবং ব্রাহ্মণই আমাদের এই জাতীয় উন্নতির পথ প্রদর্শক সুতরাং ব্রাহ্মণ আমাদের মাথার মণি। এই যে আমাদের দ্বারা বাদ প্রতিবাদ হইতেছে, লেখক মহাশয় ইচ্ছা করিলে আমরা কাহার দোষে এরূপ হইতেছে তাহা দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। প্রবন্ধকার যেন একটু উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন 'অসিদ্বারা নহে—মসী দ্বারা'। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই,—অসি আমাদের অস্ত্র—আয়ুধ নহে; মসীই আমাদের সব; সুতরাং আমরা মসী দ্বারাই ত দেখাইব যে আমরা মসীজীবী ক্ষত্রিয়—অসিজীবী ক্ষত্রিয় নহি। কারণ শাস্ত্রই আমাদের তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টও কায়স্থজাতিকে Writer Caste বলিয়াছেন।

প্রবন্ধকার তৎপরে বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণজাতির অপরাধ; তাঁহাদের সভা ও সমাজ অশাস্ত্রীয় বোধে, কায়স্থের উপনয়নের ব্যবস্থা দেন নাই ও দিতেছেন না।' লেখকের এই উক্তিও সমীচীন নহে ও সত্যসংস্রব শূন্য! ব্রাহ্মণ জাতির অপরাধ আমরা বলি না—স্বীকারও করি না। ব্রাহ্মণ সমাজের শিরোমণিগণের প্রদত্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বলিত পাঁতিই আমাদের একমাত্র ভরসা, তাঁহারাই আমাদের চালক, উপদেষ্টা, পথ প্রদর্শক। আমাদের এই উপনয়ন গ্রহণের প্রথম হইতেই আমরা পণ্ডিতপ্রধানগণের উপদেশ ও নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর হইতেছি,, তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শ ব্যতীত আমরা এক পদও অগ্রসর হইতেছি না—হইবও না। তবে ব্রাহ্মণ সভার ২।৪ জনও বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে আমরা তাঁহাদের আরোপিত দোষেরও উক্তির উত্তর দিবার জন্য সময় সময় লেখনী ধারণ না করিয়া পারি না। সুতরাং লেখকের লিখিত

ব্রাহ্মণ সভা বা ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত আমাদের প্রতিবাদের কোন সংস্রব কোন দিন নাই ও থাকিবেও না। লেখকের উল্লিখিত উক্তিতে আমরা নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। তবে ইহাও বলিব যে, সকল অন্তঃসার শূন্য বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে, কায়স্থেরা পৈতা লইলে তাহাদের পৈতার গৌরব নষ্ট হইবে ভাবিয়া লেখনী ধারণ করিতেছেন তাঁহাদের উক্তি বা উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে কখনই পশ্চাদপদ হইব না। আমরা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সিদ্ধান্ত ফুৎকারে না উড়াইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের শিরোমণিগণের সিদ্ধান্ত সগৌরবে সাদরে মস্তকে ধারণ করতঃ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি। সুতরাং লেখকের উক্তির সার্থকতা নাই। "আর ইহাও লেখকের উন্মত্ত প্রলাপসঞ্জাত অমৃত উক্তি যে, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহাদের প্রতি সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন। প্রবন্ধকারের মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য সম্ভবতঃ তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই যে, তাঁহার প্রতিবাসী অথবা দেশের উপবীতী কায়স্থদের ক্রিয়াকর্ম্ম ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা সংসাধিত হইতেছে কিনা? হায়রে হিংসা! লেখক মহাশয় এমনই হিংসাজর্জ্জরিত এতই কায়স্থ বিদ্বেষ পোষণ করিতেছেন যে উপবীতী কায়স্থদের অথবা কায়স্থ সমাজের পূজা-পার্ব্বণাদি কাহার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে তাহা দেখিবার বা চিন্তা করিয়া লিখিবার অবসর করিতে পারেন নাই। আমরা আজ দৃঢ়ভাবে বলিব লেখকের এই উক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন এবং অসত্যের সমাবেশে পরিপূর্ণ। আর আমরা কায়স্থেরা হুঙ্কারই বা করিতেছি কেমন করিয়া তাহাও ত বুঝিলাম না। আমরা প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত যাঁহাদের অঙ্গুলি হেলনে চলিতেছি, তাঁহাদের উপর হুঙ্কার করিবার অধিকার, ক্ষমতা, সাহস করিবার অধিকার, ক্ষমতা, সাহস ও কারণ আমাদের নাই তবে অন্তঃসারশূন্য—শাস্ত্রজ্ঞানহীন—হিংসাবিদ্বেষজর্জ্জরিত ২।৪টী দ্বিজবন্ধুর উপর প্রয়োজন মত হুঙ্কার করিতেছি ও করিব ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং ব্রাহ্মণ সমাজের উপর হুঙ্কার করার কথাটা লেখকের বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক!

তৎপরে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ সমাজের উপদেশ কায়স্থ-ক্ষত্রিয়েরা মানেন না!" কি নির্ব্বুদ্ধিতা! যাঁহারা প্রতিপদক্ষেপে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদের—সেই

কায়স্থ-ক্ষত্রিয়দের উপর এইরূপ অযথা দোষারোপ লেখকের ন্যায় অদূরদর্শীরই শোভা পায়—শাস্ত্রবিদের নহে! সেই জন্যই এইরূপ অন্যায় উক্তির উত্তর প্রদানার্থ লেখক মহাশয়ের ন্যায় ব্রাহ্মণের প্রতি কায়স্থেরা সময় শিরে হুঙ্কার করিয়া থাকেন; অনেক সময় দুর্জ্জনকে পরিহার না করিলে চলে না, কাজেই বাধ্য হইয়া করিতে হয়। তজ্জন্যই আমরা সময় সময় অনৃতবাদী অসরল দ্বিজবন্ধুকে পরিত্যাগ করিতেছি ও তৎপরিবর্ত্তে সদাচারী শাস্ত্রজ্ঞ ও সরল ব্রাহ্মণকে তৎস্থানে আসন দান করিতেছি। ইহাতে কায়স্থগণের ব্রাহ্মণ-সমাজ বর্জ্জন কেমন করিয়া হইল মহাশয়?

আবার লেখক মহাশয় বলিয়াছেন—"এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য তর্কের ও ক্ষত্রিয়ত্ব বিচারের শক্তি আমাদের নাই।" বেশ ভাল কথা। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, যখন লেখক মহাশয়ের সেরূপ শক্তি নাই তখন কোন্ সাহসে—কোন্ বিবেচনায়—কাহার প্ররোচনায় এত বড় একটা জাতির,—এত বড় একটা জাতীয় উন্নতিজনক ব্যাপারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন? কেমন করিয়াই বা অনধিকারী হইয়া এত বড় একটা শাস্ত্রসম্মত বিষয়ে প্রতিবাদ বা আপত্তি অথবা টিপ্পনী করিতে সাহস করিলেন? লেখক মহাশয় মনে রাখিবেন কায়স্থেরা যে সকল ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আবশ্যক ব্যপদেশে সময় শিরে হুঙ্কার করিয়া থাকেন তাঁহারা আপনারই সমপর্য্যায় ভুক্ত এবং কায়স্থেরা যে সকল ব্রাহ্মণ বর্জ্জন করিতেছেন তাঁহারা আপনারই সমশ্রেণীর এবং আপনারই ন্যায় না পড়া পণ্ডিত অথচ সবজান্তা! কায়স্থের ক্ষাত্রত্ব বিচারের ইহা উপযুক্ত অবসর নহে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন আমরা সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের আশীর্ব্বাদে যতটুকু অবগত হইতে পারিয়াছি, তাঁহাকে জানাইতে চেষ্টা করিব। তিনি যখন 'বন্দ্যোপাধ্যায়', তখন বিচারের শক্তি না থাকায় ঢেঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন ইহা তাঁহার মনে রাখা কর্ত্তব্য। কারণ লোকে বলে 'বিষ হারালে ঢোঁড়া'। আমরা সাম্প্রদায়িক "স্বার্থের প্রেরণায় উচ্চতর বর্ণের প্রতি অযথা কটূক্তি প্রয়োগ" করি না, তবে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রেরণায় স্বার্থান্ধ—অজ্ঞানান্ধ—হিংসোন্মত্ততারত ব্রাহ্মণের অযথা উক্তির প্রতিবাদের সময় কখন কখনও কটূক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে—প্রতিবাদী বলিয়া; সুতরাং আশা করি কালীপদ বাবু যাদ প্রতিবাদের

কটূক্তিকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিবেন না। কায়স্থেরা কোন দিনই অকারণে গায়ে পড়িয়া আগে কাহাকেও গালি দেয় নাই বা কটূক্তি প্রয়োগ করেনাই, করিবে ও না যাহা করিয়াছে তাহা উত্তর প্রদান অথবা ভ্রম সংশোধনের জন্য।

লেখক মহাশয়ের আর এক উক্তি—"ব্রাহ্মণজাতির কথা যাহারা গুরুবাক্যের মত শিরোধার্য্য করেন না—ব্রাহ্মণের কাছে অনুকূল ব্যবস্থা না পাইয়া ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রতি তাহারা খড়্গহস্ত হইবেন কেন?" উত্তরে বক্তব্য যে, আমাদের এই জাত্যুন্নতিকল্পে ব্রাহ্মণ মাত্রেরই কথা কেমন করিয়া গুরুবাক্যের মত মানিতে পারি? যাঁহারা শাস্ত্র জানেন, শাস্ত্র মানেন এবং কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে যাহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের কথা মানি ও শিরোধার্য্য করি (খ) কিন্তু সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের কথা কেমন করিয়া শিরোধার্য্য করিব, তাহাত বুঝিলাম না এবং যেখানে নানামুনির নানামত প্রকাশ পাইতেছে সেখানে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের কথা কি করিয়া মানিব? সুতরাং আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিদ্বারা যাঁহাদের উপদেশ বা কথা সমীচীন বলিয়া মনে করিতেছি তাঁহাদের মতই গ্রহণ করিতেছি ইহাতে কায়স্থগণকে ব্রাহ্মণের অবাধ্য বলিয়া রাগ করা বা অসন্তুষ্ট হওয়া অথবা ব্রাহ্মণভক্ত নহে বলিয়া দোষারোপ করা অসঙ্গত কি সঙ্গত তাহার

(খ) (১) আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
অস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদনেতরঃ ॥ ১০৬

মনু ১২ অঃ

অর্থাৎ বেদ এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি ধর্ম্মোপদেশ যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করেন তিনিই ধর্ম্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে। এই প্রকার পণ্ডিতব্যক্তি যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কায়স্থধর্ম্ম জানিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে আমরা ভক্তি করি এবং তাঁহার অভিমত কায়স্থগণ শিরোধার্য্য করেন। কায়স্থগণ শিষ্ট ব্রাহ্মণের আদেশ পালন করিতেছেন ও করিবেন। মনু বলিতেছেন:—

(২) ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণাজ্ঞেয়া শ্রুতিপ্রত্যক্ষ হেতবঃ ॥১০৯

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মযুক্ত হইয়া যাঁহারা বেদাঙ্গ, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সহ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন যাহারা বেদের ফলাফল প্রত্যক্ষ দর্শন করেন তাহাদিগকে শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।

বিচারের ভার সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল সুতরাং লেখক মহাশয়ের কায়স্থদের উপর আরোপিত দোষ আদৌ কায়স্থগণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সময় বিশেষে আবশ্যকমত বিরুদ্ধবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্বপক্ষীয় পণ্ডিতদিগের প্রদত্ত শাণিত খড়্গাংশ না লইলে চলেনা!।

ফলতঃ কালীপদ বাবু জানিয়া রাখিবেন কায়স্থ কোন দিনই ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিহীন হয় নাই হইবেও না। যাঁহাদের উপর কায়স্থদের খড়্গাহস্ত হইতে দেখিতেছেন সে তাঁহাদের দোষেই—কায়স্থদিগের দোষ ইহাতে নাই। কায়স্থদের সহিত ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বাপর সংস্থাপিত প্রতিবাসীত্ব ভিন্ন যখন অন্য কোন সামাজিক সম্বন্ধ নাই তখন অকারণে অশাস্ত্রীয়ভাবে বৃথা তর্কজাল তুলিয়া কায়স্থদের উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত করা কি ব্রাহ্মণদের উচিত ?

পরিশেষে বক্তব্য যে, যে জগতপূজ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সরকারী কাগজে স্বীকার করিয়াছেন, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সমাজপতি সুরেশ বাবু তাঁহার সাহিত্য পত্রিকায় কেমন করিয়া কায়স্থ জাতির গ্লানিজনক প্রবন্ধ স্থান দান করিলেন তাহা আমরা বুঝিলাম না। ইহাতে কায়স্থ-সমাজ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। আরও বক্তব্য যে, মূল প্রবন্ধের

(৩) দশাবরা বা পরিষদ্যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥১১০

অর্থাৎ দশের অন্যূন কিংবা তিনের অন্যূন বৃত্তিস্থ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভা হইতে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণীত হইবে তাহাই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে। তাহা হইতে বিচলিত হইবে না। বেদত্রয়ের শাস্ত্রজ্ঞ, তার্কিক, পদার্থ নিরুক্তি কুশল এবং মানবাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠক ব্রহ্মচারী গৃহস্থ এবং বাণপ্রস্থ এইরূপ অন্যূন দশটী ব্রাহ্মণ লইয়া পরিষদ হইবে। বঙ্গদেশে ব্রহ্মচারী বাণপ্রস্থ বেদজ্ঞ প্রায় দেখা যায় না। অতএব কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ সমাজের উপদেশ কি প্রকারে গ্রহণ করিবেন ?

মনুসংহিতার ১০৮। ১০৯। ১১০ শ্লোক ৩টী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম কালীপদ বাবু দেখিবেন যে উক্ত শ্লোকের লিখিত লক্ষণাক্রান্ত শিষ্টা ব্রাহ্মণ বঙ্গ দেশে অতিশয় দুর্লভ। তজ্জন্য কায়স্থধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে কে আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে আমরা বা কাহার উপদেশ মতে ধর্ম্ম নিরূপণ করিব সুতরাং শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা দেখিতেছি তদনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি সম্পাদক

যে অংশটুকুতে কায়স্থজাতিকে গালি দেওয়া হইয়াছে সেই অংশ মাত্র আমরা আলোচনা করিলাম। অপরাংশ ব্যক্তিগত, সুতরাং সেই অংশ সম্বন্ধে আমরা নীরব রহিলাম। (ক)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা।

বিদ্যাপতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ১৩২৪ আশ্বিন ২৪৭ পৃষ্ঠা হইতে)

বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ এরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ যে ভগবান চৈতন্যদেব তাহার আবৃত্তি করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইতেন। এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত পদগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—

(১) আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়নু,
পেখনু পিয়ামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মাননু,
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা॥
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মাননু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিলা, অবলাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।

(ক) প্রবন্ধটী "সাহিত্য" সম্পাদক সুরেশ বাবুর নিকট প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু তিনি পত্রিকায় করা কর্ত্তব্য মনে না করায় ফেরত দিয়াছেন তজ্জন্যই প্রতিভার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। লেখক

পাঁচ বাণ অব, লাখ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব সোন যবহুঁ, মোহে পরিহোয়ত,
তবহু মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ, অল্প ভাগিনহ,
ধনি ধনি তুয়া নবলেহা॥

(২) কি কহব রে সখি! আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপী সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই॥
শীতের ওড়নী পিয়া, গিরীষির বা
বরিষার চত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥

(৩) সখি কি পুছসি অনুভব মোর।
সোই পিরীতি, অনুরাগ বাখানিতে, তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম, রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবণহি শুনলু, শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী, রভসে গোঁয়ায়নু, নাবুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়া রাখনু, তবু হিয়া জুড়ননা গেলি॥
কত বিদগধ জন, রসে অনুমগন, অনুভবকাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ, প্রাণ জুড়াইতে, লাখে না মিলিল এক॥

বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী কালে গীত কল্পতরু, পদ কল্পতরু বৈষ্ণব গ্রন্থে গোবিন্দ দাস, বৈষ্ণব দাস প্রভৃতি পদ কর্ত্তাগণ বিদ্যাপতির অসাধারণ কবিত্ব প্রতিভা ও নানাবিধ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির শেষ বয়সে রচিত দেবারাধনার স্তোত্র গুলিদ্বারা সংসার বৈরাগ্যে

পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শিবাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিত বৈরাগ্যের চরম আদর্শ জ্ঞাপক (দ্বাদশ পঞ্জরিকাস্তোত্র) তথা চর্পট পঞ্জরিকাস্তোত্র এবং হস্তামলক স্তোত্রের সহিত বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদ কয়েকটী উপমাস্বরূপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংসার ক্লেশদগ্ধ জীবের অন্তঃকরণে পার্থিব সুখাশাই একমাত্র মূল মন্ত্রস্বরূপ প্রতিপোষিত হইয়া থাকে। আমরা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আপাতঃ মধুর ক্ষণিক সুখের মোহে একেবারেই আচ্ছন্ন হইয়া যাই। শঙ্করাচার্য্য এবং মহাকবি বিদ্যাপতির স্তোত্র সকল পাঠ করিলে মানব শরীরে তড়িতাকর্ষণের ন্যায় শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে ভক্তির উচ্ছাস ও ভাবের প্রবাহ বহিতে থাকে যথা :—

যতনে যতেক ধন, পাপে বটায়লু, মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরিহেরি, কোইনা পুছই, করম সঙ্গে চলিযায়॥

এ হরি বন্দো তুয়া পদনায়।

তুয়া পদ পরি হরি, পাপ পয়োনিধি, পারক্ব কোন উপায়॥
যাবতজনম হাম, তুয়াপদ না সেবিনু, যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজিকিয়ে, হলাহলপীয়লু, সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম, সুতমিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তোহে সমর্পিনু অববমুঝব কোন কাজে॥

মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।

তুহুজগতারণ দীনদয়াময় অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধজনমহম নিন্দেগোঙায়লু জরাশিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনেরমণী রসরঙ্গে মাতলু তোহে ভজব কোন বেলা॥
কতচতুরানন মরি মরি যাওত নতুয়া আদি অবসানা।
তোহেজনমিপুনঃ তোহেসমাওত সাগর লহরি সমানা॥

মাধব বহুত মিনতি করিতোয়।

দেই তুলসীতিল দেহসমর্পিনু দয়াজানি ছোড়বি মোয়॥
গণইতেদোষ, গুণলেশ না পাওবি, যবতুহু করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগতেকহায়সি জগবাহিরনহিমুঞিছার॥

কিয়েমানুষপশু, পাখীয়েজনমিলে, অথবা কীটপতঙ্গে ।
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ মতিরহুতুয়াপরসঙ্গে ॥

বিদ্যাপতির অনেক সময় মহাকবি জয়দেবের অনুসরণ করিতে গিয়া একই ভাবের অবতারণা করিয়া একই রকমের পদ রচনা করিয়াছেন যথা :—

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়েতেমৃদুবেণুম্ ।
বহুমনুতে নমুতে তনুসঙ্গত পবনচলিত মপিরেণুম্ ॥

জয়দেব ।

নন্দক নন্দন কদম্বেরিতরুতরে ধীরে ধীরে মুরলীবজাব ।
সময় সংকেত নিকেতন বইস বেরি বেরি বোলি পাঠাব ॥

বিদ্যাপতি ।

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লেখক য়ুরোপীয় পণ্ডিত মহামতি ফ্রেজার (R. W. Frazer) সাহেব তদীয় Literary History of India নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"To the east in Bihar Bidyapati Thakur told in his passionate and never imitated sonnet in the maithili dialect the longing of the soul for God in the allegorical form of the love of Radha for krishna, In the songs of chandidas,the imitator of Bidyapati in Bengal, a deeper note, though not so sweet is given of the same phase of thoughts." "অদ্বৈত প্রকাশ" রচয়িতা ঈশান নাগর বলেন বিদ্যাপতির সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি অনুমান করেন ১৩৮০—১৩৮২ শকের মধ্যে তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ সংঘটিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতির স্ত্রী অতিশয় কোপন স্বভাবা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম মন্দাকিনী, কন্যার নাম দুর্ল্লভা এবং পুত্রের নাম হরিপতি। বিদ্যাপতির মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ৯০ বৎসর হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন ৩২৯ লক্ষণ সম্বতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বাজিতপুর গ্রামে গঙ্গাতীরে তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া তিনি তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া তাঁহার কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া গঙ্গাপ্রাপ্তি কামনায় গঙ্গাতীরে

গমন করিয়া ছিলেন। (ক) বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণের বীজ পুরুষ বিষ্ণুশর্ম্মা বর্ত্তমান সময়ে তদীয় বংশধরগণের মধ্যে বনমালী ও বদরীনাথ জীবিত আছেন, এইরূপ অনুসন্ধানে জানা যায়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।

কায়স্থধর্ম্ম প্রচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি অগ্রহায়ণ সংখ্যার ৩৮১ পৃষ্ঠা হইতে)

The origin of man is God His nature freedom.
His destiny immortality.

ক্ষত্রিয় যখন ঋষি হন, যথা বিশ্বামিত্র, ঋষয়ঃ মন্ত্র দ্রষ্টারঃ শব্দরূপী পরম ব্রহ্মকে মন্ত্ররূপে দর্শন করে জগতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন ত্রিবর্ণের বরণীয় হন। সেই বিশ্বামিত্র গোত্রীয় বঙ্গীয় মিত্রবংশের প্রবর্ত্তক কায়স্থগণ আপনাদের অগাধ বুদ্ধিতে শূদ্র আর দত্ত মহাশয় তাঁহার নূতন কুটুম্ব ঐ বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র মহাশয়ের পৈতা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেও লজ্জা বোধ করেন না। বিশ্বামিত্র গোত্রে ব্রাহ্মণ বা অন্ত কোন জাতি নাই। একমাত্র মিত্র কায়স্থ ভিন্ন অন্ত জাতি ঐ গোত্রে দেখা যায় না—"যার ধন তার ধন নয় নেপে মারে দই" যাহার বংশ প্রবর্ত্তক ঋষি গায়ত্রী দ্রষ্টা, যে গায়ত্রী জপ করে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান হয় সেই বিশ্বামিত্র গোত্রীয় বঙ্গীয় মিত্র কায়স্থ শূদ্র। যজ্ঞোপবীত ও গায়ত্রীতে তাঁহার অধিকার নাই। এই

(ক) কথিত আছে গঙ্গাতীরে গমন করিবার পথে ক্রোশমাত্র বাকী ছিল, কবির শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। তৎকালে কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—মা! তোমার জন্ত আমি এতদূর আসিয়াছিলাম, তুমি কি আমার জন্য দুই ক্রোশ পথ আসিবে না? প্রবাদ আছে সেই রাত্রিতে গঙ্গাদেবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্পাদক

সকল কথা বাতুলের প্রলাপ নয় কি? অমিতপরাক্রমশালী বিশ্বামিত্র হইতে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নাম মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বে ৪র্থ অধ্যায়ে দেখা যায়। তিনি ব্রাহ্মণবংশের কর্ত্তা এবং কায়স্থজাতির গোত্রকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

২। ক্ষত্রিয় যখন রাজর্ষি হন যেমন জনক, ব্যাসপুত্র শুকদেব। তাঁহার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া লোকে ধন্য হয়। ক্ষত্রিয় যখন তপস্বী হন যেমন রাজর্ষি শিবি, একটী কপোত পক্ষীর জীবন রক্ষা করিতে স্বহস্তে নিজের গাত্র মাংস কর্ত্তন করিয়া ক্ষুধার্ত্ত স্যেন পক্ষীর জঠরানল নিবৃত্তি করেন।

৩। ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র ক্ষত্রিয় জাতিতেই ছিল যথাঃ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।১॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।

গীতা ৪র্থ অঃ।

অর্থাৎ এই ব্রহ্মবিদ্যা (পাতঞ্জল কৃত যোগ সূত্র) ভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্যকে এবং সূর্য্য তৎপুত্র মনুকে, মনু তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করেন, এই ভাবে ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণের মধ্যে পরম্পরাগত এই যোগশাস্ত্র প্রচলিত হয়। এখন দেখা যাইতেছে এই যোগশাস্ত্র যাহা সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ ইহা ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব! ব্রাহ্মণের ইহাতে কোন অধিকার ছিল না। ক্ষত্রিয়ের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া বাল্মীকি দস্যু হইয়াও জ্ঞানভক্তির আতিশয্যে রত্নাকর মহামুনি হন। বেদব্যাস হইতে কালিদাস পর্য্যন্ত মুনি, ঋষি, কবিগণ ক্ষত্রিয়ের গুণকীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে, সাধনাক্ষেত্রে, তপস্যাক্ষেত্রে, বিদ্যাবুদ্ধি পরাক্রমে চিরকাল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় উভয়কে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে এখনও করিবে, ভবিষ্যতেও করিবে। ব্রাহ্মণগণ যদি স্বার্থপর না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় উদারচিত্ত হইতেন, যাহার সমাজে যতটুকু দাবী আছে, যতটুকু অধিকার আছে, সেইটুকু দিতে যদি কুণ্ঠিত না হইতেন তবে আজ হিন্দু সমাজে ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গ উত্থিত হইত না। অতএব সকলেরই সাম্যভাবে কাজ করা উচিত।

৪। আপনার জানা উচিত যে কেহ যজ্ঞোপবীত লইয়া জন্মগ্রহণ করে

নাই। মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম হইলে যতদিন না উপনয়ন সংস্কার হয় ততদিন সকলেই শূদ্র। উপনয়ন হইলে লোকে দ্বিজ হয়। দ্বিজ হইলে বেদে অধিকার হয়। বেদ অধ্যয়ন করিলে বিপ্র বিপ্রপদ বাচ্য হন এবং যে দ্বিজের ব্রহ্মজ্ঞান হয় তিনিই ব্রাহ্মণ। শুধু গলায় একগাছি সূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। আমার বাবা ব্রাহ্মণ ছিলেন আমিও ব্রাহ্মণ হইব এ কথা হইতে পারে না তাহা হইলে বশিষ্ঠ, নারদ, অঙ্গমুনি, সত্যকামজাবালী, শুক, বিশ্বামিত্র, বেদব্যাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না। আমার পূর্ব্বপুরুষে যাহা করেন নাই আমি তাহা করিতে পারি না। এ কথা সত্য হইলে পুরুষকার থাকে না। পৌরুষ ভিন্ন কেহ উন্নতি মার্গে আরোহণ করিতে পারে না। উপরে যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সাতপুরুষেও কেহ কখনও করে নাই। তবে চোখ থাকিতে কাণা হও কেন? আপনারা যে কায়স্থকে শূদ্র বলেন আপনারা কি জানেন না সেই কায়স্থ চিত্রগুপ্তবংশীয়। চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যমের একজন। (ক) আবার যমের একনাম বৈবস্বত, অর্থাৎ তিনি সূর্য্যপুত্র তাহা হইলে চিত্রগুপ্তও বৈবস্বত। এই চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় হইবে না ত কি হইবে?

ব্রাহ্মণ।—আপনি যে বলিলেন কায়স্থ চিত্রগুপ্ত বংশীয় তাহার প্রমাণ কি?

আমি—"আপনি যে ব্রাহ্মণ বংশে উদ্ভূত হইয়াছেন তাহার প্রমাণ দিতে পারেন কি? সুতরাং সূর্য্যের ছেলে চিত্রগুপ্ত ও চিত্রগুপ্ত পুত্র কায়স্থ ইহা স্বীকার করিতে আপনি বাধ্য এবং আমিও বাধ্য। এখন দেখুন সূর্য্যপুত্র মনু। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু। আর সূর্য্যপুত্র চিত্রগুপ্ত আবার চিত্রগুপ্ত পুত্র যম। তৎপুত্র কায়স্থগণ। এক্ষণে বলুন চিত্রগুপ্ত বংশীয়গণ ও ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ উভয় উভয়ের খুল্লতাত বংশীয় হইলেন কি না?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক।

(ক) চিত্রগুপ্ত ইত্যেব সংবোধ্য। ধর্ম্মরাজসুতঃ সূর্য্যশ্চিত্রগুপ্তেনসংযুতঃ
গরুড়পুরাণ, প্রেতকল্প ৭ম অঃ

সমালোচনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

সাহিত্য—১৩২৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যা। সাহিত্যের আলোচনা শীর্ষক প্রবন্ধে সম্বন্ধে আমাদের যে সমালোচনা গত মাঘ মাসের প্রতিভায় মুদ্রিত হইয়াছে আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহার অবশিষ্ট নিম্নে দেওয়া গেল।

২। শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়-কায়স্থ সম্বন্ধে খানিকটা বিদ্বেষ-বিষ উদ্গীরণ করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় যে একটী সাময়িক এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার অধিক আর আমাদের বক্তব্য নাই।

৩। নমঃশূদ্র জাতি সম্বন্ধে কালীপদ বাবু বলিতেছেন:—'নমঃশূদ্র জাতিরা বলিতেছেন হিন্দুসমাজে আমাদিগকে [illegible] জাতি বলিয়া গণ্য করা হউক, যে হেতু সংস্কারহীন অধঃপতিত [illegible] চণ্ডাল জাতি হইতে আমরা অনেক শ্রেষ্ঠ, ইহার উত্তরে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ বলিতেছেন এই বংশগত জাতি বিচারের যুগে কোন জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিবার সাধ্য আমাদের নাই। তবে যদি ক্ষত্রিয় কায়স্থ-সমাজ দয়া করিয়া উক্ত জাতিকে জলচল করিয়া লয়েন ত লউন ইত্যাদি।"

[illegible]। নমঃশূদ্র জাতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় [illegible] শাস্ত্রাদেশ ও সমাজের উপযোগিতা শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন এবং যাহা প্রতিভার মাঘ সংখ্যা ৪৬৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সহিত আমরা অনেকটা একমত ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি বলেন অনাচরণীয় জাতিসমূহ একযোগে পর-

পরকে জলচল করিয়া লইয়া একটী বৃহৎ দল গঠন করিতে সমর্থ হইলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগকে তাহাদের স্পৃষ্ট জল পান করাইতে পারিবেন। অনাচরণীয় জাতিসমূহ স্ব স্ব জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার করিয়া সমাজ সেবায় এবং দেশ সেবায় ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে তাহাদের প্রতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ প্রসন্ন হইবেন তখন তাহারা জলচল হইতে পারিবেন। উক্ত মতের পোষকতায় আমরা উক্ত প্রবন্ধের পাদ মন্তব্যে বলিয়াছিলাম,—শিক্ষাবিস্তার এবং দেশ মাতার শুশ্রূষা ভিন্ন অনাচরণীয় জাতিগুলি কখনও উন্নত হইতে পারিবেন না। এবং সেই জন্যই তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগ নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের উক্ত মত বোধ হয় কেহই প্রতিবাদ করিবেন না। আমরা নমঃশূদ্র জাতি [illegible] বিশেষ চিন্তিত হইয়াছি। কারণ বর্ত্তমান সময়ে ফরিদপুর [illegible] গোপালগঞ্জ মহকুমার মধ্যস্থিত ওড়াকান্দি গ্রামে [illegible] খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক মিঃ মিড সাহেব অনেক নমঃশূদ্রকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিতেছেন। ইহাতে হিন্দুসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। একেত হিন্দুসমাজ ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছে। তাহার উপর এই বিরাট—নমঃশূদ্র জাতি হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিলে আমরা কতদূর দুর্ব্বল এবং জন বল শূন্য হইব তাহা ব্রাহ্মণ সমাজ একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। ইতিমধ্যে আমরা বরিশাল ইন্দুহার নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ তালদার মহাশয় যিনি এইক্ষণ যশোহরের উমেদপুর গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের পণ্ডিত তাঁহার লিখিত নমঃশূদ্র জাতি শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাইয়াছি। উহা আগামী চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে। আমরা দেখিতেছি কেবল পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে বিংশতি সহস্রের ঊর্দ্ধ নমঃশূদ্র জাতি বাস করিতেছে। ইহার মধ্যে ফরিদপুর জেলায় ৫২৪১৭৫ অর্থাৎ ৩ লক্ষের উপর। এই বিরাট জাতি সম্বন্ধে সত্বর কোন একটা বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। কি উপায়ে এই বিরাট জাতিকে হিন্দুসমাজের গণ্ডী মধ্যে আনিতে পারা যায়, তাহা সমাজপতিগণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে প্রত্যেক দিন এই ফরিদপুর জেলায় নমঃশূদ্রগণ ২।৩ জন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। অন্য জেলায় কি হইতেছে আমরা তাহা জানি না। আমাদের সামাজিক আলস্য

দীর্ঘসূত্রতা এবং উপেক্ষা আমাদিগকে দিনদিন অধঃপতিত করিতেছে। শুধু চেষ্টা কথায় সমাজ তিষ্ঠিবে না ইহা চাই। ফলতঃ আমরা কি অরণ্যে চীৎকার করিতেছি?

৫। সমাজ মধ্যে জলচল লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। দূরান্তর নিবাস ভ্রমণ কালে কত শত ব্রাহ্মণ দিগকে রেলগাড়ীতে জলাচরণীয় জাতি কর্তৃক প্রস্তুত লেমনেড, চা, সোডা, লেমনেড, বিস্কুট ইত্যাদি পান আহার করিতেছেন তাহার সংখ্যা কে করিবে। আমাদের অনুরোধ কালীপদ বাবু একবার দার্জ্জিলিং যাইয়া হিন্দুর স্বাস্থ্য নিবাসে (Sanatarium) আহারাদি করিয়া আসিলে দেখিবেন যে অস্পৃশ্য জাতিগণের জলচল সমস্যা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও তিনি যদি জলচলের প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করেন তবে আমরা তাঁহাকে উহার যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিব।

৬। বিগত আশ্বিন "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"য় শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ বর্ম্মার "বালবিধবা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের মন্তব্য দেখিয়া কালীপদ বাবু ব্যথিত হইয়াছেন। কালীপদ বাবু বলিতেছেন:—'প্রতিভার সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন গোবিন্দলাল কায়স্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের কায়স্থ বিদ্বেষ অনেকাংশ গোবিন্দলালের শিরোদেশে বর্ষিত হইয়াছিল। কবিবর কায়স্থবিধবার ইহ ও পরকাল নষ্ট করিয়াছেন। কুন্দনন্দিনীও ঐরূপ (রোহিণীর ন্যায়) বাল-বিধবা; তাঁহার চরিত্রে কবিবরের কায়স্থবিদ্বেষ পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।" বঙ্কিমচন্দ্রের কায়স্থ-বিদ্বেষ অনেকেই জানেন গোবিন্দলালের যে প্রকার চরিত্র কবিবর অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় গোবিন্দলাল কীদৃশ নির্দ্দয় এবং পাষণ্ড প্রকৃতির নরাধম ছিল। রোহিণীর প্রাণদণ্ড কিরূপ ভীষণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সত্য ঘটনাই হউক আর কল্পিত উপন্যাসই হউক রোহিণী বা কুন্দনন্দিনীর চরিত্র এবং তাহাদিগের জীবন যে প্রকারে শেষ হইল তাহা কোন সহৃদয় ব্যক্তি অনুমোদন করিবেন না। তাই আমরা বলিয়াছিলাম বঙ্কিমবাবুর কায়স্থবিদ্বেষ অনেকাংশ গোবিন্দলালের শিরোদেশে বর্ষিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৭। তাহার পর লেখক মহাশয় হিন্দু রমণীর বালবৈধব্য সম্বন্ধে আমাদের মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মতে হিন্দু বিধবা রমণীর পুনর্বিবাহ যাহাতে সমাজে শীঘ্র প্রচলিত হয় তাহার অনুষ্ঠান আবশ্যক। যাঁহারা বালবিধবা নহে অর্থাৎ যাহাদের পুত্র কন্যা বর্ত্তমান আছে তাহারা অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক পুনরায় পতি গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যাহারা বালিকা কালে বিধবা হইয়াছেন এবং যাহারা স্বামীর সহবাস সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই তাহাদিগকে পুনরায় বিবাহ না দিলে বড়ই নিষ্ঠুরতা হয়।

৮। উপসংহারে আমরা কখনও ব্রাহ্মণদিগের আভিজাত্য চূর্ণ করিতে ইচ্ছা করি না। ব্রাহ্মণ যাহাতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হন তাহাই আমাদের একান্ত কাম্য। সমাজ যে আলোকে আলোকিত হয় তাহা আমরা ব্রাহ্মণ সমাজ হইতেই পাইয়া থাকি। ব্রাহ্মণ সমাজ বিলুপ্ত হইলে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম অচিরকালে বিলুপ্ত হইবে। মনু বলিয়াছেন:—

নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্মবর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহচামুত্র বর্দ্ধতে॥ মনু ৯অ ৩২২

সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১৩২২ সালও অবসান প্রায়। বর্ত্তমান বর্ষের হিসাব নিকাশ শেষ করিতে হইবে। কাগজের দোকানে আমাদের অনেক টাকা বাকী পড়িয়াছে। যে ১২ পাউণ্ড ডিমাই কাগজে পত্রিকা বর্ত্তমানে মুদ্রিত হইতেছে, তাহার প্রতি রিম ১৷৷০ স্থলে এইক্ষণে ৬৷০ আনা। প্রতিমাস পত্রিকার ছবির ব্লকের মূল্য সমেত আবরণের কাগজ ৪০৲ টাকারও ঊর্দ্ধ। ইহা ব্যতীত কালী এবং মুদ্রণের অন্যান্য উপাদান অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। অর্থাভাবে আমরা কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি তাহা গ্রাহকগণ বুঝিতে পারেন। কারণ পত্রিকা

যুদ্ধের ঘটিকা সকল গৃহকেই উৎসন্ন করিতেছে। এত কষ্ট সত্ত্বেও প্রতিভার মূল্য বৃদ্ধি করি নাই। কারণ গ্রাহকগণও অর্থ কষ্টে নিপীড়িত। আমরা আশা করি তাঁহারা আমাদের প্রতি সমবেদনা অনুভব করিয়া যাহাতে ভিঃপিঃ গুলি ফেরৎ না আসে তদ্বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন এবং নিজ নিজ ঠিকানা আদৌ পরিবর্তন হওয়া মাত্রেই আমাদিগকে জানাইবেন। অর্দ্ধমত পল্লবীকৃত।

২। বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা।—বিগত ৩০শে এবং ৩১শে মার্চ্চ মোতাবেক ১৬।১৭ই চৈত্র শনি এবং রবিবারে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় কায়স্থসভার সাম্বাৎসরিক ষোড়শ অধিবেশন চট্টগ্রামে হইয়াছে। তাহার বিশেষ বিবরণ চৈত্র প্রতিভায় পাঠকগণ দেখিবেন।

৩। ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির ১৩২৪ ৩০শে মাঘ পর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব। বিগত পৌষ সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে আমরা হিসাব দিয়াছিলাম :—

মোট আয়—	৭৭৸৵০
বাদ ব্যয়—	৩২৲
তহবিল ছিল—	৪৫৸৵০

তাহার পর আদায়—

১।	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র নন্দী সাং রামপুর	...	১৲
২।	শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সিকদার সাং ঘুঘুরী	...	১৲
৩।	শ্রীযুক্ত রসিকলাল সরকার সাং রামদিয়া	...	৷৷০
৪।	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস সাং মেগচামী	...	।০
৫।	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা সাং ঐ	...	।০
৬।	কেশবলাল সরকার সাং পরীক্ষিতপুর	...	১৲
		ঠিক—	৪৯৸৵০

ইজা		৪২৯৸৵০
৭।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দত্ত সাং নওয়াপাড়া,	৷৹
৮।	শ্রীযুক্ত কনকসুন্দর আইচ সাং বিলমাগুরা	১৲
৯।	শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বিশ্বাস সাং কাদিরপাড়া	১৲
১০।	শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ বি, এল সাং মোচনা	২৲
১১।	শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দত্ত এণ্ড কোং ১৬নং মাণিকবন্দ্যঘাট	১৲
ব্যয়		৫৪।৵০
পোষ্টেজ—	বাদ ব্যয়—	৷৶০
মানিঅর্ডার কমিশন—৶০		
		৫৩৸৶৹
তহবিল বিকৃং—ডাঃ শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা		১০৲
চাওলাভ চাঁদা আদায়কারীগণ—		৫৲
নগদ তহবিল সম্পাদকের নিকট—		৩৯৸৶০
		৫৩৸৶০

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা সম্পাদক।

৪। কায়স্থোপনয়ন।—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কণীন্দ্রনাথ রাহা বর্ম্মা মহাশয় কলিকাতা মাণিকতলা ১৯৩ ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড হইতে লিখিতেছেন:—অদ্য ৮ই ফাল্গুন ১৩২৪ উক্ত ঠিকানায় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রাহা দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর ক্ষেত্রে যশোহর মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত মৌশাগ্রাম নিবাসী নিম্নলিখিত ৩ জন কায়স্থ সন্তান ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ১। বীরেন্দ্রনাথ দেব। ২, উপেন্দ্রনাথ দেব ৩ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,।

৫। কায়স্থোপনয়ন।—গত ২৫শে ফাল্গুন ফরিদপুর কায়স্থ প্রচার সমিতির উদ্যোগে এবং সম্পূর্ণ ব্যয়ে কলিকাতা ৫নং কৃপানাথ লেনে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় মহাশয়ের বাটীতে নিম্নলিখিত ১৯ জন কায়স্থ উপনয়ন সংস্কার

গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। মোচনা নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা কুলভাস্কর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্তবর্ম্মা প্রভৃতি উক্ত উপনয়ন কার্য্য সম্প্রদানার্থে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ১। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু ২ দুর্গাচরণ ভদ্র ৩ তারিণীমোহন দাস সাং বর্ণি, ৪ বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস ৫ যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৬ নিবারণচন্দ্র দাস, ৭ কেদারনাথ দাস সাং নগর, ৮ শরচ্চন্দ্র রাহুত সাং ঘাড়ুয়া, ৯ অক্ষয়কুমার রাহা ১০ রাজকুমার রাহা সাং সদরদী, ১১ মনোহর দত্ত সাং বাজিতপুর, ১২ সতীশচন্দ্র দেব সাং বগাইল, ১৩ পূর্ণচন্দ্র সোম সাং ভুজারপুর, ১৪ উপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৫ অমৃতলাল বিশ্বাস সাং নয়ানগর, ১৬ সীতানাথ কর, সাং রাহুদী, ১৭ উপেন্দ্রমোহন দেব, সাং উলিবপুর। ১৮ বসন্তকুমার সেন সাং মাইজপাড়া, ১৯ দেবেন্দ্রচন্দ্র দেব সাং বাজিতপুর।

৬। অবৈতনিক নিম্নশিক্ষা।—বঙ্গদেশের মধ্যে মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটীতে সর্ব্বপ্রথম অবৈতনিক নিম্নশিক্ষা দান প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রত্যেক মিউনিসিপালিটিতে এই আদর্শের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

৭। একটী আশ্চর্য্য ঘটনা।—আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় আকুই (বর্দ্ধমান) হইতে লিখিয়াছেন:—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ভীমদেবের এইক্ষণ (officiating general manager) বিগত ৬ই পৌষ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার জন্মের পর হইতেই অনেক শুভ লক্ষণ দেখিতেছিলাম তন্মধ্যে একটী লক্ষণ আমার গাভীর দ্বিগুণ পরিমাণে দুগ্ধদান। গাভিটী ৩।৪ বার প্রসব হইয়াছে কিন্তু এরূপ দুগ্ধ কখনও দেয় নাই। ছেলেটী অধিক দিন এ সংসারে থাকিল না, বিগত ৭ই পৌষ দিবা দ্বিপ্রহরের সময় স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিল ঠিক সেই সময়ে শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে আনীত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি স্বস্থান হইতে নীচে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ইহাই আশ্চর্য্য ঘটনা। শ্রীভগবান এইক্ষণও লীলা করিতেছেন কিন্তু আমরা মনুষ্যমাত্র সকল লীলা দেখিতে পাই না। ঐ মৃণ্ময় মূর্ত্তি মধ্যে মধ্যে আরও অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হায়! আমার প্রাণ প্রয়াণ সময়ে কি এরূপ ঘটনা ঘটিবে? এক্ষণে মৃত্যুও কামনা করি। উক্ত ঘটনাটী আপনার ভাষায় (যদি ইচ্ছা করেন) পত্রিকায় প্রকাশ করিলে সুখী হইব।। কারণ উহাই সেই ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন রহিবে।

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১০ম খণ্ড। চৈত্র ১৩২৪ সাল। ১২শ সংখ্যা

ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) হইতে ব্রাহ্মণের উদ্ভব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর, শেষাংশ)

কায়স্থ মিত্রবংশের আদিপুরুষ [illegible] কুশোদ্ভব মহাত্মা বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলেন তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। অমিত পরাক্রমশালী বিশ্বামিত্র তপোবলে মহর্ষি বশিষ্ঠের শত পুত্রের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। প্রতিভার মাঘ সংখ্যায় উক্ত শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা ব্রহ্মর্ষি জহ্নুর বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, উক্ত জহ্নুর বংশে রাজর্ষি কুশিকের জন্ম হয়। উক্ত কুশিকের পুত্র শ্রীমান গাধি। তিনি নিঃসন্তান হওয়াতে পুত্র কামনায় অরণ্যবাস আশ্রয় করেন এই অরণ্য বাস কালে তাঁহার সত্যবতী নামে এক অলোকসামান্যা রূপবতী কন্যা জন্মে, কিয়দ্দিন পরে ঐ কন্যা যৌবনবতী হইলে মহর্ষি চ্যবনের (ক) পুত্র ঋচীক

(ক) ভৃগু মুনির ঔরসে পুলোমার গর্ভে মহর্ষি চ্যবনের জন্ম হয়। জনৈক রাক্ষস যখন পুলোমাকে অপহরণ করে অকস্মাৎ তাহার গর্ভ হইতে চ্যবনের জন্ম হয় এই জন্য তাহার নাম চ্যবন।

এবমুক্ত্বা তু হারীত স্বাং ভার্য্যাং সুনিশ্চিতঃ ।
ত্বং মা কুরু মাম ... সুতং ... ॥ ৪৬ ।
বিশ্বামিত্রো চান্দ্রবংশোদ্ভবা ... ।
... ॥ ৪৭ ।

এই বিশ্বামিত্র হইতে ... শাখা ... ব্রাহ্মণ বংশ উৎপন্ন হয় উক্ত বিশ্বামিত্র হইতে বহু ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ বংশ উদ্ভব হইয়াছিলেন তাহাদিগের নাম বাঙ্গলা অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে। ক্রমশঃ।

সম্পাদক।

কায়স্থের ধর্ম্ম প্রচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত ৩য় প্রবন্ধ) (ক)।

১। আপনি বলেছিলেন যে কায়স্থগণ ত্রিশ দিনে পিণ্ড দিয়ে এসেছেন তারা আজ তের দিনে পিণ্ড দিলে তাদের পিতৃলোক পাবে না। কেন পাবেনা? কায়স্থের পিতৃলোক কি ত্রিশ দিনে পিণ্ড খাবার জন্য কি হা করে বসে আছে? ত্রিশ দিন, পনর দিন, তের দিন অশৌচ ব্রাহ্মণ সমাজে একটা জুজু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পিতৃযজ্ঞরূপ শ্রাদ্ধে যে সংযম অথবা ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক তাহাকেই আমরা অশৌচ বলিয়া থাকি। পূত ভাব অপবিত্রতায় পরিণত হইয়াছে (আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা বিগত ভাদ্র সংখ্যা ১৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পিতৃলোকের কি জাতি আছে? ব্রাহ্মণ পিতৃলোক, কায়স্থ পিতৃলোক, শূদ্র পিতৃলোক ইত্যাদি আছে নাকি? পিণ্ড যখনই দেওয়া যায় তখনই পিতৃলোকে যায়। যখন বিবাহ বা অন্নপ্রাশনে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা হয় তখন পিণ্ড দিবা মাত্রেই পিতৃলোকে কেমনে যায়। দ্বিজগণের পঞ্চ যজ্ঞের মধ্যে পিতৃযজ্ঞ প্রত্যহ করিবার ব্যবস্থা আছে।

(ক) এই প্রবন্ধের লিখিত ঘটনা বিগত আশ্বিন মাসে সম্পন্ন হয়। এত বিলম্বে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা লেখক ও পাঠক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সং।

এখন প্রমাণ হইল যে পিণ্ড প্রত্যহই দিতে হইবে। এবং প্রত্যেক পিতৃভক্ত পুত্রের প্রত্যহ উহা করিতে হইবে।

২। আপনি বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ চিরকাল ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছে তাহা ঠিক নহে। ভগবান বর্ণ রক্ষার ভার ক্ষত্রিয় হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন ইহাই শাস্ত্র; শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন:— "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত" ইত্যাদি। যখন সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখন ভগবান ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অবতাররূপে ভার হরণ করেন। যথা শ্রীরাম চন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ বংশে কখনও অবতার হয় নাই। ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ না করিলে ধর্ম্ম রক্ষা করিবার শক্তি কোথা হইতে আসিবে? ক্ষত হইতে যাহারা ত্রাণ করেন তাহারাই ক্ষত্রিয়।

৩। আপনি বলিয়াছেন কায়স্থের পৈতা কোন কালেই ছিল না এটা আপনার বিষম ভুল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে প্রায় হাজার বৎসর আপনাদেরও পৈতা ছিল না। তাহা কি আপনি জানেন? শঙ্করাচার্য্য আসিয়া আপনাদের পৈতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়দিগের পৈতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। কায়স্থ চিরকাল শূদ্র বলিতেছেন, আপনারাও শূদ্রের পুরোহিত, গুরু, এবং যাজক। শূদ্র যাজী ব্রাহ্মণ শূদ্র তুল্য ইহা কি আপনি জানেন না?

৪। আর দত্ত মহাশয় এখনও কি আপনাদের চৈতন্য হইল না কায়স্থকে শূদ্র বলিতে আপনাদের মুখে আটকায় না। আর আপনারা আর পৈতাধারী কায়স্থ বিশেষতঃ আপনার ন্যূন পুরুষকে এত প্রকাশ্য সভার মধ্যে উপহাস করিয়া নিজের পিতৃপুরুষের বংশকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন না। আপনি দত্ত বংশজ আপনার নামের মধ্যে মিত্র কায়স্থ থাকা আশ্চর্য্য নহে। সেই মিত্র বংশীয় কায়স্থকে "দাসু ঘোষের বেটা ভিক্ষে পাল" বলে আপনার কায়স্থ পরিচয় দিতে বিকার বোধ হয় না। কিন্তু আপনাকে যদি কেশবা কৃষ্ণ-ঘোষের পবিত্র গোষ্ঠি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণের ও আপনার ধমনীতে প্রবাহিত থাকিত তাহা হইলে আজ আপনি এরূপ ভাবে শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়া উপবীতী কায়স্থকে লাঞ্ছনা করিতেন না। অহো! কায়স্থ তোমার কি শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে; যদি উপনয়ন লইয়া আপনাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাহস না হয় তবে উহাদের সহযোগ করিয়া পিতৃপুরুষের .

অবমাননকারী পাপ জীবনের শেষ করিয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। অহো! মকরন্দ, দশরথ, বিরাট, পুরুষোত্তম, কালিদাস তোমাদের সুপবিত্র কুলে আজ কি সব অকাল কুষ্মাণ্ড জন্মগ্রহণ করিয়াছে। একবার তোমরা দয়া করে স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ না করিলে এই হতভাগ্য তোমাদের বংশধরগণের পরিত্রাণের আর উপায় নাই। এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি নীরব হইলাম।

৫। দেখিলাম দত্ত মহাশয় অধোবদন, ব্রাহ্মণ মহাশয় ঠাণ্ডা, ব্রাহ্মণ সহযাত্রী প্রৌঢ় মহাশয় হতবাক আর মিত্রবর্ম্মা মহাশয় ও তাহার ভগিনী ও দুটী স্ত্রীলোক মিট্ মিট্ হাসিতেছেন। মিত্রবর্ম্মা মহাশয় বলিলেন আমি আপনার নাম শুনিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া একবার আমাদের দেশে পদধূলি দিয়া ধন্য করিবেন। দত্ত মহাশয় বলিলেন "আপনার কথায় মনের অন্ধকার কেটে গেছে" আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি যত সত্বর হয় দাদাকে মত করাইয়া পৈতা লইব। সেই সময় আপনাকে আমাদের দেশে যেতে হবে। প্রৌঢ় মহাশয় বলিলেন "বাবা কায়েতের সঙ্গে চালাকি, কেমন গাড়ীশুদ্ধ লোক স্তব্ধ হয়ে গেছে" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন আপনার মত শাস্ত্রজ্ঞ লোক অবশ্য পৈতা লইলে কোন ক্ষতি হয় না" ইত্যাদি। তখন সব উল্টা গায়ত্রী আরম্ভ করিলেন। গাড়ী যশোহরে পৌছিল। দত্ত মহাশয়, মিত্র মহাশয় তাহার ভগিনী ও স্ত্রীলোক দুটী কেজে,'রেলে চড়িবার জন্য যশোহরে নামিলেন। পৈতা লওয়ার কারণ বর ও কন্যাপক্ষে যে মতান্তর ছিল তাহা কাটিয়া গেল নব পরিণীতা স্ত্রীকে আর তাহার পৈতাধারী ভ্রাতার সংস্পর্শে আসিতে দিবেন বলিয়া মিত্র মহাশয়ের ভগিনীপতি স্ত্রীকে লইতে তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন, এবং মিত্র মহাশয়ের বাটীতে নূতন কুটুম্বের সহিত সদ্ভাব বজায় থাকে সে জন্য ভগিনীর সহিত রওনা হইয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন অতঃপর আর কোন মতান্তর বা মনান্তর হইবে না। আমরা নিশ্চয়ই পৈতা লইব। এই কথা শুনিয়া নব পরিণীতা বালিকার বিষাদ মাখা মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ট্রেণেও ঘন্টা দিল, আমরা দৌলতপুর অভিমুখে রওনা হইলাম।

৬। যশোহরের ষ্টেসন পার হইয়া গাড়ী ২.১টী ষ্টেসন পার হইলে ব্রাহ্মণ মহাশয় নামিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন আপনার কিন্তু শাস্ত্র

ব্যাখ্যা শুনিবার ইচ্ছা ছিল। যা হোক বারান্তরে অবশ্য সাক্ষাৎ হইতে পারে। আমি কহিলাম আমার নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ অবশ্য আপনার মহত্বের পরিচায়ক। ব্রাহ্মণ নামিয়া গেলে এক ভদ্রলোক কহিলেন ঐ ব্রাহ্মণ একজন বড় অধ্যাপক। গাড়ী চলিতে লাগিল আমরা একটু নিদ্রাবিভূত হইলাম। খানিক বাদে কুলীদের কলরবে নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম দৌলতপুর অবতরণ জন্য যাত্রীদের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আমরাও দৌলতপুর অবতরণ করিয়া ষ্টিমার ঘাটের দিকে রওনা হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।
কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক।

তিন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

আমাদের দেহের বিষয়ও যদি চিন্তা করা যায় তাহা হইলে দেহটাকে তিন ভাগে বলিয়া বোধ হয়—সহস্রার, হৃদয় এবং মূলাধার। উপর তালায় সহস্রদল পদ্মে ভগবান বিরাজ করিতেছেন। যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি সাধনাদ্বারা সহস্রদল পদ্মে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। মধ্যতালা হৃদয়—এই হৃদয়ই ভগবানের লীলাক্ষেত্র। সমস্ত অবতার দেব দেবী ও তাঁহাদিগের কার্য্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। নীচের তালায় কামাদি রিপুগণ বিরাজ করে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথ এই জন্য তিন তালা।

২। জীবদেহের মধ্যে যে সকল নাড়ী আছে তাহার মধ্যে তিনটী নাড়ী প্রধান ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই তিন নাড়ী চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপা। ইহারা মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের বামভাগে ইড়ানাড়ী

দক্ষিণভাগে পিঙ্গলানাড়ী এবং মধ্যে সুষুম্নানাড়ী। সুষুম্নার মধ্যে চিত্রানাড়ী, এবং তাহার মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্র আছে। এই তিন নাড়ী শরীরের মধ্যে ছয়স্থানে একত্রে মিলিত হইয়া ছয়টি চক্র উৎপন্ন করিয়াছে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র। সাধনা দ্বারা এই ছয়টী চক্র ভেদ করিতে পারিলে শীর্ষোপরি সহস্রদলে পৌঁছিয়া পরমাত্ম দর্শন হইয়া থাকে। ইড়াতে শ্বাসবহন কালে শুভকর্ম, পিঙ্গলাতে শ্বাসবহন সময়ে ক্রুরকর্ম এবং সুষুম্নাতে যখন শ্বাস বহন হইবে তখন সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম সকল করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। যিনি দিবাভাগে বাম নাসিকায় এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসবহন রাখেন তাঁহার শরীর সুস্থ থাকে এবং আলস্য থাকে না ও দিন দিন চেতনার বৃদ্ধি হয়। এইরূপে শ্বাসবহন হইলে দ্বাদশ বৎসর অন্তে যদি তাহার দেহে সর্প কিম্বা বৃশ্চিক দংশন করে তবে তাহার শরীরে বিষ প্রবেশ করিতে পারে না। এবং সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়েন। যোগী বা এই তিন নাড়ীর শ্বাসের গতি বুঝিয়া জীবনের সমস্ত ফলাফল বলিতে পারেন, কোন্ সময়ে নিজের এবং অন্যের মৃত্যু হইবে তাহা পর্য্যন্তও বুঝিতে পারেন।

৩। শ্বাসবহন ও প্রাকৃতিক নিয়ম ও তিথি অনুসারে ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। প্রতি তিন তিন তিথিতে একভাবে শ্বাস বহন হয় যথা শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া এই তিন তিথিতে সূর্য্যোদয়ের সময় ইড়া নাড়ীতে অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাসবহন আরম্ভ হয় এবং এক ঘণ্টা কাল উক্ত নাসিকায় শ্বাস বহন হইয়া পরে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসবহন আরম্ভ হয়। তাহার পর দক্ষিণ নাসিকায় এক ঘণ্টা শ্বাসবহন হইয়া পরে বাম নাসিকায় শ্বাস বহা আরম্ভ হয়। দিবা রাত্রিতে ২৪ বার শ্বাস পরিবর্ত্তন হয়। যে সময় এক নাসিকা হইতে অপর নাসিকায় শ্বাস পরিবর্ত্তন হয় সেই সময় চারি মিনিট কাল উভয় নাসিকায় অর্থাৎ সুষুম্নায় শ্বাস বহন হইয়া থাকে। তাহার পর চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠী এই তিন তিথিতে সূর্য্যোদয়ের সময় দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া পূর্ব্ববৎ ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উপরোক্ত নিয়মে শ্বাস বহন ও পরিবর্ত্তন হয়। তাহার পর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, ও তৃতীয়া এই তিন তিথিতে সূর্য্যোদয়ের সময় পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন

[illegible] পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে শ্বাস বহন ও পরিবর্ত্তন

হইয়া থাকে। যদি উপরিউক্ত নিয়মানুসারে শ্বাস বহন ও পরিবর্ত্তন না হয় তাহা হইলে কোনরূপ পীড়া কিম্বা অমঙ্গলের আশঙ্কা বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে স্বরোদয় শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হয়। শরীরে কোন্ সময় কোন্ তত্ত্ব (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) বহিতে থাকে তাহাও শ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানিতে পারা যায়। এই তত্ত্বজ্ঞান হইলে জীবের সমস্ত ফলাফল বলিতে পারা যায়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, একটু চেষ্টা করিলে সকলেই সত্যাসত্য বুঝিতে পারেন।

৪। জগতের সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সম্বন্ধও ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ সম্বন্ধ আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন :—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

"সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" সচ্চিদানন্দ ভগবানের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার কারণ তিনটি তাহাও উক্ত শ্লোকে বলা হইল। উক্ত শ্লোকটির বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমতঃ এই কথা মনে হইবে যে ভগবান অসাধুদিগকে বিনাশ করেন। সাধু ও অসাধু কেবল আমার নিকট এবং আপনার নিকটেই যে আছে তাহা নহে, ভগবানের কাছেও আছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি যদি দুষ্কর্ম্মকারীদিগকে বিনাশ করেন তাহা হইলে তাহাদের কি আর পরিত্রাণ নাই? তৃতীয়তঃ সাধুগণ যখন দুষ্কৃতিকারীকে বিনাশ না করিয়া তাহার কল্যাণ করেন, তখন ভগবান কি দুষ্কৃতিকারিগণকে সত্যই বিনাশ করেন? এই প্রশ্ন সকল দ্বারা জীবের চিত্ত নিপীড়িত হইবে বলিয়া ভগবান্ পরে বলিলেন—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" "আমার কেহ প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই, আমি সর্ব্বভূতে সমান।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে জীব নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে আর যিনি জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর তিনি নির্লিপ্ত ও উদাসীন। তিনি সাক্ষী ও দ্রষ্টামাত্র। কিন্তু উভয় ব্যক্তির মধ্যে যে একটা বিরোধ রহিয়াছে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিরোধটী অগ্নির উদাহরণ দ্বারা সুন্দরভাবে বুঝা যাইতে পারে। যেমন একজন লোক আগুনে হাত

দিল, তাহার হাত পুড়িয়া গেল, সে যাতনা পাইতে লাগিল; আর এক জন লোক আগুনে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিল, তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল; আর একজন লোক আগুন লইয়া যজ্ঞ করিল, সে ব্যক্তি স্বর্গে গেল; আর এক ব্যক্তি আগুন লইয়া প্রতিবেশীর গৃহে দিল, সে নরকে গেল; এখন আগুন কি বলিবে? আগুন বলিবে "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" আমি সর্ব্বভূতে সমান, আমার কেহ দ্বেষ্যও নাই কেহ প্রিয়ও নাই। যিনি যেরূপ ব্যবহার করিবেন তিনি সেইরূপ ফল পাইবেন।

৫। উপরিউক্ত শ্লোক দুইটী দ্বারা জগতের সহিত ঈশ্বরের দ্বিবিধ সম্বন্ধ বুঝা যাইতেছে। প্রথম সম্বন্ধ রাজা ও প্রজা—জগতে যেমন আমরা রাজা দেখিতে পাই, ভগবানও ঠিক সেইরূপ, তবে পৃথিবীর রাজার শক্তির ও জ্ঞানের একটা সীমা আছে আর তাঁহার তাহা নাই। তিনি যেন আমাদের বাহিরে নিজের অসীম জ্ঞান ও অনন্তশক্তি লইয়া বসিয়া আছেন এবং বিশ্ব পালনের জন্য কতকগুলি বিধি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিশ্ব সেই বিধি অনুসারে চলিতেছে। এই ভাবে চলিতে চলিতে বিশ্ব ব্যবস্থায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়া যখন ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের আধিক্য হয় তখন তিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হন। এখানে সচ্চিদানন্দের 'সৎ' ভাবকে আশ্রয় করিয়া তাহারই সাহায্যে অবতার বাদের রহস্য নিরূপণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহার তাৎপর্য্য এই যে জীব নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর উদাসীন ও দ্রষ্টা মাত্র বলিয়া কাহারও ভালও করেন না, মন্দও করেন না। এই স্থানে আমরা দেখিতেছি যে সচ্চিদানন্দের চিৎভাবের ভূমি হইতে তত্ত্বের আলোচনা করা হইতেছে।

৬। এইবার তৃতীয় সম্বন্ধের কথা বলিতেছি। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥'

"তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমারই উপাসক হও, আমাকেই নমস্কার কর তাহা হইলে আমাকেই পাইবে, তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি কেননা তুমি আমার প্রিয়।" এই শ্লোকের পূর্ব্বে ভক্ত যেন বলিতেছেন "ঠাকুর

তোমার মনের কথা এখনও ত বুঝিলাম না। প্রথমে বলিলে যে তুমি রাজার মত দণ্ডহস্তে বিশ্বের পালন কার্য্যে রত আছ, তাহার পর বলিলে যে তুমি উদাসীন সাক্ষী ও চৈতন্য মাত্র কিন্তু এ কথায় ত আমার তৃপ্তি হইল না এবং হৃদয়ের আঁধারও গেল না। সুতরাং তোমার প্রকৃত স্বরূপ বল। এই কথা শুনিয়া যেন ভগবান্ বলিতেছেন—"কেহ কি কাহাকেও মনের কথা সহজে বলে? মনের কথা জানিতে হইলে মন দিতে হয়। মন দিলে মন মিলে। বাহিরের কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়া এমন প্রশ্ন করিলে মনের কথা জানা যায় না। আমায় তোমার মন সমর্পণ কর, তোমার শ্রেষ্ঠ অনুরাগ আমাতে অর্পণ কর আমার জন্যই যাবতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে আমি সত্য সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি কেননা তুমি আমার প্রিয় এই শ্লোকে বলা হইল যে ভগবানের সঙ্গে আমাদের ভয়ের বা লাভালাভের সম্বন্ধ নয়—প্রেমের সম্বন্ধ। ইহাই গীতার শেষ কথা।

৭। সর্ব্বশেষে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় যে ত্রিবিধ তাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের শেষ করিব। এই ত্রিবিধ উপায়ের নাম কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি। ইহাদের মধ্যে কর্ম্মই প্রধান কারণ জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মের ফল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। আমি অন্ন ভোজন করিতেছি। অন্নভোজন কর্ম্ম তজ্জনিত ক্ষুধা নিবৃত্তি ও আনন্দ তাহার আনুসঙ্গিক ফল। ক্ষুধানিবৃত্তি ও আনন্দ অন্নভোজনের সঙ্গে সঙ্গেই হইতেছে। সুতরাং তাহারাও কর্ম্মসংজ্ঞার মধ্যে ভুক্ত। আমি বেদাধ্যয়ন করিতেছি, বেদাধ্যয়ন কর্ম্ম তজ্জনিত জ্ঞান ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উভয়ই বেদাধ্যয়নের আনুসঙ্গিক ফল। সুতরাং কর্ম্মই মূল—জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মবৃক্ষের পুষ্প ভিন্ন আর কিছুই নয়।

৮। কর্ম্ম দুই প্রকার সকাম ও নিষ্কাম। কামনা করিয়া কর্ম্ম করাকে সকামকর্ম্ম বলে এবং কামনা না করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। সকাম কর্ম্মের দ্বারা জীবের সংসারে যাতায়াত হয় কিন্তু কামনা না করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে ভোগের আবশ্যক হয় না এবং সংসারেও আসিতে হয় না। জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারাই শুদ্ধ চিত্ত হইয়া সম্যক জ্ঞানলাভ

করিয়াছিলেন। সুতরাং অনাসক্তি শূন্য হইয়া সকলকেই সর্ব্বদা আবশ্যক কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই পরিতোষ প্রাপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁহার কিছু কর্ত্তব্য নাই। ইহলোকে কৃতকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার পুণ্যও হয় না এবং অকরণ হেতু কোন পাপও হয় না। এই কর্ম্ম সকাম ও নিষ্কাম বুঝাইবার জন্য যদিও দুই প্রকার বলিলাম কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কর্ম্ম ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। আসক্তি শূন্য প্রীতি বা দ্বেষবশতঃ কৃত নয় এমন কর্ম্ম তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম। ফলাকাঙ্ক্ষী বা অহঙ্কারযুক্ত হইয়া যে আয়াসযুক্ত কর্ম্ম করা হয় তাহা রাজস বলিয়া কথিত এবং মোহবশতঃ পরিণাম বিবেচনা না করিয়া যে কর্ম্ম করা হয় তাহাকে তামসিক কর্ম্ম বলে।

৯। ভগবৎপ্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় জ্ঞান। কোন কামনা না করিয়া কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে করিতে সত্বর চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান জন্মে। জ্ঞানও ত্রিবিধ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। যাহা দ্বারা বিভক্তরূপ সর্ব্বভূতে অবিভক্ত এক বিকার বিহীনভাব অবলোকিত হয় অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু নাই সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানিবে। যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ব ভূতকে পৃথক বলিয়া জানা যায় তাহাকে রাজস জ্ঞান এবং এই দেহই আত্মা বা প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ বোধবিশিষ্ট যে জ্ঞান তাহাকে তামস জ্ঞান বলে এই ত্রিবিধ জ্ঞানের মধ্যে সাত্ত্বিক জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান কারণ এই জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে।

১০। ভগবৎপ্রাপ্তির তৃতীয় উপায় ভক্তি। উপরিউক্ত জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর যে কি বস্তু তাহা জানিতে পারা যায়। ঈশ্বর কি বস্তু জানিতে পারিলেই জীব আত্মহারা হয় এবং হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, ভক্তি প্রেম সমস্তই ক্রমশঃ তাঁহার চরণে ঢালিয়া দেয়। ইহাকেই ভক্তি বলে। এই ভক্তিযোগ দ্বারা শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে, নিন্দা ও প্রশংসায় এবং সুখ-দুঃখে সমভাব হয়। তখন ভক্ত স্থিরচিত্ত, নিস্পৃহ, অনলস, দয়ালু, উদাসীন, সর্ব্বদা ঈশ্বর ভাবাপন্ন এবং পরিশেষে জগৎ ঈশ্বরময় এইভাবে বিভোর হইয়া নিজকেও ভুলিয়া যায়।

১১। এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে "হিন্দু" সাম্প্রদায়িক নহে—পূর্ণ ব্রহ্মের

প্রতিনিধি স্বরূপ। এই 'তিনে'ই সমস্ত জগৎ আশ্রিত। আমরা এই "তিন"কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া পাঠকবর্গের নিকট বিদায় লইলাম।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু
পুরী।

কায়স্থ-সংবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

—•—

কায়স্থ নেতৃবর্গ আমি বহুদিন পরে আসিয়াছি শীঘ্র আর আসিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। আশা করি আপনার মূল্যবান সময় আমার জন্য একটু অধিক ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না; কেমন? আপনি শির সঞ্চালন পূর্ব্বক সম্মতি জ্ঞাপন করায় বাধিত হইলাম; তবে শুনুন:—

আপনারা যখন যুদ্ধের খাতার নাম লেখাইয়াছেন; তখন কোনরূপে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা ক্লীবত্ব ইহা কি আপনি স্বীকার করিবেন না? ক্ষত্রিয়াচার উপবীত ধারণ করিলেই যথেষ্ট হয় কি? ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অশৌচ প্রতিপালন না করিলে যে শূদ্র, সেই শূদ্রই থাকিয়া যায় না। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কলাপে দাসদাসী শব্দ পরিহার করিলেই কি ক্ষত্রিয় প্রথা বজায় করা হয়, যদি দেববর্ম্মা ও দেবী শব্দ ব্যবহারের অধিকার না পাওয়া যায়? আপনি অবশ্য স্বীকার করিবেন, আমার প্রত্যেক কথা সত্য কিন্তু হয়ত বলিবেন, ক্রমে ক্রমে অধিকার লাভ করুন—তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে কেন? আপনাদের অনেকেই এইরূপ বলেন বলিয়াই এরূপ অনুমান করিলাম।

উপবীতী হইলাম; দ্বিজোচিত অন্য কোন অধিকার জন্মিল না— উপবীতধারী শূদ্র হইয়া থাকিতে হইল; বলুন দেখি ইহা কি হাস্যজনক নহে? বিরল পাশ করিলাম সনন্দ লওয়া গেল—উকিলের পোষাক পরি-

লাম সামলা মাথায় চড়াইলাম কিন্তু আদালত মোকদ্দমা পরিচালন করিবার অধিকার বঞ্চিত করিলেন বলিলেন—ধীরে ধীরে সব পাইবে কিছুকাল পোষাক পরিয়া সামলা মাথায় দিয়া ঘুরিয়া বেড়াও; সময় হউক সব অধিকার দেওয়া যাইবে। বি, এল মহাশয় কি এরূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইবেন? সামলা মাথায় পরিবার অধিকারই কি যথেষ্ট মনে করিবেন? তিনি কখনই আদালতের স্বেচ্ছাকৃত আদেশ মান্য করিবেন না; আইন সঙ্গত তাহার সমস্ত অধিকারই যে রূপেই হউক, আদালতকে প্রদান করিতে বাধ্য না না করিয়া ছাড়িবে না। উপবীতী কায়স্থ সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহারা যখন দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন, তখন স্ববর্ণোচিত শাস্ত্রীয় আচার কড়ায় গণ্ডায় প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য—ব্রাহ্মণাভাবের ভয়ে অথবা গুরু পুরোহিতের অযথা প্রেমে কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করা কাপুরুষত্ব—পাপজনক। অধিকার সাব্যস্ত হইলে যথাসময় তাহাতে দখল না লইলে পুনরায় বেদখল হইয়া অধিকার চ্যুত হইতে হইবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গে আশানুরূপ উপনয়ন সংস্কার বিস্তৃতি হইয়াছে; একমাত্র আপনার জেলার দক্ষিণাঞ্চল ব্যতীত সমস্ত স্থানেই উপবীতীগণ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ নিষ্পাদন করিতেছেন; তাহাদের কার্য্যকলে কায়স্থ জাতির মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আপনার স্বজেলার স্বশ্রেণীর দক্ষিণাঞ্চলবাসিগণ উপবীতী হইয়াও আজও শূদ্রবৎ ত্রিশদিন অশৌচ প্রতিপালন করিতেছে—বিবাহে শ্রাদ্ধে দেববর্ম্মা বা দেবী শব্দ ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। তৎপরিবর্ত্তে উপাধি সংযোগে দাসদাসী পরিত্যাগ করিয়া ক্রিয়াসম্পন্ন করিতেছে! ইহাতে তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্ম কি পণ্ড হইতেছে না? আপনি অন্যতম নেতা আপনার কি এ সকল বিষয়ের তত্ত্ব লওয়া বৈধ নহে? ৬

"নেতা হওয়া নয় মুখের কথা, কেবল পৈতা লওয়াইলে হয় না নেতা।" পৈতা লইয়া কে কৈমন আচরণ করিতেছে কে কোথায় ক্ষত্রোচিত আচার পালন করিয়া লাঞ্ছিত হইতেছে কোন্ উপবীতীর ব্যবহারে কায়স্থ সমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতেছে অথবা সমাজের ক্ষতি সংঘটিত হইতেছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ লওয়া চাই—প্রতীকার করা চাই, তবেই প্রকৃত নেতা শব্দের যোগ্য হওয়া যায়

আপনারা খোসমেজাজে বহল তবিয়তে আরাম কাদারায় শুইয়া শুইয়া নেতৃত্ব করিতে চাহেন, কাজেই মনের বাসনা মনেই শুকাইয়া যায়—উদ্দেশ্য পূর্ণতার পথে আসিয়াও জীবনীশক্তি হারায়। আমার কথায় চটিবেন না স্পষ্ট কথা তিক্তই বটে! আপনি কি শুনিয়াছেন আপনার দক্ষিণাঞ্চলবাসী উপবীতীগণের মধ্যে দুই একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া দ্বাদশদিন অশৌচ প্রতিপালন করায় উপবীতী কায়স্থগণও পুরোহিতপ্রেমে মগ্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে? আমি জানি তাহাদের পুরোহিতের অভাব হয় নাই, কখনও হইবে না। তাহারা কাহারও দ্বারা লাঞ্ছিত হইবেনা; সিংহের ন্যায় বাঞ্ছিত শিকার লাভ করিবে ইহাও যথার্থ কিন্তু বলুন দেখি, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য স্বজাতিবৃন্দের ব্যবহার কি লজ্জাকর! তাহাদের ব্যবহারের জন্য তাহাদের যত না দোষ, তদপেক্ষা অধিক দোষ আপনাদের মত নেতাদের। কেন তাহা বলিতেছি। উপবীতীগণের সকলেই যে তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানে সম্পন্ন এমন বলা যায় না। তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার দায়ীত্ব কি আপনাদের শিরে ন্যস্ত নহে? তাহারা ভাবিতেছে, ত্রিশদিন অশৌচ প্রতিপালনে তাহাদের কোন প্রত্যবায় ঘটিতেছেনা এবং দ্বাদশদিন অশৌচ প্রতিপালন কর্ত্তব্য কিনা এ সম্বন্ধে তাহারা সন্দিহান। আপনারা এতদিন উপবীতী করিতে যেরূপ অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিধি নিষেধ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করিলে আজ তাহারা স্বজাতির বৈধকর্ম্মের অনুসরণ না করিয়া প্রতিকূলাচরণ করিত না। আপনারা যে কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, অথবা যে কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য উপবীতীগণকে দৃঢ়তার সহিত বলেন নাই তদ্বিষয়ে বৃথা অনুযোগ করিয়া ফল নাই। এখন হইতে জোর কলমে বিধিনিষেধ ঘোষণা করুন—উচ্চরবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিউন। দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্ণ স্বাধিকার লাভে আকৃষ্ট করুন সেনাপতি আপনারা—একদিন আপনাদের সৈন্যের অভাব ছিল, ভয়ের কারণ ছিল। আজ অসংখ্য সৈন্য আপনাদের আনন্দের দিন। আপনাদের পরিচালন অভাবে সৈন্য বিশৃঙ্খল—একতাশূন্য কিন্তু প্রত্যেক সৈন্যের হৃদয়ে জাতীয়প্রেম আছে—কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি আছে। আপনারা যদি এই শুভমুহূর্ত্তে অবসন্ন প্রাণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তবে জাতীয় অবনতি অনিবার্য্য। ব্রাহ্মণের কৌশলপূর্ণ রণে কায়স্থ সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে—কায়স্থের আশাতরু

উন্মূলিত হইবে। ভেদজন্মাইতে ব্রাহ্মণ যেরূপ পটু আত্মদ্রোহ করিতে কায়স্থ তদ্রূপ অভ্যস্ত তাহাতে নিকৃষ্টতম সেনাপতির অধীনে জয়ের আশা কখনও করা যায় না। আর একবার শেষ জীবনে কোমর বাঁধিয়া সামাজিক রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হউন—কায়স্থগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করুন; একতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত সমস্ত স্বত্ব অধিকার করিবার নিমিত্ত প্রণোদিত করুন—ব্রাহ্মণ সমাজের বাধা জাতীয় প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া যাউক—কায়স্থ সমাজের কুসংস্কার ভাসিয়া যাউক। হোমরুলারদের মত আপনাদের যেন দুই দল না হয়। যেমন তাঁহাদের এক দল বলেন, "পূর্ণ হোমরুল চাই, কিস্তীবন্দী ক্রমে হোমরুল চাহি না।" অন্য দল বলেন—"পূর্ণ হোমরুল না পাওয়া যায় সম্প্রতি ছিটাফোটা পাইলেও ক্ষতি নাই।" কায়স্থ সমাজ যেন একস্বরে বলেন—ক্ষত্রিয়োচিত আচারাদির ছিটাফোটা আমরা চাহি না—পূর্ণ ক্ষত্রিয়াচার আমাদের চাই। যতদিন পূর্ণ ক্ষত্রিয়াচার লাভেরপথে অন্তরায় বিদ্যমান থাকিবে ততদিন লাঞ্ছনাকে শিরোভূষণ করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত সংগ্রাম চালাইতে বিরত হইবে না। শত্রুপক্ষকে কোনরূপে এমন ভাবে সহায়তা করিবেন না যাহাতে তাহার সমরশক্তিকে বর্দ্ধনশীল করা হয়। "সতের সহিত অসৎব্যবহার আর অসতের সহিত সৎব্যবহার একই কথা।" এই নীতিবাক্যটী স্মরণ রাখিয়া অক্লান্তমনে সামাজিক জয় লাভের জন্য প্রস্তুত হউন। জয়শ্রী আপনাদের অঙ্কশায়িনী হইবেন। অনেক বকিলাম আশা করি ক্ষমা করিবেন। আজ চলিলাম

বিনীত—

শ্রীকাক।

ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের ভিত্তি সংস্থাপন

ফরিদপুরে উচ্চশিক্ষার জন্য একটী কলেজের অভাব আমরা বহুকাল হইতে অনুভব করিতেছি। এই অভাব মোচন করিবার চেষ্টা সময় সময় করা হইয়াছে। আমাদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হইয়া ঢাকা এবং ২৪ পরগণা ব্যতীত ফরিদপুর সকল জেলাকেই পশ্চাৎপদ করিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয় হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র প্রতিবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিভিন্ন স্থানের কলেজে অধ্যয়ন করিতে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতেছে। অনেক অভিভাবকের পক্ষে কলিকাতা অধ্যয়ন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। তজ্জন্য অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মা ফরিদপুরে একটী কলেজ সংস্থাপন জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

২। বিগত ১৯১৫ সনের ২১শে নবেম্বর উক্ত অভাব দূর করণার্থ একটী সভার অধিবেশন হয়। ১৯১৬ সনের প্রারম্ভেই উক্ত সভা একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপনার্থ একটী লিখিত বিবরণী সর্ব্ব সাধারণের জন্য প্রকাশিত করেন। তদনন্তর উক্ত সনের জুলাই মাসে বাইসরশির জমিদার মহানুভব শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এককালীন অৰ্দ্ধলক্ষ টাকা তাঁহার পরলোকগত পিতা রাজেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে কলেজ স্থাপনার্থ দান করিতে স্বীকার করেন। উক্ত সভা তাঁহার সেই দান ধন্যবাদপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ রাজেন্দ্র কলেজ সভার কর্তৃপক্ষগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজেষ্টার মহোদয়ের নিকট উক্ত কলেজ সংস্থাপন করিবার জন্য এক খানী আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভুক্ত (affiliate) করিবার জন্য এবং ফরিদপুর প্রদর্শনী জমিতে কলেজের জন্য খানিকটা জমি পাইবার জন্য প্রার্থনা করা হয়। ১৯১৭ মার্চ্চমাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ২ জন ইনস্পেক্টর কলেজের স্থান পরিদর্শন করেন। এবং তাঁহারা কলেজের আবশ্যকতা এবং নির্ব্বাচিত স্থানটী উপযুক্ত বলিয়া রিপোর্ট করেন। প্রদর্শনী ভূমি হইতে এই জমি দিতে গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করেন এবং বলেন যে উক্ত ময়দান সাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।

৩। এই সময়ে ফরিদপুরের লোকপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডানলপ মহোদয় স্বয়ং ঐ স্থান পরিদর্শন করিয়া প্রস্তাবিত স্থানে কলেজ নির্ম্মিত হইলে জন সাধারণের কোন প্রকার অপকার হইবে না, কারণ উক্ত স্থানটী মেলা ময়দান হইতে পৃথক। এই শুভ মুহূর্ত্তে অর্থাৎ ১৯১৭ আগষ্ট মাসে বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডসে ফরিদপুর পরিদর্শনে শুভাগমন করিলে কলেজ সমিতির সভাপতি মাননীয়

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়কে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে যদি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সংস্থাপন অনুমোদন করেন তবে তিনিও আবশ্যকীয় জমি অর্পণ করিতে কোন আপত্তি করিবেন না। উক্ত সনে গবর্ণমেণ্ট সাড়ে পাঁচ একর জমি বার্ষিক ১৲ নিরিখে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে স্বীকার করেন। কলেজের সভা ফরিদপুর মেলার জন্য যে একটী পাকা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং যাহা সেটেলমেণ্ট পক্ষ হইতে মাসিক ভাড়া দিয়া অধিকার করিতেছিল কলেজের জন্য উহা পাইতে স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর নিকটে প্রার্থনা করেন। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ কলেজের জন্য উক্ত বাটী অর্পণ করিতে স্বীকার করেন।

৪। আপাততঃ ইহা স্থির হইয়াছে—১৯১৮ সনের জুন মাস হইতে ফরিদপুর কলেজ কার্য্যারম্ভ করিবে প্রথমতঃ বালকগণের বাস করিবার জন্য যে সকল গৃহ নির্ম্মিত হইবে তাহাতেই অধ্যয়ন কার্য্য আরম্ভ হইবে পরে কলেজ গৃহ নির্ম্মাণ হইলে তথায় অধ্যয়ন কার্য্য চলিবে এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কলেজ গৃহ নির্ম্মাণের মোট ব্যয় ৪০,০০০ হাজার টাকা ধার্য্য হইয়াছে। কলেজের ... উপাদান সংগ্রহ করিতে মোট লক্ষ টাকার আবশ্যক তন্মধ্যে আদি এবং প্র... ...তা অর্দ্ধলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত প্রায় ৩০,০০০ হাজার টাকা কলেজের সমিতি সংগ্রহ করিয়াছেন। আর যে বিংশতি সহস্র টাকা নাম্নাই আছে তাহা আমরা আশা করি ফরিদপুর সাধারণ সম্প্রদায় কলেজ সমিতিতে অতি সত্বরপ্রদান করিবেন।

৫। বিগত ৮ই ১৯১৮ এপ্রেল সোমবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় মেলা গৃহের পশ্চিম উত্তর কোণে ফরিদপুরের জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডানলপ মহোদয় উক্ত রাজেন্দ্র কলেজের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। কলেজ সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের আহ্বান অনুসারে এবং অন্যান্য সদস্যগণের সম্মুখে ভিত্তি সংস্থাপন করেন। আমরা আশা করি এ কলেজ দীর্ঘজীবী হইয়া ফরিদপুরের জন সাধারণের উচ্চশিক্ষার বিধান করিবে উপসংহারে এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি সংস্থাপন ক... নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ... লর্ড রোণাল্ডসে মাননীয় স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ মহোদয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ

ফরিদপুরের কালেক্টর সাহেব মহোদয় এবং ফরিদপুরের মিউনিসীপালিটী কর্ত্তৃপক্ষ এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন তাহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। যাঁহারা অর্থের দ্বারা এই বিদ্যালয় মন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সম্পাদক।

বড়দিনের ছুটী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

পরদিন প্রাতে মাধবপুর হইতে শুয়াতলী যাইবার জন্য রওনা হইলাম। শুনিলাম মাধবপুর হইতে শুয়াতলী প্রায় ২ ক্রোশ। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সিংহ মহাশয়ের আদেশে তাঁহার একজন ভৃত্য খড়িঙ্কের ঘাটে পার করিয়া দিবার জন্য আমার সঙ্গে চলিল। এখানে নির্দ্দিষ্ট পার ঘাট নাই, বহুপূর্ব্বে একটী নদী ছিল। কপোতাক্ষীর নামে ইহার দুইধারে জলজ লতাগুল্ম মধ্যে পরিষ্কার জলে পূর্ণ। বর্ষায় ইনি দুকুল প্লাবি না হইলেও অনেক কৃষিক্ষেত্র প্লাবি বটে। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর, ভৃত্যটী ডাকাডাকী করিয়া নৌকা আনাইয়া আমাকে অপর পারে দিল এবং আমাকে উপদেশ দিল উত্তর মুখে ২ ক্রোশ গেলেই শুয়াতলী পাইবেন। কোন নির্দ্দিষ্ট পথ না থাকায় মাঠের মধ্য দিয়া আমি চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। বহুকষ্টে অনেকদূর অগ্রসর হইলে একটী লোক বলিল ঐ সামনে শুয়াতলী গ্রাম। ৫।৬ রশি পরেই বামদিকে পাকাবাড়ী দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। বাটীর নিকটে আসিতেই একটী যজ্ঞসূত্রধারী সুন্দর যুবক বলিলেন "ইহা পরেশনাথ মিত্রবর্ম্মার বাড়ী।" যুবকটী আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং আমার নাম বলিলে হাস্যমুখে বলিল অনেকদিন হইতে আপনার নাম প্রদেশবান্ধব, কায়স্থ-পত্রিকা ও আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায় দেখিতেছি। ক্লান্তি পরিহার করিয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম পরেশবাবু কোথায়? যুবক কহিল আমার পিতা অদ্যই সকালে স্বকপুরিয়া গিয়াছেন আমার পিসে মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় পিসিমাকে

দেখিতে এবং শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত করিতে গিয়াছেন। উক্ত সুকপুখরিয়া গ্রামের ব[illegible]জন কায়স্থ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রাদ্ধের সময় একটা দলাদলি হইবে।

২। আমি মনে করিলাম যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিলাম তিনি বাড়ী নাই। শুনিলাম উক্ত যুবকের নাম তারেশ-নাথ মিত্রবর্ম্মা তিনি পরেশবাবুর প্রথম পুত্র। বাটী থাকিয়া ডাক্তারী করেন। আয় মাসিক প্রায় ১০০৲ টাকা ইহার কিছুক্ষণ পরে আর একটী ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। এটীও উপবীতী ও সুদর্শন। দুইভাই গৌরবর্ণ এবং যেন সরলতা উদারতা ও আতিথেয়তার প্রতিমূর্ত্তি। কিছুক্ষণ আলাপের পর স্নান আহার হইল। দেখিলাম সম্মুখে দক্ষিণ হস্তের গুরুতর ব্যাপার ও বিপুল আয়োজন। আহারান্তে জাতীয় নানাকথার আলোচনার পর সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সিংহ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলাম।

৩। সেই রাত্রিতে শ্যামবাবু ও তৎপুত্র দেবেন্দ্র বাবু প্রভৃত আদর যত্ন সংকারে আহারাদির পর পরদিন বেলা ১০টার সময় আহারান্তে একখানি ছোট নৌকায় 'গহনার' নির্দ্দিষ্ট ঘাটে আসিলাম। বেলা প্রায় ১২॥ টার সময় গহনা দেখা দিল উহাতে উঠিয়া সন্ধ্যার পর ঝিকরগাছা ষ্টেসনে নামিলে অতি অল্পক্ষণ পরেই আমাদের ট্রেণ আসিয়া পৌছিল। রাত্রি ভোর হইবার সময় গোয়ালন্দ ঘাটে পৌছিয়া রাজসাহী ষ্টীমারে উঠিলাম। পূর্ব্বাহ্ন ১০॥ টার সময় ধীরে ধীরে নিজের বাসায় পৌঁছিলাম।

৪। এই প্রবন্ধে যশোহরে খেজুর গাছ, খেজুর বাগান এবং খেজুরের গুড় সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। যে দিকে চাও সেই দিকেই দেখিবে খেজুরের বাগান। যে দিকে চাও সেই দিকেই দেখিবে কেহ গাছ কাটিতেছে, কেহ রস নামাইতেছে, কেহ ভাড় বাঁধিতেছে; আর কেহবা প্রাতঃকাল হইতে রস সংগ্রহ, রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতেছে। গুড় ও অপর্য্যাপ্ত মূল্য প্রতিমণ ২॥০ টাকা। ইতি (ক)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা

(ক) এই প্রবন্ধ হইতে পথের বৃত্তান্ত কতকগুলি স্থান পাঠকের ধৈর্য্য

নমঃশূদ্র জাতি।

জাতিমালায় নমঃশূদ্র নামক কোন একটী জাতি পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং উক্ত নামটী অপর একটী জাতির নামান্তর তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অম্বোষ্ঠ জাতি বৈদ্যনামে অভিহিত তাহার উদাহরণ স্থল।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রাচীনকাল হইতে একটী প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ মহারাজ বল্লালসেনের আদেশ প্রতিপালন না করায় "নমঃশূদ্র" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শাকদ্বীপাৎ সুপর্ণেন আনীত দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
শাকদ্বীপীতি বিখ্যাতো জম্বুদ্বীপে বভুবহ॥
স চ রাজ্ঞা নিযুক্ত বৈ দেবতা পূজকো ভবেৎ।
দেবজীবাৎ স ধর্ম্মাত্মা দেবলত্বমুপাগতঃ॥

জাতিকৌমুদী ৭২ পৃঃ ৪র্থ শ্লোক, পরশুরাম সংহিতা ৪র্থ শ্লোক।

পক্ষীরাজ গড়ুর শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণকে পৃষ্ঠে করিয়া জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) আনয়ন করে। উঁহারা রাজা কর্ত্তৃক দেবতাপূজক পদে নিযুক্ত হইয়া দেবল ব্রাহ্মণ নামে কথিত হন। কিম্বদন্তী এই রাজা বল্লালসেনের নীচজাতিয়া পত্নী পদ্মিনী ভীমকাদশীর ব্রতে ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রার্থনা করেন। রাজা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণকে উহার ব্রতকার্য্য সম্পন্ন করিয়া পদ্মিনীর গৃহে ভোজন করিতে আদেশ করেন। উঁহারা গর্হিত কর্ম্ম করিতে বাধ্য না হওয়ায়, রাজা বল্লালসেন ক্রোধান্ধ হইয়া শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের উপবীত ছিন্ন করতঃ স্বস্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন এবং সর্ব্বত্র আদেশ করিলেন যে উক্ত ব্রাহ্মণগণ

চ্যুতি হইবে বলিয়া আমরা বাদ দিয়াছি। মাধবপুর হইতে গুয়াতলী গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন অনেকটা বিবরণ আমরা বাদ দিয়াছি, লেখক মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

সম্পাদক।

"নমঃশূদ্রবৎ" অর্থাৎ শূদ্রের ন্যায় পরিত্যজ্য। (ক) তদবধি নমঃশূদ্র নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। আর যাহারা পলায়ন করণান্তর কটিদেশে উপবীত লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন তাহারা ভদবস্থায় থাকিয়া পরে লাক্ষণের ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। উক্ত নামধেয় নমঃশূদ্রগণ শাণ্ডিল্য গোত্র।

পরন্তু আর একটী প্রবাদ এই যে কাশ্যপবংশীয় কোন ঋষিপুত্র পিতা কর্ত্তৃক বনবাসী হন। ভ্রান্তিবশতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বকীয় আশ্রমে উপনীত হইতে পারে নাই এবং উপনয়নের বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হয়। তন্নিবন্ধন পিতা রোষাবিষ্ট হইয়া উহাকে নমঃসুত অর্থাৎ ত্যাজ্যপুত্র করিলেন। তদবধি আশ্রমচ্যুত হইয়া নমঃসুত নাম পরিগ্রহ করতঃ দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে উহার নামান্তর নমঃশূদ্র হইয়াছে। এখনও পূর্ব্ব বঙ্গের শত বর্ষাধিক পক্ককেশ বৃদ্ধ নমঃশূদ্র আপনাকে নমঃসুত বলিয়া পরিচয় দেন। তাহাদিগকে নমঃসুত না বলিলে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাহারই বংশধর কাশ্যপগোত্রীয় নমঃশূদ্র। বিক্রমপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাসমোহন সার্ব্বভৌম মহোদয় প্রাগুক্তভাবের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। আবার পূর্ব্বস্থলীয় মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহোদয় অপরাপর ত্রিশ জন পণ্ডিতের সহযোগে পশ্চিম বঙ্গীয় নমঃশূদ্রকে "পারশব" বলিয়া ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন যথা—

শূদ্রায়াং বিধিবাবিপ্রাৎ জাতো পারশবোমতঃ
নয়ৎকাদীনমাশ্রিত্যজীবেয়ুঃ পূজকাঃস্মৃতা।

মনুঃ ১০ম অঃ ৮ম শ্লোঃ বা উশনা ৩৮ অঃ।

বিবাহিতা শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে পারশবের জন্ম হয়। মাদ্রাজে কেবল ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। (খ)

(ক) নমঃ = ত্যাজ্য। সম্পাদক।

(খ) মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক যথা...

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিণীতা বৈশ্যার গর্ভসম্ভূত সন্তান অম্বষ্ঠ এবং পরিণীতা শূদ্রার গর্ভসম্ভূত সন্তানগণ নিষাদ অথবা পারশব আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও নবশাকাদি আচরণীয় জাতিসমূহ নমঃশূদ্রজাতির প্রকৃত রহস্য কেহ অবগত নহেন।

এই অপরিজ্ঞাত জাতিকে জানিতে হইলে তাঁহাদিগের জাতিগত পার্থক্য অবধারণ করা আবশ্যক। যেমন ধূম দর্শনে পর্ব্বতোবহ্নিমান অবধারণ করা যাইতে পারে, তদ্রূপ নমঃশূদ্রজাতির বর্ণ, প্রকৃতি, বৈদিক কার্য্য, গোত্র, আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মালোচনা করিলে উহারা প্রকৃতপক্ষে কোন্ জাতি তাহা অনায়াসে অবধারণ করা যাইতে পারে।

শীতপ্রধান উত্তর মেরুদেশবাসী আর্য্যগণ গৌরবর্ণ এবং আদিমবাসি আর্য্যগণ কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যগণ নানাবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। ইহা কি শঙ্করতার ফল নহে? ইদানীং বর্ণ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে ব্রাহ্মণ শতকরা ১৩০৫, কায়স্থ ২১০৬ নমঃশূদ্র ১৯০৩ গৌরবর্ণ। সুতরাং বর্ণ তুলনায় নমঃশূদ্র আর্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়া অনুমিত হয়।

আর্য্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ নিরীহ, শৈব ভক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ, দাতা, দয়ালু শুদ্ধাচারী। নমঃশূদ্রজাতি অতীব নিরীহ, শান্তমূর্ত্তি, কৃষ্ণভক্ত ও শাক্ত ধর্ম্মপ্রাণ বিনয়ী, দ্বিজভক্ত, অতিথিপরায়ণ, বেদাচারী সংযমী, দেবতাসেবী এই সকল লক্ষণে তাহারা ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে।

থাকে। লেখক মহাশয় যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা মনুসংহিতায় নাই। মনুতে যে শ্লোক আছে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহার ভাবার্থ এই যে ব্রাহ্মণের ঔরসে বিবাহিতা শূদ্রকন্যার গর্ভে যে পুত্র হয় তাহার নামই পারশব। পূর্ব্বস্থলী নিবাসী পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ২৯ জন প্রধান প্রধান অধ্যাপকের সহিত নমঃশূদ্র জাতিকে পারশব আখ্যা দিয়াছেন। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে ব্রাহ্মণের শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণী সবর্ণা এবং অসবর্ণা বিবাহ অনুমতি আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই। যাহা হউক যতদূর আমরা বুঝিতে পারি নমঃশূদ্র জাতি বর্ণ আকৃতি সংস্কার আচার ব্যবহারে ব্রাহ্মণবংশের সমুৎপন্ন দেখা যাইতেছে। এই জাতির জলচল সম্বন্ধে শাস্ত্রতঃ কোন আপত্তি হইতে পারে কিনা ব্রাহ্মণগণ তাহার মীমাংসা করিবেন।

সম্পাদক

বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, এই দশবিধ সংস্কারের মধ্যে সমাবর্ত্তন ও উপনয়ন সংস্কার বাদে সমস্ত সংস্কার আছে। বিবাহে কুশণ্ডিকা আছে, জন্মমৃত্যুর অশৌচাদি ব্রাহ্মণবৎ যথা—

"পক্কান্নৈব কার্য্যানি সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ"

শ্রাদ্ধতত্ত্ববিবেক।

দ্বিজাতি ভিন্ন পক্কান্ন ও আমিষে শ্রাদ্ধ করিতে পারে না।

চিতাপিণ্ড, মন্ত্রমুখাগ্নি দান, যথানিয়মে পূরক পিণ্ড প্রদান, একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ. পক্কান্নে পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধে আমিষ ভোজন, তোরণাদি বৃষ, দানসাগরশ্রাদ্ধ, পঙ্কাগ্নি, নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠান, চড়কপূজা, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোল, রাসযাত্রা, তীর্থভ্রমণ ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি ব্রাহ্মণের যে সকল কার্য্য সমস্তই নমঃশূদ্রগণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহা নূতন নহে। পূর্ব্ববঙ্গে এ সকল ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যাধিক। ব্রাহ্মণগণ মুখোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় কাঞ্জিলাল, ডিংশাই, মৈত্র, চক্রবর্ত্তী, ইত্যাদি উপাধিধারী। ইহাদিগের মধ্যে শিরোরত্ন, স্মৃতিরত্ন, বিদ্যারত্ন, বেদান্তবাগীশ, তর্করত্ন, প্রভৃতি উপাধিধারী খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গ আছেন। পূর্ব্বে অধিক পণ্ডিত ছিলেন না বলিয়া শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ অর্থ গ্রহণে ব্যবস্থা (পাতি) দিয়া আসিতছেন। তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অধিকাংশ নমঃশূদ্র কাশ্যপ গোত্রীয়। তদ্যথা—

জমদগ্নি ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ
বশিষ্ঠ কাশপাগস্ত্য মুনয় গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি গোত্রানি মন্যন্তে সতাং

জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য মুনিগণ গোত্রকারক। গোত্র বলিলে সেই বংশের আদিপুরুষকে বুঝায় সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের ব্রাহ্মণ গোত্র হওয়া অসম্ভব তবে যাহা প্রচলিত আছে তাহা গুরু পুরোহিত, আশ্রিত ও ভক্তদাস গোত্র। তজ্জন্য অপর জাতির ব্রাহ্মণ গোত্র হইলেও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড শূদ্রবৎ। আর নমঃশূদ্রগণের কাশ্যপ শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ ও আলিম্যান প্রভৃতি গোত্র, তন্মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয়

নমঃশূদ্রের সংখ্যা বেশী, তাহাদিগের বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ব্রাহ্মণবৎ। ইহাতেও নমঃশূদ্রগণকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহারা স্বগোত্রেও বিবাহ করিয়া থাকেন তাহা দোষাবহ হইলেও অবজ্ঞেয় নহেন। কারণ স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয় ভার্য্যা শতরূপাতে আকূতি, দেবহুতি ও প্রসূতি এই তিনটী কন্যা উৎপাদন করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতিকে মহর্ষি রুচিকে সম্প্রদান করেন রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে যমজ যজ্ঞ পুরুষ ও দক্ষিণা দুই ভ্রাতা ভগ্নী জন্মগ্রহণ করেন দুই ভাই-ভগ্নী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তোষ, প্রতোষ প্রভৃতি দ্বাদশটী পুত্রোৎপাদন করেন,এবম্বিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে উঁহারা পতিত হইয়াছেন বলিয়া কিছু দৃষ্ট হয় না।

• শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ১ম অধ্যায় ১—৫৩।

আর শিল্পী মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তাঁতি), কুম্ভকার কংসকার ও কৈবর্ত্ত স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের জলচল আছে তদ্যথা—

বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চ কারসঃ।
ততো বভুবঃ পুত্রাশ্চ ন বৈতে শিল্পকারিণঃ॥

মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দকঃ
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনঃ নরাঃ॥

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্ত পরিকীর্ত্তিত।
কলৌতীবর সংসর্গাৎ ধীবরশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়।

শূদ্রাণীর গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার (শাঁখারি) কুবিন্দক (তাঁতি) কুম্ভকার; কংসকার, (কাঁসারী) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে কৈবর্ত্তের জন্ম হয়, তীবর সংসর্গে কলিতে পতিত। গোপ, তৈলী, ময়রা, নাপিত, ইত্যাদি জাতি স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া থাকে।

নমঃশূদ্রের সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায়।

কোন কোন স্থানে সামান্য ইতর বিশেষ হইতে পারে। আর্য্য-সমাজনেতৃগণ লোক পরম্পরা "নমঃশূদ্রজাতি হেয়" এইরূপ প্রবাদ বাক্য শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু স্বচক্ষে কখনও দর্শন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ এ জাতি সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিলাম নিরপেক্ষ সমাজপতিগণ সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন ইহা সত্য কিনা। ইহা সম্যক পরিজ্ঞাত হইলে নমঃশূদ্রের প্রতি চিরভ্রান্ত ঘৃণ্যভাব বিদূরিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীনাথ হালদার
বরিশাল ইলুহার।

কবিতাগুচ্ছ।

আঁধার নদীয়া।১

নবীন যৌবনে ত্যজি
প্রিয়াজী আর শচীমায়,
একাকী নিশীথে উঠি
গৌরমণি চলি যায়॥১।

জননীর মায়া-ডোর
নববধূ অনুরাগ,
বাঁধিতে নারিল যারে
কি ভীষণ সে বিরাগ।২

প্রাণের অধিক যাঁরা
সেই প্রিয় ভক্তগণ,
ছিল যাঁরা সাথে সাথে
নিশিদিন অনুক্ষণ।৩

পলকে চলিল ছাড়ি
ফিরি না চাহিল আর,
নদীয়া নাগর বিনা
নদে হ'ল ছারখার ।৪

সে কঠিন মায়াডোর
ছিন্ন করি অবহেলে,
কেমনে সে প্রাণগোরা
বিচরিবে কুতূহলে ।৫

সে যে গোরা চিত্ত চোর
নদীয়া জীবন ধন,
বিনা সে প্রেমার্দ্রমূর্ত্তি
মন প্রাণ উচাটন ।৬

তিলেক বিহনে যার
নদীয়া আঁধারময়;
বিনা সে পরাণনাথ,
প্রাণে প্রাণ নাহি রয় ।৭

শ্রীভোলানাথ ভক্তিবিনোদ।

বিরহ ॥২

বিরহ অনলে নাথ,
নিশিদিন দহে প্রাণ।
বিশ্বময় খুঁজি কোথা,
তব না পাই সন্ধান ॥১

হাসে যবে উপবনে
সুরভি সুন্দর ফুল;
সহাসি রাশি ভাবি,
হেরি সে কুসুমকুল ॥২

ফুলের সুবাস কিংবা
অগুরু-চন্দনচয় ।
তব অঙ্গ পদ্মগন্ধ
বলি মনে ভ্রম হয় ॥৩
কোকিল কূজন আর,
ভ্রমর গুঞ্জন ধ্বনি ।
তোমারি অমিয় স্বর,
বীণার ঝঙ্কারে শুনি ॥৪
অশনি পতনে কিবা
ভীম মেঘ গরজনে ।
তোমারি শাসন-ধ্বনি
ভাবি ভীত হই মনে ।৫
হাসে যবে শশধর
শোভি নীল নভঃস্থল ।
তোমারি বিভূতি তাহে
হেরি ফেলি অশ্রুজল ॥৬
অনন্ত আকাশে নাথ !
বিচিত্র মাধুর্য্য হেরি ।
মনে পড়ে হে অনন্ত !
তব অনন্ত মাধুরী ॥৭
অভ্রভেদী ভীমকায়
উন্নত ভূধর নাথ ।
তব বিরাটত্ব হেরি
করি ভক্তি প্রণিপাত ।৮
নীল সিন্ধু গভীরত্ব
সুবিশাল অঙ্গ তার ।
ঘোষে তব বিশালত্ব
গাম্ভীরতা অনিবার ॥৯

যেদিকে নেহারি প্রভু!
সকলি বিভূতি তব,
বিরহ-বিচ্ছেদ-ব্যথা
শুধু প্রহেলিকা সব ॥১০
বিশ্বনাথ! আছ তুমি
নিখিল ভুবন জুড়ে।
বিরহ অনলে কেন
বৃথা তবে জ্বলে মরি ॥১১
হেরি তব বিশ্বরূপ
এ বিশাল বিশ্বে হরি।
বিশ্বপ্রেমে ক্ষুদ্র প্রাণ
মুহূর্ত্তে উঠুক পূরি ॥১২

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন।

মা

কোথায় গিয়াছ মাগো কোন্ পরবাসে,
অথবা অমরধামে রয়েছ আপনি!
আজি কি পশিবে মাতঃ সেই দূরদেশে,
হতভাগ্য সন্তানের রোদনের ধ্বনি!১
আপন জীবন ব্রত করি সমাপন,
তুমি তো গিয়াছ চলি, আর কি তোমায়,
এ মর জগত মাঝে করি দরশন,
জুড়াতে পাইব মাগো তাপিত হৃদয়!২
খেলা ধূলা করি সাঙ্গ দিবা অবসানে,
করিয়াছি 'শান্তিপুর পাশ' যার তলে,

সে শান্তি আলয় এবে তোমার বিহনে,
জীবন্মুক্ত দেহ প্রায় পড়িয়া ভূতলে!
শৈশবে গিয়াছ মাগো ফেলিয়া আমায়,
অবোধ, অক্ষম, তব পূজিতে চরণ,—
অনুতপ্ত হয়ে তাই অভাগা হৃদয়,
দিবানিশি অশ্রু বারি করে বরিষণ!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু দেববর্ম্মা

গোলাপ।

—•—

আহা, মরি কি সুন্দর   হেরি কিবা মনোহর,
উদ্যানি গৌরব তুমি প্রসূন নবীন।
যদিও দিনেক পরে   পত্র সব যায় ঝরে,
অকালে সময় দর্পে হারাও জীবন।
তথাচ আছয়ে দর্প   করিবারে তব গর্ব্ব,
নাহি যাহা কান্তারের যাবত প্রসূনে।
পত্র তব ঝরে যবে   সৌন্দর্য্য হারাও তবে,
তখন স্নিগ্ধ গন্ধে মুগ্ধ করে পরাণে।
সেইরূপ যুবাকায়   নরের সৌন্দর্য্য হায়,
প্রস্ফুটিত তব মত মুগ্ধ করে নয়নে।
তেজ দর্প অহঙ্কারে   মাতাইয়া ধরাগারে
ভাবে মনে রবে নিত্য সংসার কাননে।
যত যত্ন রক্ষিবারে   মন মোহ কান্তিহরে
নরগণ প্রাণপণে করয়ে যতন।
সময় যদিও ধীর   ক্ষণমাত্র নহে স্থির,
অনুক্ষণ স্নিগ্ধ কান্তি করয়ে হরণ।

করো না মানবগণ রূপ গর্ব্ব অকারণ
যখন নাশিবে তারে কাল একদিন।
সুকৃতি করম ফল মানবের নিরমল,
কীর্ত্তিগাথা, রহিবেক স্থায়ী চিরদিন।
কর যত্ন প্রাণপণে যশোরাশি অন্বেষণে
কর্ত্তব্য সাধিতে যত অর্পহ ঈশ্বরে।
যাহাতে লভিবে যশ আমোদিবে দিগদশ
গোলাপের মত ঐ জীবনের (ও) পরে।

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।

পরার্থে আত্মত্যাগ।৫

চন্দন পেষিত হয়ে কঠিন শীলায়;
নিজ দেহ ক্ষয় করি সৌরভ বিলায়।
অনলে করিয়ে ধূপ আত্মবিসর্জ্জন,
অপরে সুগন্ধ সদা করে বিতরণ।
আত্মদেহ পুড়ি দীপ অনল শিখায়;
পরের আঁধার হরি সুপথ দেখায়
দধীচি আপন অস্থি করি সম্প্রদান;
রাখিলা অসুর যুদ্ধে দেবতার মান।
নির্দ্দয় ঘাতকে করি অপত্য অর্পণ,
ধাত্রী পান্না প্রভু-পুত্রে করিলা রক্ষণ।
পরার্থেতে আত্ম ত্যাগ মহত্ব অপার,
আত্মত্যাগী মহাজন ত্রিলোকের সার।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীধামপুরী নিবাসী শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ বসু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রতিভায় লিখিয়াছেন তন্মধ্যে বিগত পৌষ সংখ্যায় লিখিত প্রবন্ধটী শেষ। ইনি বলেন যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাবংশীয় ৬ষ্ঠ নৃপতি মহারাজ অনঙ্গভীমদেব ১২৮ হস্ত উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই বর্ত্তমান মন্দির। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তদীয় "আমার জীবন" গ্রন্থে এই মন্দির এবং ত্রিমূর্ত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম। নবীনবাবু কয়েক বৎসর পুরীতে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন।

২। মন্দির সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে সত্যযুগে উহা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে উহা সমুদ্রের বালিতে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া গিয়াছিল। একদিন রাজা—স্মরণ হয় তাঁহার নাম ললাটেন্দু কেশরী। সে স্থানের উপর দিয়া অশ্বারোহণে যাইবার সময় অশ্বের চরণ স্খলিত হয়। কিসে ঠেকিয়া স্খলিত হইল তাহা দেখিতে গিয়া মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হয় এবং এরূপে মন্দির আবিষ্কৃত হয়। বোধ হয় এ উপাখ্যানের অর্থ এই যে মন্দিরের এক স্তর নির্ম্মিত হইলে তাহা বালিতে আচ্ছন্ন করা হইত এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া আর এক স্তর নির্ম্মিত হইত। এইরূপে না জানি কত শত বর্ষে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবে নির্ম্মাণকারীর রাজা বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং এক কারণে মন্দির বালি চাপা হইয়া পড়িয়া থাকে। মন্দিরাবলি কেবল প্রস্তরের উপর প্রস্তর স্থাপিত হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, অন্যরূপ মাল মসলা কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই। কেবল ইস্পাতের শিকের দ্বারা স্থানে স্থানে প্রস্তরে প্রস্তর গ্রথিত হইয়াছে মাত্র।"

৩। "এইরূপ প্রকারে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা উৎকলখণ্ডে কোন স্থানেই আমরা দেখি না অথবা ললাটেন্দুকেশরী নামক কোন পুরীরাজার নাম দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহার পর ত্রিমূর্ত্তি সম্বন্ধে নবীনবাবু যাহা উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন। তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

৪। "কেবল মন্দিরের নির্ম্মাণ ইতিহাস কেন, ইহার ধর্ম্ম ইতিহাসও অতীতের নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন। ত্রিমূর্ত্তির এরূপ বিকৃত রূপ কেন হইল? যে অমর শিল্পী এ জগৎ বিস্ময়কর মন্দিরাবলি নির্ম্মাণ করিয়াছিল সে কি আর তিনটী সুন্দর দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই? বিশ্বকর্ম্মার উপাখ্যান যে একটা আষাঢ়ে গল্প তাহা আর এখনকার দিনে কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তার পর আরও বিস্ময়ের কথা, জাতিভেদ মূলক হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান তীর্থে জাতিভেদহীনতা। ব্রাহ্মণ ও অম্লান মুখে চণ্ডালের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন এবং তাহার পরও হস্ত মুখ প্রক্ষালন করেন না! ইহারইবা তাৎপর্য্য কি? তাহার পর জগন্নাথ স্বয়ং জগদীশ্বর স্বরূপে কিংবা বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ রূপে পূজিত হইতে পারেন। কিন্তু তাহার পার্শ্বে সুভদ্রা বলরাম কেন? ইহারা ত কাল্পনিক দেবমূর্ত্তি নহেন। দুইজনই ঐতিহাসিক চরিত্র। অথচ পূজিত হইবার যোগ্য কোন কার্য্যই যে করিয়াছেন তাহা কোন পুরাণে কি মহাভারতে নাই। আবার কৃষ্ণের পার্শ্বে তাঁহার কোনও পত্নীর কিসর্ব্বত্র প্রচলিত রাধার মূর্ত্তি না থাকিয়া তাঁহার ভগিনী সুভদ্রার মূর্ত্তিই বা কেন? সুভদ্রা তাঁহার সহোদরা ভগিও নহেন। খ্যাতনামা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন শ্রীক্ষেত্র হিন্দু তীর্থই নহে, বৌদ্ধ তীর্থ। বৌদ্ধদেব ত্রিরত্নের—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ তিন মণ্ডল ছিল। উহা প্রথমতঃ হিন্দুদের দেবদেবীর সম্মুখে রচিত মণ্ডলের মতই ছিল। পরে সে মণ্ডলের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বৌদ্ধেরা তাহার পূজা করিত মানুষ যে "রূপ কল্পনা" কি প্রতিমা ভিন্ন নিরাকারের কি শূন্যের ধ্যান করিতে পারে না ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কারণ কোন মূর্ত্তি বা প্রতিমা পূজা দূরে থাকুক বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পর্য্যন্ত নীরব। যাহা হউক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমূর্ত্তি সেই ত্রিমণ্ডলের আকৃতি মাত্র। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুত্থানের পর যখন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ নিরীশ্বর অবস্থাপ্রাপ্ত মূর্ত্তি পূজক বৌদ্ধধর্ম্ম অধঃপতিত ও বৈষ্ণবধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়, তখন বুদ্ধ মণ্ডল জগন্নাথে, ধর্ম্মমণ্ডল সুভদ্রাতে, এবং সঙ্ঘমণ্ডল বলদেবে, এবং শ্রীক্ষেত্র বিষ্ণুক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। এখনও জগন্নাথ বুদ্ধাবতার বলিয়া পরিচিত। অতএব উক্ত প্রত্নতত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে ইহাই অকাট্য প্রমাণ। বোধ হয় এ সময়ে বুদ্ধদেব হিন্দুদের নবম অবতার বলিয়া গৃহীত হন, কারণ

তাহা না হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম তখন ভারতবর্ষে এরূপ ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তৎস্থলে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের উপায়ান্তর ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। শ্রীক্ষেত্রে এই জাতিভেদ এরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে উহা পুনঃ স্থাপিত করা অসম্ভব বলিয়া শ্রীক্ষেত্রে আর উহা প্রচারিত হয় নাই। প্রচ্ছন্ন-তত্ত্বের সত্যতার ইহা দ্বিতীয় প্রমাণ। কেবল শ্রীক্ষেত্রে বলিয়া নহে, কি পুষ্কর কি গয়া, কি বিন্ধ্যাচল, কি কাশী সর্ব্বত্র হিন্দুদের বর্ত্তমান দেবীমূর্ত্তি পর্য্যন্ত পুরুষ বুদ্ধমূর্ত্তি। পুষ্করের সাবিত্রী, গয়ার সর্ব্বমঙ্গলা, শৈলশেখরস্থিত বিন্ধ্যবাসিনীর গিরি কক্ষে এখনও বুদ্ধমূর্ত্তি। কে বলিল ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে? বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম, বিশেষতঃ অহিংসামূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল সেশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম মাত্র। কিন্তু ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ মণ্ডলের নাম সুভদ্রা ও বলরাম হইল কেন? বুদ্ধদেবের প্রধান সহায় তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মও সঙ্ঘ। তদ্রূপ মহাভারতের ও ভাগবতের কৃষ্ণলীলার সহায় সুভদ্রা ও বলদেব। আমার এই ধারণাই আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভাসের সুভদ্রা ও বলরামের চরিত্রের ভিত্তি।"

৫। বিগত ১৩২৩ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমরা বুদ্ধদেব ও তাহার সঙ্ঘ শীর্ষক প্রবন্ধটী, যাহার মর্ম্ম "ভারতবর্ষ" পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে আমরা বলি যে বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের তিনটী [illegible]। যথা—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ। নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম শঙ্করাচার্য্যের [illegible]নের পর হইতে যখন সেশ্বর বৈষ্ণবধর্ম্মে পরিণত হয় এবং যাহার প্রতিপত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল সেই জন্যই আমরা বলি যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয় নাই উহা অদ্যাপি ভারতের নানা তীর্থস্থানে বর্ত্তমান আছে।

সম্পাদক।

চট্টগ্রামে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক ষোড়শাধিবেশন।

১। বিগত ১৬ই ও ১৭ই, চৈত্র শনি এবং রবিবারে চট্টগ্রামে কে, সি, দে ইনিষ্টিটিউড হলে অনারেবল রায় শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুরের সভাপতিত্বে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস মহোদয়ের উদ্যোগে এবং চট্টগ্রামবাসী কায়স্থ মহাত্মাগণের যত্নে উক্ত সভার ষোড়শাধিবেশন অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

২। বিগত ১৬ই চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হয়। প্রায় সহস্রাধিক কায়স্থ প্রতিনিধি ও দর্শকগণে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রায় শতাধিক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপকদিগের মধ্যে কলিকাতা হইতে সমাগত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, এবং কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, বিক্রমপুরের মদনমোহন বিদ্যানিধি, চট্টগ্রামের নবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, শরচ্চন্দ্র তর্কতীর্থ, হরশঙ্কর স্মৃতিরত্ন, রামকৃষ্ণ স্মৃতিরত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, কালীকুমার বিদ্যারত্ন, কালীকান্ত শিরোমণি, প্রসন্নকুমার তর্করত্ন, শরচ্চন্দ্র ন্যায়ভূষণ, জগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, অখিলচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ, কৃপানাথ বিদ্যাবিনোদ, হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার সম্পাদক কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং মিঃ ঘটক প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।

৩। বৈদ্যসমাজ মধ্যে রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর, পরেশচন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল, গভর্ণমেণ্ট উকিল রজনীরঞ্জন সেন এবং চট্টগ্রাম সাহিত্য সমিতির সম্পাদক ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

৪। কায়স্থগণ মধ্যে মাননীয় সভাপতি মহাশয় মহামতি কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা নোয়াখালীর জজ প্রবোধকুমার দেব, জমিদার রায় বিনোদবিহারী বসু,

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, মতিহারীর প্রতিনিধি গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা, ময়মনসিংহের সরকারী উকিল সারদাচরণ ঘোষবর্ম্মা, ঢাকা হইতে জয়ন্তকুমার বসুবর্ম্মা, দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, মহিমচন্দ্র ঘোষ অবসর প্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চন্দ্রকান্ত ঘোষ রায়, অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, নীতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, প্রচারক সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী এবং মাখনলাল ধরবর্ম্মা, কৈলাসচন্দ্র বসু, প্রসন্নকুমার বসু (টাকী), মাধবচন্দ্র সিকদারবর্ম্মা, প্রসন্নকুমার পালবর্ম্মা, চাঁদপুর হইতে উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ উকিল, বসন্তকুমার বিশ্বাসবর্ম্মা, এবং চট্টগ্রাম কায়স্থসভার সভাপতি নন্দকুমার সেন প্রমুখ বহু গণ্যমান্য কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন।

৫। সভার প্রারম্ভে চট্টল নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক সুমধুর ঐক্যতান সঙ্গীত তদনন্তর কায়স্থ কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত বিরচিত নিম্নলিখিত আবাহন সঙ্গীতটী তান লয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে গীত হইয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিল।

আবাহন সঙ্গীত।

আজি স্বাগত সজ্জন জ্ঞানী গুণীগণ ভুবন-জন-(মন)-মোহন-ক্ষেত্রে।
যেথা স্বয়ম্ভু-শেখর চুম্বিত সাগর বহে নির্ঝর শত অশ্রু-নেত্রে॥
যেথা পুষ্পিত-কানন পিক-কুহরণ অলি-গুঞ্জন-মধু-মুখর নিত্য।
যেথা শঙ্খ-ইছামতী-কাঞ্চী স্রোতস্বতী তুষিছে নিতি কত তৃষিত চিত্ত॥
যেথা বাড়ব-অনল জ্বলিছে উজ্জ্বল করি নির্ম্মল ধরণীতল পুণ্যে।
যেথা ধর্ম্ম চতুষ্টয় প্রীতি-বুদ্ধ-রম ঘোষি অক্ষয় মিলন জয় শূন্যে॥
সেই ভুবন-জন (মন) মোহন ক্ষেত্রে
আজি হে সজ্জন জ্ঞানী গুণীগণ লহ বন্দন প্রেম-করুণ-নেত্রে॥
আজি উঠুক জাগিয়া মুর্চ্ছা-ভুব হিয়া দীক্ষা লইয়া দীপ্ত অনল-মন্ত্রে।
আজি নব কর্ম্ম-বল সাধনা অটল তুলুক হিল্লোল সুপ্ত-মরম-তন্ত্রে॥
আজি বিঘ্ন ব্যবধান, শোক অবসান, নবীন প্রাণ চেতায়ে সারাবঙ্গে।
মোরা বেছে লব স্থান গৌরব-অম্লান সত্য সংসার মুক্তি-জগত কক্ষে॥

আজি তুচ্ছ নহি মোরা ক্ষুদ্র নহি মোরা নহি নহি মোরা-ঘৃণিত কিম্বা নিঃস্ব।
আজি নব জাগরণ-জীবন-স্পন্দন করে বর্ষণ মোদেরে (ওই) বিশ্ব॥
এই ভুবন-জন (মন) মোহন-ক্ষেত্রে
স্বাগত সজ্জন জ্ঞানী গুণীগণ আশা-অঞ্জন প্রেম-পিযুষ-নেত্রে॥

সঙ্গীতের সুমধুর প্রতিধ্বনি বায়ু ভিল্লোলে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই পূজ্যপাদ ঋষিকল্প পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় আশীর্ব্বচন পাঠ করিলেন;—তদনন্তর শ্রীকারপুর নিবাসী পূজনীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক সভার মঙ্গলাচরণ সভ্যগণের কর্ণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতে লাগিল।

৬। অতঃপর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ সরস্বতী বিরচিত নিম্নলিখিত উদ্বোধন সঙ্গীতটী গীত হইয়াছিল।

উদ্বোধন সঙ্গীত।

(বিভাস মিশ্র—যৎ)

সাগর-কুন্তলা, শ্যামল-বসনা শৈল-কিরীটিনী—
ফেণী, শঙ্খ, কর্ণফুলী, উরস ভূষিণী—
(এই) 'সহরে সবজ' তার মধ্যমণি।
(ঐই) পুণ্য অঙ্গে, দিব্য রঙ্গে, বহে মন্দাকিনী,
চন্দ্রশেখর শোভিনী—
চট্টলা জননী॥
(এথা) ভ্রাতৃসন্ধান পেয়ে (ঐই) এসেছে সবাই দেখে
স্নেহাঞ্চল পেতে দিয়ে লও মা তাদের ডাকিয়ে
স্বাগত সজ্জনবৃন্দ, দিতে বিপুলানন্দ
(এবে) শুনাও অতীত বাণী।
অমিয়স্ফূরিণী॥

সুবিশ্রুত শৌর্য্য-বীর্য্য, ছিল যে কায়স্থ আর্য্য,
কোথা সে দীপ্ত ঐশ্বর্য্য, কহ তা' পৌর্ব্বাপর্য্য,
মোরা নহি ত মুষ্টিমেয়; কেনবা হইব হেয় ?
ক্ষত্রিয় রুধিরে এ ধমনী—
(আজও) বহিছে জীবনী ॥
আজি গাও সে তীব্রগান আসুক শকতি'বান'
ভাঙুক অবশ প্রাণ হ'ক সুপ্তির অবসান ;
তুলিয়া ভীম তরঙ্গ, মিলাও কায়স্থ সঙ্ঘ
ব্যবধান ফেল টানি—
হ'ক মা গরবিনী ॥

গীত সমাপ্ত হইবামাত্র চট্টগ্রাম ওরিয়েণ্টাল একাডেমী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি-এ, মহাশয় স্বরচিত উদ্বোধন পাঠ করিলেন। উদ্বোধনের ভাষায় ও সমবেত সভাবৃন্দের প্রাণে এক নবীন ভাবের উদ্দীপনা হইল। স্থানান্তরে তাহা প্রকাশিত হইবে।

৮। অতঃপর চট্টগ্রামের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় প্রতিনিধিগণকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া একটী ভাবময়ী সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করেন। তদনন্তর উপস্থিত কায়স্থ প্রতিনিধিগণ দ্বারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গজ কায়স্থ ঢাকা শেখর নগর নিবাসী মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় তদীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ শেষ করিয়া আসন পরিগ্রহণ করিলে, বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় কার্য্য বিবরণী পাঠ করিলেন।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয় দুইটী প্রস্তাব স্বয়ং উপস্থাপিত করিলেন, প্রথম প্রস্তাব ঃ—রাজরাজেশ্বর ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জের বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা। দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ—কায়স্থ-যুবকগণকে ভারতরক্ষী সৈন্যদলে

যোগদান করিবার জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব :—আমাদের আন্দোলনের মূলমন্ত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ।

প্রস্তাবটী এই,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে এ সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন। শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচাদি ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন; কায়স্থ-মণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি।

অনুমোদক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা

সমর্থক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সিকদার দেববর্ম্মা।

" শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার।

বঙ্গীয় কায়স্থ সভার ষোড়শ অধিবেশন উপলক্ষে চট্টগ্রামে সমাগত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রমুখ সাহিত্যানুরাগী ভদ্রমহোদয়গণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত চট্টগ্রাম সাহিত্যপরিষদের সভ্যবৃন্দ অদ্য ৪॥ ঘটিকার সময় উক্ত পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করায়, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় অদ্যকার মত সভার কার্য্য শেষ হয়।

পরদিবস ১৭ই চৈত্র রবিবার প্রাতে কমিশনার বাহাদুরের কুঠীতে মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিষয় নির্ব্বাচনের জন্য কার্য্যকারী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। উক্ত পরামর্শ সভায় অদ্যকার সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয়ের নির্দ্ধারণ হয়। বেলা ১০ ঘটিকার সময় প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল বসুবর্ম্মা ও সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা এবং বাবু রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা চৌধুরী, প্রসন্নকুমার পালবর্ম্মা মহাশয়গণের বিশেষ

চেষ্টায় ও যাত্রামোহন বিশ্বাসবর্ম্মা, হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী, রাজচন্দ্র দত্ত, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, কামিনীকুমার দাস উকিল প্রভৃতি কতিপয় স্বজাতি হিতপরায়ণ কায়স্থ মহাশয়ের যত্নে একটী কেন্দ্র হইয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ১৯ উনবিংশতি জন কায়স্থ সন্তানের ক্ষত্র-সংস্কার কার্য্য সম্পাদন হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচারক।

বর্ষশেষে।

১৩২৪ বঙ্গাব্দের অবসান প্রত্যাসন্ন। বিশ্ব-বিধ্বংসী পাশ্চাত্য মহাসমর জনিত আর একটী দুর্ব্বৎসর মহাকালের গর্ভে বিলীন হইল। গত বর্ষে ধান্য চাউল ব্যতীত আর সমস্ত আহার্য্য বস্তুই অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। বঙ্গের দরিদ্র কৃষকগণ অতিকষ্টে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। ১৲ টাকা মূল্যের কাপড়খানি ২॥০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। লবণের মূল্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। কৃষকগণ জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া যেন ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় হাট বন্দর সকল লুণ্ঠন করিয়া দলে দলে কারাগারে প্রবেশ করিতেছে। ধনবান মহাজনদিগের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। এই সমস্ত উৎপাত কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ চেষ্টায়ও প্রশমিত হইতেছে না। পাশ্চাত্য সমরের অবসান না হইলে এই সকল আধিভৌতিক দুঃখের অবসান হইবে না।

২। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে লেখক, গ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষক মহাশয়দিগের আনুকূল্যে "আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা" তাহার কৈশোর-জীবনের ১০ম বর্ষ পরিপূর্ণ করিয়া ১১শে পদার্পণ করিল। আমাদের পুরাতন প্রিয় প্রথানুসারে এই বর্ষশেষে প্রতিভার লেখিকা এবং লেখক মহোদয়গণকে এবং বদান্য গ্রাহক মহাশয়দিগকে আমরা শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিম্নলিখিত প্রবন্ধলেখক মহোদয়গণ যাহারা কপর্দ্দক পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া নিঃস্বার্থ

ভাবে কেবল সমাজের মঙ্গলার্থে উপদেশপূর্ণ নানাবিধ গল্প এবং পদ্যময় প্রবন্ধ দ্বারা অতীত বর্ষের প্রতিভার পত্ররাজি সুসজ্জিত ও সুখপাঠ্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা যে অপরিশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ হইয়াছি, অবনত মস্তকে আমরা তাহা বারম্বার স্বীকার করিতেছি। প্রতিভার যে সকল গ্রাহক মহোদয়গণের অর্থানুকূল্যে এই দুর্ব্বৎসরে প্রতিভাকে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি তাঁহারা আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ১৩২৪ সাল যেমন দুর্ব্বৎসর তেমনই মুদ্রণের কাগজাদি উপাদান অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।—রয়েল আকারের কাগজ বাজারে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আমরা বিগত ১৩২৩ সন হইতে পত্রিকার আকার ডিমাই করিতে বাধ্য হইয়াছি। যে ডিমাই কাগজের মূল্য ১ রিম (১২ পাউণ্ড) ১৸৹ ছিল তাহা ১৩২৩ সন হইতে ৬৲ মূল্যে খরিদ করিতে হইয়াছে ১৩২৪ সনে উহার মূল্য ৬৶৹ হইয়াছে। প্রতিমাসে কেবল কাগজের মূল্যের জন্য আমাদিগের মাসিক ৪০৲ উর্দ্ধ ব্যয় করিতে হইতেছে। এইরূপ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াও প্রতিভার মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই। বার্ষিক ১৷৹ মূল্যেই প্রতিভা বিতরিত হইতেছে।

৩। প্রতিভার গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট আমরা দীনভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা আমাদিগের প্রেরিত ভিঃপিঃ গুলি ফেরৎ না দেন। গত বর্ষে প্রেরিত ভিঃপিঃ মধ্যে শতকরা ৫০।৬০টী ফেরৎ আসিয়াছে। এমতাবস্থায় আমরা কতদূর কষ্টে ও আর্থিক শোচনায় কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে প্রতিভা প্রচারিত করিয়াছি তাহা সমবেদনাপূর্ণ গ্রাহকগণ একবার হৃদয়ে ধারণা করিবেন ইহাই আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও প্রার্থনা।

৪। অবসান প্রায় বর্ষের প্রতিভা পরিচালনে আমরা নানাবিধ অপরাধে সকলের নিকট অপরাধী। যে মাসের প্রতিভা সে মাসে বাহির করিতে পারি নাই। পরমাসের শেষভাগে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রাহক মহাশয়গণ; স্মরণ রাখিবেন প্রতিভা সংবাদপত্র নহে। সমাজসংস্কার সম্বন্ধীয় মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ২।১ মাস বিলম্বে প্রকাশিত হইলেও ইহার মূল্য হ্রাস হয় না। যাহা হউক আশা করি গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ এই বিলম্বের জন্য এবং মন্দ কাগজে মন্দ মুদ্রণ জন্য আমাদের অপারগতা মার্জ্জনা করিবেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি যে প্রতিভার

গ্রাহক মহোদয়গণ ও প্রবন্ধলেখক ও লেখিকাগণ সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই সমাজসেবক দরিদ্র প্রতিভার শ্রীঅঙ্গের পুষ্টিসাধন করুন। ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

৫। নিম্নে আমরা সমস্ত লেখিকা ও লেখকগণের নাম দিলাম।

প্রবন্ধলেখিকাগণের নাম।—শ্রীমতী অমিয়বালা বসু, শ্রীমতী উৎপলিনী দেবী, শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী, শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

লেখকগণের নাম।—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাষ বি, এ, বি, টি, শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ কাব্যরত্ন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, কুমার প্রতাপনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রতিনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কামখ্যাপ্রসাদ রাহা দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্রসেন দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ রাহা দেববর্ম্মা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম, শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দেববর্ম্মা ভারতী ভূষণ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব, এবং সম্পাদক।

৬। উপসংহারে নিম্নলিখিত মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়গণ যাঁহারা 'আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা'র সহিত তাঁহাদের পত্রিকা বিনিময় করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১। ব্রাহ্মণ-সমাজ, ২ সাহিত্য-সংবাদ, ৩ কায়স্থ-পত্রিকা, ৪ উপাসনা ৫ বাঙ্গালসমাচার, ৬ সুশিক্ষিনী ৭ ভারত-মহিলা, ৮ নব্যভারত, ৯ প্রজাপতি, ১০ হিন্দু-পত্রিকা।

সাপ্তাহিক।

১। আনন্দবাজার, হিতৈষিণী, বিশ্বদূত। সম্পাদক

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ফরিদপুর জেলায় ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এ বৎসর বৃষ্টির অভাবে এবং রৌদ্রের ভীষণ প্রখরতাপ পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে অনেকস্থানে কলেরা রোগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং মৃত্যুর সংখ্যাও কম নহে। ফরিদপুর টাউনে উক্ত রোগের যে প্রকার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে তাহা অন্য কোন বর্ষে দেখা যায় না। যে কয়েক রকম চিকিৎসা আছে তন্মধ্যে উক্ত রোগে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই ভাল। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এখানে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে শরীর মধ্যে স্যেলাইন ইনজেকসন এবং ক্যালোমেল সেবন এই রোগের প্রধান ঔষধ বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু ইহাতে সকল অবস্থায় রোগের উপশম দেখা যায় না। বৃষ্টির অভাব এবং উত্তাপের প্রখরতা সমভাবেই চলিতেছে। আর কতদিন শ্রীভগবান নরনারীগণকে এই ভীষণ রোগের তাড়নায় সন্ত্রাসিত করিবেন তাহা আমরা জানি না। আমরা আয়ুঃশেষের দোহাই দিয়া যতই আপনাদিগকে সান্ত্বনা দেই না কেন আমাদের বিশ্বাস সুচিকিৎসার অভাবে অনেকেই অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইতেছেন। দেশের ধনবানদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা পল্লীগ্রামে ঔষধ এবং সুচিকিৎসক পাঠাইয়া দরিদ্রকে মৃত্যুর করাল হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। একদিকে ঔষধ এবং চিকিৎসকের অভাব অপরদিকে পল্লীবাসিগণের আহার, পোষাক, পরিশ্রম, সংযম সকল বিষয়েই অনিয়মিত। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে আমরা শ্রদ্ধা বিরহিত। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিন্দুমাত্র পালন করেন না। দেখাদেখি ব্রাহ্মণেতর জাতিরাও শাস্ত্রাদেশ কিছুমাত্র পালন করেন না। এমতাবস্থায় ইহাদের ব্যাধি হইবে না তবে কাহার হইবে? আমরা নিজকৃত অপরাধে শাস্তিভোগ করিতেছি।

২। চন্দ্রমাধব শোকসভা। বিগত ১৫ই ফাল্গুন অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা ওভারটুন হলে কায়স্থকুলগৌরব স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের মৃত্যুতে একটী শোক সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে বহুসংখ্যক কায়স্থ নেতৃবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সর্ব্ব প্রথমে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ঘোষমহাশয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইলেন। শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় প্রমুখ কয়েকজন উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয় স্বর্গগত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের কর্ম্মময় জীবনের যে মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা কায়স্থ মাত্রেরই অনুসরণ যোগ্য বলিয়া দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপর্য্যুক্ত প্রস্তাবগুলির নকল তদীয় শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট প্রেরিত হউক বলিয়া তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তৎপর রাত্রি ৭॥ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

৩। ফরিদপুর কায়স্থ প্রচার সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত বিবরণী কায়স্থ-পত্রিকায় চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য আমরা নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম। গতবর্ষে প্রচার সমিতির বেতনভোগী প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা কয়েক মাস অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রচার করতঃ যথেষ্ট সফলতা লাভ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পীড়িত হওয়ায় প্রচার কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। সুখের বিষয় স্বজাতিপ্রাণ ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা স্বেচ্ছা-প্রচারক পদে ব্রতী হইয়া বহু স্বজাতিকে গৃহীতোপবীত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা উকিল, কুলভাস্কর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন শর্ম্মা মজুমদার মহাশয়গণ কায়স্থগণের সংস্কার বিস্তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। কুলভাস্কর মহাশয় দুইটী কেন্দ্রের সমুদয় ব্যয়ভার নিজে বহন করিয়াছেন। পূজ্যপাদ আচার্য্য কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় কায়স্থ সমাজ সংস্কার উপলক্ষে জীবন হারাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন কায়স্থের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। কায়স্থ সমাজার্থে ত্যক্তজীবিত উক্ত মজুমদার মহাশয়ের ঋণ আমরা কি কখন পরিশোধ করিতে পারিব? ইহারা সকলেই ধন্যবাদ ভাজন। বৈড়াদী নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসুবর্ম্মা, দোলকুণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুহবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল দাসবর্ম্মা দিনাজপুর রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মতিলাল সোমবর্ম্মা

শৈলডুবা নিবাসী মথুরানাথ মজুমদার বর্ম্মা। এবং দীগনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন মিত্রবর্ম্মা মহাশয়গণের নাম অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। শ্রীভগবান ইহাদের মঙ্গল করুন। গত বর্ষের সর্ব্বপ্রকার আয় ১৪৩৷১০ প্রচারকের বেতন ৭৫৲ টাকা মনিঅর্ডার কমিশন ৸৵০ পোষ্টেজ ৩৴১০ মুদ্রণ ব্যয় ৬৷৹ চাঁদা আদায় খরচ ২৷৵০ মোট ব্যয় ৮৮৴১০ বাদে বাকী তহবিলে ৫৪৸৶০ মাত্র। পরিশেষে কায়স্থ-পত্রিকা এবং আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা সম্পাদকদ্বয়কে ধন্যবাদ। তাঁহারা সমিতির জন্য মন্তব্যাদি প্রকাশ করিয়া প্রচুর উপকার করিয়াছেন।

৪। প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের বিশেষ উদ্যম ও যত্ন সহকারে কার্য্য করা সত্ত্বেও ১৪৩৲ টাকা আদায় দেখিয়া আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। আমরা আশা করি ফরিদপুরবাসী কায়স্থ মহাত্মাগণ প্রত্যেকে সামান্য ৵০ ।০ বার্ষিক ভিক্ষা দিলে প্রচারসমিতির আয় অধিক হইত এবং প্রচারের কার্য্যও বিস্তৃত ভাবে চলিত। বর্ত্তমান সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় রোগে এবং শোকে যে প্রকার মুহ্যমান কায়স্থ সমাজ সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন। আমরা আশা করি শ্রীভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সমাজের মহান উপকার সাধন করিবেন।

৫। পাশ্চাত্য যুদ্ধ।—যুদ্ধ অতি ভীষণভাবে চলিতেছে। সৈন্যসংখ্যার আধিক্য বশতঃ মিত্রশক্তিকে কিছু কিছু পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছে বটে কিন্তু ব্যূহ অক্ষুণ্ণ থাকায় জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। জার্ম্মাণ বর্ত্তমান ৭৫ মাইলদূর হইতে প্যারিসনগরে গোলা নিক্ষেপ করিতেছে। এই যুদ্ধের অবসান শীঘ্র হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। ফলতঃ জার্ম্মাণ সম্রাট যেরূপ অকাতরে বিপুল সৈন্য নষ্ট করিয়া যুদ্ধ করিতেছে তাহাতে বোধ হয় তিনি শীঘ্রই যুদ্ধের অবসান করিবেন।

৬। কায়স্থোপনয়ন।—দিনাজপুর রাজবাটী হইতে শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায় মহাশয় লিখিতেছেন :—বিগত ৪ঠা চৈত্র সোমবার শ্রীযুক্ত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের কাছারীবাড়ীতে মহারাজ বাহাদুরের সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় একটী উপনয়ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। পাঁচথুপী নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য এবং ফরিদপুর ধানুকা নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১ শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র ঘোষ, ২। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, সাং কৈজুরী জেলা ময়মনসিংহ ৩। অনঙ্গমোহন গুহ, ৪। উমেশচন্দ্র গুহ, সাং হোসেনপুর ফরিদপুর, ৫। বসন্তকুমার চন্দ্র সাং গোয়চন্দ্র ফরিদপুর।

৭। ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।—গত ২৪শে ফাল্গুন যশোহর জিলান্তর্গত কাশী-নগর পোঃ ধোপাদহ গ্রামের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা দেবীর সহিত শত্রুজিতপুর নিবাসী শ্রীমান বিজয়কুমার দত্তবর্ম্মার শুভ বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে দেনাপাওনার কোন কথাই হয় নাই পাত্রপক্ষ মিত্র মহাশয়ের নিকট কপর্দ্দক গ্রহণ করেন নাই। কায়স্থ সমাজে এইরূপ আদর্শ বিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

৮। কায়স্থ সভা—পাবনা জিলার অন্তর্গত ভট্টবাক গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় মহাশয় লিখিতেছেন :—১৩২৪ সনের ১৭ই চৈত্র রবিবার উক্ত গ্রামে এক বিরাট কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। কায়স্থ সমাজ হিতৈষী শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর পাটধারী নিবাসী কায়স্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয় একটী মাঙ্গলিক রচনা পাঠ করেন। সভার প্রারম্ভে কয়েকটী বালক কর্ত্তৃক একটী জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। তৎপর উক্ত তর্করত্ন মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া একটী বক্তৃতা করেন। মহেশপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়বল্লভ ভারতী সরস্বতী মহাশয় উক্ত বিষয়টী প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দেন। বলা বাহুল্য এই সভার পূর্ব্বে যাহারা উপবীত ধারণে অসম্মত ছিলেন, তাহারা সকলেই সভার পরে একবাক্যে উপবীতী হইবার প্রস্তাব স্বীকার করেন। গত ২২শে চৈত্র শনিবার নেওয়ারগাছা গ্রামে শ্রীযুক্ত হরশঙ্কর সরকার মহাশয়ের বাটীতে ঐরূপ আর একটী সভার অধিবেশন হয়। সকলেই একবাক্যে উপবীত গ্রহণ করা স্বীকার করেন। এইরূপ সভাতে উপনয়ন গ্রহণ না করিলে বিশেষ কোন ফল হইতে পারে না। আমরা আশা করি সভাতে উপস্থিত সকলেই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন।

৯। কায়স্থের রাজ সম্মান।—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সামরিক সমিতিতে (Imperial war conference) মাননীয় ভায় সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মহোদয় ভারতবাসীগণের প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ পাতিয়ালা ষ্টেটের মহারাজা বাহাদুর নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০। ভ্রম সংশোধন।

প্রতিভা ফাল্গুন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
রাসলীলা ৪৮৩ পৃষ্ঠা		
১৮ পংক্তি	প্রকাশয়	প্রকাশ্যং
ঐ ঐ ২৭ পংক্তি	পরম্পর্যাং	পরমর্য্যাং
ঐ ৪৮৪,৭ পংক্তি	শ্রীচৈতন্যদেব	শ্রীনরোত্তম ঠাকুর

প্রতিভা ফাল্গুন সংখ্যা

৫২৮পৃঃ১৯পংক্তি officiating Generalmanager স্থলে officiating General manager mymensing হইবে।

১১। নবদ্বীপে উপাধি বিতরণ।—বিগত ১২ই ফাল্গুন রবিবার মাঘ পূর্ণিমার ধুলট গঙ্গাস্নান উপলক্ষে নবদ্বীপের বিবুধ জননী সভার একটী অধিবেশন নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ সম্মানের সহিত উপাধি লাভ করিয়াছেন শ্রীচন্দ্রবিদ্যামহার্ণব মহোদয় আর একটী নূতন উপাধি 'তত্ত্বচিন্তামণি' নবদ্বীপে পাইলেন। উক্ত উপাধি উপযুক্ত পাত্রেই ন্যস্ত হইয়াছে। বসুমহোদয় বাল্যকাল হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহার উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতি দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ। এই মূল তত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করিয়া তাঁহার জীবনে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন তাঁহার প্রতি 'তত্ত্বচিন্তামণি' উপাধি ঠিক হইয়াছে। রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন 'কবিশেখর' উপাধি পাইয়াছেন। যদিও তিনি কোন কাব্য রচনা করেন নাই তথাপি একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া সম্মানের উপযুক্ত। ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন সিংহের কয়েকখানি পুস্তক আছে। তাহা আজকাল প্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকরাশির মধ্যে অন্যতম। তিনি 'কবিরঞ্জন' উপাধি পাইবার উপযুক্ত কি না কায়স্থ সমাজ

নির্দ্ধারণ করিবেন। রায় বিনোদবিহারী বসু 'কুলরঞ্জন' উপাধি পাইয়াছেন। তিনি বসুবংশ সম্ভূত, যে প্রাতঃস্মরণীয় মাতৃবংশ হইতে মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস আবির্ভূত হন এবং যাহার আদিপুরুষ উপরিচর বসুকে ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি 'বসুধারা' দিবার সময় অর্চ্চনা করিয়া থাকেন সেই মহাকুল রক্ষার্থে বিনোদ-বাবু কি করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব রহিলাম। ফলতঃ যে তিনজন কায়স্থ মহাত্মা উপাধি লাভ করিলেন তন্মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ব্যতীত অবশিষ্ট দুই জন অধম শূদ্রাচারী। আশাকরি তাঁহারা উভয়ে এই উপাধি গ্রহণের পরে চিত্রগুপ্তের কায়স্থধর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয়ের আচার প্রতিপালন করিবেন।

১২। কলিকাতা বিরাট টাউনহল সভা।—বিগত ৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার অপ-রাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় টাউন হলে কর্ত্তৃপক্ষের অবরোধ অথবা (interments) নীতির প্রতিবাদ কল্পে জন সাধারণের একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সভাপতি ছিলেন। কলিকাতার বহু নেতাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশস্থ প্রজাপুঞ্জের স্বত্ব রক্ষার্থে একটী সঙ্ঘ (Bengal Raiyats civil rights committee) তৎকালে সংস্থাপিত হয়। এই সঙ্ঘ প্রদেশীয় জন সাধারণের যাবতীয় স্বত্ব স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণ করিবেন এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় আইন যাহাকে ভারত রক্ষা আইন বলিয়া থাকে তদ্বারা যাহাতে বঙ্গবাসীর অধিকার বা স্বাধীনতা খর্ব্ব না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের ও তাহাদের স্বজন বর্গের অভাব যথাসাধ্য মোচনের চেষ্টা করিবেন। এই সভা যে একটী মহা-ব্রত গ্রহণ করিতেছেন তজ্জন্য জন সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন।

১৩। কায়স্থোপনয়ন।—কোন্নগর হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্রবর্ম্মা লিখিতেছেন :—৮ই ফাল্গুন ১৩২৪ কোন্নগর গ্রামে শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ঘোষ এবং ২রা বৈশাখ ১৩২৫ আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ইহারা উভয়ে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।